সচিত্র

বিলাতী গুপ্তকথা।

জর্জ্জ রেনল্ডসাহেবপ্রণীত

জোসেফ উইল্‌মট।

*"——— And start not—
I am Joseph Wilmot no longer—
my birth is cleared up."*

বঙ্গানুবাদক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

Published by Pal & Co.
FOR
FAKEER CHANDRA SIRCAR,
46, Maniktolla Street,
CALCUTTA.

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা
বলরাম দের ষ্ট্রীট ৬৮ নম্বর ভবনে কৃপানন্দ যন্ত্রে
শ্রীনফরচন্দ্র সরকারদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

বিলাতী গুপ্তকথা।

দ্বিতীয় খণ্ডের ছবি।

* মার্কুইস কাসেনো অষ্ট্রীয়ার দুর্গে বন্দী ; কিন্তু তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়াই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছদ্মবেশে এঞ্জিলো ভলটেরা নামধারণ করিয়া এপিনাইনের ডাকাতের আড্ডায় এত সৃষ্টি করিলেন। এপিনাইনের অন্ধকূপেই তাহাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়সিদ্ধি, এই কারণেই কাসেনোর চেহারাটী ঐখানে দেওয়া হইয়াছে।

বিলাতী গুপ্তকথা ।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র ।

বিলাতী গুপ্তকথা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম প্রসঙ্গ।

বক্তৃতাসভা।

কুমারী ইউজিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর দুদিন বিগত, তৃতীয় দিবস সমাগত। ইতিমধ্যে মার্কুইস্ পলিনের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হবার সুবিধা হয়ে উঠ্‌ছে না। চক্ষে দেখা অনেকবার হলো, বদন বিষণ্ণ,—কতই চিন্তাকুল, আমার দিকে তিনি চেয়ে দেখ্‌লেম, আমিও চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কবার কোন লক্ষণ তিনি দেখালেন না। যেদিকে আমি থাকি, সেদিকে তিনি আসেন না। নিকটে আমারে দেখ্‌তে পেলে অন্যদিকে চোলে যান। কারণটা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। যে কারণে তিনি অন্যমনস্ক, যে কারণে তিনি বিষাদিত, পাছে আমারে সেই কারণটা জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়, সেই ভয়েই সোরে সোরে যান। অযাচিত হয়ে আমার সঙ্গে কথা কওয়া যেন তিনি কিছু অপমান বিবেচনা করেন। তাঁর মনে যাই থাক্, চেষ্টা কোল্লে অতি সহজেই আমি তাঁরে কথা কহাতে পার্‌বো, মনে আমার সে বিশ্বাস দাঁড়ালো। শীঘ্রই নির্জ্জন আলাপের অবসর ঘোট্‌বে, সেটীও মনে মনে স্থির কোল্লেম। তৃতীয় দিবস সমাগত। তৃতীয় দিবসের রাত্রিকালেই সভার অধিবেশন। যে গুরুভার আমি গ্রহণ কোরেছি, তাতে যদি অকৃতকার্য্য হই, কুমারী ইউজিনি অন্তরে বড় ব্যথা পাবেন;—বড় আশায় নিরাশ হবেন।

মার্কুইসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার অবসর প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। সাক্ষাৎ হোলেই এবারে আমি অগ্রেই কথা কব, এই আমার সঙ্কল্প থাক্‌লো। বেলা যখন প্রায় দুই প্রহর, সেই সময় ডিউক বাহাদুর আমাকে ডেকে পাঠালেন। এক বাক্স পিস্তল আমার হাতে দিলেন। যারা বন্দুক-পিস্তল নির্ম্মাণ করে, তাদের মধ্যে একজনের নাম কোরে, তারই দোকানে আমারে যেতে বোল্লেন। কি কি প্রয়োজন, কর্ম্মকারকে

তিনি সে কথা উপদেশ দিয়ে রেখেছেন, আমি কেবল বাক্সটী তারে দিয়ে আস্‌বো, তা হোলেই কাজ হবে, এইমাত্র কথা। তৎক্ষণাৎ আমি কামারের দোকানে চোলে গেলেম। শীঘ্রই ফিরে আস্‌তে হবে, যুবা মার্কুইসের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন, তাড়াতাড়ি দোকানে পৌঁছিলেম। সবেমাত্র পৌঁছেছি, সম্মুখে দেখ্‌লেম, একজন অস্ত্রধারী পুলিসপ্রহরী আর একটী নূতন লোক সেই খানে দাঁড়িয়ে আছে। তারা দুজনে চঞ্চলভাবে কি রকম কথোপকথন কোচ্চে। যে নূতন লোকটী দেখ্‌লেম, তার চেহারা বেশ ভদ্রলোকের মত। পরিচ্ছদও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বোধ হলো, একজন সওদাগর। পুলিসপ্রহরীকে তিনি বোল্লেন, "হাঁ, আজ রাত্রেই হবে!"

ঐ কথাটী ছাড়া আর কোন কথাই না। পুলিসের লোকটী রাস্তা পার হয়ে অপর দিকে চোলে গেল, অন্য লোকটী দোকানের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। আমিও প্রবেশ কোল্লেম। আমার অগ্রে যারা প্রবেশ কোরেছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের কাজ সমাধা না হলো, ততক্ষণ আমি চুপ্‌ কোরে বোসে থাক্‌লেম।

"নমস্কার মস্থর ক্রেসন!"—যে লোকটীর কথা আমি বোল্লেম, সেই লোকটীকে নমস্কার কোরে বন্দুকনির্ম্মাতা কর্ম্মকার ঐ রকম সম্ভাষণ কোল্লে। নমস্কারের পর আরও বোল্লে, "আপ্‌নি বুঝি সেই পুলিন্দাটার জন্য এসেছেন? সেটা প্রস্তুতই আছে।"

ক্রেসন বোল্লেন, "হাঁ, সেই জন্যই আমি এসেছি।" এইটুকু বোলেই ইত্যগ্রে পুলিসপ্রহরীকে যে কথা বোলেছিলেন, ব্যস্তভাবে একটু চুপি চুপি সেই কথাই পুনরুক্তি কোল্লেন, "আজ রাত্রেই হবে!"

কর্ম্মকার বিস্মিতনয়নে তাঁর মুখের দিকে একবার চাইলে। কথার ভাবটাও যেমন আমি বুঝ্‌লেম না, চাউনির ভাবটাও তেম্‌নি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। কর্ম্মকার তখন একটা ড্রাজ খুলে, বৃহৎ একটা ভারী পুলিন্দা বাহির কোল্লে। পুলিন্দাটা মেটে রঙের কাগজ জড়ানো;—খুব শক্ত সুতুলি দিয়ে বাঁধা। পুলিন্দাটা মস্থর ক্রেসনের হাতে দিয়ে, কর্ম্মকার সেই সঙ্গে একখানা বিল দিলে। মস্থর ক্রেসন তৎক্ষণাৎ সেই বিলের টাকা পরিশোধ কোরে দিলেন। আমি দেখ্‌লেম, চল্লিশ পাউণ্ড। টাকা চুকিয়ে দিয়েই পুলিন্দাটী নিয়ে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। কর্ম্মকার তখন আমার কাজ ধোল্লে। পিস্তলের বাক্সটী আমি তারে দিলেম।—বোল্লেম, "ডিউক পলিনের নিকট থেকে আমি এসেছি।"—আর কিছু বল্‌বার আমার উপদেশ ছিল না। ঐ কাজটী সেরেই আমি দোকান থেকে বেরুলেম। সরাসর প্রাসাদেই ফিরে গেলেম। মস্থর ক্রেসনের কথা আর মনেই কোল্লেম না। কি ভাবের কি কথা,—কি রকম সঙ্কেত, কেবল তাঁরাই তা বুঝ্‌লেন, আমার বুঝ্‌বার দরকারই বা কি? সে দরকারের চেয়ে আমার হাতে একটা গুরুতর দরকার বিদ্যমান। প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হয়েছি, দেখি, মার্কুইস্‌ পলিন বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আস্‌ছেন। আমি সংকল্প কোল্লেম, এই বারেই ধোরবো।

মার্কুইস্ অতি ধীরে ধীরে আস্‌ছিলেন;—কি যেন ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছিলেন। রাস্তার দিকেই নিম্নদৃষ্টি। যতক্ষণ আমি নিকটে গিয়ে না দাঁড়ালেম, ততক্ষণ তিনি আমারে দেখ্‌তে পেলেন না। নিকটে গিয়েই আমি সাহসপূর্ব্বক বোল্লেম, "মসূর মার্কুইস্! আমি কি আপ্‌নারে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি?"

"অবশ্য পার!"—অতি সরলভাবেই মার্কুইস্ বোল্লেন, "অবশ্যই পার!"—আমি দেখ্‌লেম, তাঁর চক্ষে যেন সন্তোষবহ্নি প্রকাশ পেলে। তিনি যে আমারে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন, সে ভাবটীও বুঝ্‌তে পাল্লেম। অগ্রে আমি কথা কোয়েছি, কাজেই তার উত্তর দিতে হবে; কিন্তু কি কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, শ্রবণের প্রতীক্ষায় তিনি আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

আমি বোল্লেম, "আপ্‌নার সঙ্গে কথা কওয়া আমার কিছু বেশী স্পর্দ্ধার বিষয়। আপনি মনিব, আমি চাকর। বিশেষত যা কিছু আমি বোল্‌বো, সেটাতে আপ্‌নার আপাতত কিছু আশ্চর্য্য জ্ঞান হবে।"

মার্কুইস্ বোল্লেন, "তোমার কোন অসৎ কল্পনা আছে, সেটী বিবেচনা কর্‌বার কোন কারণ নাই। যা কিছু তোমারি বল্‌বার থাকে, খোলসা কোরেই বল!"

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম, "কথা শুনে আপ্‌নি বিস্ময় প্রকাশ কোর্‌বেন না। আমারে দুঃসাহসিক বিবেচনা কোর্‌বেন না। আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, সর্ব্বদাই আপ্‌নি যেন কি ভাবেন। আপ্‌নার মনে যেন কি নিগূঢ় কথা গুপ্ত আছে।"

যুবা মার্কুইস্ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলেন। নেত্রপাতের ভঙ্গীতেই আমি বুঝ্‌লেম, আমার সংক্ষিপ্ত কথা শুনেই তাঁর আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়েছে। বিস্মিত-নয়নেই তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। মুখে একটীও কথা বোল্লেন না।

পুনর্ব্বার আমি বোল্লেম, "হাঁ মার্কুইস! আপ্‌নার মনে কিছু আছে। আমি আপ্‌নাদের চাকর। আপ্‌নাকে এই রকম অসুখী দেখে মনে মনে আমি কষ্ট পাচ্চি। আপ্‌নাদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। কিসে আপ্‌নি অসুখী, সেইটী জান্‌বার জন্যই আজ আমি আপ্‌নাকে সে কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে সাহসী হোচ্চি।"

তখনও পর্য্যন্ত মার্কুইসের সেই রকম গোলমেলে চাউনি। কি কথা বোল্‌বেন, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। তাঁর দুঃখে আমি দুঃখ প্রকাশ কোচ্চি, সেটাও আমার পক্ষে বেশী সাহসের কথা। কোন গুরুতর কথা আমি বোল্‌বো, সেটা হয় ত তিনি বুঝ্‌লেন।—বুঝেও তখনো পর্য্যন্ত নীরব। চক্ষুও যেন কথা কয়। তাঁর নেত্রপাতের ভঙ্গীতে আমি বেশ বুঝ্‌লেম, উত্তম অবসর। আমার মুখে তিনি আর কিছু বেশী কথা শুন্‌তে চান।

একটু চুপ কোরে থেকে আমি বোল্লেম, "কোন বাজে কথা আমি বোল্‌বো না। কোন রকম কৌতুক জন্মেছে, সেভাবেও আমি আপ্‌নারে বিরক্ত কোর্‌বো না। প্রথমেই যে কথা আমি বোলেছি, সেই কথাই আমার আসল কথা। আপ্‌নার মনে

কি আছে, সেইটী আমি শুন্‌তে চাই; কি ভাবনায় আপ্‌নি উদ্বিগ্ন, সেইটী জান্‌তে পাল্লেই আমি তার উপায় কোত্তে পারি। যাতে আপ্‌নার উদ্বেগ দূর হয়,—যাতে আপ্‌নার মানসিক চিন্তা দূরে যায়,—যাতে আপ্‌নি সুখী হন; আমিই তার চেষ্টা কোর্‌বো। আপ্‌নি আমারে অবিশ্বাস কোর্‌বেন না। আমি অবিশ্বাসী নই। বিশ্বাসের কথা বিশ্বাস কোরেই প্রকাশ করুন্!"

মার্কুইসের বদনে লজ্জারেখা সমঙ্কিত হলো। আমি যে কুমারী ইউজনির কথা বোল্‌বো, সেটী হয় ত তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন। সলজ্জভাব দেখেই আমি সেটী অনুমান কোল্লেম। প্রকাশ কোরে বোল্লেম, "এখন আর আমি বেশী কথা বোল্‌তে পাচ্চি না। সে সব কথা আপ্‌নাকে জানাতে পারি, তেমন স্থানও এ নয়।"

"তবে তুমি আমাকে কি কোত্তে বল?"—পূর্ণকৌতূহলে সন্দিগ্ধচিত্তে মার্কুইস জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোন্ স্থলে সে সব কথা তুমি বোল্‌তে পার? কোথায় আমি যাব? আমাকে তুমি কোথায় যেতে বল?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ সন্ধ্যার পর—নটা বাজ্‌বার এক কোয়াটার পূর্ব্বে এই প্রাসাদের সম্মুখরাস্তার অপর মোড়ে আমি আপ্‌নার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে ইচ্ছা করি। কথাটা শুনে আপ্‌নার মনে যে রকম গোলমাল ঠেকুক, কিন্তু এটী নিশ্চয় জান্‌বেন যে, যে ভাবনায় আপ্‌নার চিত্ত উদ্বিগ্ন, আমার কথাগুলি শুন্‌লে সে ভাবনার অনেকটা লাঘব হবে। কথাগুলি শুনে আপ্‌নি সুখী হোতে পার্‌বেন।"

মার্কুইস্ বোল্লেন, "যা তুমি বোল্‌ছ, তা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু তোমাকে অবিশ্বাস কর্‌বার কোন কারণ দেখ্‌ছি না। সন্ধ্যার পর যেখানে তুমি আমাকে যেতে বোল্‌ছো, সেইখানেই আমি যাব। কিন্তু একটী কথা এইখানে আমি তোমারে জিজ্ঞাসা কোরে রাখি। কথাটা কি গোপনীয়?"

"সম্পূর্ণ গোপনীয়!"—এই উত্তর দিয়েই দ্রুতপদে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সে প্রসঙ্গে তিনি তখন আমারে আর বেশী কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমার সে রকম ইচ্ছাই ছিল না।

মৎলবটা অনেকদূর সুসিদ্ধ হলো। ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্তা কোরে আমি একটু খুসী হোলেম। মার্কুইসের কৌতূহল বৃদ্ধি হয়েছে। আমার কথাতেও বিশ্বাস জন্মেছে। নির্দ্দিষ্ট স্থলে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে কুণ্ঠিত হবেন না। যেখানে আমি তাঁরে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব, তাতেও বোধ হয়, নারাজ হবেন না।

সন্ধ্যা হলো। রাত্রি যখন প্রায় সাড়ে আটটা, সেই সময় চুপি চুপি আমি বাড়ী থেকে বেরুলেম। যেখানে মার্কুইসের সঙ্গে দেখা হবার কথা বোলেছি, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। মার্কুইসের আগমন প্রতীক্ষায় কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত পাইচারী কোত্তে লাগ্‌লেম। কুমারী ইউজিনির ফিকির কতদূর সফল হয়, তাঁর যুবা প্রেমিক তাঁর

আরম্ভ কোল্লেম। একবার মনে হলো, পরীক্ষাটা কিছু বিভ্রাটের কথা। কুমারী ইউজিনি যে গুপ্তসভায় সংলিপ্ত আছেন, সে কাজটা স্ত্রীজাতির নয়। মার্কুইস্ যাঁরে বিবাহ কোত্তে অভিলাষী, তিনি অত বড় ষড়্‌যন্ত্রের এক রকম অধিনায়িকা, অকস্মাৎ সে কথাটা প্রকাশ পেলে তিনি হয় ত সন্দিহান হয়ে যাবেন। কিসে যে ইষ্টসিদ্ধ হবে, সেই উপায়ই আমি অবধারণ কোত্তে লাগলেম। রাজকীয় ব্যাপারের বিরোধিনী সভা। রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী লোকের পক্ষে সেটা নিতান্ত সহজ কথা নয়। সে পথে বাধা-বিঘ্ন বিস্তর;—সেটাও মনে মনে জাম্‌তে পাচ্চি। সঙ্গে সঙ্গে একটু ভরসাও আস্‌ছে। তখনি তখনি সে ভরসাটাও যেন ভেসে যাচ্চে। আমি চিন্তা কোচ্চি, সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁরা ত দলের লোকের মন ভিজান। কুমারের মন যদি ভিজিয়ে দিতে না পারেন,—কুমার যদি সেদিকে না টলেন, তা হোলে কি হবে? তেজস্বিনী বালিকা ইউজিনি যে পথের অনুবর্ত্তিনী হয়েছেন, সাধারণতন্ত্রানুরাগী বাগ্মীগণ আপনাদের বক্তৃতার ছটায় মার্কুইসকে যদি বশে আন্‌তে না পারেন, তবে ত একটা অনন্ত বিচ্ছেদ ঘোটে যাবে। এ সব কথা এখন মনে হোচ্চে। কুমারীর সঙ্গে যখন পরামর্শ হয়, তখন এ সকল পরিণামচিন্তা আমার মনে আসে নাই। সময় অতীত হয়ে গেছে। এখন আর বৃথা চিন্তায় কি ফল? কুমারীর পরামর্শমতই আমি কাজ কোচ্চি। এখন আর মনের ভিতর কোন সন্দেহই রাখ্‌বো না।

ঠিক নিরূপিত সময়েই মার্কুইস্ বাহাদুর সঙ্কেতস্থানে উপনীত। তাঁরে দেখেই আমার আহ্লাদ জন্মালো। আহ্লাদের সঙ্গে একটু একটু সংশয়ও থাক্‌লো। যেখানে তাঁরে নিয়ে যেতে হবে, এই সময় তার একটু একটু আভাস জানিয়ে রাখা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম। মার্কুইসকে সম্বোধন কোরে সসম্ভ্রমে বোল্লেম, "আমার মতানুসারেই আপনারে কাজ কোত্তে হবে। যা আমি বোল্‌বো, তাই আপনি কোর্‌বেন। যেখানে আমি নিয়ে যাব, সেই খানেই আপনি যাবেন। লক্ষ্য বিষয় যেটী, প্রথম অনুষ্ঠানে সেটী আপনি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। প্রথম কাণ্ডটা অন্য-প্রকার। তা দেখে আপনি বিস্ময় প্রকাশ কোর্‌বেন না। কারণ কি না, সেটা এক প্রকার শুভ অনুষ্ঠানের ভূমিকামাত্র। যেখানে আমি আপনারে নিয়ে যাব, সেখানে আপনি অনেক মানুষ দেখ্‌তে পাবেন। অনেকপ্রকার নূতন নূতন কথাও শুন্‌তে পাবেন। মিনতি কোরে আমি আপনারে বোলে রাখ্‌ছি, মনস্থির কোরে সব কথাগুলি আপনি শুন্‌বেন। আকার-ইঙ্গিতে কোনপ্রকার বিস্ময়ভাব প্রকাশ কোর্‌বেন না। মনের ভিতর যেরকম ভাবের উদয় হবে, আপনার নয়নভঙ্গী দেখে লোকে যেন সেটী কিছুমাত্র অনুভব কোত্তে না পারে। অন্যলোকে যে সকল কথা কবেন, তাতে আপনি কিছুমাত্র বাধা দিবেন না, যা কিছু দেখ্‌বেন,—যা কিছু শুন্‌বেন, পূর্ব্ব হোতেই তা যেন আপনার জানা আছে,—জেনে শুনেই যেন আপনি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, সর্ব্বপ্রকারে সকলের কাছেই সেই ভাবটী দেখাবেন।

"কি সব আশ্চর্য্য কথা তুমি বোল্‌ছ জোসেফ?"—সবিস্ময়ে এই প্রশ্ন কোরেই যুবা মার্কুইস্ যেন অস্থিরচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। ভূমিকা শুনেই তাঁর এত কিসের চিন্তা? আমি মনে কোল্লেম, তিনি হয় ত ভাব্‌ছেন, যে বিষয়ের এত বাঁধাবাঁধি ভূমিকা,—এতদূর রহস্য আবরণে যে বিষয়টা ঢাকা, সে বিষয়ের স্বরূপ কি? যেখানে তাঁরে আমি নিয়ে যেতে চাচ্ছি, সেখানে যাওয়া তাঁর কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য? চিন্তা তাঁর মনে যাই থাক্, কিছুই তিনি ফুটে বোল্লেন না।

ভাবভঙ্গী দেখে আবার আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "দেখুন মার্কুইস্ বাহাদুর! আপ্‌নি কি আমার কথায় অবিশ্বাস কোচ্চেন? আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা কোচ্চি, এটা কি আপ্‌নি বিবেচনা করেন? আমার কথায় যদি আপ্‌নার বিশ্বাস না হয়, আপ্‌নি যদি আমারে অবিশ্বাস করেন, তবে এককালে নিরস্ত হওয়াই ভাল। কিন্তু এখনো আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌ছি, এ উদ্যমে অবশ্যই শুভফল ফোল্‌বে। আপ্‌নার নিজের মঙ্গলসাধনেই আমি ব্রতী হয়েছি। এর ভিতর আমার নিজের স্বার্থসম্বন্ধে কিছুই নাই।"

অশঙ্কিতভাবে মার্কুইস্ বাহাদুর বোল্লেন, "ক্ষমা কর জোসেফ! মুহূর্ত্তমাত্র আমার মনে একটু সন্দেহ এসেছিল।—তোমার প্রতি সন্দেহ নয়, তুমি যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বোল্লে, তাই আমি ভাব্‌ছিলেম। চল তুমি! কোথায় আমারে নিয়ে যেতে চাও, পথ দেখাও,—অগ্রসর হও, আমি তোমার অনুগামী হোচ্চি।"

বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে আমি আবার বোল্লেম, "আপ্‌নাকে আমার অনুগামী হোতেই হবে। আপ্‌নি যেন অন্ধ, আমি যেন আপ্‌নার হাত ধোরে ধোরে নিয়ে যাচ্চি, ঠিক সেই রকমেই অনুগামী হবেন। যা কিছু আপ্‌নি দেখ্‌বেন, আমারে কিছু জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন না। যা কিছু শুন্‌বেন, আমার কাছে তার ব্যাখ্যা চাইবেন না। তা ছাড়া—পূর্ব্বেই বোলেছি,—আদৌ বিস্ময়ভাব দেখাবেন না।—বাক্যেও না, আকারেও না, ইঙ্গিতেও না। তা যদি আপ্‌নি করেন, আগ্রহ যদি বাড়ান, তা হোলে নিশ্চয়ই আমাদের সব কৌশল মাটী হবে।"

"চল!—চল!—তোমার পরামর্শমতেই আমি চোল্‌বো। অগ্রসর হও!"

আমি অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। যে দিকে গুপ্তসভা, সেইদিকেই চোল্লেম। অপরাহ্নেই সব ঠিকঠাক কোরে রেখেছিলেম, যাতে ভুল না হয়, সে বিষয়েও প্রস্তুত ছিলেম, যে কথাগুলি স্মরণ কর্‌বার, তাও স্মরণ কোরে রেখেছিলেম। মার্কুইসকে সঙ্গে কোরে সরাসর আমি চোল্লেম। সেই অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র দ্বারদেশে উপস্থিত হোলেম। দ্বার দস্তুরমত অর্দ্ধমুক্ত ছিল। মার্কুইসের হাত ধোরে সেই পথে আমি প্রবেশ কোল্লেম। ক্ষুদ্র অন্ধকার গলিপথের নিকটবর্ত্তী হয়েই আমি উচ্চারণ কোল্লেম, "লিবার্টি।"

অদৃশ্যলোকের মুখে উত্তর হলো, "উত্তম। চোলে এসো।"—দরজার পাশ থেকেই সেই কণ্ঠস্বর নির্গত হলো। আমি মার্কুইসের হাত ধোরে আছি। অনুভব কোল্লেম,

মার্কুইস্ কাঁপ্‌ছেন। তাঁর কাঁপুনিতে আমার হাতখানিও কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। পথটা ভয়ানক অন্ধকার !—গভীর অন্ধকার !

আমি একটীও কথা কইলেম না। মার্কুইসের হাতখানি টিপে ধোল্লেম। পূর্ব্বে যে যে কথা শিখিয়ে এনেছি, টিপুনির সঙ্কেতে সেইটী আবার স্মরণ কোরিয়ে দিলেম।

ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। যে লোকটী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই লোকটীই ঘণ্টা বাজালে। ভিতরের আর একটা দরজা খুলে গেল। একটী আলো বাহির হলো। পূর্ব্বে আমি যখন একাকী এসেছিলেম, তখন ঐ প্রকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী ইউজিনি দেখা দিয়েছিলেন, এবারে তখন ইউজিনি দেখা দিলেন না। কারিকরের পোষাকপরা একজন পুরুষমানুষ দরজা খুলে দিলেন। তাঁর কাছেও সেই সঙ্কেতকথাটী আমি আবার উচ্চারণ কোল্লেম। আমরা একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সভাগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো। মার্কুইস্‌কে সঙ্গে কোরে সেই প্রশস্তগৃহে আমি উপস্থিত হোলেম। সেই গৃহে আমার দ্বিতীয়বার প্রবেশ।

পূর্ব্বরজনীতে ঘরটীতে বড় বেশী আলো ছিল না, এ রাত্রে সমুজ্জ্বল আলোকমালা। সভায় প্রায় পঞ্চাশজন সভ্য সমবেত। পূর্ব্বে যেমন যেমন আমি দেখেছি, এ রাত্রেও সেই রকম। সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিই সভাস্থলে উপস্থিত।

মার্কুইস্ বাহাদুর অকস্মাৎ থোম্‌কে দাঁড়ালেন ;—ক্ষণকালমাত্র। চঞ্চলদৃষ্টিতে আমি তাঁর মুখের দিকে চাইলেম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ইঙ্গিত বুঝ্‌তে পাল্লেন। কোথায় তিনি এসেছেন, সেটীও হয় ত তাঁর অজ্ঞাত থাক্‌লো না। আমি যখন তাঁরে বোস্‌তে বোল্লেম, তখন তিনি চুপি চুপি আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "একি জোসেফ ? কোথায় তুমি আমারে নিয়ে এলে ? যেখানে প্রবেশ করা কখনই আমার উচিত নয়, সেইখানেই তুমি আমারে নিয়ে এসেছ। কেন এখানে এলেম ?—এখন ত দেখ্‌ছি, ফিরে যাওয়াও দুর্ঘট !"

পূর্ব্ববৎ কটাক্ষবিক্ষেপে তাঁরে সাবধান কোরে, আমিও চুপি চুপি বোল্লেম, "চুপ্ করুন্ মার্কুইস্ ! চুপ্ করুন্ !"

মার্কুইস্ চুপ্ কোল্লেন না। আবার সেইরকম চুপি চুপি আমারে বোল্লেন, "ভারী ভুল কোরেছ তুমি ! আমার মনে যা আছে, তার সঙ্গে ত দেখ্‌ছি, এ কাণ্ডখানার কিছুমাত্রও সংস্রব নাই !"

আমিও চুপি চুপি উত্তর দিলেম, "ধৈর্য্য অবলম্বন করুন্ !"—এইটুকু বোলেই চঞ্চলনয়নে অন্যদিকে চাইতে লাগ্‌লেম। মার্কুইসের অন্যকথা তখন আমারে শুন্‌তে না হয়,—আমারে অন্যমনস্ক দেখে তিনি আর অন্যকথা জিজ্ঞাসা না করেন, সেই ভাবেই সাবধান হোলেম।

মার্কুইস্ তখন একটু স্থির হয়েই বোস্‌লেন। মনস্থির হলো না, চেহারা দেখে আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, সংশয়—বিস্ময়—অনিশ্চয়—শঙ্কা, একসঙ্গে তাঁর অন্তরের

ভিতর ক্রীড়া কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। তথাপি মার্কুইসের পক্ষে বিশেষ প্রশংসা, নেত্রভঙ্গীতে তিনি কোনপ্রকার বিস্ময়লক্ষণ দেখালেন না। ঘরের ভিতর বহুকণ্ঠ-মিশ্রিত মৃদুগুঞ্জনে কথোপকথন চোল্‌তে লাগ্‌লো। বেদীর উপর তখন কেহই ছিলেন না। পূর্ব্ববারে আমি সভার সেক্রেটারীকে যে আসনে উপবিষ্ট দেখেছিলেম, সেই আসনের সম্মুখে যে টেবিল ছিল, এ রাত্রে সে টেবিল সেখানে নাই। যে টেবিলের উপর মড়ার মাথা থাক্‌তো, সে টেবিলটীও সোরিয়ে ফেলেছে। সে জায়গায় সারি সারি অনেকগুলি বেঞ্চ্ পেতে দিয়েছে। বক্তৃতাসভায় শ্রোতা বেশী হয়, গুপ্তসভায় তত হয় না, সেই নিমিত্তই বস্‌বার আসন বেশী দেওয়া হয়েছে। তারিই সম্মুখের দেয়ালে চেয়ে দেখ্‌লেম, একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ। বড় জোর দুফুট ওসার। ভিতর দিকে সবুজবর্ণ পর্দ্দা। গবাক্ষের দ্বার বন্ধ। দ্বারের ফাঁক দিয়ে একটু একটু আলো আস্‌ছিল। ঘরে আলো ছিল। একদৃষ্টে আমি সেই গবাক্ষপানে চেয়ে থাক্‌লেম। একটু পরেই দেখ্‌লেম, সবুজ পর্দ্দাটী আস্তে আস্তে একটু কাঁপ্‌লো;—একটু যেন সোরে গেল। এক আঙুল আন্দাজ ফাঁক হলো। আমি অনুমান কোল্লেম, সেই ফাঁক দিয়ে যেন একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলী দেখা গেল। কৃষ্ণবর্ণ দস্তানামোড়া হস্তের ক্ষুদ্র একটী অঙ্গুলী। যবনিকাপ্রান্তে একটী সমুজ্জ্বল চক্ষুও আমার চক্ষুগোচর হলো। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, ইউজিনি সেইখানে লুকিয়ে আছেন। সেদিকে আর বেশীক্ষণ চেয়ে থাক্‌লেম না। পাছে মার্কুইসের চক্ষু সেই দিকে পড়ে, পাছে তিনি আর কিছু সন্দেহ করেন, সেই ভয়ে গবাক্ষ থেকে চক্ষু সোরিয়ে নিলেম। চঞ্চলভঙ্গীতে ইতস্তত দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগ্‌লেম।

ঘরের চতুর্দ্দিকেই এক একবার আমি চেয়ে দেখ্‌ছি। মস্যুর লামোট্‌ অথবা তাঁর সেই সামরিক বন্ধু, অথবা সেই দীর্ঘাকার ভদ্রলোকটী সভাস্থলে উপস্থিত আছেন কি না, তত লোকের ভিতর তাই আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। আমার চক্ষু কেবল তাঁদেরই অন্বেষণ কোচ্চে। দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। তাঁরা সেখানে ছিলেন না। আর একটী বদনে আমার চক্ষু পোড়্‌লো। আমার কেমন সন্দেহ হলো। মুখখানা যেন চেনা।—কিন্তু কার মুখ, কোথায় সে মুখ দেখেছি, তৎক্ষণাৎ মনে কোত্তে পাল্লেম না। সভাশুদ্ধ সমস্তলোকের হর্ষকোলাহলে সে মুখ থেকে আমি চক্ষু ফিরালেম। বিদ্যুৎচমকে লোকে যেমন অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে, সমস্ত সভ্যমণ্ডলী সেই রকমে হর্ষকোলাহলে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেন। অকস্মাৎ সে ভাব কেন হলো, তখনই সেটী আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। বেদীর পশ্চাতে যে একটী ক্ষুদ্র দ্বার, সেই দ্বারপথে একটী খর্ব্বকায় লোক ধীরে ধীরে প্রবেশ কোরে, বেদীর উপর উপবেশন কোল্লেন। যে দেয়ালে ক্ষুদ্র গবাক্ষ, সেই দিকের দেয়ালের সামিল সেই ক্ষুদ্র দ্বার। যে ঘরে গবাক্ষ, সেই ঘরের পাশেই অন্য ঘর। সেই ঘর থেকেই ঐ লোকটী বাহির হোলেন। সভাগৃহের সমস্ত লোকের চক্ষু সেই দিকে সুস্থির বিনিক্ষিপ্ত।

লোকটী খর্ব্বাকার,—কাহিল। গঠন সুন্দর! প্রকৃতি গম্ভীর! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান। মুখখানি কিছু বিবর্ণ,—কিছু বিষণ্ণ। মস্তকের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গোঁফদাড়ী কিছুই নাই। চক্ষে এক রকম অপরূপ দীপ্তি। বয়স ঊর্দ্ধসংখ্যা ত্রিশ বৎসর। লোকটীর বিবর্ণবদনে প্রখর গাম্ভীর্য্য বিরাজমান। তাদৃশ বিবর্ণ বদনে তাদৃশ গাম্ভীর্য্য সচরাচর প্রায়ই দেখা যায় না।

খর্ব্ব লোকটী বেদীর উপর উপবেশন কোল্লেন। চারিদিক হইতে সমস্বরে প্রশংসার উচ্চ ধ্বনি সমুত্থিত হোতে লাগ্‌লো। প্রশংসাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে করতালিধ্বনি। ঘরের বাহির হইতেও সেই সকল ধ্বনি স্পষ্ট স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। সমস্তলোকের চক্ষেই যেন এককালে উৎসাহবহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌লো। যুবা মার্কুইস্ মহা কৌতূহলে সমুজ্জ্বলনয়নে সেই সভা দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেন। যে উদ্দেশে তাঁর আসা, সেই উদ্দেশ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেটী যদিও এখন ভবিষ্যতের গহ্বরে বিনিহিত, তথাপি সেই সময় সভার অনুরাগলক্ষণ দেখে, যথার্থই তিনি যেন বিমোহিত হোলেন। ইউজিনির পরামর্শসিদ্ধির সেই সবে প্রথম অঙ্কুর।

আনন্দকোলাহল বিনিবৃত্ত হলো। সভাগৃহ ক্ষণকাল গম্ভীর নিস্তব্ধ। যিনি বেদীর আসন পরিগ্রহ কোল্লেন, তাঁর রসনা থেকেই সর্ব্বপ্রথমে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো। তাঁর স্বর অতি মিষ্ট,—অতি কোমল,—কোমলের উপর গম্ভীর। প্রকাশ্য স্থলে যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁদের স্বর ঐ প্রকার সর্ব্বজনপ্রীতিকরই হয়ে থাকে। প্রথমে তিনি অতি মৃদু আওয়াজে স্বর ধোল্লেন। ক্রমশই সেই স্বর অল্পে অল্পে উঁচু হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। শ্রোতৃমণ্ডলী নিবিষ্টচিত্তে সেই স্বর শ্রবণ কোত্তে লাগ্‌লেন। স্বরটী নীচু থেকে উপরে উঠ্‌ছে। অর্গ্যান বাদ্যযন্ত্রের চাবী ঘুরিয়ে দিলে যেমন ক্রমে ক্রমে সুমধুর গুঞ্জনে স্বর উঁচু নীচু হয়, ঐ বক্তার স্বর সেই প্রকার মধুময় সুস্বর!

তিনি বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লেন। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সকলের চিত্তাকর্ষণ কোরে সভার মূল উদ্দেশ্যটী সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। বক্তৃতাটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ—প্রবলেরা দুর্ব্বলের প্রতি যতবিধ অত্যাচার করে, আইনের ছলে—আইনের বলে, গরিবের উপর যতপ্রকার উপদ্রব হয়, সেইগুলির আমূল বর্ণনা। দ্বিতীয়ভাগে সেই সকল দৌরাত্ম্যের নিবারণের উপায় কল্পনা। দৌরাত্ম্যের কথা একে একে যখন তিনি বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেন, তখন কথাগুলি বেশ নরম নরম। রাজকীয় দৌরাত্ম্য আর সামাজিক দৌরাত্ম্য। দুটী শাখাই ভয়ানক। সে সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই মন গরম হয়ে উঠে। মন গরম হোলেই স্বর ফুলে ফুলে উঠে। বাক্যাবলী অতি শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হয়। হস্ত-মুখভঙ্গীতে বিষয়গুলিও যেন দেখিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়। বক্তৃতার মর্ম্ম শিরায় শিরায় প্রবেশ করে; হাড়ে হাড়ে বিঁধে যায়! দুষ্ক্রিয়ার কথা শুনে শুনে হৃদয়বান্ মানুষের হৃদয় যেন পাগল হয়ে উঠে!—অসহ্য! অসহ্য! লোকের স্বাভাবিক স্বত্ব অপরে বঞ্চনা কোরে লয়,—রাজবিচারে প্রতীকার থাকে না,—বিচারের

নামে আহুতি বাড়ে, এই সকল ভয়ঙ্কর কথা শ্রোতৃবর্গের কর্ণে মুহুর্মুহুঃ প্রবেশ কোত্তে লাগ্‌লো। সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন। চতুর্দ্দিকেই শোভাস্বরী বর্ষণ হোতে লাগ্‌লো। দুষ্ক্রিয়ার পরিচয় শুনে অনেক লোক রেগে রেগে উঠ্‌তে লাগলেন। বক্তা এক একবার থামেন,—আড়ে আড়ে শ্রোতাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন,—ওষ্ঠে অঙ্গুলী অর্পণ করেন, কথার প্রতাপে সভামঞ্চে যেন জাদুভেল্কী লেগে গেল!

মাঝে মাঝে আমি মার্কুইসের দিকে কটাক্ষপাত কোচ্চি। বক্তৃতার প্রতাপে মার্কুইস্ একেবারে গোলে গেলেন।—জ্বোলেও উঠেছেন, গোলেও গেছেন। যে সকল বিজ্ঞলোকের অনুভব কর্‌বার হৃদয় আছে, তাঁদের সকলের হৃদয়েই ঐ প্রকার নব নব ভাবের উদয়। মার্কুইসের যে ভাব দেখ্‌লেম, তেমনটী যে হবে, আমার মনে ছিল না। তত অল্পক্ষণে তত শুভফল, তেমন আশাও আমি করি নাই। এ কথাটা কি মিথ্যা বলা হলো?—মন আমার মিথ্যা বলে না। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারী ইউজিনির মঙ্গলকামনায় সর্ব্বক্ষণ আমি ঐরূপ আশাই কোরেছিলেম। সফল হবে কি না, জান্‌তেম না, কার্য্যক্ষেত্রে সফলতা দর্শন কোরে, মন আমার আনন্দ উল্লাসে নেচে নেচে উঠ্‌লো। মার্কুইসবাহাদুর একমনে বক্তৃতাটী শুন্‌লেন। মানুষী রসনার বক্তৃতা ইতিপূর্ব্বে তিনি আর কখনো শুনেন নাই, ঠিক যেন সেই ভাবটী প্রদর্শন কোরে, পূর্ণ পিপাসায় তিনি সেই বক্তৃতাসুধা পান কোল্লেন। মার্কুইসের মনে তখন যে কত উৎসাহতরঙ্গ ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো, চক্ষেই তা প্রকাশ পেলে। বিবর্ণবদন সুবর্ণ-প্রতিভ হয়ে উঠ্‌লো। বাগ্মীমহাশয়ের বক্তৃতার এক একস্থল শ্রবণ কোরে, যুবা মার্কুইসের কাহিল শরীর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। জাতিসাধারণ বঞ্চনা,—জাতিসাধারণ অপকার—জাতিসাধারণ উৎপীড়ন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বক্তার বদনে শ্রবণ কোরে, তিনি একপ্রকার চোম্‌কে চোম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। আসন থেকে লাফিয়ে উঠে সর্ব্বসমক্ষে আন্তরিক ক্রোধের ফোয়ারা ছেড়ে দেন, ঠিক সেই রকম ভাব আমি যেন অনুমান কোল্লেম। সেই সকল আমি দেখ্‌ছি, আড়ে আড়ে এক একবার সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষের দিকে কটাক্ষপাত। পূর্ব্বে দেখেছিলেম, গবাক্ষের যবনিকায় অঙ্গুলীমাত্র ফাঁক, ক্রমশ সেই ছিদ্রপথ অল্পে অল্পে প্রশস্ত হোতে লাগ্‌লো। ভিতরের চক্ষুটীও পূর্ণায়তনে আমার নেত্রগোচর হোতে লাগ্‌লো। মার্কুইস্ যেখানে বোসে আছেন, সেই দিকেই দৃষ্টি আছে। হঠাৎ তাঁর মুখের উপর পূর্ণদীপ্তিতে একটী আলো বিকাশ পেলে। গবাক্ষবিলাসিনী সেই সময় সেই মুখখানি ভাল কোরে দেখলেন। বক্তৃতা প্রতাপে মুখের ভাব কেমন সুন্দর হয়েছে, সুস্পষ্টরূপে সেটী প্রকাশমান হলো। যিনি দেখ্‌বার, তিনিও দেখ্‌লেন, আমিও দেখ্‌লেম। ঝাড়া দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হলো। চারিদিকে উচ্চ প্রশংসা,—চারিদিকে আনন্দধ্বনি,—চারিদিকেই আনন্দকোলাহল! সেই অবকাশে মার্কুইস্ আমার হাত ধোরে খুব জোরে নাড়া দিলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ত্বরিতস্বরে চুপি চুপি বোল্লেন, "তাই ত জোসেফ্! এ কি? বড় চমৎকার কথাই

শুন্‌লেম। আগাগোড়া সমস্তই ঠিকঠাক। একটীও অত্যুক্তি নয়,—একটীও অলঙ্কার দেওয়া নয়,—একটী কথাও মুড়ো মুড়ো নয়,—একটী কথাও কম জোর নয়। সমস্তই সাফ্‌ সাফ্‌ জোর জোর কথা!"

কুমারী ইউজিনির অভীষ্ট সিদ্ধ হলো। সেই উল্লাসে উল্লাসিত হয়ে ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্‌নি কি তবে ঠিক তাই বুঝেছেন?"

পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উত্তেজিত হয়ে;উত্তেজিতস্বরে, পূর্ব্ববৎ চুপি চুপি মার্কুইস্‌বাহাদুর বোল্লেন, "সত্য বোল্‌ছি জোসেফ! আজ রাত্রে যা আমি শুন্‌লেম, পূর্ব্বে কখনো স্বপ্নেও এমন ভাবি নাই। আমার মনেরি ভিতর যেন বিদ্রোহ উপস্থিত হলো। এতদিন আমার চক্ষে যেন ছানি পোড়েছিল, ছানিটা যেন আজ উড়ে গেল। নূতননয়নে আমি যেন আজ জগৎ দর্শন কোল্লেম। স্বাধীনতাকে এমন সুন্দররূপে বুঝিয়ে দেন, এতদিন এমন লোক আমি একটীও দেখি নাই। আজ আমার চক্ষে কর্ণে সব নূতন!—প্রত্যেক পুরুষের—প্রত্যেক স্ত্রীলোকের—"

উল্লাসে মহাব্যগ্র হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "প্রত্যেক স্ত্রীলোকের?"

"হাঁ জোসেফ! প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যই এই, এমন মঙ্গলকর্ম্মে যোগ দেওয়া। সংসারের প্রত্যেক নর-নারী যদি এই সৎসঙ্কল্পে সমুৎসাহিত হয়ে দেশের মঙ্গলে কৃতসঙ্কল্প হন, এই প্রকার সৎকথার আলোচনা করেন, প্রত্যেক বালকবালিকাকে যদি সংসারের এই সব সার কথা উপদেশ দেন, তা হোলে—"

বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, মনে করুন্‌, কুমারী ইউজিনি যদি এই সকল মতে অনুমোদন করেন?"

উৎসাহিতকণ্ঠে মার্কুইস্‌ বোল্লেন, "ইউজিনি? অবশ্যই তিনি কোর্‌বেন! এ সাধু সংকল্পে অবশ্যই যোগ দেওয়া তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রূপের মহিমা আরো বাড়ে! আহা! যদি আজ তিনি এখানে থাক্‌তেন,—"

"আছেন তিনি।"—তৎক্ষণাৎ আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আছেন তিনি এখানে। আপ্‌নি তাঁরে দেখুন!"—এই কথা বোলেই মার্কুইসের হস্তধারণ কোরে,আমি জোরে আকর্ষণ কোল্লেম। আকর্ষণ কোরে কোল্লেম ভাল। গতিক দেখে বুঝ্‌তে পাল্লেম, তিনি যেন আসন থেকে লাফিয়ে উঠে বেদীর কাছে ছুটে যেতে সমুদ্যত হয়েছিলেন!

আমার মনের ভাবও তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন। ইউজিনি সেখানে আছেন, সে কথাতেও তিনি বিশ্বাস কোল্লেন। আমি কেমন কোরে তাঁর ইউজিনিকে চিনেছি, সেটীও তখন তাঁর বিবেচনাপথে এলো। ময়দানের পথে কেন ইউজিনি তেমন আত্মীয়ভাবে আমার সহিত বাক্যালাপ কোরেছিলেন; সেটীও তখন তাঁর ধারণা হলো। ইউজিনি সে কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করেন নাই,—সত্যতত্ত্ব প্রকাশে তখন তাঁর সাহস হয় নাই, তাতেই মার্কুইসের সন্দেহ বেড়েছিল। সেই সংশয়ভাব তখন ক্রমে ক্রমে দূর হয়ে যেতে লাগ্‌লো। উল্লাসে আমি ফুল্‌তে লাগ্‌লেম।

মার্কুইসকে আমি বোল্লেম, "দেখুন্ আপ্নার ইউজিনিকে!"—যেদিকে দেখ্তে পাবেন, সেই দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত কোল্লেম। সবেমাত্র সঙ্কেত কোরেছি, সেই মুহূর্ত্তেই সুন্দরী কুমারী বেদীর নিকটে এসে সমুপস্থিত! যে দরজার কথা আমি পূর্ব্বে বোলেছি, সেই দরজা দিয়েই ইউজিনি প্রবেশ কোল্লেন। বহুরসনামিশ্রিত প্রশংসাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজনপ্রশংসিত যুবা বাগ্মী সেই সময় সেই দরজা দিয়ে সভামঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হোলেন। ইউজিনি উপস্থিত হবামাত্রেই পুনরায় নূতন প্রশংসাধ্বনি সমুত্থিত হলো। তেমন রূপবতী যুবতী কামিনী ততবড় কার্য্যে পক্ষপাতিনী, কোন্ হৃদয়বান্ লোক তাঁর প্রশংসা না করেন? কুমারী ইউজিনি ধীরে ধীরে বেদীমঞ্চ থেকে অবতরণ কোল্লেন। মৃদুপদসঞ্চারে গৃহের মধ্যস্থলে উপস্থিত হোলেন। ধীর মৃদুকটাক্ষে চারিদিকে চাইতে লাগ্লেন। মার্কুইস আর আমি যেখানে বোসে ছিলেম, সেইদিকে তাঁর কোমল দৃষ্টি বিনিক্ষিপ্ত হলো। আমি দেখ্লেম, সুন্দরীর সুন্দর নয়নে সন্তোষমিশ্রিত বিজয়লক্ষণ প্রকাশমান! বক্তৃতা শুনে মার্কুইসের মনে যেরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ বেড়েছে, গবাক্ষরন্ধ্র দিয়ে কুমারী সেটী বেশ দেখ্তে পেয়েছিলেন। ইউজিনির আনন্দের সঙ্গে আমার আনন্দের সমভাবে মিলন।

আর একজন বাগ্মী মঞ্চে আরোহণ কোল্লেন। তাঁর বক্তৃতাতেও সভাস্থ জনগণের অন্তঃকরণ দ্রব হোতে লাগ্লো। সকলের চিত্ত যখন সেইদিকে সমাকৃষ্ট, ইউজিনির দিকে যখন অপর সাধারণের দৃষ্টি থাক্লো না, ইউজিনি সেই সময় অতি ধীর মৃদুপদে আমাদের দিকে অগ্রবর্ত্তিনী হোলেন।

মার্কুইস্কে সম্বোধন কোরে আমি চুপি চুপি বোল্লেম, "স্থির হোন্! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন্! অতটা উত্তেজিত হবেন না! কুমারী ইউজিনি এই দিকেই আস্ছেন। আপ্নারে এরূপ চঞ্চল দেখ্লে তিনি কি মনে কোর্বেন?"

ঐ রকমে সাবধান করাটা সে সময় অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। প্রেমিক যুবাপুরুষের যে রকম আনন্দ দেখ্লেম, ইউজিনিকে দেখে তিনি যেরকম উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠ্লেন, যে রকম উপক্রম দেখ্লেম, তাতে আমার যেন নিশ্চয় বোধ হোতে লাগ্লো, তত লোকের সমক্ষেই তিনি যেন লম্ফ দিয়ে ইউজিনিকে কোলে কোরে লন! আমি সাবধান কোরে দিলেম, তিনি তখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস্লেন। ইউজিনিও আমাদের কাছে বোস্লেন। কৃতজ্ঞতাপূর্ণনয়নে আমার দিকে একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন। পরক্ষণেই মার্কুইসের কাণে কাণে চুপি চুপি কি পরামর্শ জুড়ে দিলেন। আমি সে দিক থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নিলেম। সেদিকে যদি আমি চেয়ে থাকি, তাঁদের গুপ্তপরামর্শে ব্যাঘাত হবে, সভার লোকেরাও আর কিছু সন্দেহ কোত্তে পারেন, সেই কারণেই সেদিকে আর চাইলেম না। অপর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্তে লাগ্লেম। ইতিপূর্ব্বে প্রথমে একবার যে লোকটীর মুখের দিকে আমার চক্ষু পোড়েছিল, যে মুখখানা চেনা চেনা বোধ হয়েছিল, হঠাৎ আবার সেই

দিকে দৃষ্টি পোড়্‌লো। সেই মুখ আমি আবার দেখ্‌লেম। যখন প্রথম দেখি, তখন কেবল অনুমানে বোধ হয়েছিল, চেনামুখ। সভায় যে দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা হলো, ততক্ষণ আমি সেদিকে আর চাই নাই। লোকটীর কথা যেন একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেম। দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখেই কতক কতক আমার স্মরণ হলো। প্রাতঃকালে বন্দুকওয়ালা কর্ম্মকারের দোকানে যাঁরে আমি দেখেছিলেম, যাঁর নাম মস্যুর ক্রেসন, তিনিই সেই লোক।—হাঁ, তিনিই ঠিক। চেহারাও মনে এলো, পুলিসের লোককে তিনি সংক্ষেপে যে কথা বোলেছিলেন,—কর্ম্মকারকে যে কথা বোলেছিলেন,—দুবার তাঁর মুখে আমি যে সংক্ষিপ্ত কথা শুনেছিলেম, সেকথাটীও ঠিক স্মরণ হলো। ঠিক ঠিক কথাটা ছিল, "আজ রাত্রেই হবে!"

তখন আমার মন তর্কে উঠ্‌লো। মনের ভিতর অমঙ্গল আশঙ্কা আস্‌তে লাগ্‌লো। সন্দেহ বেড়ে উঠ্‌লো। লোকটীর প্রতি ক্রমশই ঘৃণা জন্মাতে লাগ্‌লো। লোকটীও আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাতে আমার বড় একটা সন্দেহ হলো না। মনে কোরেছিলেম, হয় ত প্রাতঃকালে কামারের দোকানে দেখা হয়েছে,—হয় ত চিন্‌তে পেরেছেন, তাই অমন কোরে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন। আমি যে তাঁর দিকে চেয়ে আছি, সেটা তিনি বুঝ্‌তে পারেন, সেটা আমি ইচ্ছা কোল্লেম না। কি রকমে আমার দিকে তিনি লক্ষ্য কোচ্চেন, সেটাও আর ভাল কোরে নিরীক্ষণ কোল্লেম না। ধীরে ধীরে অন্যদিকে নয়ন ফিরালেম। যে ক্ষুদ্র গবাক্ষে ইতিপূর্ব্বে ইউজিনির অঙ্গুলী—ইউজিনির উজ্জ্বল চক্ষু আমি অল্প অল্প দেখ্‌তে পেয়েছিলেম, ঠিক সেই গবাক্ষের নিম্নভাগেই মস্যুর ক্রেসন উপবিষ্ট। পূর্ব্বেই বোলেছি, গঠন খর্ব্ব, বর্ণ ময়লা,—বয়স মাঝামাঝি,—মুখ গম্ভীর। ক্রেসনের দিকে অলক্ষিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কোরে, চুপি চুপি কুমারী ইউজিনিকে আমি জনান্তিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্‌নি কি ঐ লোকটীকে চেনেন?"

মনে যেন কোন সন্দেহ নাই,—ভাবান্তর নাই, কিছুই নাই, উদাসনয়নে কুমারী ইউজিনি ঘরের চতুর্দ্দিকে কটাক্ষপাত কোরে, প্রশান্তস্বরে বোল্লেন, "হাঁ, চিনি। ওঁর নাম ক্রেসন। উনি একজন নামলব্ধ নগরবাসী। এই সভার একজন বিশেষ উদ্যমশীল সভ্য। সভার সঙ্কল্পে উৎসাহও বেশ আছে। লোকটী কিছু উগ্রপ্রকৃতি। যখন যেদিকে ঝোঁকেন, নিতান্ত অল্পে ছাড়েন না। আরো আমি জানি, প্রাচীন রাজতন্ত্রের নিয়মাবলীতে উনি একটু একটু আনুরক্তি রাখেন।"

অকুণ্ঠিতভাবেই আমি বোল্লেম,—চুপি চুপি সাবধান হয়েই উত্তর কোল্লেম, "দেখুন, কুমারী দিলাকর! আপ্‌নি যা বোল্‌ছেন, তা ঠিক হোতে পারে, কিন্তু আমি যেন জান্‌ছি, লোকটা গুপ্তচর! বোধ হয়, এখনই কোন বিপদ ঘোট্‌বে!"

"গুপ্তচর?"—উদাসভাবেই, কুমারী উত্তর কোল্লেন, "গুপ্তচর?—না না, তা হবে না। সে রকম সন্দেহ আমার মনে কখনই আসে না।"

আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আপনার সন্দেহ আসুক্ না আসুক্, ও লোকটা নিশ্চয়ই গুপ্তচর!"—এই কথা বোলে ত্বরিতকণ্ঠে আমি তাঁর কাণে কাণে বোল্লেম, "আজ প্রাতঃকালে এক বন্দুকওয়ালার দোকানে ঐ লোককে আমি দেখেছি। একজন অস্ত্রধারী পুলিসপ্রহরীকে সঙ্কেত কোরে বোলেছে, 'আজ রাত্রেই হবে!' সে কথাটী বেশ আমি শুনেছি।—দুবার দুবার শুনেছি। একবার পুলিসপ্রহরীকে বোলেছে, আবার সেই বন্দুকওয়ালাকেও বোলেছে। দুজনের কাছেই একরকম কথা। বন্দুকওয়ালাকে অনেক টাকা দিয়ে বৃহৎ একটা পুলিন্দা বাহির কোরে এনেছে।"

আমার কথা সমাপ্ত হবামাত্র, পূর্ব্ববৎ প্রশান্তভাবে কুমারী ইউজিনি বোল্লেন, "সত্য উইলমট! তুমি যা বোল্‌ছো, ঠিক! সত্যই ঐ লোকটা গুপ্তচর! আমরা সকলেই আজ এইখানে ধরা পোড়্‌বো!"

অকস্মাৎ এই কথাটা শুন্‌লেই মনের ভিতর ভয় আসে। আমারও ভয় হলো। কিন্তু কুমারী ইউজিনি একটুও ভয়ের লক্ষণ দেখালেন না। যেন কতই সহজ কথা বোল্‌ছেন, মনে যেন কিছুই আতঙ্ক নাই, কথাটা যেন তাচ্ছিল্য কোরেই উড়িয়ে দিলেন, তাঁর বদনমণ্ডলে তখন ঠিক সেই রকম ভাব। কুমারীহৃদয় সম্পূর্ণ নির্ভয়। মুখখানি একবার আরক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।—ভয়ে নয়, বিশ্বাসঘাতক ক্রেসনের উপর রাগের পরিচয়।

আমি চুপিচুপি ইউজিনিকে ঐ সব কথা বোল্‌ছিলেম, ইউজিনি চুপি চুপি আমার কথার উত্তর দিচ্ছিলেন, মার্কুইস্ পলিন আমাদের তত ছোট ছোট কথাগুলিও শুন্‌তে পেলেন। ইউজিনিকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "ইউজিনি! পালাও তুমি! তুমি এমন দুরন্ত বিপদে পোড়্‌বে, কিছুতেই সেটা আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না! কিছুতেই তা আমার সহ্য হবে না!"

মার্কুইস্ পলিনের আদিনাম থিয়োবল্। কুমারী ইউজিনি আপন প্রিয়তমের মুখে ঐ রকম অনুরাগবাক্য শুনে, তাঁর মুখের প্রতি সানুরাগ কটাক্ষ বর্ষণ কোরে, সুমধুর স্বরে বোল্লেন, "দেখ প্রিয়তম থিয়োবল্! দেখ্‌ছি কেবল আমার জন্যই তোমার ভাবনা। তোমারে ধন্যবাদ! এ ভাবনা যদি তোমার অন্যরকম হতো,—নিজের প্রাণের ভয়ে তুমি যদি ওরকম কথা বোল্‌তে, তা হোলে কাপুরুষ ভেবে আমি তোমারে ঘৃণা কোত্তেম! ওঃ! প্রিয়তম!—প্রিয়তম থিয়োবল্! আজ রাত্রে তুমি এ সভায় উপস্থিত আছ, তোমারে দেখে আমি যে আজ কতই গৌরবিণী,—কতই আমোদিনী, তুমি হয় ত তা বুঝ্‌তে পাচ্ছো না!"

প্রাণাধিকা প্রিয়তমার বদনে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ কোরে—আন্তরিক অনুরাগলক্ষণ জান্‌তে পেরে, যুবা মার্কুইসের বদনমণ্ডল অকস্মাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। উভয়েরই বদনমণ্ডল সমভাবে প্রফুল্ল। উভয়েই তাঁরা নিস্তব্ধ। আমি নিস্তব্ধ থাক্‌লেম না। কুমারী দিলাকুরকে সম্বোধন কোরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে এখন কি উপায়?—তবে আপনি ঐ সময় কি উপায় অবলম্বন কোর্‌বেন?"

"কিছুই না!—কিছুই কোত্তে হবে না!"—সমান নির্ভয়েই কুমারী ইউজিনি শান্তস্বরে উত্তর কোল্লেন, "কিছুই কোত্তে হবে না! সকলকেই লক্ষ্য কোরেছে। আজ রাত্রেই এইখানেই আমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করুক্, কিম্বা কল্য প্রাতঃকালে আমাদের নিজের নিজের বাড়ীতেই গ্রেপ্তার করুক্, তুচ্ছ কথা,—কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না। কাহাকেও আমি ভয় করি না!—গুপ্তচর গুপ্তকাজ করুক, আমি নির্ভয়ে বোসে থাকি! তুমি চোলে যাও! প্রিয়তম থিয়োবলকে নিয়ে—"

"তোমারে এখানে রেখে যাব?"—সানুরাগ উত্তেজিতস্বরে মার্কুইস বোলে উঠ্‌লেন, "তোমারে এখানে রেখে যাব?—না ইউজিনি! তা কখনই হবে না!—কখনই না, কখনই না! তুমি যদি থাকো, আমিও অবশ্য থাক্‌বো!"

মধুরনয়নে মধুর দৃষ্টি বিনিক্ষেপ কোরে, কুমারী ইউজিনি মার্কুইসের সরল অনুরাগের পুরস্কার দিলেন। পরক্ষণেই পাশের ঘরে একটা ভয়ানক কলরব শুন্‌তে পেলেম। অকস্মাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে কারা যেন একটা দরজা খুলে ফেল্লে। মঞ্চবেদিকার পশ্চাৎভাগে যে দরজা, সে দরজাটাও ঐ রকমে সজোরে খুলে গেল। দুই পথ দিয়েই একদল সাঙ্গিনধারী সৈনিকপুরুষ আর মুক্ততরবারি হস্তে একদল পুলিসপ্রহরী ভীষণবেশে সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লে!

মুহূর্ত্তমাত্র ভয়ে আমি কম্পিত হোলেম। ইউজিনির দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, মার্কুইসের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, তাঁরা যেমন, তেম্‌নিই আছেন।—নির্ভয় বদন, নির্ভয় নয়ন। কিছুই যেন তাঁরা গ্রাহ্য কোচ্চেন না। কোন রকম ভয় এসেছে,—কোন রকম বিপদ আস্‌ছে, এটা যেন তাঁদের মনেই এলো না। চেহারাতে ত কিছুই প্রকাশ পেলে না। আশ্চর্য্য! অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হয় নাই,—কুমারেরও না, কুমারীরও না,—উভয়েই বালকবালিকা, তত অল্পবয়সে তাঁদের ততদূর সাহস দেখে, মনে মনে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হোলেম।

সভাগৃহে ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত! গুপ্তসভার সভ্যমহাশয়েরা পুলিসপ্রহরীদের নিরস্ত করবার অভিপ্রায়ে বিস্তর হুড়াহুড়ি কোল্লেন,—সভার ভিতর দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে উঠ্‌লো,—পুলিসের লোকেরা সকলকেই গ্রেপ্তার কোত্তে ব্যতিব্যস্ত,—রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়ে গেল!—ঘরের তিন চারিস্থানে বিলক্ষণ মারামারি আরম্ভ হলো! আমি আর খোলসা হয়ে তখনকার ভয়ানক উপদ্রব দেখ্‌তে পেলেম না। প্রথম চোটে যাঁরা যাঁরা ধরা পোড়্‌লেন, তাঁদের মধ্যেই মার্কুইস,—ইউজিনি,—আর আমি!

সকলেই আমরা বন্দী! মার্কুইস থিয়োবল সসম্ভ্রমে বোলে উঠ্‌লেন, "এই যুবতীর প্রতি কোন দৌরাত্ম্য কোরো না! মার্কুইস পলিন তোমাদের কাছে এই অনুগ্রহভিক্ষা করেন।"—অপূর্ণ অষ্টাদশবর্ষীয় বালক! যেরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত ঐরূপ মর্য্যাদাসূচক বাক্যগুলি তিনি উচ্চারণ কোল্লেন, তাঁর দ্বিগুণ বয়স যাঁর, তাঁর অন্তরেও তখন সেই কথাগুলি যেন সুরে সুরে গেঁথে গেল।

"মার্কুইস্ পলিন!"—সেনাদলের সেনাপতি সবিস্ময়ে ঐ নামের ঐ রকম প্রতিধ্বনি কোরে, চমকিতভাবে চেয়ে রইলেন।

"হাঁ!—মার্কুইস্ পলিন—ডিউক পলিনের পুত্র। আমার প্রতি যদি আপ্‌নারা কোনপ্রকার মর্য্যাদা প্রদর্শন করা উচিত বিবেচনা করেন, এই যুবতী কামিনী সেই মর্য্যাদার অধিকারিণী। ইনি একজন নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্রী।"

সেনাপতি বোল্লেন, "মস্যুর মার্কুইস্! আপনি আপ্‌নার সম্ভ্রমের অনুরূপ বাক্যই বোলেছেন। যদি আপ্‌নি রাজার আদেশ অমান্য কোত্তে প্রস্তুত না থাকেন, সে কথা স্বতন্ত্র;—যদি রাজাদেশ অমান্য করা আপ্‌নার উচিত বোধ না হয়, তা হোলে আপ্‌নি স্বচ্ছন্দে ঘরে ফিরে যেতে পারেন। আপ্‌নাকে ছেড়ে দেওয়াতে যে কিছু জবাবদিহি থাকে, সেটা আমি নিজেই গ্রহণ কোত্তে প্রস্তুত আছি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করা হোচ্চে, কুমারী ইউজিনির প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ হোতে পারে কি না?"

অসম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক সেনাপতি উত্তর কোল্লেন, "বড়ই দুঃখিত হোচ্চি. সে কাজে আমার সাহস হোচ্চে না। যেটা আমি নিজে স্বীকার কোরে নিচ্চি, সে দায়—সে ঝুঁকি—আমার—"

বাধা দিয়ে মার্কুইস্ বোল্লেন, "আপনার শিষ্টাচারকে ধন্যবাদ! আর আমি কিছু বোল্‌তে চাই না। কুমারী দিলাকরেরও যে গতি, আমারও সেই গতি।"

কুমারী দিলাকর বিদ্যুতের মত চঞ্চল সানুরাগ কটাক্ষে যুবা থিয়োবলের নয়ন নিরীক্ষণ কোল্লেন। সেনাদলের সেনাপতিও মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যগ্রনয়নে সেই যুবা প্রেমিকের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। ইউজিনির প্রতিও সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোল্লেন। পরক্ষণেই আবার বিমর্ষবদনে মস্তক সঞ্চালন কোল্লেন। ধীরে ধীরে ভ্রূভঙ্গী কোরে বোল্লেন, "কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা নাই, আমি আমার কর্ত্তব্যকার্য্য প্রতিপালন কোর্‌বো।"

প্রহরীরা আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে ঘর থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেল। দুজন সৈনিক আমাদের পাহারায় থাকলো। যখন আমরা রাস্তায় পৌঁছিলেম, মার্কুইস্ তখন সেই দুই জন সৈনিককে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় আমাদের নিয়ে চলেছ? কোন্ কারাগারে আমাদের রাখা হবে?"

সৈনিকেরা উত্তর কোল্লে, "পুলিসের কারাগারে।"

মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমরা সেখানে গাড়ী কোরে যেতে পারি?" সৈনিকেরা সম্মত হলো। একখানা ভাড়াটে গাড়ীও জুটে গেল। আমরা তিনজনে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। একজন সৈনিক কোচবাক্সে বোস্‌লো, আর একজন গাড়ীর পশ্চাতে দাঁড়ালো। গাড়ীতে যেতে যেতে মার্কুইস্ এবং ইউজিনি উভয়েই আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন। উভয়েই বোল্‌তে লাগলেন, তাঁদের উপকার কোত্তে এসে আমারে সেই রকম বিপদজালে জড়িয়ে পোড়তে হলো।

আমি বোল্লেম, "আমার জন্য আপ্নারা অসুখী হবেন না। আপ্নাদের দোষ কি? যা ঘট্‌বার, তা ঘোটে গেল। এ সকল হোচ্চে ঘটনাচক্রের খেলা।—এ অবস্থায় আপ্নাদের যে দোষ দেয়, সে মূর্খ;—সে অকৃতজ্ঞ।"

কারাগারে আমরা পৌঁছিলেম। সেখানে আর আমাদের তিনজনকে একঘরে থাক্‌তে দিলে না। তিনজনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ তিন ঘর নির্দ্দিষ্ট হলো। যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তখন আমরা পরস্পরের মুখাবলোকন কোল্লেম;—পরস্পর পাণিপেষণ কোরে, তখনকার মত পৃথক্ হোলেম।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

কয়েদের পরিণাম।

আমি কারাগারে। একটী ঘরে একাকী আমি বন্দী। যে ঘরে তারা আমারে রাখ্‌লে, সে ঘরটা নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু দরজায় শক্ত শক্ত খিল হুড়্‌কো;—পলায়নের সুবিধা নাই। পলায়ন কর্‌বার ইচ্ছা থাকলেও আমি পালাতে পাত্তেম না। কারাগারের মধ্যে আমার নানাপ্রকার চিন্তা এসে উপস্থিত হোতে লাগলো।—প্রাণের ভয় ছিলনা; কেননা,—মার্কুইস বাহাদুরের যেপ্রকার সদয়প্রকৃতি,—কুমারী ইউজিনির যেপ্রকার দয়া-মমতা, তাতে কোরে তাঁরা অবশ্যই রাজপুরুষদের কাছে আমার দোষাদোষের কথা প্রকাশ কোর্‌বেন। কি অবস্থায়, কি গতিকে, গুপ্তসভায় আমি উপস্থিত হয়েছিলেম, সে কথাও তাঁরা বুঝিয়ে বোল্‌বেন। আরও আমি বিবেচনা কোল্লেম, যে অপরাধে ধরা পোড়েছি, সেটা কিছু গুরুতর রাজবিদ্রোহ নয়। কি মৎলবে সভা, সেটারও কিছু বিশেষ উল্লেখ ছিল না। সাধারণত কেবল ভাল ভাল বক্তৃতা হয়েছে, শ্রোতারা তাই শুনেছেন, এইমাত্র। কারাগারে আমি নিরুপায় ভাব্‌লেম না। মার্কুইসের মহত্ব,—ইউজিনির মধুরতা, অনুক্ষণ আমার হৃদয়মধ্যে সমুদিত হোতে লাগ্‌লো। আগাগোড়া তাঁরা যেপ্রকার শান্তভাব অবলম্বন কোরে ছিলেন, কারাগারে আমিও ক্রমে ক্রমে সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হোলেম। মনে কেবল আমার একটী চিন্তা। সেই চিন্তায় আকুল হয়ে বারকতক আমি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। সে চিন্তা কার জন্য?—প্রেমময়ী আনাবেলের জন্য!—যে বিপদে আমি পোড়েছি, আনাবেল যখন একথা শুন্‌বেন, তখন তাঁর মন যে কতই কাতর হবে, সেই চিন্তায় আমি অধীর হোলেম। সেই চিন্তায় সে রাত্রি আমার নিদ্রাই হলো না। যদিও

অনেক পরিমাণে ধৈর্য্য অবলম্বন কোরেছিলেন, কিন্তু নিদ্রাসুখ উপভোগ কোত্তে পাল্লেম না। আনাবেলের চিন্তায় জেগে জেগেই রাত কাটালেম।

রজনীপ্রভাতে বেলা প্রায় নটার সময় একজন লোক আমারে কিছু খাদ্যসামগ্রী এনে দিলে। সেটী আমার হাজিরাখানা। কাফী—রুটী—মাখন।—জিনিসগুলি মন্দ নয়। আহার কোল্লেম। এক ঘণ্টা পরে বৃহৎ একটী দ্বিতল গৃহে লোকেরা আমারে নিয়ে উপস্থিত কোল্লে। সেখানে পাঁচজন রাজকর্ম্মচারী বোসে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন বিচারপতি, দুজন সেক্রেটারি। আমি সসম্ভ্রমে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, বিনম্রভাবে অভিবাদন কোল্লেম। একজন জজ আমারে বুঝিয়ে দিলেন, "যদি তুমি ফরাসীভাষা ভাল না জান, আমার একজন সেক্রেটারী ইংরাজী ভাষা জানেন, তিনিই মধ্যবর্ত্তীর কাজ কোর্‌বেন। মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজনও হলো। বিচারপতি আমারে যে সব কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন,—আমি যে রকম উত্তর দিতে লাগ্‌লেম, ইংরাজীভাষাজ্ঞ সেক্রেটারী সেগুলি উভয়কেই উভয় ভাষায় বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

সওয়াল হলো, আমার নাম কি? বয়স কত?—কি কাজ করি? এই রকম অনেক সওয়াল। একে একে আমি সব কথার উত্তর কোল্লেম। তার পর তাঁরা বোল্লেন, "রাজবিরুদ্ধে যে গুপ্তসভা বসে, সেই গুপ্তসভামধ্যে তুমি ধরা পোড়েছ। গুপ্তসভায় তুমি কেন প্রবেশ কোরেছিল, প্রথমে তার উত্তর দেও!"

প্রথমেই আমি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "পূর্ব্বে যে সকল বন্দীর জবাব লওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেহ আমার নাম প্রকাশ কোরেছেন কি না?" একথাটী আমি কেন জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তার একটী বিশিষ্ট হেতু আছে। মার্ক্‌ইস্ পলিন আর কুমারী ইউজিনি ইত্যগ্রে বিচারপতিগণের সমক্ষে আমার অনুকূলে কিছু বল্‌বার অবকাশ পেয়েছিলেন কি না, সেটী আমি জান্‌তেম না। তাঁরা যদি কিছু না বোলে থাকেন, তবে আমার জবাবে তাঁদের উভয়ের গোপনীয় প্রেমানুরাগের কথা বিচারমঞ্চে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেটা বড় দোষ। আমার পক্ষে ভারী অন্যায়। বাস্তবিক সেই কথাটীই মূলকথা। তাঁদের প্রেমানুরাগের খাতিরেই আমি গুপ্তসভায় প্রবেশ কোরেছিলেম। পূর্ব্বাপর না জেনে সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হলো, সেই জন্যই অনেক ভেবেচিন্তে ব্যগ্রভাবেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ইতিপূর্ব্বে কোন বন্দী আমার কথা কিছু প্রকাশ কোরেছেন কি না?"

উত্তর পেলেম, কেহই কিছু বলেন নাই। তখন আমি বিবেচনা কোল্লেম, বিচারাসনের সম্মুখে ইউজিনি তখনও উপস্থিত হন নাই, মার্ক্‌ইস্‌কেও আহ্বান করা হয় নাই। সেইটী অবধারণ কোরে আমি স্পষ্ট স্পষ্ট বোল্লেম, "কেন আমি সে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেম, এখন আমি সে কথা প্রকাশ কোত্তে পাচ্চি না।"—আমার মুখে ঐ কথা শুনেই এক ভয়ানক গোলমাল বেধে উঠ্‌লো। বিচারপতি আমারে বোল্লেন, "রাজদ্রোহ অপরাধে তুমি অপরাধী। অপরাপর দশজনের সঙ্গে যোগ কোরে, গোপনে রাজাকে

হত্যা করবার ষড়যন্ত্র!—মহাগুরুতর অপরাধ! রাজ্যশাসন-প্রণালী উলটপালট করবার মন্ত্রণা! রাজ্যমধ্যে সাধারণতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা! মহাগুরুতর অপরাধ!"

যে সেক্রেটারী ফরাসী কথাগুলি আমারে ইংরাজী কোরে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী একটা টেবিলের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত কোরে, তিনি আমারে দেখালেন, সেই টেবিলের উপর কতকগুলো পিস্তল আর কতকগুলো বারুদ-দান। চেয়ে চেয়ে সেইগুলি আমি দেখ্‌লেম। সেক্রেটারী আমারে বোল্লেন, "যে ঘরে সভা হয়, সেই ঘরে একটা মঞ্চের তলায় পূর্ব্বরাত্রে ঐ সকল জিনিস ধরা পোড়েছে!"

কথাটা শুনেই আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। অত্যন্ত ভয় হলো। মুহূর্ত্তের জন্য আমার হিতাহিত বিবেচনাশক্তি উড়ে গেল। ক্ষণকাল পরে সম্বিৎ পেয়ে, সেক্রেটারীর মুখপানে আমি চেয়ে থাক্‌লেম। হঠাৎ একটা ভয়ানক কথা মনে পোড়্‌লো। চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, "বিশ্বাসঘাতক ক্রেসন!"

ক্রোধপূর্ণকটাক্ষে আমার দিকে চেয়ে, সক্রোধগর্জ্জনে সেক্রেটারী বোল্লেন, "তাঁরে তুমি বিশ্বাসঘাতক বোলো না! তিনি একজন বিশ্বাসভাজন রাজভক্ত প্রজা। রাজার হিতব্রতে তিনি সর্ব্বক্ষণ অনুরক্ত। তুমি কেন তাঁরে বিশ্বাসঘাতক বল? আচ্ছা, তোমার জবাব কি? তুমি একজন বিদেশী। আমাদের জাতির কার্য্যকলাপে তোমার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। তুমি কেন সেই বিদ্রোহী ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছ?"

মিথ্যা অভিযোগে নিতান্ত অনুতপ্ত হয়ে, একটু উগ্রবাক্যে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আমি নির্দ্দোষী। রাজাকে হত্যা কর্‌বার ভয়ানক মন্ত্রণায় আমি লিপ্ত হব, স্বপ্নেও কখনও এমন কথা ভাবি না। বিশ্বসংসারের আধিপত্য লাভের আশাতেও তেমন নীচ প্রবৃত্তি আমার জন্মে না। আপ্‌নারা বিচারপতি, শুনুন্ আমার নিবেদন! আমার স্থিরবিশ্বাস যেটী, মুক্তকণ্ঠে সেটী আমি আপ্‌নাদের কাছে প্রকাশ কোচ্চি। ঐ যে সকল পিস্তল, আর ঐ যে সব বারুদের থলি, ক্রেসন নিজেই সভাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুনুন্ আপ্‌নারা।"—এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে যে টেবিলে অস্ত্রাদি ছিল, সেই টেবিলের ধারে আমি সটান চোলে গেলেম। একটী পিস্তল আর একটী বারুদদান হাতে কোরে তুলে নিলেম। পিস্তলে নাম খোদা ছিল। দেখেই আমি সবিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেম, "হাঁ মহাশয়! ঠিক কথাই আমি বোলেছি। এই সেই পিস্তল!—এই সেই সব!—ঠিক এই!"

কি প্রমাণে আমি সে সব জান্‌তে পেরেছি, কি সূত্রেই বা ক্রেসনের নামে সে প্রকার ভয়ঙ্কর অভিযোগ আন্‌ছি, আমার প্রতি তখন সেই প্রশ্ন হলো। যতটুকু আমি জানি, ততটুকুই উত্তর দিলেম। ইণ্টার-পিটার আমার সেই কথাগুলি বিচারপতি-গণকে বুঝিয়ে দিলেন। বিচারপতিরা সেই সব কথা নিয়ে ক্ষণকাল পরস্পর চুপি চুপি কি পরামর্শ কোল্লেন। তাঁদের পরামর্শও থাম্‌লো, আমারেও আবার কারাগারে ফিরে যাবার হুকুম হলো। আবার আমি কারাগারে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানেও আমার

সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা। কারাগারে আমি একাকী। মনে মনে বিবেচনা কোল্লেম, বিচারকেরা আমার কথাগুলির মর্ম্ম বুঝেছেন। ক্রেসনের কথা যা যা আমি বোলেছি, সেগুলিতে তাঁদের বিশ্বাস জন্মেছে। তাঁরাও বুঝ্‌লেন, ক্রেসন বড় ভয়ানক লোক! আমার আশা হলো, অবশ্যই কিছু উপকার হোতে পারে।

নানা কথা আমি ভাব্‌ছি, হঠাৎ কারাগাগেরর দরজা খুলে গেল। ডিউক পলিন প্রবেশ কোল্লেন। সঙ্গে একটী ভদ্রলোক। ব্যারিষ্টারের মত কৃষ্ণপোষাক পরিধান। ডিউককে দেখ্‌লেম, অত্যন্ত বিষণ্ন। পুত্র কারাগারে বন্দী, সেই বন্দী পুত্রের সঙ্গে এইমাত্র তিনি দেখা কোরে এসেছেন, মনটা বড়ই চঞ্চল আছে। আমার ভয় হোতে লাগ্‌লো, আমার উপর পাছে তাঁর রাগ হয়। কেননা, প্রথমেই তিনি আমারে সেই বিপদের মূল বোলে নির্দ্দেশ কোরেছেন। আমিই মার্কুইস্‌কে সঙ্গে কোরে গুপ্তসভায় নিয়ে গিয়েছিলেম; সেই সূত্রেই এই বিপদের উৎপত্তি। যে ভদ্রলোকটী ডিউক-বাহাদুরের সঙ্গে এসেছেন, পোষাক দেখে আমি মনে কোরেছিলেম ব্যারিষ্টার; সত্যই বুঝ্‌লেম তাই। সত্যই তিনি ব্যারিষ্টার। ডিউকের কর্ণে কর্ণে তিনি গুটীকতক কথা বোল্লেন। সেই সব কথা শুনেই ডিউকবাহাদুর আমার প্রতি একটু নরম হোলেন। আর সে রকম উগ্রভাব থাক্‌লো না। মৃদুগুঞ্জনে তিনি বোল্লেন, "হাঁ, সে কথা সত্য। থিয়োবল্‌ আমাকে বোলে দিয়েছেন, তোমার উপর আমি রাগ না করি;—তোমাকে কোন কটুকথা না বলি। আমার পুত্র যদিও সব সত্যকথা বলেন নাই, তুমি তাঁরে সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়েছিলে, তোমার কোন কু-অভিপ্রায় ছিল না, কেবল তাঁদের উপকার কর্‌বার জন্যই তেমন কর্ম্ম তুমি কোরেছিলে, সেটা আমি শুনেছি। কুমারী দিলাফর একটা বেহায়া মেয়ে!—অত্যন্ত বাচাল!—তার বুদ্ধিতে তুমি কাজ কর! অত্যন্ত ছেলেমানুষ তুমি!—অত্যন্ত নির্ব্বোধ!"

সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম, "সে কি মহাশয়? কুমারী দিলাকর যে প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাঁরে আপনি ও রকম অপমানের কথা বোল্‌বেন না!"

কম্পিতকণ্ঠে ডিউকবাহাদুর বোল্লেন, "কি অশুভক্ষণেই থিয়োবলের সঙ্গে কুমারী ইউজিনির দেখা হয়েছিল! হায় হায়! জোসেফ! তোমরা যে কি বিপদে পোড়েছ, তোমাদের মাথার উপর যে কি খড়্গ ঝুল্‌ছে, বোধ হয় তুমি সেটা বুঝ্‌তে পার্চ্চো না। ঐ গোপনীয় ষড়যন্ত্রটা এতদূর বেড়ে উঠেছে যে, রাজা এইবারে ভয়ানক মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরেছেন। সে সব কথা তুমি জান না। গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা হয়েছে, কু-চক্রী লোকগুলোকে উচিত মত শিক্ষা দিবেন। ফাঁসীর দড়ীতে কত মাথা ঝুল্‌বে,—কত লোক বেড়ী পায়ে দিয়ে বোটে বোটে দাঁড় টান্‌বে। হায় হায়! আমার ছেলেটী ঠুস্ কোরে মারে যাবে!"—এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ডিউক বাহাদুর দুই হাতে মুখ-চক্ষু ঢেকে, একখানা চেয়ারের উপর বোসে পোড়্‌লেন। মুখে আর বাক্য থাক্‌লো না। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হোতে লাগ্‌লো।

পুত্রের বিপদে পিতার এম্‌নি দশাই হয়। ডিউকের কাতরতা দেখে আমিও অত্যন্ত কাতর হোলেম। ডিউক পলিনের আর যতকিছু দোষ থাকুক, সন্তানগুলির উপরে তাঁর বড় স্নেহ। জ্যেষ্ঠপুত্র মহা বিপদ্‌গ্রস্ত,—যাঁরে তিনি সমস্ত বিভবের উত্তরাধিকারী স্থির কোরে রেখেছেন, কিছুদিন পরে যিনি ডিউক পলিন উপাধির অধিকারী হবেন, রাজার বিচারে ফাঁসীকাষ্ঠে সেই পুত্রের প্রাণ যায়, মনে মনে সেটা ভাবনা করাও তাদৃশ পুত্রবৎসল পিতার পক্ষে ভয়ঙ্কর কষ্টকর !

অনেক বিবেচনা কোরে আমি উত্তর কোল্লেম, "কি অবস্থায় কেন যে মার্কুইস্ বাহাদুর গুপ্তসভায় প্রবেশ কোরেছিলেন, সেটা যখন প্রকাশ হবে, তখন—"

পূর্ব্ববৎ কম্পিতস্বরে ডিউকবাহাদুর বোল্লেন, "তাতে কোন ফল হবে না ! গুপ্তচর ক্রেসন নির্ভয়ে এজেহার দিয়েছে, সভার বক্তৃতা শুনে আমার পুত্রের মন ভুলে গেছে। বক্তৃতার উপর তার আন্তরিক ভক্তি হয়েছে। কেবল এই কথাটাই ত সেই অভাগার বিপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ !—ভয়ানক কথা ! বিশেষত রাজা আমাকে ভালচক্ষে দেখেন না। আমি এ রাজ্যের সাবেক তন্ত্রের লোক, প্রাচীন বোর্ব্বোঁবংশ বিদায় হবার পর, অনেক লোক যেমন দুঃখ প্রকাশ করেন, আমিও সেই দলের ভিতর ধরা আছি। বর্ত্তমান রাজত্বে অনেক লোক সুখী নয়। রাজা মনে করেন, আমিও সেই দলের একজন। নগরবাসী রাজা কার্লিষ্ট্‌দলকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। বড়দলের উপরেই তাঁর কিছু বেশী ঘৃণা। সম্ভ্রান্ত প্রাচীনবংশের একটী উত্তরাধিকারীকে তিনি জন্মের মত মার্‌বেন, সুযোগ পেয়ে তাঁর মনে মনে ভারী আনন্দ হয়েছে। হায় হায় ! যা হবার তা হবে ! এই যে ভদ্রলোকটী আমার সঙ্গে এসেছেন, ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। আমার পুত্রের পক্ষে আর তোমার পক্ষে ইনিই দাঁড়াবেন ;—ইনিই তোমাদের বাঁচাবেন। দেখ জোসেফ ! আমি তোমাকে এখানে নির্ব্বান্ধব রাখ্‌বো না।"

ডিউক যখন এই সব কথা বলেন, আমি তখন একদৃষ্টে তাঁর মুখপানে চেয়েছিলেম। তিনিও বিস্ফারিতনয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কোল্লেন। সে দৃষ্টিপাতের মর্ম্মও আমি তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌লেম। লেডী পলিনের হাতের লেখা গল্পটী ডিউককে আমি শুনিয়েছিলেম। অত্যন্ত ভয় পেয়ে তিনি আমারে সেইটী গোপন রাখ্‌তে বোলেছেন। আমি রেখেছি। কুমারী লিগ্‌নীর সম্বন্ধে যতকিছু গোপন রাখ্‌বার কথা, তাও আমি রেখেছি। সকরুণ দৃষ্টিপাতে ডিউক বাহাদুর সেই ভাবটীই তখন জানালেন। আমিও তাঁরে ধন্যবাদ দিলেম। ব্যারিষ্টারকে যে যে কথা বল্‌বার, তাও আমি বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। যে অবস্থায় আমরা গুপ্তসভায় যাই, মার্কুইসের মুখে ডিউক ইত্যগ্রে সে সব কথা শুনে এসেছেন,—ব্যারিষ্টারও শুনেছেন। মার্কুইস্ বাহাদুর সব কথাই তাঁদের বোলেছেন। ক্রেসনের চাতুরীর কথাও কিছু কিছু তিনি বোলেছেন। আমার মুখেই ক্রেসনের চাতুরীর কথা বেশী প্রকাশ পাবে। ব্যারিষ্টারসাহেব সেই সব কথাই শুন্‌তে চাইলেন। আমিও বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। ব্যারিষ্টার আমার কথা বুঝ্‌লেন না। ডিউক বাহাদুর

বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। ব্যারিষ্টার তৎক্ষণাৎ সেই কথাগুলি লিখে লিখে নিলেন। তাঁরা যখন আসেন, তখন অবশ্যই কারাগারের দরজা বন্ধ হয়েছিল, অকস্মাৎ খুলে গেল। পুলিসের বড় কর্ত্তা দেখা দিলেন। সঙ্গে দু-জন অস্ত্রধারী প্রহরী। তাঁরা এসেই আমারে বোল্লেন, সে ঘরে আমার থাকা হবে না, অবিলম্বেই স্থানান্তরে যেতে হবে! ডিউক আর ব্যারিষ্টার উভয়েই অনুরোধ কোল্লেন, যে কাজের জন্য তাঁরা আমার কাছে এসে-ছেন, সে কাজটা হয়ে যাক্,কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন। কিন্তু পুলিসের কর্ত্তা সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য কোল্লেন। ডিউক পলিনের তুল্য সম্ভ্রান্তপদস্থ ভদ্রলোককে যে রকম ইতরভাবে তিনি উপক্ষা কোল্লেন, তা দেখে আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হলো। ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমাকে তারা কোথায় নিয়ে যাবে? সেই নূতন স্থানেই তাঁরা গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন। পুলিসের কর্ত্তা কোন কথারই উত্তর দিলেন না।

অস্ত্রধারী প্রহরীরা সজোরে আমার হাত খোল্লে। হিড়্‌ হিড়্‌ কোরে টেনে, ঘর থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেল। নীচে একখানা ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, পুলিসের লোকেরা সেই গাড়ীর ভিতর আমারে তুলে দিলে। তারাও সঙ্গে সঙ্গে পাহারা থাক্‌লো। গাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে গেল। আমি তখন গাড়ীমোদা আসামী!—গাড়ী আমারে সেখান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে চোল্লো।

অনেকদূর চোল্লেম। নিতান্ত অনেকদূর নয়। কেননা, গাড়ীখানা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পোঁছিতে বেশীক্ষণ লাগ্‌লো না। একখানা বাড়ীর কাছে গাড়ীখানা পোঁছিল। আমি নাম্‌লেম। দেখেই বুঝ্‌লেম, সেটা নির্জ্জন কারাগার। সেই কারাগারের ভিতর থেকে সীন নদী দেখা যায়। সে পথে আমি কতবার বেড়িয়েছি। স্থানটা আমার চেনা। দেখেই আমি চিন্তে পাল্লেম। ফটকের দরজা খোলা হলো, পুলিসের লোকেরা আমারে একটা প্রশস্ত ঘরে নিয়ে গেল। সেই ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের টেবিল। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ,থরে থরে সাজানো। কারাগারের একজন প্রহরী আমাদের কাছে থাক্‌লো। অস্ত্রধারী পুলিসপ্রহরী একখানা কেতাব এনে হাজির কোল্লে। কারাপ্রহরী সেই কেতাবে দস্তখৎ কোরে, পুলিসের হাতে ফিরিয়ে দিলে। পুলিস-প্রহরীরা বিদায় হলো। অনন্তর কারারক্ষক আমারে উপরের সিঁড়ি দিয়ে, অন্ধকার পথ বেয়ে, আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। বোলে দিলে, সেই ঘরটাই আমার কয়েদঘর। কয়েদঘর বটে, কিন্তু ঘরে অনেকরকম জিনিসপত্র আছে। দস্তরমত সাজানো। কারারক্ষক বোল্লে, সেগুলি তার নিজের আস্‌বাব। আমি যদি সেগুলি ব্যবহার কোত্তে চাই, হপ্তায় হপ্তায় তার জন্য তারে কিছু কিছু ভাড়া দিতে হবে। ব্যবহার করা না করা, সেটা আমার ইচ্ছা। সে জিনিসগুলি যদি আমি না চাই, জেলখানার নিয়মমত জিনিসপত্র আমি পাব। তাই সে আমারে এনে দিবে। কথার ভাবে আমি বুঝ্‌লেম, অর্থ দিলেই তারে আমি বশীভূত রাখ্‌তে পার্‌বো। ওসব জায়গার লোক কিছু লোভী হয়। সে লোকটীও অর্থলোভী। তার পূর্ব্বকথাতেই আমি রাজী হোলেম। যদিও

আমার সঙ্গে টাকা তখন কম ছিল, কিন্তু ডিউক পলিনের বাড়ীতে অনেক টাকা জমা আছে। খরচের জন্য আমি ভয় কোল্লেম না। সেই সকল আস্‌বাবপত্রই আমি রাখ্‌লেম। প্রহরী আমারে বোল্লে, পরিধানবস্ত্র ত আবশ্যক হবে, আরও কিছু দরকার হোলেও হোতে পারে। ডিউকের বাড়ী থেকে আমার বাক্সটী আনানো তার ইচ্ছা আমি একখানা পত্র লিখে দিলেই বাক্সটী আসে। কথাটী আমাকে খুব ভালই লাগ্‌লো. শুনে আমি খুসী হোলেম। কারাগারের নিয়মে যে রকমে পত্র পাঠানো দরকার, সেই রকমে পত্র লিখে পাঠান হলো। বৈকালে আমার বাক্স এসে উপস্থিত।

কারাপ্রহরী আবার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, কারাগারের খানাই আমার চোল্‌বে, কিম্বা নিকটের কোন হোটেল থেকে খাবার সামগ্রী এনে দিব্বে। সে প্রশ্নের উত্তর দিবার অগ্রে প্রহরীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমারে এখানে কতদিন কয়েদ থাক্‌তে হবে, সেটা যদি জান্‌তে পারি, তা হোলে আমি বুঝি, খরচপত্রে অনাটন হবে কি না?"—প্রহরী উত্তর কোল্লে, "আমি যতদূর বুঝ্‌তে পাচ্চি, তাতে বোধ হয়, অন্যূন দেড়মাস। তার পর আর কোথায় যেতে হবে, সেটা ঠিক নাই।"

ঐ রকম প্রশ্নোত্তরে আমি সিদ্ধান্ত কোল্লেম, সম্বল আমার যা আছে, দেড়মাস তাতে অকুলান হবে না। প্রহরীকে বোল্লেম, "হোটেলের খাদ্যই আমার বাঞ্ছনীয়।"—লোকটী দেখ্‌লেম, খুসী হলো। আমি বিবেচনা কোল্লেম, সেই হোটেলে হয় ত এই লোকটার অংশ আছে;—কিম্বা হোটেলের মালিকের সঙ্গে হয় ত বন্ধুত্ব থাক্‌তে পারে। আমারে যদি হোটেল থেকে খানা এনে দেয়, তাতে তার লাভ আছে। আমি যতদিন থাক্‌বো, ততদিন সে লাভ পাবে। সেই ভরসাতেই সে খুসী হলো। আমি তখন ফরাসী ভাষায় কথা কই। প্রহরীর সঙ্গে আমার ফরাসী কথা চলে। তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে আমারে এখানে নিয়ে এলো কেন?"

প্রহরী তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ কোল্লে। কথাটা চেপে গেল। সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র উত্তর দিলে, "এখানে তোমার নির্জ্জন বাস।"—কথাটা আমি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "নির্জ্জনবাসের মানে কি? কি রকমে আমি এখানে থাক্‌বো, সে কথা বুঝিয়ে দিতে দোষ কি?"

ভেবে চিন্তে প্রহরী বোল্লে, "তোমাকে এখানে নির্জ্জনে কয়েদ থাক্‌তে হবে। নিকটে কোন লোক আস্‌তে পাবে না। রাতদিন পাহারা থাক্‌বে। জেলের লোক ছাড়া কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ থাক্‌বে না।—চিঠীও যাবে না, চিঠীও আস্‌বে না। কোন আত্মীয় লোক দেখা কোত্তে আস্‌তে পাবেন না। তাঁদেরও চিঠীপত্র বন্ধ।"

এই সব কথা শুনে আমার কেমন রাগ হলো।—দুঃখের সঙ্গে রাগ। প্রহরীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেহই এখানে আস্‌বেন না? সেটা কিরকম কথা? আমার উকীল আসবেন না?—ব্যারিষ্টার আস্‌তে পাবেন না? এটা কিরকম কথা? যখন আমার ডাক হবে, বিচারাসনের কাছে যখন আমি দাঁড়াবো, তখন আমার

পক্ষ সমর্থন কর্‌বার লোক থাকবে না? কি রকম সওয়াল জবাব কোত্তে হবে, আমার সমর্থনবাক্য কি কি আছে, বাস্তবিক কিসূত্রে এই মিথ্যা অভিযোগ, বিচারের অগ্রে উকীল ব্যারিষ্টারকে সেগুলি আমি জানিয়ে দিতে পাব না?"

অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে প্রহরী উত্তর দিলে, "সে পক্ষে তোমার কোন চিন্তা নাই। সওয়ালজবাবের পক্ষে সব সুবিধা হবে। এই পর্য্যন্ত আমি বোলতে পারি। তা ছাড়া আর কোন কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না।"

প্রহরী চোলে গেল। আমি একা হোলেম। বাক্সটী খুল্লেম। অনুমান কোল্লেম, বাক্সে যদিও চাবী বন্ধ, তথাপি হয় ত ডালার ফাঁক দিয়ে ডিউক কোন একখানি ক্ষুদ্র চিঠী গলিয়ে ফেলে দিয়ে থাক্‌বেন। যদি আমারে কিছু তাঁর বল্‌বার থাকে, ঐ রকমে অবশ্যই লিখে থাক্‌বেন। বাক্সটী আমি খুল্লেম,—খুলেই দেখ্‌লেম, পূর্ব্বে কে খুলেছিল! সমস্তই উলট্‌পালট। যেখানে যা রেখেছিলেম, সেখানে তা নাই। কে খুল্লে? কেন খুলেছিল? মনে মনেই মীমাংসা কোল্লেম, জেলখানার লোকেরাই খুলেছে। এ মকদ্দমার কোন কাগজপত্র আমার বাক্সে পাওয়া যায় কি না, তাই হয় ত তল্লাস কোরেছে। অন্য চাবী দিয়ে খুলেছে। জেলখানার ভিতর যে সকল জিনিসপত্র আনা নিষেধ, আমার বাক্সের মধ্যে তা কিছু আছে কি না, তাই অনুসন্ধান কর্‌বার জন্যই পরচাবীতে তারা আমার বাক্স খুলেছিল। মনে সন্দেহ হলো। জিনিসপত্রগুলি তন্ন তন্ন কোরে দেখ্‌লেম। কোন কিছু আছে কি গেছে, একে একে অনুসন্ধান কোল্লেম। দেখ্‌লেম, কিছুই যায় নাই, সব আছে। টাকাগুলি গণনা কোল্লেম।—দেখ্‌লেম, সমস্তই ঠিক। আমার কাপড়,—দরকারী কাগজপত্র,—আমার কেতাব,—লেখাপড়ার সরঞ্জাম, সমস্তই ঠিক আছে, কিছুই যায় নাই।

আমি কয়েদী। কয়েদঘরটী কেমন, সেটীও একবার দেখা চাই। ঘর নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়। দেয়ালের ভিত অবশ্যই খুব মোটা। বেশ আলো আছে,—বাতাসও আসে। গবাক্ষ দিয়ে সীননদী দেখা যায়। জানালা খুলে দিলে সীননদীর বারিসিক্ত শীতল সমীরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু জানালা দিয়ে নীচে কিছু দেখা যায় না। বিশেষতঃ ভিতর দিকে লোহার ঝাঁঝ্‌রি দেওয়া;—অধিকন্তু, জানালা অনেক উঁচুতে। ঘরের বাহিরে, নদীর ওপারে, যে সকল বাড়ী আছে, সেই জানালা দিয়ে সেই সকল বাড়ীর উঁচু উঁচু ছাদ আর উঁচু উঁচু চিম্‌নীগুলি দেখা যায়। দেয়ালের ভিত এত চওড়া যে, সম্পূর্ণ বাহু বিস্তার কোরেও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়ে জানালার পরকলা স্পর্শ করা যায় না। জানালার দুদিকে দুগাছা দড়ী বাঁধা আছে। সেই দড়ী টেনে জানালা খোলে আর বন্ধ করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি গবাক্ষ দর্শন কোচ্চি। মনে আস্‌ছে, নীচে একটা পোস্তা গাঁথা;—সেই পোস্তার নীচেই ফুটপাথ। ফুটপাথ দিয়ে লোক গতিবিধি করে। একখানা চিঠী লিখে যদি আমি জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দিই, যার নামে লেখা দরকার, সেই নামে যদি শিরোনাম দিই, অবশ্যই পৌঁছিবে।

কেহ না কেহ অবশ্যই কুড়িয়ে পাবে। যে ঠিকানার পত্র, সেই ঠিকানায় দিয়ে আস্তেও পারে।—মনে মনে এই রকম মৎলব আস্‌ছে। হঠাৎ মনে হলো, তাই বা কেমন কোরে সম্ভবে? কারাগারের কর্ত্তারা কি এম্নি মূর্খ যে, একথাটা তাঁদের মনে উদয় হয় না? ওরকম চিঠীপত্র রাস্তায় ফেলে দেওয়া যায়, সেটা তাঁরা জানেন; সেটা নিবারণের পক্ষে তাঁরা কি এতই অসাবধান? ঘরে বোসে কাহাকেও চিঠী লিখ্‌তে পার্‌বো না, কেহ দেখা কোত্তে আস্‌বেন, সেটা পর্য্যন্ত নিষেধ। জানালা দিয়ে চিঠী ফেল্‌বার উপায় আছে। জেলখানার লোকেরা কি সেটা বুঝ্‌তে পারেন না? ওঃ! হঠাৎ আমার মনে পোড়্‌লো, যখন আমি প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি, এ পথেও এসেছি,—কতবার দেখে গেছি, এই কারাগারের পোস্তার উপর একজন প্রহরী বোসে থাকে। উপর থেকে কিছু ফেলে দিলেই তৎক্ষণাৎ সে ধোরে ফেল্‌বে। হায় হায়! এই কারাগারের দ্বার দিয়ে আমি কতবার চোলে গেছি, কতবার এই বাড়ীখানার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি;—হায় হায়! এই কারাগার যে আমারই বাসস্থান হবে, সেটা আমি তখন ভ্রমেও একবারও ভাবি নাই!

নির্জ্জন কারাগারে আমি বন্দী। একটুও কি বেড়াতে পাব না? জেলের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, প্রতিদিন দুঘণ্টাকাল কারাগারের প্রাঙ্গনে আমি বেড়াতে পাব। অপরাপর কয়েদীরা যখন আপ্‌নার আপ্‌নার ঘরে নিশ্চিন্ত থাকে, সেই সময় বেড়াবার হুকুম। প্রহরী আর একটা ভয়ানক সংবাদ দিলে। প্রাঙ্গনের কয়েকটী গবাক্ষ দেখিয়ে সে আমারে বোল্লে, "যে সকল কয়েদীর প্রাণদণ্ডের আদেশ, তারা ঐ ঘরে থাকে। যে সময় প্রাণ যাবে, তার পূর্ব্বে চব্বিশ ঘণ্টাকাল ঐ ঘরে তাদের রাখা হয়।"—ভিতরে কাঁপ্‌তে কাঁপতে সেই গবাক্ষগুলির প্রতি আমি কটাক্ষপাত কোল্লেম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, প্রাণান্তেও ত আমি ওদিকে বেড়াতে যাব না। খুনে আসামী যেদিকে থাকে,—যাদের প্রাণদণ্ড হবে,—চক্ষু তুলে চেয়ে দেখ্‌লেই যাদের আমি দেখ্‌তে পাব, তাদের যেখানে যন্ত্রণাগার, সেদিকে আমি কখনই যাব না। অন্য দিকেই বেড়াব।

পুস্তক পাঠ করা, কাগজপত্র লেখা, কারাগারে আমার নিষেধ ছিল না। প্রহরী আমারে বারবার মনে কোরে দিত, জেলখানার বাহিরে একখানিও পত্র যেতে পাবে না। সে চেষ্টা করাই বিফল। আমি লিখি, সে দেখে। গবাক্ষের দিকে কটাক্ষপাত করে। সে যেন মনে [illegible]ল্লে, জানালা দিয়েই আমি চিঠী ফেলে দিব। সেই রকম মন কোরেই বোল্লে, "জানালার নীচে রাস্তার উপর প্রহরী থাকে। দিনরাত পাহারা দেয়।"—পূর্ব্বে আমি যেটা ভেবেছিলেম, প্রহরীর বাক্যে সেই অনুমানটাই সপ্রমাণ হলো। প্রহরী আবার বোল্লে, "তোমার প্রতি আমরা সদ্ব্যবহার কোচ্চি। কেন জান?—তুমি বেশ ঠাণ্ডা আছ। তোমার ব্যবহার ভাল। এই রকম যদি থাক, আমাদের হাতে আরও সদ্ব্যবহার পাবে।"—আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো। আবার আমি

সঙ্কল্প কোল্লেম, কখনই না। জানালা দিয়ে চিঠী ফেলে দেওয়া,—না,—কখনই না! তেমন পাগ্‌লামী আমি কখনই দেখাব না।

আমার সঙ্গে আর যাঁরা যাঁরা ধরা পোড়েছেন, তাঁদের দশা কি হোচ্চে; জান্‌বার জন্য আমি বড়ই উদ্বিগ্ন থাক্‌লেম। ধূর্ত্ত ক্রেসনের নষ্টামিতে সভার ভিতর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, মকদ্দমা আরও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, লোকগুলির যে কি দশা হোচ্চে, কিছুই আমি জান্‌তে পাচ্চি না। পরদিন প্রহরী যখন আমার খবরদারী নিতে এলো, তখন আমি প্রহরীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখানে আমি খবরের কাগজ পাঠ কোত্তে পারি কি না?"—সে উত্তর দিলে, "সম্পূর্ণ নিষেধ!"

আমার মনের আশা মনেই মিলিয়ে গেল। বিবেচনা কোল্লেম, আমি যেন তখন জগতের চক্ষে মরা!—আমার পক্ষে যেন তখন জগৎসংসারও মরা! নির্জ্জন কারাবাসের নিয়মে সেইটাই যেন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা।

লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে না, জেলের লোক ছাড়া কাহারো সঙ্গে কথা হবে না, কোথায় কি হোচ্চে, কিছুই জান্‌তে পাব না, খবরের কাগজ পাঠ করা নিষেধ, আমি আর তবে করি কি? পুস্তকপাঠেই নিবিষ্টচিত্ত হোলেম। প্রথম তিনচারিদিন পুস্তকের সঙ্গেই আমার নির্জ্জন আলাপ থাক্‌লো। কিন্তু বাক্সের ভিতর পুস্তকের সংখ্যা বেশী ছিল না। যাও ছিল, তাও আমার পূর্ব্বের পড়া। পুস্তকগুলি শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল। তখন আবার কি করি? অকস্মাৎ মনে উদয় হলো, আমার জীবনকাহিনী লিখ্‌তে আরম্ভ করি। যদবধি এই নির্জ্জন কারাবাস শেষ না হয়, তদবধি ঐ কাজেই লিপ্ত থাকা ভাল। আমি একটা কাজ পেলেম। পাঠকেরা স্মরণ রাখ্‌বেন, যে জীবনকাহিনী এখন আপ্‌নারা পাঠ কোচ্চেন, যে সব ঘটনা আপনাদের আমি জানাচ্ছি, তার অধিকাংশই একটী ফরাসী জেলখানার ভিতর বোসে বোসে লেখা।

কাজ করি,—লিখি,—ভাবি,—কত কথাই মনে হয়। একচিন্তায় স্থির থাক্‌তে পারি না। থাকি থাকি, একটা মহাভাবনায় অস্থির হয়ে চোম্‌কে চোম্‌কে উঠি। ফরাসী গুপ্তসভায় আমি এক মহাসঙ্কটে বিজড়িত হয়েছি,—আমারে উপলক্ষ্য কোরে ফরাসী রাজ্যতন্ত্রে এক মহা হুলুস্থুল বেধে গেছে,—খবরের কাগজে এ সব কথা উঠেছে,—এ খবর অবশ্যই ইংলণ্ডে চোলে গেছে,—হেসেলটাইনপ্রাসাদে আমার যে সকল আপ্‌নার লোক আছেন,—তাঁদের কাণেও উঠেছে, তাঁরা কি ভাব্‌ছেন?—আমি ত নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্চি, আনাবেল বড়ই কাতরা হয়েছেন,—আনাবেলের জননীও অবশ্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে হয় ত নষ্টচরিত্র বিবেচনা কোচ্চেন। যে আশা আমি সেখানে সঞ্চিত কোরে রেখেছি,—যেখানে আসছি,—যেখানে যাচ্ছি,—যেখানে আছি, তিলমাত্রও যে আশা আমারে পরিত্যাগ কোরে যাচ্ছে না,—সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমার সেই আশাকে হয় ত তফাৎ কোরে দিচ্ছেন! আমার উপর তাঁর কতই সন্দেহ হোচ্চে। সংসারপরীক্ষার ব্রতে সার্ মাথু আমারে দুই বৎসরের জন্য দেশভ্রমণে

প্রেরণ কোরেছেন। পরীক্ষায় যদি আমি উত্তীর্ণ হোতে পারি, আনাবেলের পতি হব, এই তাঁর আকিঞ্চন। সার্ মাথু হেসেল্টাইনের আকিঞ্চনের গায়ে গায়েই আমার আশার বাসা! সে বাসা বুঝি ভেঙে যায়! বহুদর্শনে বহুজ্ঞান লাভ কোর্বো, সংসারচক্রের প্রত্যেক পরিবেষ্টনে আমি অচঞ্চলে মাথা তুলে দাঁড়াবো, ভদ্রলোকের ছেলের মত থাক্বো, সার্ মাথু হেসেল্টাইন আমার সেই অভিপ্রায়ে প্রচুর অর্থ সমর্পণ কোরেছিলেন;—কিন্তু হায় হায়! আমি কোল্লেম কি? প্রায় ছয় মাস হলো, আমি হেসেল্টাইনপ্রাসাদ পরিত্যাগ কোরে এসেছি। ছয় মাস আমি কোল্লেম কি? ছয় মাসের মধ্যে কেবল এই প্যারিসনগরী ছাড়া আর কোথাও আমি যেতে পাল্লেম না। প্যারিসনগরে আমার সর্ব্বস্ব জুয়াচোরে নিলে! ভাল ভাল লোকের সমাজে মিশ্তে পাল্লেম না! দিন দিন কোথায় উন্নতি-সোপানে আরোহণ কোর্বো, প্রথম পদক্ষেপেই সে আশায় জলাঞ্জলি হলো! আবার আমি দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধা পোড়্লেম। তাই না হয় পড়ি, তার উপর আবার মহাভয়ঙ্কর বিপদ্! প্যারিসের নির্জ্জন কারাবাসে আমি বন্দী! কতদিন পরে খালাস পাব, জানি না!—যখন খালাস পাব, দুই বৎসর পরে কি কোরেই বা হেসেল্টাইনপ্রাসাদে ফিরে যাব? কি ভরসাতেই বা আনাবেলের মাতামহের সম্মুখে দাঁড়াবো?—কি নিদর্শনেই বা তিনি আমারে আনাবেল সম্প্রদান কোত্তে সম্মত হবেন? এই সকল চিন্তা যতই মনে আসে, ততই আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখি। এত অন্ধকারেও একটু একটু আশাদীপ জ্বলে। সেই আলোতে মাঝে মাঝে আমি দেখি, সময়ে সমস্তই মঙ্গল হবে; অমঙ্গলের মাথার উপর সর্ব্বমঙ্গল দাঁড়াবে। কেন আশা করি?—পূর্ব্বেই আমি বোলেছি, আমার অন্তরে ভালবাসা প্রবেশ কোরেছে। ভালবাসাই ইহসংসারে পরমসুন্দরী আশা!

পাঠক বিস্মিত হোতে পারেন, কারাগারে প্রবেশ কোরেই আমি খালাস পাবার কল্পনা কোচ্চি কেন? যে সঙ্কটে প্রাণ যাবার কথা, তত বড় সঙ্কটে প্রাণের ভয়ে আমি কাঁপ্ছি না-ই বা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চাই। আমি এখন নির্জ্জন কয়েদী। কারাগারের প্রাচীর ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমার এখন কোন সম্পর্কই নাই। তবে ওরকম আশা কিসে আসে?—কারাগারের প্রহরী আমারে বোলেছে, দেড় মাসের বেশী সে অবস্থায় কয়েদ থাক্তে হবে না। সেই দেড় মাস কারাগারের নিয়মে আমার কোন প্রকার শক্ত খাটুনি থাক্বে না। বিচারকেরাও আর আমারে তলব কোচ্চেন না। মনে মনে আমি জান্ছি, আমার এজেহার লওয়া এখনো বাকী আছে। উকীল-ব্যারিষ্টারের বন্দোবস্তও হোতে পাচ্চে না। সাক্ষাৎ করা নিষেধ। প্রহরী বোলেছে, সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই। সেটাই বা কি রকম কথা? পুলিসের কারাগার থেকে অকস্মাৎ আমারে টেনে নিয়ে এসেছে। ডিউক এসেছিলেন,—ব্যারিষ্টার এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে দেয় নাই। আমি শুনেছি, লুই ফিলিপের রাজত্বে যে রকম কৌশলজাল বিস্তার করা রয়েছে, তাতে কোরে নির্দ্দোষী লোকের

নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। লুই ফিলিপ যখন যে বিষয়ে জেদ ধরেন, তখন সে বিষয়ে চূড়ান্ত না কোরে ছাড়েন না;—কোন প্রকার ছল-কৌশল পরিত্যাগ করেন না! দুষ্ট ক্রেসন গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর। উপস্থিত মকদ্দমায় আমি একজন প্রধান সাক্ষী। আমি সাক্ষ্য দিলে নিশ্চয় ঐ ক্রেসনের বিপদ ঘোট্‌বে। সেইটী নিশ্চয় জেনেই কারাগারের লোকেরা তাড়াতাড়ি আমারে লুকিয়ে ফেলেছে। যেখানে থাক্‌লে সকলে দেখ্‌তে পায়, সেখান থেকে সোরিয়ে ফেলেছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধেই হোক্, কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধেই হোক্, গবর্ণমেণ্টের আদেশেই এ কাজটা হয়েছে। গবর্ণমেণ্টের এটা ছলনা, এই তখন বিশ্বাস। সাক্ষীমঞ্চে আমি অনুপস্থিত থাক্‌লে বন্দীলোকগুলিকে ইচ্ছামত দণ্ড দেওয়া হবে,—মনের মত প্রতিশোধ লওয়া হবে, এইটীই তাদের ধারণা। শীঘ্র আমারে ছেড়ে দিবে না। যখন সমস্ত গোলমাল চুকে যাবে, তখন আমারে ছেড়ে দিবে। অবিলম্বেই আমারে ফরাসী সীমার বাহির কোরে দিবে! অবশ্যই হুকুম হবে, আর আমি ফ্রান্সে ফিরে আস্‌তে পার্‌বো না!

কারাগারের প্রাঙ্গনে নিত্য আমি দুইঘণ্টা বেড়াতে পাই, একথা পূর্ব্বেই আমি বোলেছি। প্রাতঃকালে নটা থেকে এগারোটা, কিম্বা অপরাহ্নে তিনটে থেকে পাঁচটা। যে সময় আমার সুবিধা হয়, সেই সময় আমি বেড়াই। অপরাপর কয়েদীরা তখন আপন আপন ঘরেই বদ্ধ থাকে। এই রকমে প্রায় পাঁচ হপ্তা কেটে গেল। পাঁচ হপ্তা আমি বিনাদোষে কয়েদ!—এই সময় আর এক নূতন ঘটনা।

একদিন বৈকালে প্রাঙ্গনে আমি ভ্রমণ কোচ্চি, সেই সময় ফটক খুলে একজন অস্ত্রধারী পুলিসপ্রহরী প্রবেশ কোল্লে। সঙ্গে একজন কয়েদী। কৌতূহলবশে সেই কয়েদীর দিকে আমি দৃষ্টিপাত কোল্লেম। কয়দীকে দেখেই আমার মহাবিস্ময় জ্ঞান হলো। কয়েদীটা সেই জুয়াচোর পাদ্‌রী দরচেষ্টার! আর তখন তার সে রকম ছদ্মবেশ ছিল না। যে ছদ্মবেশে মোরিস্ হোটেলে দাউটন সেজেছিল,—আমার সর্ব্বস্ব লুটেছিল, সে ছদ্মবেশ তখন তার নাই। তখন দেখ্‌লেম, সেই ওল্‌ড্‌হাম নগরের অকৃত্রিম দরচেষ্টার! পাদ্‌রীদের মতন কালো পোষাক,—সাদা গলাবন্ধ;—যথার্থই যেন একজন পাদ্‌রী। আমিও চিন্‌লেম দর্‌চেষ্টারকে, দর্‌চেষ্টারও চিন্‌লে আমারে। আমার রসনা থেকে বিস্ময়ের ধ্বনি বিনির্গত হলো। কিন্তু সেই জুয়াচোরটা কতই যেন ধার্ম্মিকের ভাণ ধারণ কোরে, উপরদিকে হাত তুল্লে,—আকাশপানে চাইলে,—চক্ষু যেন উল্‌টে গেল,—গদ্‌গদকণ্ঠে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "জোসেফ! তুমি আমি দুজনেই আমরা আমাদের দুষ্কর্ম্মের ফলাফল ভোগ কোচ্চি! এটা অবশ্যই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা!"

পুলিসপ্রহরী তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে চুপ কোত্তে বোল্লে। হস্তভঙ্গীতে আমারেও সোরে যেতে ইসারা কোল্লে। প্রাঙ্গনের অপর প্রান্তে আমি সোরে গেলেম। প্রহরী তখন দর্‌চেষ্টারকে আর একটা গৃহমধ্যে লয়ে গেল। আমি আলোচনা কোত্তে লাগ্‌লেম, এই ধার্ম্মিক জুয়াচোরটা কি অপরাধে ধরা পোড়্‌লো?—জুয়াচুরী কোরেই

ধরা পোড়েছে, সে কথাটাতে বেশী সন্দেহ রাখলেম না। লোকটার প্রতি আমার দয়া হলো, কখনই আমি এমন কথা বোল্‌বো না। জুয়াচোর লোকে উচিতমত দণ্ড পায়, সেটা কখনই কাহারো অসুখের কারণ হয় না।

বেড়ানো হয়ে গেল, আপনার কয়েদঘরে আমি ফিরে এলেম। দরজায় চাবী দিবার জন্য কারাগারের প্রহরীও আমার সঙ্গে এলো। তারে আমি খানিকক্ষণ দাঁড়াতে বোল্লেম। সে একটু থাক্‌লো। একটু চিন্তা কোরে তারে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "ঐ যে নূতন কয়েদী এসেছে, ওকে আমি চিনি। মাসকতক পূর্ব্বে ঐ জুয়াচোরটা আমার সর্ব্বস্ব ঠকিয়েছে! কি অপরাধে এবার ধরা পোড়েছে?"

কারাগারের যে ভাগে দর্‌চেষ্টার বন্দী, ঐ প্রহরী সে দিকের সংবাদ রাখে না। কি অপরাধে ধরা পোড়েছে, সুতরাং সে কথা বোল্‌তে পাল্লে না। স্বীকার কোরে গেল, জেনে এসে বোলে যাবে। দিনমানের মধ্যে কোন সংবাদ আমি পেলেম না। সন্ধ্যার পরে সেই প্রহরী এসে বোল্লে, "অল্পদিন হলো, রেভারেণ্ড্ দর্‌চেষ্টার প্যারিসে এসেছে। একটা নূতন হোটেলে বাসা নিয়েছিল। সেই হোটেলে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে। নোট বদ্‌লাই কর্‌বার ছল কোরে, সেই ইংরেজ লোকটার সমস্ত নোটের তাড়া চুরী কোরে নিয়ে পালিয়েছিল! গাড়ীতে উঠ্‌তে যাচ্ছে, এমন সময় গেপ্তার হয়েছে। আজই বিচার হয়ে গেছে। এক বৎসর মেয়াদ। তিন চারদিন এইখানে থাক্‌বে;—তার পর অন্য জেলখানায় চালান হবে।"

বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রহরীর মুখে দর্‌চেষ্টারের অপরাধের যেরকম বর্ণনা শুন্‌লেম, তাতে আমার নিজের অদৃষ্টের কথা আগে স্মরণ হলো। আমারে যে রকমে ঠোকিয়েছিল, নূতন ইংরেজটীকেও ঠিক সেই রকমে ফাঁকি দিয়েছে। একচুল এদিক ওদিক নয়। ঠিক সেই রকমে নোটের তাড়া দেখায়,—ঠিক সেই রকমে নিজের তাড়াটা তাঁর হাতে দেয়,—একসঙ্গে বদ্‌লাই কর্‌বার পরামর্শ করে,—তাঁরে বাহিরে দাঁড় করিয়ে রেখে একাকী ঘরের ভিতর যায়, তার পর অন্য দরজা দিয়ে পালায়! ঠিক সেই রকম! লোকটা ভারী তুখোড়! একরকম ফন্দীতেই পাঁচজনকে ফাঁদে ফেলে! তেমন ভয়ঙ্কর লোক পুলিসের হাতে ধরা পোড়েছে,—রাজবিচারে দণ্ড পেয়েছে,—কারাগারে কয়েদ হয়েছে, এ সংবাদে আমার কিছুই চিত্তচাঞ্চল্য জন্মালো না। সব কথাগুলি আমি স্থির হয়ে মনোযোগ দিয়ে দিয়ে শুন্‌লেম।

দর্‌চেষ্টারের অপরাধের কথা আমি জান্‌তে চেয়েছিলেম, প্রহরী সেই সংবাদ আমারে দিলে। ঘর থেকে শীঘ্র বেরিয়ে গেল না। কি যেন মনে কোরে কিয়ৎক্ষণ এদিক্ ওদিক্ পাইচারী কোল্লে। অন্যমনস্কভাবে আমার পানে চেয়ে রইলো। লক্ষণ দেখে আমি অনুমান কোল্লেম, আরও যেন তার কিছু বল্‌বার আছে। বোল্‌বে কি না, সেইটে ভাব্‌ছে;—ইতস্তত কোচ্চে। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দর্‌চেষ্টারের কথা সমস্তই কি তুমি বোলেছ?"—প্রহরী উত্তর কোল্লে, আর কিছুই তার বল্‌বার নাই। উত্তর দিলে

বটে, কিন্তু আমি দেখ্‌লেম, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুনঃপুন আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লো। অন্যমনস্কভাবে চাবীর থোলোটা নিয়ে খেলা কোত্তে লাগ্‌লো। তৎক্ষণাৎ অমনি শশব্যস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ কোল্লে;—চাবী দিলে। পদশব্দে বুঝ্‌লেম, চোলে গেল। নির্জ্জন-কারাবাসে আমি বন্দী আছি। এমন অবস্থায় যে পড়ে, একটু কোন সামান্য কথাতেই তার যেন চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। আমার চাঞ্চল্য উপস্থিত হলো না। মনে মনে আলোচনা কোত্তে লাগ্‌লেম, কি এ?—প্রহরী আমারে আর কি কথা বোলতে এসেছিল, বোল্লে না। কারাগারের একঘেয়ে যন্ত্রণা সহ্য করা বড় দায়। মন তখন সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ভালবাসে। প্রহরীর সঙ্গে কথোপকথনে আমার একটু আরাম বোধ হলো। আরও খানিকক্ষণ থাক্‌লে হতো ভাল। কি বল্‌বে মনে কোরে এসেছিল, কেন বোল্লে না, বারম্বার আমি তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। মুখের ভাব দেখে বুঝা গেছে, মন্দ খবর নয়। যতক্ষণ দর্‌চেষ্টারের কথা বোল্লে, ততক্ষণ তার বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি। হাস্‌তে হাস্‌তেই আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কোল্লে। কিছুতেই কোন বৈলক্ষণ্য দেখ্‌লেম না। কেবল সতৃষ্ণনয়নেই বারম্বার আমার দিকে চেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়্‌লো। মানে কি? আমার কারাগারের মেয়াদ কি পূর্ণ হয়েছে? কবে কতক্ষণের সময় আমি খালাস পাব, তা কি সে জানে? আমার কষ্ট দেখে সে কি তবে কষ্টবোধ কোরেছে? আমি যাতে খালাস পাই, সেইটীই কি তার ইচ্ছা? গবর্ণমেণ্টের চাকরী করে, আমার খালাসের কথাটা তার মুখে শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পাওয়া ভাল হয় কি না, সেইটীই কি বিবেচনা কোল্লে? তাই জন্যই কি চেপে গেল? সেই সকল ভাবনায় রাত্রে আমার নিদ্রা হলো না। প্রাতঃকালে সে যখন আমার খাবার সামগ্রী নিয়ে আস্‌বে, সেই সময় সব কথা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, এই রকম অবধারণ কোরে সারা রাত আমি জেগে থাক্‌লেম।

যেমন এসে থাকে, প্রভাতে সেই রকমে প্রহরী এলো। নিত্য নিত্য তার মুখের চেহারা যেমন দেখি, সেদিনও তেম্‌নি দেখ্‌লেম। পূর্ব্বরাত্রে যেমন ইতস্ততভাব দেখেছিলেম, সে দিন সে রকম নয়। মনে কোল্লেম, সেটা হয় ত আমার ভুল। খালাসের সম্বন্ধে প্রহরী আমাকে কোন কথাই বোল্লে না। মনে একটু আশা এসেছিল, প্রহরীর ঔদাস্যভাব দেখে সে আশা বিলুপ্ত হয়ে গেল। প্রহরী বেরিয়ে গেল। খাদ্য সামগ্রী এনেছিল, টেবিলের উপরেই পোড়ে রইলো। একটুও মুখে দিলেম না। আপ্‌সোস হোতে লাগ্‌লো, প্রহরীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না কেন? আধ ঘণ্টা পরে দরজার কাছে আবার তার পদশব্দ শুন্‌তে পেলেম। মনে কোল্লেম, অন্য ঘরে বুঝি যাচ্ছে। দেখ্‌লেম, তা নয়। আমার দরজার কাছেই থাম্‌লো। দরজার চাবী খুলে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। তখন দেখ্‌লেম, তার চাউনিটা অন্যপ্রকার। নিশ্চয়ই যেন কিছু নূতন কথা প্রকাশ কর্‌বার ইচ্ছা। আমি চঞ্চল হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেম। একদৃষ্টে তার উত্তেজিত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ কোল্লেম। আমার

খালাসের কাল যদি নিকট হয়ে থাকে, তা হোলে কতই সুখের বিষয় হবে। কল্পনাকে মনোমধ্যে আন্‌লেম। আশাকে স্থান দিতে পাল্লেম না।

প্রহরী একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে আছে। মনের উদ্বেগে বড়ই অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লেম। জোরে তার একখানা হাত ধোরে উচ্চকণ্ঠে বোল্লেম, "ঈশ্বরের দোহাই! কি বোল্‌তে এসেছ, বল!"

"তুমি কি পালাতে চাও?"—গভীর মৃদুস্বরে ঐ কথাটী আমারে বোলেই প্রহরী চঞ্চলদৃষ্টিতে ঘরের এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লো।

"পালাবো?—হাঁ,—আইনমতে যদি আমার মেয়াদ পূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে আমি পালাবো। তুমি যদি আমার মন পরীক্ষা কোত্তে না এসে থাক, আমার পালাবার ইচ্ছা আছে কি না, প্রকারান্তরে সেটা জান্‌বার কৌশল যদি না হয়, আরো নূতন সঙ্কটে নিক্ষেপের মন্ত্রণা যদি না থাকে, তা হোলে আমি পালাবো।"

ত্রস্তস্বরে প্রহরী বোল্লে, "না না, পরীক্ষা করা নয়,—কৌশল করা নয়, তুমি পালাও! বাহিরে তোমার আত্মীয়লোক আছেন। তাঁরা তোমারে আর কোথাও নিয়ে যাবেন। আমি শুন্‌লেম, সেখানে তোমার উপস্থিত থাকা বিশেষ দরকার। আর আমারে তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। বেলা দুই প্রহরের সময় প্রস্তুত হয়ে থেকো, নির্ব্বিঘ্নে পালাতে পার্‌বে।"

এই পরামর্শ দিয়েই প্রহরী চঞ্চলচরণে ঘর থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লো। দস্তরমত দরজায় চাবী বন্ধ কোরে চোলে গেল। আবার আমি একা হোলেম। আনন্দে অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ! জেলখানা থেকে খালাস পাব। খোলসা হয়ে নিশ্বাস ফেল্‌বো। স্বাধীন জগতের হাওয়া খাবো। আনন্দে আমি বিহ্বল হয়ে উঠ্‌লেম।—বিহ্বল হওয়াই বটে। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সংশয় দেখা দিতে লাগ্‌লো। আমি পালাবো, আত্মীয়লোকেরা যোগাড় কোরে, আমারে খালাস কোরে নিয়ে যাবেন। যদি কোন রকমে তাঁদের কৌশলটা ফোস্‌কে যায়, তবে ত আবার নূতন বিপদ্ সম্ভাবনা। তাই ভেবে আবার ভয় হলো। মনের ভিতর কতরকম অনুমান আস্‌তে লাগ্‌লো। বাহিরে আত্মীয়লোক আছেন। কারা সেই আত্মীয়লোক? কোথায় আমারে নিয়ে যাবেন? হঠাৎ কোথায় আমার উপস্থিত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন? কেনই বা প্রয়োজন? যাঁরা খালাস কোত্তে এসেছেন, প্রহরী বোল্লে, যাঁরা আমার আত্মীয়, তাঁরা কি সেই গুপ্তসভার লোক? কিম্বা তাঁরা কি ডিউক পলিনের প্রেরিত? গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা ক্রেষন যে রকম ভয়ানক চাতুরী খেলেছে, আমার মুখে কি সেই সব কথার এজেহার নিতে চান? যদি তাই হয়, তা হোলে কি আমি অম্‌নি অম্‌নি পার পাব? একটা সিংহের গুহা থেকে উদ্ধার পেয়ে, আর কোন সিংহগুহায় আমারে কি প্রবেশ কোত্তে হবে? হায় হায়! আপনার জন্য কেন এত ভাবি? যুবা মার্কুইসকে উদ্ধার কোর্‌বো, সুন্দরী ইউজিনিকে উদ্ধার কোর্‌বো, আরো যাঁরা যাঁরা ধরা পোড়েছেন, সাধ্যমত তাঁদেরও

উপকারে আস্‌বো, সেইটাই ত আমার পরম সুখ। যদি পালাতে পারি, দীননাথ যদি দিন দেন, সেই পরম সুখেই আমি সুখী হব।

বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমার আর সন্দেহ ঘুচ্‌লো না। দুই প্রহরের সময় প্রহরী এলো। সঙ্গে আর একজন লোক। সেই লোকটী লামোটী। যাঁর সঙ্গে আমার তলোয়ারযুদ্ধ হয়েছিল, অকস্মাৎ সেই ল্যামোটী আমার কারাগারে। মিত্রভাবে লামোটী আমার পাণিপেষণ কোল্লেন। অতি সংক্ষেপে চঞ্চলকণ্ঠে আমার উদ্ধারের কৌশলগুলি প্রকাশ কোল্লেন। যে কাজের জন্য ঐ রকম কৌশলে আমারে উদ্ধার করা হোচ্চে, চুপি চুপি সেটীও প্রকাশ কোল্লেন। আমি ধন্যবাদ দিলেম। যে উপায়ে পালাতে হবে, তাও তিনি প্রকাশ কোরে দিলেন। তৎক্ষণাৎ আমি সব কথাতেই রাজী হোলেম। পলায়নের আয়োজন হোতে লাগ্‌লো।

লামোটী কারাগারে প্রবেশ কোল্লেন কিরূপে?—একজন কয়েদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার অছিলায়। সে কয়েদী যেদিকে থাকে, লামোটী সেদিকে যান নাই। আমি হোলেম নির্জ্জন কারাবাসী, আমার ঘরের প্রহরী কৌশলক্রমে লামোটীকে আমার ঘরেই এনেছে। আমারে ছদ্মবেশে পালাতে হবে। ছদ্মবেশের উপকরণগুলি লামোটী সঙ্গে কোরে এনেছেন। প্রথমে বসন পরিবর্ত্তন। আমার কাপড় লামোটী পরিধান কোল্লেন, লামোটীর পোষাক আমি পরিধান কোল্লেম। মাথায় আমরা দুজনেই সমান উঁচু। লামোটী আমার অপেক্ষা কিছু মোটা। তাঁর গায়ের জামাজোড়া আমার গায়ে বেশ হলো। তার পর দরকার পরচুল।—গোঁফ-দাড়ী—গালপাট্টা। লামোটী নিজেই সেইগুলি গঁদের আটা দিয়ে আমার মুখে জুড়ে দিলেন। গঁদের শিশিও তিনি সঙ্গে কোরে এনেছিলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই আমার রূপান্তর হয়ে গেল। শেষ পরীক্ষাই শক্ত পরীক্ষা। শেষ পরীক্ষাই ঠেকাঠেকি। ঘর থেকে বাহির হবার অগ্রে প্রহরীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কিসে রক্ষা পাবে? কথাটা কখনই প্রকাশ হোতে বাকী থাক্‌বে না। তুমি হোলে রক্ষক, তোমার সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্রে যোগাযোগ না কোরে, কারাগার থেকে কয়েদী পালিয়েছে, পুলিসের লোকেরা কখনই এটা বিশ্বাস কোরবে না। তুমি ত তা হোলে ভারী বিপদে পোড়্‌বে। তোমার রক্ষার উপায় কি?"

নির্ভয়ে প্রহরী উত্তর কোল্লে, "তুমি যদি নিরাপদে খোলসা হোতে পার,—নিশ্চয় জান্‌তে পাচ্চি, পার্‌বে তুমি তা;—আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। আমিও অম্‌নি কোরে ভুয়ো দেখাবো! আমিও তোমার মতন পালাবো! হয় বেল্‌জিয়মে কিম্বা জর্ম্মণীতে, নতুবা হয় ত ইংলণ্ডেই চোলে যাবো।—অবিলম্বেই পালাবো। শীঘ্র আর ফিরে আস্‌বো না;—জন্মেই আসি কি না, তাই বা কে বোল্‌তে পারে?"

প্রহরীর কথা শুনে আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাল্লেম, লোকটা বিলক্ষণ ঘুস খেয়েছে! অনেক টাকা হাত মেরেছে! এ চাক্‌রী যাবে, সেটা নিশ্চয়। সেটা নিশ্চয় জেনেও যখন কিছুমাত্র ভয় রাখছে না, তখন অবশ্যই সেই ঘুসের টাকায় বড়মানুষ হবে।"

স্বচ্ছন্দে গুজরাণ হবে। প্রহরীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। বন্ধুত্বের অনুরাগে লামোটীর হস্তমর্দ্দন কোল্লেম। আমার জায়গায় লামোটী কয়েদী সেজে থাক্‌লেন। প্রহরীর সঙ্গে কারাকূপ থেকে আমি বেরুলেম। উপর থেকে নাম্‌তে লাগ্‌লেম। প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে, কিন্তু একটু তফাতে। কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে আমি দেখ্‌লেম, প্রহরীর মুখে এক প্রকার চাঞ্চল্য খেলা কোচ্চে। সে আমারে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান কোত্তে ইঙ্গিত কোল্লে। আমার বুকের ভিতর ভয় হোতে লাগ্‌লো। ছদ্মবেশ ধারণ কোরেছি, গোঁপদাড়ী পোরেছি, তবু তার ভিতরেও ভয়। মনের ভিতর ভয়, কিন্তু বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা মূর্ত্তি।

নেমে এলেম। পূর্ব্বের সেই প্রশস্তগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। সেই ঘরে পাথরের মেজ ;—মেজের উপর লেখাপড়ার উপকরণ। প্রহরী তখন আমার সঙ্গেই আছে। আমি নেমে এলেম। কেহই কিছু জান্‌তে পাল্লে না। প্রহরী খুসী হলো ;—যে ঘরে আমি উপস্থিত হোলেম, সেই ঘরের অপর প্রান্তে ধীরে ধীরে চোলে গেল। একা আমি বেরুলেম। লামোটী যেমন কোরে চলেন,—যেমন কোরে বুক উঁচু করেন,—যেমন কোরে মাথা নাড়েন, সাধ্যমতে আমি সেই রকম নকল কোত্তে লাগ্‌লেম। লামোটী একগাছি ছড়ী এনেছিলেন। সেই ছড়ীগাছটী আমারে দিয়েছেন। তাচ্ছিল্য-ভঙ্গীতে ছড়ীগাছটী ঘুরুতে ঘুরুতে ফটকের কাছে আমি উপস্থিত হোলেম। সেই খানে এসে আবার আমার ভয় হলো। যে প্রহরী সেখানে পাহারা দেয়, যেদিন আমি প্রথম আসি,—পাঁচ হপ্তার কথা,—সেদিন সে আমারে দেখেছিল। চেহারা যদি স্মরণ কোরে রেখে থাকে, সেই একটা গোলমাল। লামোটী এইমাত্র প্রবেশ কোরেছেন, তাঁর চেহারাও প্রহরীর মনে আছে ;—কোন রকম সন্দেহ কোরে ধোরে ফেল্‌বে। যদি ধরে, তবেই ত আমি গেছি !—আমি যাই ক্ষতি নাই, কিন্তু যে কারণে আমারে গোপনে খালাস কর্‌বার কৌশলজাল, সেদিকে ত ভারী বিপদ্‌ ! কত লোকের প্রাণ যাবে, কতলোক জীবনের মত কয়েদ থাক্‌বে, একজন প্রহরীর সন্দেহে অনেক লোকের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। চিত্ত বড় অস্থির হলো। যদি ধরা পড়ি, তা হোলে কি হবে ?

ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হোলেম। মনে যেন কিছুই সন্দেহ নাই,—কিছুমাত্র অন্যায় কার্য্য যেন কোচ্চি না, ঠিক সেই ভাব দেখাতে লাগ্‌লেম। পকেট থেকে একটী পাঁচ ফ্রাঙ্কের রজতমুদ্রা বাহির কোল্লেম। ফটকের ধারের গম্বুজ থেকে প্রহরী বেরিয়ে এলো। কট্‌মট্‌ কোরে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লো। আমি সেই রজত-মুদ্রাটী পথের মাঝখানে ফেলে দিলেম। প্রহরী মনে কোল্লে, তারিই ওটা বক্‌সিস্‌। মুদ্রাটী যখন আমি আবার কুড়িয়ে নিই, প্রহরী তখন ফটকের চাবী খুল্‌তে লাগ্‌লো। ঐ অর্থলোভে সে আমার প্রতি যেন কতই সদয়।

ফরাসীভাষায় সম্বোধন কোরে, প্রহরী আমারে বোল্লে, "আপ্‌নি ভুলেছেন। যখন আপ্‌নি প্রবেশ করেন, তখন দর্শক-বহীতে নাম দস্তখৎ কোত্তে আপ্‌নি ভুলেছেন !"

আমি ভাব্লেম, যাঃ!—সব মাটী হলো! প্রহরী আমারে ফরাসীলোক বোলেই জান্লে। কথার যদি উত্তর দিই, উচ্চারণেই বুঝ্বে, ফরাসী আমি নই। যদি উত্তর না দিই, তা হোলেও সন্দেহ বাড়্বে। করি কি? প্রহরী কিন্তু উত্তর চাইলে না। যে ঘরে সে থাকে, সেই ঘরেই আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেল। দর্শকের বইখানি আমার সম্মুখে রেখে, আমার হাতে একটা কলম দিলে।

তখন আমি ভাব্তে লাগ্লেম, প্রহরী যদি জিজ্ঞাসা করে, 'কোন্ কয়েদীর সঙ্গে আমি দেখা কোত্তে গিয়েছিলেম, তা হোলে আমি কি বোল্‌বো? এ প্রশ্নটা যে হবে, লামোটী হয় ত সেটা ভাবেন নাই;—কিম্বা হয় ত ভুলেই গিয়েছিলেন। আমার ঘরের প্রহরী জান্তো, আস্বার সময় লামোটী ঐ দর্শকবহীতে নাম স্বাক্ষর কোরে গেছেন। আমাকে এখন স্বাক্ষর কোত্তে হবে। ফরাসী অক্ষরে আমি লামোটীর নাম লিখ্লেম। আমার হাতের লেখা কেহ সহজে বুঝ্তে না পারে, সেই রকমেই সাবধান হয়ে লামোটীর নাম লিখ্লেম। অঙ্গুলীদ্বারা কেতাবের আর একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে, প্রহরী আমারে বোল্লে, "এইখানে লিখুন! যে কয়েদীকে আপনি দেখ্তে গিয়েছিলেন, তার নামটী এইখানে লিখুন।"

অকস্মাৎ যেন কোন দৈববাণী আমার কাণে এলো,।—আগে একটু একটু হাত কাঁপ্‌ছিল, থেমে গেল। আমি ধাঁ কোরে লিখে ফেল্লেম, দর্‌চেষ্টার।

প্রহরীর আর কিছুই বল্‌বার থাক্‌লো না। ফটকের চাবী খুলে দিলে। আমি সেই রজতমুদ্রাটী তার হস্তে নিক্ষেপ কোল্লেম। টুপী তুলে বেশ বিনম্রভাবে সে আমারে সেলাম কোল্লে। আমি কারাগারের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেলেম।

তৃতীয় প্রসঙ্গ।

বিচারালয়।

আনন্দের সীমা-পরিসীমা নাই। কারাগার থেকে আমি খালাস পেল্লেম, আবার আমার স্বাধীনতা লাভ হলো, অন্তরে অসীম আনন্দ। স্থূলকথায় সে আনন্দ বর্ণনাতীত। নির্ম্মল বায়ুসেবনে মন আমার মেতে উঠ্লো। স্বাধীনতার সুখ উপভোগ কোরে, আমি যেন গোলাপী নেসায় মাতাল হোলেম। কারাগারের ফটক পার হয়েই মনে কোল্লেম, ছুট দিই;—কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাব্লেম, সেটা ভাল হয় না। ধীরে ধীরেই পদচারণ কোত্তে লাগ্লেম। বাহির প্রাচীরের পোস্তায় যে প্রহরী পাহারা দেয়, আড়ে আড়ে তার দিকে চাইতে চাইতে আমি অগ্রসর হোতে লাগ্লেম। নিকটবর্ত্তী রাস্তায় গিয়ে
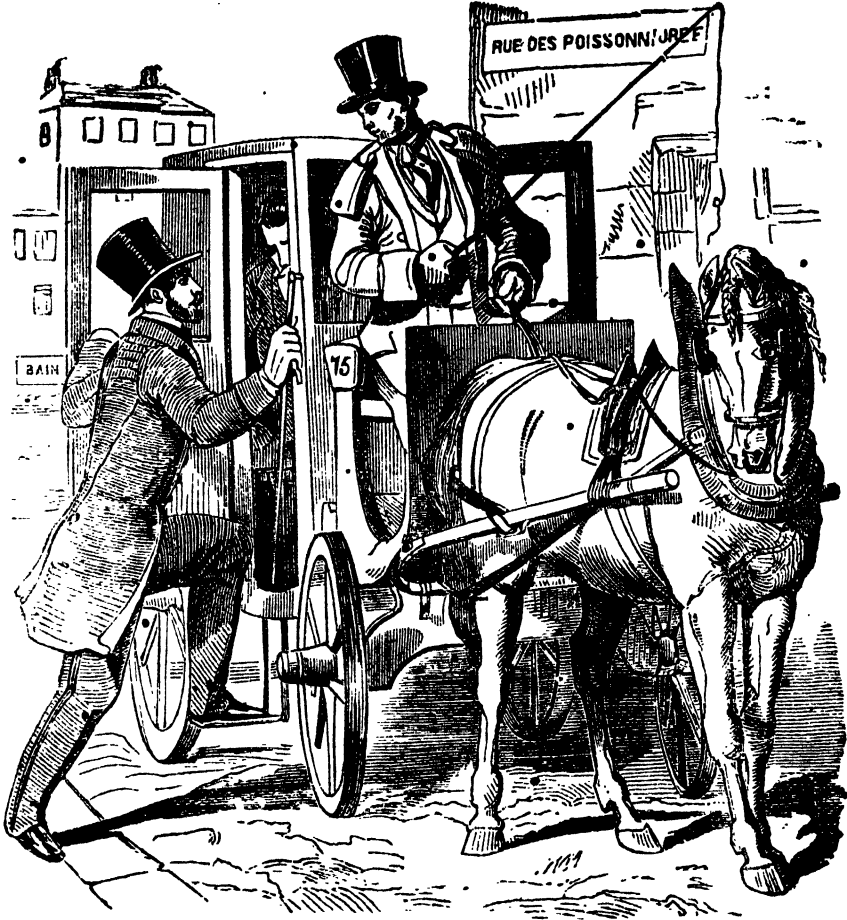
ভাড়াটীয়া গাড়ী—লামোটী বেশে উইলমট।

পোড়্লেম। সম্মুখেই দেখি, একখানা ভাড়াটে গাড়ী। লামোটীর মুখেই সে কথা আমি শুনেছিলেম। কোচবাক্সে গাড়োয়ান, গাড়ীর ভিতর একটী লোক। গাড়ীর দরজার কাছে আমি গেলেম। দরজা বন্ধ ছিল, আমি নিকটবর্ত্তী হবামাত্রই ভিতরের লোকটী তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে ফেল্লেন। একলাফে আমি গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। অবিলম্বেই আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ীখানা ছুটে চোল্লো।

যে লোকটী গাড়ীতে ছিলেন, আমি প্রবেশ কর্‌বামাত্র সানুরাগে তিনি আমার হস্তধারণ কোল্লেন। যে দীর্ঘাকার ভদ্রলোকটী তলোয়ারযুদ্ধের সময় আমার পার্শ্বরক্ষক হয়েছিলেন, দেখ্‌লেম, তিনিই তিনি। নিরাপদে আমি পালিয়ে এসেছি, তিনি তাতে অন্তরের সহিত আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। মৃদুস্বরে বোল্লেন, "ঠিক সময়েই পোঁছিতে হবে। আসামীদের আজ দণ্ডাজ্ঞার দিন। একটু সকাল সকাল যাওয়া চাই। বেলা একটার সময় হুকুম হবে। একটাও প্রায় বাজে বাজে।"

উতলা উয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ফলটা কি রকম হবে, আপ্‌নি বিবেচনা করেন?"—তিনি উত্তর দিলেন, "আশা ত কোচ্চি, ভালই হবে।"

মুখের দিকে হাত তুলে, আবার আমি সেই বন্ধুলোকটীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমি কি এই ছদ্মবেশেই হাজির হব?"

ফরাসী ভদ্রলোকটী উত্তর কোল্লেন; "বিচারালয়ে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত ছদ্মবেশ থাক্। তার পর তুমি ও সব ছিঁড়ে ফেলো। মুখে যদি একটু একটু গঁদের দাগ থাকে, সেটাতে কিছু আসে যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচারাগারে প্রবেশ না করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ছদ্মবেশটা থাকা ভাল। কেননা, সে জায়গায় এখন বিস্তর অস্ত্রধারী পুলিস একত্র হয়েছে। অনেকেই তোমারে পূর্ব্বে দেখেছে। ছদ্মবেশ না থাক্‌লে হয় ত তারা চিনে ফেল্‌বে। তা হোলেই আবার গোল লেগে যাবে।"

লক্সেম্বর্গের প্রাসাদে গাড়ীখানা পৌঁছিল। ফরাসীরাজ্যের পীয়ারেরা (Peers) সেই বাড়ীতে সমবেত হয়েছেন। পীয়ার শব্দে সম্রান্তকুলীনের পদ। যে সকল সম্রান্ত লোক পীয়ারের পদ প্রাপ্ত হন, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁদের মান বেশী। এই প্রকারের রাজ্যসংক্রান্ত মকদ্দমায় তাঁরাই বিচারপতি হন। তাঁদের বৈঠককে পীয়ার চেম্বর বলে। আমরা পীয়ারচেম্বরে উপস্থিত হোলেম। পীয়ার চেম্বর নামটী ঠাঁই ঠাঁই পীরচেম্বর বোলেই ব্যক্ত করা যাবে। আমরা সেই পীরচেম্বরে উপস্থিত হোলেম। সেই সকল পীয়ারেরা সেই সকল বিদ্রোহীদলের বিচার কোরেছেন। বিচারে আসামীদের দোষ সাব্যস্ত হয়েছে। আজ দণ্ডাজ্ঞা হবে।

অট্টালিকায় ভারী ভিড়। সকল শ্রেণীর সকল লোক বিচারাগারে জমা হয়েছেন। সকলেই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণাশায় বিলক্ষণ সমুৎসুক। যে দলে ডিউক পলিনের পুত্র আসামী, যে দলে সুন্দরী যুবতী, ইউজিনি দিলাকর আসামী, সে দলের বিচারের পরিণাম কিরূপ দাঁড়ায়, সমস্ত লোকেই সেটী জান্‌বার জন্য কৌতূহলী। মহাজনতা

ভেদ কোরে, আমরা বিচারাগারের প্রবেশদ্বারে পৌঁছিলেম। চারিদিকেই অসংখ্য পুলিসপ্রহরী। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে আমার বুক লাফাতে লাগ্‌লো; কিন্তু কেহই আমাকে কিছু বোল্লে না। আমরা একটা প্রশস্তগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে আরও অধিক প্রহরী। আরদালীদের সঙ্গে,—বার্ত্তাবহদের সঙ্গে, আর অপরাপর পুলিস আমলার সঙ্গে, তারা নানারকম কথাবার্ত্তা কোচ্ছিল। সকলেই আপনাপন কাজে ব্যস্ত। আমাদের দিকে ভালরকম নজর দিলে না।

একজন প্রহরী আমাদের জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপ্‌নাদের টিকিট ?"

আমার সঙ্গী বন্ধুটী দুখানি টিকিট দেখালেন। আর কোন আপত্তি থাক্‌লো না। প্রহরীরা আমাদের ছেড়ে দিলে। আমরা অতি সুন্দর পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। সিঁড়ির দুধারেই সসাজ সেনাদল বারখাড়া। পীয়ারের পোষাক পরা ভদ্রলোক দেখ্‌লেই তারা আদব বাজায়। সিঁড়ি পার হয়ে আমরা দুটো তিনটে ঘর অতিক্রম কোল্লেম। একটী ক্ষুদ্রগৃহে প্রবেশ। সে ঘরে কেহই ছিল না। আমার সঙ্গী লোকটী বোল্লেন, "এইখানে তুমি গোঁফদাড়ী ছিঁড়ে ফেল!"

ব্যস্তহস্তে তৎক্ষণাৎ আমি সমস্ত পরচুলো ছিঁড়ে ফেল্লেম। ঘরের এককোণে একটা জলাধারে জল ছিল, সেই জলে তোয়ালে ভিজিয়ে, মুখ ধুয়ে ফেল্লেম। সেঘর থেকে বেরিয়ে, আর একটা বারাণ্ডা পার হয়ে, আর একটী বড়ঘর। আমার বন্ধু লোকটী সেই দিকের দরজায় একটা লালকাপড়ের যবনিকা সোরিয়ে দিলেন। সেই যবনিকায় সোণালী কাজকরা। পর্দ্দাঢাকা একটী দরজা। সবে সেই দরজার সম্মুখে আমরা উপস্থিত হয়েছি, একজন প্রহরী সেখানে ছুটে এলো। দেখেই তারে আমি চিন্‌তে পাল্লেম। পুলিসবাড়ীর কারাগার থেকে যে লোক আমারে নির্জ্জন কারালয়ে নিয়ে যায়, সেই প্রহরী ঐ। সে ব্যক্তিও চিন্‌তে পাল্লে। চিন্‌তে পেরেই সবিস্ময়ে দুপা পেছিয়ে দাঁড়ালো।—চোম্‌কে উঠ্‌লো। আমি বেশ শান্ত হয়ে থাক্‌লেম।

গম্ভীরস্বরে প্রহরী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এ কি ? এ লোক কেমন কোরে এখানে ?" এই কথা বোল্‌তেই সে আমার হাত ধোরে ফেল্লে।

প্রহরীকে সম্বোধন কোরে আমার বন্ধু বোল্লেন, "এই খানে ?—এইখানে তলব আছে। বিচারকেরা ডেকেছেন, এই মহদ্দমায় দরকার আছে। তা না হোলে কেমন কোরে আস্‌বে ? কেনই বা আস্‌বে ?"

প্রহরী বোল্লে, "সত্য ?"—এই কথাটী বোলেই ব্যস্ত হয়ে আমার হাত ছেড়ে দিলে। আমার বন্ধু আমারে সম্মুখদিকে ঠেলে দিলেন। লালকাপড়ঢাকা আর একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। আমার বন্ধু পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে পর্দ্দাটা সোরিয়ে দিলেন, আমরা পীর চেম্বরে উপস্থিত।

সুপ্রশস্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার ঘর। সাজ-গোজ অতি পুরিপাটী। একধারে সমুচ্চ বিচারাসন। দুধারে দুখানা সিঁড়ি। প্রধান আসনে ফরাসীরাজ্যের চান্সেলর উপবিষ্ট।

ধারে ধারে অন্য অন্য পীয়ারগণ। সম্মুখে বেঞ্চ পাতা। সেই বেঞ্চে প্রায় ত্রিশজন কয়েদী। গুপ্তসভাগৃহে যাঁরা ধরা পোড়েছিলেন, তাঁরাই সেখানে উপস্থিত। হাতাহাতি যুদ্ধে যাঁরা যাঁরা পালায়ন কোরেছিলেন, তাঁরাও সেখানে হাজির আছেন। সভায় যখন মারামারি আরম্ভ হয়, আমাদের সেই সময় ধোরে নিয়ে গেল, সে কথা আমি পূর্ব্বেই বোলে রেখেছি। সকল আসামীকে আমি চিন্‌তে পাল্লেম না। আসামীদের ভিতর প্রথমেই কুমারী ইউজিনির উপর আমার কটাক্ষপাত হলো। পরক্ষণেই আমার নেত্রগোচরে মার্কুইস্ পলিন। দুজনেই তাঁরা এক জায়গায় বোসে ছিলেন। অপরাপর আসনে সসাজ পীয়ার পুরুষগণ;—গ্যালারীতে অগণিত দর্শকদল। সাজগোজ দেখে বুঝ্‌লেম, সকলেই বড়দরের লোক। একদিকে বিচারাসন, অপরদিকে আসামীগণ, মধ্যস্থলে যে স্থানটুকু, সেই স্থানে একটা লম্বা টেবিল পাতা রয়েছে। ব্যারিষ্টারেরা সেই টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আসামীপক্ষে সওয়ালজবাব কোর্‌বেন। যে দরজা দিয়ে আমরা প্রবেশ কোল্লেম, সেই দরজা দিয়ে আরও অনেকে এসে পোড়্‌লো। জনতার ভিতর আবার আমরা ঢাকা পোড়ে গেলেম। আসামীরা তখন আমাদের কাহাকেও দেখ্‌তে পেলেন না। আমার চক্ষু সকলদিকেই থাক্‌লো।

পুত্রের পক্ষসমর্থনের জন্য ডিউক পলিন বাহাদুর যে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত কোরেছিলেন, বিচারাসনের সভাপতিকে সম্বোধন কোরে, তিনি বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লেন। পরিষ্কার পরিষ্কার কথা। সমস্ত কথাই আমি স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম।

ব্যারিষ্টার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "মার্কুইস্ পলিনের প্রতি কোনপ্রকার দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাতে আমার আপত্তি আছে। পূর্ব্বেও যা বোলেছি, এখনও সেই কথা বলি। বিচার সম্পূর্ণ হয় নাই। একজন মাতব্বর সাক্ষীকে সোরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সেই সাক্ষী একজন ইংরাজবালক। যদিও তাঁহাকে প্রথমে আসামীর সামিলে ধরা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য লওয়া প্রয়োজন। গুপ্তচর ক্রেসন যেরকম প্রতারণা খেলেছে, সেই সাক্ষীর মুখে সমস্তই ব্যক্ত হবে। গবর্ণমেণ্টের ভাড়াকরা চরের এজেহারে এরকম নালিস কখনই দাঁড়াতে পারে না।"

বাধা দিয়ে সভাপতি বোল্লেন, "সাক্ষী ক্রেসনের প্রতি আপ্‌নি ও রকম অভিযোগ করেন, সেটাতে আমারও আপত্তি আছে। আমি আপ্‌নাকে নিবারণ করি। ক্রেসন নিজেই বোলেছেন,—শপথ কোরে বোলেছেন যে, তিনি নিজে স্বহস্তে সেই সকল অস্ত্রাদি সভাগৃহে নিয়ে যান নাই।"

এই সময় আমার সহচর বন্ধুটী আমার কাণে কাণে চুপি চুপি বোল্লেন, "মুহূর্ত্তমাত্র এইখানে তুমি দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি।"—এই কথা বোলেই জনতা ভেদ কোরে, তিনি সেই ব্যারিষ্টারের টেবিলের কাছে অগ্রসর হোলেন। ব্যারিষ্টারের কাণে কাণে চুপি চুপি কি কথা বোল্লেন;—বোলেই তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন।

সূত্র পেয়ে ব্যারিষ্টার তৎক্ষণাৎ অম্‌নি ধূয়া ধোল্লেন, "শুনুন্ সভাপতি মহোদয়!

মার্কুইস্ পলিনের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার না হয়, সে পক্ষে আমি যথেষ্ট প্রমাণ দিতে প্রস্তুত। যে প্রমাণের কথা আমি বোল্‌ছি, বিচারালয়ের সমস্ত ব্যারিষ্টার তাদের স্বস্ব মক্কেলের অনুকূলে সেই প্রমাণের উপরেই জোর দিবেন। যে সাক্ষীকে সোরিয়ে ফেলা হয়েছিল, সেই সাক্ষীকে পাওয়া গিয়েছে। সেই ইংরাজবালক এখানে উপস্থিত। সেই বালকের নাম জোসেফ উইলমট। ব্যবস্থানুসারেই আমি বোল্‌ছি, অবশ্যই জোসেফ উইলমটের সাক্ষ্য লওয়া প্রয়োজন। ফরিয়াদিপক্ষের উকীল ব্যারিষ্টারেরা জোসেফ উইলমটকে আসামীশ্রেণীভুক্ত করেন নাই। এ অবস্থায় জোসেফ উইলমটের সাক্ষ্য অবশ্যই বিধিসিদ্ধ। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন।"

ব্যারিষ্টারের মুখে ঐ শেষ কথাগুলি শুনে, বিচারালয়ের সমস্ত লোক এতদূর উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন যে, কোন লেখনীই সে কাণ্ডটা বর্ণনা কোত্তে সমর্থ নয়। সেই মুহূর্ত্তেই আমি গিয়ে টেবিলের কাছে হাজির। সমসূত্রপাতে সকলের চক্ষুই তৎকালে আমার উপর বিনিক্ষিপ্ত হলো। আসামীরাও সকলে যেন সজাগ হয়ে উঠ্‌লেন। ইউজিনির আর মার্কুইসের আনন্দের সীমা থাক্‌লো না। তাঁরা পরস্পর আনন্দ-সঙ্কেতে মুখ-চাওয়া চায়ী কোল্লেন। বিচারাসনে সভাপতিও বিস্ময়াপন্ন। আমি আরও দেখ্‌লেম, দুরাচার ক্রেসনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সর্ব্বশরীর বিকম্পিত। আমার মনের ভাব তখন কিরূপ, আমি তা বোল্‌তে পারি না। অন্য লোকেরও যেমন, আমারও হয় ত তাই। পীয়ারেরা সকলেই আসন থেকে হেলে, আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। কেহ কেহ উঠে দাঁড়ালেন। গ্যালারীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, সেখানেও সে কৌতূহল কম নয়। মুহূর্ত্তমধ্যেই অসংখ্য অসংখ্য নয়নের লক্ষ্যবস্তু আমি হোলেম। আমি কিন্তু ঠিক আছি। অতগুলি লোকের প্রাণরক্ষা কোত্তে এসেছি, বিচারকের বিচারের ভুল ধোরিয়ে দিতে এসেছি, অন্তরে তখন আমার অতুল উৎসাহ!

ব্যারিষ্টারকে সম্বোধন কোরে সভাপতি বোল্লেন, "তবে আপ্‌নি আপ্‌নার সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করুন্।"—কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, কি বিবেচনা কোরে, সভাপতি মহাশয় ঐরূপ আদেশ প্রচার কোল্লেন। বিচারাগার নিস্তব্ধ।—অকস্মাৎ নিস্তব্ধ। এত নিস্তব্ধ যে, সেখানে একটী সূচীপতন হোলেও শব্দ পাওয়া যায়।

সভাপতিকে সম্বোধন কোরে ব্যারিষ্টার বোল্লেন, "আমার সাক্ষীর জবানবন্দীর সময় ইণ্টারপিটার চাই। সাক্ষী যদিও ফরাসীভাষা শিখেছেন, কিন্তু এটা বড় গুরুতর ব্যাপার। এত বড় মকদ্দমার কথায় আমাদের দেশের চলিত ভাষা অনেক আছে। বিদেশী ইংরাজবালক মাতৃভাষায় সে সব যেমন বুঝ্‌তে পারেন, পরের ভাষায় তেমন পারেন না। সেই জন্যই ইণ্টারপিটার আবশ্যক।"

একজন ইণ্টারপিটার মনোনীত হোলেন। যা যা আমি বোল্‌বো, ঠিক ঠিক তিনি তর্জ্জমা কোরে বোলে দিবেন, এই মর্ম্মে তাঁর কাছে শপথ লওয়া হলো। শপথ গ্রহণের পরেই আমার জবানবন্দী আরম্ভ।
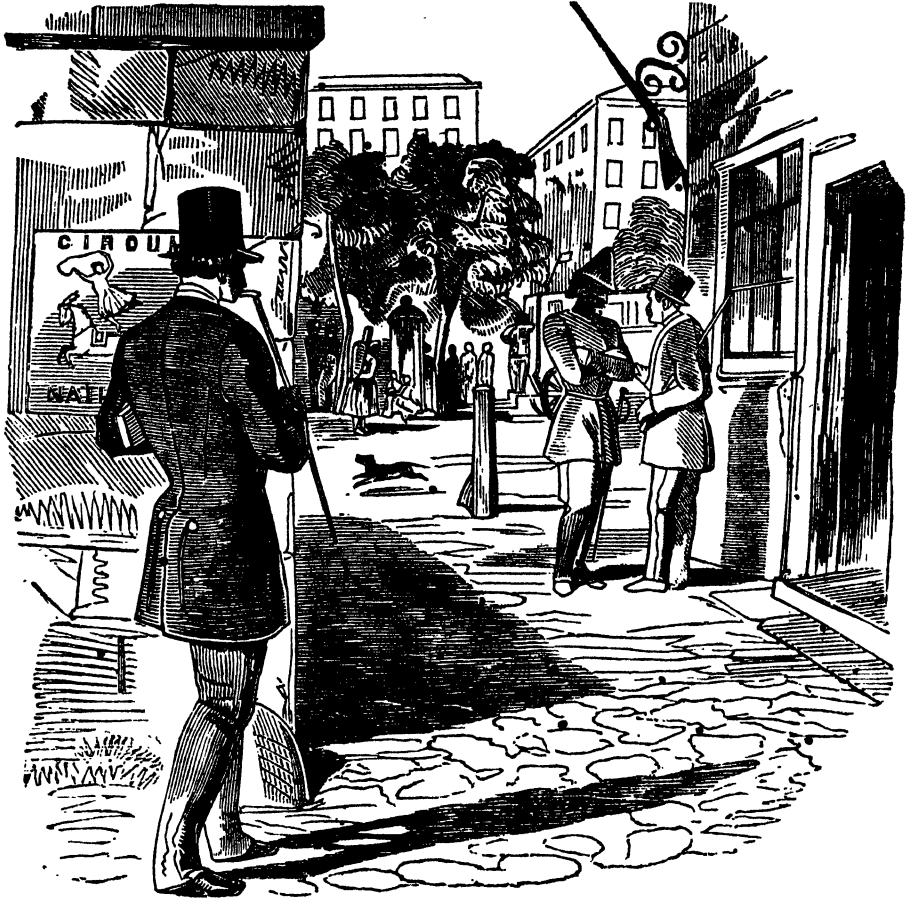
চর—পুলিস—উইল্‌মট ।

আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "ডিউক পলিনের আদেশে আমি কামারের দোকানে যাই। দোকানের বাহিরে ক্রেসনকে দেখি। ক্রেসন তখন একজন পুলিসপ্রহরীর সঙ্গে কথা কৌচ্ছিলেন। কথাটী এই যে, 'আজ রাত্রেই হবে!'—কামারের সাক্ষাতেও ক্রেসন ঐ কথা বলেন। বৃহৎ একটা পুলিন্দা গ্রহণ করেন। সেটা অত্যন্ত ভারী। সেই পুলিন্দার মূল্যস্বরূপ ক্রেসন একহাজার ফ্রাঙ্ক্ (ইংরাজী চল্লিশ পাউণ্ড) সেই কর্ম্মকারকে প্রদান করেন। গুপ্তসভাগৃহে সেই রাত্রেই আমি ক্রেসনকে দেখ্‌তে পাই। পুলিসের বিচারগৃহে কতকগুলি পিস্তল আমি দেখি,—বারুদের বাক্সও দেখি। সেই সকল পিস্তলে সেই কর্ম্মকারের নাম খোদা ছিল।"

আমার জবানবন্দীর ঐ পর্য্যন্ত শুনে, গ্যালারীর দর্শকদল ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো। গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার ঘৃণিত উপায়ে ঐ মকদ্দমাটা রুজু কোরেছেন, সেই সব কথা মনে কোরে, দর্শকদল ক্রোধ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। গবর্ণমেণ্টের অবিচার! আসামীরাও অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লেন। পীয়ার সভাপতি অত্যন্ত বিমর্ষ হোলেন। মকদ্দমাটা যে রকমে এগিয়ে উঠেছিল,—সে রকমে দাঁড়ালো না;—পালা উল্‌টে গেল, সভাপতি যেন আশাভঙ্গে ম্রিয়মাণ হোলেন।

ব্যারিষ্টার আবার আমারে সওয়াল কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। এবারের সওয়ালটা অন্যপক্ষে দাঁড়ালো। পুলিসের ঘরে আমি কয়েদ ছিলেম, কেমন কোরে তাড়াতাড়ি আমারে সেখান থেকে সোরিয়ে ফেলে,—কেমন কোরে নির্জ্জন কারানিবাসে আটক করে,—কেমন কোরে আমি বেরিয়ে আসি, একে একে সব কথাই আমি প্রকাশ কোল্লেম। মৃদু হেসে ব্যারিষ্টার আমারে বোল্লেন, "কেমন কোরে তুমি পালিয়েছ, সে কথা আমরা জিজ্ঞাসা কোচ্ছি না;—তুমি যে ঠিক সময়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ, সেইটীই আমাদের সুখের কথা।"

একজন পীয়ার এই অবকাশে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, চেম্বরের সভাপতিকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আসামীগণের বিরুদ্ধে যেরূপ বিচার নিষ্পত্তি করা হয়েছে, আমার নির্ব্বন্ধ এই, সেটী পুনর্ব্বিচার করা হয়। তত বড় রাজবিদ্রোহ অপরাধে যাঁদের অপরাধী করা হয়েছে, বাস্তবিক সে অপরাধে তাঁরা যথার্থ অপরাধী কি না, পূর্ণ চেম্বরের পুনর্ব্বিবেচনায় সে সংশয় ভঞ্জন করা আবশ্যক।"

যাঁর মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলি উচ্চারিত হলো, উৎসাহিত হয়ে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, তিনি সেই বৃদ্ধ ফরাসী মার্শেল। লেডী পলিনের পিতা। মার্শেল পীয়ার পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ কর্‌বামাত্রই—সভাপতির মুখ দিয়ে একটী উত্তর নির্গত হবার অগ্রেই, লাল পর্দ্দাঢাকা দরজাটা আবার খুলে গেল। ডিউক পলিন প্রবেশ কোল্লেন। সেবার তাঁর সঙ্গে সেই বন্দুকওয়ালা কর্ম্মকার।

এইখানে প্রকাশ রাখা উচিত, ডিউক পলিন ফরাসীরাজ্যের পীয়ার নহেন। লুই ফিলিপের রাজত্বকালে বংশমর্য্যাদা ধোরে পীয়ার নির্ব্বাচিত হোতেন না। অন্য

কোন মান্য উপাধি ধারণ করেন, সে খাতিরেও কেহ পীয়ার হোতে পাত্তেন না। ঐ প্রকারের চেম্বর সভায় সে সকল লোক পীয়ারের আসন পরিগ্রহে উপযুক্ত ছিলেন না। রাজা লুই ফিলিপ যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পীয়ার উপাধি প্রদান কোত্তেন, তাঁরাই চেম্বরপীয়ার। ডিউক পলিন পীয়ার ছিলেন না।—না থাকুন, মানে তিনি ছোট নহেন। যতগুলি বড়লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই তাঁরে জান্‌তেন। অকস্মাৎ তাঁর প্রবেশে সভামধ্যে আবার কৌতূহল বেড়ে উঠ্‌লো। আমার জবানবন্দী শ্রবণ কোরে ত সকলেই বিমোহিত হয়েছিলেন, তার উপর আবার নূতন কৌতূহল! অল্পক্ষণের মধ্যে বিচারালয়ের বাহিরে জনরব উঠে গিয়েছিল, এইবার একজন পাকা সাক্ষীর জবানবন্দী হোচ্চে। নির্জ্জন কারাবাস থেকে সেই সাক্ষী অকস্মাৎ পালিয়ে এসেছে। ডিউক পলিন সেই জনরব শুনেছিলেন। কে যে সেই পলাতক সাক্ষী, সেটী বুঝে নিতে তাঁর বিলম্ব হয় নাই। বিচারাসনের সম্মুখে আমাকে দেখে, সেই জন্যই তিনি কোনপ্রকার বিস্ময় প্রকাশ কোল্লেন না। যদিও বিস্ময়ভাব থাক্‌লো না, তথাপি তাঁর মুখ দেখে আমি বুঝ্‌লেম, আশার সঞ্চার! সন্তোষের আবির্ভাব!

ডিউক পলিন শশ্যবস্তে ব্যারিষ্টারের কাছে গেলেন। চুপি চুপি গুটীকতক কথা বোলে দিলেন। সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, বিশ্বাসঘাতক ক্রেসন এতক্ষণ পর্য্যন্ত লজ্জায়, অপমানে, মাথা হেঁট কোরে বোসে ছিল, ডিউক পলিনকে দেখে অন্য দরজা দিয়ে পালাবার পন্থা দেখ্‌তে লাগ্‌লো। আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি ব্যারিষ্টারকে সেই কথা বোলে দিলেম। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান কোরে বোল্লেন, "হুজুরী সাক্ষী ক্রেসনকে আটক রাখা উচিত। এখনই আমি প্রমাণ কোরে দিব,—উইলমটের জবানবন্দীতেও যদি ঠিক ঠিক প্রমাণ না হয়ে থাকে, এখনই আমি প্রমাণ কোর্‌বো, সকলেই শুনে চমৎকৃত হবেন, গুপ্তচর ক্রেসন মিথ্যা মকদ্দমা সাজানো অপরাধে—মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে নিঃসংশয় অপরাধী।"

সভাপতির ইচ্ছা ছিল না ক্রেসনকে কিছু বলা;—কিন্তু দেখ্‌লেন, বড় বেগতিক। কাজেই একজন প্রহরীকে আদেশ কোল্লেন, "ক্রেসনের প্রতি নজর রাখ!"—হুকুমটী দিলেন বটে, কিন্তু মুখখানি ম্লান হয়ে গেল! ক্রমশই তিনি চঞ্চল হোতে লাগ্‌লেন! কি কোর্‌বেন, কিছুই যেন ঠিক কোত্তে পাল্লেন না। বোধ হলো যেন, সঙ্কটেই ঠেক্‌লেন। মুখের ভাব দেখেই বুঝা গেল, সভাপতির ভিতর-বাহির উভয়ই তখন অত্যন্ত মলিন!

ব্যারিষ্টার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বোধ হয় আপ্‌নার স্মরণ থাকতে পারে, পূর্ব্বে যখন বিচার হয়, তখন আমি বোলেছিলেম, কেবল ঐ ইংরাজবালকের জবানবন্দী না লওয়া হয়, সেই মৎলবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে তাঁরে তফাৎ করা হয়েছিল, এইমাত্র চাতুরী নয়, বন্দুকনির্ম্মাতা কর্ম্মকারকেও সোরিয়ে দেওয়া হয়েছিল! ঐ উভয়-সাক্ষীর জবানবন্দীতে মকদ্দমার সত্য অবস্থা প্রকাশ পাবে, গবর্ণমেণ্টের লোকেরা সেটী জেনেছিলেন। সেই সময় আরও আমি বোলেছি, পুলিশের সঙ্গে ক্রেশনের যোগ।

কর্ম্মকারকে বাহির কর্বার জন্য ডিউক পলিন বিস্তর অন্বেষণ কোরেছিলেন। অন্বেষণ বিফল হয়েছিল। দেখ্তে পান নাই। কিন্তু কর্ম্মকার এখন আপ্‌নি এসে হাজির হয়েছে। সে ভেবেছে, যদি আমি লুকিয়ে থাকি, এমন সঙ্কটসময়ে যদি হাজির না হই, অনেকগুলি লোকের প্রাণ যাবে। সত্যকথা চেপে রেখে বহুপ্রাণীর অকারণ বিনাশের হেতু হওয়া বড় পাপ, কর্ম্মকার সেটী এখন বুঝ্তে পেরেছে।—বুঝ্তে পেরেই ইচ্ছাপূর্ব্বক গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে পোড়েছে। ডিউক পলিনের বাড়ীতেই গিয়েছিল। ডিউক পলিনের সঙ্গেই এখানে এসেছে। এইবার ক্রেসনের গোয়েন্দাগিরী প্রকাশ পাবে। আমি সেই কর্ম্মকারের জবানবন্দী গ্রহণ করি।"

ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা থাম্‌লো। সভার সমস্ত লোক সবিস্ময়ে কাণ খাড়া কোরে সেই দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। দস্তুরমত শপথ কোরে কর্ম্মকার জবানবন্দী দিতে লাগ্‌লো :—

"আমি ক্রেসনকে চিনি। অনেক দিন অবধি তাঁর সঙ্গে জানাশুনা আছে। প্রায় তিনমাস হলো, ক্রেসন আমার দোকানে যান। কতকগুলি পিস্তল আর বারুদ ইত্যাদি ফর্‌মাস দেন। নগদ টাকা পাওয়া যাবে না, তাই ভেবে আমি কিছু সন্দেহ করি। ক্রেসন বলেন, এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁকে গুপ্তভাবে নিযুক্ত কোরেছেন। ফরাসী রাজ্যমধ্যে যতগুলো গুপ্তসভা আছে, এই উপায়ে সমস্তই নির্ম্মূল করা হবে, সেই কারণেই ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন। টাকার লোভে আমি সে কার্য্যে সম্মত হই নাই। গুপ্তসভাগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে,—তাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হবে, সেই কথা শুনে কিছু আহ্লাদ হলো। তখন আমি বায়না গ্রহণ কোল্লেম। ক্রেসন সেই সময় আমাকে বলেন, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সভাগৃহ পরিষ্কার করে, তারে আমি হাত কোরেছি। সভার লোকেরা যখন সভায় আস্‌বে না, সেই সময় সে আমারে সেখানে নিয়ে যাবে। সেই অবকাশে আমিও ঐ অস্ত্রগুলি সভার এক আসনের নীচে লুকিয়ে রেখে দিব। অস্ত্র আমি দিয়েছিলেম। তার পর পুলিস থেকে আমি হুকুম পাই, যতদিন পর্য্যন্ত আসামীরা গ্রেপ্তার না হয়,—গ্রেপ্তারের 'পর যে পর্য্যন্ত বিচার চুকে না যায়, সে পর্য্যন্ত আমি যেন লুকিয়ে থাকি, কেহ যেন আমাকে দেখ্তে না পায়। আসামীদের গ্রেপ্তারের পরেই পুলিসের আদেশে আমি লুকিয়ে ছিলেম। কিন্তু আর পাল্লেম না। অতগুলি লোকের প্রাণ যায়, একগাছি সূতার উপর অতগুলি প্রাণ কাঁপ্‌ছে, সত্যকথা প্রকাশ না পেলেই মাথা যাবে ;—মনে মনে আমার বড়ই যন্ত্রণা হাতে লাগ্‌লো। সেই জন্যই আমি হাজির হয়েছি।"

কর্ম্মকারের জবানবন্দী হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত চঞ্চলভাবে সভাপতি বোলে উঠ্‌লেন, "বিচারালয়ের দরজা বন্ধ কোরে আমরা হুকুম দিব।"

ও কথার মানে এই যে, বাহিরের লোক তফাৎ যাও। গ্যালারী থেকে ঝাঁক ঝাঁক লোক বেরিয়ে যেতে লাগ্‌লো। আসামীরা পুলিসের হেপাজাতে গেলেন। সাক্ষী, ব্যারিষ্টর, এমন কি, যাঁরা যাঁরা ফরাসী চেম্বরের পীয়ার নহেন, কাজেই তাঁদের সকলকে

বাহিরে যেতে হলো, আমিও বাহিরে গেলেম। বড়ই এক আশ্চর্য্য দেখলেম, আমার উপর কিছুমাত্র আটা-আঁটি থাক্‌লো না। কারাগার থেকে আমি পালিয়েছি, আবার আমারে হাজতে রাখ্‌বার জন্য কোন হুকুম্ হলো না। প্রহরীরা আমার উপর নজর রাখ্‌বে, সে রকমের কোন কথাও না। সেটা যেন আমার তখন শুভলক্ষণ বোলেই বোধ হোতে লাগ্‌লো। স্পষ্ট স্পষ্ট অবিচার হয়ে আস্‌ছে, তার উপর আরও বেশী অবিচার দেখাতে সভাপতির সাহস হলো না। ডিউক পলিন, মার্ক ইসের ব্যারিষ্টার, বন্দুকওয়ালা কর্ম্মকার, আমার সেই ফরাসী বন্ধু, আর আমি, এই কজনে আমরা পাশের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। কি রকমে আমি জেলখানা থেকে পালিয়েছি, ডিউকের কাছে তখন সেই ফিকিরটা প্রকাশ কোরে বোল্লেম। দরজা বন্ধ কোরে কি রকমে বিচার হবে, আগে থাকৃতেই ডিউক, পলিন তার ফলাফল বুঝ্‌তে পাল্লেন;—বুঝ্‌তে পার্‌বার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। ডিউকের শ্বশুর ফরাসী মার্শেল একজন প্রতাপশালী ক্ষমতাবান্ লোক। রাজসংসারে তাঁর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। যে কজন পীয়ার বিচারাসনে বোসেছেন,—যাঁরা যাঁরা আসামীগণকে বিদ্রোহ অপরাধে অপরাধী বোলে রায় প্রকাশ কোরেছেন, নিরপেক্ষ মার্শেল তাঁদের সকলকেই সে বিচারটীর পুনর্ব্বিচারের জন্য পুনঃপুন জেদ কোল্লেন। পূর্ব্বের বিচারটা যাতে সম্পূর্ণরূপে রদ হয়ে যায়, যথার্থই যাতে সুবিচার হয়, সে পক্ষে তাঁর সবিশেষ যত্ন।

আধঘণ্টা অতীত। মার্ক ইসের ব্যারিষ্টারকে সভাগৃহে ডাক হলো। একটু পরেই অপরাপর আসামীর ব্যারিষ্টারগণকে আহ্বান করা হলো। উপযুক্ত অবসরেই আমি শুন্‌লেম, সভাপতি মহোদয় ব্যারিষ্টারগণের কাছে রফা প্রার্থনা কোরেছেন। তিনি বল্লেন, বিচারাসনের সম্ভ্রম রক্ষা, গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা রক্ষা, এ দুটী যাতে সিদ্ধ হয়, সবদিক যাতে বজায় থাকে,—কলঙ্কটা যাতে আর বাড়াবাড়ি হয়ে না উঠে, তাই করাই ভাল। সভাপতি প্রস্তাব কোল্লেন, সমস্ত আসামী বেকসুর খালাস পাবে। প্রধান সাক্ষী ক্রেসন ভয়ানক মিথ্যা প্রবঞ্চনা সাজিয়েছে, আগাগোড়া মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে। সভাপতি আরও প্রস্তাব কোল্লেন, আসামীদের ব্যারিষ্টার ঐ ক্রেসনের নামে যেন কোন ফৌজদারী মকদ্দমা না আনেন। আরও প্রস্তাব হলো, আমি কারাগার থেকে পলায়ন কোরেছি, সে বিষয়ের আর কোন খবর লওয়া হবে না। যে ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তিরা আমার পলায়নে উত্তরসাধক হয়েছিল, তারাও অব্যাহতি পাবে। তাদের নামেও নালিস করা হবে না। আমি আর কর্ম্মকার এ মকদ্দমায় লিপ্ত আছি, এ কথাটা এক কালে চাপা দিয়ে ফেলা হবে। সকলেই জান্‌বে, অন্য কোন প্রকারে ক্রেসনের প্রতারণা ধরা পোড়েছে। মকদ্দমা মিথ্যা, সেই কারণেই আসামীরা খালাস পেলে। সভাপতি মহোদয় কেন এ প্রকার প্রস্তাব কোল্লেন, সকলেই সেটী বুঝ্‌তে পার্‌বেন। প্রধান সাক্ষী আমি আর কর্ম্মকার। আমাকে নির্জ্জন কারাগারে লুকিয়ে রাখা হলো, কর্ম্মকারকে সোরিয়ে দেওয়া হলো। গবর্ণমেণ্টের জোগাড়েই এ দুটী কাজ হয়।

গবর্ণমেণ্টের মানরক্ষা করাই ঐ প্রস্তাবের বাঁধুনি। ব্যারিষ্টার দেখলেন, প্রস্তাবে সম্মত হওয়া তাদৃশ কোন দোষের বিষয় নয়। যাঁদের পক্ষে তাঁরা নিযুক্ত, তাঁদেরও তাতে কোন অপকার সম্ভাবনা নাই। কাজে কাজেই সম্মত হোলেন। আরও তাঁরা ভাবলেন, যদি বাড়াবাড়ি করা যায়, তা হোলে তাঁদের মক্কেলেরা অন্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড পান। দুই অপরাধের অভিযোগ। প্রথম অপরাধ রাজবিদ্রোহে ষড়যন্ত্র করা, দ্বিতীয় অপরাধ, বে-আইনীমতে গুপ্তস্থলে সভা করা। প্রথম অপরাধ ত ফেঁসে গেল, দ্বিতীয় অপরাধের বিচার হলো না। ব্যারিষ্টারেরা যদি সভাপতির অমতে আরও বাড়াবাড়ি কোত্তে চান, দ্বিতীয় অপরাধে আসামীদের অব্যাহতি থাক্‌বে না। তাই ভেবেই তাঁরা সভাপতির প্রস্তাবে রাজী হোলেন।

পীরচেম্বরে পূর্ব্বের বিচার রদ হয়ে গেল, আসামীরা সকলেই খালাস পেলেন। অনেক রকম ভূমিকা কোরে, সভাপতি মহোদয় সর্ব্বশেষে হুকুম দিলেন, ক্রেসন এখন হাজতে থাক্‌বে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে অতি শীঘ্রই তার বিচার হবে।

হুকুম ত হলো, কিন্তু ফল হলো কি ?—ক্রেশনের বিচার হলো কি রকম, তা আমি জানি না ;—লোকের মুখেও শুনি নাই। কিন্তু মনে মনে বুঝ্‌তে পাল্লেম, হুকুমটা কেবল আসর গরম করামাত্র। ক্রেশন অবশ্যই খোলসা হয়ে বেরিয়ে এলো। গবর্ণমেণ্টের টাকায় ক্রেসনের তহবিল ভারী, সে সচ্ছন্দে দেশান্তরে গিয়ে সুখে থাক্‌তে পার্‌বে, সেই উদ্দেশেই তারে দেশত্যাগী করা হলো ; কিম্বা নাম ভাঁড়িয়ে রাজধানী থেকে একটু তফাতে বাস কর্‌বার হুকুম হলো, এই রকম ত ধারণা। লামেটী আমার জায়গায় কয়েদ ছিলেন, অবিলম্বেই তিনি খালাস পেলেন। কারাগারের যে প্রহরী আমার পলায়নের যোগাড়ে, সে ব্যক্তি প্যারিস্ ছেড়ে পালালো, কিম্বা শীঘ্র শীঘ্র গোলমালটা থেমে গেল দেখে, রাজধানীতেই কিছু দিন গা ঢাকা হয়ে থাক্‌লো, সে কথা আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারি না।

পীর-চেম্বর রঙ্গভূমে ক্রেসনী অভিনয়ের ঐ পর্য্যন্ত যবনিকাপতন। সংবাদপত্রেও বড় মজা। পীরচেম্বর সভার সভাপতির যে রকম ইচ্ছা, ঐ অভিনয়টী সেই রকমেই সংবাদপত্রে প্রচার হলো। সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র লুই ফিলিপের সম্পূর্ণ অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর কোত্তো। রাজার অমতে কাজ করে, কোন মুদ্রাযন্ত্রের এমন সাধ্য ছিল না। লুই ফিলিপের আমলেও যেমন, লুই নেপোলিয়নের আমলেও ফরাসী মুদ্রাযন্ত্রের ঠিক সেই রকম সমান অবস্থা ! যদি কোন খবরের কাগজে এই মকদ্দমার সত্য তত্ত্ব প্রকাশ পেতো, তৎক্ষণাৎ মুদ্রাযন্ত্র ক্রোক হয়ে যেতো,—ছাপা বন্ধ হতো,—কাগজ বাজেয়াপ্ত হতো। একখানি কাগজও ডাকে যেতে পেতো না। এমন অবস্থায় যে কখানা কাগজ রাজধানীতে বিলি হয়, পুলিস সেইগুলি গবর্ণমেণ্টের খরচে কিনে নিতো। যে সময়ের কথা আমি লিখ্‌ছি, সে সময় ফরাসী মুদ্রাযন্ত্রের ঐ রকম অবস্থা ! একখানি সংবাদ-পত্রেও আমার নাম প্রকাশ পায় নাই। গুপ্তসভার আসামীরা যখন প্রথম ধরা পড়েন,

তখনও সংবাদপত্রে আমার নামগন্ধ ছিল না। যেখানে আমার নামের কথা, সেখানে কেবল "একজন ইংরাজ যুবক" এই পর্য্যন্ত লেখা;—আর কিছুই না। ফরাসী সংবাদপত্রে ত এই রকম দেখ্‌লেম, তার পর ইংরাজী সংবাদপত্র যখন আমার চক্ষে পোড়্‌লো, তাতে দেখ্‌লেম, আরও অদ্ভুত। সমস্তই গোলমাল,—সমস্তই অঙ্গহীন, সমস্তই ভুল! সেটা কিছু বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। লণ্ডনের খবরের কাগজের প্যারিসস্থ সংবাদদাতারা ফরাসী সংবাদপত্র পাঠ কোরেই সংবাদ লিখেছেন। খবরের কাগজে যতদূর হবার, তা ত হয়ে গেল। ফরাসী কাগজে—ব্রিটিস কাগজে, আগাগোড়া আমার নাম অপ্রকাশ থাক্‌লো। ইংলণ্ডে যাঁদের কাছে আমি পরিচিত, আমার সেই ভয়ানক অদ্ভুত-ব্যাপারটা কোন সূত্রেই তাঁরা কিছুমাত্র জান্‌তে পাল্লেন না।

চতুর্থ প্রসঙ্গ।

প্রেমিক প্রেমিকা।

কারাগার থেকে পলায়ন কোরে, অতগুলি লোকের আমি যে কি উপকার কোল্লেম, সেই উপকার স্মরণ কোরে, মকদ্দমার আসামীরা সকলেই আমার কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন। বেশীর ভাগে মার্কুইস পলিন আর কুমারী ইউজিনি। ডিউকের বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হোলেম, সেখানকার কর্ম্মচারীরাও আমারে যথেষ্ট সাধুবাদ দিলেন। ডিউক পলিন আমারে সাবধান কোরে বোলে দিলেন, ভবিষ্যতে যেন এমন অবিবেচনার কর্ম্ম আর কখনও না হয়।

আমি চাকর। আবার আমি ধরাবাঁধা চাকরের কাজেই ব্যাপৃত থাক্‌লেম। মার্কুইস পলিন আমার উপর বড়ই প্রসন্ন। মুখে স্মুধু প্রসন্ন নন, তিনি আমার সঙ্গে মিত্রবৎ ব্যবহার কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। যখন নির্জ্জনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখনই তিনি অতীত ঘটনার গল্প করেন। রাজকীয় ব্যাপারের যে সকল নীতিবাক্য তিনি সভায় শুনে এসেছেন,—যে সকল উপদেশ তাঁর অন্তরে অন্তরে প্রবেশ কোরেছে, সেই বিষয়েই আমাদের বেশী কথোপকথন চলে। মাঝে মাঝে কুমারী ইউজিনির কথা উঠে। সে সময় মার্কুইসকে যেন একটু একটু বিষাদমাখা দর্শন করি। কোন কথা তিনি আমার কাছে গোপন করেন না। কুমারী ইউজিনির প্রতি তাঁর কতখানি অনুরাগ, মাঝে মাঝে সে কথাটীও প্রকাশ করেন। ইউজিনির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, মার্কুইসের পিতা সে বিষয়ে একটু একটু নিমরাজী; কিন্তু জননী একেবারে বাঁকা। যে কন্যাটীর জন্য অতবড় সম্ভ্রান্তলোকের পুত্র ফৌজদারী আসামী হয়ে, অত কষ্ট

পেলেন, সে কন্যার সঙ্গে বিবাহ হওয়া লেডী পলিনের পিতারও সম্পূর্ণ অমত। তাঁরা পিতাপুত্রী উভয়েই স্থির কোরেছেন, কুমারী ইউজিনির প্রতি থিয়োবলের প্রেমানুরাগ কেবল পাগ্‌লামী প্রকাশ করা। সেই পাগ্‌লামীর ফলেই তত গণ্ডগোল,—তত বড় সঙ্কট! ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা হয়েছে, সেই ভাল। গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মিশে মার্কুইস্ থিয়োবল অতবড় সম্ভ্রান্ত বংশে কলঙ্ক দিয়েছেন। ইউজিনির সঙ্গে থিয়োবলের বিবাহে লেডী পলিনের কেন অমত, মার্শেলেরই বা কেন অমত, তার আরও একটী অন্য কারণ আছে। লেডী পলিন আর মার্শেল, উভয়েই থিয়োবলকে অনুরোধ কোরেছিলেন, থিয়োবল কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর্‌বার অভিলাষেই গুপ্তসভায় গমন করেন,—সভায় যে সকল বক্তৃতা শুনেছেন, তার একটী বর্ণেও তিনি অনুমোদন করেন নাই,—থিয়োবল স্বহস্তে সংবাদপত্রে ঐরূপ এক চিঠী লিখে পাঠান। উন্নতমনা তেজস্বী থিয়োবল সে অনুরোধ রক্ষা কোত্তে অসম্মত হন। তাতেই তাঁদের আরও বেশী রাগ। সাধারণ তন্ত্রের মতে লেডী পলিনের অত্যন্ত ঘৃণা। রাজ-তন্ত্রপ্রিয় বৃদ্ধ মার্শেলেরও অত্যন্ত ঘৃণা। থিয়োবলের অসম্মতিতে তাঁরা মনে মনে বড় কষ্ট পান। সে কষ্ট অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করে। সেই জন্যই বিবাহসম্বন্ধে বিঘ্ন।

মার্শেলের যে মত,—মার্শেলের কন্যার যে মত, কতক পরিমাণে ডিউক পলিনের সেই মত। কেবল বিভিন্ন এই যে, কুমারী ইউজিনির সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিতে ডিউকবাহাদুর রাজী, অপর পক্ষে মার্কুইসের মাতা-মাতামহ সম্পূর্ণ নারাজ। ডিউক একদিন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, ইউজিনির প্রতি অনুরাগ কতদূর? মার্কুইস তাতে যে ভাবে উত্তর দেন, তাতে অকপট অনুরাগ প্রকাশ পায়। পুত্রটী যাতে সুখে থাকেন, পুত্রবৎসল ডিউকের সেইটীই ইচ্ছা। ইচ্ছাবশেই তিনি সে বিবাহে সম্মতি দান করেন। ইউজিনির পিতৃব্যকে পত্র লিখ্‌তেও প্রস্তুত হন।

লেডী পলিন কিছুতেই মন ফিরাতে পাল্লেন না। পিতার সঙ্গে পরামর্শ কোরে এককালে দৃঢ়সংকল্প হোলেন। যাতে কোরে ও বিবাহ না হয়,—ও কথাটাই না উঠে, উভয়ে তাঁরা সেই চেষ্টাই কোত্তে লাগ্‌লেন। প্রসঙ্গটা নিয়ে তিনজনে ভারী ঝগ্‌ড়া বেধে গেল। লেডী পলিনের পিতা নিত্য নিত্য আস্‌তে আরম্ভ কোল্লেন। নিত্য নিত্যই কলহ,—নিত্য নিত্যই জোর জোর বকাবকি, অকথ্য গালাগালি পর্য্যন্ত ফাঁক নাই। ক্রমে ক্রমে এত বাড়াবাড়ি হলো যে, বাড়ীর চাকরদাসী পর্য্যন্ত সকলেই জান্‌তে পাল্লে। লেডী পলিন জেদ কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, দুই এক বৎসরের জন্য থিয়োবলকে আবার জর্ম্মণির বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হোক্। ডিউক তাতে রাজী হোলেন না। পুত্রকে সাবধান কোরে তিনি বরং ভালরূপেই বোলে দিলেন, "বিবাহে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু যদবধি একটা নিশ্চিত কথাবার্ত্তা স্থির না হয়, তদবধি তুমি আর ইউজিনির সঙ্গে দেখা কোরো না!"—মার্কুইস থিয়োবল শৈশবাবধি পিতার একান্ত বশম্বদ। পিতার ঐ অনুরোধে তিনি অবাধে অঙ্গীকার কোল্লেন।

বাড়ীতে নিত্য নিত্যই গণ্ডগোল। বড়লোকের বাড়ী;—সকলেই মানে গণে; সে বাড়ীতে অহরহ স্ত্রীপুরুষে ঝগ্‌ড়া, থিয়োবলের প্রাণে সে কেলেঙ্কারটা বড়ই শক্ত বাজলো। জনক-জননীর প্রতি তাঁর অকপট ভক্তি। সেই ভক্তি আছে বোলেই বালকের প্রাণে আরও বেশী কষ্ট হোতে লাগ্‌লো। নিত্য নিত্যই এক কথা নিয়ে ঝগ্‌ড়া হয়, তিনিই তার কারণ, সেটা তাঁর পক্ষে আরও অসহ্য। তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, করি কি? ইউজিনির আশা কি ছেড়ে দিব?—না!—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মন পোড়েছে,—হৃদয়ে হৃদয় বদল হয়েছে,—মনে মন মিলেছে, উভয়েই সে পরিণয়ে সুখী হবার আশা রাখেন। কুমারীকে অসুখী করা তিনি অনুচিত কার্য্য বিবেচনা কোল্লেন। কিন্তু বাড়ীতে যেরকম ঘটনা হোচ্চে, তাতে কোরে সে আশাটা রাখাই অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব দেখে দেখে বাড়ীর সকলেরই মন থারাপ হয়ে যেতে পারে। যেখানে এত বাধা, সেখানে সে বিবাহে সুখের আশা কোথায়? দিন দিন থিয়োবলের মুখ বিবর্ণ হোতে লাগ্‌লো। মুখ-চক্ষু সর্ব্বক্ষণ ম্রিয়মাণ। দাসী-চাকরেরা থিয়োবলকে অসুখী দেখে সকলেই অসুখী। আমিই সকলের চেয়ে বেশী। মার্কুইস আমারে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করেন, পথে কোন দিন কোন রকমে কুমারী দিলাকরের সঙ্গে আমার দেখা হয় কি না? প্রত্যেক বারেই আমি বল্লি, দেখা হয় না। যখনই বলি দেখা হয় না, তখনই তাঁর মুখখানি আরও ম্লান হয়ে যায়। "কোনগতিকে দেখা কোরো" এমন কথা কিন্তু তিনি একদিনও বলেন না। লক্ষণে আমি বুঝ্‌তে পারি, তাঁর ইচ্ছাই এই যে, আমি দেখা করি। যতক্ষণ তিনি মুখে না বলেন, ততক্ষণ আপনা হোতে দেখা কোত্তে যাওয়া কিম্বা "দেখা কোত্তে যাই" বোলে প্রবোধ দেওয়া, অবশ্যই আমার দোষের কথা; সুতরাং আমি চুপ্ কোরে থাকি।—চুপ্ কোরে থাকি বটে, কিন্তু ডিউকপুত্রকে সেই রকম অনুতপ্ত দেখে দিন দিন মনে বড় ব্যথা লাগে।

যেদিন আমি নির্জ্জন কারা থেকে পলায়ন করি, তার দেড় মাস পরে একদিন আমি রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, কুমারী ইউজিনি একখানা দোকান থেকে বেরিয়ে আস্‌ছেন। নিকটে একখানা গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে আরোহণ কোর্‌বেন। হায়, হায়! ইউজিনির চেহারাও বিশ্রী হয়ে গেছে! বদন পাণ্ডুবর্ণ,—দৃষ্টি কুঞ্চিত, অত্যন্ত বিমর্ষভাব! হঠাৎ আমারে তিনি দেখ্‌তে পেলেন। চক্ষুদুটী যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। আমিও সেই সময় একটু এগিয়ে গেলেম। সলজ্জবদনে তিনি আমার হস্তধারণ কোল্লেন। ধীরে ধীরে বোল্লেন, "যে সব কাণ্ড ঘোটে গেল,—যে রকম মহত্ব তুমি দেখালে, তাতে কোরে আমি তোমারে মিত্র বোলেই সমাদর করি। তোমার কি অবস্থা, আমার কি অবস্থা,—তুমি কে, আমি কে, সে প্রভেদ আমি রাখ্‌তে চাই না।"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটু কম্পিতকণ্ঠে কুমারী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "মার্কুইস্ কেমন আছেন?"

সে প্রশ্নে আমি কি উত্তর দিই?—অনেকদিন পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ নাই।

যদি বলি ভাল আছেন, কুমারীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগ্‌বে। সত্যকথা বলাই ভাল। এইরূপ স্থির কোরে বিষণ্ণবদনে উত্তর কোল্লেম, "মার্কুইস্ পলিন রাতদিন ভাবেন। নির্জ্জনে বোসে বোসে কাঁদেন। তাঁর মনোমালিন্য আমি ত স্পষ্টই দেখতে পাই।"

কুমারীর চক্ষে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে বক্ষবসন পুনঃপুন তরঙ্গিত হোতে লাগ্‌লো। ক্ষণকাল তিনি কথা কইতে পাল্লেন না। অনেকক্ষণ পরে ভগ্নস্বরে বোল্লেন, "ওঃ! আমিও বড় যন্ত্রণা ভোগ কোচ্ছি! আমি শুনেছি, থিয়োবল তাঁর পিতার কাছে অঙ্গীকার কোরেছেন, এখন তিনি আমার সঙ্গে দেখা কোর্‌বেন না। আমি শুনেছি, আমাদের বিবাহে ডিউকের মত আছে, থিয়োবলের জননীর মত নাই। থিয়োবল ইতিমধ্যে আমারে এক পত্র লিখেছেন, তাতেই আমি দেখেছি, পিতার অনুরোধে তিনি এখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে বিরত থাক্‌বেন। সব আমি শুনেছি। মনের আগুন মনেই চেপে রাখি!—আচ্ছা জোসেফ! আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, এ কথা কি তুমি তাঁরে বোল্‌বে?"

"অবশ্য বোল্‌বো।"—কুমারীর মুখের চেহারা দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, ও প্রশ্নের ঐ রকম উত্তর আমার মুখে শ্রবণ করাই তাঁর ইচ্ছা।

কুমারী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তাঁরে বোলো, আশা যেন না ছাড়েন। আমিও আশারজ্জু ধোরে আছি। বোলো তাঁরে এ কথা! আরও বোলো, দুজনেই আমরা ছেলেমানুষ, এত ছোট বয়সে বিবাহের কথা মনে আন্‌তে নাই। বিচ্ছেদটা বড়ই কষ্টকর। তা বোলে কি হয়? যে রকম গতিক দাঁড়িয়েছে, তাতে এখন না দেখা হওয়াই ভাল। হ্যাঁ উইলমট! বাড়ীতে না কি সদাসর্ব্বদাই কলহ হোচ্ছে? হায় হায়! শুভপরিণয়ের কথায় যেখানে সুখশান্তি বিরাজ কোর্‌বে, সেখানে কিনা অহরহ স্ত্রীপুরুষে কলহ! হ্যাঁ উইলমট! কথাটা কি সত্য?"

আমিও দেখ্‌লেম, ইউজিনির কাছে কোন কথাই গোপন ভাল নয়। যদিও গোপন করি, তিনি নিজেই তা ধোরে ফেল্‌বেন। কাজ কি অত গোলমালে? সত্য! কথাই বোলে ফেলি। ভেবে চিন্তে উত্তর কোল্লেম, "হায় হায়! সব কথাই সত্য। আপনাকে বোল্‌তে আমি দুঃখিত হোচ্ছি, বাড়ীখানা ত আলাদা আলাদা আছেই। স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্র মহল,—পতিপত্নী উভয়েই ছাড়া ছাড়া ভাব, তার উপর আবার এই নূতন হাঙ্গামা! আজকাল যে রকম চোল্‌ছে, এ রকম যদি আর কিছুদিন চলে, তা হোলে সংসারের সুখ-শান্তি ত একেবারেই ঘুচে যাবে!— তা ছাড়া,—হায় হায়! পলিনবংশের নামে একটা দুর্ম্মোচনীয় কলঙ্ক দাঁড়াবে!"

কুমারীর মুখপদ্ম অকস্মাৎ যেন স্নিগ্ধ-বাতাসে বিকসিত হয়ে উঠ্‌লো। কিছুমাত্র চিন্তা না কোরেই তিনি তৎক্ষণাৎ বোলে উঠ্‌লেন, "ধৈর্য্যই মূল বস্তু! থিয়োবলকে ধৈর্য্যধারণ কোত্তে বোলো! তাঁর জননীকে যদিও আমি চক্ষে দেখি নাই,—কখনও হয় ত দেখে থাক্‌বো, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ নাই;—কিন্তু তাঁর চরিত্রের কথা আমি

শুনেছি। অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ তাঁর। যেটা ধরেন, সেটা ছাড়েন না। আমাদের বিবাহের কথায় তাঁরে এখন রাজী করা ভার। তার উপর আবার তাঁর পিতার পরামর্শ। হায় হায়! সেই মার্শেল। সংসারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাতেও তিনি রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহার চালাতে চান! এ সময় আমাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়া অনেক দূরের কথা! থিয়োবলকে তুমি বোলো! কিছুদিনের জন্য তিনি বাড়ী থেকে স্থানান্তরে চোলে যান। জর্ম্মণীতেই ফিরে যান। এখনিই ত আমরা তফাৎ তফাৎ আছি, সাক্ষাৎ করা যখন নিষেধ, তখন আর বাড়ীতে থাকলেই বা বিশেষ সুখোদয় কি? গোটাকতক রাস্তাপারে থাকাও যা, শত শত ক্রোশ অন্তরে থাকাও তা। থিয়োবলকে তুমি বোলো! স্ত্রীপুরুষে চিরদিনের জন্য মনান্তরে স্থানান্তর হওয়ার চেয়ে, যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন, তাই করাই ভাল। কিছুদিন বাড়ী ছেড়ে গেলে এই তুমুল ঝড়বৃষ্টি যদি থেমে যায়, তাই করাই উচিত। শুধু তাই বা কেন, আরও কিছু ত্যাগস্বীকার কোল্লে যদি সংসারের শান্তি ফিরে আসে, তাও আমাদের অকর্ত্তব্য নয়। আমরা সময়ের মুখ চেয়ে থাকবো। ঈশ্বর যা করেন, সেই ভরসাই মূল ভরসা। আমি জান্‌তে পাচ্চি, ইউজিনির জন্যই থিয়োবলের জন্ম, থিয়োবলের জন্যই ইউজিনির জন্ম। আমি যেমন জানি, থিয়োবলও এটী তেম্‌নি জানেন। তুমি বোলো! এই সব কথা শুন্‌লেই তিনি প্রবোধ পাবেন। আরও বোলো, পরমেশ্বরের মনে যা থাকে, তাই হয়। আমাদের ভাগ্যে যা কিছু হবে, সেটা কেবল সেই ইচ্ছাময়েরই মনে আছে। যদিও এখন আমরা জান্‌তে পাচ্চি, উভয়েই আমরা বিজটিল ফাঁসদড়ীতে জড়ানো, কিন্তু কে জানে, সময়ে সেই ফাঁসদড়ীটা স্বপ্ন মোহিনী আশায় স্বর্ণসূত্র হয়ে, আমাদের সুখের পথে দেখা দিবে না? আশাই সংসারের সার! আশাই সুখ,——আশাই প্রেম! আশাতেই মানুষ বাঁচে! কেন আমার নিরাশা হবো?"

দুঃখের কথাগুলি শুনে আমি অতিশয় কাতর হোলেম। যে সব কথা তিনি মার্কুইসকে বোলতে বোল্লেন, তাতে আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌লেম, কুমারীর বুদ্ধি অতি তেজস্বিনী। যে পরামর্শ তিনি স্থির কোরেছেন, সামান্য চঞ্চলবুদ্ধিতে সে সব পরামর্শ আসে না। মনে মনে তাঁর বিস্তর প্রশংসা কোরে, আমি বোল্লেম, "আপ্‌নার যেমন ইচ্ছা, তাই হবে। কথাগুলি আমার মুখেই মার্কুইস্ শুন্‌তে পাবেন।

মনে মনে কি আলোচনা কোরে, অতি নম্রভাবে তিনি বোল্লেন, "পরামর্শ শুনে মার্কুইস্ কি বলেন, আমি কি কোরে শুনতে পাব?"

"আমিই এসে বোলে যাব। আহ্লাদপূর্ব্বক এ ভার আমি গ্রহণ কোচ্চি।"

আমার উত্তর শুনে কুমারীর মুখখানি সহসা বিকসিত হয়ে উঠ্‌লো। মধুরস্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, "তবে তুমি আমার পিতৃব্যের বাড়ীতেই যেও! সেখানে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা। আমার পিতৃব্য আমারে অত্যন্ত স্নেহ করেন। যা কিছু আমি করি, ভালর জন্যই করি, সেটা তিনি বুঝেন। আমার কোন কর্ম্মে তিনি বাধা দেন না।"

আমি অঙ্গীকার কোল্লেম। কুমারী ইউজিনি আমার কাছে বিদায় গ্রহণ কোরে, গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেন। গাড়ী চোলে গেল। সবেমাত্র আমি অন্যদিকে ফিরেছি, হঠাৎ দেখ্‌লেম, একটু দূরে একটা অন্ধকার কোণের দিকে আদফ সোরে গেল। আদফটা কে, পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে,—লেডী পলিনের প্রধান প্রিয় কিঙ্কর। আদফ তাঁর গুপ্তচর। আদফ যে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিচ্চে, সে কথাটা আমি এক রকম ভুলে গিয়েছিলেম, আদফ আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই। লেডী পলিন দেখেছেন, মার্কুইসের বিবাহসম্বন্ধে আমি কিছু কিছু যোগাড় কোচ্চি। এ অবস্থায় কুমারী ইউজিনিকে মার্কুইসের চিঠীপত্র দেওয়া, কিম্বা কোন মৌখিক সংবাদ দেওয়া, আমার উপরেই ভার। আদফ আমারে ইউজিনির কাছে দেখেছে। সন্দেহটা প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্যই কর্ত্রীকে সংবাদ দিবে। সেই কথাটাই কেবল আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। রাস্তায় যতক্ষণ বেড়াবার ইচ্ছা হলো, বেড়ালেম। তার পর প্রাসাদে ফিরে এলেম। মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, লেডী পলিন অবশ্যই আমারে ডেকে পাঠাবেন। অবশ্যই সেই সব কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। যা কিছু বোল্‌তে হবে, মনে মনে স্থির কোরে রাখ্‌লেম। অনুমান আমার মিথ্যা হলো না। ফটকের কাছে আমি উপস্থিত হবামাত্র দরোয়ান আমারে বোল্লে,"কর্ত্রী ডেকেছেন।"—আর কোথাও না গিয়ে, সরাসর সর্ব্বাগ্রে তাঁরই কাছে যেতে হবে।

তাই আমি গেলেম। দেখ্‌লেম, তিনি একাকিনী। বেশ বোধ হলো, রাগ কোরেই বোসে আছেন। সম্মুখে আমারে দেখেই বোল্লেন, "আমার পুত্রের সঙ্গে কুমারী দিলাকরের বিবাহে তুমি ঘট্‌কালী কোচ্চো ?"

সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম, "কেন আমার নামে এ রকম অভিযোগ, তা আমি বেশ বুঝেছি। সে অভিযোগ আমি অস্বীকার কোচ্চি। আপ্‌নার কাছে যদি আমি উপস্থিত না থাক্‌তেম, আপ্‌নি যদি এবাড়ীর কর্ত্রী না হোতেন, তা হোলে আমি স্পষ্টই বোল্‌তেম, ঘৃণাপূর্ব্বক সক্রোধে এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি !"

রাগে রক্তবর্ণ হয়ে লেডী পলিন বোলে উঠ্‌লেন, "অত্যন্ত বেয়াদব ! তা হবেই ত ! ডিউকের বল পেয়েছ কি না !—তিনি তোমার সহায় আছেন কি না, তা না হোলেই বা তোমার এত সাহস হবে কেন ?"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটু বিদ্রূপস্বরে তিনি আবার বোল্লেন, "যে-লোক ডিউকের উপপত্নীর কাছে ডিউকের পত্র নিয়ে যায়, সে লোক যে, অপরের ঐ রকম কাজে আমোদ অনুভব কোর্‌বে, সেটা আর বিচিত্র কথা কি ?"

ডিউকপত্নী কেন যে আমার প্রতি ও রকম বাক্যবাণ ঝাড়্‌লেন, তার প্রকৃত কারণটা অনুভব কোত্তে আমার তিলমাত্রও বিলম্ব হলো না। আমি লজ্জিত হোলেম;—রাগ হলো না। লজ্জা পেয়েই মনে কোল্লেম, কি কুকর্ম্মই কোরেছি। ডিউকের দ্বিতীয় পত্রখানা কুমারী লিগ্‌নীর কাছে নিয়ে যাওয়া বড়ই দুষ্কর্ম্ম হয়েছে।

লজ্জিত হয়েই তাঁরে আমি বোল্লেম, "অন্যায় অভিযোগ! পরমেশ্বরে সেই রকম

কাণ্ড হওয়ার পর কুমারী ইউজিনির সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নাই। আজ বৈকালে রাস্তা দিয়ে আমি চোলে যাচ্ছি, দৈবাৎ——”

“দৈবাতের কথাই বটে!”—রাগের সঙ্গে একটু বিদ্রুপের হাসি খেলিয়ে, গৃহিণী-ঠাকুরাণী চিবিয়ে চিবিয়ে বোল্লেন, “দৈবাতের কথাই বটে! পোনেরো মিনিট একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কওয়া, সেটাও বুঝি দৈবাৎ?”

সমস্তই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, “আদফ দেখ্‌ছি, সব কথাই আপ্‌নাকে ঠিক ঠিক বোলে দিয়েছে! কখন্ আমি কি করি, সেইটী ধর্‌বার জন্য আদফকে আপ্‌নি গুপ্তচর রেখেছেন। তা আমি জেনেছি। তা হোক্। কুমারী ইউজিনির সঙ্গে আমার কি কি কথা হয়েছে, আদফ আপ্‌নারে সে কথা কিছুই বোল্‌তে পারে নাই। আপ্‌নার কাছেই সে সব কথা আমি বোল্‌ছি।”

বিবেচনা কোল্লেম, সত্যকথা প্রকাশ করাই ভাল। ইউজিনির দুঃখের কথা শুনে, তেজস্বিনীর মনে যদি কিছু দয়া হয়, তাই ভেবেই তাঁর কাছে আমি আসলকথা ব্যক্ত করাই স্থির কোল্লেম। মুখে তখন আমার বিরাগলক্ষণ কিছুই ছিল না। আমি ভয় পাই নাই। লেডী পলিন বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাঁর কাছে আমি মিথ্যাকথা বোল্‌ছি না। কুমারীর সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল, তিনি আমারে প্রকাশ কোত্তে আদেশ কোল্লেন। আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, “কুমারী ইউজিনি আমারে বোলে দিলেন, মার্কুইস থিয়োবল অবিলম্বে জর্ম্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা করুন্। এ সময় কিছুদিন বাড়ী ছেড়ে স্থানান্তরে থাকাই সুপরামর্শ।”

অকস্মাৎ সুস্থিরনয়নে লেডী পলিন আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। বোধ হলো, আমার কথায় তিনি অবিশ্বাস কোল্লেন না। ব্যগ্রভাবেই বোল্লেন, “কথাগুলি তবে তুমি আমার পুত্রকে জানাবে।”

“অবশ্যই জানাব।—নিশ্চয়ই আমার অভিপ্রায় তাই।”

“তবে যাও।”—তৎক্ষণাৎ তিনি আদেশ দিলেন, “তবে শীঘ্র গিয়ে থিয়োবলকে ঐ সব কথা বল!”—আমি সেলাম কোরে চোলে আস্‌ছি, দরজা পর্য্যন্ত এসেছি, একটু ডেকে ডেকে তিনি আবার বোল্লেন, “আর একটী কথা বোলে দিই। তোমারে আমি ডেকেছিলেম, আমার কাছে তুমি এসেছিলে। ও সম্বন্ধে আমি তোমারে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরেছি, থিয়োবলকে এ সব কথা তুমি বোলো না।”

আমি উত্তর কোল্লেম, “এরূপ অনুরোধ করাই বাহুল্য। কখনও কি আপ্‌নার কাছে আমি অবাধ্য হয়েছি? আপ্‌নার কোন আদেশ কখনও কি আমি অমান্য কোরেছি? অপরাপর আদেশ যেমন আমি পালন করি, এ আদেশটীও সেই রকমে পালন কোর্‌বো, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

এইরূপ উত্তর দিয়েই আমি ঘর থেকে বেরুলেম। মার্কুইসকে অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। একটু পরেই উদ্যানমধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। কুমারী ইউজিনির

সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি আমারে যে সবকথা বোলে দিয়েছেন,—যে রকম সৎপরামর্শ স্থির কোরেছেন, একে একে সব কথাগুলিই মার্কুইসকে আমি বোল্লেম।

মার্কুইসের বদন সহসা প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। উল্লাসিতস্বরেই তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "বুদ্ধিমতী উইজিনি! তোমার একটী ক্ষুদ্রবাক্যও আমি অনুজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞান করি! হাঁ জোসেফ! ঐ পরামর্শই ভাল। তাই আমি কোর্‌বো। আমার জননীও ঐ কথা বোলেছেন। ঐ বিষয়েই তিনি জেদ কোচ্চেন। ইউজিনির পরামর্শমত কাজ কোল্লে, জননীর ইচ্ছাই ফলবতী হবে। তাই হোক্। পিতা যে আমার জর্ম্মণীযাত্রায় অমত প্রকাশ কোচ্চেন, সেটা কেবল আমারই জন্য! পাছে আমার অসুখ হয়, পাছে আমি কষ্ট পাই, সেই জন্যই তাঁর অমত। কিন্তু আমি যখন অনুমতি প্রার্থনা কোর্‌বো, তখন অবশ্যই সম্মত হবেন। তখন আর ওরকম অমত থাকবে না। হাঁ জোসেফ! সেই পরামর্শই ভাল। তিনবৎসর বই ত নয়, শীঘ্র শীঘ্রই চোলে যাবে। তার পর জননী যখন দেখ্‌বেন, ইউজিনির প্রতি আমার অকৃত্রিম অনুরাগ সমভাবেই দৃঢ়বদ্ধ, তখন অবশ্যই তাঁর মন ফিরে যেতে পারে। বিশেষত আমি এখন বাড়ী থেকে চোলে গেলে, উপস্থিত গণ্ডগোলটা চুকে যায়। আমাকে উপলক্ষ্য কোরে মাতাপিতা সর্ব্বক্ষণ কলহ করেন, সেটা বড়ই কষ্টের কথা। এখন তবু মাঝে মাঝে হোচ্চে, দিন দিন ক্রমশ বাড়াবাড়ি হবে! রাতদিন ফাঁক যাবে না! ভয়ানক শত্রুভাব বেধে উঠ্‌বে! না জোসেফ! তা আমি হোতে দিব না। এখনই আমি পিতার কাছে চোল্লেম।"

প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত। এমিলিরি সঙ্গে দেখা হলো। আমি আর এমিলি, এই দুজন ছাড়া সেখানে তখন আর কেহই ছিল না। এমিলি আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ কোল্লে। প্রথমেই ধূয়া ধোল্লে, "আজ আবার স্ত্রীপুরুষে ভয়ানক ঝগ্‌ড়া হয়ে গিয়েছে! আড়াল থেকে আমি শুনেছি। ভয়ানক,—ভয়ানক,—ভারী ভয়ানক! ডিউকবাহাদুর মহা রাগত হয়ে গৃহিণীর ঘরে প্রবেশ করেন। জোরে জোরে উচ্চকণ্ঠে বলেন, "গোপনে গোপনে তুমি মার্কুইসকে বাড়ী থেকে বিদায় কর্‌বার মন্ত্রণা দিচ্ছো!" গৃহিণীও মহা রেগে উঠে ওকথাটা অস্বীকার কোল্লেন। ডিউকের মহারাগ! তিনি পুনঃপুন ঐ কথা বোলে বিস্তর আস্ফালন কোত্তে লাগ্‌লেন। গৃহিণী অবশেষে আমাদের ডিউককে মিথ্যাবাদী বোল্লেন। ডিউক আর ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাল্লেন না। রাগের মাথায় ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ কোল্লেন। কর্ত্রী অবশেষে কুমারী লিগ্‌নীর কথা তুলে, পতির প্রতি বিষাক্ত বাক্যবাণ সন্ধান কোল্লেন। আরও কি একটা ভয়ানক গুপ্তকথা—"

"অ্যাঁ?—অ্যাঁ?—ঐ কথা তিনি বোল্লেন?"—হঠাৎ আমার মনে একটা পূর্ব্বকথার উদয় হলো। কি যে সেই ভয়ানক গুপ্তকথা, তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। বুঝ্‌তে পেরেই এমিলির কাছে ঐ রকম বিস্ময় প্রকাশ কোল্লেম।

চমকিতভাবে আমার প্রতি কটাক্ষপাত কোরে, এমিলি উত্তর কোল্লে, "হ্যাঁ গো! ঐ কথাই ত তিনি বোল্লেন! তুমি কি সেই গুপ্তকথার বিষয় কিছু জানো?"

ত্বরিতস্বরে আমি উত্তর দিলেম,"কিছুই না,—কিছুই না!—কিছুই আমি জানি না! কথাটা শুনে আমার আশ্চর্য্য বোধ হলো। লেডী পলিন কি এতই আত্মবিস্মৃত হোলেন? স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কি একটী গোপনীয় বিষয় আছে, যে বিষয় অপরে জানে না, সেই কথাটা তিনি প্রকাশ কোত্তে চান?"

এমিলি বোল্লে, "আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। কথাটা বড় ভাল হয় নাই। আমি শুন্‌তে পেলেম, ডিউক মিনতি কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি তোমার স্বামী, এটী তুমি মনে রেখো। আমি তোমার প্রতি বলপ্রকাশ কোরেছি, রাগ হয়েছিল, ক্ষমা কর। থিয়োবল কল্যই বাড়ী থেকে চোলে যাবেন। সে সব কথা ঠিক হয়েছে। জর্ম্মণীতেই তাঁরে পাঠাব।"—এই সব কথা বোলেই ডিউক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে গৃহিণীও বাহির হোলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি যে অন্যঘরে লুকিয়ে ছিলে, সেটা তাঁরা কিছু জান্‌তে পারেন নাই?"

"কিছুই না।"—নিঃসংশয়ে এমলি উত্তর কোল্লে, "কিছুই না। পাশের ঘরে আমি ছিলেম, কিছুই তাঁরা সন্দেহ করেন নাই, কিছুই জান্‌তে পারেন নাই। তাতে আমি বড় খুসী আছি। সেখানে থেকে আমি বড় সঙ্কটেই ঠেকেছিলেম। ঘরে যদি আর একটা বাহির হবার দরজা থাক্‌তো, তা হোলে তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পোড়্‌তেম। এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াতেম না।"

"তৎক্ষণাৎ বাহির হওয়া উচিত ছিল।"—এমিলিকে সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, "ডিউক বাহাদুর যখন পত্নীর সঙ্গে ঘরাও বিরোধের কথা উত্থাপন কোল্লেন, তা যখন তুমি শুন্‌লে, সেই মুহূর্ত্তেই কেন বেরিয়ে এলে না?"

চকিতনয়নে চেয়ে এমিলি উত্তর কোল্লে, "দেখ জোসেফ! উপদেশ বড় সহজ, তুমি আমারে বেশ উপদেশ দিচ্চো, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, ডিউক যখন মহাক্রুদ্ধ হয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন, আমার মনটা তখন কেমন হলো? দুজনেই গালাগালি আরম্ভ কোল্লেন, দুজনেই মহা গণ্ডগোল বাধালেন, আমি তখন যে কি করি, ভেবে চিন্তে স্থির কোত্তে পাল্লেম না। কি কোরে পালাই বল দেখি?"

এই পর্য্যন্ত কথা হোচ্চে, এমন সময় সেই ঘরে অন্যলোক প্রবেশ কোল্লে। আমাদের কথোপকথন বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে মার্কুইস্ পলিন আমার ঘরে এলেন। আমার হাতে একখানি চিঠী দিলেন।—বোল্লেন, "আমি চোল্লেম। পিতা প্রথমে সম্মত হন নাই। তিনি পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লেন, জননীর পীড়াপীড়িতেই আমি চোলে যাচ্ছি, সুতরাং আবার অমত প্রকাশ কোল্লেন। কিছুতেই আমি তাঁরে সত্যঘটনা বুঝিয়ে দিতে পাল্লেম না। অবশেষে অগত্যা তিনি সম্মতি দিয়েছেন। তার পর আমি জননীর সঙ্গে দেখা করি। পিতাও দেখা করেন। জননীর মুখে সকল কথা শুনে, তিনি সন্তোষ প্রকাশ

কোরেছেন। এখন আমার জর্ম্মণীযাত্রায় কোন বাধা নাই। এইবার একটী কাজের কথা। কুমারী ইউজিনির কাছে তুমি অঙ্গীকার কোরে এসেছ, তাঁর পরামর্শ শুনে আমি কি বলি, তাঁরে তুমি জানিয়ে আস্‌বে। এই চিঠীখানি গ্রহণ কর, এইখানি তাঁরে দিও। তা হোলেই তিনি সব কথা জান্‌তে পার্‌বেন। পিতার মতানুসারেই এই চিঠী লেখা হয়েছে। কুমারী ইউজিনিকে তুমি বোলো, যতদিন আমি বাহিরে থাক্‌বো অল্পদিনই হোক্ কিম্বা বেশী দিনই হোক্, যতদিন আমি দেশে থাক্‌বো না, ততদিন তাঁতে আমাতে চিঠীপত্র লেখা বন্ধ থাক্‌বে। এর মধ্যে আমি আর তাঁরে চিঠী লিখ্‌বো না, তিনিও যেন না লিখেন। পিতার কাছে আমি বাক্যবন্দী হয়েছি, সেটী আমি লঙ্ঘন কোত্তে পার্‌বো না। মনে আমার এখন একটু আরাম বোধ হোচ্চে। আমি এখন দেশ ছেড়ে চোলে যাচ্ছি। ইউজিনির অভিলাষ পরিপূর্ণ কোচ্চি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার অনুপস্থিতিকালে আমাদের এই বাড়ীতে পুনরায় সুখশান্তি ফিরে আস্‌বে। এখন আমি বিদায় হোলেম। এই বন্ধুত্বভাবটী—”

মার্কুইস্ থেমে গেলেন। আর একটী কথাও উচ্চারণ কোত্তে পাল্লেন না। দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে স্বরস্তম্ভ হয়ে এলো। অত্যন্ত কাতর হয়ে পোড়্‌লেন। চঞ্চলভাবে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাকগাড়ী প্রস্তুত ছিল, পোনেরো মিনিট পরেই মার্কুইস্ বাহাদুর বাড়ী থেকে বিদায় হোলেন।

সেইদিন বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে লেডী পলিন পিত্রালয়ে গেলেন। সঙ্গে গেল আদফ, এমিলি, আর ফ্লোরাইণ। লেডী পলিন বিদায় হওয়াতে আমার মনে একটু সোয়াস্তি এলো। কুমারী ইউজিনিকে পত্র দিতে যাব, মনে মনে ভয় হোচ্ছিল, গুপ্তচর আদফ আবার কোন রকম ফ্যাসাৎ বাধাবে। আদফ স্থানান্তরে গেল, আমার আর সে আশঙ্কা থাক্‌লো না। কুমারী ইউজিনির সন্ধানে আমি বেরুলেম। তাঁর পিতৃব্যের বাড়ীতে গেলেম। সেখানে গিয়ে শুন্‌লেম, কুমারী অত্যন্ত পীড়িত;—শয্যাগত। দেখা কর্‌বার উপায় নাই। সংবাদটা শুনে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হলো। গত কল্য দেখা কোরে গিয়েছি, ইতিমধ্যে এত শক্ত পীড়া? আমি শুন্‌লেম, গতকল্য দোকান থেকে ফিরে এসে, হঠাৎ তাঁর মূর্চ্ছা হয়। অনেকক্ষণ জ্ঞানশূন্য ছিলেন। অবস্থা দেখে সকলেরই ভয় হয়েছিল। চিকিৎসকেরা যখন বোল্লেন, কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন সকলে একটু সুস্থির হোলেন। রাত্রে একটু নিদ্রা হয়েছিল। অসুখ সারে নাই, চিকিৎসকেরা বলেন, রোগ সঙ্কটাপন্ন নয়।

কুমারীর একজন সহচরীকে চিঠীখানি আমি দিলেম। সহচরীর মুখেই পীড়ার বিস্তারিত বিবরণ আমি শুন্‌লেম। সে আমারে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে বোল্লে। কিয়ৎক্ষণ আমি থাক্‌লেম। সহচরী গেল, আবার ফিরে এলো।—এসেই বোল্লে, “কুমারী আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। আরও বোলে দিয়েছেন, যিনি পত্র লিখিছেন, তাঁরে যদি আপনি পত্র লিখেন, কুমারীর পীড়ার কথা লিখ্‌বেন না।”

তাই আমি স্বীকার কোল্লেম। ইউজিনির পীড়ার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লেম। হঠাৎ এমন শক্ত পীড়া কেমন কোরে হলো? মার্কুইসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না, প্রণয়ের অঙ্কুরেই তাঁর পিতামাতার মহাকলহ, শুভদিন সমাগত হবে কি না হবে, সেই সকল দুর্ভাবনাতেই এ রোগ জন্মেছে। মনে কতপ্রকার তর্ক উঠ্‌তে লাগ্‌লো, কিছুতেই অশান্তচিত্তকে শান্ত কোত্তে পাল্লেম না।

পঞ্চম প্রসঙ্গ।

গুপ্তচর।

দিনের পর দিন আস্‌ছে;—আসছে আর যাচ্ছে। কতদিন চোলে গেল। লেডী পলিন প্রায় এক পক্ষকাল পিত্রালয়ে থাক্‌লেন। সেই একপক্ষকাল ডিউক বাহাদুর প্রায়ই বাড়ী থাকেন না। যখন ইচ্ছা, তখনিই বেরিয়ে যান;—শকটারোহণেও যান না, অশ্বারোহণেও যান না, লোকজনও কেহ সঙ্গে যায় না। আমি নিশ্চয় মনে ভাব্‌লেম, কুমারী লিগ্‌নীর বাড়ীতেই যাওয়া আসা হোচ্চে।

একদিন প্রাতঃকালে—যে দিন লেডী পলিনের ফিরে আস্‌বার কথা, তারই পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে ডিউক বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। প্রতিদিন যেমন সময় যান, তার চেয়ে খুব সকাল সকাল বেরিয়েছেন। আমিও বেড়াতে বেরিয়েছি। ডিউকের প্রাসাদ থেকে অনেকদূর গিয়েছি। দূর থেকে দেখ্‌লেম, একজন মানুষ একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে চুপ্‌টী কোরে দাঁড়িয়ে আছে। আড়ে আড়ে এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে। তফাৎ থেকেই আমি চিন্‌লেম, আদফ। আরও ভাল কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। আদফ যেন সেখানে অকারণেই এসে দাঁড়িয়েছে, কোন দিকেই যেন দৃষ্টি নাই, এই রকম ভাব দেখাচ্ছে, কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, এক একবার যেন লুকুচ্ছে। রাস্তার পরপারে একখানা বাড়ী, সেই বাড়ীর ফটকের দিকে সটান চেয়ে আছে। তখন তার উর্দ্দীপরা ছিল না। মনে কেমন সন্দেহ হলো। আদফ কি বরাবর প্যারিসেই রয়েছে? গৃহিণীর সঙ্গে মার্শেলের বাড়ীতে যায় নাই? কিম্বা আজ সেখান থেকে ফিরে এসেছে? স্থির কোত্তে পাল্লেম না। মার্শেলের পল্লীনিকেতন রাজধানী থেকে বড় বেশী দূর নয়। প্রাতঃকালে বেড়াতে এলেও আস্‌তে পারে। এক একবার ঐরকম যুক্তি মনে আস্‌তে লাগ্‌লো।

যে যেমন লোক, তার প্রতি সেই রকম ভাবটাই আগে মনে আসে। আদফকে দেখে আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, সে হয় ত প্রতিদিনই ঐরকমে লুকিয়ে লুকিয়ে চরের

কাজ করে। লেডী পলিন যে কদিন বাড়ীতে নাই, সে কদিনও আদফের গোয়েন্দাগিরী কামাই যাচ্ছে না। তা যদি না হবে, তবে উর্দ্দী নাই কেন? এত সকালবেলাই বা প্যারিসে কেন? বেলা তখনো এগারোটা বাজে নাই। সেই সময় আরও আমার মনে হলো, কর্ত্রীর সঙ্গে আদফের চোলে যাওয়াটা মিথ্যা একটা ছলনামাত্র। লেডী পলিন হয় ত ভেবেছিলেন, আদফকে একটু সোরিয়ে রাখ্‌তে পাল্লে, ডিউক নির্ভয় থাকবেন, আর কাহারো প্রতি সন্দেহ কোত্তে হবে না, অসাবধানে যখন ইচ্ছা, তখনই বেরিয়ে যাবেন, চরের চক্ষে সহজেই ধরা পোড়্‌বেন। গতিক দেখে বুঝ্‌তে পাল্লেমও তাই। আদফ তখন ডিউককে ধর্‌বার জন্যই ওৎ কোরে ছিল। সেইখানেই কুমারী লিগ্‌নীর নূতন বাড়ী। পূর্ব্বস্থান থেকে আবার তিনি উঠে এসেছেন।

আমি যে তফাতে দাঁড়িয়ে আছি, আদফ আমারে দেখ্‌তে পাচ্ছে না। কতক্ষণ পরে আমার দিকে তার চক্ষু পোড়্‌লো! আমারে দেখেই প্রথমে সে একটু যেন ভয় পেলে! গাছের আড়ালে গাঢাকা হয়ে লুকুলো।—যখন লুকুতে গেল, তখনও আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলো। রাস্তার পরপারে আমি দৃষ্টিক্ষেপ কোল্লেম। ডিউক পলিনের চেহারা আমার নয়নগোচর হলো। তিনি সেই সম্মুখের বাড়ীর ফটকের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। আদফ এক রকম চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। আমি তখন প্রায় তার কাছাকাছি গিয়ে পোড়েছি। কি কোর্‌বে,—কি বোল্‌বে, কিছুই স্থির কোত্তে না পেরে, অসাবধানেই বোলে ফেল্লে, "বাঃ!—জোসেফ! তুমি?—তুমি?—তুমিও ত আজ খুব সকাল সকাল বেরিয়েছ।"

তীব্রদৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে আমিও উত্তর কোল্লেম, "তুমিও ত তাই। কেন তুমি এখানে, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। ছি ছি! আদফ! যে কাজ তুমি কোচ্চো, যাতে কোরে আমাদের মনিবের অমঙ্গল ঘটে,—স্ত্রীপুরুষের কলহ আরও বেড়ে বেড়ে উঠে, সেই মৎলব দেখ্‌ছি তোমার! তুমি না হয়ে যদি আমি হোতেম, তা হোলে কখনই আমি ওপ্রকার ঘৃণাকর কাজে সম্মত হোতেম না!"

'তুমি যে বড় আমারে কাজ শিক্ষা দিতে এসেছ? এত সাহস ধর তুমি?" ক্রোধে ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ কোরে আদফ আমারে ঐ রকমে তিরস্কার কোল্লে।

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার কার্য্যেরও তুমি চর আছ! কখন্ কোথায় আমি কি করি, লুকিয়ে লুকিয়ে তাও তুমি সন্ধান রাখ! এবার আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, ফের যদি আমি তোমাকে ঐ রকম অবস্থায় ধোত্তে পারি, এমন শিখান শিখাব, জন্মেও সে শিক্ষা তুমি ভুল্‌তে পার্‌বে না!"

একটু যেন ভয় পেয়ে আদফ উত্তর কোল্লে, "না জোসেফ! এবার আমি তোমার কাজের সন্ধান কোচ্চি না!"—এই কটী কথা ছাড়া তার মুখে তখন আর অন্য কথা শুন্‌লেম না। সত্যই যেন সে ভয় পেয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। তখন আমি বুঝ্‌লেম, সেটা কাপুরুষ। চক্ষু রাঙিয়ে আসর গরম কোচ্ছিল, আমার সামান্য একটা কথা

শুনেই কেঁপে গেছে। তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "আমার সন্ধান কোচ্চো না, তা আমি জানি। সেই জন্যই এখনো তুমি বেঁচে আছ! আমার সন্ধানে আছ, তা যদি জান্‌তেম, তা হোলে যখন তুমি গাছের আড়ালে লুকুচ্ছিলে, সেই সময়েই আমি তোমার মাথা গুঁড়ো কোরে ফেলতেম! আদফ! ছি ছি! আমি তোরে ঘৃণা করি!" তাচ্ছিল্যভাবে এই সব কথা বোলেই আমি ধীরে ধীরে চোলে যেতে লাগলেম।

ছুটে আমার কাছে এসে আদফ বোল্লে, "জোসেফ! তুমি যে আমাকে এখানে দেখ্‌লে, ডিউককে এ কথা বোলো না!"

"তোর মত ধূর্ত্তলোকের কাছে কেন আমি ও রকম অঙ্গীকার কোর্‌বো? সেই যে গবর্ণমেন্টের গোয়েন্দা,—যে পাপাত্মাটা অতগুলি লোকের প্রাণ নষ্ট কোত্তে বোসেছিল, সেটাও যা, তুইও তা! ধড়ীবাজ গোয়েন্দাদের উপর আবার দয়া কি?" অত্যন্ত ক্রোধে—অত্যন্ত ঘৃণায় আমি এইরূপ উক্তি কোল্লেম।

কাপুরুষের রাগ হোলে আপনার হাত আপনি কাম্‌ড়ায়!—আপনার চুল আপনি ছেঁড়ে। সেই রকম রাগে কাপুরুষ আদফ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লো। আরও যেন কিছু বোল্‌বে বোলবে, সেই রকম ইচ্ছা। সেই মুহূর্ত্তে উভয়েই আমরা দেখ্‌লেম, বড় রাস্তাটা পার হয়ে ডিউক পলিন সেই দিকে আস্‌ছেন। আদফ অম্‌নি ছুটে পালাবার উপক্রম কোল্লে। আমি জোর কোরে তার হাত ধোরে আট্‌কালেম। কি কাজে এসেছে, কেন অমন লুকাচুরি, মুখামুখি মনিবের কাছে কৈফিয়ৎ দিক্, সেই ইচ্ছাতেই আট্‌কে রাখ্‌লেম।

ডিউক বাহাদুর নিকটবর্ত্তী হোলেন। আরক্তবদনে আদফের সম্মুখবর্ত্তী হয়েই তীক্ষ্ণস্বরে তিনি বোল্লেন, "প্যারিসে তুমি কি কোচ্চো আদফ?"

ভয়ে অবসন্ন হয়ে আদফ তখন এম্‌নি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, মনিবের প্রশ্নে একটীও উত্তর দিতে পাল্লে না। আমার দিকে ফিরে ডিউক বাহাদুর বোল্লেন, "তুমি বল জোসেফ! কেমন কোরে এর সঙ্গে তোমার দেখা হলো?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "একটু আরামের জন্য আমি ভ্রমণ কোচ্ছিলেম, বেড়াতে বেড়াতে এইখানেই দেখ্‌লেম, গাছের আড়ালে আদফ দাঁড়িয়ে।"

"এইখানেই? আর এই রকম পোষাক পরা?"—এই দুটী কথা বোলেই ডিউক বাহাদুর মনে মনে কি যেন চিন্তা কোল্লেন। অকস্মাৎ গম্ভীরভাব ধারণ কোরে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আদফ! যদিও তুমি আমার পত্নীর বড় বিশ্বাসপাত্র,—প্রিয়পাত্র, তথাপি তুমি আমার চাকর। কেন না, আমিই হোচ্চি, বাড়ীর কর্ত্তা। দেখ, আমি তোমাকে জবাব দিলাম। খবরদার!—আমি তোমাকে নিষেধ কোচ্চি, খবরদার! আর তুমি আমার বাড়ীর চৌকাঠ পার হোতে পাবে না। জোসেফ! আমার সঙ্গে এসো!"

আদফ আপ্‌না আপ্‌নি বিড়্‌বিড়্ কোরে কি বোক্‌লে। মার্শেল তার পক্ষ, মার্শেলের কন্যা তার পক্ষে সহায় আছেন, সেই ভরসায় বুক ফুলিয়ে চোলে গেল।

আমি ডিউকবাহাদুরের অনুগামী হোলেম। খানিকদূর এসে তিনি দাঁড়ালেন। আমারে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমি যে ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেছিলেম, আদফ কি তা দেখেছিল?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, দেখেছে।"

ডিউক আবার বোল্লেন, "জানালা থেকে আমি দেখেছি,—তোমাদের দুজনকেই দেখেছি। বিলক্ষণ হাঙ্গামা বেধে উঠেছিল। কথাবার্ত্তার ভাবে বিবেচনা কোল্লেম, তুমি খুব রেগে রেগেই কথা কোচ্ছিলে।"

আমি উত্তর দিলেম, "কাজেই ত রাগ হয়। আপনি কি করেন, কোথায় যান, আদফ তারই অনুসন্ধান নিচ্ছিল। সেই জন্যই তারে আমি তাড়না কোরেছি।"

"তোমার স্বভাব বড় ভাল। সেটী আমি বেশ জানি।"—এই কথা বোলেই ডিউক বাহাদুর হস্ত সঞ্চালন কোরে আমারে অন্যপথে যেতে বোল্লেন, নিজে যেদিক দিয়ে এসেছিলেন, সেই দিকেই ফিরে গেলেন।

আমি ভাবতে ভাবতে চোল্লেম। লেডী পলিন ফিরে এলে আবার একটা হুলুস্থূল কাণ্ড বাধবে, সেটাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলো না। আদফের জবাব হয়েছে, অবশ্যই সে ব্যক্তি এ কথা তার কর্ত্রীকে জানাবে। তিনি অবশ্যই চোটে যাবেন। সঙ্কটের উপর আরও সঙ্কট বাড়বে। পাঠকমহাশয় হয় ত মনে কোচ্চেন, আদফকে আমি গালাগালি দিয়েছি, যে কাজে সে ব্রতী, তাতে আমি ধিক্কার দিয়েছি, তবে আমি ডিউকের পক্ষের লোক। ডিউকের চরিত্রের আমি সাফাই দিতে চাই। কুমারী লিগ্‌নীর সঙ্গে ডিউকের যে রকম সম্পর্ক দেখ্‌ছি,—কি সম্পর্ক, ঠিক জানি না, হয় ত সন্দেহ হোতে পারে, সে সম্পর্কে আমি পোষকতা কোচ্চি।—না না,—সে রকম কিছুই না। ডিউকের দোষ আছে, কিন্তু চাকর হয়ে যারা চর হয়, তাদের তুল্য পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নাই। ঘটনা যে রকম হোক্, দিন দিন আমার মন বড় খারাপ হোতে লাগ্‌লো। মনে মনে সংকল্প কোল্লেম, ডিউকের কর্ম্মটা ছেড়ে দিব। ডিউক আমার যথেষ্ট উপকার কোরেছেন, সেটা আমি ভুলি নাই। ঈশ্বর জানেন, আমার মনের কথা, ডিউকের কাছে আমি যেমন বাধ্য, তেমনি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বাড়ীতে দিন দিন যে রকম ঝগড়া কলহ আরম্ভ হয়েছে, কোন কোন বিষয়ে আমিও তার সঙ্গে লিপ্ত আছি, সে সংসারে চাকরী করাতে আর সুখ নাই। সে সঙ্কটক্ষেত্র থেকে যত শীঘ্র তফাৎ হোতে পারি, ততই গায়ে বাতাস লাগে, সেইটীই আমার একান্ত ইচ্ছা। কর্ম্মটা ছেড়ে দিয়ে চোলে যাওয়াই আমার বিশেষ চেষ্টা।

বাড়ীতে ফিরে আসবার পূর্ব্বে একবার আমি সেই প্রাচীন ব্যাঙ্কারের বাড়ী গেলেম। কুমারী ইউজিনি কেমন আছেন, সেইটী জেনে আস্‌বার জন্য, এক পক্ষের মধ্যে চার পাঁচ বার আমি সে বাড়ীতে গিয়েছি। সেখানে উপস্থিত হয়ে শুনলেম; কুমারী একটু ভাল আছেন। রোগটা দিন দিন আরাম হয়ে আসছে। লক্ষণ ভাল বটে, কিন্তু

তথাপি তিনি ঘরের বাহির হোতে পারেন না। পীড়াটা অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখনো তিনি পর্য্যন্ত শয্যাগত।

পরদিন বৈকালে লেডী পলিন বাড়ী এলেন। সঙ্গে এলো এমিলি আর ফ্লোরাইণ। আদফ এলো না। গৃহিণী যখন গাড়ী থেকে নামেন, তখন আমি প্রাঙ্গনেই ছিলেম, দেখলেম, তাঁর মুখখানি অত্যন্ত মলিন। সেই মলিনবদনে নূতন রাগের লক্ষণ জাজ্জ্বল্যমান। কাহারো সঙ্গে তিনি একটীও কথা কইলেন না। ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকেই ফিরে চাইলেননা। মাথা হেঁট কোরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। কাহারো সঙ্গে দেখা না কোরে; আপনার নিজ মহলেই লুকিয়ে গেলেন। একটু পরেই ফ্লোরাইণ আমার কাছে এলো। ডিউক বাড়ীতে আছেন কি না, আমাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমি জান্তেম, ডিউক বাড়ীতে নাই, উত্তরও কোল্লেম তাই। ফ্লোরাইণ পুনর্ব্বার বোল্লে, "এলেই তুমি বোলো, কর্ত্রী তাঁরে ডেকেছেন। আস্বামাত্রেই যেন দেখা করেন।"—এই কথা বোলেই অত্যন্ত চঞ্চলপদে ফ্লোরাইণ সেখান থেকে চোলে গেল। ভাবভঙ্গী দেখে আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌লেম, ফ্লোরাইণেরও তখন ভারী রাগ। সে রাগের অপর কারণ আর কিছু না থাকুক, আদফের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা, আদফের জবাব হয়েছে, ফ্লোরাইণের মনে বিরহ লেগেছে, জবাবের হেতুই এক রকম আমি, সেই কারণেই আমার উপর ফ্লোরাইণের রাগ।

ফ্লোরাইণ ত চোলে গেল। একটু পরেই এমিলির সঙ্গে আমার দেখা হলো। এমিলি একটু তাড়াতাড়ি বোল্লে, "আদফের জবাব হয়েছে। যখন জবাব হয়, তখন তুমি না কি সেখানে ছিলে? কাল বৈকালে আদফ আমাদের কাছে মার্শেলের বাড়ীতে গিয়েছিল। গৃহিণীকে সব কথা জানিয়েছে।—কেবল জাবাবের কথা নয়, তুমি তারে ধমক দিয়েছিলে, মার্‌বে বোলেছিলে, সে সব কথাও বোলে দিয়েছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা আমি শুনেছি। আড়ালে থাক্‌বার কথাই বা কেন বলি?—আমাদের গৃহিণী আমাদের সাক্ষাতেই আদফকে ঐ সকল কথা বোল্‌তে আদেশ করেন। আমি আর ফ্লোরাইণ, দুজনেই আমরা শুনেছি। গৃহিণীর ত ভারী রাগ। রেগে রেগে তিনি বোলেছেন, "দাসীচাকরেরা এই সকল কথা শুন্‌বে!—কেন শুন্‌বে না? আজ বাদে কাল পৃথিবীশুদ্ধ লোকে যে সব কথা জান্‌বে, আগে থাক্‌তে চাকরদাসীরা জেনে রাখে, তাতে আবার লুকোচুরি কি জন্য?"—তাই ত জোসেফ! কর্ত্তা বাড়ী এলে, কি যে ভয়ানক কাণ্ড হবে, তাই ভেবেই ভয়ে আমি কাঁপ্‌ছি!"

"আমারও ভয় হোচ্চে।"—এমিলির কথায় চমকিত হয়ে, আমিও সমস্বরে বোল্লেম, "আমারও ভয় হোচ্চে। আচ্ছা এমিলি! যতদিন তোমরা মার্শেলের বাড়ীতে ছিলে, আদফ ততদিন কোথায় ছিল? সে ধূর্ত্ত কি সেই অবধি বরাবর প্যারিসেই আছে?"

এমিলি উত্তর কোল্লে, "প্রায় সেই রকম বটে। কুমারী লিগ্‌নীর বাড়ীতে আমাদের কর্ত্তা যাওয়া আসা কোল্লেন, আদফ সেইটী ধর্‌বার জন্য সন্ধানে সন্ধানে ছিল।"

ধোত্তে পেরেছে কিম্বা কোন সন্ধান পেয়েছে, আগে আমরা তা জান্তে পারি নাই। কাল প্রাতঃকালে আবার এসেছিল। তোমার চক্ষে ধরা পোড়্বে, তেমন কোরে তুমি তারে আট্‌কে ফেল্‌বে, আদৌ সেটা সে ভাবে নাই। গৃহিণী অঙ্গীকার কোরেছেন, আদফের ভাল কোর্‌বেন। অঙ্গীকার করা আছে বটে, কিন্তু কর্ত্তা জবাব দিয়েছেন, সাহস কোরে সঙ্গে আন্‌তে পারেন নাই। ফ্লোরাইণের প্রাণে বড় ব্যথা লেগেছে। জান তুমি কেন, পূর্ব্বেই সে কথা তোমারে আমি বোলেছি। আদফের সঙ্গে ফ্লোরাইণের বিবাহ। দেখ জোসেফ ! ও সব কথা ত আছেই, তোমার উপর আমাদের গৃহিণীর ভয়ানক রাগ। তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন, তুমিই আদফকে ডিউকের কাছে ধোরিয়ে দিয়েছ। তোমার যাতে জবাব হয়, তিনি সেজন্য ভারী জেদাজিদি কোর্‌বেন !"

মনে মনে হেসে, আমি উত্তর দিলেম, "তোমাদের গৃহিণী আমার মনের কথা টেনে নিয়েছেন ! নিজেই যে-সংকল্প আমি কোরে রেখেছি, লেডী পলিন সেই কথার উপরেই জেদাজেদি কোর্‌বেন। ভাল কথাইত বটে। দেখ এমিলি ! এ বাড়ীতে আমি আর থাক্‌ছি না। জ্বালাতন হয়ে গেছি। আমি সংকল্প কোরেছি, যত শীঘ্র পারি, চাক্‌রী ছেড়ে পালিয়ে যাব।"

সরলা এমিলি কিছু বোল্‌বে বোল্‌বে মনে কোচ্ছিল, গৃহিণীর ঘরে ঘণ্টাধ্বনি হলো। এমিলি তাড়াতাড়ি গৃহিণীর ঘরেই চোলে গেল। আমি উপর থেকে নেমে এলেম। এসেই দেখি, ডিউকবাহাদুর ফিরে আস্‌ছেন। ফ্লোরাইণ আমারে যে-কথা বোলে গিয়েছিল, তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ তাঁরে আমি দিলেম। ডিউকের মুখখানি হঠাৎ যেন অন্ধকার হয়ে গেল। আমার কথায় একটীও উত্তর দিলেন না। মাথা হেঁট কোরে সরাসর গৃহিণীর মহলে প্রবেশ কোল্লেন।

তখন সন্ধ্যাকাল। ছটা বেজে গেছে। আমার মন তখন অত্যন্ত অস্থির। ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে, চিরজীবনের জন্য যাঁরা সংসারসুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাঁরা দুজনে আজ কি ভয়ানক খেলাই খেলাবেন,—সংসারসুখে আগুন দিবেন, সেই ভয়ানক ফলাফল ভেবেই, আরও আমার মন খারাপ হলো। বাড়ীতে আর তিষ্টিতে পাল্লেম না। বেড়াতে বেরুলেম। বাড়ীর বাগানেই বেড়াতে গেলেম।

আগষ্টমাস। অত্যন্ত গ্রীষ্ম। সন্ধ্যাসমাগমে একটু বাতাস উঠ্‌লো। বাতাসটা কিছু ঠাণ্ডা বোধ হোতে লাগ্‌লো। বেড়াতে বেড়াতে সেই সুশীতল সন্ধ্যাসমীরণে আমার শরীর যেন একটু জুড়ুলো,—মন জুড়ুলো না। প্রায় একঘণ্টা ভ্রমণ কোল্লেম। একঘণ্টা পরে এমিলিও সেই বাগানে এলো। আমি দেখ্‌লেম, এমিলির তখন মুখের ভাব সেরকম নাই। মুখ তখন অত্যন্ত ম্লান। এমিলি তখন অত্যন্ত বিষাদিনী। এমিলি কেঁদেছে। সুন্দরবদনে অশ্রুধারার দাগ রয়েছে।

অত্যন্ত বিমর্ষবদনে ভগ্নস্বরে এমিলি বোল্লে, "জোসেফ ! যা ভেবেছি, তাই হলো ! ভয়ঙ্কর কাণ্ড বেধে গেছে !"

এই পর্য্যন্ত বোলেই এমিলি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ আর কথা কইতে পাল্লে না। একটু সাম্‌লে, আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "কর্ত্তা যখন গৃহিণীর ঘরে গেলেন, আমি তখন সেখানে ছিলেম। ফ্লোরাইণও ছিল। কর্ত্তা আমাদের দুজনকেই বেরিয়ে আসতে বোল্লেন। গৃহিণী যেন বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া বাধা দিলেন।—সুধু কেবল বাধা দেওয়া নয়, আমাদের উভয়কেই তিনি ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম দিলেন।"

আমি বিবেচনা কোল্লেম, প্রথমমুহূর্ত্তেই ত বেশ পাকাপাকি। পতির হুকুম অমান্য কোরে, নিজের হুকুম চালানো, এটা ত দেখ্‌ছি, মহা অনর্থের পূর্ব্বলক্ষণ। এমিলি আরও কি ভয়ঙ্কর কথা বলে, কিছুমাত্র প্রতিবাদ না কোরে, সেই সব কথা শোন্‌বার জন্যই, সবিস্ময়ে এমিলির মুখপানে আমি চেয়ে থাক্‌লেম।

এমিলি বোলতে লাগ্‌লো, "তখনকার রাগের কথা বল্‌বার নয়। খুব জোরে জোরে গৃহিণী ডিউককে বোল্লেন, তুমি এ বাড়ীর কর্ত্তা। কথায় কথায় কর্ত্তৃত্ব ফলাতে চাও, যা মনে আসে, তাই কর, ইচ্ছা হোলেই পুরুষ চাকরদের জবাব দিতে পার, কিন্তু জেনো—জেনো—নিশ্চয় জেনো, আমার সহচরীদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই! তোমার হুকুম তারা মানবে না!"

"কথাকটী শুনেই কর্ত্তা অম্‌নি পাছু হেট্‌লেন। দরজার দিকে মুখ ফিরালেন। বেরিয়ে আসেন, এম্‌নি উপক্রম। অস্ফুটস্বরে মুখে বোল্লেন, 'সুবিধামত আর এক সময় আমি এসে দেখা কোর্‌বো'

"ওঃ! বোল্‌বো কি জোসেফ! আমাদের গৃহিণীর ভাবভঙ্গী তখন যদি তুমি দেখ্‌তে, উঃ!—ঠিক যেন বাঘিনী!—ঠিক বাঘিনীর মত লম্ফ দিয়ে, আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একলাফে দরজার কাছে উপস্থিত হোলেন। কট্‌ কট্‌ শব্দে দরজায় চাবী দিলেন। চাবীটী নিজে হাতে কোরেই রাখ্‌লেন। তার পরেই, এই আর কি! যাচ্ছে তাই গালাগালি! আমারে ফাঁকি দিয়ে, সর্ব্বদাই তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে, অপর মেয়েমানুষের কাছে যাও। চর রেখেছি? কেন রাখ্‌বো না?—কোথায় তুমি কি কর, সেটী আমারে শোতেই হবে। যাকে ইচ্ছা, তাকেই আমি চর রাখ্‌বো; রেখেছিও তা। কেন রাখ্‌বো না? তুমি আমারে অষ্টপ্রহর জ্বালাও, আমি কেন তোমারে ছাড়্‌বো? আজ আমি এই তোমার সাক্ষাতে দিব্বি কোরে বোল্‌ছি, যত কিছু কোরেছ, যত যন্ত্রণা দিয়েছ, তুমি নিজেই যদি তার প্রতিবিধান না কর, আজিই আমি জন্মের মত এ ঘরসংসার ছেড়ে বাপের বাড়ী চোলে যাব।"

"ডিউকবাহাদুর অনেক মিনতি কোত্তে লাগ্‌লেন। বারবার মিষ্টকথায় শান্ত হোতে বোল্লেন। কেই বা শান্ত হয়, কারেই বা শান্ত হোতে বলা। জ্বলন্তক্রোধে গৃহিণীর মুখ রক্তবর্ণ! মুখে কেবল অনবরত ছড়াগাথা গালাগালি,—ভৎসনার উপর

সে রকম ভয়ঙ্কর কাণ্ড চক্ষে দেখা যায় না, সে রকম ভয়ঙ্কর বাক্য কর্ণে শুনা যায় না ! আমার তখন এমনি যন্ত্রণা হোতে লাগ্‌লো যে, আমি কেঁদে ফেল্লেম। কিন্তু ফ্লোরাইণটা মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগ্‌লো। স্ত্রীর কাছে স্বামী গালাগালি খাচ্চেন, তাই দেখে ফ্লোরাইণের যেন খুসীর সীমা থাক্‌লো না !"

স্ত্রীপুরুষের কলহে আমার নামটী উঠেছিল কি না, সেইটী শোন্‌বার জন্য, আমার বড়ই কৌতূহল হলো।—সাদা কৌতূহল নয়, মন বড় চঞ্চল হলো। এমিলিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "গালাগালি খেয়ে ডিউক তখন কি কোল্লেন ? ভালকথায় বাঘিনী শান্ত হোলেন না দেখে, ডিউক তাঁরে কি বোল্লেন ?"

"ডিউকের মাথা ঘুরে গেল। পত্নী যত রেগে রেগে উঠেন, দায়ে প্লোড়ে তিনি তত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হন। বারম্বার মিনতি কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, 'স্থির হও, একটু স্থির হয়ে আমার কথা শোন। তুমি যে কদিন এখানে ছিলে না, কুমারী লিগ্‌নীর সঙ্গে সে কদিন আমি দেখা কোত্তে গিয়েছি, এ কথা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মত বোল্‌ছি, সেখানে যাওয়া কেবল শুদ্ধ বন্ধুত্বের খাতিরে। লিগ্‌নীর সঙ্গে আমার বিরুদ্ধভাব কিছুই নাই। সে জন্য তুমি চর রাখ্‌তে পার না। আমার কার্য্যের অনুসন্ধানের জন্য পশ্চাতে পশ্চাতে গুপ্তচর রাখা—এমন ঘৃণিতকার্য্যে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। গুপ্তচরের মুখে যে সব কথা শুনে, বিবাহিতা পত্নীর মনে পতির প্রতি মিথ্যাসংশয় জন্মে, সে সংশয় ভঞ্জনের জন্য তোমার কাছে আমি কোনপ্রকার সত্যবন্দী হোতে পারি না। তোমার পিতাই আমাদের পরস্পর মনোবাদ বাড়িয়ে তুল্‌ছেন। তিনি যদি মধ্যবর্ত্তী হয়ে, বিবাদটা মিটিয়ে দেন, তা হোলেই ত সব গোল চুকে যায়। তা তিনি করেন না।'—মহাক্রোধে গৃহিণী বোলে উঠ্‌লেন, 'কি হোলে সব গোল চুকে যায় ? আমাকে তুমি কোত্তে বল কি ?'—কর্ত্তা উত্তর কোল্লেন, 'তোমার পিতা আমাদের কথায় কোন কথা না কন, অতঃপর আর গুপ্তচর রাখা না হয়, পুত্রকে বিদেশে পাঠান হয়েছে, তাঁরে বাড়ীতে আনান হয়, কুমারী ইউজিনিকে বিবাহ করা মার্ক্‌ইসের ইচ্ছা, সে বিষয়ে তত্দূর শঙ্কাশক্তি করা না হয়। এই ত আমার মনের কথা। এই রকম বন্দোবস্ত হোলেই পরস্পর মনোভঙ্গের অন্য কোন বিশেষ হেতু বিদ্যমান থাকে না।'—গৃহিণী বোল্লেন, 'তুমি যদি শপথ কোরে কুমারী লিগ্‌নীর সঙ্গে দেখা করা বন্ধ কর, তুমি দেখ্‌তে পার না বোলে আদফকে যেমন জবাব দিয়েছ, আমার ইচ্ছায় জোসেফ উইলমটকেও সেই রকমে জবাব দেওয়া হোক্। কেননা, জোসেফ উইলমট আমার অপ্রিয়, আমি জোসেফ উইলমটকে দেখ্‌তে পারি না।'—দেখ জোসেফ ! ডিউক বাহাদুর তোমার পক্ষ অবলম্বন কোল্লেন। বারম্বার তিনি বোল্লেন, 'জোসেফ উইলমটের কিছুমাত্র দোষ নাই। জোসেফকে জবাব দেওয়া হোতে পারে না।'—ডিউকের এই রকম সতেজ উত্তরে তেজস্বিনী গৃহিণী আরও রেগে উঠ্‌লেন, গণ্ডগোলটা আবার নূতন হয়ে বেড়ে উঠ্‌লো। সেই শোকাবহ অভিনয়টা অকস্মাৎ এক নূতনমূর্ত্তি পরিগ্রহ কোল্লে। আমাদের গৃহিণী

সরাসর পতির কাছে এগিয়ে গিয়ে একটু যেন শান্তস্বরে—ভ্রূকুটীকুটিল ভঙ্গীতে, চুপি চুপি বোল্লেন, 'তোমার কাণে কাণে আমার একটী কথা।'—ডিউক সেই কাণে কাণে কথা শুনলেন। মুখের বর্ণ বিবর্ণ হলো। বদ্ধস্বরে তিনি উত্তর কোল্লেন, 'ওঃ! সেই কথা বোলে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্চো?'—গৃহিণী তখন ঠিক যেন রণবিজয়িনী হোলেন। সেই রকম হিংসাপূর্ণ গর্ব্বভরে স্বামীর কাছ থেকে সোরে এলেন। ডিউক কিয়ৎক্ষণ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ কোর্ত্তে লাগ্লেন। মৃদুস্বরে বোল্লেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, বিবেচনা করা যাবে। অনেকক্ষণ আমরা বাদানুবাদ কোল্লেম। অমপান যতদূর হবার, তা হলো। এখন মিনতি করি, দরজা খুলে দেও, এখন আমি চোলে যাই।'—কটমটচক্ষে ডিউকের দিকে চেয়ে, গৃহিণী তখন দরজার চাবীটা ফ্লোরাইণের কাছে ছুড়ে ফেলে দিলেন। ফ্লোরাইণও মুখ বাঁকাইয়া কুড়াইয়া লইল। ফ্লোরাইণ চাবী খুলে দিলে, ডিউক প্রস্থান কোল্লেন।"

এই পর্য্যন্ত বোলেই এমিলি থাম্‌লো। যত কথা হয়ে গেল, আগাগোড়া সমস্তই আমি মনে মনে আলোচনা কোল্লেম। স্বামীর কাণে কাণে তেজস্বিনী মহিলা যে কথাটী বোল্লেন, তাও আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। উঃ! ভয়ঙ্কর কথা! ডিউকের জীবনে যে মহাকলঙ্ক স্পর্শ কোরেছে, সেটী যদি প্রকাশ হয়, অপমানের চূড়ান্ত হবে। মান অপমান এখন পত্নীর দয়ার উপর নির্ভর কোচ্চে। আমার কর্ম্মে জবাব দিবার কথা, সেটাতে আমি খুসী আছি। পত্নীর অনুরোধে ডিউক বাহাদুর যত শীঘ্র তাতে রাজী হন, ততই আমার পক্ষে ভাল। তা হোলে ত আমি বেঁচে যাই। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সংবাদ পেলেই সেই মনোহর প্রাসাদ পরিত্যাগ কোরে, যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই আমি চোলে যাই। জবাবের পূর্ব্বে প্রস্থানের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। সে খবরটা আমার পক্ষে মন্দ খবর নয়। মনের স্ফূর্ত্তিতেই এমিলিকে সে কথা আমি বোল্লেম। এমিলির সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ আমার অনেকরকম কথা হলো। ছাড়াছাড়ি হবার পূর্ব্বে এমিলিকে আমি বিশেষ কোরে বোলে দিলেম, ফ্লোরাইণের সঙ্গে দেখা হোলে, তারে তুমি বোলো, অনুমতি পাবামাত্রই এ বাড়ী আমি পরিত্যাগ কোর্‌বো। ফ্লোরাইণ যেন ডিউক-মহিলাকে অবিলম্বে এ কথাটী জানায়। যে রকম রফার কথা হয়েছে, সে রকম রফা হোলে, পতিপত্নীতে পুনর্ম্মিলন হয়, তার ভিতর আমি একজন। লেডী পলিন আমার জবাবের জন্য জেদাজিদি কোচ্চেন। আমার জবাব ত আমি নিজেই চাচ্চি। আমার জবাবে যদি এ সংসারে সুখশান্তির স্থান হয়, বাস্তবিক তা হোলে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হব।"

এমিলি চোলে গেল। আমি ডিউকের গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। সবেমাত্র ঘরের দরজার কাছে আমি উপস্থিত হয়েছি, হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেম, ডিউক বড় ব্যস্ত। সম্মুখে দুটী শিশি। শিশিতে এক রকম আরক। ডিউকবাহাদুর দুটী শিশির আরক একসঙ্গে মিশ্রিত কোচ্ছিলেন। আমি উপস্থিত হবামাত্র ডিউক অতিশয় ব্যস্ত হয়ে, তাড়াতাড়ি, শিশিদুটীর উপর একখানি রুমাল ঢাকা দিয়ে ফেল্লেন। যেন কিছু চঞ্চল হয়েই

আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি খবর জোসেফ ! আবার তুমি এখন কি খবর আন্‌লে ? নূতন কিছু ঘোটেছে না কি ? আমাকে পাগল কোর্‌বে না কি ?"

আমিও চঞ্চল হয়ে উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয় ! নূতন ঘটনা কিছুই নাই। আমারে আপ্‌নি অকৃতজ্ঞ বিবেচনা কোর্‌বেন না। আপ্‌নি আমার বিস্তর উপকার কোরেছেন। এখন আমার কেবল এইমাত্র মিনতি,—এইমাত্র প্রার্থনা, আপ্‌নি আমারে জবাব দিন। কাজের গতিকে এ কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই আমার আশু কর্ত্তব্য হয়েছে। আপ্‌নি আমারে জবাব দিন।"

"তোমার জবাব ?"—হঠাৎ কি যেন মনে কোরে, গুম্ভিতকণ্ঠে ডিউকবাহাদুর পুনরুক্তি কোল্লেন, "তোমার জবাব ? ওঃ !—তাই হয়ত হবে ! তা নৈলে আর আচ্ছা, এমিলি কিম্বা ফ্লোরাইণ কি কিছু তোমাকে—"

অসমাপ্ত কথার তাৎপর্য্য আমি তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌লেম। সখীদের মুখে আমার জবাবের প্রস্তাব আমি যেন কিছু শুনেছি, ডিউক বাহাদুর সেই কথাই বোল্‌ছিলেন। ততদূর আমি বোল্‌তে দিলেম না। নিজেই উত্তর কোল্লেম, "আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, আমি এ বাড়ীতে থাকি, আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সে রকম ইচ্ছা নয়। আমি এখানে থাক্‌তে তাঁর অসুখের কারণ উপস্থিত হোচ্চে। গত কল্য প্রাতঃকালে আদফকে আমি মোরেছি,—তাড়না কোরেছি, তাতেই তিনি আরও রেগেছেন। দোহাই মহাশয় ! অনুমতি করুন, যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই আমি চোলে যাই ;—আর আমি এ বাড়ীতে থাক্‌বো না। আপ্‌নি যদি—"

বাধা দিয়ে ডিউক বাহাদুর বোল্লেন, "আমি কোথাও বেড়াতে যাব মনে কোচ্চি। কল্যই যাব। ইচ্ছা কোরেছি, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। শুন জোসেফ ! স্ত্রীর সঙ্গে আমার যে রকম বাদানুবাদ চোল্‌ছে, তা তুমি শুনেছ ? এমন হুলুস্থূলের সময় কিছুদিন বাহিরে বাহিরে থাকাই ভাল। ফ্রান্সের দক্ষিণভাগে আমার একটী জমীদারী আছে। সেই জমীদারীতেই আমি যাব। যতদিন বাহিরে থাক্‌বো, তত দিন এখানে আমাদের হিতাভিলাষী বন্ধুরা আমার পত্নীকে সান্ত্বনা কোরে, পুনর্ম্মিলনের বন্দোবস্ত কোর্‌বেন। তা হোলেই আমরা সুখী হব। আমার পত্নী অবশ্যই বাড়ীতেই থাক্‌বেন, আমার জন্য তিনি জ্বালাতন হয়েছেন, সেটা বড় মিথ্যা নয়। সব আমি জানি। তাঁর যখন ভয়ানক হিংসা,—ভয়ানক সংশয়—ভয়ানক রাগ, তখন আমি নিজে ভালকথা বোলে, তাঁরে শান্ত কোত্তে পার্‌বো না। আমি বাড়ী ছেড়ে গেলেই সকলদিকে সুবিধা হবে। যে কথা তোমারে আমি বোল্লেম, দেখ জোসেফ ! ভাল কোরে বিবেচনা কর, তুমি অতি সৎ ছোক্‌রা, তোমার বুদ্ধিও ভাল, মনও ভাল। তোমারে আমি সব রকমেই ভালবাসি। তোমার প্রতি আমার একটুও অবিশ্বাস নাই। সেই জন্যই তোমার সাক্ষাতে এ সকল গোপনীয় ঘরাও কথা আমি ভাঙ্‌লেম।"

ডিউক পলিন পদমর্য্যাদায় মহাগর্ব্বিত। আমি চাকর। আমার কাছে তিনি

ঘরাও কথা ভাঙ্‌লেন। বন্ধু যেমন বান্ধব কাছে মনের কথা বলেন,—সমানে সমানে যেমন বিশ্বস্ত বাক্যালাপ হয়, ততবড় গর্ব্বিত ডিউক আমার কাছে ঠিক সেই রকম ভাব দেখালেন। আমার একটু বিস্ময়বোধ হলো। খানিকক্ষণ অনেক কথা চিন্তা কোল্লেম। ডিউকের কাছে কৃতজ্ঞতাঋণে আমি ঋণী। এত কথার উপরেও আবার জেদ কোরে জবাব চাওয়া, বড়ই রূঢ়তার কার্য্য হয়। ডিউক বোল্‌ছেন, কল্যই বাড়ী থেকে চোলে যাবেন। আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবেন। তবে আর কেন জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করি? বাড়ীতে যদি না থাকি, তবে আর বাড়ীর কর্ত্রী আমার উপর কেনই বা বেজার হবেন? ভেবে চিন্তে উত্তর কোল্লেম, "আপ্‌নার যেরূপ ইচ্ছা, তাতেই আমি সম্মত আছি।"—আমার উত্তর শ্রবণে ডিউক বাহাদুরের শুষ্কমুখখানি প্রফুল্ল হলো।

একটু চিন্তা কোরে ডিউকবাহাদুর আবার বোল্লেন, "এতশীঘ্র আমি বাড়ী থেকে চোলে যাচ্ছি, এখন এ কথাটা কাহাকেও জানান হবে না। রাত্রে যখন আমার স্ত্রী শয়ন কোর্‌বেন, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিকঠাক কোরে, তখন আমি প্রয়োজনমত হুকুম দিব। কাহাকেও তুমি এখন এ কথা বোলো না। কল্য প্রাতঃকালে ঠিক নটার সময় গাড়ী প্রস্তুত চাই। কেহ যেন একথা জানে না। কথা যদি গৃহিণীর কাণে উঠে, বিদায়ের পূর্ব্বেই নূতন গণ্ডগোল বেঁধে উঠ্‌বে। কল্য প্রাতঃকালে তোমাকে আমি একখানি চিঠী দিব, গৃহিণীর একজন সহচরীর হাতে সেই চিঠীখানি তুমি দিও। সেই চিঠীতেই গৃহিণী জান্‌তে পার্‌বেন, আমার আসল অভিপ্রায়টা কি। বুঝ্‌লে কি না? এখন যাও তুমি! আমার একটু অন্য কাজ আছে।"

ঘর থেকে আমি বাহির হোলেম। রজনীপ্রভাতেই স্থানান্তরে যেতে হবে, আপ্‌নার শয়নঘরে গিয়ে, আবশ্যকমত জিনিসপত্রগুলি বেঁধে রাখ্‌লেম। ডিউকের এ পরামর্শটী খুব ভালই হয়েছে, মনের ভিতর আমার সেইরকম ধারণা হলো। যেরকম ঘটনা উপস্থিত, তাতে কোরে স্ত্রীপুরুষে আর এক বাড়ীতে থাকা সুখের কারণ হবে না। একজনের সোরে যাওয়াই সুপরামর্শ। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আপ্‌নার ঘরেই আমি সব জিনিসপত্র গুছালেম। দশটার পর আহারাদি সমাপ্ত হলো। আহারের পর আবার আমি শয়নঘরে প্রবেশ কোচ্ছি, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা, হঠাৎ যেন দেখ্‌তে পেলেম, অন্ধকার বারাণ্ডায় একজন লোক খুব তাড়াতাড়ি আমার পাশ কাটিয়ে চোলে গেল। চলনের ভঙ্গীতে ঠিক্ বুঝ্‌লেম, আমি যেন তারে দেখ্‌তে না পাই, সে লোকটার সেই চেষ্টা। এত তাড়াতাড়ি সে লোকটা চোলে গেল যে, অন্ধকারে আমি কেবল তার ছায়ামাত্র দেখ্‌লেম; গাঢাকা হয়ে একজন মানুষ চোলে গেল, কেবল এইমাত্র বুঝ্‌লেম। লোকটা না। একবার ভাব্‌লেম, সঙ্গে যাই, যদি চোর হয়, যদি আর কিছু হয়, মনে যদি কোন বদ্ মৎলব থাকে, সঙ্গে গিয়ে ধোরে ফেলি, তখনই আবার ভাব্‌লেম, বাড়ীর ভিতর এমন জায়গায় বদ্‌লোক কি কোরে আস্‌বে? ফটকে সদাসর্ব্বদা দরোয়ান থাকে, সন্ধ্যার পর আরো শক্ত পাহারা।

কোন অজানা লোক কখনই বাড়ীর ভিতর আস্তে পারে না। তবে কেন বৃথা গোলমাল করি? এই রকম ভেবেই আমি শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। এক রকম নিশ্চিন্ত হয়েই শয়ন কোল্লেম। শয়নমাত্রেই নিদ্রা।

রজনীপ্রভাতেই প্যারিস নগরী পরিত্যাগ কোরে যাব, মনের আহ্লাদে সে রাত্রে বেশ সুখে আমার নিদ্রা হয়েছিল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেম। হঠাৎ একটা এলোমেলো গোলমাল শুনে, শেষরাত্রে জেগে উঠ্‌লেম।—কেবল জেগে উঠা নয়, চোম্‌কে উঠ্‌লেম। তখন জানি না, কেমন কেমন একটা অজ্ঞাতভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। পরক্ষণেই শুন্‌লেম, চঞ্চলহস্তে, অত্যন্ত জোরে জোরে, একটা ঘণ্টাধ্বনি হোচ্চে। কাণ পেতে শুন্‌লেম, গৃহিণীর শয়নঘরের পাশে, যে ঘরে এমিলি থাকে, সেই ঘরে যে ঘণ্টা ঝোলে, সেই ঘণ্টার ভয়ঙ্কর ধ্বনি। ঘণ্টার রজ্জু গৃহিণীর ঘরেই থাকে, সেইখানে আকর্ষণ কোল্লেই এমিলির ঘরে ঘণ্টা বাজে। আমার ঘরের ঠিক সম্মুখেই এমিলির ঘর। শয্যা থেকে আমি লাফিয়ে উঠ্‌লেম। অবশ্যই কি একটা বিপদ ঘোটেছে, সেই ভয়েই আমি চঞ্চল হোলেম। গৃহিণীর হয় ত অকস্মাৎ কোন শক্ত পীড়া হয়েছে, সেই ভয়টাই মনে এলো। তখন সকাল। টেবিলের উপর আমার ঘড়ী ছিল, চঞ্চল কটাক্ষপাতেই জান্‌লেম, পাঁচটা বেজে গেছে। যে কাপড় সম্মুখে পেলেম, টেনে নিয়ে গায়ে দিলেম। অত্যন্ত চঞ্চলপদে নীচের ঘরে নেমে এলেম। ঘণ্টাধ্বনি তখন থেমে গেছে। নীচে এসেই আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো। অস্ফুট চীৎকারধ্বনি যেন বাড়ীময় প্রতিধ্বনি হোচ্চে। ধ্বনিটা যেন গৃহিণীর ঘরের দিক থেকেই আস্‌ছে। রাত্রিবাস কাপড়পরা, সহচরী এমিলি আতঙ্কে অধীরা হয়ে, একটা বন্ধ দরজা ঠেলাঠেলি কোচ্চে;—খুলতে পাচ্ছে না। ভিতর দিকে বন্ধ। এমিলিও অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। এমিলিরও সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে। আমারে দেখেই এমিলি হাঁপাতে হাঁপাতে আমার দিকে সভয় কটাক্ষনিক্ষেপ কোল্লে। উচ্চৈঃস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "জোসেফ!—জোসেফ! কি সর্ব্বনাশ ঘোটেছে!"

আতঙ্কে বিভ্রান্ত হয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কর্ত্রীর ঘরেই ঐ রকম শব্দ হোচ্চে। হয় ত তাঁর কোন বিপদ হয়েছে!"—এই কথা বোলেই দুম্ দুম্ কোরে দরজায় ঘা মাত্তে লাগ্‌লেম। বিভ্রান্ত হয়ে মনে কোল্লেম, দরজাটা ভেঙে ফেলি। শরীরে যতদূর শক্তি, প্রাণপণে চেষ্টা কোল্লেম, কিছুতেই ভাঙ্‌তে পাল্লেম না। ঘরের ভিতর ভীষণ যন্ত্রণার অস্ফুট চীৎকার! অল্পক্ষণের মধ্যেই সে চীৎকার থাম্‌লো। গ্যাঙানি আরম্ভ হলো।—"না, ছোটকথা নয়,—কোন ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘোটে থাক্‌বে! চল চল, অন্যদিক দিয়ে ঘুরে আসি;—চল চল, বাগানের দরজা দিয়ে প্রবেশ করি।"—ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আমরা দ্রুতগতি বাগানের পথে ছুট্‌লেম। অগ্রে আমি, পশ্চাতে এমিলি। গৃহিণীর শয়নঘরের নিকটে পৌঁছিলেম। একটা গবাক্ষের উপর উঠ্‌লেম। গৃহমধ্যে অনবরত গ্যাঙানি আর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস! এই লক্ষণ ছাড়া

আর কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না। জানালা ভেঙে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার চেষ্টা কোল্লেম, অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে, জানালায় পুনঃপুন আঘাত কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। কিছুতেই কিছু ফল হলো না। হঠাৎ উপর দিকে চেয়ে দেখি, ডিউকবাহাদুর যে ঘরে থাকেন, সেই দিকের একটা চিম্‌নি দিয়ে হুহুশব্দে ধোঁয়া উঠ্‌ছে। এমিলিকে সেই ধোঁয়া দেখালেম। সেই সময় ডিউকের প্রধান কিঙ্কর, আরও তিন চারিজন চাকর সেইখানে এসে উপস্থিত হলো। একজন আমারে বোল্লে, "তুমি জানালার খড়খড়িতে ঘা দেও, আমরা দরজা খোল্‌বার চেষ্টা করি।"—তারা চেষ্টা আরম্ভ কোল্লে, আমিও বারম্বার ডিউকের শয়নঘরের জানালায় ঘা মাত্তে লাগ্‌লেম,—নাম ধোরে ডাক্‌তে লাগ্‌লেম, কর্ত্রীর ঘরে বিপদ ঘোটেছে, উচ্চৈঃস্বরে সে কথাও বাররার বোল্লেম। কিছুই উত্তর পেলেম না। তখনকার মুহূর্ত্তকাল আমার পক্ষে যেন একযুগ বোধ হোতে লাগ্‌লো। অবশেষে জানালার একখানা গেলাস ভেঙে পোড়্‌লো। জানালাটা খুলে গেল। ডিউকের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেম। তিনি ডেকে ডেকে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "চোর,—চোর!—দূর হ!—দূর হ!—এখনই আমি গুলি কোর্‌বো।"

সভয়কণ্ঠে আমি চীৎকার কোরে বোল্লেম, "দোহাই মহাশয়! আপনি দরজা খুলুন!"

বিস্মিতস্বরে ডিউক বাহাদুর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে—কে?—কে তুমি? জোসেফ! তুমি কেন এত ভোরবেলা এখানে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! আমি। শীঘ্র দরজা খুলে দিন!—আমাদের কর্ত্রীর ঘরে ভয়ানক বিপদ ঘোটেছে!"

অপরাপর লোকেরা ধমাধম শব্দে দরজায় আঘাত কোচ্ছিলো, ডিউকবাহাদুর বোলে উঠ্‌লেন, "তোমাদের কর্ত্রীর ঘরে বিপদ? দাঁড়াও, দাড়াও, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি!"—তিনি ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই বাহিরের লোকেরা দরজাটা ভেঙে ফেল্লে। আমিও সেই সময় তাদের সঙ্গে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সকলেই ভয় পেয়েছিল। ক্ষণকালের মধ্যে আরও পাঁচ ছজন দাসীচাকর ছুটে সেইখানে জুট্‌লো। ডিউকের ঘর থেকে বেরিয়ে, কর্ত্রীর ঘরের দরজা ভেঙে এককালে আমরা সকলেই সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ ।

হত্যাকাণ্ড !

কি ভয়ানক দৃশ্য ! কৌচের কাছে কার্পেটের উপর অভাগিনী লেডী পলিন চৈতন্য শূন্য হয়ে পোড়ে আছেন ! অঙ্গের সমস্ত বস্ত্রে রক্তমাখা ! মাথার সমস্ত চুল রক্তমাখা ! কপালখানা যেন ঠুকে ঠুকে চূর্ণ কোরে ফেলেছে ! বক্ষস্থলে বহুতর অস্ত্রাঘাত ! আঘাতের সমস্ত রন্ধ্রপথ থেকে রক্তধারা ঝুঁজিয়ে পোড়্‌ছে ! চক্ষে—স্কন্ধে—বাহুতে অগণিত অস্ত্রাঘাত ! একটা ক্ষতস্থানে একখানা ছোরার ফলা ভেঙে রয়েছে। কার্পেটের উপর একটা পিস্তল পোড়ে আছে। পিস্তলটাও রক্তমাখা। বিছানার দিকে যে ঘণ্টার দড়ী থাকে,সেই দড়ীগাছটা ছিঁড়ে ফেলেছে। দড়ীগাছটাও কার্পেটের উপর রক্তে ডুবে পোড়ে রয়েছে। বিছানার সমস্ত বস্ত্রে—চাদরে—বালিশে—কৌচের গায়ে—দেয়ালে—ঘরের আসবাবপত্রে রক্তমাখা হাতের দাগ ! ঘরের চেয়ার টেবিল উল্‌টে পোড়ে গেছে। সেই সকল লক্ষণ দেখে আমি অনুমান কোল্লেম, মৃত্যুযন্ত্রণায় ডিউকপত্নী ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ কোরেছেন,—মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ কোরেছেন, যেটা সাম্‌নে পোড়েছে, সেইটেই ধোরেছেন,—যেটা ধোরেছেন, যেদিকে গিয়েছেন,সর্ব্বস্থানেই রক্তের ছড়াছড়ি ! তখনো পর্য্যন্ত একটু একটু প্রাণ আছে, একটু একটু নিশ্বাস পোড়্‌ছে। অচেতন অবস্থায় তিনি ফ্যালফ্যাল কোরে চেয়ে আছেন। কিছুই হয় ত দেখ্‌তে পাচ্চেন না,—কিছুই হয় ত জান্‌তে পাচ্চেন না ! কিন্তু চক্ষুদুটী উন্মীলিত। গলা ঘড়্‌ঘড়্‌ কোচ্চে। শ্বাসনিশ্বাসে রক্তাক্ত বক্ষ এক একবার কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। কথা কবার শক্তি নাই !

ঘরে আমরা প্রায় বারোজন। স্ত্রীপুরুষ উভয়ই একত্র। চারি পাঁচজনে ধরাধরি কোরে, হতভাগিনীর রক্তাক্ত কলেবর শয্যার উপর নিয়ে শোয়ালে। আর কোন দিকেই আমার দৃষ্টি ছিল না। যে দেহ থেকে প্রাণবিহঙ্গ অতি শীঘ্রই উড়ে যাবে, সেই দেহের প্রতিই নির্বিচ্ছিন্ন আমার উদাস দৃষ্টি ! অকস্মাৎ ঘরের সকলের দিকে যখন আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, তখন দেখি, সেই কর্ম্মচ্যুত বিতাড়িত আদফ,সেই ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। যারা সেই অচেতন দেহ শয্যার উপর তোলে, আদফ তাদের সঙ্গে ছিল। কেন ছিল, আদফ কেন সেখানে এসেছে, সেটা আমার জান্‌বার সময় হলো না। একটী লোক রাত্রিবাস বসনে বিজড়িত হয়ে হঠাৎ সেই স্থানে প্রবেশ কোল্লেন। ডিউকপত্নীর রক্তমাখা দেহের উপর আছাড় খেয়ে পোড়ে, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। তিনিই ডিউক পলিন।

অনেকের মুখেই সে সময় নানারকম তাড়াতাড়ি কথা। সকলেই পরামর্শ কোচ্চে,

ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। অত্যন্ত আতঙ্কে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে, আরও কেহ কেহ বোলে উঠ্‌লো, পুলিসেও খবর দিতে হবে।

কথা পড়্‌বামাত্র জনকত চাকর অস্থিরগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যারা থাক্‌লো, তাদের ভিতর দেখ্‌লেম, আদফ দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই বিস্ময়াপন্ন হয়ে বোলে উঠ্‌লো, "এ কে? এ কে? আদফ এখানে কেমন কোরে এলো?"—পত্নীর বুকের উপর থেকে লাফিয়ে উঠে,আদফের গলার বগ্‌লস্ ধোরে, ক্রোধকম্পিত গর্জ্জনস্বরে ডিউকবাহাদুর বোলে উঠ্‌লেন, "নরাধম! তুই আমার স্ত্রীকে খুন্ কোরেছিস্!"

আদফ যেন মরার মত সাদা হয়ে গেল। থর্‌থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। পশ্চাদ্দিকে হেঁটে পোড়্‌লো। কথা কবার চেষ্টা কোল্লে, পাল্লে না। একটী কথাও মুখ দিয়ে বেরুলো না। সকলের চক্ষুই সেই অভাগার দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। সকলের মনেই সমান সন্দেহ দাঁড়ালো। আমাদের সকলেরই রাত্রিবাস পরিধান। যে যা সাম্‌নে পেয়েছে, তাই জোড়িয়ে এসেছে।—সম্পূর্ণ উলঙ্গ নয়, কেবল এইমাত্র বিশেষ। কিন্তু আদফ রীতিমত পোষাকপরা। দেখেই বোধ হলো, সমস্ত রাত্রি সে ব্যক্তি শয়ন করে নাই।

সেই সময় অকস্মাৎ আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ওঃ! রাত্রে তবে এই ব্যক্তিকেই আমি দেখেছিলেম!"

আমার রসনা থেকে ঐ বাক্যটী উচ্চারিত হবামাত্রই, সকলে সাগ্রহ চমকিতনয়নে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তখন আমি বোল্লেম, "কাল রাত্রে—রাত্রি আন্দাজ দশটা কি এগারোটা,—আমি যখন শয়নঘরে প্রবেশ কোত্তে যাই, বারাণ্ডা অন্ধকার ছিল, অন্ধকারেই আমি দেখ্‌লেম, একজন মানুষ চুপিচুপি আমার পাশ কাটিয়ে, ভোঁ ভোঁ কোরে চোলে গেল। কে সে, অন্ধকারে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।"

এই সময় একজন চাকর বিছানার নীচে থেকে একটা টুপী কুড়িয়ে নিয়ে, বিস্মিত উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লো, "এই যে আদফের টুপী!"

"ধর্!—ধর্!—নিয়ে যা! নিয়ে যা!—আমার চক্ষের কাছ থেকে টেনে নিয়ে যা! যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিস না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আটক কোরে রাখ্! এই বদ্‌মাস—এই পাষণ্ড আমার—আমার অভাগিনী স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে!"—অত্যন্ত দুঃখে—অত্যন্ত ক্রোধে, ডিউকবাহাদুর চাকরদের প্রতি এই রকম হুকুম দিলেন।

ভয়ানক অভিযোগে হতভম্ব হয়ে, আদফ কেবল থরহরি কম্পিত হোতে লাগ্‌লো। যেন কিছু বোল্‌বে বোলে হাঁ কোত্তে লাগ্‌লো,—কথা যেন গলা পর্য্যন্ত এলো, কিন্তু একটী বাক্যও নির্গত হলো না। লোকেরা তারে জোর কোরে, টেনে হিঁচ্‌ড়ে ঘর থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেল।

এক মিনিটের মধ্যেই বন্দী আদফ আমাদের চক্ষের অন্তর হয়ে গেল। আগাগোড়া ঘটনাটা অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সমাধা হয়েছিল, বর্ণনা কোত্তে অনেকক্ষণ গেল।

দুটী সখী তখন ডিউকপত্নীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিল। এমিলি তার কর্ত্রীর মুখে একটু একটু জল দিবার প্রয়াস পেয়েছিল, সে প্রয়াস বৃথা। এক বিন্দুও কণ্ঠস্থ হলো না! যমদূত তখন নিকটে! আদফকে বাহির কোরে নিয়ে যাবার পর, এক মিনিটের মধ্যেই অভাগিনী লেডী পলিনের প্রাণান্ত!

শোকে—দুঃখে, ডিউক পলিন তখন এম্‌নি আচ্ছন্ন হয়ে পোড়্‌লেন যে, তিনি আর দাঁড়াতে পাল্লেন না। যেন উন্মত্তের ন্যায় একখানা চেয়ারের উপর বোসে, পাগলের মত ঘন ঘন ইতস্তত দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি তাঁরে তখন সেখান থেকে সোরে যেতে বোল্লেম। আমিই তাঁর হাত ধোরে পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে নিয়ে গেলেম। সে ঘরটী লেডী পলিনের তোষাখানা। ডিউককে আমি এক গেলাস জল দিলেম। একটুখানি খেয়েই তিনি যেন কিছু আরাম বোধ কোল্লেন। অস্ফুটস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! ওঃ! কি দুর্দ্দৈব!—কি সর্ব্বনাশ! আমার থিয়োবল এ কথা শুনে কি মনে কোর্‌বে? আহা! হায় হায়! আমাদের ছোট ছোট ছেলেদের কি দশা হবে?"

এই সব কথা বোলেই তিনি দুই হস্তে মুখখানি ঢাকা দিলেন। হাঁটুর উপর কনুই রেখে, গালে হাত দিয়ে, অনেকক্ষণ নিশ্চলভাবেই বোসে থাক্‌লেন। মুখে চক্ষে হস্ত আবরণ। অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়ে এক বিন্দুও অশ্রু দেখা গেল না! বক্ষেও দীর্ঘনিশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পেলে না। ওষ্ঠেও একটী বাক্য নির্গত হলো না!—আমি বিবেচনা কোল্লেম, শোকটা বড়ই লেগেছে। ডিউকবাহাদুর স্ত্রীর শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছেন। অকস্মাৎ তিনি আসন থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। অতি ব্যস্তভাবে নিজের মহলের দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটে গেলেন। নিজমহলে প্রবেশ কোরে, একটী ক্ষুদ্রগৃহে দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে আমার সাহস হলো না। বিবেচনা কোল্লেম, এরূপ শোকাবহ ঘটনার সময় তিনি হয়ত একাকী নির্জ্জনে বোসে, বিলাপ কোত্তে গেলেন, সেখানে উপস্থিত থাকা অন্যলোকের পক্ষে উচিত হয় না।

ডাক্তার এলেন, পুলিসও এলো! ডাক্তার এক জন নয়, অনেকগুলি। ডাক্তারেরা মৃত্যুগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। ঘরে যারা যারা ছিল, তাদের সকলকেই বাহির কোরে দেওয়া হলো। ডাক্তারেরা বোল্লেন, "যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিসের তদন্ত সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এ ঘরে অপর কেহই থাক্‌তে পাবে না।"—তাই হলো।

ডাক্তারেরা দেখ্‌লেন, জীবন নাই! তৎক্ষণাৎ পুলিস কমিসনর গৃহপ্রবেশ কোল্লেন। ইতিপূর্ব্বে বাড়ীর চাকরদের প্রতি আদফের খবরদারী রাখ্‌বার ভার হয়েছিল, তারা তখন অবসর পেলে। পুলিসের দুজন অস্ত্রধারী প্রহরী আদফের পাহারায় থাক্‌লো।

সকলেই নিস্তব্ধ, সকলেই শোকাকুল, সকলেই ভয়াকুল! সকলের মুখেই ভয়-বিহ্বলতার পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হোতে লাগ্‌লো।

আমার মনে মনে ধ্রুব বিশ্বাস, আদফই নিশ্চয় হত্যাকারী। আমরা যখন মৃত্যুগৃহে

প্রবেশ করি, আদফও সেই সময় সেইখানে উপস্থিত হয়। কোচের নীচে তার টুপী পাওয়া গেল। সেই ঘটনায়, আমার আরও স্থিরবিশ্বাস হলো, আদফ হয় ত কোচের নীচে লুকিয়ে ছিল; উপযুক্ত অবসর বুঝে কর্ম্ম রফা কোরেছে। কিন্তু কেন? খুন কর্‌বার মৎলব কি? একবার মনে কোল্লেম, প্রতিশোধের মৎলব। আবার মনে কোল্লেম, হয় ত অর্থলোভে অন্ধ। পাঠকমহাশয়কে আমি পূর্ব্বেই বোলেছি, আদফ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ বিষণ্ণ থাক্‌তো। মুখ বেঁকিয়ে চোলে যেতো। বক্রনয়নে নীচেপানে চেয়ে থাক্‌তো। দেখে দেখে আমার রাগ হতো। তার দিকে আমি ভাল কোরে চাইতেম না। লক্ষণে আমি বুঝেছিলেম, সে ব্যক্তি অতিশয় অর্থলোভী। তা না হোলে কি কখনও ঘৃণাকর গোয়েন্দাগিরীতে রাজী হয়? ভাললোকে কি কখনো ও রকম নীচাশয় গোয়েন্দার কাজ করে? ধনলোভে আদফের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই। আরও আমি মনে কোল্লেম, আদফের হয় ত দুটো মৎলব ছিল;—খুন করা আর লুঠ করা। খুন ত হয়েই গেল, ঘরে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই সে চুরি কোত্তে পাত্তো—অতি সহজেই পাত্তো, সেইটাই হয় ত সে ভেবেছিল। লেডী পলিন মৃত্যুকালে মৃত্যুযাতনায় ততদূর ধস্তাধস্তি কোর্‌বেন,—তত জোরে ঘণ্টার দড়ী ছেঁড়াছিঁড়ি কোর্‌বেন, লোকেরা এসে উপস্থিত হবে, সেটা হয় ত সে ভাবে নাই। সে হয় ত ভেবেছিল, কাজ সমাধা কোরে পালিয়ে গেলে খুনের কথা প্রকাশ হবে, তার উপর কোন সন্দেহ আস্‌বে না; কিন্তু তা হলো না। আরও আমি অনুমান কোল্লেম, লেডী পলিন যখন পিত্রালয় থেকে ফিরে আসেন, তখন তারে সঙ্গে কোরে বাড়ীতে আনেন নাই। ডিউক জবাব দিয়াছেন, তিনিও হয় ত তারে জবাব দিলেন; কিম্বা হয় ত যত টাকা ঘুষ দিবার কথা ছিল, কিম্বা যত টাকা ঘুষ পাবার সে আশা কোচ্ছিল, লেডী পলিন তাহা দেন নাই, আশা পূর্ণ হয় নাই, হতাশে উত্তেজিত হয়েই খুন কোরে ফেলেছে! হায় হায়! ডিউক পলিন আশা কোরেছিলেন, পত্নীর সঙ্গে মিলন করা। হায় হায়! সে আশা এককালেই ভেসে গেল! হায় হায়! লেডী পলিন জন্মের মত চোলে গেলেন! সাংসারিক ঝগড়া-কলহে বিচ্ছেদ হবার উপক্রম ঘোটেছিল, বিধির বিপাকে পতি পত্নীতে ইহজীবনের মত অনন্ত বিচ্ছেদ হয়ে দাঁড়ালো!

আমার মনে তখন এই রকম কল্পনা। শোকাবহ কল্পনায় আমি ডুবে আছি, একজন চাকর আমার কাছে ছুটে এলো। এসেই বোল্লে, "তোমাকে যেতে হবে। শীঘ্র নীচে এসো। পুলিসের কাছে জবানবন্দী দিতে হবে।"

জবানবন্দী দিতে হবে, তা আমি জান্‌তেম। প্রস্তুত হয়েই ছিলেম, সংবাদ পাবামাত্র নেমে এলেম। দেখলেম, প্রশস্ত ভোজনাগারে তদন্তের বৈঠক বোসেছে। একটা বৃহৎ টেবিলের সম্মুখে মাজিষ্ট্রেট বোসেছেন। সম্মুখে কালী—কলম—কাগজ। ডিউক পলিন সেই রাত্রিবাস বসনেই মাজিষ্ট্রেটের পাশে বোসে আছেন। মুখ পাণ্ডুবর্ণ,

ভিতর দিকে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ চারটী লোককে আমি গিয়ে দেখ্‌লেম। সে ঘরে অপর আর কেহই ছিল না।

আমি প্রবেশ কর্‌বামাত্র, ডিউকবাহাদুরকে সম্বোধন কোরে; মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোল্লেন, "আপনার এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া আবশ্যক।"

চকিতনয়নে ক্ষণকাল মাজিষ্ট্রেটের দিকে চেয়ে চেয়ে, ডিউকবাহাদুর বোল্লেন, "দেখুন মহাশয়! ঘটনাটা যেমন শোকাবহ, তেম্‌নি ভয়াবহ। আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। কি রকম তদারক হয়, আমার সেটা শুনা চাই।"

মাজিষ্ট্রেট বোল্লেন, "কষ্টকর বটে, সে কথা সত্য, কিন্তু হোলে কি হয়? আবার আমি আপনাকে বোল্‌ছি—অনুরোধ কোচ্চি, আপ্‌নি বেরিয়ে যান!"

ডিউক আর আপত্তি কোত্তে পাল্লেন না। অবনতবদনে আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, অতি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর তখনকার মুখের ভাব। দেখে বাস্তবিক আমার বড়ই দুঃখ হলো।

ডিউক বেরিয়ে গেলেন, দরজা বন্ধ হলো। মাজিষ্ট্রেট তখন একজন প্রহরীকে নিকটে আস্‌তে ইঙ্গিত কোল্লেন। সে এলো। মাজিষ্ট্রেট তার কাণে কাণে কি কথা বোলে দিলেন। প্রহরীও বেরিয়ে গেল। আবার দরজা বন্ধ হলো।

এইবার আমার জবানবন্দী। মাজিষ্ট্রেট আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, ফরাসী ভাষা আমি বুঝ্‌তে পারি কি না? আমি উত্তর দিলেম, "পীয়ার চেম্বারে আমার যখন জবানবন্দী হয়, তখন মধ্যবর্ত্তী ইণ্টারপিটার ছিলেন। তদবধি আদালতের দস্তুর আমার জানা হয়েছে। ফরাসীতে সওয়াল জবাব কোত্তে আমি শিক্ষা কোরেছি।"

মাজিষ্ট্রেট বোল্লেন, "আচ্ছা। গতরাত্রে ডিউক পলিন তোমাকে কোনপ্রকার বিশেষ কথা বোলেছিলেন কি না?"

আমি উত্তর দিলেম, "হাঁ মহাশয়! বোলেছিলেন। আজ প্রাতঃকালে তিনি দেশ-ভ্রমণে যাবেন, আমারে সঙ্গে যেতে হবে, এই রকম আদেশ।"

"আরও কি কি বিশেষ কথা হয়েছিল? সমস্তই প্রকাশ কর।"

যতদূর আমার স্মরণ ছিল, একে একে সকল কথাই আমি প্রকাশ কোল্লেম। কিছু দিন বাড়ী ছেড়ে স্থানান্তরে থাক্‌লে গৃহবিবাদের অবসান হবে, সেই রকম আশায় ডিউক যে সকল বিশ্বাসের কথা আমারে বোলেছিলেন, তাও আমি মাজিষ্ট্রেটকে বোল্লেম। অনন্তর তিনি আমারে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "গতরাত্রে অন্ধকার বারাণ্ডায় একজন লোক তোমার পাশ কাটিয়ে চোলে গিয়েছিল, এইরকম কথা একবার তুমি বোলেছ;—যথার্থই তা কি তুমি দেখেছিলে?"

"একটা মানুষের ছায়া আমি দেখেছিলেম। অন্ধকারে চেনা গেল না। সেই ব্যক্তিই যে আদক, তা আমি ঠিক বোল্‌তে পারি না।"

উপস্থিত হবে, একে একে জবানবন্দী হবার পর, সকলেই আমার চক্ষের উপর থাক্‌বে। তদারকের পদ্ধতিই এই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তদারক শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থানে উপস্থিত থাকা দরকার।"

আমি বোস্‌লেম। দ্বিতীয় সাক্ষী উপস্থিত হলো। দ্বিতীয় সাক্ষী ডিউক পলিনের প্রধান কিঙ্কর। সে ব্যক্তির জবানবন্দী এই রকমঃ—

"গতরাত্রে,—আন্দাজ দশটার সময় ডিউকবাহাদুর আমারে ডাকেন। আজ প্রাতঃকালে তিনি স্থানান্তরে প্রস্থান কোর্‌বেন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখ্‌বার আদেশ করেন। বেলা নটার সময় গাড়ী প্রস্তুত থাকে, সে আদেশও আমি পাই। ডিউক বাহাদুর আরও আমাকে বলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রস্থানের সময় নিকটবর্ত্তী না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে পরামর্শ যেন কেহ না শুনে। কর্ত্রীর সঙ্গে পাছে আবার কোন প্রকার নূতন কলহ উপস্থিত হয়, সেই আশঙ্কাতেই ঐ রকম সাবধান।"

মাজিষ্ট্রেট তাকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "খুনটা কি রকমে তোমরা প্রথমে জান্‌তে পাল্লে?"—আমারেও তিনি ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। আমি যখন সেই কথার উত্তর দিই, তখন আমার মনে হয়েছিল, ডিউকের শয়নগৃহের পার্শ্বে চিম্‌নি দিয়ে ধূমরাশি উত্থিত হয়, সে কথাটা তখন আমার মনে হলো। পূর্ব্বে সেটা মনেই ছিল না। মাজিষ্ট্রেটকে আমি সেই কথা বোল্লেম। তাই শুনে মাজিষ্ট্রেট আবার দ্বিতীয় পুলিসপ্রহরীকে সঙ্কেত কোরে নিকটে ডাক্‌লেন। তার কাণে কাণে কি কথা বোলে দিলেন। সে প্রহরী তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। তার জায়গায় আর একজন প্রহরী এসে দাঁড়ালো।

তৃতীয় সাক্ষী এমিলি। আমি যে রকম জবানবন্দী দিয়েছি, ডিউকের কিঙ্কর যে রকম জবানবন্দী দিলে, এমিলি ঠিক ঠিক সেই রকম কথাই বোলে গেল। কি রকমে খুন প্রকাশ পায়, আমরা তিন জনেই একবাক্যে সেই কথা প্রকাশ করি। এমিলির জবানবন্দীর পর, সইস, পেয়াদা, কোচমান, এই তিনজনের জবানবন্দী। তারাও ডিউকের প্রস্থানের গাড়ী প্রস্তুতের হুকুম পেয়েছিল। তাদের জবানবন্দীতে অপর কোন বিশেষকথা প্রকাশ পেলে না।

তাদের জবানবন্দী শেষ হবামাত্র পুলিসপ্রহরী ফিরে এলো। একটু পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট যারে কি হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেই প্রহরীই সেই। মাজিষ্ট্রেটের কাণে কাণে সে খানিকক্ষণ কি সব কথা বোল্লে। একখানা শিলকরা চিঠী মাজিষ্ট্রেটের হাতে দিলে। মাজিষ্ট্রেট খাম খুলে সেই চিঠীখানি পাঠ কোল্লেন।

পত্রপাঠের পর আমার দিকে ফিরে, মাজিষ্ট্রেটসাহেব জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বোধ হয় তুমি বোলেছ, ডিউক পলিন গতরাত্রে তোমাকে বোলেছিলেন, তাঁর স্ত্রীকে তিনি একখানি পত্র দিতে ইচ্ছা করেন। কেমন?—এই কথা না?—এই কথা না তুমি বোলেছ? ডিউক নিজেই কি তোমাকে ঐ কথা বোলেছিলেন?"

"হাঁ মহাশয়! তিনি বোলেছিলেন। কেবল ঐ কথা বলেন নাই, চিঠীখানি আমার হাতেই আজ প্রাতঃকালে দিবার কথা। কর্ত্রীর একজন সহচরীর হাতে সেই চিঠী আমি দিব, সহচরী তাঁরে দিবে। আমরা প্রস্থান কর্‌বার পর কর্ত্রী সেই চিঠী পাবেন, এই রকম বন্দোবস্ত,—এই রকম আদেশ।"

চিঠীখানি আমার হাতে দিয়ে মাজিষ্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "দেখ দেখি, চিঠিখানি পাঠ কর। ডিউক যে সব কথা তোমাকে বোলেছিলেন, চিঠীতে ঠিক সেই রকম কথা লেখা আছে কি না?"

মাজিষ্ট্রেটের হাত থেকে নিয়ে, চিঠীখানি আমি পাঠ কোল্লেম। পাঠের সময় চক্ষে জল রাখ্‌তে পাল্লেম না। চিঠীতে ডিউকের বিস্তর দুঃখপ্রকাশ আছে। দাম্পত্য স্নেহ-অনুরাগের বিশেষ নিদর্শনও আছে। ডিউক তাতে লিখেছেন, কুমারী লিগ্‌নীর সঙ্গে তাঁর কোন প্রকার দূষণীয় সংস্রব নাই।—সাদা আত্মীয়তা মাত্র। কুমারী লিগ্‌নী দুঃখের দশায় পোড়েছেন, লেডী পলিন অকারণে তাঁর প্রতি ঈর্ষ্যা করেন, বাড়ীতে তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ কোত্তেন, ঐ ঈর্ষ্যা উপলক্ষে সে কর্ম্মটী তাঁর যায়, তার উপর পীড়া উপস্থিত হয়, দিন গুজরাণে বড়ই কষ্ট, সেই কারণে দয়া ভেবে, ডিউক তাঁরে সময়ে সময়ে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করেন। ইহা ভিন্ন অন্য সম্পর্ক কিছুই নাই। চিঠীতে তিনি মিনতি কোরে আরও লিখেছেন, তাঁর পত্নী যেন এই সব কথা অকৃত্রিম সত্য বোলেই বিশ্বাস করেন। সেই উপলক্ষে আর যেন কোন গণ্ডগোল উপস্থিত না হয়। পত্নীকে তিনি অকপটে ভালবাসেন। এত কলহ হয়ে গেছে, তাতে কোরেও সে ভালবাসার কিছুমাত্র তফাৎ হয় নাই। বিশেষ স্নেহমমতা জানিয়ে, ছেলেগুলির কথাও উল্লেখ কোরেছেন। তারা যেন মাতৃপিতৃবিরোধে মনঃক্ষুণ্ণ না হয়, অন্যপ্রকার কুনীতি শিক্ষা না করে, সে সব কথাও লেখা আছে। উপসংহারে ডিউকবাহাদুর বিশেষ কোরে লিখেছেন, আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পরস্পর ছাড়াছাড়ি ঘোট্‌লো, উভয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ এই সময়ের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী হয়ে, উভয়ের পুনর্ম্মিলন সংসাধন কোর্‌বেন। তার পর আর কোন গোলযোগ ঘোট্‌বে না।

পত্রখানি পাঠ কোরে আমি অত্যন্ত কাতর হোলেম। পত্রখানি মাজিষ্ট্রেটের হাতে ফিরিয়ে দিলেম। বোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! ডিউকবাহাদুর যে যে কথা গতরাত্রে আমারে বোলেছিলেন, ঠিক ঠিক সেই সব কথাই এই চিঠীতে লেখা আছে।"

মাজিষ্ট্রেট তখন আদফকে উপস্থিত কর্‌বার হুকুম দিলেন। দুজন অস্ত্রধারী প্রহরী অবসন্ন আসামী আদফকে মাজিষ্ট্রেটের সমীপে উপস্থিত কোল্লে। ক্ষণকালের মধ্যেই অভাগার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। মুখে যেন রক্ত নাই,—রসনায় যেন রস নাই,—চক্ষে যেন দীপ্তি নাই। দুঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ বিকৃতি!—সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য! দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন, সম্পূর্ণ এক সপ্তাহ কাল ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ কোরেছে, দুর্ভাবনায় জর্জ্জরিত হয়ে আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বোল্লেন, "তোমার শিরে ত খুনদায় উপস্থিত। এখন তোমার সাফাই কি আছে বল। মনে রেখো, যে সব কথা বলা তুমি অনাবশ্যক বিবেচনা কর, সে সব কথা প্রকাশ কোত্তে তুমি বাধ্য নও।"

হঠাৎ যেন সজীবতা প্রাপ্ত হয়ে, আদফ বেশ সাহসের স্বরে উত্তর কোল্লে, "ধর্ম্মাবতার! যথার্থ আমি বোল্‌ছি, কতক্ষণে আমার জবাব লওয়া হবে, সেই উদ্বেগে আমি অত্যন্ত অস্থির ছিলেম। বহুদিবসাবধি আমি এই সংসারে গৃহিণীর কাছে চাক্‌রী কোরেছি। ফ্লোরাইণ নামে গৃহিণীর এক সহচরী আছে, তার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছে। আমাদের উভয়ে বিবাহ হয়, উভয়ের মনেই সেই ইচ্ছা। কিন্তু গৃহিণী বলেন, "আর কিছুদিন যাক্। তোমরা আপনাদের সংস্থান কর, চাক্‌রী কোত্তে না হয়, এমন কোন কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তার পর বিবাহ হবে।'—আমরা দেখ্‌লেম, সে সৌভাগ্যের ত অনেক বিলম্ব;—কাজেকাজেই প্রায় সাত আট মাস হলো, গোপনে আমরা বিবাহ কোরেছি। হঠাৎ গত পরশ্ব ডিউক বাহাদুর আমাকে কর্ম্মে জবাব দিয়েছেন। গৃহিণীকে আমি সেই কথা জানাই। তিনি আমারে বড় ভালবাস্‌তেন,—বিশ্বাস কোত্তেন, যাতে আমার ভাল হয়, তাই তিনি কোর্‌বেন বোলে আশ্বাস দেন। গৃহিণীর পিতা সম্ভ্রান্ত মার্শেলবাহাদুরও আমার মঙ্গলচেষ্টা পোন। তিনিও আমার ভাল কর্‌বার আশ্বাস দেন। ফ্লোরাইণের চাক্‌রী থাক্‌লো, আমার চাক্‌রী গেল। যে বাড়ীতে ফ্লোরাইণ, সে বাড়ীতে আমি আর আস্‌তে পাব না, অকস্মাৎ বিচ্ছেদ ঘোট্‌লো, অন্তরে অন্তরে বড়ই ব্যথা পেলেম। সে রকম আকস্মিক বিচ্ছেদ সহ্য কোত্তে পাল্লেম না। গতকল্য সন্ধ্যাকালে চুপি চুপি আমি এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি। কেন আমি চুপি চুপি চোরের মত অন্ধকারে জোসেফ উইলমটের গা ঘেঁসে ছুটে গিয়েছিলেম, সে কথাও বলি। জোসেফ উইলট আমাকে ভালচক্ষে দেখে না। জোসেফ উইলমটের সঙ্গে আমার সদ্ভাব নাই। মনে কোল্লেম, উইলমট যদি আমাকে বাড়ীর ভিতর দেখ্‌তে পায়, ডিউকবাহাদুরকে বোলে দিবে। মনে মনে ভয়ও হলো। ফ্লোরাইণের ঘরেই আমি রাত্রে ছিলেম। ভোরে উঠেই চোলে যাব, বাড়ীর লোকজন জেগে উঠ্‌বার আগেই আমি সোর্‌বো, সেইটীই আমার ইচ্ছা ছিল। ফটকের দরোয়ান আমার বন্ধু। সন্ধ্যাকালে যখন আমি আসি, সে আমারে বারণ করে নাই। ভোরে যখন বেরিয়ে যেতেম, তখনও ফটক খুলে দিত। কিন্তু তার পরেই এই বিপদ। প্রস্থান কর্‌বার উদ্যোগ কোচ্চি, বাড়ীর ভিতর গোলমাল শুন্‌তে পেলেম। দাসীচাকরেরা হাহুতাশ কোরে ইতস্তত ছুটাছুটি কোচ্চে। গৃহিণীর ঘরে কি ভয়নাক বিপদ ঘোটেছে, ভয়াকুল কাতরকণ্ঠে সেই কথা বলাবলি কোচ্চে। ভয়ের সঙ্গে আমারও কৌতূহল জেগে উঠ্‌লো। গৃহিণী আমার যথেষ্ট উপকার কোরেছিলেন। আমার প্রতি তাঁর বিলক্ষণ দয়া ছিল। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ। কি ভয়ানক

বিপদ্ ঘোটেছে, জান্‌বার জন্য গৃহিণীর ঘরে আমি ছুটে গেলেম। কি কোচ্চি, কোথায় যাচ্ছি, সে কথাটা তখন আমার কিছুই মনে ছিল না। যে রকম ঘটনা উপস্থিত,—যেরকমে খুন প্রকাশ হয়ে পোড়েছে, সকলেই শোকবিহ্বল, আমি সেখানে গেছি, কেহই সেটা জান্‌তে পাল্লে না;—কিম্বা হয় ত দেখ্‌তেই পেলে না। গৃহিণীর ক্ষতবিক্ষত দেহ ধরাধরি কোরে বিছানার উপর তুলে রাখা হয়। যারা তোলে, তাদের মধ্যে আমি একজন। আমিও ধোরেছিলেম। আমার অঙ্গবস্ত্রে রক্ত লেগেছে। তাই দেখেই হয় ত ডিউকবাহাদুর সন্দেহ কোরেছেন। কিন্তু গৃহিণীর ক্ষতস্থানের রক্তেই আমার বস্ত্রে দাগ লেগেছে। কৌচের নীচে আমার টুপী পাওয়া গিয়েছে। তারও কারণ আমি জানি। হত্যাকাণ্ড দর্শন কোরে, আমি যেন উন্মত্তবৎ হয়েছিলেম, আমার যেন বিভীষিকা লেগেছিল। তাড়াতাড়ি টুপীটা খুলে, বিছানার দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেম। লোকেরা যখন সেখানে উত্তেজিত হয়ে, ছুটোছুটি করে, সেই সময় হয় ত কার পা লেগে, কৌচের নীচে গোড়িয়ে গিয়ে থাক্‌বে। দোহাই ধর্ম্মাবতার! এই পর্য্যন্তই আমার জবাব। সত্য সত্য এই পর্য্যন্তই আমি জানি। অধিক আর আমি কিছুই জানি না।"

আদফের জবানবন্দীতে আমি ত একেবারে হতজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লেম। আরও যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, প্রায় নিশ্বাস বন্ধ কোরে, সকলেই ঐ সব কথা শুন্‌লে। সকলেই বিস্ময়াপন্ন। মাজিষ্ট্রেট সুস্থির। পুলিসপ্রহরীরাও সমভাবে অচঞ্চল। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, আদফ যদি হত্যাকারী না হয়, তবে এমন কাজ কে কোল্লে? অধিকক্ষণ আমারে সেপ্রকার অন্ধকারে থাক্‌তে হলো না। মকদ্দমা নূতন ছাঁদে ফিরে দাঁড়ালো। একজন ডাক্তার প্রবেশ কোল্লেন। হাতে একটী কাগজের মোড়ক। আধখানা কাগজ গুটী পাকিয়ে মোড়ক করা। মাজিষ্ট্রেটকে সেই মোড়কটী দেখিয়ে, ডাক্তারসাহেব বোল্লেন, "এই দেখুন, এই কাগজের ভিতর কতকগুলি চুল আছে। প্রাণশূন্য লেডী পলিনের হাতে, খুব শক্ত মুটো করা, এই চুলগুলি পাওয়া গিয়েছে। মৃত্যুযাতনায় যখন তিনি ছট্‌ফট্ করেন, সেই সময় হয় ত হত্যাকারীর কেশাকর্ষণ কোরেছিলেন, তাতেই হয় ত চুলগুলো ছিঁড়ে এসেছে। রক্তে ডুবু ডুবু হয়েছিল। আমি সেগুলি ভাল কোরে ধুয়ে পরিষ্কার কোরে এনেছি। এখন এইগুলি দর্শন কোরে, বিচারের যেরূপ সুবিধা হয়, সে ভার আপনার।"

মাজিষ্ট্রেট সেই কাগজের মোড়কটী খুল্লেন। আমি সেই সময় আদফের প্রতি কটাক্ষপাত কোল্লেম। ভাব্‌লেম, এইবার হয় ত আদফের সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌বে, শরীর রক্তশূন্য হয়ে যাবে, কিন্তু তা নয়। আদফের ভাব দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে উঠ্‌লেম! এতক্ষণ সে যেমন সতেজে সপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, চুলগুলি দেখে তার যেন তেজস্বিতা বেড়ে উঠ্‌লো। নীচের দিকে চেয়ে থাকা তারি অভ্যাস, কিন্তু সে সময় বেশ সোজা হয়ে, মাজিষ্ট্রেটের মুখপানে চেয়ে থাক্‌লো। যথার্থ সজ্ঞান

নির্দ্দোষী লোকের যেমন সাহস দেখা যায়, আদফের মুখে সে সময় সেই রকম সাহস সমুদ্দীপ্ত। আমি বিবেচনা কোল্লেম, ভিতরে ভয়, বাহিরে সাহস, অনেক লোকের এ রকম থাকে, আদফ হয় ত তাই দেখাচ্ছে;—কিম্বা হয় ত যথার্থই এ লোকটা নির্দ্দোষী। যথার্থই যদি নির্দ্দোষী হয়, প্রকৃতপক্ষে তবে হত্যাকারী কে? পূর্ব্বে যেমন গোলমাল ঠেকেছিল, আবার সেইরকম গোলমাল।

মাজিষ্ট্রেট সেই চুলগুলি ডাক্তারের হাতে দিলেন।—হুকুম দিলেন, "আদফের মাথার চুলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন্।"—আদফ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি সেখান থেকে একটু দূরে ছিলেম। অপরাপর সাক্ষীরাও দূরে ছিল। চুলগুলি কি রকম, তা আমরা ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। ডাক্তার সেই চুলগুলি আদফের মাথার কাছে নিয়ে গিয়ে, তৎক্ষণাৎ বোলে উঠ্‌লেন, "এ চুল আদফের নয়। পূর্ব্বেই আমি জেনেছিলেম, সে চুল অন্য লোকের মাথার;—আদফের মাথা থেকে সে চুল ছেঁড়া হয় নাই। এখনও মিলিয়ে দেখ্‌ছি তাই।"

যে কজন সাক্ষী আমরা একসঙ্গে বোসে ছিলেম, ডাক্তারের কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে, পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি কোল্লেম। মনে আমার বড় অনুতাপ আস্‌তে লাগ্‌লো। তবে ত আমি অকারণে এতক্ষণ আদফকে অপরাধী বোলে স্থির কোরেছিলেম। একরকমে আমিই তারে অপরাধী কর্‌বার মূলসূত্র। কেননা, আমিই তারে গতরাত্রে অন্ধকার বারাণ্ডায় দেখেছিলেম। যদিও চিন্‌তে পারি নাই, তথাপি আমার সেই কথার উপর জোর দিয়েই, তারে অপরাধী সাব্যস্ত করা হোচ্ছিল।

শনৈঃশনৈ রকম রকম কাণ্ড প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। ভাবগতিক যেন অভাবনীয় নূতন! মাজিষ্ট্রেট সাহেব আদফকে বোস্‌তে বোল্লেন। দুজন পুলিসপ্রহরী পাহারা থাক্‌লো। আর একজন প্রহরী প্রবেশ কোল্লে। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দুটী জিনিস রেখে দিলে;—একটী পিস্তল আর একটী সেই ছোরাভাঙা ফলা। লেডী পলিনের ক্ষতস্থলে সেই ফলা পাওয়া গিয়েছিল। প্রহরী বোল্লে, ঐ দুটী জিনিসে গাঢ় রক্তমাখা ছিল। সে নিজে পরিষ্কার কোরে এনেছে। আরও একটী জিনিস পেয়েছে। সেটী সেই ছোরাব বাঁট। সেই বাঁট থেকে রক্ত ধোয়া হয় নাই।

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ পিস্তল কার? এ পিস্তল চিন্‌তে পারে, এমন লোক এখানে কেহ আছে?"—কথাটী জিজ্ঞাসা কোরেই, আমারে তিনি ইঙ্গিত কোরে কাছে ডাক্‌লেন। বাড়ীর যে সকল লোক ইতিপূর্ব্বে জবানবন্দী দিয়েছিল, তাদেরও সকলকে নিকটে আস্‌তে বোল্লেন। আমরা গেলেম। ডিউকের প্রধান অনুচর আর আমি,—আমরা উভয়েই সেই পিস্তল দেখে হতজ্ঞান! সেই পিস্তলের গোড়া দিয়েই অভাগিনী লেডীর কপালটা গুঁড়ো কোরে দেওয়া হয়েছিল!

আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেব গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমরা এই পিস্তল চেন?"

ডিউকের কিঙ্কর অত্যন্ত বিষাদিত হয়ে উত্তর কোল্লে, "হাঁ ধর্ম্মাবতার! চিনি। এ পিস্তল আমাদের ডিউকের।"

এই উত্তর শ্রবণ কোরে, আমাদের সকলের গাত্রে অকস্মাৎ যেন বিদ্যুৎ চম্‌কালো! সর্ব্বনাশ!—ওঃ! ডিউক পলিন নিজেই তবে স্ত্রীহত্যাকারী! বন্‌ বন্‌ কোরে আমার মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। ক্ষণকাল যেন আমি চক্ষে কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না;—দাঁড়িয়ে থাক্‌তেও পাল্লেম না। অবসন্নশরীরে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারের উপর বোসে পোড়্‌লেম। আমিও জান্‌তেম, সে পিস্তল ডিউকের। মাসকতক পূর্ব্বে কামারের দোকানে আমি যে সকল পিস্তল মেরামত কোত্তে নিয়ে যাই, যে কার্য্য উপলক্ষে কত কাণ্ডই দেখি, ঐ পিস্তলটা তারই মধ্যে একটা।

প্রহরীকে সম্বোধন কোরে মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আর এই রক্তমাখা ছোরার বাঁট?—এটা তুমি কোথায় পেলে?"

প্রহরী উত্তর কোল্লে, "ডিউকের নিজের ঘরেই পেয়েছি;—একটা দেরাজের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।"

এই সময় আবার সেই ঘরের দরজা খোলা হলো। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইতিপূর্ব্বে যে প্রহরীকে গোপনীয় উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেই প্রহরী ফিরে এলো। সে গিয়েছিল কখন? আমি যখন ধোঁয়াঘরের ধূমরাশির কথা উল্লেখ করি, সেই সময় মাজিষ্ট্রেট তারে পাঠান। সেই প্রহরী একটী পরমসুন্দর ডেস্ক হাতে কোরে নিয়ে এলো। এমিলি সেই সময় চুপি চুপি আমার কাণে কাণে বোল্লে, "এ ত দেখ্‌ছি আমাদের গৃহিণীর ডেস্ক!"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ছোরার বাঁটের সঙ্গে সেই ভাঙা ফলাটা জুড়ে জুড়ে মিলিয়ে দেখ্‌লেন, ঠিক মিল্‌লো। সেই ছোরাতেই হতভাগিনীর প্রাণান্ত হয়েছে, সে বিষয়ে আর সংশয় থাক্‌লো না।

অকস্মাৎ আমার মনে আর একটী কথা উদয় হলো। সকলে যখন নিস্তব্ধ হোলেন, আমিও নিস্তব্ধ;—মন আমার নিস্তব্ধ নয়। ততরাত্রে চিম্‌নি দিয়ে কেন ধোঁয়া উড়েছিল, তখন আমি তার মানে বুঝ্‌তে পাল্লেম।

প্রহরী তখন মাজিষ্ট্রেটকে বোল্লে, "আপ্‌নি যখন ঘর তল্লাস করেন, এ ডেস্কটী তখন আপ্‌নি ভাল কোরে দেখেন নাই। এটা ভেঙে ফেলেছে। ভিতরে যা যা ছিল, সমস্তই উলট্‌ পালট। বোধ হয় কিছু বাহির কোরে নিয়েছে। ঐ ছোরার বাঁট দিয়েই ভেঙেছে।"

দেখে দেখে মাজিষ্ট্রেট বোল্লেন, "হাঁ হাঁ,—তাই ত ঠিক। এই যে, বেশ দাগ রয়েছে।"—এই কথা বোলেই ডেস্কের ডালাটা বন্ধ কোরে দিলেন। যেখানে ফাঁক থাক্‌লো, সেইখানে সেই ছোরার বাঁট চালালেন। সেই বাঁট দিয়েই ভাঙা, সেটী বিলক্ষণ বোঝা গেল। প্রহরীকে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যে জন্য তোমাকে

পাঠিয়েছিলাম, তার কি কোরে এলে? ডিউকের ঘরে আগুনের আংটায় কতকগুলো ছাই দেখ্‌তে পেয়েছ?"

"হাঁ ধর্ম্মাবতার! পেয়েছি। কাগজপোড়া ছাই। কিছু পূর্ব্বে কে যেন কি কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছে, স্পষ্টই তার নিদর্শন।"

এমিলি চুপি চুপি আমারে বোল্লে, "উঃ! সেই ধোঁয়া! ঐ জন্যেই তবে ধোঁয়া হয়েছিল!"—কথাটা বোল্‌তে বোল্‌তেই অত্যন্ত ভয়ে এমিলির মুখ শুকিয়ে গেল। যে ঘটনা ধরা যাচ্ছে, সেইটীই ঠিক মিল্‌ছে। উপর্য্যুপরি নূতন নূতন ঘটনা! আমারও মুখ শুকিয়ে গেল;—আমারও ভয় হলো। সকল রকমেই দেখ্‌ছি, অভাগা ডিউকের শিরেই সব দোষ দাঁড়াচ্ছে!

পুলিসপ্রহরী একটু কি চিন্তা কোরে, আরও বোল্লে, "ডিউকের ঘরে জলের টবে জল আছে। সে জলেও রক্তগোলা!

মাজিষ্ট্রেট তখন একখানি রক্তমাখা রুমাল বাহির কোল্লেন। এক দিস্তা কাগজের নীচে সেই রুমাল পাওয়া গিয়েছে। ডিউকের সর্দ্দার কিঙ্করকে নিকটে ডেকে, মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি বোল্‌তে পার, এ রুমাল কার?"

কিঙ্কর সেই রুমালখানি ভাল কোরে দেখ্‌লে। পলিনবংশের মুকুটচিহ্ন সেই রুমালের এক কোণে অঙ্কিত আছে। দেখেই সে উত্তর কোল্লে, "এ রুমাল আমি চিনি। এ রুমাল আমাদের ডিউকের।"

ডিউকের পত্নীর ঘরেই মাজিষ্ট্রেট সেই রুমালখানি পান। এতক্ষণ বাহির করেন নাই;—যখন সময় বুঝ্‌লেন, তখন বাহির কোল্লেন। মাজিষ্ট্রেট প্রথমেই সন্দেহ কোরেছিলেন, যথার্থ হত্যাকারী কে। ডিউকের প্রতিই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। আগা গোড়া সেই সন্দেহই তিনি রেখেছিলেন। আমার জবানবন্দীর সময় ডিউককে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন, তার কারণও তাই।

এই রকমে তদারক সমাপ্ত হলো। এখন হোচ্চে ডিউকের পালা। তিনি নিজে এখন কি কথা বলেন, সেইটী শ্রবণ করাই মাজিষ্ট্রেটের দরকার। কেন যে ডিউকবাহাদুর তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে যেতে চেয়েছিলেন,—কেনই বা তত মিনতি কোরে স্ত্রীর নামে পত্র লিখেছিলেন, পূর্ব্বে আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। তখন বুঝ্‌লেম। যে সকল কাগজ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, সেটীও সেই সময় আমার একটু একটু হৃদয়ঙ্গম হলো। সেই যে গল্পটী, যে গল্পের কাপী এমিলি আমারে দিয়েছিল,—যেটা আমি ইংরেজীতে তর্জ্জমা কোরেছিলেম,—যে গল্প আমি ডিউককে শুনিয়েছিলেম, রাইণ নদের তীরবর্ত্তী ভগ্ন দুর্গ আর জাল। জমিদারী কোবালার কথা। ডিউক পলিন সে কলঙ্কটা ঢাক্‌বার অন্য উপায় আর কিছুই পেলেন না, অভাগিনীকে খুন কোরে, ডেস্ক ভেঙে, সেই কাপী বাহির কোরেছেন! নিশাকালে পুড়িয়েছেন! সেইটীই ত আমার ধারণা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব তখন বিচারকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোল্লেন। পুলিসের হাজত থেকে

আদফকে খালাস দিলেন। আমাদের সকলের দিকে চেয়ে, গম্ভীরভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "সব কথাই ত তোমরা শুন্‌লে। আমাকে আর বেশী কথা কিছুই বোল্‌তে হবে না, এই গুরুতর অপরাধটা তোমাদের হতভাগ্য মনিবের ঘাড়েই পোড়েছে। লক্‌সেম্বর্গের কারাগারে তাঁরে কয়েদ করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর ব্যাপার।—কষ্টকর হোলেও সেটা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কথাটা তাঁরে জানাতে হবে। কিন্তু এককালে এই নির্ঘাত সংবাদ তাঁর কর্ণগোচর করা বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ। এতদিন যে রকম সম্ভ্রম ছিল, সেই সম্ভ্রমের অনুরূপ নরম নরম কথায় তাঁরে সংবাদ দেওয়া চাই। তাঁর উপরেই সন্দেহ দাঁড়িয়েছে, এটা তিনি জানেন কি না, তা আমি বোল্‌তে পারি না। কিন্তু আগাগোড়া পুলিসপ্রহরীরা তাঁর প্রতি নজর রেখেছে। তাঁরে যখন আমি এ ঘর থেকে বাহির কোরে দিই, তখন একজন প্রহরীকে যে হুকুম দিয়েছিলেম, তা তোমরা জান না। ডিউকের প্রতি বিশেষ নজর রাখ্‌তে বোলেছিলেম। ডিউকও বেরিয়ে গেলেন, প্রহরীও সঙ্গে সঙ্গে গেল, তা তোমরা দেখেছ। ডিউকও জান্‌তে পেরেছেন, তিনি দোষী। তাঁর উপর পুলিসের পাহারা। সাক্ষীর জবানবন্দীর সময় তাঁর এখানে উপস্থিত থাকা নিষেধ। এই সকল গতিকেই তিনি বুঝেছেন, তাঁহারই উপর সন্দেহ। এখন তাঁরে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁরে আমি লক্‌সেম্বর্গের কারাগারে প্রেরণ কোত্তে দৃঢ়সংকল্প। তোমাদের মধ্যে কে তাঁরে এ কথা জানাবে? কথা বড় শক্ত, তা আমি জানি। কিন্তু হোলে কি হয়, যেখানে মনুষ্যত্ব আছে, নিতান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম না হোলেও, সেই মনুষ্যত্বের অনুরোধে এ কথা অবশ্যই তাঁরে জানানো উচিত।"

সকলের চক্ষুই এককালে আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। ম্যাজিষ্ট্রেট যে ভাবে ঐ কথাগুলি বোল্লেন, তাতে অবশ্যই তাঁর মহত্ব প্রকাশ পেলে। আমিই সে কাজের ভার গ্রহণ কোল্লেম। বলা বাহুল্য, প্রসন্ন অন্তরে সে কাজে আমি প্রবৃত্ত হোতে পাল্লেম না। বিষণ্ণ অন্তরেই আমি সেই দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার কোল্লেম। কান্না পেলে। চক্ষে জল এলো। কষ্টে নেত্রজল সম্বরণ কোরে, ঘর থেকে বেরুলেম। সাম্‌নের দালানে অনেকগুলি চাকর একত্র হয়েছিল। তাদের মুখ দেখেই বুঝ্‌লেম, পুলিসপ্রহরীর মুখে আসল খবর তারা শুনেছে। কিম্বা হয় ত প্রভু নজরবন্দী কয়েদ, সেই লক্ষণেই বুঝেছে, তাঁরে নিয়েই, পীড়াপীড়ি হবে। তাদের মুখ দেখেই সেই ভাব আমি অবধারণ কোল্লেম। কিন্তু তারা কেহই আমারে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে না। জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা আছে, এমন কোন প্রকার আগ্রহও জানালে না। সকলের মুখেই কেবল আমি ভয়বিস্ময়ের স্পষ্ট স্পষ্ট লক্ষণ দেখ্‌তে পেলেম।

ডিউক কোথায় আছেন, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্‌লেম, ভোজনাগারের সম্মুখেই অপর একটী গৃহে তিনি বোসে আছেন। সেই ঘরেই আমি গেলেম। প্রথম দৃষ্টিপাতেই দেখ্‌লেম, তখনো পর্য্যন্ত ডিউকবাহাদুরের রাত্রিবাস পরিধান। একখানি কৌচের উপর তিনি বোসে আছেন। দ্বিতীয় কটাক্ষপাতে দেখ্‌লেম, পুলিসের অস্ত্রধারী

প্রহরী সেই ঘরের জানালার বাহিরে খাড়া আছে। কেন আছে, কেহই যেন কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চে না। কিছুই যেন বিশেষ কাজ নাই, এম্‌নি অলসভঙ্গীতে পায়ে পায়ে বেড়াচ্ছে, এক একবার এদিক ওদিক্ চেয়ে দেখ্‌ছে। আসল কথা কিন্তু তা নয়। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, ডিউকেরই পাহারায় আছে।

আমি তখন ডিউক বাহাদুরের নিকটবর্ত্তী হোলেম। হতাশনয়নে তিনি আমার পানে চেয়ে দেখ্‌লেন। দৃষ্টিপাতে যেন সমস্তই শূন্য শূন্য বোধ হোতে লাগ্‌লো। কি যে তিনি দেখ্‌ছেন, কিছুই বুঝা যায় না। আমার সেটা ভ্রম নয়,—অনুমান ও নয়। নিশ্চয় বিশ্বাস,—আমারে তিনি চিন্‌তে পাল্লেন না।

ভাবগতিক দেখে অগ্রেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডিউক বাহাদুর! আপ্‌নি যদি অনুমতি করেন, আমি আপ্‌নাকে একটী কথা বোল্‌তে ইচ্ছা করি।"

"কে তুমি?—এটা কি স্বপ্ন?"—এই দুটী প্রশ্ন কোরেই, অভাগা ডিউক যেন কতই উত্তেজিত হয়ে, কপালে হাত রগ্‌ড়াতে লাগ্‌লেন। মুহূর্ত্তকাল আমি একটী কথাও উচ্চারণ কোত্তে পাল্লেম না। ডিউকের সেই ভাব দেখে মনে অত্যন্ত আঘাত লাগ্‌লো। ভিতরে ভিতরে হাঁপাতে লাগ্‌লেম। বড় কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখ্‌লেম। কণ্ঠশ্বাস কণ্ঠ পর্য্যন্ত এসেই থেমে থেমে যেতে লাগ্‌লো। বড় কষ্টেই কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্যধারণ কোল্লেম। মনের ভিতর কত যে কি তোলাপাড়া হোচ্চে, কে আর জান্‌বে?—মনই তা জানে। হা পরমেশ্বর! এই ধনবান্ মহৎ লোক—যাঁর সম্মুখে আমি কতবার দাঁড়িয়েছি, এখনও আমি যাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছি,—সুখময় মনোহর প্রাসাদে যিনি বাস কোত্তেন,—পৃথিবীর ভোগবিলাসের মাঝখানে যিনি বোসে থাকৃতেন,—শত শত চাকরদাসী যাঁর হুকুমে খাট্‌তো,—যাঁর ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, খানিকক্ষণ পূর্ব্বে যিনি ইচ্ছামাত্রেই জগতের সমস্ত সুখের অধিকারী হোতে পাত্তেন, হায় হায়! কি দুর্দ্দৈব! কি দুর্দ্দৈব! নানাসুখবিলাসী সেই মহামান্য ব্যক্তি কি না এখন স্ত্রীহত্যাকারী! এ কথাটা কি আপাতত সম্ভব বিবেচনা হয়? পৃথিবীর ভোগসুখ কি তাঁর একেবারে ফুরিয়ে গেল? গতরাত্রের সেই অমানুষ নৃশংস কাণ্ডে জগতের সমস্ত সুখের আশা কি তিনি জন্মের মত বিসর্জ্জন দিলেন? হায় হায়! ডিউক আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ সব কি স্বপ্ন?"—বুদ্ধিহারা হয়েছেন। সেই বুদ্ধিকে বশে আন্‌বার জন্য ললাট ঘর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। আমিও যেন মনে কোল্লেম, সত্যই স্বপ্ন! আমারও ললাটদেশ কম্পিত হোচ্ছিল,—আমিও খুব জোরে জোরে আপন ললাটে পাণিতল ঘর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। খানিকক্ষণ পরে ডিউক বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! আপ্‌নি কি সত্যই আমারে চিন্‌তে পাচ্চেন না? আমি জোসেফ্ উইলমট।"

নামটী শুনেই হঠাৎ যেন তাঁর চমক ভাঙ্‌লো। চঞ্চল মানসে চঞ্চল চিন্তা তাঁর বুদ্ধি শক্তি হাস কোরে দিয়েছিল, একটু যেন চৈতন্য হলো।—যেন জেগে স্বপ্ন দেখ্‌লেন।

নামটী শুনেই কত রকম ভাবনাকে তিনি একত্র কোল্লেন। স্থিরদৃষ্টিতেই আমার মুখপানে চাইলেন। সে চাউনিতে উদাসভাব কম,—তেজস্বিতাও কম,—মলিনতাও কম! কি যে একরকম চাউনি, চক্ষে দেখেও বুঝা যায় না! হা পরমেশ্বর! সে চাউনিতে অতলস্পর্শ নৈরাশ্য!

ডিউক আমার মুখপানে চেয়ে আছেন, আমি ডিউকের মুখপানে চেয়ে আছি, সেই রকমে চেয়ে চেয়ে, তিনি আমারে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি ভয়ানক সংবাদ এনেছ?—হাঁ; তুমি জোসেফ উইলমট! কি ভয়ানক সংবাদ! আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তুমি এনেছ,—এনেছ, সেই জন্যই এসেছ,—বল! উঃ! ভয়ানক! ভয়ানক! তারা আমার কথা কি বোল্‌ছে?—খুনের কথা কি বোল্‌ছে? ওঃ! তারা কি আমার উপর সন্দেহ কোত্তে পারে?—না না!—তারা পারে না!—অসম্ভব!—অসম্ভব!"

কি কথায় কি বলি, তিলমাত্র আলোচনা কোরে,আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! বড় ভয়ানক কথাই—"

"আঃ! তবে সত্যই না কি তাই?"—এইটুকু বোলেই হতভাগ্য ডিউক একান্ত অবশ হয়ে পোড়্‌লেন। মুখখানি ত ইত্যগ্রেই পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আরও বিকৃত হয়ে উঠ্‌লো। হঠাৎ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কম্পিতচরণে ঘরের এদিক্ ওদিক ঘুর ঘোল্লেন। মাতাল যেমন টলে, সেই রকমে টৌল্‌তে লাগ্‌লেন।

আমার চক্ষে ঝাপ্‌সা লাগ্‌তে লাগ্‌লো।—চক্ষের জলেই ঝাপ্‌সা। বিষাদে চক্ষু তখন অশ্রুপূর্ণ। চঞ্চলহস্তে নেত্রজল মার্জ্জন কোল্লেম। আবার চেয়ে দেখ্‌লেম, ডিউক যেন মুখে কি দিলেন। এইরকম অবস্থায় লোকে বিষ খায়, হঠাৎ সেই ভয়টাই আমার মনে এলো। চঞ্চল হয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লেম। জোরে ডিউক বাহাদুরের বাহু আকর্ষণ কোরে, চীৎকারস্বরে বোল্লেম, "হা হতভাগ্য! আপনি এ কোল্লেন কি?"

ডিউকের হাত থেকে একটা শিশি পোড়ে গেল। একবার তিনি একটু ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে চাইলেন। অদ্ভুত বিশাল কটাক্ষ! তিনি যেন জিতে গেলেন, সেই বিশাল কটাক্ষপাতে ঠিক সেই ভাবটাই যেন প্রকাশ পেলে! ঐ রকমে আমার পানে চেয়েই, নিকটের একখানা আসনের উপর কাৎ হয়ে বোসে পোড়্‌লেন। গবাক্ষের বাহিরে যে প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল, তারে আমি ইসারা কোল্লেম। ছুটে আমি বাহিরে গেলেম। আমার মুখচক্ষু দেখেই সমস্ত দাসদাসীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কম্পিত-কণ্ঠে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ডিউক বিষ খেলেন!"

সপ্তম প্রসঙ্গ।

অন্তকাল!

ডাক্তারেরা তখন বাড়ীতেই উপস্থিত ছিলেন। ছুটে গিয়ে আমি তাঁদের খবর দিলেম। ডাক্তারেরা সকলেই অভাগা ডিউকের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। যে শিশিটা ডিউকের হাত থেকে পোড়ে গিয়েছিল, একজন ডাক্তার সেইটী কুড়িয়ে নিয়ে, পরীক্ষা কোল্লেন। ফোঁটাকতক বিষ সে শিশিতে অবশিষ্ট ছিল। পরীক্ষা কোরে দেখে, ডাক্তার বোল্লেন, "সেঁকো আর লডেনম!"—বিষ উদরস্থ হয়েছে! ডাক্তারেরা তাড়াতাড়ি চিকিৎসা আরম্ভ কোল্লেন। অভাগাকে অন্য একটী ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

বনে আগুন লাগ্‌লে যেমন ধূ ধূ কোরে অনেকদূর পর্য্যন্ত জ্বোলে উঠে, ডিউক পলিন বিষ খেয়েছেন, এই কথাটা কাণে কাণে বাড়ীর সকলে যখন জান্‌তে পাল্লে, তখন তাদের মনে সেই রকমে আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো। সেই ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার অক্ষরে লিখে বর্ণনা করা যায় না;—বর্ণনা অপেক্ষা এরূপ স্থলে অনুভবের শক্তিই বেশী। পাঠকমহাশয় অনুভবেই অবধারণ কোর্‌বেন। ডাক্তারেরা বোল্লেন, যতটুকু বিষ উদরস্থ হয়েছে, তাতে হঠাৎ প্রাণ যায় না। তাঁরা আরও অনুরোধ কোল্লেন, ডিউককে এখন কারাগারে প্রেরণ করা না হয়। সমস্ত দিনমান দেখে, রাত্রিকালে চালান কর্‌বার ব্যবস্থা হবে। আত্মহত্যার মৎলবে বিষ খেয়েছেন, কেবল সেই কারণেই নয়, রাস্তায় ভয়ানক জনতা। বাড়ীর ফটকের ধারে অসম্ভব ভিড়। ফটকের দরোয়ান কোন লোককে প্রবেশ কোত্তে দিচ্ছে না, ফটকের বাহিরেই সব লোক জমা হয়েছে। একে ত বিষ খাওয়া, তার উপর আবার তত ভিড়ের ভিতর দিয়ে কারাগারে নিয়ে যাওয়া, পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয় না। রাত্রিকালই ভাল। প্রাতঃকাল থেকেই খুনের খবরটা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পোড়েছে। তখন বেলা নটা বেজে গেছে। কাজেই চতুর্দ্দিক্ থেকে লোক এসে জোমেছে। যখন তারা শুন্‌বে, এ বাড়ীর কর্ত্রী কি রকমে মারা গেলেন,—কত খণ্ডে সেই অভাগিনীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে,—মাথার খুলী কেমন কোরে ভেঙে দিয়েছে, এ সকল নির্ঘাত সংবাদ যখন সকলে শুন্‌বে, হত্যাকারীর উপর তখন সমস্ত লোকের কতদূর রাগ হবে, কতদূর ঘৃণা হবে, সহজ অনুমানেই সেটা বুঝা যেতে পারে। যখন তারা শুন্‌বে, হত্যাকারী অপর আর কেহই নয়, অভাগিনীর নিজের স্বামীই তাঁর জীবনহন্তা, তখন আর কিছুতেই মহাজনতার ক্রোধশান্তির উপায় থাকবে না! যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সকল উত্তেজিত লোকের রাগটা কতক অংশে না কমে, ততক্ষণের মধ্যে সেই ভিড়ের ভিতর দিয়ে ডিউককে যদি কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়, মহাক্রুদ্ধ ভিড়ের লোকেরা অভাগা ডিউককে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে ফেল্‌বে!

আর আমি সে শোচনীয় কাণ্ড দেখ্‌তে পাল্লেম না। যদি পারি, নির্জ্জনে একটু শান্তিলাভ কোর্‌বো, সেই অভিপ্রায়ে আপনার শয়নঘরে চোলে গেলেম। আগাগোড়া যতই চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম, ততই আমার ভয় বাড়্‌তে লাগ্‌লো। ততই বিস্ময়,—ততই যন্ত্রণা,—ততই চিত্তবৈলক্ষণ্য। চিন্তাপথে অবধাচরণ হলো, খুনটা হঠাৎ হয় নাই। আগে থাক্‌তে ডিউক সেটা ভেবে রেখেছিলেন। অপরাধটা যাতে ধরা না পড়ে, মনে মনে বুদ্ধি খাটিয়ে, তারই বন্দোবস্ত কোচ্ছিলেন। দেশভ্রমণে যাওয়াটা ছলনামাত্র। স্ত্রীর নামের সেই দীর্ঘচিঠী—কতই কাকুতিমিনতি—কতই প্রেমানুরাগ—কতই সাবধান। চিঠীতে যা যা লেখা হবে, পূর্ব্বরাত্রে মুখেই আমারে সে সব কথা বোলেছিলেন। প্রস্থানের পূর্ব্বে প্রস্থানের কল্পনাটা প্রকাশ না পায়, সে পক্ষে সাবধান কোরে দিয়েছিলেন। দুষ্ট মৎলবের উপকরণ অনেক প্রকার। পূর্ব্বে আমি কিছুই নিরাকরণ কোত্তে পারি নাই। নিশ্চয়ই তিনি ভেবেছিলেন, পত্নীটীকে মেরে ফেল্‌বেন! কেহই কিছু সন্ধান পাবে না। ঘরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করা—জেগে থেকে অত ডাকে উত্তর না দেওয়া, সেটাও তাঁর উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয়। তাঁর উপর কেহ কিছু সন্দেহ কোত্তে না পারে, সেই মৎলবেই ঐ সকল ফিকির। স্ত্রীপুরুষে ঝগড়া হয়, কেবল সেই সূত্র ধোরে, তাঁরে কেহই হত্যাকারী বোলে স্থির কোত্তে পার্‌বে না, এই তাঁর মনে মনে বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস এখন সমূলে নির্ম্মূল! যখন তিনি সেই অভাগিনীর শরীরে পুনঃপুন অস্ত্রাঘাত করেন, মৃত্যুযাতনায় অভাগিনী তখন প্রাণপণে ধস্তাধস্তি কোরেছিলেন, তখন তাঁর অত্যন্ত ভয় হয়েছিল। তিনি যেন ফাঁপরে পোড়েছিলেন। পিস্তলটা কার্পেটের উপর পোড়ে রইলো। ছোরার ফলাটা মাংসের ভিতর বিঁধে থাক্‌লো। ডেস্ক ভেঙে কাগজ বাহির কোরে, তিনি কেবল ছোরার বাঁটটা হাতে কোরেই পালিয়েছিলেন।—বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। বাঁটটা যদি ফেলে দিতেন, তা হোলেও একরকম অন্য সন্দেহ আস্‌তো। কিন্তু সে জ্ঞান তখন তাঁর ছিল না। রুমালখানা পোড়ে ছিল, সেই রুমাল তাঁর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, সেটাও তখন তিনি ভাবেন নাই। ঘাড়ে খুন চেপেছিল। তিনি তখন পাগলের মত হয়েছিলেন। গোড়ায় আঁটাআঁটি, শেষে ফাঁক! সেই গল্পের কাগজখানা চুরি করাই তাঁর আসল মৎলব ছিল, সেই মৎলবটাই তাঁর মাথার উপর উঠেছিল। কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে, সেই চেষ্টাতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কোথায় কি থাক্‌লো, কোথায় কি পোড়্‌লো, কিসে কি ধরা পোড়্‌বে, সে সময় সে কথা হয় ত তাঁর মনেই আসে নাই।

বিষ কোথা থেকে এলো?—সেই একটা কথা। ভাবতে ভাবতে আমার স্মরণ হলো, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে যখন আমি ডিউকের ঘরে প্রবেশ করি, ডিউক তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে, দুটো শিশিতে কি আরক মিশাচ্ছিলেন। আমি প্রবেশ কর্‌বামাত্র শিশিদুটী তিনি ঢাকা দিয়ে ফেল্লেন। স্ত্রীহত্যা কোরে আত্মহত্যা কোর্‌বেন, প্রথমে সে সংকল্প থাকুক্ না থাকুক্, যদি গোলমাল হয়,—যদি কোন রকমে ধরা পড়্‌বার সূত্রপাত ঘটে, তা হোলেই

ঐ কাজ হবে, এইটীই তাঁর হয় ত মনে ছিল।—হলোও তাই!—ওঃ! কি যন্ত্রণা পেয়েই সে রাত্রি তিনি অতিবাহন কোরেছেন। সমস্ত রাত্রিই দুঃসহ যাতনা! কাটি কি না কাটি, মারি কি না মারি, এই রকম আলোচনা কোরে কোরে, শেষরাত্রে ঐ ভয়ঙ্কর কাজ সমাধা কোরেছেন! প্রায় সকালবেলা বোল্লেই হয়। মনে যদি কোন দুঃসহ যাতনা না থাক্‌বে, তবে অত দেরী কোল্লেন কেন? ঘোর অন্ধকার গভীর রাত্রে সেই সাঙ্ঘাতিক কাজটা সমাধা না কোল্লেনই বা কেন? তিনিই জানেন।—ঈশ্বরই জানেন।

ডিউক পলিন স্ত্রীহত্যাকারী!—যে সকল প্রমাণ পাওয়া গেল, তার অতিরিক্ত আরও প্রমাণ আছে। তদারকের দিন তত বেলা পর্য্যন্ত রাত্রিবাস পরিধান। যখন বিষ খান, তখনও সেই রকম। রাত্রিবাস গাউনটা যখন খুলে ফেলা হলো, তখন দেখা গেল, ভিতরের কামিজেও রক্তমাখা! অন্যান্য স্থানেও ঠাঁই ঠাঁই রক্তের দাগ! মরণকালে ডিউকপত্নী হত্যাকারীর চুল টেনে ধোরেছিলেন, মিলিয়ে দেখা হলো, সেই ছেঁড়া চুলগুলো ডিউকের চুল! চুলেও রক্তমাখা! ডিউকের নিজ মহলের দ্বারের কপাটে কপাটে রক্তের ছড়া ছড়া দাগ! তাঁর শয়নঘরের জলেও রক্ত! গদির নীচে একখানা তোয়ালে গোঁজা ছিল, তাতেও রক্তমাখা!

সমস্তদিন সদর রাস্তায় সমান জনতা। সন্ধ্যার পর একখানা ভাড়াটে গাড়ী এলো। গাড়ীখানা ঘুরে, বাগানের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। যেখানে দাঁড়ালো, তার চারিদিকে পুলিসপ্রহরী। বাজে লোকে পথে কোন গোলমাল কোত্তে না পারে, খুনী আসামীকে সেই দিক্ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই কথা জান্‌তে পেরে, লোকেরা যাতে সেই দিকে গিয়ে ভিড় না করে, সেই জন্যই ঘন ঘন পাহারা। ফিকিরটা মন্দ হয় নাই। সে ফিকির না কোল্লেও ভিড়ের লোকেরা সেদিকে যেতো না। সদর রাস্তাতেই তারা ছুটোছুটি কোচ্ছিল। রাত্রি নটা দশটার সময় সেই হত্যাকারী ডিউককে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় ঠিকা গাড়ীতে তোলা হলো। ডিউক পলিন কারাগারে চোল্লেন! হায় হায়! যিনি এতদিন নিজের ভাল ভাল গাড়ীতে বড় বড় ঐশ্বর্য্যশালী বন্ধুবর্গের সৌখীন প্রাসাদে মনের সুখে গতিবিধি কোরেছেন, তিনি কি না আজ সামান্য একখানা অর্দ্ধভগ্ন ঝনঝনে ঠিকাগাড়ীতে আরোহণ কোরে, বন্দী অবস্থায় জেলখানায় বাস কোত্তে চোল্লেন!

হতবুদ্ধি ডিউক পলিনকে বন্দীশালায় চালান কর্‌বার হুকুম দিয়ে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুমারী লিগ্‌নীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী কোল্লেন। ডিউকের সঙ্গে কুমারী লিগ্‌নীর কি রকম সংস্রব,ঘটনাগতিকে ডিউকের নামের সঙ্গে কুমারী লিগ্‌নীর নাম কেন পুনঃপুন উল্লেখ হয়, সেই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সন্দেহ দাঁড়ালো। কুমারীকে না ধোল্লে বিচারের সুবিধা হয় না, এই কারণেই কুমারীকে গ্রেপ্তার কর্‌বার হুকুম। যথারীতি সেই হুকুমটী তামিল হলো। সেই দিনেই কুমারী লিগ্‌নীকে গ্রেপ্তার কোরে, হাজতে দেওয়া হলো। জবাবের মুখে কুমারী রেগে রেগে সমস্ত কথাই অস্বীকার কোল্লেন। ডিউকের

স্ত্রীর খুনের সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না, আনুমানিক অভিযোগটা সম্পূর্ণ অমূলক, সরাসর তিনি সেই কথাই বোল্লেন। আপাতত মাজিষ্ট্রেটের তাতে বিশ্বাস হলো না। কুমারীকে কাঁজিহাউসে—নির্জ্জন কারাগারে কয়েদ রাখ্‌বার হুকুম দিলেন।

সেই দিনেই ডিউকের পুত্র মার্কুইস্ গিয়োবলকে সেই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত কর্‌বার অভিপ্রায়ে, জর্ম্মণী-বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক পাঠানো হলো। বালক গিয়োবল এই মর্ম্মভেদী সংবাদে কি রকম অভিভূত হবেন, সেইটী চিন্তা কোরে, ভিতরে ভিতরে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। বেলা দুই প্রহরের পর ডিউকের শ্বশুর ফরাসী মার্শেল ডিউকের প্রাসাদে উপস্থিত হোলেন। কন্যার শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ!—অত্যন্ত বিষাদিত! ছোট ছোট ছেলেগুলিকে তিনি সে বাড়ী থেকে নিজবাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ডিউকের দুটী কন্যা অন্যস্থানের বোর্ডিংস্কুলে অধ্যয়ন করে, তাদের কাছেও পত্র লেখা হলো। তাঁদের পিতা অকস্মাৎ তাঁদের মাতাকে খুন কোরেছেন, মার্শেলবাহাদুর সেই মর্ম্মান্তিক কথাও কন্যাদুটীকে লিখে পাঠালেন। রাজধানীমধ্যে হুলুস্থূল বেধে উঠ্‌লো। সকল লোকেই নানাকথা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো। গোলযোগের আর এক প্রধান হেতু উপস্থিত। খুনের খবর বিস্তারিতরূপে কোন সংবাদপত্রে ছাপা না হয়, গবর্ণমেণ্ট থেকে সেই রকম নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হলো। ডিউকের অপরাধটা সর্ব্বসাধারণের গোচর হোলে,—সংবাদপত্রে প্রকাশ পেলে, রাজধানীর সমস্ত বড়লোকের উপরেই সাধারণ লোকের রাগ বাড়্‌বে, সেই ভয়েই ঐরূপ আজ্ঞাপ্রচার। প্যারিসের অধিকাংশ বড়-লোকের প্রতি সাধারণ লোকের অতিশয় ঘৃণা!—কেননা, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার অধিক। বিশেষত সম্প্রতি, একজন রাজমন্ত্রী ফৌজদারী অপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন। তার পর পীর-চেম্বরে যে ঘটনা হয়ে গেল, সে ঘটনায় গবর্ণমেণ্টের দুর্নাম রোটেছে। লুই ফিলিপ অত্যন্ত ভয় পেলেন। খুনের ব্যাপারটা বাহুল্যরূপে প্রচার হোলে, আরও গণ্ডগোল বেধে উঠ্‌বে, সেই ভয়েই তিনি বিকম্পিত। খুনের কথা অবশ্যই প্রকাশ পাবে, কিন্তু কি কারণে খুন,—কি প্রকারে খুন, সেটা যতদূর চাপা থাকে, প্রদেশীয় রাজমন্ত্রী, পুলিসের কমিসনর, সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা কোল্লেন। বাস্তবিক আসল কথা সমস্তই প্রায় চাপা থেকে গেল। সাক্ষীদের জবানবন্দী পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ হলো না। আদফ, এমিলি, আর ডিউকের কিঙ্কর, এই তিনজন ছাড়া, বাড়ীর অপর কোন দাসীচাকরের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ পেলে না। আমার নাম ত আসলেই না। ফরাসী—ইংরাজী, সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্র আমি তন্ন তন্ন কোরে পাঠ কোল্লেম, কোন কাগজেই আমার নাম দেখ্‌তে পেলেম না।

বাড়ীর দেওয়ানজী ইতিমধ্যে এক হুকুমজারী কোল্লেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাধি-ক্রিয়া সমাধা হয়ে না যায়, দাসীচাকরেরা ততক্ষণ যেন বাড়ীর ভিতরেই থাকে, কেহই যেন বাহির না হয়। কথায় কথায় অন্যলোকের কাছে পাছে তারা খুনের বিশেষ বৃত্তান্ত গল্প করে, সেই ভয়েই ঐরূপ কৌশলের সৃষ্টি। মার্শেল বাহাদুর

হুকুম দিলেন, সমাধিক্রিয়াতে যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না হয়। মার্কুইস থিয়োবল বাড়ীতে উপস্থিত হবার অগ্রেই সে কাজটা যেন সমাধা হয়ে যায়। সেই আদেশ অনুসারে খুনের পর চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে লেডী পলিনের গোর হলো।

ডিউক পলিন কি অবস্থায় আছেন?—কারাগারে প্রেরিত হয়ে অবধি তিনি যেন চৈতন্যশূন্য হয়ে আছেন। লোকে কথা কোচ্চে, তিনি কেবল ফ্যাল্‌ফ্যাল কোরে চেয়ে আছেন। লোকেরা যে সব কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চে, একে আর উত্তর দিচ্ছেন। ভাবগতিকে বিলক্ষণ বোধ হলো, সম্পূর্ণরূপেই তিনি যেন অজ্ঞান!

যে দিন লেডী পলিনের সমাধি হয়, সেই দিন বৈকালে বেলা প্রায় বারোটার সময় মার্শেলবাহাদুর আবার সেই বাড়ীতে এলেন। আমারে ডেকে পাঠালেন। অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে আমারে সম্বোধন কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন:—

"এইমাত্র আমি কারাগার থেকে ফিরে আস্‌ছি। অভাগার একটু জ্ঞান হয়েছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এতক্ষণ যে প্রকার অজ্ঞান অবস্থা ছিল, আমি গিয়ে দেখ্‌লেম, এখন সে অবস্থা আর নাই। যে রকম দেখলেম, আর বেশীক্ষণ বাঁচ্‌বেন, এমন বোধ হয় না। আমিও যেমন বুঝ্‌লেম, তিনি নিজেও সেইরূপ বুঝেছেন। কাল অতি নিকটবর্ত্তী! মৃত্যুকালে একটু যেমন চৈতন্য হয়, সেই রকম চৈতন্যের উদয়। আমার কথা শুন্‌লেন না। আমার কাছে কোন কথাই বোল্লেন না। তোমাকে ডাকেন। দেখ জোসেফ! তুমি একবার তাঁর কাছে যাও!—গোপনে যেয়ো! বাহিরের লোকে যেন কিছু জান্‌তে পারে না। তুমি যে কারাগারে যাচ্ছো, বাড়ীর কোন চাকরদাসীর কাছে গল্প কোরো না। কিন্তু শীঘ্র যাও! আমি সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে রেখে এসেছি, দরজার কাছে তুমি উপস্থিত হোলেই, প্রহরীরা তোমাকে যেতে দিবে।"

যেতে আমার ইচ্ছা ছিল না,—প্রাণে বড় কষ্ট হোচ্ছিল, কিন্তু করি কি? কি বোলেই বা অস্বীকার করি? বৃদ্ধ মার্শেল শোকভারে নিতান্ত অবনত হয়ে পোড়েছেন। যেরূপ কাতরস্বরে তিনি কথাগুলি বোল্লেন, শুনে আমার প্রাণ কেমন কোত্তে লাগ্‌লো। আহা! যে কন্যাকে তিনি বড় ভালবাস্‌তেন,—যে কন্যা তাঁর কাছে বড়ই আদরিণী ছিলেন, হায় হায়! যে কন্যাকে গোর দিবার জন্য সেই দিন প্রাতঃকালে তিনি গোর-স্থান পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন, সেই কন্যার কথা যখন তিনি আমার কাছে বলেন, তখন দরদরধারে তাঁর চক্ষে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। হায় হায়! মহামহা সমরক্ষেত্রে ভীষণ রণবাদ্যের শব্দে—যোধবৃন্দের হুহুঙ্কারে—ভীষণ অস্ত্রের ভীষণ ঝন্‌ঝনায়—বজ্রভেদী কামা-নের গর্জ্জনে, যে প্রাণ কাঁপে নাই, যে চক্ষে একবিন্দুও জল আসে নাই, সেই প্রাণ কাঁপ্‌লো!—সেই চক্ষে জল পোড়্‌লো! বীরপুরুষের চক্ষে জল! হায় হায়! মুখের দিকে আমি ভাল কোরে চেয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না। যে শোচনীয় কার্য্যে তিনি আমারে পাঠালেন, চঞ্চল হয়েই সেই কার্য্যে আমি চোলে গেলেম। চাকরেরা মনে কোল্লে, মার্শেল বুঝি আর কোন সামান্যকাজে আমারে পাঠালেন।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে,একখানি ঠিকাগাড়ী ভাড়া কোল্লেম। খুব শীঘ্র নিয়ে গেলে খুব বেশী ভাড়া পাবে, গাড়োয়ানকে সেই কথা বোল্লেম। লাভের লোভে গাড়োয়ান উৎসাহ পেলে। গাড়ীর ঘোড়ারা খুব দ্রুতগতি ছুট্লো।

কিছুদিন পূর্ব্বে সেই লক্সেম্বর্গকারাগারে আমি সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেম। সেখানেও ছিল মরণ-জীবনের মকদ্দমা। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, গুপ্তসভার মকদ্দমায় পীর-চেম্বরে আমি সাক্ষী ছিলেম। সে দিন অতীত হয়ে গেছে। আবার আমি সেই ভয়ানক জায়গায় যাচ্ছি। এবারে সেখানে মৃত্যু বোসে আছে! আমার মনে তখন যে কতই চিন্তা, সে সব কথা প্রকাশ কোত্তে পারি না। সমস্ত চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ত্তিমান্ আতঙ্কের ভীষণ ভীষণ মূর্ত্তি!

মার্শেলবাহাদুর যেমন যেমন বোলে দিয়েছিলেন, আমি দেখ্লেম, সেই রকম বন্দোবস্তই ঠিকঠাক। প্রহরীরা আমারে প্রবেশ কোত্তে নিষেধ কোল্লে না। আমি অবাধে ডিউকের কারাগারে প্রবেশ কোল্লেম। যে ঘরটীতে তাঁরে কয়েদ রেখেছে, সেই ঘরেই আমি উপস্থিত। একাই আমি গেছি। আমার সঙ্গে অন্যলোক যাওয়া নিষেধ ছিল। যে ভীষণ দৃশ্য দেখ্লেম, জন্মেও তা ভুল্বো না!

ডিউক পলিন একটী শয্যার উপর বোসে আছেন। হাত দুখানি বুকের উপর। দৃষ্টি নীচুপানে। আমি দরজা খুলেছি,—প্রবেশ কোরেছি,—আবার বন্ধ কোরেছি, তা তিনি জান্তে পেরেছিলেন কি না, একজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে আস্বে, কারাগারের বার্ত্তাবহের মুখে সে সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন কি না, তা আমি জানি না। হঠাৎ আমার মুখপানে তিনি চেয়ে দেখ্তে পার্বেন কি না, বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, খানিকক্ষণ ঐ রকমে চুপ্ কোরে থেকে,মাথা হেঁট কোরে বুদ্ধিস্থির কর্বার চেষ্টা কোচ্ছিলেন কি না, তাও আমি জানি না।—পরমেশ্বর জানেন। একমাত্র পরমেশ্বরই তাঁর মনের কথা জানেন। তাঁর মনের ভিতর তখন যে কি হোচ্ছিল, তিনি নিজেই তা জান্তে পাচ্ছিলেন। মূল সাক্ষী জগদীশ্বর। ভাব দেখে আমি বড়ই কাতর হোলেম।

দু তিন মিনিট পরে, ডিউক পলিন একবার মুখ তুল্লেন। আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে মুখখানি একটু উঁচু কোল্লেন। ও পরমেশ্বর! কি ভয়ানক মূর্ত্তি! কি ভয়ানক মুখ আমি দেখ্লেম! গাল চুপ্সে গেছে,—চক্ষু ডুবে গেছে,—গায়ের চাম্ড়াখানি যেন কোঁকড়া কোঁকড়া কাগজের মত, হাড়গুলি ঢেকে রেখেছে। মাথার চুল পূর্ব্বে যেমন আমি দেখ্তেম, তার চেয়ে আরও কতগুণে সাদা হয়ে গেছে। চক্ষে আর কিছুমাত্র দীপ্তি নাই। মৃত্যু যেন চক্ষের পুতুলির উপর আসন পেতে বোসেছে! সমস্তই নিস্তেজ, সমস্তই নিষ্প্রভ! হাত দুখানি এম্নি বিশ্রী হয়ে গেছে,—এত হাড় বেরিয়েছে, সে দিকে চেয়ে দেখা যায় না। নখের আগায় আগায় নীলবর্ণ রেখা দেখা দিয়েছে! ঘরে বোসে বিষ খেয়েছিলেন, শিরায় শিরায় বিষ প্রবেশ কোরেছে। বিষের ক্রমেই নখের মুড়ি নীলবর্ণ। দেহখানি কেবল ছায়ামাত্র অবশিষ্ট। স্বভাবতই তিনি কিছু কাহিল, কিন্তু

তখন কেবল অস্থিচর্ম্ম সার। অঙ্গবস্ত্রগুলি আলু থালু হয়ে, এধারে ওধারে ঝুলে ঝুলে লুটিয়ে পোড়েছে। দেখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। অবসন্ন হয়ে একখানি আসনের উপর বোসে পোড়লেম। থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। ঘন ঘন জোর জোর নিশ্বাস পোড়্‌তে লাগ্‌লো।

অত্যন্ত মৃদুস্বরে—মৃদু অথচ ভঙ্গস্বরে, আমারে সম্বোধন কোরে, অনুতাপী ডিউক থেমে থেমে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এসেছ? বেশ কোরেছ! বড় দয়া তোমার! আমি আর বাঁচ্‌বো না! শীঘ্রই আমার পাপপ্রাণ এ দেহ থেকে প্রস্থান কোর্‌বে! বিচারের যদি বিলম্ব থাকে—থাকে থাক্, বিচার হয় ত আমাকে দেখ্‌তে হবে না! আমি বিলক্ষণ জান্‌তে পাচ্ছি, প্রাণ যেন বাহির হয় হয় হয়েছে! জোসেফ! জোসেফ! দেখ আমার অন্তকাল!—ঠিক ঠিক!—ঐ ত!—ঐ ত!—হাঁ হাঁ!—একটু আগে সে এসেছিল! আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল!—সেই—সেই হতভাগিনী—এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল!—উঁচু কোরে হাত তুলেছিল!—ঠিক যেন বরফের মত ঠাণ্ডা আওয়াজে—ঠিক যেন ভূতের মত কণ্ঠস্বরে সে আমারে বোলে গেল, "প্রস্তুত হও!—চল এখান থেকে!"

অত্যন্ত কাতরভাবে অভাগার মুখপানে আমি কটাক্ষপাত কোল্লেম। বেশ বিবেচনা হলো, বুদ্ধিশক্তি লোপ পেয়েছে। ঘোলাচক্ষে আর একবার আমার দিকে চেয়ে, তিনি ধীরে ধীরে বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন ঃ—

"তুমি বুঝি মনে কোচ্চো, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?—তুমি বুঝি মনে কোচ্চো, আমার জ্ঞানবুদ্ধি হোরে গিয়েছে?—না না না,—না জোসেফ! তা না!—এখন আমি যেমন সজ্ঞান, জন্মাবধি এমন সজ্ঞান আমি কখনো ছিলেম না! মানুষ যখন মুখামুখি মৃত্যুমুখ দেখে, তখন তার নয়নের দীপ্তি এত উজ্জ্বল হয়,—এত তীব্র হয়, সচরাচর লোকে যে সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু দেখ্‌তে পায় না, সে সব যেন প্রত্যক্ষ দেখা যায়! জোসেফ! হাঁ—হাঁ! সে এসেছে!—সে আছে!—এই ঘরেই আছে!—ওঃ! সেই রক্তমাখা কাপড়!—তাই পোরেই এখানে এসেছে! ঐ—ঐ—ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে!—উঃ!—ঠিক ঐ!—তুমি যেখানে বোসে আছ, ঠিক ঐখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে!"

অকস্মাৎ আমি কেঁপে কেঁপে চোম্‌কে উঠ্‌লেম। কেমন এক রকম আকস্মিক আতঙ্কে চঞ্চলভাবে চারিদিকে কটাক্ষপাত কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। তখনি তখনি আবার কেমন এক রকম লজ্জা হলো। কেন তেমন ভূতের ভয়? ডিউকের দিকে চক্ষু ফিরালেম। কাতর মৃদুস্বরে তাঁরে বোল্লেম, "একজন চিকিৎসক ডাকালে ভাল হয় না? আর—আর—একজন পুরোহিত!"

"তারা এসে কি কোর্‌বে?"—গোরের ভিতর থেকে যেরকম আওয়াজ আসে, গোরের ভিতরের আওয়াজ বাহির থেকে যেমন শুনায়, ঠিক তেম্‌নি ঘড় ঘড় স্বরে মুমূর্ষু ডিউক বোলে উঠ্‌লেন, "তারা এসে কি কোর্‌বে? না না,—চিকিৎসক আমার কিছুই কোত্তে পার্‌বে না!—চিকিৎসকের হাতে আমার দেহের কিছুই উপকার হবে না!

পুরোহিতেও আমার আত্মার শান্তি দিতে পারবে না ! উভয়েই—উভয়েই তারা অধঃপাতে যাক্ ! ওঃ ! ঐ সেই রক্তমাখা কাপড়পরা !—ঐ সে আমার চক্ষের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ! শোন জোসেফ ! দীর্ঘনিদ্রার পর আমি যেন এইমাত্র জেগে উঠেছি ! সুদীর্ঘরাত্রে ক্রমাগতই যেন আমি ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি ! এখন জেগেছি ! কি কোরে জেগে উঠ্‌লেম ?—কে আমাকে জাগালে ? তা কি কিছু জান তুমি ?—না না, তুমি জান না ! আমিই বোল্‌ছি। ক্রমে ক্রমে আমি বিবেচনা কোল্লেম,—একটু একটু কোরে বেশ বিবেচনা এলো, এই কারাগারের দেয়ালগুলা যেন খুব পাত্‌লা হয়ে গেল ! খুব যেন ধপ্ ধপ কোত্তে লাগ্‌লো ! দেয়াল যেমন জমাট থাকে, তেমন আর থাক্‌লো না ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন আরসির মত চক্ চক্ কোত্তে লাগ্‌লো ! সে আরসি দিয়ে আমি যেন কত কি বস্তু দেখ্‌তে লাগ্‌লেম ! প্যারিসনগরে যত লোক কাজকর্ম্মে ব্যস্ত হয়ে ছুটে ছুটে যাচ্ছে, দেয়ালের আরসিতে সব যেন আমি দেখ্‌লেম। সমস্ত প্যারিস সহরটা যেন আমার চক্ষের কাছে এসে দাঁড়ালো ! সমস্ত রাজপথের জনতা যেন আমার চক্ষের কাছে খেলা কোত্তে লাগ্‌লো ! জনতার দলে যেন জোয়ার-ভাটা খেলতে লাগ্‌লো ! আমার চক্ষু কিন্তু এক জায়গায় আট্‌কানো আছে ! আমার চক্ষু সেই গোরস্থানে ! আমি যেন গোরস্থান দেখ্‌ছি ! গোরস্থানের দেয়ালগুলো, ও ধর্ম্মশালার দেয়ালগুলোও যেন ঐ কারাগারের দেয়ালের মত চক্‌চক্ কোচ্চে ! সেখানেও যেন দর্পণ বোসেছে ! পাথর বিঁধে বিঁধে আমার চক্ষু যেন পাতাল পর্য্যন্ত দেখ্‌ছে ! যে নদীতে খুব পাৎলা জল, তীরে দাঁড়িয়ে সেই জলের নীচে যেমন তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়,—তলায় পাথর আছে,—বালী আছে, তা যেমন চক্ষে পড়ে, আমি যেন সেই রকম দেখ্‌তে লাগ্‌লেম ! আরও কি দেখ্‌লেম ?—আরও দেখ্‌লেম, শবাধারের ডালাটা কে যেন খুব ধীরে ধীরে তুলে ধোল্লে !—কিম্বা হয় ত আপ্‌না হোতেই উঠ্‌লো ! সেই শবাধারের ভিতর থেকে অকস্মাৎ এক মূর্ত্তি বেরুলো ! হায় হায় ! জোসেফ ! কেন তারা তারে সেই রক্তমাখা কাপড়শুদ্ধ গোর দিয়েছিল ?"

আমিও আর বুদ্ধিস্থির রাখ্‌তে পাল্লেম না। পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত যেন শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। পুনঃপুন মিনতি কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "চুপ্ করুন্ আপ্‌নি, ও সব কথা বোল্‌বেন না। ঈশ্বরের নাম কোরে বোল্‌ছি, আপ্‌নি চুপ্ করুন্। একটু শান্ত হোন্ ! আপ্‌নার পত্নীকে যথারীতি সমাধি দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় জান্‌বেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আপ্‌নি নিশ্চিন্ত থাকুন্ ! ও রকম ভৌতিক ভয়কে মন থেকে দূর কোরে দিন।"

"না জোসেফ ! ভৌতিক ভয় নয় !"—পূর্ব্ববৎ উদাসনয়নে আমার পানে চেয়ে, সেই রকম স্তম্ভিত আওয়াজে ডিউক অম্‌নি বোলে উঠ্‌লেন, "ভৌতিক ভয় নয় ! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো না ! পৃথিবীশুদ্ধ লোকে কেহই বুঝ্‌তে পাচ্চে না। যথার্থই আমি তোমাকে বোল্‌ছি, সেই রক্তমাখা কাপড়শুদ্ধই তারা তাকে গোর দিয়েছে।

মার্শেলের হুকুমেই সেই কাজ হয়েছে। আমি বুঝি দেখি নি? গোরের ভিড়ের ভিতর থেকে রক্তমাখা কাপড়পরা—সেই নারী—উঃ! আমার সেই নারী ধড়্মড় কোরে উঠেছে, তা বুঝি আমি দেখি নি? বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে উড়ে, সেই রক্তমাখা মূর্ত্তি আমার দিকে ছুটে আস্ছে, তা বুঝি আমি দেখি নি? সে যখন আমার এই কয়েদঘরে প্রবেশ কোল্লে, তখন বুঝি আমি কাঁপি নি? কাঁচের দেয়ালের ভিতর দিয়ে চোলে গেল! স্বচ্ছন্দে চোলে গেল!—একবার গেল, আবার এলো!—তা বুঝি আমি দেখি নি? এখনো বুঝি আমি দেখ্তে পাচ্ছি না?—ঐ যে!—ঐ যে!—ঠিক ঐ!—ঠিক তুমি যেখানে বোসে আছ,—ওঃ!—তাই ত!—তোমার পেছোনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে!"

আর আমি চেয়ারের উপর বোসে থাক্তে পাল্লেম না। চোম্‌কে চোম্‌কে লাফিয়ে উঠ্‌লেম। যে সব কথা শুন্‌ছি, সমস্তই ভয়ানক! মনে মনে তিনি ভূতের ভয় দেখ্‌ছেন!—দোষীলোকের মনে কতরকম শঙ্কার উদয় হয়, অভাগা ডিউকের ভাবগতিক দেখে, সে সব যেন আমি স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাচ্ছি। সভয়বিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "এ কি মহাশয়! আপ্‌নি ও সব কি কথা বলেন?"

"তুমি বুঝি আমার কথায় অবিশ্বাস কোচ্চো? কেন বল দেখি, আমার কথায় তোমার প্রত্যয় হোচ্চে না? আমি বোল্‌ছি, তারে আমি দেখেছি!—আমি বোল্‌ছি, সে এখানে এসেছে! যে বাতাসে তারে এখানে উড়িয়ে এনেছে, সে বাতাসটা আমার গায়েও লেগেছে! উঃ! কতই ঠাণ্ডা বাতাস!—যেমন তেমন ঠাণ্ডা নয়, করকার মত ঠাণ্ডা! বুঝ্‌তে পাচ্চি, সে বাতাসটা কি! মরামানুষের চতুর্দ্দিকে যে বাতাস খেলা কোরে বেড়ায়, সেই বাতাস!—হাঁ হাঁ,—সে এসেছে! সে আমাকে প্রস্তুত হোতে বোলেছে!—সঙ্গে যেতে বোলেছে! এ পৃথিবীতে আমি আর থাক্‌বো না!—থাক্‌তে পাব না!—থাক্‌তে দিবে না!—এ কথাও সে আমারে বোলেছে! অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আর আমি থাক্‌বো না! হাঁ হাঁ,—ঐ যে আবার!—ঐ আবার আমার দিকে কটাক্ষ কোচ্চে!—উঃ! সেই ভূতের মুখ!—সেই ভূতের চোখ!—ঐ ঐ!—ঐ সেই ঠোট দুখানা কাঁপ্‌ছে! আবার যেন কি কথা বোল্‌ছে! আমি শুন্‌তে পাচ্ছি না! এইমাত্র তাঁর পিতা এসেছিল। তারই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল! যেখানে বাপ, সেইখানেই মেয়ে! বাপ কিন্তু মেয়েকে দেখ্‌তে পেলে না! আমি দেখতে পাচ্চি!—তখনো দেখেছি, এখনো দেখ্‌ছি! তবু তুমি বিশ্বাস কোচ্চো না? ঐ!—আবার, আমি সেই মূর্ত্তি দেখ্‌ছি! তুমি যেমন এইখানে দাঁড়িয়ে আছ, তোমাকে যেমন আমি পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছি, রক্তমাখা নারীমূর্ত্তিও তেম্‌নি পরিষ্কার দেখ্‌ছি!"

আর আমি ধৈর্য্য রাখ্‌তে পাল্লেম না। কাকুতিমিনতি কোরে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "দোহাই মহাশয়! অনুমতি করুন, আমি লোক ডাকি।—ডাক্তার ডাকি, পুরোহিতকে খবর দিই,—আর এই জেলখানার গবর্ণরকে—"

"না!—থাক তুমি এইখানে! ডাক্তার আমার কি কোর্‌বে? জিজ্ঞাসা কোর্‌বে

বুঝি আমি কেমন আছি? জিজ্ঞাসা কোরে কি হবে? মরণ নিবারণের কি ঔষধ আছে? তেমন ঔষধের কি ব্যবস্থা দিতে পার্‌বে? পৃথিবীর ডাক্তারের কি তেমন সাধ্য আছে? আর তুমি বোল্‌ছো পুরোহিত!—পুরোহিতেই বা আমার কি কোর্‌বে? এই ঘরে যত লোক মরে, পুরোহিত এসে তাদের কাছে যেরূপ প্রার্থনা জানায়,—যে প্রার্থনার জন্যে পুরোহিতেরা টাকা পায়, সেই রকম প্রার্থনা আমার কাণে?—বেতনভোগী পুরোহিত! বেতনের বদলে প্রার্থনা! সেটা ত কেবল উড়োভাষা কথা! সে প্রার্থনায় কি পবিত্রভাব থাক্‌তে পারে? পবিত্রতা তারা কোথায় পাবে? না না;—থাক্‌ তোমার ডাক্তার!—থাক্‌ তোমার পুরোহিত!—ও সব কথা রেখে দেও! যারা চায়,—যাদের দরকার, তাদের জন্যে রেখে দেও! যারা ডাক্তার চায়,—যারা পুরোহিত চায়, তাদের কাছেই ভাল! আমার দরকার নাই! সময় যাচ্চে!—আমার আর সময় নাই! পায়ে পায়ে যম আমার কাছে এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে! আমরা যে এই সব কথাবার্ত্তা কোচ্চি, ওঃ! সে হয় ত সব শুন্‌ছে! আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী—উঃ! এখনো সেই রক্তমাখা কাপড়পরা! আমাদের কথা শুনে শুনে, আরও আমাদের কাছে এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে! উঃ!—উঃ! একেবারে গা ঘেঁসে পোড়্‌লো! একেবারে দুজনে যেন জড়াজড়ি! দেখ,—দেখ,—জোসেফ দেখ!—মাঝখানে আর একটুও ফাঁক নাই!"

আমি তখন অত্যন্ত অস্থির হয়ে বোল্লেম, "মিনতি করি, শান্ত হোন্! আসুন্ আমরা উভয়েই জানু পেতে বসি। আসুন, দুজনেই আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। এখনই আপ্‌নার মৃত্যু হোচ্চে না। যদিও বড় বেশী বিলম্ব নাই, কিন্তু এখনও একটু সময় আছে। আসুন, জীবের জনন—পালন—মরণের যিনি কর্ত্তা, অন্তকালে তাঁরে আপনি ভক্তিভাবে স্মরণ করুন্।"

"হাঁ—হাঁ—হাঁ! একটু পূর্ব্বে মার্শেলও আমাকে ঐ রকম কথা বোলে গিয়েছে! আমি তার কথা শুনি নাই!"—এই কটী কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই ডিউকের মুখে চক্ষে যেন বিলক্ষণ বিরক্তিলক্ষণ প্রকাশ পেলে।

তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "না শুনে আপ্‌নি ভাল করেন নাই। ভাল অভিপ্রায়েই তিনি এখানে এসেছিলেন। তাঁর মনে——"

"তার কথা আর আমার কাছে বোলো না!"—আমার কথায় বাধা দিয়ে, বিরক্তিভাব জানিয়ে, ডিউক একটু কম্পিতকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেন, "তার কথা আর আমার কাছে বোলো না! পৃথিবী থেকে আমি বিদায় হোচ্চি!—তার সঙ্গে আমার বিদায়ী কথাও কিছুই নাই! কিছুই তারে বলি নাই! তোমার কাছেই বোল্‌বো। দেখ জোসেফ! শোন আমার কথা! আমার ছেলেকে তুমি বোলো,—আমার থিয়োবলকে তুমি বোলো, আমি মরি!—আমার মরণে থিয়োবল্ যেন বেশী শোকে অভিভূত না হয়। আমাকে মনে কোরে, সে যেন বেশী না কাঁদে। আমার থিয়োবলকে তুমি বোলো; আমার শেষের কথা এই—আর আমি এ সংসারে কথা কইতে আস্‌বো না;—মরণকালে আমার শেষ

কথা এই, কুমারী ইউজিনির সঙ্গে উপযুক্ত সময়ে থিয়োবলের বিবাহ হবে, তাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি। ইউজিনির সঙ্গেই বিবাহ হবে। যত্নে রাখ্‌তে বোলো,—আদর কোত্তে বোলো, স্ত্রীপুরুষে বিবাদ যেন হয় না। স্ত্রীপুরুষে একবার যদি রাগারাগির সূত্র উঠে,—একবার যদি উভয়ে উভয়কে রেগে রেগে কথা বলে, সে কথা বড় সামান্যকথা হয় না। সে রকম কথা বাতাসেও উড়ে যায় না, ধোঁয়াতেও মিশায় না। স্ত্রীপুরুষের জীবনপথে সেই কথা জীবন্ত হয়ে থাকে। সেই হলো কুগ্রহের অঙ্কুর। সেই অঙ্কুরে শিকড় ধরে। ক্রমে ক্রমে সেই বীজে—সেই অঙ্কুরে—সেই শিকড়ে,—বৃহৎ বৃহৎ কাঁটাগাছ জন্মে। সেই সকল কণ্টকবৃক্ষে অবশেষে বিষফল সমুৎপন্ন হয়। আমার থিয়োবলকে তুমি এই সব কথা বোলো জোসেফ! আমার এই কথাগুলি সে যেন পালন করে। আমি তার হতভাগ্য পিতা, আমা হোতে তার আর কিছুমাত্র উপকার হলো না! আমি চোল্লেম! কেবল আমার এই কথাগুলি বেঁচে থাক্‌লো। বোলো জোসেফ! আমার থিয়োবলকে তুমি এই সব কথা বোলো!—বল,—বোল্‌বে ত? অঙ্গীকার কর, অঙ্গীকার কোচ্চে?—বোল্‌বে ত?”

“বোল্‌বো। অঙ্গীকার কোচ্চি, অবশ্যই আপনার এই আজ্ঞা আমি পালন কোর্‌বো।” ওঃ! উত্তর কোল্লেম বটে, কিন্তু মনের দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পোড়্‌লেম। ডিউকের মুখখানি সেই সময় এককালে যেন শ্বেতবর্ণ হয়ে গেল! একটু পূর্ব্বে যে রকম দেখ্‌ছিলেম, তার উপর আরও বিষম বৈলক্ষণ্য! বোধ হলো যেন মরামানুষ দেখ্‌ছি! ভয়ে আমার হৃৎকম্প হোতে লাগ্‌লো। চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, “ওঃ! এ কি! আপ্‌নার কি অত্যন্ত কষ্ট হোচ্চে?”

“সে যে আবার আরও নিকটে আস্‌ছে! আরও যে সোরে সোরে আস্‌ছে!” বোলতে বোল্‌তেই স্বরস্তম্ভ। পূর্ব্বে যে স্বরে কথা কোচ্ছিলেন, সে স্বর একেবারে বোদ্‌লে গেল। অত্যন্ত ক্ষীণ—অত্যন্ত মৃদু—টানাটানা নিশ্বাস!—মাঝে মাঝে হাঁপানি, সেই রকম ভঙ্গস্বরে মৃদু মৃদু কথা! ঘড়্‌ঘড়্‌ ঘড়্‌ঘড়্‌ স্বর। দারুণ হিমানীতে সজীব মানুষ যেমন কাঁপে, ডিউকের সর্ব্বশরীর সেই সময় সেই রকম কেঁপে উঠ্‌লো।—দেহকম্প—ওষ্ঠকম্প—স্বরকম্প! সেই অন্তিম কম্পিতস্বরে তিনি বোল্লেন, “হাঁ জোসেফ! হাঁ, কাল আমার নিকট হয়েছে! আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি;—আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি—বেশ, বুঝ্‌তে পাচ্চি—আমি—আমি—মরি!”

ডিউক এতক্ষণ বিছানার উপর বোসে ছিলেন;—ঐ সময় অতিকষ্টে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ কোরেই, অবসন্নশরীরে বিছানার উপর শুয়ে পোড়্‌লেন।

মহাতঙ্কে ঘূর্ণিতমস্তকে আমি দরজার কাছে ছুটে গেলেম। দরজায় চাবী বন্ধ; বাহির দিকে বন্ধ। কারাগারে আমি প্রবেশ কর্‌বার পর, প্রহরীরা চাবী দিয়ে গিয়েছে। গুম্‌ গুম্‌ শব্দে দরজায় কিল মাত্তে লাগ্‌লেম। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম। তৎক্ষণাৎ একজন প্রহরী চাবী খুল্লে দিলে। প্রহরী নিজেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে।

কারাগারে ডিউক পলিন।

তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "ডিউকের মৃত্যুকাল নিকট !"—প্রহরী আর দাঁড়ালো না। দ্রুতগতি ডাক্তার ডাক্তে চোলে গেল। অভাগার কাছে আমি কেবল একাই থাক্‌লেম। আমি থাক্‌লেম একা, কিন্তু যাঁর কাছে থাক্‌লেম, তিনি ভাব্‌লেন, আমি একা নই। না ;—তিনি ভাব্‌লেন, আর একজন আছে। আমি তাঁর গলাবন্ধটা খুলে দিলেম। একটু জল খেতে দিলেম। কপালে—কপোলে—চক্ষে, জলের ছিটে দিলেম।—কেবল ছিটে দেওয়া নয়, জলে জলে অভিষিক্ত কোল্লেম। আস্তে আস্তে ধোরে, বালিশের উপর মাথা তুলে দিলেম। তিনি তখন জোরে জোরে হাঁপাতে লাগ্‌লেন। হাঁ কোরে নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। কণ্ঠশ্বাস যেন মুখে এলো। চক্ষু কিন্তু একদিকেই আকৃষ্ট থাক্‌লো। তিনি যেন কি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। যা তিনি দেখ্‌ছেন, তা কেবল তিনিই জানেন, তিনিই কেবল দেখ্‌তে পাচ্ছেন। কি যে সে বস্তু, তিনিই তা জানেন। তাঁর মুখে শুনে শুনে আমিও কিছু কিছু জান্‌তে পাচ্চি।

অতি মৃদুস্বরে—অতি ক্ষীণ উত্তেজিত গ্যাঙানিস্বরে, আবার তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ দেখ, জোসেফ! দেখ! কেমন এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে দেখ! তাই ত! এগিয়ে এগিয়েই ত আস্‌ছে! এবারে আর সে নিজে নয়! স্বয়ং যম সেই ভয়ঙ্করী নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরেছে! সেই রক্তমাখা নারীবেশে ঘেঁসে ঘেঁসে আমাকে ধোত্তে আস্‌ছে!—উঃ! দেখ দেখ! নিশ্বাস ফেল্‌ছে! উঃ! কত বড়ই নিশ্বাস! উঃ! নিশ্বাসগুলো কি হিম!—বরফের চেয়েও হিম! ওঃ! সেই নিশ্বাসগুলো আমার গায়ে লাগ্‌ছে! তাই ত!—আরও নিকটে আস্‌ছে!—আরও—আরও—জোসেফ! ধর!—দিও না! ঢাকা দেও!—লুকিয়ে ফেল!—আর যেন ও আমারে দেখ্‌তে পায় না!"

চক্ষু দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগ্‌লো। কি এক রকম আকস্মিক ভয়ে তিনি এককালে অসাড় হয়ে পোড়্‌লেন। তাঁর ভয় দেখে আমিও বড় ভয় পেলেম। হত্যাকারীর মরণকালে একাকী নিকটে থাকা কত বড় ভয়ের কথা, সেই দিন সেই সময় তা আমি ভালরূপেই বুঝ্‌তে পাল্লেম। বিলক্ষণ ভুক্তভোগী হোলেম। দরজা খুলে সেই প্রহরী পুনঃপ্রবেশ কোল্লে। সঙ্গে একজন ডাক্তার আর জনকতক স্ত্রীলোক।

তাদের দেখেই হত্যাকারী তখন গোঁ গোঁ কোরে গেঙিয়ে গেঙিয়ে বোল্লেন, "ওঃ! এসেছ?—এসেছ?—এসো!—আমাকে ঘিরে দাঁড়াও!—সকলেই আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়াও! বিছানার কোন দিকে যেন ফাঁক থাকে না!—একটুও ফাঁক রেখো না! সম্মুখে দাঁড়াও,—পাশে দাঁড়াও,—মাথার দিকে দাঁড়াও—চারদিকে দাঁড়াও! আমাকে ঢেকে দাঁড়াও! তাকে আর আস্‌তে দিও না!—দূর কোরে তাড়িয়ে দেও! ঐ আবার আস্‌ছে! ওঃ!—ঐ যে আস্‌ছে!—ঐ যে আস্‌ছে!—ঐ এসেছে!—ও পরমেশ্বর! ঐ যে—ঐ যে—ঐ আবার এলো!"

"যাও—যাও—পুরোহিত ডাক!—পুরোহিত ডাক! আর দেরী নাই। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও!"—চঞ্চলস্বরে প্রহরীকে আমি তাড়াতাড়ি ঐ রকম আদেশ কোল্লেম।

"পুরোহিত আস্‌ছেন। এখনই তিনি এসে উপস্থিত হবেন।"—প্রহরী সবেমাত্র ঐ কথাটী শেষ কোরেছে, ঠিক সেই সময়েই একজন বৃদ্ধপাদ্‌রী গৃহমধ্যে উপস্থিত।

"ওঃ! ঢাকা দেও! ঢাকা দেও! লুকোও আমাকে!"—মুমূর্ষু ডিউক পুনর্ব্বার হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ঐ রকম প্রলাপ আরম্ভ কোল্লেন। "লুকিয়ে ফেল!—লুকিয়ে ফেল! রক্তমাখা শরীর!—রক্তমাখা কাপড়!—আমার চক্ষের কাছে যেন একটা রক্তের জাল! রক্তের কোয়াসা! সেই রক্তের ভিতর দিয়েই তারে আমি দেখ্‌তে পাচ্চি! তোমরাও দেখ!—তোমরাও দেখ! তোমাদের মাঝখান দিয়েই চোলে আস্‌ছে!—না না, এখনও আসে নি!—না,—জগদীশ! না!—রক্ষা কর!—আঃ!"

আর নাই! শেষ কথাটী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণবায়ু বহির্গত! শেষ কথাটী শুনতে শুনতেই বৃদ্ধ পুরোহিত অতি নিকটে জানু পেতে বোস্‌লেন;—হত্যাকারীর অঙ্গে ধর্ম্মক্রুস্ ছোঁয়ালেন,—প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হলো। কারাপ্রহরী—ডাক্তার—ধাত্রী, আর আমি, আমরা সকলেই মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ভূজানু হয়ে বোস্‌লেম। অনুতাপী ডিউক পলিনের আত্মার সদ্গতির জন্য, সেই প্রাণময় পরমেশ্বরের নিকটে সকলেই আমরা প্রাণ ভোরে প্রার্থনা কোল্লেম।

অষ্টম প্রসঙ্গ।

নিশাক্রিয়া।

মন বড়ই উতলা,—হৃদয় বড়ই ব্যথিত,—প্রাণ অত্যন্ত কাতর;—সেই অবস্থায় আমি লক্‌সেম্বর্গের কারাগার থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি, কারাগারের গবর্ণর ক্ষণকাল আমারে দাঁড় করালেন। চুপি চুপি বোলে দিলেন, মুমূর্ষু হত্যাকারী অন্তকালে যে সকল ভয়ানক প্রলাপোক্তি কোরেছে, সে সব কথা আমি যেন কাহারও কাছে প্রকাশ না করি। আমি উত্তর কোল্লেম, "এ অনুরোধ বাহুল্য। আপনার অনুরোধের অগ্রেই আমি সেটী মনে মনে স্থির কোরে রেখেছি।"—গবর্ণরকে সেলাম কোরে আমি বেরিয়ে এলেম। আমি যে তখন কি,—মন যে তখন কোথায়, তা আমার ঠিক স্মরণ নাই। ডিউকের প্রাসাদে উপস্থিত হোলেম। বৃদ্ধ মার্শেলবাহাদুর অতি অস্থিরভাবে আমার প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেন। জেলখানার ভিতর যা যা ঘোটেছে, একে একে সমস্তই আমি তাঁর কাছে গল্প কোল্লেম। ভয়ে—বিস্ময়ে—কৌতূহলে জড়ীভূত হয়ে, সেই ভয়াবহ কাহিনী তিনি শুনলেন। শুনে শুনে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লেন। আমারও কথা শেষ হলো, তিনিও গভীরচিন্তায় নিমগ্ন হোলেন।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ কোরে, ধীরে ধীরে মার্শেল বোল্লেন, "থিয়োবল কাল আসবে। একান্তই যদি কাল না পারে, পরশুদিন নিশ্চয়। স্ত্রীহত্যাকারী ডিউক যতগুলি কথা বোলেছে, সে সব কথা থিয়োবলকে শুনানো তুমি কি উচিত বিবেচনা কর?"

"কেন উচিত নয়?"—উৎকণ্ঠিতভাবেই প্রশ্নচ্ছলে আমি উত্তর কোল্লেম, "কেন উচিত নয়? ডিউকের চরমকালের চরমকথা। তিনি আমারে বিশেষ কোরে অনুরোধ কোরেছেন, মার্কুইসকে আমি সব কথাগুলি বলি। বিশেষত, সেগুলি মার্কুইসের শ্রবণগোচর করা নিতান্ত আবশ্যক। সেগুলি অবশ্যই আমি তাঁরে বোলবো। সে সব কথায় দুই উপকার।—ডিউকের অনুরোধও রক্ষা করা হবে, যুবা মার্কুইসেরও একটী বিশেষ উপদেশ লাভ হবে।"

"হাঁ, তুমি ঠিক বোলেছ।"—আর একটু চিন্তা কোরে মার্শেলবাহাদুর মৃদুস্বরে বোল্লেন, "ঠিক বোলেছ জোসেফ! সে সব কথা থিয়োবলকে জানানো তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আচ্ছা, এখন যাও, বাড়ীর দাওয়ানজীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেও গে।"

মার্শেলের হুকুম আমি তামিল কোল্লেম। আর কোথাও গেলেম না। চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত, আপন গৃহেই প্রবেশ কোল্লেম। ডিউক পলিন জেলখানার ভিতর মোরে গেছেন, বাড়ীর কোন দাসীচাকরকে সে কথা আমি বোল্লেম না। প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রাত্রি নটা পর্য্যন্ত আপনার শয়নঘরেই বোসে থাকলেম। নটার পর নেমে এলেম। চাকরদের মুখে তখন আমি শুনলেম, ডিউক মোরেছেন। আমি যেন এতক্ষণ কিছুই জানতেম না, ঠিক সেই রকম চকিতভাবেই ডিউকের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ কোল্লেম। আগাগোড়া আমি জানি, ইচ্ছা কোরেই সে ভাব জানালেম না। কি হয়েছে,—কি বোলেছেন,—কেমন কোরে মোরেছেন, পাছে সেই সকল কথা পুনঃপুন তারা জিজ্ঞাসা করে, সেই জন্যই আমি বিশেষ সাবধান হোলেম। রাত্রে সকলেই কিছু কিছু আহার কোল্লে, সকলেই কিন্তু নিস্তব্ধ। ভোজনের সময় কাহারো মুখে একটীও কথা থাকলো না। আহারান্তে দাওয়ানজী হুকুম দিলেন, সমস্ত দাসীচাকরকেই এখানে ডাক। সেই আদেশ অনুসারে সকলেই সেইখানে এসে জমা হলো। সকলের সঙ্গে আমিও থাকলেম। দাওয়ানজী বোলতে লাগলেন:—

"মার্কুইস থিয়োবলের প্রধান অছী অভিভাবক মার্শেল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাদের সকলকেই বোলছি, সকলে মনোযোগ দিয়ে শোন। আজ রাত্রে তোমরা অনেকপ্রকার নূতন নূতন শব্দ শুনতে পাবে। স্থানে স্থানে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শব্দ হবে। ভয় পেয়ো না,—ঘর থেকে বেরিও না, নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার আপনার ঘরেই শুয়ে থেকো। কোন কারণে অথবা কোন ছলে ঘরের বাহির হয়ো না। এখন আমার এই পর্য্যন্ত আদেশ। খোলসা বোলতে নিষেধ আছে। এরূপ নূতনপ্রকার হুকুম কেন, কল্য প্রাতঃকালেই তোমরা বুঝতে পারবে।"

দাওয়ানজী চুপ কোল্লেন। শ্রোতারা একটীও দ্বিরুক্তি কোল্লে না। তিনি যখন ভাঙ্‌লেন না, তখন অবশ্যই কোন রকম গোপনীয় ব্যাপার। সেরূপ গোপনীয় কথা জান্‌বার জন্য, কেহই আমরা কোন প্রকার আগ্রহ জানালেম না। যে যার আপন আপন ঘরে চোলে গেলেম। গুপ্তব্যাপারের ভূমিকা শুনে, আমি যেমন ভয় পেয়েছিলেম, অপরাপর সকলেও সেই রকম ভয় পেয়েছিল। পাঠকমহাশয় জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, কিসের ভয়? আমি এখন সে কথার উত্তর দিতে পারি না। আমার কপালে কি ঘোট্‌বে, সে ভয়ে আমি ভীত হোলেম না। যে রকম হুকুম শুন্‌লেম,—যে রকম অদ্ভুত,—যে রকম অভাবনীয়,—যে রকম সতর্কতা, নিশাকালে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শব্দ হবে, কারণ জানি না, অথচ কেমন এক রকম ভয়। সে রকম ভয়ানক অবস্থায় কার মনেই বা ভয়ের সঞ্চার না হয়?

শয়ন করা?—আমি ত পাল্লেম না। কিছুতেই বিশ্রামের আশা আমার মনে এলো না। লক্‌সেম্বর্গের কারাগারের সেই ভয়ানক দৃশ্য যেন আমার চক্ষের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। তার উপর আবার অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হবে। প্রথম শব্দটী কি রকম হয়, শুন্‌বার জন্য কাণ খাড়া কোরে থাক্‌লেম। কোথাও একটু কিছু খুস্‌খুস্‌ কোরে শব্দ হোলেও সেই দিকে আমার কাণ যায়। একটু কিছু তক্কানড়া শব্দ,—বাগানের বৃক্ষের পাতাপড়া শব্দ,—বাদুড় উড়ে যাচ্চে, পালকের ঝটপট্‌ শব্দ, যে কোন শব্দ শুনি, তাতেই আমি চোম্‌কে চোম্‌কে উঠি। হঠাৎ যেন ভূতের ভয় আস্‌তে লাগ্‌লো। সেটাই বা কি রকম ভয়, তাও তখন বুঝ্‌তে পাল্লেম না। একঘণ্টা অতীত হলো। রাত্রি যখন প্রায় এগারোটা, সেই সময় বাড়ীর পাশের বাগানে মানুষের পায়ের শব্দ আর চুপি চুপি কথা শুন্‌তে পেলেম। আমার ঘরের জানালা দিয়ে সেই বাগান বেশ দেখা যায়। রাত্রি ভয়ানক অন্ধকার! জ্যোৎস্নারাত্রি হোলেও তখন আমি জানালা খুলে দেখ্‌তে পাত্তেম না। ভয়ে পাত্তেম না, তাও নয়, দাওয়ানজী যেরকম কথা বোলেছেন, তাতে কোরে কোন রকম অনুচিত কৌতূহলে অধীর হওয়া অবশ্যই দোষের কথা। ঘরের ভিতর বোসে বোসেই শব্দ শুন্‌তে লাগ্‌লেম। গাড়ীর চাকার ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ শুন্‌তে পেলেম। খুব যেন বড় বড় বোঝাইগাড়ী। বাগানের ভিতর গাড়ী আস্‌ছে, এই রকম অনুমান কোল্লেম। ঘোড়াতে অথবা গরুতে টান্‌ছে না। যেরকম শব্দ হোচ্চে, তাতে নিশ্চয় বোধ হলো, মানুষেরা সেই সকল গাড়ী টেনে টেনে আন্‌ছে। বড় বড় হাতগাড়ী। তার পর শুন্‌লেম, সেই সকল গাড়ী থেকে রাশি রাশি ইট ছুড়ে ফেল্‌ছে। অনেকক্ষণ ঐ রকম শব্দ। খানিক পরে রাজমিস্ত্রীদের কর্ণিকের শব্দ হোতে লাগ্‌লো। মিস্ত্রীরা যেন বাগানের ভিতর কোন ইমারাতের কাজ কোচ্চে, সেই রকম শব্দ। কিন্তু কি সেই কাজ? একটুও কিছু অনুমানে আন্‌তে পাল্লেম না। বোসে বোসে শুন্‌তে লাগ্‌লেম। ক্রমাগতই শব্দ হোতে লাগ্‌লো, কাজ চোল্‌তে লাগ্‌লো। রাত্রি প্রায় অবসান হয়ে এলো, তখনো পর্য্যন্ত কাজ;—তখনো পর্য্যন্ত শব্দ; কিছুমাত্র বিরাম নাই। আমারও চক্ষে নিদ্রা নাই।

একবারও আমি বিছানায় শুলেম না। ভোর হলো। জানালা দিয়ে ঘরে আলো এলো, তখনো পর্য্যন্ত আমি জানালা খুল্লেম না। পাঁচটা বাজ্‌লো—শব্দও থাম্‌লো। কার্য্য বোধ হয় সমাপ্ত হলো। লোকেরা আবার সেই গাড়ীগুলো ফিরিয়ে নিয়ে চোল্লো। অনুমানে বুঝ্‌লেম, একজন লোক থাক্‌লো। বাগানের রাস্তাটা ঝাঁট দিতে লাগ্‌লো। তার পর সমস্তই চুপ্‌চাপ।

শত শতবার আমি মনে কোত্তে লাগ্‌লেম, রাতারাতি ওরা সব কোল্লে কি? কিছুই মীমাংসা কোত্তে পাল্লেম না। সকালবেলা শয়ন কোল্লেম। সমস্ত রাত্রি জাগরণ, নিদারুণ মানসিক চিন্তা, শয়নমাত্রেই নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। যখন জাগ্‌লেম, বেলা তখন আটটা। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল,—অত্যন্ত অবশ,—অত্যন্ত ভারী, মনও অত্যন্ত অসুখী। কাপড় ছেড়ে নীচে এলেম। প্রথমেই সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। দেখ্‌লেম, সেখানে প্রায় দশবারোজন চাকরদাসী একত্র হয়েছে। সকলেই চমকিতনয়নে উপরঘরের জানালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। চাউনি দেখে বোধ হলো, অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। যে ঘরে অভাগিনী লেডী পলিন কাটা পোড়েছেন, সেই ঘরের জানালার দিকেই সকলের দৃষ্টি।—হাঁ, সেই সকল জানালা!—কোথায় সেই সকল জানালা ছিল? কিছুই ত দেখ্‌তে পেলেম না। আগাগোড়া ইটসুরকির পর্দ্দাগাঁথা। মিস্ত্রীরা রাতারাতি সেই সকল স্থান বেমালুম কোরে গেঁথে ফেলেছে। ক্ষণকাল আমি অচল হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। আমার চক্ষুও সেই সকল বদ্ধ জানালার দিকে অচল। অবশেষে সমস্ত দাসীচাকরের দিকে একবার কটাক্ষপাত কোল্লেম। এমিলিও সেইখানে ছিল। সে মুখে আর সে রকম জ্যোতি নাই,—হাসি নাই,—স্ফূর্ত্তি নাই, কিছুই নাই। মুখ বিবর্ণ—নীরস! এমিলি আমার হাত ধোরে, একটু তফাতে সোরিয়ে নিয়ে গেল। অর্দ্ধস্তম্ভিতকণ্ঠে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "মার্শেলের হুকুমেই এই কাজ হয়েছে। কাল সন্ধ্যার পর দাওয়ানজী আমাদের যে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আসল কথা ভাঙেন নাই, আজ সকালে সব কথা প্রকাশ কোরে বোলেছেন। কেবল ঐ জানালাগুলো নয়, ঐ ঘরের দরজা পর্য্যন্ত গেঁথে ফেলেছে। ঘরে যে সকল জিনিসপত্র ছিল,—দামী বেদামী, যা কিছু ছিল, তার কিছুমাত্র সরানো হয় নাই, সমস্তই ঐ ঘরের ভিতর সমাধিপ্রাপ্ত।"

চমৎকৃত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মার্শেলবাহাদুরের অভিপ্রায় কি? এ কাজটা তিনি কেন কোল্লেন? এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ কি?"

এমিলি উত্তর কোল্লে, "যে রকম আমি শুনেছি, তাই হয় ত তাঁর অভিপ্রায়। তাঁর কন্যার যে সকল জিনিসপত্র ছিল, তার একটু নষ্ট করা—ছোড়িয়ে ফেলা, কিম্বা ফেলে দেওয়া, তাঁর ইচ্ছা নয়। সংসারে সে সকল জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়, সে ইচ্ছাও তাঁর নয়। সমস্ত জিনিসেই প্রায় রক্তের দাগ। ধুয়ে মেজে পরিষ্কার কোল্লেও, সর্ব্বদা সেই সকল সামগ্রী চক্ষে পোড়্‌বে, যাঁর জিনিস, বারবার তাঁরে মনে পোড়্‌বে, নূতন

নূতন শোক-উচ্ছ্বাস বেড়ে উঠ্‌বে,—যে রকম শোকাবহ মৃত্যু, পলকে পলকে, সে সব কথা স্মরণ হবে, মার্শেল বাহাদুর সে সকল সহ্য কোত্তে পার্‌বেন না। বিশেষত আমাদের যুবা প্রভু মার্কুইস বাহাদুর বাড়ী আস্‌ছেন। আজই হয় ত আস্‌বেন। তিনি যাতে ঐ সকল চিহ্নের কিছুই দেখ্‌তে না পান,—জননী খুন, পিতা সেই খুনের কর্ত্তা, ঐ সকল চিহ্ন দেখে মার্কুইসের হৃদয় দগ্ধ হবে, সেটা আরও বেশী কষ্টের কথা। একগুণ শোক দশগুণ হবে। এই সকল বিবেচনা কোরেই, তাঁর স্নেহাস্পদ মাতামহ তাড়াতাড়ি ঐ কাজটী সম্পন্ন কোরেছেন।”

তখন আমি মার্শেলের মনের কথা বুঝ্‌লেম। কিন্তু ঐ সকল দেয়ালগাঁথা দেখে, আমার মনে যে রকম কষ্ট হয়েছিল, সে ভাবটা দূর হলো না। দেয়ালগাঁথাতে উপকার হলো কি? মার্কুইস্ থিয়োবল ঐ সকল ভয়ানক চিহ্ন দেখ্‌তে পাবেন না, সেই জন্যই ঘর গাঁথা হয়ে গেল, এটা ত কোন কাজের কথাই নয়। বাগানে তিনি বেড়াতে যাবেন, উপরদিকে চেয়ে দেখ্‌বেন;—পূর্ব্বে যেখানে যেখানে জানালা ছিল, সেখানে এখন দেয়াল গাঁথা, অবশ্যই তা তিনি দেখ্‌তে পাবেন;—তাঁর জননী সেই ঘরে বাস কোত্তেন, সেই ঘরে কাটা পোড়েছেন, তাঁর নিজের জন্মদাতা পিতা গোপনে রাত্রিকালে খুন কোরেছেন, এই সকল ভয়ানক কথা অবশ্যই তাঁর স্মরণ হবে;—দুঃখের ভার আরও বাড়্‌বে। গেঁথে ফেলাতে উপকার হলো কি? ও রকম না কোরে,ঘরটী যদি রীতিমত নূতন সংস্কার করা হতো,—ভাল কোরে রং দিয়ে—চিত্র কোরে, সাজিয়ে, নূতন ধরণে প্রস্তুত করা হতো, পূর্ব্বচিহ্ন যদি কিছুই না রাখা হতো, আমার বিবেচনায় তা হোলেই ভালকাজ করা হতো। এ সকল কথা আমি এমিলিকে বোল্লেম না। মনে মনেই কল্পনা কোল্লেম। মনের ভিতর যেন আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো। মাথা হেঁট কোরে ধীরে ধীরে বাগান থেকে চোলে এলেম। জলযোগের পর বাড়ী থেকে বাহির হোলেম। কুমারী ইউজিনি দিলাকর কেমন আছেন, সেই সংবাদটী জান্‌বার জন্য তাঁর পিতৃব্যের বাড়ী যাব, সেইটী আমার মৎলব। লেডী পলিরের খুনের পর অবধি একবারও সে সংবাদ নিতে আমি অবকাশ পাই নাই। মনে মনে বুঝ্‌তে পাচ্চি, এই সকল নির্ঘাত সংবাদে কুমারীও অত্যন্ত কাতরা আছেন। থিয়োবলের প্রকৃতি তিনি জানেন। যে রকম শোচনীয়রূপে মাতাপিতা ধ্বংস, সে ঘটনায় তিনি যে সুস্থির হয়ে থাক্‌বেন, কখনই ত মনে হয় না। কি একটা অনর্থ বাধাবেন, কুমারী ইউজিনি হয় ত সেই ভয় কোচ্চেন। আমিও সেই ভয়ে কাঁপ্‌ছি। বিপদের উপর বিপদ। পাছে তিনি জ্ঞানহারা হয়ে, আর কোন নূতন সর্ব্বনাশ উপস্থিত করেন, পাছে তিনি সংসারের মায়া কাটান আমার, মনের ভিতর সেই ভয়টাই আগে আগে আস্‌তে লাগ্‌লো।

ইউজিনির পিতৃব্যের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলেম।—শুন্‌লেম, কুমারী অত্যন্ত পীড়িত। বাঁচ্‌বার আশা নাই! তবে যদি কোন দৈবগতিকে আরাম হোতে পারেন, তবেই হোতে পারে, নচেৎ নয়! আমি অত্যন্ত কাতর হোলেম।—কুমারীর ভাব্‌নাতেও

কাতর, মার্কুইস্ থিয়োবলের ভাব্‌নাতেও কাতর। কি হবে? হায় হায়! সেই সুকোমল সুন্দর ফুলটী মুকুলিত অবস্থাতেই শুকিয়ে শুকিয়ে ঝোরে যাবে, এটা কি সামান্য পরিতাপের কথা? তা যদি ঘটে, ইউজিনি যদি না বাঁচেন, মার্কুইস্ থিয়োবলের প্রাণ ধারণ করা বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠ্‌বে।

এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় ঘূর্ণিতমস্তক হয়ে সে বাড়ী থেকে আমি চোলে এলেম। দুতিনঘণ্টাকাল প্যারিসের পথে পথে মিছাকাজে পরিভ্রমণ কোল্লেম। প্রাসাদে ফিরে গেলেই সেই সকল কথা—সেই সকল বিলাপ—সেই সকল আলোচনা বারম্বার আমারে শুন্‌তে হবে, সেটা আমার পক্ষে আরও কষ্টকর। ভেবেছিলেম, চাকরী ছেড়ে দিয়ে পালাব, তা ত হলো না। এখন ত সম্পূর্ণ বিপদ। এ সময়ে কেমন কোরেই বা বলি, আমারে জবাব দাও। সেটা আরও আমার পক্ষে বড়ই অন্যায় কাজ হয়। উপায় হয় কি? তেমন শোচনীয় বাড়ীতে কি কোরেই বা থাকি? বেলা দুই প্রহরের পর পর্য্যন্ত পথে পথেই বেড়ালেম। ক্ষুধা হলো। পথের একটা সরাইখানায় কিছু আহার কোল্লেম। সেখানে একখানি খবরের কাগজে পোড়ে দেখ্‌লেম, ফরাসী চ্যান্‌সেলারের দরবারে গত কল্য কুমারী লিগ্‌নীর এজেহার লওয়া হয়েছে। কুমারী লিগ্‌নী বেশ সুস্থিরভাবে অকপটে কতক কতক জবানবন্দী দিয়েছেন। কোন কোন বিষয়ে তিনি অতিশয় কাতর হয়ে পোড়েছিলেন। লেডী পলিনের খুনের ব্যাপারে তাঁর যোগ ছিল, এ অভিযোগটা তিনি সক্রোধে ঘৃণাপূর্ব্বক অস্বীকার কোরেছেন। ডিউক পলিনের সঙ্গে তাঁর কোন অবৈধ ব্যবহার ছিল না,—তাঁর প্রতি ডিউক পলিনের দয়া ছিল,—মাঝে মাঝে তিনি দেখাসাক্ষাৎ কোত্তেন,—অত্যন্ত কষ্টের সময় অর্থসাহায্য কোরেছেন, ইহা ছাড়া আর কিছুই না। সংবাদপত্রে লেখা আছে, ফরাসী চ্যান্‌সেলার সেই অভাগিনী কুমারীর প্রতি অতিশয় কর্কশ ব্যবহার কোরেছেন;—কথায় কথায় ধমক দিয়েছেন। লেডী পলিনের খুনে তিনি সহায়তা কোরেছেন, পুলিসের ধরণে একরার করাবার জন্য বিস্তর তাড়না কোরেছেন। কুমারী লিগ্নী কেঁদে কেঁদে উত্তর দিয়েছেন, ঐপ্রকার অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁর উপর লেডী পলিনের ঈর্ষ্যাভাব ছিল, সেই কালান্তক ঈর্ষ্যাতেই ঐ প্রকার সর্ব্বনাশের সৃষ্টি। ডিউক পলিন জীবিতাবস্থায় কুমারী লিগ্‌নীকে যে সকল চিঠীপত্র লিখেছিলেন, কুমারীর ডেস্ক থেকে পুলিসের লোকেরা তার অনেক চিঠী বাহির কোরেছে। বিচারস্থলে সেই চিঠীগুলি উপস্থিত করা হয়;—পাঠ করা হয়। তাতে কেবল কুমারী লিগ্‌নীর বাক্যগুলিই বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে। তথাপি তিনি খালাস পান নাই। জবাব গ্রহণের পর আবার তাঁরে নির্জ্জন কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। সংবাদপত্রের উপসংহার পাঠে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, কুমারী লিগনী অতি শীঘ্রই খালাস পাবেন। নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তিনি লিপ্ত ছিলেন, সে বিষয়ের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

সবেমাত্র আমি খবরের কাগজখানি সমাপ্ত কোরেছি, ইত্যবসরে মস্যুর লামোটি সেইখানে প্রবেশ কোল্লেন। আমার নিকটবর্ত্তী হয়েই সস্নেহে আমার হস্তপেষণ

কোল্লেন। নূতন ঘটনা উপলক্ষ্য পেলেই গল্পের আড়ম্বর বাড়ে। মসুর লামোটি সেই খুনের কথাই গল্প কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। প্রথমত তিনি বোল্লেন, "কুমারী লিগ্নী খালাস পেয়েছেন। আজ বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বেই তিনি ঘরে গেছেন।" মসুর লামোটি সেই কাঁজিহাউসের নিকট দিয়ে আস্‌ছিলেন, দেখেছেন, কুমারী লিগ্নী জেলখানা থেকে বেরিয়ে, একখানা ঠিকাগাড়ীতে আরোহণ কোচ্চেন। কুমারীকে তিনি চিন্‌তেন না, সেখানকার একজন লোকের মুখে পরিচয় পেয়েছেন, তিনিই কুমারী লিগ্নী। শরীরে আর কিছুই নাই। দুঃখভারে—শোকভারে—পীড়ার যন্ত্রণায়, কুঁজো হয়ে পোড়েছেন। ত্রিশবৎসর বয়স, কিন্তু লামোটি বোল্লেন, দেখাচ্ছে যেন পঞ্চাশ বৎসর! লামোটির সঙ্গে সেই সময় আমার আরও অনেক রকম কথা হলো। মনের স্থিরতা ছিল না, সকল কথা আমার স্মরণ নাই।

বেলা যখন তিনটে বাজে বাজে, সেই সময় আমি প্রাসাদে ফিরে এলেম। এসেই শুন্‌লেম, মার্কুইস থিয়োবল বেলা একটার সময় বাড়ী এসেছেন। এসে অবধি মাতামহের সঙ্গে একটী নির্জ্জনগৃহে দরজা বন্ধ কোরে রয়েছেন। আর কাহারো সঙ্গে দেখা করেন নাই। শোকভারে অত্যন্ত অবসন্ন, মুখে চক্ষে হতাশচিহ্ন! যখন তিনি গাড়ী থেকে নামেন, তখন যারা যারা তাঁরে আন্‌তে গিয়েছিল, তাদের সাক্ষাতে, তাদের গায়ের উপর পোড়ে, অনবরত রোদন কোরেছেন! সে দুঃখের কথা আমি আর শুন্‌তে পাল্লেম না। আবার কি সর্ব্বনাশ ঘটে, সেই ভাবনায় অত্যন্ত আকুল হোলেম। মাতাপিতার শোকে তিনি কেঁদেছেন, চক্ষের জলে সকলকে ভাসিয়েছেন, সেটা কিছু নূতন কথা নয়, কিন্তু তিনি যে এককালে হতাশ হয়ে পোড়েছেন, সেই নির্ঘাত কথা শুনেই আমার অমঙ্গল আশঙ্কা প্রবল হলো।

ঐ সব কথা আমি শুন্‌ছি, এমন সময় একজন চাকর এসে সংবাদ দিলে, মার্শেল আর মার্কুইস যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে আমার ডাক পোড়েছে। সেটা আবার আমার পক্ষে আরও যন্ত্রণা। কি কোরেই বা যাই? গিয়েই বা কি দেখি? কি কথাই বা বলি? মহাসঙ্কটে ঠেক্‌লেম। না গেলেও নয়;—কাজে কাজেই যেতে হলো। সেই ঘরেই আমি গেলেম। সবেমাত্র দরজাটী খুলেছি, মার্শেল বাহাদুর আমার কাছে এগিয়ে এলেন। চক্ষু দেখেই তাঁর মনের কথা যেন আমি বুঝ্‌তে পারি, সেই ভাবে কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। ভাবেই আমি বুঝ্‌লেম, আমি যেন খুব সতর্ক হয়েই ধীরে ধীরে মার্কুইসের সঙ্গে কথা কই, সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। নয়নদ্বারা ইঙ্গিত কোরেই, মার্শেল বাহাদুর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মার্কুইস্ থিয়োবল তখন নূতন ডিউক পলিন। নূতন ডিউক পলিনের চক্ষের নিকটে আমি উপস্থিত। দুই হাত বুকে দিয়ে, একটা টেবিলের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কোন দিকে দৃষ্টি নাই। মাথা হেঁট কোরে রয়েছেন। শরীর নিশ্চল!—ঠিক যেন পাষাণে গড়া মূর্ত্তি! মুখখানিও শ্বেতপাথরের মত ম্লান! আমি যখন তাঁর নিকটে গেলেম,

ধীরে ধীরে তখন মুখখানি একবার উঁচু কোরে তুল্লেন। চক্ষে চক্ষে দেখা হলো। মুখচক্ষু দেখে আমি বারম্বার শিউরে শিউরে উঠ্‌লেম। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, জীবনের আশায়—সংসারের আশায়, তিনি নিরাশ হয়েছেন।

অনেকক্ষণ আমি তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। শেষকালে অতি কষ্টে মৃদুস্বরে তিনি বোল্লেন, "জোসেফ! আমার পিতা তোমাকে কি কথা বোলে গেছেন? বল বল,—এখনই বল! তোমার মন আমি জানি,—তোমার অন্তঃকরণ আমি জানি; যাতে আমি যন্ত্রণা পাই, তেমন কথা তুমি বোল্‌বে না,—যাতে আমার যন্ত্রণা বাড়ে,তেমন কথা তুমি চেপে রাখ্‌বে, তাও আমি জানি। ভাব্‌ছো কি?—বল শীঘ্র! আমার মন ঠিক আছে। সব কথা আমার জানা চাই। ভালই হোক্ অথবা মন্দই হোক্, সব কথাই আমি শুন্‌বো। এখন আর ভালমন্দে আমার আসে যায় কি? পৃথিবীতে সুখ নাই—পৃথিবীতে আনন্দ নাই, এতদিনের পর তা আমি বুঝ্‌লেম! পৃথিবী দুঃখপূর্ণ, তাও আমি জান্‌লেম!—তাতেই বা ভয় কি? যে আঘাত আমি পেলেম, তার চেয়ে আর কি এমন ভয়ানক দুঃখ আছে, যা আমি সহ্য কোত্তে পার্‌বো না?—বল তুমি! আমার পিতা তোমাকে কি কি কথা বোলে গেছেন?"

এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ডিউক পলিন আমার হস্ত ধারণ কোল্লেন। কেবল ধোরেই রাখ্‌লেন! শীঘ্র ছেড়ে দিলেন না। বুঝ্‌তে পাল্লেম, মনে মনে প্রসন্ন-ভাব, কিন্তু বাহ্যলক্ষণে সে ভাবের অণুমাত্রও প্রকাশ পেলে না। আমার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেগ তখন এতই বেড়ে উঠ্‌লো যে, কণ্ঠে স্বরস্তম্ভ,—ওষ্ঠে স্বরস্তম্ভ!—কথা কইতে যাই, কইতে পারি না! ঘন ঘন নিশ্বাস, ঘন ঘন কম্প! অশ্রুপ্রবাহে আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত! সাশ্রুনয়নে ডিউকের পাণিপেষণ কোল্লেম। তাঁর হাতখানি একবার কাঁপ্‌লোও না! অবিকল যেন মরামানুষের হাত! বদনের একটী শিরাও কম্পিত হলো না! উদাস নিরাশনয়নে একদৃষ্টে তিনি আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। একটু পরে আবার বোলে উঠ্‌লেন, "আমার পিতা তোমাকে কি বোলে গেছেন জোসেফ?"

কষ্টে আমার তখন কথা ফুট্‌লো। বাক্‌শক্তি যেন হোরে গিয়েছিল, ফিরে এলো। আমি উত্তর কোল্লেম, "তিনি আপনাকে বোল্‌তে বোলেছেন, মাতাপিতার শোকে আপনি যেন বেশী অধীর না হন।"

পূর্ব্ববৎ মৃদুকম্পিত স্তম্ভিতস্বরে যুবা ডিউক বোল্লেন, "স্বর্গে যদি ক্ষমা থাকে, তবে অবশ্য পৃথিবীতেও ক্ষমা আছে। প্রথমে তবে ক্ষমা কোর্‌বে কে? সেই হতভাগ্য পিতার নিজের ঔরসজাত পুত্র যদি ক্ষমা না করে, প্রথমে তবে ক্ষমা কোর্‌বে কে? ওঃ! জোসেফ! আমার পিতা তোমাকে আর কি কথা বোলে গিয়েছেন?"

"আর বোলে গিয়েছেন,—মৃত্যুকালে আরও তিনি বোলে গিয়েছেন,কুমারী ইউজিনি দিলাকরের সঙ্গে আপনার বিবাহে তিনি সম্পূর্ণ অনুমতি—"

এইটুকু বোল্‌তে বোল্‌তেই আমি থেমে গেল্লেম। অকস্মাৎ সেই ভয়ানক কথা

আমার মনে পোড়্লো। কার সঙ্গে বিবাহের কথা বোল্‌ছি?—যে সুন্দরী কুমারীর জীবনের আশা নাই, যে রোগ আরাম করা চিকিৎসকের অসাধ্য, সেই রোগে যিনি শয্যালুণ্ঠিত,—ওঃ! কি নিষ্ঠুর কল্পনা!—কি নিষ্ঠুর বার্ত্তা! অচিরেই যিনি পৃথিবী থেকে চোলে যাবেন, তাঁর সঙ্গে বিবাহ! ওঃ! বোল্‌ছিই বা কারে?—আমোদ কোরে শুন্‌ছেই বা কে?—এককালে মাতাপিতার শোচনীয় মৃত্যুতে যাঁর দেহ ভঙ্গ,—আশা ভঙ্গ,—মনোভঙ্গ, তাঁর বিবাহের কথা এইসময়!

আমি ভাব্‌ছি, যুবা ডিউক সেই সময় আমার ভাব দেখে, সন্দিগ্ধভাবে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "জোসেফ! আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, ইউজিনির কথা তুমি কি বোল্‌ছিলে! থেমে গেলে কেন?—বল না! কি কথা সে?—বল না!"

ক্ষণকাল ইতস্তত কোরে আমি উত্তর কোল্লেম, "তিনি পীড়িত!—কুমারী ইউজিনি দিলাকর অত্যন্ত পীড়িত!"

"মোরে গেলেই ভাল হতো!—ওঃ! কার জন্যে বেঁচে আছে?—কার প্রেমের আশা রাখে? হায় হায়! এ জন্মে যে আমার হবে না,—এ জন্মে আমি যার হব না, কুমারী ইউজিনি তবে কার জন্য বেঁচে আছে? জোসেফ! বিবাহের নাম ত মহোৎসব। যেখানে বিবাহের কথা আসে, সেখানে সুখের ফোয়ারা উঠে। কাচের গেলাসে সুধাময়ী সুরা চক্‌চক্ করে;—উৎসবস্থল নানাপুষ্পে সুশোভিত হয়! জোসেফ! আমি ত এখন জীয়ন্তে মরা! আমার কাণে ও সব কথা এখন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ! আমার দেহ আছে,—ইন্দ্রিয় আছে, সাড় নাই! একটীও পাত্র আমি ওষ্ঠের নিকটে নিয়ে যেতে পার্‌বো না,—একটীও গোলাপফুল নাসাগ্রে ধোত্তে পার্‌বো না;—তবে জোসেফ! ও সব তবে আর কেন? আঃ! জোসেফ! ও সকল সুখের স্বপ্ন আর কেন?—জোসেফ! আমার পিতা তোমাকে আর কি কথা বোলে গেছেন?"

অত্যন্ত কাতর হয়ে, কাতরকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "আর আমি কিছু বোল্‌তে পার্‌বো না! অন্তকালে তাঁর মুখ থেকে আর যে সব কথা নির্গত হয়েছিল, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, সে সব কথা পুনরুক্তি করা নিরর্থক!"

"কেন?—কেন? বল জোসেফ! অমন কর কেন? মাতামহের মুখে আমি শুন্‌লেম, তিনি আমারে বোল্লেন, পিতা মৃত্যুকালে তোমাকে যে সব কথা বোলে গেছেন, সব তুমি আমাকে বোল্‌বে, অঙ্গীকার কোরে এসেছ। তবে কেন?—তবে কেন জোসেফ!—তবে কেন তুমি অঙ্গীকার পালন কোচ্চো না?"

তখন আমি বিবেচনা কোল্লেম, এমন অবস্থায় শান্ত কর্‌বার ত অন্য উপায় আর কিছুই নাই। যদি কিছু থাকে, সে কথা কেবল কুমারী ইউজিনির কথা। পুনঃপুন সেই কথাই যদি আমি মনে কোরে দিই, তা হোলে হয় ত কিছু উপকার হোলেও হোতে পারে। তাই ভেবেই আমি বোল্লেম, "মৃত্যুকালে তিনি একটী উত্তম উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। বোলে গেছেন, সেই উপদেশটী আপ্‌নি চিরদিন মনে রাখ্‌বেন। তিনি

বোলে গেছেন, যাঁরে আপনি ভালবেসেছেন, তাঁরে যত্নে রাখ্বেন। সাবধান! সাবধান! স্ত্রীপুরুষে যেন বিরোধ না ঘটে। স্ত্রীপুরুষের প্রথম দ্বন্দ্বসূত্রেই মানুষের বিবাহসূত্র ছিঁড়ে যায়। দাম্পত্যজীবনের সুখের আশা ফুরিয়ে যায়। এই পর্য্যন্তই তাঁর আজ্ঞা। এই আজ্ঞা পালন কর্বার জন্যই তাঁর কাছে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেম। এখন সেই অঙ্গীকারপাশ থেকে আমি খালাস পেলেম।"

"ধন্যবাদ!—জোসেফ! ধন্যবাদ তোমাকে! এখন তুমি যাও!"

"না—না!"—আমি মুক্তকণ্ঠে বোলে উঠ্লেম, "না—না!—এখন আমি আপ্নাকে ফেলে যাব না! এ অবস্থায় প্রেমের কথা উচ্চারণ করা বড়ই কষ্টকর, তা আমি জানি, তা আমি বুঝি; কিন্তু দেখুন, কুমারী ইউজিনি আপ্নার কাছে কোন দোষ করেন নাই। প্রেমের কথায় আনন্দ আছে। যতই বিপদ পড়ুক,—যতই দুর্ঘটনা ঘটুক, যাঁরে আপ্নি ভালবেসেছেন, তিনি যাতে শান্ত থাকেন,—তিনি যাতে সুখী হন, অবশ্যই তা আপ্নার করা উচিত। আমি আপ্নাকে বোল্‌ছি, কুমারী পীড়িত, তিনি এখন—"

"পীড়িত?"—আমারে বাধা দিয়ে যুবা ডিউক পুনরুক্তি কোল্লেন, "পীড়িত?" বস্!—এই পর্য্যন্ত!—আর কথা নাই!—যেমূর্ত্তি এতক্ষণ পাষাণপ্রতিমার মত নিশ্চল ছিল, সেই মূর্ত্তি হঠাৎ যেন একটু একটু কেঁপে উঠ্‌লো। এতক্ষণের মধ্যে পলকের জন্যও আমি তাঁর শরীরে কিছুমাত্র সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ দেখ্‌তে পাই নাই। ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, পীড়িত! পূর্ব্বেই আপ্নাকে আমি সে কথা ত বোলেছি। কুমারী ইউজিনি দিলাকর অত্যন্ত পীড়িত!"

"অত্যন্ত পীড়িত?"—যুবা ডিউক পুনর্ব্বার পুনরুক্তি কোল্লেন, "অত্যন্ত পীড়িত?" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর কাঁপ্‌লো। দুবার আমি দেখ্‌লেম, দু'রকম কম্প! ইতিপূর্ব্বে দেহ কেঁপেছিল, এবারে স্বর কাঁপ্‌লো!

আমিও তৎক্ষণাৎ পুনরুক্তি কোল্লেম, "অত্যন্ত পীড়িত! অনেক দিন অবধি তিনি পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ কোচ্চেন! আপ্নি বাড়ী থেকে গিয়ে অবধি—"

"হা অভাগিনী ইউজিনি!"—এইরূপ আক্ষেপোক্তি কোরে আবার নির্ব্বাক্! অবসর বুঝে আমিও বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "হাঁ, তিনি অত্যন্ত পীড়িত!—সঙ্কটাপন্ন পীড়া! ওঃ! যে শয্যায় তিনি শুয়েছেন, হয় ত সে শয্যা থেকে আর উঠ্‌বেন না! আহা! যে সুশীলা কুমারী আপ্নাকে ততখানি ভালবাসেন, তাঁর প্রতি আপ্নি কি একটুও দয়া কোর্‌বেন না? যিনি সদাসর্ব্বক্ষণ আপ্নার রূপ মনে ভাব্‌ছেন,—আপ্নার কথা চিন্তা কোচ্চেন,—এমন সঙ্কটসময়েও অস্ফুটস্বরে আপ্নার নাম ধোরে ডাক্‌ছেন, তাঁর প্রতি আপ্নি কি একটুও সদয় হবেন না?"

"ইউজিনি কি মরে? সেই কথাই কি তুমি বোল্‌ছো? সত্যই কি তাই?" অভাগা যুবা এতক্ষণ যে রকম হতাশস্বরে কথা কোচ্ছিলেন, ঐ তিনটী কথা সে রকম স্বরে উচ্চারিত হলো না। লক্ষণে যেন একটু সাংসারিক ভাব পরিস্ফুট হোতে লাগ্‌লো।

আবার তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! আমার চিত্ত আর্দ্র কর্‌বার জন্যই তুমি ঐ রকম কথা বোল্‌ছো। আমার মনকে উস্কে উস্কে তুল্‌ছো!—কিন্তু না—না, জগৎ-সংসারের কোন বস্তুতেই আর আমি সজীব নই! আমি মরা! পৃথিবীর সুখ-দুঃখের নয়নে আমি মরামানুষ!"

আমি সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "সে কি ডিউক বাহাদুর! যিনি আপনার জন্য পাগলিনী,—যিনি আপনার প্রেমে উন্মাদিনী,—যাঁর হৃদয়ে পবিত্র প্রেমের বাস, সেই প্রেম—ওঃ! সেই প্রেম—ওঃ! সেই প্রেমের চক্ষেও কি আপনি মরা?—ওঃ! এই সময় যদি একজন লোক আসে, সে যদি এসে আপনাকে বলে, ইউজিনি নাই, ইউজিনি মোরেছেন, মরণকালে আপনাকে একবার চক্ষে দেখ্‌বার জন্য কতই লালায়িত হয়েছিলেন,—কতই ছট্‌ফট কোরেছিলেন,—কতই ব্যগ্রতা জানিয়েছিলেন,—ওঃ! এই মুহূর্ত্তে যদি বার্ত্তাবহের মুখে আপনি ঐ রকম সংবাদ পান,—কেহ যদি এখনি ঐ রকম হৃদয়ভেদী সংবাদ আনে, তা হোলে আপনি তখন কি কোর্‌বেন?"

"থাক্ জোসেফ! থাক্!—আর না! আর আমি শুনতে পারি না!—আর আমি সহ্য কোত্তে পারি না!"—এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই শোকভারাক্রান্ত থিয়োবল নিকটবর্ত্তী একখানি আসনের উপর হেলে পোড়্‌লেন;—কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। অশ্রুধারে অঙ্গবস্ত্র অভিষিক্ত হলো।

ভাব দেখে অন্তরে অন্তরে আমার বড় আহ্লাদ হলো। সত্যই বোল্‌ছি, আমি বড় আহ্লাদিত হোলেম। থিয়োবলের চিত্ত আর্দ্র হয়,—তিনি অশ্রুপাত করেন,—হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রবল হয়ে উঠে, সেই জন্যই আমি সে প্রকার ভূমিকা কোচ্ছিলেম। ইউজিনির সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ দিয়ে, আমি তাঁর মোহ উপস্থিত কোরেছি;—কোরেছি ভাল। নিরবচ্ছিন্ন হতাশ ভাবনায় বিহ্বল হয়ে থাকেন, সেটা বড় অলক্ষণ। তাঁর চিত্তকে আমি চঞ্চল কোরে তুলেছি। অচল পাষাণ কেঁপে উঠেছে। স্রোতধারে বারিপ্রবাহ প্রবাহিত হোচ্চে, কাজটা আমি কোরেছি ভাল!

হঠাৎ চঞ্চলভাবে আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, থিয়োবল আমার হাত জোড়িয়ে ধোল্লেন। কাতরকণ্ঠে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ জোসেফ! তুমি ঠিক কথাই বোলেছ! কেবল নিজের অবস্থা স্মরণ কোরেই বিহ্বল হওয়া আমার উচিত নয়! যে পৃথিবীতে ইউজিনি আছে, সে পৃথিবীর প্রতি একান্ত নির্দ্দয় হওয়া আমার উচিত নয়! আহা! আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ইউজিনি যদি এ সময় আমার কাছে থাক্‌তেন, আহা! সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মধুরভাষিণী কামিনী আমার হৃদয়ে মধুর মধুর সান্ত্বনা প্রদান কোত্তে পাত্তেন! হা পরমেশ্বর! আমার কপালে এ কি সর্ব্বনাশ ঘোটলো? কেন আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেম? এই সকল ভয়ান ভয়ানক দুঃখভার সহ্য কর্‌বার জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিল?"—এই প্রকার আক্ষেপোক্তি কোত্তে কোত্তে, বালক ডিউক ভীষণ যন্ত্রণায় উভয় হস্তে ললাটদেশ ঘর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন।

আরও নিকটবর্ত্তী হয়ে, বিনম্রস্বরে চুপিচুপি তাঁরে আমি বোল্লেম, "এই দেখুন, এটাও আপনার ভুল। মানুষ পৃথিবীতে আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। মানুষের দোষে করুণাময় পরমেশ্বরকে নিন্দা করা বড় পাপ।"

অতিশয় অনুতপ্ত হয়ে, ডিউক কিয়ৎক্ষণ আমার মুখ নিরীক্ষণ কোল্লেন। সাগ্রহে আমার হস্ত ধারণ কোরে, প্রগাঢ় অনুরাগে হস্তপেষণ কোল্লেন। পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ জোসেফ! তোমার কথাই ঠিক। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ক্রমে ক্রমে তা তুমি আমারে শিক্ষা দিচ্ছো। যখন এই সব নির্ঘাতসংবাদ আমার শ্রবণগোচর হয়, প্রথমে—প্রথমে—সেই সময় যদি তুমি আমার কাছে থাক্‌তে, তা হোলে বোধ হয়, আমার এত যন্ত্রণা হতো না। যে সকল ভয়ঙ্কর চিন্তা আমার হৃদয়কে এতদূর কাতর কোরে তুল্লেছে, যে সকল চিন্তায় আমার চিত্ত এত অস্থির, সে সকল নিদারুণ চিন্তাও বোধ হয় আমার কাছে আস্‌তে পেতো না।"

আমি একটু সুযোগ পেলেম। যে কৌশল অবলম্বন কোরেছিলেম, সে কৌশলের অনেকদূর শুভফল হয়েছে। ভাল কোরে প্রবোধ দিতে পাল্লে, আরও উপকার হোতে পারে, তাই ভেবে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "এখন আপ্‌নি কি কোত্তে চান? কুমারী ইউজিনিকে কি আপ্‌নি পত্র লিখ্‌বেন? কোন লোক মারফতে তাঁর কাছে কি কোন সংবাদ পাঠাবেন? কিম্বা আপ্‌নি নিজেই একবার তাঁর কাছে যাবেন?"

"না জোসেফ! এখনি হঠাৎ আমার যাওয়া ভাল দেখায় না। কাজটা বড় অন্যায় হয়। বাড়ীতে এই বিপদ,—এই সকল মহাবিপদে আমি জড়ীভূত, এসময় তাড়াতাড়ি আমার সেখানে যাওয়া কি উচিত হয়? তুমি যাও! হাঁ জোসেফ! আমি তোমাকে মিনতি কোরে বোল্‌ছি, তুমি যাও! ইউজিনির সহচরীর সঙ্গে দেখা কর। সেই সহচরীকে দিয়ে, আমার কথা তাঁর কাছে বোলে পাঠাও! আরও বোলো, কাল্‌ প্রাতঃকালে আমি নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ কোর্‌বো। আর একটী কথা"—এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু থেমে, অতি মৃদুস্বরে তিনি আবার বোল্লেন, "এখনও পর্য্যন্ত যদি ইউজিনির পীড়া সেই রকম সঙ্কটাপন্ন থাকে,—যদি কোন বিপদের আশঙ্কা জান্‌তে পার, অবিলম্বে আমার কাছে ফিরে এসো;—এখনি আমি যাব।"

সেই দৌত্যকর্ম্মে আমি ব্রতী হোলেম। কালবিলম্ব না কোরে, কুমারী ইউজিনির বাসস্থানে উপস্থিত হোলেম। বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়েই কেমন একরকম আকস্মিক ভয়ে আমি অভিভূত হোলেম। ঘরের সমস্ত জানালার কপাট বন্ধ। ফটকেরও দরজা বন্ধ। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক, তথাপি আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। পূর্ব্বে যে আশঙ্কা আমার মনে মনে উদ্দীপ্ত হোচ্ছিল, সেই আশঙ্কারই হাতে হাতে ফল! অভাগিনী ইউজিনি আর ইহসংসারে নাই!

নবম প্রসঙ্গ।

নবীন ডিউক।

জীবনের মধ্যে অনেকানেক কষ্টকর দৌত্যকার্য্যে আমি ব্রতী হয়েছিলেম, কিন্তু উপস্থিত ঘটনায় বোধ হোতে লাগ্‌লো, তেমন ভীষণ যন্ত্রণাকর ঘটনা আর আমারে কখনই তত কাতর করে নাই। ধীরে ধীরে আমি ফিরে চোল্লেম। প্রাণের ভিতর ভয়,—প্রাণের ভিতর সন্দেহ,—জ্ঞানবুদ্ধি চঞ্চল। রাস্তা দিয়ে চোলে যাচ্ছি, কিছুই যেন দেখ্‌ছি না। জানি না, কেমন এক অজ্ঞাতভয়ে আমি অস্থির হোতে লাগ্‌লেম। আমার নিজের মাথার উপরেই যেন কি এক মহাবিপদ দোদুল্যমান, ঠিক যেন সেই রকম বোধ হোতে লাগ্‌লো। আমার বেশ মনে হোচ্চে, তখনিই আমি ভেবেছিলেম, আরও বা কি এক নূতন ভয়ঙ্কর বিপদ সংঘটিত হয়! ক্ষণকাল নয়ন নিমীলিত কোল্লেম। সম্মুখে যেন কতপ্রকার বিভীষিকা খেলা কোচ্চে,—ভয়ঙ্কর বিপদের মূর্ত্তি ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে, সে সব যেন দেখ্‌তে না হয়, সেই জন্যই চক্ষু বুজ্‌লেম। চক্ষু বুজে থাক্‌লেই কি মনের যাতনা কমে? কিছুই কম হলো না। প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হোলেম। খুব ধীরে ধীরে চোল্‌তে লাগ্‌লেম। সে সময় আমারে যদি বহু বহু দূরপথ অতিক্রম কোত্তে হতো,—ডিউকের প্রাসাদ যদি বহুদূরে থাক্‌তো, তা হোলে আমার পক্ষে তখন ভাল হতো। যে নির্ঘাতসংবাদ আমি প্রচার কোত্তে যাচ্ছি, তত শীঘ্র শীঘ্র সে সংবাদ আমারে দিতে হতো না। খানিকক্ষণের জন্য আমার চিত্তে তবু একটু বিরাম থাক্‌তো। দেরী হোলেই ভাল হতো।

ফটকের নিকটে আমি পৌঁছিলেম। ফটকের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। কোথায় যাই? একবার মনে কোল্লেম, আগে মার্শ্বেলের কাছেই যাই। তাঁরেই গিয়ে আগে বলি। তিনি তখন সময়ক্রমে আপন দৌহিত্রকে সেই নিষ্ঠুর সংবাদ জানাবেন। তখনই আবার মনে হলো, সেটাই বা কি রকম কথা হয়। আমার প্রতিই দৌত্যকর্ম্মের ভার। সেই নিদারুণ সংবাদ ডিউকের কাছে আমি নিজেই প্রকাশ করি, সেইটীই আমার কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির কোরেই, ডিউকের ঘরেই আগে চোল্লেম। যে ঘরে তাঁরে দেখে গেছি, সেই ঘরেই তিনি একাকী বোসে আছেন। নিকটে গিয়ে আমি উপস্থিত হোলেম। একটী টেবিলের কাছে তিনি বোসে আছেন, দুই হাতের দুই কনুই সেই টেবিলের উপর বিন্যস্ত। যুগলহস্তে মুখ-চক্ষু আচ্ছাদিত। ডিউক তখন গম্ভীর-চিন্তায় নিমগ্ন। বলা যেতে পারে, বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য। কোন দিকেই মন নাই। গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক।—এত অন্যমনস্ক যে, ঘরে আমি প্রবেশ কোরেছি,—নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, হুঁস্ নাই!—কিছুই জান্‌তে পারেন নাই! আমি ধীরে ধীরে আরও

নিকটবর্ত্তী হয়ে, তাঁর স্কন্ধদেশে হস্তস্পর্শ কোল্লেম। ধীরে ধীরে তিনি মুখখানি তুল্লেন। যেরূপ উদাসভাবে—উদাসনয়নে আমার পানে তখন তিনি চাইলেন, চাউনি দেখেই নিদারুণ ভয়ে আমি কম্পিত হোতে লাগ্‌লেম। যথার্থই তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য!

সেই রকম উদাসভাবেই শোকাকুল ডিউক আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি জোসেফ! আবার এখন কি সংবাদ? ওহো! আমার মনে পোড়েছে! তুমি ইউজিনির কাছে গিয়েছিলে!"—এই বাক্য উচ্চারণ কোরেই, তিনি যেন একটু চমকিত-ভাবে নিস্তব্ধ হোলেন। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, পূর্ব্বাবস্থার চেয়ে একটু যেন চৈতন্য হলো। কাতরস্বরে উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, ইউজিনির সন্ধানেই আমি গিয়েছিলেম।" কেবল এই কটী কথাই আমি বোল্লেম। নির্ঘাতবেদনায় আমার অন্তঃকরণ কাতর, মুখে চক্ষে সেই কাতরভাব বিদ্যমান। ডিউকের কাছে সে ভাবটী লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কোল্লেম না। নিষ্ঠুর সংবাদ মুখে বোল্‌তে না হয়,—আমার মুখ-চক্ষু দেখেই তিনি যেন সেটী বুঝ্‌তে পারেন, সেই ভাবেই সকাতরে তাঁর পানে চেয়ে থাক্‌লেম।

"যথেষ্ট—যথেষ্ট! না জোসেফ! আর তোমাকে বোল্‌তে হবে না! সব আমি বুঝেছি! ইউজিনি মোরেছে! তা আমি বুঝেছি!—তোমার মুখ দেখেই তা আমি জান্‌তে পেরেছি! তুমি এসেই সেই কথা বোল্‌বে, মনে মনেই তা আমি ভেবে রেখেছি! আমার মন যেন আমারে বোলে দিয়েছে, ইউজিনি নাই! আমার মনের এখন যে রকম অবস্থা, সে মন যদি কোন প্রকারে শান্ত হোতে চায়, তবে সে রকম শান্ত হবার উপকরণ এই!—এই শোকদুঃখময় ভয়ঙ্কর সংসার থেকে আমার ইউজিনি চোলে গিয়েছে, এটাও আমার পক্ষে আনন্দ!—ওঃ! ও ইউজিনি! প্রাণাধিকা ইউজিনি! ইহ সংসারে তোমাতে আমাতে মিলন হলো না, অন্য লোকে মিলন হবে! এই বিষময় মর্ত্ত্যলোকের চেয়ে সুখময় লোকে আমাদের মিলন হবে! স্বর্গধামে আমি তোমার দেখা পাব! তোমাতে আমাতে যে প্রেমে অনুরাগী হয়েছিলেম, সে প্রেমের উপযুক্ত বাসস্থান সুপবিত্র স্বর্গধাম! এই পাপপূর্ণ—যন্ত্রণাপূর্ণ পৃথিবীতে সে প্রণয় থাকে না, থাক্‌তে পারও না! হাঁ, প্রিয়তমে ইউজিনি! তুমি এখন স্বর্গবাসিনী! স্বর্গপথ থেকে তুমি আমার পানে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছো! আমার আত্মাও তোমার কাছে উড়ে যাবার জন্য ব্যগ্র! করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় হতভাগ্য থিয়োবলের আত্মা আর বেশীদিন এই পাপসংসারে অবস্থিতি কোর্‌বে না!"

থিয়োবলের স্বরে ও বাক্যে পাষাণ দ্রব হয়। চক্ষেও সেই প্রকার করুণামিশ্রিত বিগলিত অশ্রুপ্রবাহ! আমি দেখ্‌লেম, সান্ত্বনায় আর কোন ফল হয় না। পৃথিবীর ভোগসুখে—পৃথিবীর কোন বস্তুতে সে আত্মার আর কোন সান্ত্বনা নাই। যে যে কথা আমি বোল্‌ছি, নীরবে যুবা ডিউক সেইগুলি শ্রবণ কোচ্চেন। তাঁর চক্ষুদুটী আমার চক্ষের উপর স্থির হয়ে রয়েছে। যে সব কথা আমি বোল্লেম, সেদিকে তাঁর মন আছে কি না,—অন্যদিকে তাঁর মন কি না,—মনে মনে আর কিছু তিনি ভাব্‌ছেন কি না,

সেটা আর আমারে অনুমান কোত্তে হলো না। বেশ বুঝ্লেম, অন্যদিকেই মন! অতি-কষ্টে তাঁর সম্মুখ থেকে আমি সোরে গেলেম। মার্শেলবাহাদুর কোথায় আছেন, অন্বেষণ কোত্তে লাগ্লেম।

মার্শেলের সঙ্গে দেখা হলো। সকাতরে তাঁরে আমি বোল্লেম, "আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত! শোকসন্তপ্ত ডিউকের কাছে আমি এক নূতন অপ্রিয়সংবাদ দিয়ে এলেম!—ইচ্ছা কোরে দিলেম না, তিনি আমারে পাঠিয়েছিলেন, কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে সেই অপ্রিয়সংবাদ তাঁরে—"

"সংবাদটা কি?"

"কুমারী ইউজিনি দিলাকরের মৃত্যু!"

কাতরকণ্ঠে মার্শেলবাহাদুর বোলে উঠ্লেন, "হায় হায় হায়! ইউজিনি মোরেছে? হায় হায় হায়! জোসেফ! তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি! প্রিয়তম থিয়োবল বুদ্ধিহারা হয়েছেন। লক্ষণ দেখে আমিও সেটা জেনেছি। সর্ব্বক্ষণ তার প্রতি নজর রাখ্তে হবে।—হবে বটে, কিন্তু থিয়োবল যেন সে ভাবটা কিছুমাত্র জান্তে না পারে। শোকটা বড়ই লেগেছে;—লাগ্বারই ত কথা। পিতৃহস্তে মাতৃহত্যা,—বিষপানে পিতার অপঘাতমৃত্যু,—তার উপর ইউজিনির মরা খবর,এত বড় শোক শীঘ্র শান্তি হবার নয়। সময়ে ক্রমে ক্রমে এ শোকের লাঘব হোতে—"

কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডিউক এখন এই বাড়ীতেই থাকেন, সেটা কি আপ্নি সুপরামর্শ বিবেচনা করেন?"

মার্শেল উত্তর কোল্লেন, "আমিও থিয়োবলকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম। নিশ্চিত উত্তর পাই নাই। থিয়োবল বোলেছে, আগামী কল্য মাতাপিতার সমাধিস্থান দেখে আস্বে। তার পর আমি তারে সঙ্গে কোরে আমার পল্লীনিবাসে নিয়ে যাব। আর দেখ, আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি সর্ব্বদা থিয়োবলের কাছে কাছে থেকো। আমি বুঝেছি, তোমার প্রতি থিয়োবলের মিত্রভাব জন্মেছে।"

আমি কিছুমাত্র আপত্তি কোল্লেম না। মনোভাব তখন আমার যে রকমই থাকুক, সে রকম শোচনীয় অবস্থায়, শোকাভিভূত যুবা ডিউককে ছেড়ে যেতে আমার মন সোর্লো না। মার্শেল বাহাদুর বোল্লেন, ডিউকের শয়নঘরের পাশে অতি নিকটে আমার শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট কোরে দিবেন। তখন আর অন্য কোন কথা হলো না। মার্শেলবাহাদুর কেমন একরকম চিন্তাযুক্ত হয়ে, দৌহিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেন। আমি কার্য্যান্তরে চোলে গেলেম। সন্ধ্যার পর আবার মার্শেল বাহাদুর আমারে কাছে ডাক্লেন;—আরও কতকগুলি কথা বোল্লেন:—

"থিয়োবলকে আমি বোলেছি। তুমি সর্ব্বদা নিকটে নিকটে থাক্বে, তাতে তুমি রাজী আছ, এ কথা আমি তারে বোলেছি। থিয়োবল কিন্তু অন্য ঘরে শয়ন কোত্তে চায় না। তার নিজের জন্য যে ঘরটী নির্দ্দিষ্ট আছে,—বরাবর যে ঘরে সে থাকে, সেই

ঘরেই থাক্‌বে। সেই ঘরের নীচে আর একটা শয়নঘর। সেই ঘরে তুমি শোবে। দেখ জোসেফ! তুমি অতি সুবোধ ছেলে;—থিয়োবলের মঙ্গলে তোমার অবিরত চেষ্টা; তোমারে বেশী কথা বলা বাহুল্য। নীচের ঘরে তুমি শোবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রার সময় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তুমি তোমার আপনার ঘরে চুপ্ কোরে বোসে থেকো। মন দিয়ে দিয়ে শুনো। উপরের ঘরে যদি কোন রকম শব্দ পাও,—থিয়োবল যদি মানসিক যাতনায় ঘরের ভিতর ছুটোছুটি কোরে বেড়ায়, একটা কিছু অছিলা কোরে, তৎক্ষণাৎ তুমি উপরঘরে উঠে যেও। প্রবোধবাক্যে যতদূর শান্ত কোত্তে পার, চেষ্টা কোরো। যদি না পার, আমাকে ডেকো।”

তাই আমি স্বীকার কোল্লেম। বাড়ীর একজন দাসীকে বোলে রাখ্‌লেম; “ডিউকের শয়নঘরের নীচের ঘরে আমি থাক্‌বো। অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌বো। প্রয়োজন হোলেই সেইখানে আমারে সংবাদ দিও।”

বহুদিন সে ঘরে কেহই শয়ন করে নাই। দাসী আমারে বোল্লে, “সে ঘরে দস্তুরমত বালিশ-বিছানা কিছুই নাই। আজ রাত্রে সে সকল বন্দোবস্ত হয়ে উঠাও ভার। কাল প্রাতঃকালে সব ঠিকঠাক হবে।”—আমি তারে বোল্লেম, “না থাকে, নাই থাক্‌লো, সেই ঘরেই আমি থাক্‌বো।”—এইরূপ কথোপকথনের অবসরে ডিউকের ঘরে ঘণ্টাধ্বনি হলো। তিনি শয়ন কোর্‌বেন। আমি ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে চোলে গেলেম। গিয়ে দেখ্‌লেম, তাঁর চেহারা তখন ঠিক সেই রকমই রয়েছে। যখন আমি ইউজিনির মৃত্যু-সংবাদ দিই, তখন যেমন হতাশনয়নে চারিদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল কোরে চেয়েছিলেন,—বুদ্ধির কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না, রাত্রেও দেখ্‌লেম, ঠিক সেই রকম ভাব। দেখেই আমার ভয় হলো। অন্য কোন ভালকথা পেড়ে, তাঁরে একটু শান্ত কর্‌বার প্রয়াস পেলেম। অত্যন্ত দুঃখের সময় যে সব কথা শুন্‌লে মানুষের মন একটু নরম হয়, সেই রকম কথা পাড়্‌লেম। ডিউক স্থির হয়ে শুন্‌লেন। বিশেষ কিছু ফল হলো না। প্রাতঃকালে আমি যেমন তাঁর মনকে একটু গোলিয়ে দিয়েছিলেম, নিশাকালে তেমন পাল্লেম না। প্রাতঃকালে আমার কথাগুলি শুনে তিনি কেঁপেছিলেন,—ভেবেছিলেন,—কেঁদেছিলেন; রাত্রে দেখ্‌লেম, সে রকম ভাব কিছুই নাই। সম্পূর্ণই ভাবান্তর। তিনি সদয়ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইলেন;—মিত্রভাব জানালেন। নিশাকালে চাকরেরা যে রকমে কাপড় ছাড়ায়,—কাপড় পরায়, আমারে সে সব কিছুই কোত্তে হবে না, মিত্রভাবে সেই কথা তিনি আমারে বোল্লেন। সেই পর্য্যন্তই সদয়ভাব। সান্ত্বনা কর্‌বার ইচ্ছায় আমি যে সব কথা বোল্লেম, তার কোন সন্তোষকর উত্তর পেলেম না। একটু কিছু প্রবোধ পেলেন, এমন কিছু লক্ষণও দেখ্‌লেম না। তিনি কাপড় ছাড়্‌লেন,—রাত্রিবাস পরিধান কোল্লেন,—আমি নিকটেই আছি, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে, মৃদুস্বরে তিনি বোল্লেন, “এখন আমি শোব না। খানিকক্ষণ বোসে থাক্‌বো। খানকতক চিঠী দেখ্‌বো। ইউজিনি যে সব চিঠী লিখেছিলেন, সেই সব চিঠী আর একবার পোড়্‌বো!”

শুনেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যতক্ষণ আপ্‌নি শয়ন না কর্‌েন, ততক্ষণ কি আমি এইখানে উপস্থিত থাক্‌বো?"

"না, দরকার নাই। আমি একাকী থাক্‌বো। এই যে চিঠীগুলি দেখ্‌ছো, আমি যেন মনে কোচ্ছি, এই সব চিঠী পোড়্‌তে পোড়্‌তে প্রিয়তমা ইউজিনির আত্মার সঙ্গে আমি কথা কব! আমার তখন এরকম মানসিক ভ্রান্তি থাক্‌বে না! ইউজিনির আত্মার সঙ্গে আমি কথা কব! একা না থাক্‌লে সে সব কথা হবে না! যাও তুমি! প্রিয় মিত্র জোসেফ উইলমট! যাও তুমি! শয়ন করগে! রজনীপ্রভাতে যখন তুমি আবার আমার কাছে আস্‌বে, তখন হয় ত——"

বোল্‌তে বোল্‌তেই থেমে গেলেন। কথার ভাব ধোরে তখনই আমি বোল্লেম, "আহা! তাই হোক্, তাই হোক্!—ঈশ্বর তাই করুন্! রজনীপ্রভাতে আমি যেন আপ্‌নারে সম্ভবমত সুস্থ দেখ্‌তে পাই!"

সমুৎসুক ডিউক আমার হস্তমর্দ্দন কোল্লেন। আমি সে ঘর থেকে চোলে এলেম। যখন নেমে আসি, মার্শেলবাহাদুর ইসারা কোরে আমারে ডাক্‌লেন। আমার নূতন শয়নঘরের পাশেই মার্শেলবাহাদুরের শয়নঘর।

মার্শেলের কাছে আমি গেলেম। তিনি সাগ্রহবচনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "থিয়োবল এখন কেমন আছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "ভাল বুঝ্‌তে পাল্লেম না। কেমন এলোমেলো চাউনি, কেমন এলোমেলো কথা, দেখ্‌লেই যেন বোধ হয়, হৃদয়ে তিনি আর কোন শুভ-আশা পোষণ করেন না! অজস্র অশ্রুধারে ভেসে যদি তিনি রোদন কোত্তেন,—অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে যদি মর্ম্মান্তিক বিলাপবাক্য উচ্চারিত হতো, তা হোলে তিনি একটু আরাম পেতেন। কিম্বা যদি সাধ্যমত ধৈর্য্যধারণ কোরে শোকবিহ্বলতাকে গোপন কোরে রাখ্‌তেন,—যথার্থ খ্রীষ্টানের মত শোকদুঃখের অসারতা অনুভব কোত্তেন, তা হোলেও বুঝ্‌তেম, একটু ভাল আছেন। কিন্তু মহাশয়! এখন যেরকম আমি দেখ্‌লেম, যে রকম উদাস,—যে রকম হতাশ, তাতে ত সে সব লক্ষণ কিছুই নাই!"

"তবে কি হবে জোসেফ? যদি আমরা জোর কোরে বলি, রাত্রে তার ঘরে যে কেহ হয়, একজন শুয়ে থাক্‌বে, তা হোলে আমরা মনে মনে যে সন্দেহ কোচ্চি, সেই সন্দেহটাই ধরা পোড়্‌বে। থিয়োবল হয় ত মনে মনে আর একটা কি ঠাওরাবে। না জোসেফ! তা করা হবে না। যা আমি বোলেছি, তাই তুমি কোরো। বোসে বোসে শুনো।—শুয়ে শুয়ে শুনো। উপরের ঘরে যদি কিছু শব্দ পাও,—না না, তেমন কখনো হবে না;—বালক কখনই আপ্‌নার প্রাণ আপ্‌নি—"

তৎক্ষণাৎ আমি মার্শেলের কাছ থেকে সোরে গেলেম। নিজের শয়নঘরে প্রবেশ কোরে, উপরের দিকে কাণ পেতে থাক্‌লেম। প্রথমত খানিকক্ষণ এক একবার শুন্‌তে পাচ্ছি, ঘরের ভিতর ডিউক উঠ্‌ছেন,—বোস্‌ছেন,—নোড়্‌ছেন, খুট্‌খাট্ শব্দ হোচ্চে।

খানিকক্ষণ সে শব্দ থাম্‌লো। আমি ঘর থেকে বেরুলেম। নিঃশব্দে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলেম। তাঁর ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, কাণ পেতে শুন্‌লেম। ঘর নিস্তব্ধ!—ভয়ানক নিস্তব্ধ! সে রকম নিস্তব্ধতার নামেই ভয় হয়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। একবার রীতিমত নিশ্বাসের শব্দ আমার কাণে এলো। আঃ! তখন যে আমার প্রাণে কতখানি আরাম, কথায় সে আরাম প্রকাশ করা যায় না। নিজের নিশ্বাস বন্ধ কোরে, আমি সেই নিশ্বাস শুন্‌তে লাগ্‌লেম। অবশেষে নিশ্চয় প্রতীতি হলো, সন্তপ্ত যুবা শয়ন কোরেছেন,—ঘুমিয়ে পোড়েছেন। তেম্‌নি সাবধানে চুপি চুপি আমি নেমে এলেম। মার্শেল তখন আপন ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সবেমাত্র বেরিয়েছেন। আমারই পায়ের শব্দ তিনি পেয়েছিলেন। যদিও আমি অতি সাবধানে পা টিপে টিপে যাওয়া আসা কোরেছি, তথাপি—তথাপি তিনি সেই শব্দ পেয়েছেন। দৌহিত্রের ভাবনায় তিনিও কাণ খাড়া কোরে ছিলেন;—শব্দ পেয়েই বেরিয়ে পোড়েছেন। আমারে দেখ্‌তে পেয়েই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি দেখ্‌লে?"—আমি ভাল খবর দিলেম। আমি বোল্লেম, "ডিউক ঘুমিয়েছেন।"—আনন্দিত হয়ে মার্শেলবাহাদুর বোল্লেন, "তবে ভাল। এটা অবশ্যই ভালকথা। যখন ঘুমিয়েছে, তখন অবশ্যই যন্ত্রণাটা কিছু কোমেছে। সকালে হয় ত তারে আমরা বেশ সুস্থ দেখ্‌বো। আর আমাদের কোন ভয়ের কারণ থাক্‌বে না।"

আমিও সেই বাক্যে প্রতিধ্বনি কোল্লেম। আবার আমি আপ্‌নার শয়নঘরে গেলেম। তখনও পর্য্যন্ত আমি শয়ন কোল্লেম না। রাত্রি দুই প্রহর বেজে গেল, তার পর আরও অনেকক্ষণ ঘরের ভিতর বোসে থাক্‌লেম। কোন দিকে কোন শব্দ হয় কি না, শুন্‌তে লাগ্‌লেম। কোন শব্দ হলো না। ডিউক জেগেছেন কি বেড়াচ্ছেন, সে রকমের কোন শব্দই পেলেম না। আমার ঘরের আলো তখন নিবু নিবু হয়েছে। রাত্রের মত একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শয়ন কোল্লেম। নানা দুশ্চিন্তায়—অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণায়, শীঘ্র আমার নিদ্রা এলো না। অল্প তন্দ্রার স্বপ্নে যেন কতই ভাবনা দেখা দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হোলেম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেম, মনে পড়ে না;—আস্তে আস্তে আমি যেন জেগে উঠ্‌লেম। তখনও অনেক রাত্রি আছে। ঘরের ভিতর ঘোর অন্ধকার। কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি কি না, স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না। উপরের ঘরে কোন রকম শব্দ পেয়েছি কি না, তাও মনে হলো না। বিছানায় শুয়ে আছি, কাণ আছে সেই দিকে। সমস্তই গভীর নিস্তব্ধ! ক্রমে ক্রমে হঠাৎ আমি জান্‌তে পাল্লেম, আমার রাত্রিবাস কামিজের বুকের দিকটা যেন একটু ভিজে ভিজে ঠেক্‌লো। বুকের কাছে যেন ভারী ভারী বোধ হোতে লাগ্‌লো। হাত দিয়ে দেখ্‌লেম, যেন কোন রকম চট্‌চটে আঠা। যথার্থই কামিজটে ভিজে। সেই খানেই হাত দিয়ে আছি;—বোধ হলো যেন, সেই হাতের উপর টপ্ টপ্ কোরে কি পোড়্‌লো। বোধ হলো যেন ফোঁটা ফোঁটা জল। মনে যে তখন কেমন এক রকম

আতঙ্ক এলো, সেটা আমি প্রকাশ কোত্তে পারি না। স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণকাল চুপ্ কোরে শুয়ে থাক্‌লেম। আবার আমার হাতের উপর সেই রকম ফোঁটা পোড়্‌লো! যদিও ঘোরতর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু আমি আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লেম! রসনায় অস্ফুট চীৎকারধ্বনি নির্গত হলো। যে হাতখানি বুকে দিয়েছিলেম, অন্যহাত দিয়ে সেই হাতখানি স্পর্শ কোল্লেম। হাত ভিজে!—জলের মতন বোধ হলো না। জল যেমন পাত্‌লা, সে রকম পাত্‌লা পদার্থ নয়;—জলের চেয়ে কিছু ঘন! অত্যন্ত ভয় পেয়ে, বিছানা থেকে আমি উঠে পোড়্‌লেম। দীয়াশলাই খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেম। পেলেম। একটা যেমন জ্বেলেছি,—দেয়ালের গায়ে ঘর্ষণ কোরে, একটা যেমন জ্বেলেছি,—ঘরে যেমন আলো হয়েছে, সেই আলোতে প্রথমেই আমি কামিজের প্রতি কটাক্ষপাত কোল্লেম। কি অদ্ভুত ব্যাপার! কামিজটা রক্তমাখা! বিদ্যুৎ যেমন চঞ্চল, সেই রকম চঞ্চলনয়নে আমি উপরের ছাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। কেমন এক রকম কালো কালো দাগ দেখ্‌তে পেলেম! এতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের ভিতর যে রকম এলোমেলো সন্দেহ,—এলোমেলো আতঙ্ক আস্‌ছিল, তখন যেন সেই আতঙ্কটা—সেই সংশয়টা প্রবল হয়ে দাঁড়ালো! পাগলের মত ঘর থেকে আমি ছুটে বেরুলেম! দ্রুতপদে মার্শেলের ঘরে প্রবেশ কোরে, কি কথা বোলে ফেল্লেম! কি বোলেছি, জানি না! আতঙ্কে—সংশয়ে, কি কথা তখন আমার রসনা দিয়ে বেরিয়েছিল, কিছুই স্মরণ হয় না!—স্মরণ হয় না বটে, তথাপি কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, সে কথা শুনে হৃদয়মধ্যে নানা রকম ভয়ানক ভয়ানক ভয়ের উদ্রেক হয়!

মার্শেলের ঘরে আলো ছিল। দুজনেই আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উপরে ছুটে গেলেম। ডিউকের ঘরের দরজা ভিতরদিকে বন্ধ। আমি যেন মোরিয়া হয়ে, ধমাধম শব্দে সেই বন্ধ দরজায় ঘা মাত্তে লাগ্‌লেম। কপাটজোড়াটা ভেঙে গেল! "ও পরমেশ্বর! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"—মার্শেলের রসনা থেকে এই শোকাবহ চীৎকারধ্বনি বিনির্গত হলো! সেই হৃদয়ভেদী চীৎকার আমার রসনাতেও প্রতিধ্বনি হলো! হায় হায় হায়! হতভাগ্য থিয়োবল আত্মহত্যা কোরেছেন!—গলায় ছুরী দিয়েছেন! ঘরের মেজেয় অসাড় হয়ে পোড়ে আছেন! তক্তার ছাদ দিয়ে রক্তধারা গোড়িয়ে, ঝুঁজিয়ে ঝুঁজিয়ে নীচে পোড়্‌ছে! সেই রক্তই আমার বিছানায় পোড়েছিল! তক্তার ফাঁক দিয়ে টপ্ টপ্ কোরে নীচের ঘরে যে রক্ত পড়ে, সেই রক্তই আমার বিছানায়, আমার কাপড়ে,—আমার গায়ে!—মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত! তৎক্ষণাৎ সোরগোল কোরে, বাড়ীর সকলকে জাগানো হলো। হায় হায়! মানুষ জাগিয়ে আর কি ফল হবে? যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তাতে আর মানুষের হাত কিছুই নাই! এলিনবংশের শোকাবহ ধ্বংসবৃত্তান্ত আর আমি বেশী কোরে বোল্‌তে পারি না! পাঠক মহাশয় মনে মনে বিবেচনা করুন, থিয়োবলের শোচনীয় পরিণামের পর, এক পক্ষ অতীত। থিয়োবলের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেল! নূতন নূতন বিপদে সকলেই মহামহা শোকাকুল!

নিতান্ত ভগ্ন-হৃদয়ে মার্শেলবাহাদুর আপনার পল্লীনিবাসে ফিরে গেলেন। পলিন-পরিবারে আমারও চাক্‌রী করা শেষ হলো। আমারও কর্ম্ম গেল। বৃদ্ধ মার্শেল সদয় হয়ে আমারে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন,—চাক্‌রী দিতে স্বীকার কোল্লেন, আমি গেলেম না; চাক্‌রী নিলেম না। সসম্ভ্রমে ধন্যবাদ দিয়ে, সেখানে চাক্‌রীর আশা ছেড়ে দিলেম। কোথায় চাক্‌রী কোর্‌বো?—মার্শেলের কাছে? ওহো হো! সে কথাটা মনে কোল্লেও গা কাঁপে। যাঁর কাছে চাক্‌রী কোর্‌বো, অহরহ পলকে পলকে তাঁর মুখ দেখে, ঐ সকল শোকাবহ ভয়ানক কাণ্ড আমার মনে পোড়্‌বে। দুঃখভারে আমি অবসন্ন হয়ে পোড়্‌বো। চক্ষের উপর যে সব কাণ্ড দেখ্‌লেম, মার্শেলের কাছে চাক্‌রী কোল্লে, স্মৃতি আমারে সেই আগুনে দগ্ধবিদগ্ধ কোর্‌বে। সে চাক্‌রীতে আমার মন গেল না। যাদের সঙ্গে একত্রে পলিনপ্রাসাদে চাক্‌রী কোরেছি, সকাত[illegible] তাদের কাছে বিদায় নিয়ে, পলিন-প্রাসাদ পরিত্যাগ কোল্লেম। প্রাসাদের ঘর—দরজা—ফটক, সমস্তই বন্ধ হয়ে গেল। পুরী অন্ধকার! ততবড় সমৃদ্ধিশালী প্রাসাদে জনমানবও আর থাক্‌লো না! ডিউক হবে কে?—হায় হায়! সেই সাংঘাতিক উপাধিটা সে বংশের পক্ষে যেন নিদারুণ অভিসম্পাত হয়ে উঠ্‌লো! একটী ছোট ছেলে, ডিউক উপাধি ধারণ কোল্লেন।

আমার চাক্‌রী গেল। সুতরাং আমি একটা স্বতন্ত্র বাসা নিলেম। তখনই তখনই নূতন চাক্‌রী অন্বেষণে প্রবৃত্তি হলো না। যে সকল ভয়ানক ভয়ানক শোচনীয় ঘটনা ঘোটে গেল, তাতে কোরে আমার মনে কিছুমাত্র শান্তি থাক্‌লো না। শরীরও যেন কিছু ভগ্ন হয়ে পোড়্‌লো। একজন ডাক্তারের কাছে গেলেম। তিনি আমার অবস্থা দেখে ব্যবস্থা দিলেন, প্যারিস ছেড়ে কিছুদিন স্থানান্তরে থাকাই সুপরামর্শ। আমার মনও বোল্লে, সুপরামর্শ। প্রথমে ভাব্‌লেম, ইংলণ্ডেই ফিরে যাই। আমার কাছে তখন নগদ মজুত প্রায় ষাট পাউণ্ড। বেতনের অবশিষ্ট যা পাওনা ছিল, সেইগুলি আর [illegible] সন্তুষ্ট মার্শেল আমার বিদায়কালে যা কিছু বক্‌সিস্ দিয়েছেন, তাই একত্র কোরে, প্রায় ষাট পাউণ্ড হলো। আপাতত কিছু অভাব থাক্‌বে না। তাই ভেবেই মনে কোল্লেম, ইংলণ্ডে গিয়ে চাক্‌রী অন্বেষণ করি। তখনই আবার মনে হলো, তাই বা কি কোরে হয়? সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন দুই বৎসরের জন্য আমারে জগৎ-দর্শনে প্রেরণ কোরেছেন। এত শীঘ্র শীঘ্র ফিরে গেলে, সেই সদাশয় উপকারী মহৎলোকের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। আরও,—যে আশায় আসা, সে আশারও মূল নষ্ট হয়ে যায়। ইংলণ্ডে যাওয়া হবে না। অথচ ডাক্তার বোল্‌ছেন, প্যারিস নগর পরিত্যাগ করা উচিত। ডাক্তারের ব্যবস্থারই অনুগামী হোলেম। প্যারিসনগর পরিত্যাগ কোল্লেম। বেল্‌জিয়মে চোলে গেলেম।

বেল্‌জিয়মের রাজধানী ব্রসেল্ নগরে প্রায় দেড়মাস বাস কোল্লেম। যতদূর কম খরচে চোল্‌তে পারে, অতিমাত্র মিতব্যয়ী হয়ে, সেই রকমেই দিন গুজ্‌রাণ কোত্তে লাগ্‌লেম। নানাস্থান পরিভ্রমণ করি,—নগরের শোভা দেখি,—আমোদ-প্রমোদের

স্থানেও বেড়াই, যাতে কোরে মনটা ফিরে যায়,—যাতে শীঘ্র সুস্থ হোতে পারি, চাক্‌রী কর্‌বার সামর্থ্য পাই, সেই রকম বিস্তর চেষ্টা কোল্লেম। যে সকল ভয়ানক ঘটনায় চিত্ত অস্থির, কিছুতেই সে সকল ঘটনাকে শীঘ্র স্মৃতিপথ থেকে দূর কোত্তে পাল্লেম না। মনের অস্থিরতাও শীঘ্র লাঘব হলো না। যখন একা থাকি, অস্ত্রাহত অভাগিনী লেডী গলিনের ভীষণ চেহারা—হতভাগ্য ডিউকের মরা চেহারা,—আত্মঘাতী থিয়োবলের শোচনীয় চেহারা, যেন আমার চক্ষের কাছে এসে দাঁড়ায়! নিশাকালে যখন শয়ন করি, ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখে, চীৎকার কোরে জেগে উঠি! ঘামে নেয়ে পড়ি! ক্রমে ক্রমে একটু একটু কোরে, মন একটু সুস্থ হোতে লাগ্‌লো। সে রকমে কাল কাটানো আর ভাল লাগ্‌লো না। কিসে দিন চোল্‌বে,—ভবিষ্যতে রুটীর সংস্থান কিসে হবে, সেই চেষ্টায় তখন বিব্রত হোলেম। এক জায়গায় একরকমে বদ্ধ থাক্‌তে আর ইচ্ছা হলো না। চাক্‌রী অন্বেষণে মন হলো।

প্রদেশের নানাস্থান দর্শন করা—নানাজাতির চরিত্রচর্য্যা অবগত হওয়া, আমার অভিলাষ। সার্ মাথু হেসেলটাইনেরও উপদেশ তাই। মনে কোল্লেম, যদি কোন ভদ্রলোক দেশভ্রমণে যান,—অবিবাহিত পুরুষই হোন, কিম্বা পরিবারওয়ালাই হোন, এমন কোন ভদ্রলোক পেলে, তাঁরই কাছে চাক্‌রী স্বীকার করি, তাই আমার মৎলব। শরৎকাল অবসানপ্রায়। হেমন্ত ঋতু নিকটবর্ত্তী। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। আমার জানা ছিল, সেই সুখদ সময়ে অনেক লোক ফরাসীরাজ্যের দক্ষিণাংশে, অথবা ইটালীতে বেড়াতে যান। আমার ইচ্ছা হলো, তাঁদেরই সঙ্গে—তাঁদেরই খরচে, সেই সব দেশে আমি চোলে যাব। লোকের মুখে শুন্‌লেম, বড় বড় হোটেলের দরোয়ানেরা চাক্‌রীর সন্ধান বোলে দিতে পারে। তাদের কাছেই আমি উমেদারী কোত্তে লাগ্‌লেম। উমেদারীতে ফল হলো এই যে, একদিন আমি একজন দরোয়ানের মুখে শুন্‌লেম, সুবিধা হোলে, শীঘ্রই আমার চাক্‌রী হোতে পারে। সেই দরোয়ান একটা হোটেলের নাম বোলে দিলে। সেই হোটেলে সর্ব্বদাই ইংরাজলোকের গতিবিধি হয়। একদিন বেলা এগারোটার সময় সেই হোটেলে গিয়ে আমি উপস্থিত হোলেম। সেই হোটেলের দরোয়ানের মুখে শুন্‌লেম, একজন ইংরাজ কাপ্তেন সেই হোটেলে আছেন। ইটালী-প্রদেশে শীতকাল তিনি কাটাবেন। তিনি একজন চাকর চান। তাঁর নাম কাপ্তেন রেমণ্ড। দরোয়ানের মুখে আরও আমি শুন্‌লেম, কাপ্তেন রেমণ্ড খুব খোর্‌চেলোক; অকাতরে টাকা খরচ করেন। প্রায় সকল লোকের সঙ্গেই তাঁর আলাপ। নিজেও বিলক্ষণ ধনবান;—বড় ঘরাণাও বটে। কাপ্তেন রেমণ্ড তখন দুটী তিনটী বন্ধু নিয়ে, খানা খেতে বোসেছেন। দরোয়ানকে বোলে রেখেছেন, উমেদারলোক এলে, তারে যেন উপরঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দরোয়ানকে আমি বোল্লেম, "সে কর্ম্মে আমিই রাজী আছি। আমিই উমেদার। কাপ্তেনের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোত্তে ইচ্ছা করি। দরোয়ান একজন পদাতিককে ডেকে দিলে, সেই পদাতিক আমারে

সঙ্গে কোরে, উপরঘরে নিয়ে গেল। পাশের একটা ছোটঘরে আমারে বোসিয়ে, পদাতিক বোল্লে, "এইখানে একটু থাক, আমি খবর দিয়ে আসি।"—সে চোলে গেল, আমি থাক্‌লেম। ভিতরের একটা ঘরে ভয়ানক হাসির গর্‌রা, আমোদ-আহ্লাদের প্রফুল্ল চীৎকারধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে।

পদাতিক ফিরে এলো। আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেল। যে ঘরে হাস্যকোলাহল হোচ্ছিল, সেই ঘরেই আমি উপস্থিত হোলেম।—দেখ্‌লেম, চারজন লোক একটা টেবিলে বোসে, আমোদ-আহ্লাদ কোচ্চেন। নানারকম খাদ্য-সামগ্রী টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে। বোতল বোতল শ্যাম্পিনও মজুত রয়েছে। গতিকে বুঝ্‌লেম, চা-কাফী অপেক্ষা, মদের দরকারটাই সেখানে বেশী! চারজনের মধ্যে কে যে কাপ্তেন রেমণ্ড, চিনে নিতে আমার বড় দেরী হলো না। কেননা, ঢিলে কোর্ত্তা গায়ে দিয়ে, চটীজুতা পোরে, যিনি বন্ধুগণকে অভ্যর্থনা কোচ্চেন, তিনিই যে কর্ত্তা, সেটা অনুমান কোত্তে কতক্ষণ? অপর তিনটী বন্ধু দস্তুরমত পোযাকপরা।

কাপ্তেন রেমণ্ড অবয়বে দীর্ঘাকার। বেশ সুন্দর চেহারা। চুল কালো,—গোঁফ ঝাড়ালো,—বেশ চক্‌চোকে। বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। বাকী তিনটী বন্ধুরও বয়স কম। পোষাকের পারিপাট্য যেন বড়লোকের মত, কিন্তু সকলেরই নয়নে বিলক্ষণ অমিতাচারের নিদর্শন বিদ্যমান। নিশাজাগরণ—সুরাপান—ব্যভিচার, এই সকল অনিয়মে মুখের চেহারা যেমন একটু একটু বিশ্রী হয়, কাপ্তেন রেমণ্ডের বন্ধুগণের চেহারা ঠিক সেই রকম। কাপ্তেন রেমণ্ড আমোদ কোরে তাঁদের খাওয়াচ্চেন, তাঁরা খাচ্চেন। সকলেই ইংরাজ। কাপ্তেন রেমণ্ড নিজেও ইংরাজ।

আমি গৃহ-প্রবেশ করবামাত্র, একজন বন্ধুকে সম্বোধন কোরে, কাপ্তেন রেমণ্ড জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি বোলছিলে হারকোট? এই এক ডজন শ্যাম্পিন আমরা যদি উজাড় কোত্তে পারি, তা হোলে তুমি পঞ্চাশ গিনি বাজী হার্‌বে?"

"হাঁ, পঞ্চাশ গিনি!"—সতেজে—সদম্ভে, এই রকম উত্তর দিয়ে, উল্লাসিত হারকোট সেই টেবিলের উপর নিজের পকেটবহিখানা ছুড়ে ফেলে দিলেন।

সেই অবকাশে আর একটী বন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে বোলে উঠ্‌লেন, "হারকোটের সঙ্গে বাজী রেখো না!—রাখ্‌লেই হার্‌বে! যেখানে বাজী হয়, সেইখানেই হারকোটের জিত। এই কাল,—যে রাত্রিটা প্রভাত হয়েছে, তারই পূর্ব্বে, আমার কাছেই এক শো গিনি জিতে নিয়েছে। যে রেজিমেণ্টটা আমাদের সম্মুখ দিয়ে কুচ কোরে গেল, সেই রেজিমেণ্টের সর্দ্দার বাদ্যকর মাথায় কত উঁচু, সেই বিষয়ে বাজী রাখা হয়। আমি হেরে গেলেম, হারকোটের জিত হলো। শেষকালে আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, বাজী রাখ্‌বার অগ্রে হারকোট সেই লোকটাকে মেপে এসেছিল।

"থামো থামো!—মিছে বকাবকি কেন?"—উচ্চকণ্ঠে এই কথা বোলে, কাপ্তেন রেমণ্ডকে সম্বোধন কোরে, হারকোট বোল্লেন, "এই যে সেই ছোক্‌রা।"

"কই ?—কই ?—আঃ!"—চোঁ কোরে এক গেলাস শ্যাম্পিন টেনে, কাপ্তেন রেমণ্ড ধীরে ধীরে মুরুব্বি-আনা ধরণে, আমার দিকে চক্ষু ফিরালেন;—দেখেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি ?"

গর্জ্জনস্বরে হারকোট বোলে উঠ্‌লেন,"থামো, থামো! আমি বাজী রাখ্‌বো! কুড়ী গিনি বাজী! কে রাজী আছ এসো! এই ছোক্‌রার খ্রীষ্টান নাম হয় জন, নয় জেম্‌স্‌, না হয় ত টমাস্‌! চাকরের নাম ঐ তিনটী ছাড়া আর কিছু হোতে পারে, এমন ত কেহই কখনো জানে না!"

যে বন্ধুটী এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও কথা কন নাই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বোলে উঠ্‌লেন, "আচ্ছা আচ্ছা, বেশ কথা! বুঝ্‌লে হারকোট? আমার সঙ্গেই তোমার বাজী!" তাঁদের এইরূপ কথোপকথনের পর, টেবিলের উপর বাজীর টাকা ধরা হলো।

কাপ্তেন রেমণ্ড তখন আমার দিকে ফিরে, সহাস্য-বদনে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বল ত ছোক্‌রা? এইবার বল ত? তোমার নামটী কি?"

"রোসো!"—হারকোট আবার বোলে উঠ্‌লেন, রোসো! সর্ব্বপ্রথমে কেবল তোমার খ্রীষ্টান নামটী বল! বুঝ্‌লে কি না? তোমার ডাকনামের উপর আরও কিছু আমার বল্‌বার আছে!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার খ্রীষ্টান নাম জোসেফ।"

উচ্চকণ্ঠে কাপ্তেন রেমণ্ড বোল্লেন, "বাঃ!—বাঃ!—বাঃ! মৌত্রে জিতেছেন!"

যিনি বাদ্যকরের মাপের কথা তুলেছেন, তাঁর নাম বিলিয়ার। সেই বিলিয়ারকে সম্বোধন কোরে,হারকোট বোল্লেন,"দেখ বিলিয়ার! কখনো কখনো আমি হারি!"—এই কথা বোলেই, তৎক্ষণাৎ বাজীর টাকা ফেলে দিলেন। হার হলো বোলে একটুও যেন মনঃক্ষুণ্ণ হোলেন না। আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন,"একবার আমি ঠোক্‌লেম! ওটা আমার ভুল হয়েছিল! এ ছোক্‌রার খ্রীষ্টান নাম জোসেফ!—জুঃ!—বেশ নাম! চাকরকে ঐ নাম ধোরে ডাক্‌তে, বড়ই মজা! আচ্ছা, এইবার আস্‌ছে ডাকনাম। জোসেফ নামের সঙ্গে আর কি নাম যোগ হোতে পারে? হয় ব্রাউণ,—নয় টম্‌সন্‌,—না হয় ত রবিন্‌সন্‌,—কিম্বা হয় ত নোকেস্‌,—নতুবা স্মিথ্‌,—কিম্বা কিছু না হয় ত জেঙ্কিন্‌, এই ছটার মধ্যে একটা হবেই হবে! পাঁচ গিনি বাজী!"

মৌত্রে বোল্লেন, "বেশ কথা!—এবার আমার পালা!"

কাপ্তেন রেমণ্ড তখন আবার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, বল ত তুমি, তোমার ডাক নাম?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "উইল্‌মট।"

"আবার হারকোট হেরে গেলেন!"—সকলেই একবাক্যে ঐ কথা বোলে, চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। বাজীর টাকা তৎক্ষণাৎ প্রদান করা হলো।

সকলেই তখন ঘুরে ফিরে মদ খেলেন। শ্যাম্পিনের গেলাসেরা সকলের হাতেই

বিরাজ কোত্তে লাগ্‌লো। সেই অবসরে কাপ্তেন রেমণ্ড আমারে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এর আগে তুমি কার কাছে চাকরী কোরেছ?"

কি উত্তর দিব, একটা ভাব্‌না হলো। মুখের ভাব দেখেই, হারকোট সেটা বুঝ্‌তে পাল্লেন। বোধ হয় কৌতুক কোরেই বোল্লেন, "বুঝেছি,—বুঝেছি! শেষের মনিব বোধ হয় মাইনে দেয় নাই!"

দুঃখিত হয়ে আমি বোল্লেম, "ও রকম কথা কেন মহাশয়? যে কথা আমি ভাব্‌ছি, সেটা ও রকমে তাচ্ছিল্য কোরে উড়িয়ে দিবার কথা নয়।"

হারকোট তখন বোল্লেন, "তবে আবার আমার দশগিণি বাজী! শেষের মনিবটার ফাঁসী হয়ে গেছে!"

চীৎকার কোরে বিলিয়ার বোল্লেন, "ঠিক ঠিক ঠিক!।"—এই কথা বোলেই টেবিলের উপর পকেটবহি ফেলে দিলেন;—হারকোটও দিলেন। দিয়েই বোল্লেন, "রোসো রোসো! ফাঁসী হবার কথাটা হয় ত ভুল হয়ে থাক্‌বে! মাথাকাটা!"

বিলিয়ার বোল্লেন, "তাই হয় ত হবে! মেরেই ফেলেছে! আমরা ত মাথাকাটাকে এই রকম কথাই বলি!"

কথাবার্ত্তা শুনে,—রকম-সকম দেখে, আমার কেমন ঘৃণা হোতে লাগ্‌লো। ধীরে ধীরে বোল্লেম, "দেখুন, আপ্‌নারা আমারে মাপ কোর্‌বেন, আমি এখন চোলে যাই। স্বচ্ছল অবকাশের সময়, কাপ্তেন রেমণ্ডের সঙ্গে বরং আমি দেখা কোত্তে—"

"ছি ছি ছি!"—কাপ্তেন রেমণ্ড বোলে উঠ্‌লেন, "ছি ছি ছি! সে কি ছোক্‌রা? এমন স্বচ্ছল অবসর কি আর আছে? তোমার চেহারা দেখে—তোমার কথাবার্ত্তা শুনে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তোমা হোতেই আমার কাজ চোল্‌বে।—বেশ হবে। আমার বন্ধুরা এখন আমোদ কোচ্চেন, আমোদ-প্রমোদ সাঙ্গ হোক,—খানাপিনা চুকে যাক্, তার পর আমি কাজের কথা বোল্‌ছি।"

আবার আমি বোল্লেম, "যা আপনি আমারে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, সে কথার উত্তরও আমি এই বেলা দিয়ে রাখি। ইতিপূর্ব্বে আমি প্যারিসে ডিউক-পলিনের বাড়ীতে চাক্‌রী কোরেছি।"

"ডিউক-পলিন?"—উচ্চকণ্ঠে হারকোট প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "ডিউক-পলিন? ও দশা! জিতি জিতি হয়েও হেরে গেলেম! লোকটা কেন আর কিছুদিন বাঁচ্‌লো না? তা হোলেই ত তার মাথা কাটা যেতো!—আমিও বাজী জিতে যেতেম!"

"বস্ বস্!"—বাধা দিয়ে কাপ্তেন রেমণ্ড বোলে উঠ্‌লেন, "বস্! বস্! ও সব কথা আর না। দেখ্‌তে পাচ্ছো না, ঐ সব কথা শুনে, এ ছোক্‌রার বড় কষ্ট হোচ্ছে।" বন্ধুদের এই কথা বোলে, আবার আমার দিকে ফিরে, তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "অবশ্যই তুমি সার্টিফিকেট পেয়েছ?"

"আজ্ঞা হাঁ, সার্টিফিকেট পেয়েছি। ডিউকের বাড়ীর দাওয়ানজী সেই

সার্টিফিকেটে দস্তখৎ কোরেছেন।"—এই কথা বোলেই আমি সেই সার্টিফিকেটখানি দেখালেম।

দম্ভ কোরে হারকোট বোল্লেন, "রোসো, রোসো! দশ গিনি বাজী! ঐ কাগজখানাতে পাঁচটা বানানভুল আছে!"—বোলেই অম্‌নি কাপ্তেনের হাত থেকে সেই কাগজখানা কেড়ে নিলেন। টেবিলের উপুর উপুড় কোরে রেখে দিলেন। লেখাদিক্‌টে ঢাকা থাক্‌লো।

মৌব্রে বোল্লেন, "এইবার আমি জিৎবো!"—এই কথার পর, চারজনে একত্র হয়ে, আমার সার্টিফিকেটখানি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। আমি বেশ বুঝ্‌লেম, হারকোট আবার হার্‌বেন। সার্টিফিকেটে যে যে কথা লেখা আছে, সমস্তই বানান-দুরস্ত, সমস্তই নিভুর্ল। চারজনেই গোলমাল কোত্তে লাগ্‌লেন। গোলমালের সঙ্গে হাসিও থাক্‌লো। এক একটা অক্ষর ধোরে বিচার আরম্ভ হলো। তাতেও কেহ কিছু ভুল ধোত্তে পাল্লেন না। বৃথা বৃথা বিশ মিনিট নষ্ট হয়ে গেল। প্রমত্ত হারকোট আবার হেরে গেলেন।

কাপ্তেন রেমণ্ড তখন স্থির হয়ে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ আরম্ভ কোল্লেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমি ইটালীতে বেড়াতে যাচ্ছি, সে কথা তুমি শুনেছ? সেখানে—"

"চুপ্ কর, চুপ্ কর!"—অভ্যাসমত চীৎকারস্বরে হারকোট বোল্লেন, "চুপ্ কর, চুপ্ কর! আবার আমি পঞ্চাশ গিনি বাজী রাখি! রেমণ্ড যাচ্ছেন ইটালীতে। কেন যাচ্ছেন জান?—মনের মত রমণী অন্বেষণে! বিয়ে কর্‌বার মৎলবে!"

বিলিয়ার্ বোল্লেন, "এ বাজীটা রেমণ্ড নিজে রাখ্‌লেই ভাল হয়! রেমণ্ড যদি মনে মনে জানেন, তিনিই জিৎবেন, তা হোলে তিনিই বাজী রাখুন! ত যদি না হয়, তবে—"

"বেশ!"—বাধা দিয়ে হারকোট বোল্লেন, "বেশ! রেমণ্ড যদি এই বসন্তকালে বিয়ে কোরে ফিরে না আসেন, দশ গিনি বাজী!"

বিলিয়ার বোল্লেন, "বেশ কথা! আমারও ঐ বাজী! এখন ত এ বাজীর মীমাংসা হোচ্চে না, বসন্তকালে যদি একজোড়া রেমণ্ড আমরা না দেখ্‌তে পাই, তখন হবে সে কথা।"—বাস্তবিক সেই কথাই স্থির হলো। কাপ্তেনের বিয়ের বাজী মুলতুবি; বাজীর কথাটা পুস্তকেই লেখা থাক্‌লো।

কাপ্তেন বোল্লেন, "আমি ইটালীতে যাচ্ছি। সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে, অনুগত অনুচরের কাজ করে, এই রকম একটা লোক আমার দরকার।—উর্দ্দী পরিধান কোত্তে হবে না,—কাজও বড় বেশী নয়, তবে কি না—"

হারকোট আবার উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, "আবার আমার বাজী দশ গিনি! এ ছোক্‌রা এখনিই বোল্‌বে, কোন কাজ না কোত্তেই বিলক্ষণ নিপুণ!"

কেহই সে কথার কিছু উত্তর দিলেন না। কাপ্তেন রেমণ্ড আমারে আরও নিকটে ডেকে, শান্তস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন :—

"হাঁ, আমি ইটালীতে যাচ্ছি। পরশুদিন যাব। সম্পূর্ণ শীতকালটা ইটালীতেই থাক্‌বো।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, আমার বেতন কত হবে,—কি কি কাজ কোত্তে হবে, কি রকম বন্দোবস্ত থাক্‌বে, সংক্ষেপে সেই সব কথা প্রকাশ কোল্লেন। অবশেষে আমার মত চাইলেন, সে কাজ আমার পছন্দ হয় কি না?

হারকোট বোলে উঠ্‌লেন, "রোসো রোসো! আর একটু থামো! ঐ আয়নার গায়ে একটা মাছী বোসে রয়েছে! গ্রীষ্মকালের মাছী। সব উড়ে গেছে, কেবল হয় ত ঐটা আছে! আমার বাজী বিশ গিণি! রুমাল ছুড়ে মেরে, আয়না থেকে ওটাকে যদি আমি পেড়ে ফেল্‌তে না পারি, বিশ গিণি হার্‌বো!"

বিলিয়ার সেই বাজীতে সায় দিলেন। হারকোট রুমাল ছুড়ে মাল্লেন।—শুধু কেবল রুমাল নয়, রুমালের সঙ্গে টেবিলের একটা রুপার কাঁটা জোড়িয়ে উঠে গেল! অতি চমৎকার বৃহৎ আয়না! সেই আয়নার ঠিক মাঝখানেই সেই কাঁটাশুদ্ধ রুমালখানা সজোরে গিয়ে বাজ্‌লো! আয়নার মাঝখানে ঠন্‌ঠন্‌শব্দে নক্ষত্রের মত ছিদ্র হয়ে গেল! সকলেই হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌লেন। হারকোট নিজেও হেসে হেসে ঢোলে পোড়্‌লেন। আর একধারের আর একখানা আয়নাতে—ঠিক ঐ রকমে—ঠিক মাঝখানে, রুমাল ছুড়ে দিতে সংকল্প কোল্লেন। যদি না পারেন, আরও বেশী বাজী হার্‌বেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঐ রকম ভূমিকা করা হোচ্ছে, আয়নাভাঙার শব্দে অকস্মাৎ ভয় পেয়ে, হোটেলের একজন চাকর সেইখানে ছুটে এলো। হারকোট তখনও পর্য্যন্ত হেসে ঢলাঢল! চাকরটাকে সেই রকমে তাড়াতাড়ি প্রবেশ কোত্তে দেখে, অতিকষ্টে হারকোট একটু সাম্‌লে নিলেন। চাকরকে বোলে দেওয়া হলো, হোটেলের কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে আয়নাখানা ভেঙেছে, সেখানার দাম কত?

ঐ রকম গণ্ডগোলের সময়, আমি ভেবে চিন্তে স্থির কোরে নিলেম, এ চাক্‌রী স্বীকার করা আমার কর্ত্তব্য কি না? প্রথমেই ঘরে প্রবেশ কোরে, যে রকম কাণ্ড দেখ্‌লেম, তাতে কোরে, চাক্‌রী স্বীকার কোত্তে মন ছিল না। শেষে ভাব্‌লেম, আপ্‌নারা মাতাল আছে, আছে আছেই, আমার তাতে কি? চাক্‌রী স্বীকার কোরে, আমি যদি দেশ ভ্রমণ কোত্তে পাই,—নানাদৃশ্য দেখে দেখে, মনে যদি তৃপ্তি পাই, তা হোলেই ত আমার মৎলব হাঁসিল হলো। এইরূপ স্থির কোরেই, চাক্‌রী আমি স্বীকার কোল্লেম। আগামী কল্য ঐ হোটেলেই কাপ্তেনের কাছে উপস্থিত হবার কথা থাক্‌লো।

তখন আমি বিদায় হোলেম। পরদিন ঠিক সময়েই হোটেলে এসে হাজির। তার পরদিন প্রাতঃকালেই, কাপ্তেন রেমণ্ডের সঙ্গে আমি ইটালীযাত্রা কোল্লেম।

দশম প্রসঙ্গ।

গ্রাম্য হোটেল।

দক্ষিণদেশের সুখময় প্রদেশে আমি চোলেছি। কাপ্তেন রেমণ্ড আমার নূতন মনিব। তাঁর চেহারার কথা—বয়সের কথা, পূর্ব্বেই আমি বোলেছি। কথোপকথনের অবসরে, ক্রমে ক্রমে আমি জান্‌তে পাল্লেম, প্রাচীন বনিয়াদী বড়ঘরে তাঁর জন্ম। তিনি সেনাদলের কাপ্তেন ছিলেন। অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে, সে উপাধিটা তিনি বেচে ফেলেছেন। তথাপি, বাহ্যগৌরবের নিদর্শনস্বরূপ নামের পূর্ব্বে কাপ্তেন উপাধিটী বাহাল রেখেছেন। স্বভাবটা কিছু চাপা চাপা। সকল কথা সকলের কাছে খুলে বলেন না। এক এক সময় একটু একটু উদ্ধতভাব দেখা যায়। কিন্তু তা বোলে নিতান্ত রাগী অথবা নির্দ্দয় বোলে বোধ হয় না। সচরাচর ভদ্রলোকে যে রকম কথাবার্ত্তা কন, সেই রকমেই আমার সঙ্গে কথা হয়। প্রথমদিন মদের মজ্‌লিসে যে রকম অবস্থা আমি দেখেছি, বাস্তবিক তাঁর স্বভাব সে রকম নয়। দেশস্থ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যখন দেখা হয়, যাঁরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে সমপদস্থ, সেই সময় মনের স্ফূর্ত্তির জন্য, আমোদ আহ্লাদে মেতে উঠেন। সেই রকম উপলক্ষে বেশীমাত্রাও চোড়ে যায়।

আমরা চোলেছি। সার্ডিনিয়া পার হয়ে, এপিনাইন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হোলেম। ফ্লোরেন্স নগরে কিছুদিন বাস করা কাপ্তেন রেমণ্ডের ইচ্ছা। অক্টোবর মাসের শেষে, এক দিন বেলা তিনটের সময়, আমাদের ডাকগাড়ীখানা একটী পরমসুন্দর পল্লীগ্রামে পৌছিল। মদিনার * এলাকার অধিকারমধ্যেই সেই গ্রাম। এপিনাইন পর্ব্বতপুঞ্জের সীমার বাহিরে অবস্থিত। একরাত্রি সেই স্থানে অবস্থান করা কাপ্তেন রেমণ্ডের অভিলাষ হলো। পরদিন প্রাতঃকালে এপিনাইন পর্ব্বতমালার পথে আমরা প্রবিষ্ট হোলেম। আমাদের ডাকগাড়ী একটা হোটেলবাড়ীতে প্রবেশ কোল্লে। গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু হোটেলটী বেশ বড়। অনেক ভ্রমণকারী সেই পথে সর্ব্বদা গতিবিধি করেন, সেই হোটেলে অবস্থান কোরে, ভ্রমণকারীরা তত্রস্থানীয় রাজধানী ফ্লোরেন্স নগরে যাত্রা করেন। কাপ্তেন রেমণ্ড সবেমাত্র গাড়ী থেকে নেমেছেন, তৎক্ষণাৎ একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। উভয়েই উভয়কে চিন্‌লেন। নূতন লোকটী কিছু বয়োধিক; কিন্তু চেহারা খুব ভাল। তিনি সেই হোটেলবাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিলেন। উভয়ে পাণিমর্দ্দন বিনিময় হলো। নিদর্শনে আমি বুঝ্‌লেম, অন্তরঙ্গ ভাব।—বিশেষ বন্ধুত্ব। বিশেষ শিষ্টাচারে কাপ্তেন সাহেব বোল্লেন, "অভাবনীয় সাক্ষাৎ!

* আরবের মদিনা;—যে মদিনায় মহম্মদের সমাধিমন্দির, সে মদিনা নয়।

আপনি এখানে এসেছেন,—এখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে, স্বপ্নের অগোচর ছিল। সাক্ষাৎ হলো, পরম আহ্লাদের বিষয়।”

নূতন ভদ্রলোক উত্তর কোল্লেন, “আমরা এখানে দুমাস রয়েছি। হঠাৎ লেডী রিংউলের পা ভেঙে গিয়েছিল, সেই জন্যই এতদিন এখানে থাকতে হয়েছে।”

“পা ভাঙা ? সত্য না কি ? কি রকমে ভাঙলো ?”

কাপ্তেন রেমণ্ডের এই প্রশ্নে লর্ড রিংউল (সেই বয়োধিক ভদ্রলোকের নাম লর্ড রিংউল) উত্তর কোল্লেন, “পথিকলোকের অদৃষ্টে দুর্ঘটনা ত প্রায়ই ঘটে;—সর্ব্বদাই ঘটে। যে রকম দুর্ঘটনা আমরা উপন্যাসে পাঠ করি,—যে রকম দুর্ঘটনা উপন্যাস-লেখকদের অনেক উপকারে আসে, সেই রকম দুর্ঘটনা ঘোটেছে। গাড়ী উল্‌টে পোড়েছিল। গাড়ীর ভিতর আমরা তিনজন ছিলেম।—আমি, আমার স্ত্রী (লেডী রিংউল) আর আমার কন্যা। আমি আর আমার কন্যা অল্পে অল্পে সাম্‌লে গেছি, দুর্দ্দৈববশে আমার স্ত্রীর পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছে। এটা পল্লীগ্রাম, এখানে ত আর ডাক্তার পাওয়া যায় না, কাজে কাজেই এই গ্রামে বদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে।”

কাপ্তেন রেমণ্ড জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “চিকিৎসার তবে কি রকম ব্যবস্থা হোচ্চে ?”

লর্ডবাহাদুর উত্তর দিলেন, “ভাগ্যক্রমে একটী সহায় জুটে গেছে। ইটালীর একটী ভদ্রলোক সেই সময় এই হোটেলে ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন কোরেছেন। ডাক্তারী ব্যবসা করেন না, প্রয়োজন হোলে বন্ধুবান্ধবের উপকার করেন। তিনি আমাদের বিস্তর উপকার কোরেছেন। যদিও তাঁর স্থানান্তরে যাবার বরাত ছিল, আমাদের সঙ্গে জানা নাই, শুনা নাই, কস্মিন্‌কালেও পরিচয় নাই, তথাপি দয়া ভেবে, এক সপ্তাহকাল তিনি এইখানে থাক্‌লেন। সর্ব্বক্ষণ আমার পত্নীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা কোরে দিলেন। এক হপ্তার বেশী আর থাকতে পাল্লেন না। নিকটবর্ত্তী এক জেলায় তাঁর কিছু ভূমিসম্পত্তি আছে, সেইখানেই চোলে গেলেন। সেইখানেই তিনি এখন আছেন। হপ্তার মধ্যে দু তিনদিন এসে, আমার স্ত্রীকে দেখে যান। সেই ভদ্রলোকের সুচিকিৎসায় অনেক উপকার হয়েছে। তিনি আমাদের বিস্তর উপকার কোরেছেন। আর কোন ডাক্তার ডাকবার প্রয়োজন হয় নাই।”

“আহা! তবে ত খুব ভালই হয়েছে। ভাগ্যে ভাগ্যে তেমন সৎলোকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, তাতেই ত রক্ষা!”

“পরমভাগ্য বোলতে হবে! প্রথমেই জ্বরের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। দেখে শুনে আমি বড় ভয় পেয়েছিলেম। আমার কন্যাও বড় কাতর হয়েছিল। ভাগ্যে তিনি সাহায্য কোল্লেন, তাতেই সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। লেডী এখন আরাম হয়েছেন। আগামী পরশ্ব ফ্লোরেন্‌স্ নগরে যাত্রা কোর্‌বো স্থির কোরেছি।”

কাপ্তেন রেমণ্ড বোল্লেন, “আমিও যাব;—আমিও ফ্লোরেন্‌স্ নগরে যাবার ইচ্ছা

"কেন?—একদিন কেন থাকুন না?—একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। এপিনাইন পর্ব্বত-মালা পার হোতে হবে, একসঙ্গে যাওয়াই ভাল। সকলেই জানে,—যাঁরা যাঁরা ইটালীর পথে ভ্রমণ করেন, তাঁদের সকলের মুখেই শুনেছি, পার্ব্বতীপথে অত্যন্ত ডাকাতের ভয়। সকলে একসঙ্গে গেলে, বড় একটা ভয় থাক্‌বে না।"

একসঙ্গে যেতেই কাপ্তেন রেমণ্ড সম্মত হোলেন।—বোল্লেন, "আমার হাতে কোন কাজকর্ম্ম নাই। আমি কেবল আমোদের জন্যই ভ্রমণে বেরিয়েছি। শীতকালে ফ্লোরেন্‌স্ নগরে বাস করা আমার মনের একান্ত বাসনা। কিন্তু সেদিন আমি শুন্‌লেম, শীত কমাস ফ্লোরেন্‌সেও ভারী শীত।"

"কখনও কখনও হয় বটে। যে বৎসর শরৎকালে বেশী বৃষ্টি হয়, সেই বৎসর সেখানে বেশী শীত পড়ে। কিন্তু এ বৎসরের শরৎকালে যে রকম সুখে কাটানো গেল, তাতে বোধ হয়, সেখানে বেশী শীত হবে না। যাই কেন হোক্ না, তস্কানীর রাজধানীতেই শীত কমাস অতিবাহিত করা আমাদের সংকল্প।"

কাপ্তেন রেমণ্ড আর কোন আপত্তি উত্থাপন কোল্লেন না। একদিন বাদে, একসঙ্গে যাত্রা করাই অবধারিত হলো। লর্ড রিংউল আমার মনিবকে সঙ্গে কোরে, আপনার বাসাঘরে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় কাপ্তেন আমারে হুকুম দিলেন, "দুদিন আমরা সেই হোটেলে থাক্‌বো, তারই উপযুক্ত একটী ঘর দেখে শুনে স্থির কর।"—তাই আমি কোল্লেম। লর্ড রিংউলের অনুচর আর তাঁর স্ত্রীর একজন সহচরীর সঙ্গে ঘটনাক্রমে আমার দেখা হলো। দেশের লোক পেয়ে, আমি বড় খুসী হোলেম। একসঙ্গে আহারাদি কোল্লেম। আহারান্তে সেই লর্ডকিঙ্করের সঙ্গে আমি গ্রাম দেখ্‌তে বেরুলেম। পূর্ব্বেই বোলেছি, গ্রামখানি অতি সুন্দর। তফাৎ থেকে যেমন সুদৃশ্য দেখায়, নিকটেও সেইরূপ রমণীয়। একটী গাছেরও পাতা ঝরে নাই, অনেক বৃক্ষে নবীন গ্রীষ্মকালের মত মুকুল-পল্লব শোভা পাচ্ছে। যদিও নবেম্বর সমাগত, তথাপি বায়ু বেশ উত্তপ্ত। পার্ব্বতীয় বাতাসে সকল লোকেই সুখানুভব করে। অল্প শীতোষ্ণ। স্নিগ্ধ উষ্ণ একত্র।

লর্ড রিংউলের অনুচরের মুখে আমি শুন্‌লেম, লর্ডবাহাদুরের দুই কন্যা। বড়টী ইংলণ্ডে আছেন, ছোটটী সঙ্গে এসেছেন। ছোট কন্যাটীর নাম কুমারী অলিভিয়া শাকবিলী। অলিভিয়ার বয়ঃক্রম প্রায় চব্বিশ বৎসর। দেখ্‌তে পরম রূপবতী। চব্বিশ বৎসর বয়স, এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। লর্ডবাহাদুর তাদৃশ ধনশালী নন, বৎসরে কেবল তিনসহস্র পাউণ্ডমাত্র আয়, এই কারণেই কন্যার বিবাহে বিলম্ব হোচ্চে। এইসব কথার পর লেডী রিংউলের পা-ভাঙার কথা পোড়্‌লো। ইটালীর যে ভদ্রলোকটী চিকিৎসা কোরেছেন, শুন্‌লেম, তাঁর নাম সিগ্‌নর এঞ্জিলো ভল্‌টেরা। বয়ঃক্রম অনুমান সাতাশ বৎসর। পরম রূপবান্। পিতার মৃত্যুর পর, কিঞ্চিৎ বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অভ্যাস কোচ্ছিলেন. কিছুদিন ডাক্তারীও

কোরেছেন, বিষয়াধিকারী হয়ে, সে ব্যবসাটী ছেড়ে দিয়েছেন। এখন জমীদারীতে গিয়েছেন। সে জমীদারী এখান থেকে বিশ-ত্রিশ মাইল দূর। হপ্তায় দু তিনবার এখানে আসেন। যখনই আসেন, তখনই অশ্বারোহণে।

লর্ডবাহাদুর যখন আমার মনিবের কাছে পরিচয় দেন, তখনও আমি শুনেছি, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা হপ্তায় দু তিনবার এসে লেডীকে দেখে শুনে যান। আরও আমি শুন্‌লেম, তিনি ভিজিট গ্রহণ করেন না। টাকা দিবার কথা বোল্লে, তাঁর অপমান করা হয়, সেই জন্যই সে কথার উল্লেখ হয় না। তাঁরে সওগাদ দিবার জন্য, একখানি সুদৃশ্য রূপার বাসন খরিদ করা হয়েছে, সেইখানি তাঁরে উপহার দেওয়া হবে।

ঘটনাক্রমে সেইদিন সন্ধ্যাকালে কুমারী অলিভিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হলো। যা শুনেছি, তাই বটে। কুমারী অলিভিয়া পরমা সুন্দরী। যে দিনের কথা আমি বোল্লেম, তার পরদিন হোটেল্ প্রাঙ্গনে আমি বেড়াচ্ছি, বেলা অধিক হয় নাই, একজন অশ্বারোহী সেই স্থানে উপস্থিত হোলেন। যথার্থই পরম রূপবান্। মাথার চুলগুলি যেন কাকপক্ষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। স্বভাবতই কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া গুচ্ছ গুচ্ছ। ইটালীর লোকের যে প্রকার বর্ণ হয়, সেই রকম একটু ময়লা রং।—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নয়, স্পেনের লোকের মত মিশ কালো নয়, শ্যামবর্ণ। বেশ গালপাটা আছে। অল্প অল্প গোঁফ আছে। কথায় বার্ত্তায় দিব্য অমায়িকভাব। হোটেলের একজন চাকর্ তাঁরে দেখেই, তাড়াতাড়ি কাছে ছুটে গেল। অশ্বটী যথাস্থানে রাখ্‌বার ব্যবস্থা কোল্লে। অশ্বারোহী যখন তার সঙ্গে কথা কন, তখন দেখা গেল, ঠোঁট দুখানি বেশ লাল। মুক্তাপাঁতির ন্যায় দন্তপাঁতি। দেখ্‌বামাত্র ভক্তির উদয় হয়। চক্ষু দেখে বোধ হলো, বেশ বুদ্ধিমান্। চক্ষুদুটীও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নেত্রতারকা থেকে একরকম উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ পায়। পরিচ্ছদও অতি সুন্দর। আমি অনুমান কোল্লেম, ইংরাজী নৃত্যসভায় যদি তিনি উপস্থিত হন, রূপ দেখে অনেক রমণীর মন টোলে যায়। শেষে আমি পরিচয় পেলেম, সেই অশ্বারোহী যুবাই এঞ্জিলো ভল্‌টেরা।

রিংউলপরিবার যে ঘরে বাস করেন, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা সেই ঘরের দিকে চোলে গেলেন। হোটেলের চাকর ঘোড়াটী নিয়ে ঘোড়াশালায় রাখ্‌লে। সিগ্‌নর ভল্‌টেরা শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হবেন। ভোজনের সময় পর্য্যন্ত থাক্‌তে পার্‌বেন না। হোটেলে কিঞ্চিৎ জলযোগ কোল্লেন। লর্ড রিংউল তাঁরে সেই বাসনখানি উপহার দিলেন। বেলা তিনটের সময় সিগ্‌নর ভল্‌টেরা হোটেল থেকে বিদায় হোলেন। ক্রমে আমি শুন্‌লেম, সিগ্‌নর ভল্‌টেরা অতি পরিষ্কার ইংরাজীকথা বোল্‌তে পারেন। পূর্ব্বে কিছুদিন তিনি লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডনের হাসপাতালে চিকিৎসাবিদ্যায় অনেক উন্নতি কোরেছেন।

হোটেলের পশ্চাদ্দিকে একটী সুপ্রশস্ত উদ্যান। মাঝে মাঝে রাস্তা। রাস্তার দু-ধারেই সুন্দর সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী। মাঝে মাঝে উত্তাপনিবারণের হিমগৃহ। কাষ্ঠের ছাদ—কাষ্ঠের

পর্দা—কাষ্ঠের সব। গ্রীষ্মকালে হোটেলের অতিথিরা সেই সকল হিমঘরে বোসে বিরাম করেন,—মদ খান—গল্প করেন;—পরমসুখে নৈদাঘ-সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ নিবারণ করেন। ইংলণ্ডের বড় বড় লোকের ভাল ভাল চা-বাগীচাগুলি যেমন সুখপ্রদ শান্তিপ্রদ, সেই ক্ষুদ্রগ্রামের হিমগৃহগুলিও অনেকাংশে প্রায় সেই রকম। অতি রমণীয় স্থান। ঘরগুলি অতি সুন্দর প্রণালীতে সুসজ্জিত।

যে দিনের কথা আমি লিখ্‌ছি, সে দিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম। এপিনাইনশ্রেণীর সুবাতাস সেদিন একটুও নাই। সে গ্রীষ্ম আমার পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হোতে লাগ্‌লো। একদেশ থেকে একদেশে এসেছি,—স্থান পরিবর্তন, বায়ুপরিবর্তন, কিম্বা দীর্ঘ ভ্রমণের শ্রান্তি, অথবা নূতনপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের অপরিপাক, যে কোন কারণেই হোক্, রাত্রে আমার বড় অসুখ বোধ হলো। লর্ডবাহাদুরের অনুচর একজন ফরাসী ভদ্রলোকের চাকরদের সঙ্গে মদ খাচ্ছিলো। সেই ফরাসী ভদ্রলোকটী সবে সেই দিন ঐ হোটেলে এসে পৌঁছেছেন। চাকরেরা মদ খাচ্ছে,—চুরোট খাচ্ছে,—তীব্র তীব্র গন্ধ পাচ্ছি। গ্রীষ্মও যেমন অসহ্য, সেই সকল গন্ধও তেম্‌নি আমার পক্ষে অসহ্য বোধ হোতে লাগ্‌লো। ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। রাত্রি তখন প্রায় নটা। পূর্ব্বে যে বাগানের কথা বোলেছি, সেই বাগানেই বেড়াতে গেলেম। নবাগত ফরাসী মান্যব্যক্তির অনুচর-বর্গের কাছছাড়া হোলেম, অবশ্যই মনে একটু কষ্ট হলো। কিন্তু কি করি, শারীরিক অসুখ, সেখানে তখন থাক্‌তে পাল্লেম না। থাক্‌লে একটু ভাল হতো। চাকরেরা তখন এপিনাইন পর্ব্বতের পথের ভয়ানক ডাকাতের গল্প তুলেছিল। যতটুকু আমি সে সময় শুনেছিলেম, দুকথাতেই তা বলা যায়। ডাকাতদলের সর্দ্দার ইতিপূর্ব্বে তস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউকের বাড়ীতে চাক্‌রী কোত্তো। মাতাল হয়ে একজন সঙ্গীলোককে কেটে ফেলে। ধরা পোড়্‌লেই প্রাণ যাবে, সেই ভয়ে সে পালায়। পর্ব্বতে এসে আশ্রয় লয়। সেখানে যে সব ডাকাতের দল আছে, মোরিয়া হয়ে, সেই ডাকাতের দলে মিশে পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই সেই ব্যক্তি দস্যুদলের দলপতি হয়। শুন্‌লেম, সে লোকটার বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। লোকটার চেহারা বড় ভয়ানক। যেমন মোটা, তেম্‌নি বলবান্। সিংহের ন্যায় পরাক্রম। সে ডাকাতের একটা বিশেষ গুণ আছে। ডিউকের বাড়ীতে যখন চাক্‌রী কোত্তো, তখন অনেকপ্রকার শিষ্টাচার শিখেছিল। মজ্‌লিসি ধরণ অনেক আসে। ইচ্ছা কোল্লেই বেশ ভদ্রলোকের মত শিষ্টাচারে কথাবার্ত্তা কয়। এখন যে সে কি, সকল সময় সহজে সকলে সেটী বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। লোকটা যেন কিছু ভেল্কী জানে বোধ হয়। তস্কান পুলিসের হাতে দুবার দুবার ধরা পোড়েছিল, দুবার দুবার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছিল,—দুবার দুবারই পালিয়ে এসেছে। লোকে মনে করে, পুলিসের সঙ্গে যোগ কোরেই পালিয়েছে। ডাকাতের দলের দলপতির নাম মার্কো উবার্টি।

সব কথা আমার শুনা হলো না। মানসিক যন্ত্রণায় বুক যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌তে

লাগ্লো। বাগানে বেরিয়ে পোড়্লেম। কোন কাজ নাই,—কোন কাজের ইচ্ছাও নাই, প্রায় পোনেরো মিনিটকাল অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেম। অসুখ আরও বাড়্তে লাগ্লো। পূর্ব্বে যে সকল হিমগৃহের কথা বোলেছি, সেই রকম একটী হিমগৃহ-মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। চারিদিকে লতাকুঞ্জ ঘেরা, বেশ সুশীতল স্থান। ঘরের ভিতর একখানি বেঞ্চ পাতা ছিল, সেই বেঞ্চের উপর শয়ন কোল্লেম। চারিধারে বৃক্ষ। বড় বড় বৃক্ষশাখা সেই ঘরের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে পোড়েছে। শাখাপল্লবের ছায়ায় স্থানটী সর্ব্বক্ষণ অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই আমি শয়ন কোল্লেম। বাতাস বন্ধ,—গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না। সেই বেঞ্চের উপর আমি ঘুমিয়ে পোড়্লেম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেম, মনে নাই। হঠাৎ জেগে উঠ্লেম। মানুষের কণ্ঠস্বর কাণে এলো। দুটী লোক যেন চুপি চুপি কথা কোচ্চে। ঘরের ঠিক বাহিরেই সেই রকম কথোপকথন।

"বাবাকে তবে বল না কেন?"—সর্ব্বপ্রথমেই ঐ কথাটী আমার শ্রবণগোচর হলো। কম্পিতকণ্ঠে মিহি আওয়াজ। শুনেই বুঝ্লেম, রমণীকণ্ঠের মধুর স্বর।

"না,—এখন না;—এখন না!"—আগে যে প্রশ্নটী শুন্লেম, ঐটী তার উত্তর। উত্তরে বুঝ্লেম, পুরুষের কণ্ঠ। স্বরে আমি বুঝ্লেম, সে স্বর সিগ্নর ভণ্টেরার। হোটেলের লোকের সঙ্গে যখন তিনি কথা কন,—অশ্বারোহণে হোটেলে যখন তিনি এসে প্রথমে উপস্থিত হন, সেই সময়ে সেই স্বর আমি শুনেছি। তিনি আরও বোল্তে লাগ্লেন, "যখন সময় হবে, তখন আমি তোমার পিতাকে ঐ কথা জানাব। বোধ হয়, শীঘ্রই সেই শুভসময় উপস্থিত হবে। এখন কেবল আমার একটীমাত্র কথা। প্রিয়তমে অলিভিয়া! তুমি ত আমারে ভুলে যাবে না!"

"ভুলে যাব তোমারে? বল কি এঞ্জিলো? আমি তোমারে ভুলে যাব? না না, কখনই না,—কখনই না। তুমি আমার অন্তঃকরণ জান না, সেই জন্যই ও কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চো!"

"না প্রিয়তমে! অবিশ্বাস কোচ্চি না। ভালবাসার বদনে ঐ রকম মধুরবাক্য শ্রবণ করাই প্রেমাভিলাষীর পরমসুখ। আমি তোমারে ভালবাসি, তোমার মুখে ঐ কথাটী শুন্তে কতই আমার আনন্দ,—কতই আমার সুখ, তুমি কি তা বুঝ্তে পার? শুনেছি আমি তোমার মুখে ও কথা!—আনন্দসাগরে ভেসেছি, অমৃতকুণ্ডে ডুবেছি! একপক্ষ আমি এখানে ছিলেম না;—আমি ছিলেম না, সে কি? আমার প্রাণ তোমার কাছে পোড়ে ছিল! তুমি আমারে ভালবাস, সেটা কি সত্য না স্বপ্ন, কতবার আমি মনে মনে তা ভেবেছি! কেন ভেবেছি, সন্দেহ?—না না!—সত্যসত্যই তুমি আমারে ভালবেসেছ! প্রাণাধিকা অলিভিয়া! তুমি যেমন আমারে ভালবাস, আমিও তোমারে তেম্নি ভালবাসি। ঈশ্বর জানেন, আমার ভালবাসা কতদূর!"

উভয়েই তাঁরা থাম্লেন। সেই সময় মধুর মধুর চুম্বনের শব্দ শুন্তে পেলেম। পরক্ষণেই আবার এঞ্জিলো ভণ্টেরা মধুরস্বরে প্রেমের ধূয়া ধোল্লেন:—

"হাঁ প্রিয়তমে! শুভসময় বড় দূরবর্ত্তী নয়! শীঘ্রই আমি তোমার পিতার কাছে আমাদের অনুরাগের কথা প্রকাশ কোর্‌বো। তুমি আমার অঙ্কলক্ষ্মী হও, তাঁর কাছে আমি এই অনুগ্রহ চাইবো।"

অলিভিয়া যেন একটু সলজ্জভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এখনই আমি আমার পিতার কাছে ঐ কথা তোমারে বোল্‌তে বোলেছি, তুমি আমারে নির্লজ্জ মনে কোরো না। কেন বোলেছি জান? মাতাপিতার আমি বড় আদরিণী কন্যা। তাঁদের কাছে কোন কথা গোপন রাখ্‌তে আমার প্রাণ কেমন করে। কথা যদিও এখন গোপনীয়, ফলে কিন্তু অতি মধুর কথা। গোপন রাখ্‌তে ইচ্ছা হয় না, হৃদয় যেন ভারী হয়ে উঠে! তোমারে আমি প্রাণ দিয়েছি, মাতাপিতার কাছে যখন আমি থাকি, তাঁরা সে কথা জানেন না, আমি ভাবি যেন কি কুকর্ম্মই কোরেছি! ইচ্ছা হয়, পায়ে ধোরে ক্ষমাভিক্ষা করি! এখন ত কিছুদিনের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হোচ্চে। কত দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি, তুমিও এখন সে কথা বোল্‌তে পাচ্চো না। আমাদের অনুরাগের কথাটী কতদিন যে গোপন রাখ্‌তে হবে, কত দিন তোমারে দেখ্‌তে পাব না, সেটী যতই আমি ভাবি, ততই আমার অসুখ বৃদ্ধি হয়।"

"অলিভিয়া! তোমার কথা শুনে যুগপৎ আমার অন্তরে হর্ষবিষাদ উপস্থিত হোচ্চে। হর্ষ কিসে?—তুমি নিজমুখেই বোল্‌ছো, 'তুমি আমারে ভালবাস। বিষাদ কিসে? কেবল মৌখিক বাক্যে পবিত্রপ্রেমের সুখানুভব হয় না। প্রিয়তমে! মনের কথা বলি শুন। আমার ধনসম্পত্তি এখন বড় কম। যে ধনের আমি অধিকারী হব, তার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায়, এখনকার সামান্য সম্পত্তি সে তুলনায় নিতান্তই কম! তোমার পিতা ইংলণ্ডের একজন বড়লোক। রূপে তুমি অতুল সুন্দরী। তোমার পিতার পদ-সম্পদ যে প্রকার মর্য্যাদাসূচক, সেই রকম উপযুক্ত সম্ভ্রান্তপাত্রেই তোমারে তিনি সম্প্রদান কোর্‌বেন;—যখনই ভাবি, তখনই সেই কথা আমার মনে হয়। আমার এখন যে রকম অবস্থা, এ সময় তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা যদি আমি বলি, নিশ্চয়ই তিনি অমত কোর্‌বেন। অলিভিয়া! সেই মর্ম্মান্তিক কষ্টকর অমতের কথা তুমি কি আমারে শুন্‌তে বল? না না,—তা আমি পার্‌বো না! আর দেখ, আরও একটী কারণ আছে। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ কোথায় হয়?—তোমার জননীর ব্যাধিশয্যার পার্শ্বে। সেটীও কিছু বেশীদিনের কথা নয়;—সবেমাত্র ছমাসের কথা। আমি যে তাঁর যৎকিঞ্চিৎ উপকার কোরেছি,—আমার সামান্য চিকিৎসায় তিনি যে আরাম হয়েছেন, সেটী আমি ভাগ্য বোলে মানি। এখন যদি বিবাহের কথা ভাঙি, তোমার পিতা অবশ্যই মনে কোর্‌বেন, তোমার জননীকে আরাম কোরেছি বোলেই তারই, পুরস্কারস্বরূপ তোমারে আমি চাই! শুন্‌তে এ কথাটা বড়ই লজ্জার কথা। তিনি আমারে মনে কোর্‌বেন কি? যৎসামান্য উপকার কোরে, এত দাম আমি চাই, হয় ত এ কথাও তিনি বোল্‌তে পারেন। কেমন অলিভিয়া! যা বোল্লেম, তা সত্য নয়?"

অলিভিয়া গুঞ্জনস্বরে উত্তর কোল্লেন, "এক রকমে সত্য বটে!—সেটা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি!—বুঝ্‌তে পেরেই ভয় পাচ্চি!—আমি তোমারে এত তাড়াতাড়ি প্রস্তাব কোত্তে বোলেছি, ক্ষমা কর!—ক্ষমা কর!"

"ক্ষমা? ক্ষমা কি? প্রাণাধিকে! ক্ষমার কথা বোলো না! ওরকম কথা মুখেও এনো না! তোমার সঙ্গে আজ আমার যে এখানে দেখা হলো, তুমি আমার প্রতি এতদূর প্রসন্ন, অনেক দিন সে কথা আমার মনে থাক্‌বে! তোমারে ধন্যবাদ! অলিভিয়া! তুমি এখন নয়নরঞ্জন ফ্লোরেন্সনগরে যাত্রা কোচ্চো,—আমার জন্মভূমি সেই—"

"কেন কেন?— দীর্ঘনিশ্বাস কেন? জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে এসেছ,—যে জন্মভূমির সুখের কথা মুখে বোল্‌তে বোল্‌তে তুমি আহ্লাদে উন্মত্ত হও, সেই জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্চো, তাই মনে কোরেই বুঝি কষ্ট হোচ্চে?"

ভল্‌টেরা বোল্লেন, "না অলিভিয়া! শুধু তাই নয়, তোমারে সঙ্গে কোরে, আমি সেই সুখময়ী জন্মভূমিতে যেতে পাল্লেম না, সেই জন্যই আমার কষ্ট হোচ্চে! যখন তুমি জগৎমোহিনীবেশে, বিচিত্র বিচিত্র আলোকমালা-পরিশোভিত, বড় বড় সুসজ্জিত নৃত্য-সভায় উপস্থিত হবে,—সকললোকের চক্ষু যখন তোমার সৌন্দর্য্যসুধা পান কোর্‌বে, আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাক্‌তে পাব না, তাই ভেবেই আমার কষ্ট হোচ্চে! সকলের চক্ষু যখন তোমার মোহনরূপে বিমোহিত হয়ে, পুনঃপুন প্রশংসাপুষ্প বর্ষণ কোর্‌বে, আমি তখন সেখানে উপস্থিত থেকে, চুপিচুপি আমার মনকে বোল্‌তে পার্‌বো না, ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একদিন আমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ধর্ম্মপত্নী হবেন, মনকে আমি তখন ঐ কথা বোল্‌তে পাব না ভেবেই, আমার এত কষ্ট হোচ্চে! ফ্লোরেন্‌সে আমি নাই, এমন সুখের সময় ফ্লোরেন্‌সে আমি যাব না, সে কষ্ট আমার যে কত, তুমি কি তা বুঝ্‌তে পাচ্চো অলিভিয়া?"

অলিভিয়া উত্তর কোল্লেন, "বুঝেছি তোমার মনের কথা!—কিন্তু এঞ্জিলো!—প্রাণের এঞ্জিলো! নিশ্চয় জেনে রেখো, ইচ্ছা কোরে আমি কখনো বড় বড় নাচের মজলিসে যাব না। যে সব সভায় কেবল আমোদের ঘটা, সে সব সভায় আমি যাব না। মাতাপিতার অনুরোধে পোড়ে যদি যেতে হয়, যাব;—সেখানকার আমোদের দিকে আমার মন যাবে না। কোথায় আমার মন থাক্‌বে; সে কথাটী কি তুমি আমার মুখেই শুন্‌তে চাও? মুখ ফুটে সে কথাও কি তোমারে বোল্‌তে হবে?"

"না অলিভিয়া! না!—আর তোমারে বোল্‌তে হবে না! বুঝেছি,—বুঝেছি, অকপটে তুমি আমারে ভালবাস! বর্ণে বর্ণে সে ভালবাসা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। অলিভিয়া! যদবধি তোমার ঐ রূপমাধুরী আমি চক্ষে দেখি নাই, তদবধি কোন রমণীর রূপের দিকেই আমার চক্ষু যেতো না;—কোন রমণীর প্রতি অনুরাগেই আমার মন যেতো না;—ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হতো না। তোমার কাছেই ভালবাসা

প্রথম ভালবাসা;—তুমিই আমার শেষ ভালবাসা। তুমি ছাড়া ইহসংসারে আর কাহাকেও আমি ভালবাসবো না। অলিভিয়া!—অলিভিয়া! শীঘ্রই আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে। উভয়ের অকৃত্রিম অনুরাগে, উভয়েই আমরা সুখী হব। ঈশ্বরের যদি মনে থাকে, সে শুভদিন আমাদের শীঘ্রই উদয় হবে, এই ত আমার নিতান্ত বিশ্বাস, একান্ত প্রত্যাশা। বিধির বিপাকে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তা হোলে আমার এই মধুময়ী আশা অবশ্যই ফলবতী হবে।—অবশ্যই আমরা সুখী হব। অলিভিয়া! জীবনের ঘটনার কথা কিছুই বলা যায় না। আমার কপালে যদি সুখ না থাকে, তোমারে যদি আমি না পাই, আর যদি তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হয়,—এই এখনকার বিচ্ছেদ যদি আমার অদৃষ্টে অনন্ত বিচ্ছেদ হয়ে –”

“ওঃ! কেন তুমি ও রকম কথা বোল্‌ছো এঞ্জিলো? ওঃ —কেন—কেন?”—অত্যন্ত শঙ্কিতকণ্ঠে অলিভিয়া বোলে উঠ্‌লেন, “বল,—বল প্রিয়তম! যে রকম বিধির বিপাকের কথা তুমি বোল্‌ছো, সে রকম বিধির বিপাক যদিই ঘটে, তাতে কোরে কি আমাদের সমস্ত আশাভরসা ভাসিয়ে দিয়ে যাবে?”

ভল্‌টেরা বোল্লেন, “সে কথা কে বোল্‌তে পারে? তুমিও ত জান, মানুষে সূত্রপাত করে, পরমেশ্বর কার্য্য সফল করেন। মানুষের মনে চিরদিন যে আশা স্থান পায়, ভাগ্যবশে—ঘটনাবশে,—সে আশা এককালে নিরাশ হয়ে যায়! আমি এখন ঐশ্বর্য্য-লাভের আশা কোচ্চি, যে আশা যদি ফলবতী না হয়,—সে সম্পদ যদি আমি না পাই, তা হোলে কি হবে?—তোমার মাতাপিতা কি এই গরিব ভল্‌টেরার হাতে তোমারে সমর্পণ কোত্তে রাজী হবেন?”

ম্লানবদনে অলিভিয়া বোল্লেন, “এঞ্জিলো! আমার মাতাপিতাকে তুমি কি এম্‌নি অর্থলোভী বিবেচনা কর? তাঁরা কি বিষয়মদে এতই বিভ্রান্ত?—তাঁরা কি তোমার এইসকল গুণরাশির একটুও পক্ষপাতী হবেন না?”

মানসিক অনুরাগে প্রফুল্ল হয়ে, এঞ্জিলো বোলে উঠ্‌লেন, “ও সকল অনর্থক কথায় অমূল্য সময় নষ্ট করা আর আমাদের উচিত হয় না। আমরা এখন পরস্পর চক্ষের অন্তর হয়ে যাচ্ছি। এখন আর বাজেকথার সময় নয়। প্রাণে প্রাণ মিলেছে,—মনে মন মিলেছে, কেবল সেই কথা ছাড়া, আর কোন কথা এখন ভাল লাগে না। বৃথা আকাঙ্ক্ষাকে তফাৎ কোরে, এসো আমরা সুখময়ী আশার কল্পনাকে কোলে লই। করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করি। হাঁ অলিভিয়া! কে যেন চুপি চুপি আমারে পরামর্শ দিচ্ছে,—কোথাকার অজ্ঞাত মধুময় বাক্য যেন আমি শুন্‌তে পাচ্চি, আমাদের এই সব সুখস্বপ্ন সময়ে অবশ্যই পরমসুখের পথ প্রদর্শন কোর্‌বে। যে সংশয়ে—যে আশঙ্কায়, আমরা এখন ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত হয়ে পোড়্‌ছি, দিন আস্‌বে, দুঃখের রজনী সুপ্রভাত হবে, সেই শুভদিনে আমরা হাসিমুখে এই সব গতকালের গতকথা সুখে সুখে আলোচনা কোর্‌বো। অবশ্যই শুভদিনের উদয় হবে!”

গুন্‌গুন্‌স্বরে অলিভিয়া বোল্লেন, "আহা! তাই হোক্!—ঈশ্বর তাই করুন!"—এই কথা বোলেই অলিভিয়া কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

"কেন প্রিয়তমে! সুখস্বপ্নে রোদন কেন? স্থির হও!—শান্ত হও!—রোদন সম্বরণ কর!"—যদিও আমি দেখ্‌তে পেলেম না, তথাপি লক্ষণে বুঝ্‌লেম, সিগ্নর এঞ্জিলো ভল্‌টেরা প্রেমানন্দে মধুমতী কুমারীকে গাঢ়প্রেমে আলিঙ্গন কোল্লেন। স্তম্ভিতকণ্ঠে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বারবার বোল্‌ছি, করুণাময়ের করুণার প্রতি নির্ভর কর;—নবীন সুখময় প্রেমে অবশ্যই আমরা সুখী হব। ওঃ! হায় হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! নৈরাশ্যের আশঙ্কায় তোমারে আমি এমন কোরে কাঁদিয়ে দিয়েছি!"

"কৈ, না!—আর ত আমি কাঁদি নাই! এই দেখ, তোমার কথাগুলি শুনে, আমি বেশ শান্ত হয়েছি! আমি কেমন প্রফুল্ল হয়েছি। আচ্ছা, এখন তবে—প্রিয় এঞ্জিলো! এখন তবে বিদায়!"

"হাঁ প্রিয়তমে! বিদায়!"—এইরূপ বাক্য বিনিময়ের পর, পুনরায় আমি সস্নেহে চুম্বনধ্বনি শুন্‌তে পেলেম। তাঁরা দুজনে সেখান থেকে সোরে গেলেন। মৃদু মৃদু পদশব্দে আমি বুঝ্‌লেম, অলিভিয়া একদিকে চোলে গেলেন, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা অপর দিক্ দিয়ে, বাগানের অপর প্রান্তে প্রস্থান কোল্লেন। বাগানের ভিতরেই থাক্‌লেন না। বাগানে যে নীচু নীচু প্রাচীর আছে, সেই প্রাচীর লঙ্ঘন কোরে তিনি বাহির হবেন, অনুমানে সেইটীই আমি স্থির কোল্লেম।

পাঠকমহাশয় জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, কেন আমি ততক্ষণ অন্ধকার হিমগৃহে গাঢাকা হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার ঐ প্রকার গূঢ়প্রেমের কথা শ্রবণ কোল্লেম?—স্মরণ করুন, আমি ঘুমুচ্ছিলেম, এঞ্জিলো আর অলিভিয়া যখন আসেন,—কখন্ এসেছিলেন, কিছুই জান্‌তে পারি নাই। ঘরের বাহিরে একখানি বেঞ্চ ছিল। সেই বেঞ্চে তাঁরা বোসেছিলেন। যখন জাগ্‌লেম, তখনো জান্‌তেম না, কতক্ষণ তাঁরা সেখানে। যখন তাঁদের প্রথমকথা আমি শুন্‌লেম, তখন যদি বাহির হয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়াতেম, ঘুমুচ্ছিলেম বোল্‌তেম, তাঁরা হয় ত বিশ্বাস কোত্তেন না। তাঁরা হয় ত ভাব্‌তেন, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁদের প্রেমের কথা শুন্‌ছি;—ইচ্ছা কোরেই হয় ত লুকিয়ে আছি। সেই ভয়েই বাহির হোলেম না। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা হয় ত আমার উপর মহাক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌তেন।—প্রহার কোত্তেও হয় ত ছাড়্‌তেন না। সেই ভয়েই বাহির হই নাই। সে সময় আরও আমি ভেবেছিলেম, রিংউল-পরিবারের সঙ্গে আমি দেশভ্রমণে যাচ্ছি। অলিভিয়ার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেখাশুনা হবে। আমি তাঁদের গুপ্তপ্রেমের তথ্য জানি, আমার সঙ্গে দেখা হোলেই, অলিভিয়া লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট কোর্‌বেন,—সোরে যাবেন,—মনে মনে কত কষ্ট পাবেন, সেই একটা বড় ভয় ছিল। এইসকল ফলাফল চিন্তা কোরেই, জাগ্রত অবস্থাতেও, সেই নিভৃতনিকেতনে আমি লুকিয়ে ছিলেম। শেষেও অনেক ভেবে দেখেছি, কাজটা আমি কিছুতেই মন্দ করি নাই।

অবশেষে আমি বুঝ্‌লেম, লর্ড রিংউল যখন এঞ্জিলো ভল্‌টেরাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন, ভল্‌টেরা তখন সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।—ঐ কারণেই গ্রহণ করেন নাই। সন্ধ্যার পর নির্জ্জনে চুপি চুপি অলিভিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন সাধন হলো, উভয়ের মনোভাব উভয়েই জান্‌তে পাল্লেন, কাথাবার্ত্তার ভাবে অন্তরে অন্তরে আমিও সুখী হোলেম। কুঞ্জ থেকে বেরুলেম।

হোটেলে পুনঃপ্রবেশ কোরে আমি দেখ্‌লেম, রাত্রি তখন এগারোটা। চাকরেরা যে ঘরে আহারাদি করে, সে ঘর নির্জ্জন। আমি আপ্‌নার নিজের ঘরে গেলেম। কাপ্তেন রেমণ্ডের কাছে রাত্রে আমার কোন দরকার হয় না। দিনমানে যে অসুখ হয়েছিল, এগে অসুখটা সেরে গেল। বেশ সুখে নিদ্রা হলো। প্রাতঃকালে যখন জাগ্‌লেম, তখন আর কোনরকম অসুখ অনুভব কোল্লেম না। বেশ সুস্থশরীরে গাত্রোত্থান কোল্লেম।

একাদশ প্রসঙ্গ।

এপিনাইন পর্ব্বতমালা।

বেলা যখন দুই প্রহরের কাছাকাছি, সেই সময় লর্ড রিংউলের ভ্রমণশকট প্রস্তুত হলো, কাপ্তেন রেমণ্ডের ডাকগাড়ী এসে উপস্থিত হলো, একসঙ্গে আমরা যাত্রা কোল্লেম। অত বেলা হতো না, ডাকের ঘোড়া অন্বেষণ কোত্তে বিলম্ব হয়ে পোড়্‌লো, সেই জন্যই দেরী। আম্‌রা শকটারোহণে যাত্রা কোল্লেম। লর্ড রিংউল,—লেডী রিংউল,—কুমারী অলিভিয়া, তাঁদের নিজের গাড়ীর ভিতরের আসনে উপবেশন কোল্লেন। সদ্দার চাকর আর লেডীর সহচরী কোচবাক্সে বোস্‌লো। ডাকগাড়ীর ভিতরে কাপ্তেন রেমণ্ড একাকী, বাহিরে আমি। পূর্ব্বে একবার কথা হয়েছিল, একখানি গাড়ীতেই সকলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। কিন্তু হোটেলের কর্ত্তা বোলে দিলেন, পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যপথে তত বোঝাই নিয়ে, ঘোড়ারা চোল্‌তে পার্‌বে না। পার্ব্বতী পথ,—ঠাঁই ঠাঁই উঁচু-নীচু, বড়ই দুর্গম। সেই জন্যই দুখানা গাড়ী!—একখানি ঘরের, একখানি ডাকের।

পর্ব্বতমালার নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লেম। বড় বড় অন্ধকারপর্ব্বতের চূড়া নয়ন-গোচর হোতে লাগ্‌লো। মধ্যস্থলে ক্রমশই উচ্চ,—ক্রমশই উচ্চ উচ্চ শিখর। পাহাড়ের তলে তলে অসংখ্য নির্ঝরিণী,—ঝুর্ ঝুর্ শব্দে জল পোড়্‌ছে। ঠাঁই ঠাঁই ছোট ছোট গিরিনদী বাহির হয়েছে। ঠাঁই ঠাঁই সুন্দর সুন্দর সেতু আছে। যতই আমরা অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম, পর্ব্বতের আড়ালে গ্রামসকল অদৃশ্য হোতে লাগ্‌লো। স্থানে স্থানে

কুঞ্জ, মাঝে মাঝে উপত্যকা। এক একটা স্থল অত্যন্ত নিম্ন। দূরে দূরে জঙ্গল। দৃশ্য অতি মনোহর। দৃশ্য পদার্থ নানাপ্রকার। যেটা দেখি, সেইটাই নূতন বোধ হয়। বিকসিত উৎফুল্লনয়নে সব দিকে আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। মার্কো উবার্টির ভয়ঙ্কর ডাকাতের দলের কথা সে সময় যেন মনেই থাক্‌লো না। বিশেষত প্রাতঃকালে আমি দেখেছিলেম, কাপ্তেন রেমণ্ড দুজোড়া পিস্তল গুলী পূরে রেখেছিলেন। একজোড়া তাঁর কাছেই গাড়ীর ভিতর আছে, ছোটবাক্সে করা আর একজোড়া আমার কাছেই মজুত। আরও আমি জান্‌তেম, লর্ড রিংউলের অনুচরও ঐ প্রকার আগ্নেয়-অস্ত্রে সুসজ্জিত। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে, স্ত্রীলোকদের সে কথা বলা হয় নাই। পাছে তাঁরা ভয় পান, সেই কারণেই গোপন।

পথে পথে তিনঘণ্টা অতীত। ক্রমশই আমরা এপিনাইন্‌-পর্ব্বতের মাঝামাঝি গিয়ে পোড়্‌লেম। সেই সময় অশ্বচালকেরা উঁচু কোরে চাবুক তুলে তুলে, আকাশপানে

দেখালে। আকাশের পূর্ব্বদিকে একখানা মেঘ জড় হয়েছে। চাবুক তুলে দেখালে, আর আপ্‌নারাও যেন একটু ভয়াকুলনয়নে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি কোল্লে। আমিও সেই মেঘের দিকে নজর রাখলেম। যেরূপ দ্রুতগতিতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা আকাশময় ছোড়িয়ে ছোড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লো,—যে রকম ভয়ানক দেখাতে লাগ্‌লো, দেখে আমি চমকিত হোলেম। শকটচালকেরা সেই সময় অতি দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে দিলে। মেঘ ক্রমে ক্রমে আকাশময় পরিব্যাপ্ত হলো। ক্রমশই ঘোর অন্ধকার!—ঘোরতর গভীর অন্ধকার! মেঘগুলো ক্রমে ক্রমে মাথার উপর এসে দাঁড়ালো! অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর বজ্রনিনাদ! পর্ব্বতের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য ভয়ানক প্রতিধ্বনি! দুর্জ্জয় শব্দে ঘন ঘন হৃৎকম্প হোতে লাগ্‌লো! কর্ণ যেন বধির হয়ে গেল! বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, পর্ব্বতকন্দরে এককালে নানাদিক্ থেকে দশসহস্র কামানে আগুন দিলে! মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। প্রচণ্ডবেগে ঝড় বইতে লাগ্‌লো। গাড়ী একবার দাঁড়ালো। লেডীর সহচরী কোচবাক্স থেকে নেমে, গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। কাপ্তেন রেমণ্ড আমারে ভিতরে ডেকে নিলেন;—লর্ড রিউলের অনুচরকেও ডাকগাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে বোল্লেন।

এইরকম বন্দোবস্তের পর, দুখানা গাড়ীই পবনবেগে ছুট্‌তে লাগ্‌লো। যেখানে ঐ কাণ্ড, সেখানকার রাস্তাটা অনেক ভাল। পর্ব্বতমধ্যে ঝড়বৃষ্টি—বজ্রাঘাত! কস্মিন্‌কালেও সে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ভুল্‌বার নয়! প্রকৃতিসুন্দরী ততদূর গভীরনিনাদে গর্জ্জন করেন, ক্ষীণপ্রভা সৌদামিনী ততবড় উজ্জ্বল উজ্জ্বল অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করেন, জীবনকালের মধ্যে কখনও আমি তেমন শব্দ শ্রবণ করি নাই!—তেমন দীপ্তিও দর্শন করি নাই! ঝড়ের বেগ বর্ণনাতীত। পর্ব্বতের ভিতর তত বড় ঝড় হয়!—ঝড়ের বেগ তত বাড়ে,—ততদূর প্রচণ্ড হয়ে উঠে, কস্মিন্‌কালেও তা আমার জানা ছিল না। ঝড়ের গতিতে বোধ হোতে লাগ্‌লো, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যেন একসঙ্গে একত্র হয়ে, আমাদের গাড়ী দুখানা উল্‌টে ফেল্‌বার জন্য ভয়ানক জোরে ঠেলাঠেলি আরম্ভ কোল্লে! বড় বড় গাছগুলো শিকড়শুদ্ধ উপ্‌ড়ে তুলে, দূর-দুরান্তরে উড়িয়ে নিয়ে ফেল্‌ছে: ঠিক যেন তীর উড়ে যাচ্ছে! গাছের পাতা যেমন ভোঁ ভোঁ কোরে উড়ে যায়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষেরা বায়ুবেগে সেই রকমে উড়ে উড়ে বড় বড় রাস্তা পার হয়ে, নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়ে পোড়্‌ছে! বায়ুগর্জ্জনের ভোঁ ভোঁ বোঁ বোঁ শব্দ,—অশনিগর্জ্জনের ভয়ানক ভয়ানক দুর্জ্জয় শব্দ,—সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি! দেয়ালের ঘরগুলো ভোঁ ভোঁ শব্দে উর্দ্ধমুখে উঠে যাচ্ছে। চারিদিকেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড! বোধ হলো যেন, মহাপ্রলয় উপস্থিত! সে দুর্য্যোগ তবু একঘণ্টার বেশীক্ষণ থাক্‌লো না! বেলা প্রায় চারটের সময় ক্ষুদ্র একটা সরাইখানার দরজার কাছে গাড়ী দুখানা গিয়ে উপস্থিত হলো। নিকটে একটীও লোকালয় নাই,—জনমানুষের বাস নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা গেল, মানুষের বাসস্থানের কোনই চিহ্ন নয়নগোচর হলো না।

সেইখানে আমরা গাড়ী থেকে নাম্‌লেম। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, সেই ক্ষুদ্র সরাইখানা ভিন্ন, মাথা থুয়ে থাক্‌বার স্থান নিকটে আর কোথাও নাই। সরাইখানার লোকেরা বোল্লে, তখনো আরও ঝড়-বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। প্রাণের দায়ে কাজেই সেই সরাইখানায় সে রাত্রি অতিবাহিত করা সুপরামর্শ বোধ হলো। লর্ড-পরিবার আর কাপ্তেন রেমণ্ড সরাইয়ের একটী ঘর অধিকার কোল্লেন। সেই ঘর ছাড়া থাক্‌বার আর অন্য ঘর ছিল না। লর্ডের কিঙ্কর, লেডীর সহচরী, আর আমি রন্ধনগৃহে বাসা নিলেম। সরাইখানার কর্ত্তা, গৃহিণী, আর তাদের একটী সুন্দরী কন্যা, আহারাদির আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। শকটচালকেরা ঘোড়াগুলিকে খুলে নিয়ে, বাহিরের চালাঘরে কোনপ্রকারে কাপড় শুকাতে আরম্ভ কোল্লে। তারা সকলেই ভিজে জাব হয়ে গিয়েছিল। লোকালয়শূন্য নিভৃতস্থানে যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, সেই রকম আহার কোরে, সকলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কোত্তে লাগ্‌লেন।

রাত্রি যখন আটটা, তখনো পর্য্যন্ত অল্প অল্প ঝড়বৃষ্টি। পূর্ব্বের মত ভয়ঙ্কর নয়, ক্রমশই একটু একটু কম। যখন কোম্‌তে আরম্ভ হলো, যেমন শীঘ্র শীঘ্র বেড়ে উঠেছিল, তেম্‌নি শীঘ্র শীঘ্রই কোমে এলো। রাত্রি নটার সময় বেশ থেমে গেল। আকাশ পরিষ্কার হলো,—নক্ষত্র উঠ্‌লো,—মেঘেরাও সোরে গেল। যেখানে থাকা হয়েছে, সে স্থানটা বড়লোকের থাক্‌বার উপযুক্ত নয়। শুনা গেল, প্রায় সাত মাইল গেলে, ক্ষুদ্র একটী গ্রাম পাওয়া যায়। সেই গ্রামে একটী মাঝারি রকম সরাই আছে। আমাদের সকলেরই সেখানে স্থান হোতে পারে। পরামর্শ হলো, সেই গ্রামেই যাওয়া স্থির। দশটা বাজ্‌বার কিছু পূর্ব্বে, আবার আমরা পূর্ব্বপ্রকারে যাত্রা কোল্লেম। পূর্ব্বেই বোলেছি, আকাশ দিব্য পরিষ্কার। ঝড়বৃষ্টির বিরামে বায়ুও বেশ সুস্নিগ্ধ বোধ হোতে লাগ্‌লো; কিন্তু রাস্তা বড় দুর্গম। বৃষ্টির তোড়ে ঠাঁই ঠাঁই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে,—ঠাঁই ঠাঁই জল দাঁড়িয়েছে। গাড়ী চলা ভার। বলবান্ অশ্বেরা অতি ধীরে ধীরে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম কোত্তে লাগ্‌লো। গাড়ীর গতি দেখে আমরা বিবেচনা কোল্লেম, অন্যূন দুই ঘণ্টার কমে সাত মাইল পথ অতিক্রম করা যাবে না।

পথের মাঝামাঝি গিয়েছি,—রাস্তাটা সেখানে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। সেই রাস্তার পরেই নিবিড় জঙ্গল। সেখানেও রাস্তার অবস্থা অতি কদর্য্য। অশ্বেরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পোড়্‌লো। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে, আবার আমি কোচবাক্সে উঠে বোসেছি। তখন সেই ভয়ানক ডাকাতের কথা আমার মনে আস্‌তে লাগ্‌লো! মনে মনে আমি বোল্লেম, দুর্জ্জয় ডাকাতেরা রাহাগীর লোকের জিনিসপত্র লুঠপাট কর্‌বার উপযুক্ত স্থান যদি অন্বেষণ করে, ঐ সেই উপযুক্ত স্থান! চোরডাকাত ওৎ কোরে থাক্‌বার তেমন ভয়ঙ্কর স্থান সচরাচর কম দেখা যায়!

মনেমাত্র ঐ ভয়ানক চিন্তাটা আমার মনের ভিতর উদয় হয়েছে, তৎক্ষণাৎ অম্‌নি বারোজন অশ্বারোহী অকস্মাৎ রাস্তার উপর দেখা দিলে! কি রকমে সেই নির্জ্জন স্থানে

চক্ষের নিমেষে সেই সকল লোক আবির্ভূত হলো, কিছুতেই আমি সেটা অনুভব কোত্তে পাল্লেম না! বোধ হলো যেন, মাটী ফুঁড়ে উঠ্‌লো! ভুঁইফোড় অশ্বারোহী! হঠাৎ ত এই রকম অনুভব, কিন্তু আসল কথা তা নয়। রাস্তার পরপারেই যে নিবিড় বনের কথা বোলেছি, অশ্বারোহীরা সেই বনের ভিতর থেকেই ছুটে বেরুলো! চকিতমাত্রেই আমার ইচ্ছা হলো, পিস্তল বাহির করি,—গুলী করি। ইচ্ছা হলো বটে, কিন্তু পিস্তলের বাক্সের ডালাটা ছুঁতে না ছুঁতেই, ঐ বারোজনের মধ্যে একজন অশ্বারোহী ঘোড়ার চাবুকের বাঁটের বাড়ী ভয়ানক আঘাত কোরে, আমারে কোচবাক্স থেকে মাটীতে ফেলে দিলে! পলকমাত্রেই একদিক্ থেকে পিস্তলের আওয়াজ হোতে লাগ্‌লো! চৈতন্য আমারে ত্যাগ কোরে গেল! রাস্তার উপর আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়ে থাক্‌লেম!

বেশীক্ষণ অজ্ঞান ছিলেম না;—হৃদয়ভেদী তীব্র তীব্র অস্ফুট চীৎকারে ক্ষণকাল মধ্যেই আমার চৈতন্য হলো। উপরদিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। কি দেখ্‌লেম?—দুজন ডাকাত অলিভিয়াকে ধরাধরি কোরে, একজন অশ্বারোহীর কোলে দিচ্ছে! যার কোলে দিচ্ছে, সে তখন অশ্বের উপরেই বোসে আছে। যে দুজন অলিভিয়াকে ধোরেছে, তারা নেমেছে। তীরের মত আমি লাফিয়ে উঠ্‌লেম। যেখানে ঐ কাণ্ড, বেগে সেই দিকে ছুটে যাচ্ছি, হঠাৎ ডাকগাড়ীর সাম্‌নের চাকার কাছে একটা কিসের উপর হোঁচট পেয়ে, আবার আমি পোড়ে গেলেম! কি সেটা?—একজন ডাকাতের মৃতদেহ! আমার নূতন মনিব কাপ্তেন রেমণ্ড সেই ডাকাতটাকে গুলী কোরে মেরেছেন। অজ্ঞান হবার আগে আমি যে পিস্তলের আওয়াজ পেয়ে ছিলেম, সেই গুলীতেই ডাকাতটা মোরে পোড়েছে। কষ্টে শ্রেষ্টে আঁচ্‌ড়ে পিচ্‌ড়ে আবার আমি উঠে দাঁড়ালেম। চেয়ে দেখি, ডাকগাড়ীর পশ্চাতের চাকার সঙ্গে কাপ্তেন রেমণ্ড বাঁধা! ঘোড়া যদি ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে,—গাড়ীতে যদি টান পড়ে, নিশ্চয়ই সে অবস্থায় তাঁর প্রাণ যাবে, ঠিক সেই রকমে বাঁধা!—লর্ড-দম্পতী ডাকাতের দলের সঙ্গে প্রাণের ভয়ে হুটোপাটি যুদ্ধ কোচ্চেন! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মিনতি কোরে বোল্‌ছেন, "ওগো! আমাদের মেয়েটীকে ধোরে নিয়ে যেও না!" ইংরাজীতেই তাঁরা বোল্‌ছেন,—ইংরাজী ভাষাতেই কাকুতি-মিনতি কোচ্চেন;—ডাকাতেরা তার একটা বর্ণও বুঝ্‌তে পাচ্ছে না। যদিই বা পাত্তো, সে সব কাকুতি-মিনতিতে তাদের প্রাণে কিছুমাত্রই দয়া হতো না। লর্ডের কিঙ্করকে আমি দেখ্‌তে পেলেম না। লেডীর সহচরী কোচবাক্সের উপর শুয়ে পোড়ে আছে! মাথাটা গাড়ীর ছাদের উপর পোড়েছে! আমি ভাব্‌লেম, মূর্চ্ছা!—ডাকাতেরা তারে মেরে ফেলে নাই। বাস্তবিক মূর্চ্ছা কি মরা, অবধারণ কর্‌বার সময় ছিল না। ঘূর্ণিত কটাক্ষপাত মাত্রেই আমি এই সব কাণ্ড দেখ্‌লেম। লিখে জানাতে অনেকক্ষণ গেল, বাস্তবিক নিমেষমাত্রের কার্য্য। গাড়ীর সিন্দুক—বাক্স—তোরঙ্গ, রাস্তার উপর ছড়াছড়ি যাচ্ছে! ডাকাতেরা সবগুলো ভেঙে ফেলেছে! যে সকল মূল্যবান্ জিনিস তাদের দরকার, তাড়াতাড়ি সেগুলো তারা বাহির কোরে নিচ্চে! কাপ্তেনে রেমণ্ডকে বন্ধনমুক্ত কর্‌বার অভিপ্রায়ে, আমি দৌড়ে

যাচ্ছি, সেই সময় অলিভিয়া এম্‌নি মর্ম্মভেদী চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পেয়ে, সভয়-চকিত চমকিতনয়নে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে আমি কটাক্ষপাত কোল্লেম। সে অশ্বারোহী ডাকাতের কোলে অলিভিয়া, সেই অশ্বারোহী ডাকাত অলিভিয়াকে ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে বোসিয়ে, সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে!—ভোঁ ভোঁ কোরে পালাচ্চে! যে সকল ডাকাত ঘোড়া থেকে নেমেছে, তাদের ঘোড়ার পিট খালি। সেই রকমের একটা ঘোড়া আমার অতি নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোড়াটা সেখানে ছিল বোলেই ডাকাতেরা আমারে দেখ্‌তে পায় নাই। তারা জান্‌ছিল, আমি অজ্ঞান হয়েই পোড়ে আছি।—কেননা, ঘোড়ার আড়ালেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম। ডাকাতেরা আপ্‌নার আপ্‌নার কাজেই আপ্‌নারা ব্যস্ত, সেদিকে তত নজরও করে নাই। কেহ কেহ শকটচালকদের আট্‌কে রেখেছে,—পাহারা দিচ্ছে। অলিভিয়ার মর্ম্মান্তিক চীৎকার—অলিভিয়ার জননীর সকরুণ আর্ত্তনাদ—লর্ড রিংউলের সকরুণ বিলাপ আমারে তখন এতদূর কাতর কোরে তুল্লে, আমি তখন পাগল হয়ে গেলেম। গাড়ীর চাকায় মনিব বাঁধা, সে কথাটা তখন একেবারেই যেন ভুলে গেলেম! যে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে ছিল, একলাফে সেই ঘোড়ার পিঠে চোড়ে বোস্‌লেম। সেই হুলুস্থুল কাণ্ডের ভিতর দিয়ে, খুব ছুট কোরিয়ে চোল্লেম। যে ডাকাত অলিভিয়াকে নিয়ে পালাচ্চে, তারে ধর্‌বার জন্যই আমার তখন ঐ রকম পাগ্‌লামী। আমি তখন নিরস্ত্র। ডাকাতকেই মারি কি আপ্‌নার প্রাণ রক্ষা করি, এমন অস্ত্র আমার হাতে কিছুই নাই। পলকের জন্যও সে ভাব্‌না আমার মনে এলো না। যেরূপ ঘটনা চক্ষে দেখ্‌লেম,—যেরূপ আর্ত্তনাদ কর্ণে শুন্‌লেম, বাস্তবিক তাতে কোরে আমার জ্ঞান হোরে গিয়েছিল।

সত্যই তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মাথার ঠিক ছিল না। পশ্চাতে ডাকাত ছুটে আস্‌ছে,—আমারেই ধোত্তে আস্‌ছে, সেটাও আমি জান্‌তে পাল্লেম না। যেইমাত্র আমি তাদের দলের ভিতর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই তিন চারজন ডাকাত তাড়াতাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় চোড়ে, আমারেই ধর্‌বার জন্য ঘোড়া ছুট কোরিয়ে দিয়েছে। আগে আমি সেটা জান্‌তে পারি নাই। শেষে জান্‌লেম্ কিসে? একটা পিস্তলের গুলী সাঁ কোরে আমার কাণের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল! ভ্রূক্ষেপও কোল্লেম না! তীরের মত ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি। অলিভিয়াকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য প্রাণের মায়াকেও যেন বিসর্জ্জন দিয়েছি। যে সকল ডাকাত আমারি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছে, নিশ্চয়ই তাদের হাতে আমার প্রাণ যাবে, মনে মনে সেটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু থাম্‌ছি না,—ভাব্‌ছি না,—চেয়েও দেখ্‌ছি না! অলিভিয়াকে বাঁচাবো, অভাগিনীকে উদ্ধার কোর্‌বো, প্রাণের মায়া ভুলে গেছি! আবার একটা গুলী বন্ বন্ শব্দে আমার কাণের কাছ দিয়ে উড়ে গেল! গায়ে লাগ্‌লো না। আবার একটা আওয়াজ!—আবার একটা গুলী! সেটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট। কোন্‌দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই! ঘোড়ার গায়ে যত শক্তি,—আমার গায়ে যত শক্তি, সেই রকমেই ছুটে যাচ্ছি! সব

শক্তি একত্র কোরেছি! ঘোড়াটা এম্‌নি ছুটেছে, চাবুক মাত্তে হোচ্ছে না। ভারী তেজীয়ান্ ঘোড়া। আমি যেমন মোরিয়া, বোধ হলো যেন, ঘোড়াও তেম্‌নি মোরিয়া। বন্ বন্ শব্দে ছুটেছে।

অনুবর্ত্তী ডাকাতেরা আমারে ধোত্তে পাল্লে না। যার ঘোড়ার উপর অলিভিয়া, আমি তার কাছাকাছি হয়ে পোড়্‌লেম। সে লোকটাও ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুট কোরিয়েছে! আমি যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছি, হয় ত জান্‌তেই পাল্লে না;—কিম্বা গ্রাহ্যই কোল্লে না। কিছু যদি জান্‌তে পাত্তো, আমি নিকটবর্ত্তী হয়েছি, সহজেই পিস্তল ছুড়ে দিত, অনায়াসেই মাত্তে পাত্তো। কিন্তু তা কোল্লে না। সে হয় ত মনে কোল্লে, আমি হয় ত তাদের দলেরই একজন। আমি তার নিকটবর্ত্তী হোলেম। রাত্রি পরিষ্কার, বেশ দেখ্‌তে পেলেম, সেই লোকটার বামকক্ষে অলিভিয়া। অলিভিয়া নিস্পন্দ!—হাত পাও নাড়্‌ছেন না,—চীৎকারও কোচ্চেন না,—নিঃসাড় নিস্পন্দ! আমি স্থির কোল্লেম, মূর্চ্ছা গেছেন। কি উপায়ে উদ্ধার করি? কি রকমে সেই ডাকাতটার সঙ্গে যুদ্ধ করি? অন্য অন্য ডাকাত যেমন নানা অস্ত্রে সুরক্ষিত, অলিভিয়ার অপহরণকারী ডাকাতটাও সেই রকম অস্ত্রধারী। আমি নিরস্ত্র। উপায় কি? মনে মনে কতই ভাবছি, হঠাৎ ঘোড়ার জিনের ভিতর একটা পিস্তলের বাক্স পেলেম। আহ্লাদে যেন নেচে উঠ্‌লেম। এক বাক্স পিস্তল। সমস্ত পিস্তলই গুলীভরা। দুটো পিস্তল দুহাতে তুলে নিলেম। ঘোড়ার লাগাম ধোরে আছি। যে ঘোড়ায় সেই কুমারীচোর ডাকাত, আমার ঘোড়াটাকে সেই ঘোড়ার পাশাপাশি নিয়ে দাঁড় করালেম।

ডাকাতটার চেহারা দেখেই আমি মনে মনে স্থির কোল্লেম, সে লোক অপর আর কেহই নয়, দুরন্ত দস্যুদলপতি মার্কো উবার্টি নিজে! তাদৃশ সাংঘাতিক দস্যুকে গুলী কোরে মেরে ফেল্‌তে পাল্লে, কিছুই পাপ নাই, মনে মনে এইটী বিবেচনা কোল্লেম। তার মাথা লক্ষ্য কোরে পিস্তলটা ধোল্লেম। কল টিপে দিবার উপক্রম কোল্লেম। রঞ্জকেই দপ্ কোরে আলো জোলে উঠ্‌লো। তাগটা ফোস্‌কে গেল! আবার একটা নিতে না নিতেই ঘোড়াটা কেমন ক্ষেপে দাঁড়ালো;—লাফিয়ে উঠ্‌লো। তাল সাম্‌লাতে না পেরে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে আমি গোড়িয়ে পোড়ে গেলেম। ঠিক সেই অবসরেই আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী ডাকাতেরা সেইখানে এসে উপস্থিত হলো। ঘোড়া থেকে পোড়ে আমি তখন প্রায় অর্দ্ধচৈতন্যহারা হয়েছিলেম। আত্মরক্ষায় অসমর্থ হোলেম। ডাকাতেরা আমারে বেঁধে ফেল্লে! একজন ডাকাত আমার কপালের কাছে একটা পিস্তল লক্ষ্য কোল্লে। তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণ যেতো,—চক্ষের পলক পোড়্‌তে না পোড়্‌তেই আমার শৈশবদেহ শবদেহ হতো! কি জানি কেন, মার্কো উবার্টি সেই সময় ডাকাতদের লক্ষ্য কোরে, কি একটা বাক্য উচ্চারণ কোল্লে। যে লোকটা পিস্তল তুলেছিল, সেই কথা শুনেই সে তখনই পিস্তলটা নামিয়ে নিলে। ডাকাতেরা আমারে পুনর্ব্বার সেই অশ্বে আরোহণ কোত্তে বোল্লে। কি করি, আমার প্রাণ তখন তাদের হাতে; উপায় কি?

যা বোল্লে, তাই কোল্লেম ;—ঘোড়ায় চোড়্লেম। ডাকাতেরা একগাছা দড়ী নিয়ে, আমার পায়ের সঙ্গে, ঘোড়ার পেটের সঙ্গে, খুব শক্ত কোরে বেঁধে দিলে। দৈবাৎ আবার যদি ঘোড়া থেকে পোড়ে যাই, পালাতে পার্‌বো না, সেই মৎলবেই অম্‌নি কোরে বেঁধে রাখ্‌লে।

আরও আধঘণ্টা অশ্বারোহণে সেই পথে যাওয়া হলো। কুমারী অলিভিয়া বরাবর অজ্ঞান। অবশেষে আমরা একটা সংকীর্ণ গলীপথে প্রবেশ কোল্লেম। দুদিকে দুটো উচ্চ উচ্চ দেয়াল। সেই স্থান থেকে আর খানিকদূর গিয়ে সেই দেয়ালগুলো অদৃশ্য হোতে লাগ্‌লো। মুহূর্ত্তমধ্যে একটা বনের ধারে পৌঁছিলেম। ডাকাতের দল সেই বনের ভিতর প্রবেশ কোত্তে লাগ্‌লো। আমি তাদের বন্দী, আমারেও সেই বনে প্রবেশ কোত্তে হলো। ঘোর অন্ধকার! সেই অন্ধকার বনেই ক্রমাগত আমরা যেতে লাগ্‌লেম। ডাকাতেরা এক রকম নিশ্চিন্ত। পালাবার চেষ্টা কোল্লেও আমি পালাতে পার্‌বো না, তথাপি তারা আমারে ঘিরে নিয়ে চোলেছে। আর খানিকদূর গিয়ে, এম্‌নি একটা জায়গায় আমরা পৌঁছিলেম, সেখানে কতকগুলো ছোট ছোট কুঁড়েঘর। ঘরের উপর চতুর্দ্দিক থেকে গাছের ডাল ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পোড়েছে। ঘোর অন্ধকার!—দিনের বেলাও সেখানে কিছু দেখা যায় না। একটা উচ্চপদার্থ নয়নগোচর হলো। বোধ হলো, কোন অট্টালিকার ভগ্নাংশ—ধ্বংসশেষ। সত্য সত্যই তাই কি না, তখন আমি নিশ্চয় কোত্তে পাল্লেম না। মন তখন কিরূপ চঞ্চল, যাঁদের মন আছে, সহজেই তাঁরা অনুভব কোত্তে পার্‌বেন। যে ডাকাত আমারে মেরে ফেল্‌বার জন্য পিস্তল তুলেছিল, তার হাতে আমার মরণ নাই। সেখানে মারে নাই। তা বোলে যে আমি একেবারে বেঁচে গেছি, সে আশা মনের ভিতর একটুও রাখ্‌ছি না। সেখানে মারে নাই বোলে তারা যে দয়া কোরে আমারে ছেড়ে দিবে, সে কথা ত কথাই নয়। পথে মারে নাই, নিজের আড্ডায় নিয়ে মার্‌বে, সেই ভাব্‌নায়—সেই আশঙ্কায়, চিত্ত অস্থির হোতে লাগ্‌লো। অলিভিয়ার হবে কি? মার্কো উবার্টি যে রকম প্রবলপরাক্রান্ত ডাকাত,—একটু একটু তার গল্প আমি যে রকম শুনেছি, তেমন ভয়ঙ্কর লোকের হাতে মানপ্রাণ রক্ষা হবার আশা করা নিতান্তই দুরাশা! বনমধ্যে ক্ষুদ্রগ্রাম। ঠাঁই ঠাঁই অনেক ছোট ছোট ঘর। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে সেই সব আমি দেখ্‌ছি, মার্কো উবার্টি সেই সময় ইতালীভাষায় দলের লোকেদের প্রতি গোটাকতক কি হুকুম দিলে। কিছুই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অলিভিয়াকে নিয়ে দস্যুদলপতি ক্রমশই অগ্রসর হোতে লাগ্‌লো। আমারে যারা পাহারা দিয়ে আন্‌ছিল, তারা আমাকে একখানা কুটীরের দ্বারদেশে নাম্‌তে বোল্লে। আমার পায়ের বাঁধনটা খুলে দিলে। সেই কুটীরের ভিতর থেকে আর একটা ভয়ানক চেহারার লোক, একটা লাণ্ঠন হাতে কোরে বেরিয়ে পোড়্‌লো। সঙ্গী লোকেদের কি গোটাকতক কথা বোলে, আমারে সেই কুটীরের ভিতর প্রবেশ কোত্তে ইঙ্গিত কোল্লে। লাণ্ঠনের আলোতে আমি দেখ্‌লেম, সেই ঘরের ভিতর খড়ের উপর একটা সামান্য বিছানা

পোড়ে আছে। একটা তাকের উপর গোটাকতক রন্ধনের পাত্র। অবিলম্বেই আমি জান্‌তে পাল্লেম, সেই কুটীরে আরও কিছু আছে। কি সেটা?—একটা শৃঙ্খল। সে শৃঙ্খলটার একদিক সেই ঘরের চিম্‌নীর দেয়ালের সঙ্গে আঁটা। একদিকে একটা আংটা। ডাকাতেরা সেই শিকলটা আমার পায়ে বেঁধে দিলে;—আমারে সেইখানে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে, সেখান থেকে চোলে গেল। লাঠনটাও হাতে কোরে নিয়ে গেল। সেই নির্জ্জন অন্ধকার কুটীরে একাকী আমি বন্দী!

শিকলটা কিছু লম্বা। শিকল পায়ে দিয়ে আমি শুতে পারি, সেই রকম লম্বা। আমি শুয়ে পোড়্‌লেম। শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পোড়েছিল, তত কষ্টের পর কিছুতেই আর সোজা হয়ে বোসে থাক্‌তে পাল্লেম না। ডাকগাড়ীর কোচবাক্স থেকে চাবুক মেরে ফেলে দিয়েছিল, রাস্তার উপর পোড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছিলেম;—তার পর একটা তেজীয়ান ঘোড়ায় চোড়ে বায়ুবেগে ছুটিয়ে এসেছি;—তার পর সজোরে সেই ঘোড়ার পিঠ থেকে পোড়ে গিয়েছি, কাদার উপর—মাটীর উপর—পাথরের উপর, লুটোপুটি খেয়েছি,—শরীরের কত জায়গা ছোড়ে গিয়েছে,—কতই রক্ত পোড়েছে, কতই আঘাত লেগেছে, তত কষ্ট পেয়েছি, তথাপি ঘুমাবার ইচ্ছা হলো না;—প্রাণে তখন ভারী ভয়;—নিজের জন্যেও ভয়, অলিভিয়ার জন্যেও ভয়। শিকলটা যদি ভাঙ্‌তে পারি, সে জন্য বিস্তর চেষ্টা কোল্লেম, কিছুতেই পাল্লেম না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে, সেই কুটীরের নিকটে আবার আমি ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলেম। মানুষের কণ্ঠস্বরও শুন্‌তে পেলেম। মোটা মোটা গলায়, কর্কশ আওয়াজে, কতই আমোদে, লোকেরা যেন হেসে হেসে কি সব কথা বলাবলি কোচ্চে। কে তারা? অনুমান কোত্তে বিলম্ব হলো না। আমারে যারা ধোরে এনেছে, তাদের পশ্চাতে আরও ডাকাত ছিল;—গাড়ী দুখানা লুঠপাঠ কোচ্ছিল;—হাসির ঘটা দেখে বুঝ্‌তে পাল্লেম, নির্ব্বিঘ্নে তারা কাজ হাঁসিল কোরে ফিরে এসেছে। আবার আধঘণ্টা পরে, কারা আমার কয়েদঘরের দরজা খুলে ফেল্লে। দুজন ডাকাতের সঙ্গে সর্দ্দার মার্কো উবার্টি আমার সম্মুখে হাজির। একজনের হাতে একটা লাঠন। মার্কো উবার্টির চেহারা কেমন, গ্রাম্যহোটেলে অল্প অল্প তা আমি শুনে এসেছি। যা শুনেছি, ঠিক তাই। মার্কো উবার্টি বেঁটে;—মোটা;—গাঁট গাঁট গড়ন;—চেহারাই বোলে দেয়, বিলক্ষণ বলবান্। প্রথম বয়সে তার চেহারা ভাল ছিল। মদ খেয়ে—রাত জেগে, লুঠ কোরে—খুন কোরে, সে চেহারা এককালে বিশ্রী হয়ে গেছে! চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ! দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ! যে দিকে চেয়ে দেখে, সে দিক্‌টা যেন ভেদ কোরে ফেলে! মাথার চুল ঠাঁই ঠাঁই সাদা;—চক্ষের ভ্রূ মিশ কালো;—কতকটা মিলিটারী ধরণের পোষাক পরা। জলকাদায় পাজামাগুলো অত্যন্ত নোংরা হয়ে গেছে। যে দুজন ডাকাত তার সঙ্গে এসেছে, তার মধ্যে একজন—যার হাতে লণ্ঠন ছিল, সে নয়, দ্বিতীয় লোকটা অনেক ভাষা জানে। আমি কি কি বলি,—কোন্ ভাষায় কথা কই, ইণ্টারপিটার হয়ে

সর্দ্দারকে সেই সব কথা বুঝিয়ে দিবে, সেই জন্যই সর্দ্দার তারে সঙ্গে কোরে এনেছে। মার্কো উবার্টি একে একে আমারে অনেক প্রশ্ন কোত্তে লাগ্‌লো। আমি ইংরাজের ছেলে, ইংরাজী কথা কই, ডাকাত ইণ্টারপিটার আমার. ইংরাজী কথাগুলি তাদের নিজের ভাষায় সর্দ্দারকে বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লো। সর্দ্দার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ঐ যুবতীর পিতা কি খুব ধনীলোক? আমার একজন অনুচর একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা কোরে জেনেছে, সে ব্যক্তি একজন ইংরাজ লর্ড। তার কি খুব বেশী ধনদৌলত আছে?"—আমি বোল্লেম, "কোন কথার জবাব কর্‌বার আগে আমি জান্‌তে চাই, ঐ সকল প্রশ্ন উত্থাপনের তাৎপর্য্য কি?—মৎলব কি?"

"ও রকম ফাজিল চালাকী রেখে দে! যে কথা জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে, সাফ্ সাফ্ জবাব কর্! যদি জবাব না করিস্, গাছের ডালে ঝুলিয়ে, এখনিই তোকে ফাঁসী দিয়ে মেরে ফেল্‌বো! তুই বুঝি ভেবেছিস্, দয়া কোরে তোরে আমরা বাঁচিয়ে এনেছি? তোর্ প্রাণ ত একটা বাজে প্রাণ! তোর প্রাণের আবার দাম কি? যে সব লোকের হাতে তুই পোড়েছিলি, তাদের যদি তুই রাগিয়ে দিতিস্, একটা রোগা কুকুরকে যেমন কোরে লোকে মেরে ফেলে, তোকেও তারা তেম্‌নি কোরে মেরে ফেল্‌তো! নে!—এখন ও সব কথা রাখ্! যা জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে, তার জবাব কর্! সেই ইংরাজ লর্ডের টাকা-কড়ির অবস্থা কেমন?"—তখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, মৎলব কি? টাকার লোভেই অলিভিয়াকে ধোরে এনেছে! বাপের কাছে টাকা পেলেই ছেড়ে দিবে। মনে কোল্লেম, এ এক রকম ভালকথা। লর্ড রিংউলের অবস্থা কিরূপ, সত্যকথাই বলা ভাল। তা হোলে আর বেশী টাকা দাবী কোর্‌বে না। এইরূপ বিবেচনা কোরেই আমি উত্তর কোল্লেম, "তিনি গরিব লর্ড।"

"গরিব লর্ড? কাকে তুই গরিব বলিস্? গরিব অনেক রকম হোতে পারে! বৎসরে তার আয় কত?"

"তিন হাজার পাউণ্ড। ইংরাজী হিসাবে তিনহাজার।"

মার্কো উবার্টি নাক সিঁট্‌কে মুখ বাঁকালে! অল্পটাকার কথা শুনে, তার যেন কেমন এক রকম ঘৃণা হলো! খানিকক্ষণ আপ্‌নার মনে কি ভাব্‌লে! তার পর মৌনভঙ্গ কোরে, সঙ্গী লোকেদের কি বোল্লে! তারা যেন তাতে মত দিলে! কথা বুঝ্‌তে পাল্লেম না, চক্ষের ইঙ্গিত দেখেই সেইটে আমি অনুভব কোল্লেম। তার পর, ইণ্টারপিটার আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "সেই মেয়েটার কপালে যে সুখ আছে, তা আমরা মীমাংসা কোরে রেখেছি! তার মাবাপের সঙ্গে তোর্ যদি কখনো দেখা হয়, তুই তাদের বলিস্, তাঁদের মেয়ের ভাগ্য ভাল! আমাদের গৌরবান্বিত দলপতি মার্কো উবার্টির রাণী হয়েছে! যাক্ এখন তার কথা;—এখন তোর নিজের কথা শোন্! তোর মনিব কি তোকে টাকা দিয়ে খোলসা কোত্তে পার্‌বে? আমাদের দলপতি যাতে তুষ্ট হন, সেইরকম সগৌরবে সন্ধি কর্‌বার কি তার ক্ষমতা আছে?"

নিজের কথা তখন আমি ভাব্‌লেম না। সুন্দরী কুমারী অলিভিয়া একজন বদ্‌মাস ডাকাতের পত্নী হবে!—এ কথার মানে ডাকাতের উপপত্নী হবে! কথা শুনে আমি মর্ম্মাহত হোলেম! কাপ্তেন রেমণ্ড যদি টাকা দিয়ে খালাস করেন, তা হোলে আমার নিজের প্রাণ রক্ষা হবে। শেষের কথাটীতে অবশ্যই আমার আহ্লাদ হলো। কাপ্তেন রেমণ্ডের যতদুর সততা দেখেছি, তাতে কোরে আশা কোত্তে পারি, টাকা দিয়ে তিনি আমার প্রাণ বাঁচাতে কাতর হবেন না। তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ;—আমার মনিব আমারে খালাস কোর্‌বেন।"

"তা যদি হয়,"—ডাকাত তখন বোল্লে, "তা যদি হয়, কাল সকালে তোকে আমরা কাগজ কলম দিব,—যা লিখ্‌তে হবে, আমরা বোলে দিব, তুই একটা পত্র লিখে দিস্! আমাদের লোকেই সে পত্র নিয়ে যাবে। সে লোক যতক্ষণ ফিরে না আসে, ততক্ষণ তুই এই রকমে কয়েদ থাক্‌বি। সে কি রকম সংবাদ আনে, তা দেখে,—তা শুনে, তখন তোর খালাস-অখালাসের বিবেচনা।"

এই পর্য্যন্তই প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত। মার্কো উবার্টি সেই দুজন সঙ্গীলোকের সঙ্গে আমার বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে গেল। আবার আমি অন্ধকারে ডুব্‌লেম। নির্জ্জন অন্ধকারে কে আমার তখন সহচর?—সহচর কেহই না, অদৃষ্টের অন্ধকার চিন্তাই সেই ডাকাতের অন্ধকার-কারাকূপে তখন আমার একমাত্র নিত্যসহচরী।

দ্বাদশ প্রসঙ্গ।

ডাকাতের আড্ডা।

অন্ধকার কারাগারে আমি বন্দী। ডাকাতেরা চোলে যাওয়ার পর, প্রায় পোনেরো মিনিট অতীত। আমি একাকী। কে যেন আস্তে আস্তে আমার কয়েদঘরের দরজা খুল্‌ছে, এই রকম শব্দ শুন্‌তে পেলেম। কে যেন আস্তে, আস্তে খুব চুপি চুপি, ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে;—অনুভবে সেটী বুঝ্‌লেম। ঘোর অন্ধকার, কে সে, কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। পুরুষমানুষ কি মেয়েমানুষ, সেটাও বুঝ্‌তে পাল্লেম না। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেম। পায়ের শিক্‌লটা ঝন্ ঝন্ কোরে উঠ্‌লো। সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। ডাকাত বুঝি অন্ধকারে আমারে খুন কোত্তে এলো! সেই ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল! কে যেন অতি মৃদুস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "চুপ!"—ভাল শুন্‌তে পেলেম না। একটুখানি শুনলেম। চুপ কোত্তে কে বলে?—কেন বলে? ভয়ানক ডাকাতের আড্ডায় কোন উপকারী বন্ধু আস্‌বেন, সেটা ত এককালেই অসম্ভব।—আশা-ভরসার অতীত।

"এই নাও! এইটে নিয়ে কাজ আরম্ভ কর!"—একটী স্বর খুব সাবধানে খুব চুপি চুপি, ঐ কটী কথা উচ্চারণ কোল্লে। কার কণ্ঠস্বর, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। চুপি চুপি না বোলে, খুব ডেকে ডেকেও যদি বোল্‌তো, তা হোলেও বুঝ্‌তে পাত্তেম না কার কণ্ঠস্বর। সে রকম স্বর কোন পরিচিতলোকের মুখে আমি শুনেছি, উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হোলেও তখন সেটী আমি স্মরণ কোত্তে পাত্তেম না। সেই স্বর আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, একঘণ্টার মধ্যেই কাজ হবে। একঘণ্টা পরেই আমি আবার আস্‌বো। রাত্রি দুই প্রহর বেজে গেছে। আর সময় নাই। কাজে যেন দেরী হয় না!"

স্বরে আমি বুঝ্‌লেম, পুরুষমানুষ। যিনি ঐ সব কথা বোল্লেন, অন্ধকারে তিনি আমার একখানি হাত টেনে নিয়ে, একটা ছোট জিনিস আমার হাতে দিলেন। স্পর্শমাত্রেই আমি বুঝ্‌লেম, একটা ধারালো উকো। সেই উকোটা আমার হাতে দিয়েই, লোকটী নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ কোরে দিলেন। তৎক্ষণাৎ আমি সেই উকোটা দিয়ে, পায়ের বেড়ী কাট্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। হাঁটুর নীচেতেই শিকল বাঁধা ছিল;—ঘস্ ঘস্ কোরে উকো ঘোষ্‌তে লাগ্‌লেম;—মন কিন্তু নিশ্চিন্ত নয়। অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা আস্‌তে লাগ্‌লো। তেমন বিপদসময়ে তেমন বন্ধুর কাজ কোরে গেলেন, লোকটী কে? প্রথমত অনুমানে এলো, যে লোকটী ইণ্টারপিটারের কাজ কোরেছিল, হয় ত সেই লোক। কেননা,—তিনি ইংরাজীভাষাতেই ঐ সব কথা বোল্লেন। বিদেশী লোকের মুখে ইংরাজী কথা যেমন উচ্চারণ হয়, সেই রকম উচ্চারণ। ইণ্টারপিটার যখন সর্দ্দার ডাকাতকে আমার কথাগুলি বুঝিয়ে দেন, তখন যে রকমে কথা কোয়েছিলেন, সেই রকম কথা। আবার এক রকম চিন্তা এলো। সে লোক আমার উপকার কোত্তে আস্‌বে কেন? আমার চেহারা দেখে কি তার মনে দয়া হয়েছে? কিম্বা আর কোন গুহ্য মৎলব আছে? সে তর্ক অনর্থক। মনে কোল্লেম, শীঘ্রই হয় ত এ সন্দেহ আমার দূর হয়ে যাবে। উকোটা যখন হাতে করে নিলেম, তখন বিবেচনা কোরেছিলেম, একঘণ্টা সময়;—একঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে আমি বেড়ীটা কেটে ফেল্‌তে পার্‌বো। কিন্তু যখন ঘোষ্‌তে আরম্ভ কোল্লেম, তখন দেখ্‌লেম, বড় শক্ত কাজ!—শীঘ্র শীঘ্র কাট্‌তে পাল্লেম না। মানুষ যেমন শীঘ্র শীঘ্র মানুষকে মেরে ফেলতে পারে, লোহা তেমন শীঘ্র শীঘ্র লোহাটাকে ক্ষয় কোর্ত্তে পাল্লে না! সময়ও প্রায় শেষ হয়ে এলো। একঘণ্টার আর বড় দেরী নাই, কাজ ত কিছুই হলো না! বেড়ী কাট্‌বার তখনও অনেক দেরী! প্রাণপণে অনেক চেষ্টা কোল্লেম, কিছুতেই কিছু কোর্ত্তে পাল্লেম না!

আবার দরজাখোলা শব্দ হলো! আবার আমার সেই অজ্ঞাতবন্ধু আমার সেই কারাগারে প্রবেশ কোল্লেন!

"কতদূর! কতদূর!"—পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে অতি তাড়াতাড়ি তিনি আমারে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন। তখনও পর্য্যন্ত স্বর আমার অজানা। জিজ্ঞাসামাত্রেই অল্পস্বরে, তাঁর মত চুপি চুপি,—আমিও উত্তর কোল্লেম, "তিন ভাগও এখনো কাটে নাই!"

আমার অজ্ঞাতবন্ধু তৎক্ষণাৎ দুই হাতে সেই বেড়ীটা চেপে ধোল্লেন। খুব জোরে একটা হেঁচ্কাটান মাল্লেন। বেড়ীটা ভেঙে গেল! চক্ষের নিমেষে, যে রকমে কাজটা তিনি সমাধা কোরে ফেল্লেন, কিছুতেই আমি নিজে তেমন পাত্তেম না।

"এসো আমার সঙ্গে!—খুব সাবধান হয়ে, নিঃশব্দে চলে এসো! একটীও কথা কোয়ো না!" এই কথা বোলে তিনি আমার হাত ধোল্লেন, হাত ধোরে, আস্তে আস্তে, অন্ধকূপ থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেলেন। নিবিড় বন। নিবিড় অন্ধকার! অন্ধকারে অনেকক্ষণ চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে, মানুষের চক্ষে একটু একটু ফরসা দেখায়। আমার চক্ষেও একটু একটু ফরসা দেখাতে লাগ্‌লো। তখন আমি দেখ্‌লেম, আমার সেই অজ্ঞাতবন্ধু ডাকাতের ইণ্টারপিটারের চেয়ে মাথায় উঁচু। তাই দেখেই স্থির কোল্লেম, তবে তিনি সত্যসত্যই আমার অপরিচিত।

বনের ভিতর দিয়া আমরা যেতে লাগ্‌লেম। তিনি আমারে বাঁকা বাঁকা পথে নিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। ক্রমে ক্রমে আমরা নিবিড় জঙ্গল থেকে একটু ফাঁকে বেরিয়ে পোড়্‌লেম। একটা প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হোলেম। দেখেই বোধ হলো, একটা ভগ্নদুর্গের ধ্বংসশেষ। অনেক উচ্চ। সন্ধ্যারাত্রে ডাকাতেরা যখন আমারে বনের ভিতর দিয়ে কারাকূপে নিয়ে আসে, তখন যে আমি একটা উচ্চচূড়া দেখ্‌তে পেয়েছিলেম, ঐ সেই প্রাচীর। তখনও ঘোর অন্ধকার। স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। কেবল অস্পষ্ট ছায়ামাত্র দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। আমার সঙ্গী লোকটীর প্রতি চেয়ে দেখ্‌লেম। তাঁর সুদীর্ঘ অবয়ব মস্ত একটা আল্‌খাল্লায় ঢাকা। আমারে কিছু বল্‌বার অভিপ্রায়ে, যখন তিনি আমার মুখপানে চেয়ে, একটু থোম্‌কে দাঁড়ালেন, তখন বেশ আমি দেখ্‌লেম, তাঁর মুখে যেন একটা কৃষ্ণবর্ণ মুখোস পরা!

পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে, চুপি চুপি তিনি আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "এইবার তোমাকে একটা কঠিন কাজ কোত্তে হবে! এই প্রাচীরের কোণের দিকের মোড়ে, একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। সে লোকটাকে অজ্ঞান কোরে ফেল্‌তে হবে। আমি গেলে হবে না, সে কাজটা তোমার ভার! অকারণে মানুষের প্রাণবিনাশ করা আমার ইচ্ছা নয়। তথাপি, যদি তুমি আবশ্যক বিবেচনা কর, তবে তারে মেরে ফেলো, তা না হোলে সেই ইংরাজকুমারীকে কিছুতেই উদ্ধার করা যাবে না। কেমন? পার্‌বে সে কাজ? যে কথা আমি বোল্লেম, তাতে তোমার সাহস হয়?

"উপায় বোলে দিন!—কি রকমে কি কোত্তে হবে, ভাল কোরে আমারে শিখিয়ে দিন! আমার জন্য কোন ভয় নাই!"

"বেশ কথা!—এই লও তরোয়ার!—এ তরোয়ারের বাঁটটা খুব ভারী। টিপি টিপি প্রাচীরটা ঘুরে, ঐ কোণের কাছে যাও! তলোয়ারের বাঁটের বাড়ী খুব জোরে, প্রহরীটাকে এক ঘা বোসিয়ে দাও! এক ঘায়েই সে অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌বে!—যখন পোড়্‌বে, তখন তোমার রুমাল দিয়ে, তার মুখ বেঁধে ফেলো!" এই একগাছা দড়ী নাও! এই দড়ী

দিয়ে খুব শক্ত কোরে, তার হাত পা বেঁধে ফেলো। সেই রকম বাঁধনশুদ্ধ তারে টেনে নিয়ে, আর একটা কোণের দিকে ফেলে দিও। এক আঘাতে যদি অজ্ঞান কোত্তে না পার, ভয় পেও না, তৎক্ষণাৎ আর এক ঘা বোসিয়ে দিও। দেখো! সাবধান! সে তাগ্‌টা যেন ফোস্‌কে না যায়। একটু কিছু হুড়োমুড়ি শব্দ যদি শুন্‌তে পাই, পলকমাত্রেই তোমার কাছে আমি ছুটে যাব। তৎক্ষণাৎ আমি তোমার সহায় হব। কোন চিন্তা কোরো না। যদি পার,—প্রাণে মেরো না। যদি ধরা পড়ি, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের প্রাণ যাবে, সেটা নিশ্চয়, তা আমি বেশ জানি;—তথাপি অকারণে মানুষের রক্তপাত কোত্তে আমার প্রবৃত্তি হয় না।”

ততবড় কঠিন কাজে কি রকম সাবধান হয়ে যেতে হবে, সেটা বিবেচনা কর্‌বার্ জন্য তিলমাত্রও বিলম্ব কোল্লেম না। একাই আমারে যেতে হবে। একাকী যদি কাজ রফা কোত্তে না পারি, আমার বন্ধু আমার সহায় হবেন, সেই ভরসায় অপূর্ব্ব সাহস পেলেম। তাঁর হাত থেকে সেই দড়ী আর তলোয়ার গ্রহণ কোল্লেম। দড়ীগাছটা কোমরে জড়ালেম। প্রয়োজনমাত্রেই টেনে নিতে পার্‌বো। তলোয়ারখানা বাস্তবিক খুব ভারী!—যেন একখানা প্রচণ্ড খাঁড়া!—আগাটা মুটো কোরে ধোরে, গোড়ার দিকটা বেশ কোরে বাগিয়ে ধোল্লেম। এম্‌নি তাগে ধোল্লেম; রঙ্গস্থলে ঠিক্ একটা বৃহৎ মুগুরের কাজ হবে। যেদিকে সেই প্রহরীটা পাহারা দিচ্ছিল, নিঃশব্দে চুপি চুপি সেই মোড়ের মাথায় গিয়ে হাজির হোলেম। মুহূর্ত্তকাল চারিদিকে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম। অন্ধকারে সেই প্রহরীর অন্ধকার অবয়ব আমার নয়নগোচর হলো। লোকটা যেন অন্যমনস্ক হয়ে, বন্দুকের গায়ে ঠেস্ দিয়ে, নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ অন্যদিকে, আমার দিকে পেছোন করা। খুব জোরে আমার তলোয়ারের বাঁটের বাড়ী তার মাথাতে গিয়ে এক ঘা বোসিয়ে দিলেম। এক ঘায়েই কর্ম্ম রফা! লোকটা কেবল একবারমাত্র গোঁ গোঁ কোরে, মুখ থুব্‌ড়ে পোড়ে গেল। চক্ষের নিমেষে আমি তার পিঠের উপর চোড়ে বোস্‌লেম। হাঁটু দিয়ে চেপে ধোল্লেম। লোকটা কিন্তু নোড়্‌লো না। আস্তে আস্তে একটু যেন কেঁপে উঠ্‌লো, এইমাত্র। আমি সেটাকে চীৎপাৎ কোরে ফেল্লেম। আমার রুমালখানা তার মুখের ভিতর গুঁজে দিলেম। চকিতের মধ্যে হাত-পা, দড়ী দিয়ে বেঁধে ফেল্লেম। বন্ধুর উপদেশমত সেখান থেকে টেনে টেনে নিয়ে, প্রাচীরের অপর কোণে ফেলে রাখ্‌লেম। নিকটে খুব বড় বড় ঘাসের বন ছিল, সেই ঘাসের ভিতর ফেলে দিলেম। মোরেছে কি না, কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা পরীক্ষা কোল্লেম। ডাকাতের মরা-বাঁচাতে আমার কি?—সত্য বটে সে কথা;—কিন্তু আমার হাতে তার প্রাণ যায়, সেটা আমার ইচ্ছা ছিল না। মরে নাই। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, আঘাতের চোটে অজ্ঞান হয়ে পোড়েছে। ঐ কাজ সমাধা কোরে, দ্রুতগতি আমার বন্ধুর কাছে ফিরে গেলেম। যেমন যেমন উপদেশ, ঠিক্ ঠিক্ তাই আমি কোরেছি, চকিতস্বরে ঐ কথা তাঁরে জানালেম।

প্রহরীটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক্ তারি কাছে একটা খিলানকরা দরজা। অজ্ঞাতবন্ধু সেই দরজাটা খুলে ফেল্লেন। দরজায় চাবী দেওয়া ছিল না, আমারে সঙ্গে কোরে, সেই দরজা দিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন। সে স্থানটা ভয়ানক অন্ধকার! কেমন একরকম গন্ধ পেলেম। পশুপালের খট্‌খট্ শব্দ পেলেম। তাই শুনেই স্থির কোল্লেম, সে জায়গাটা দস্যুদলের আস্তাবল। আমার বন্ধুর কাছে আলো জাল্‌বার উপকরণ ছিল, দেয়ালের গায়ে একটা লণ্ঠন ঝুল্‌ছিল। একটা দিয়াশলাই ঘর্ষণ কোরে, আমার বন্ধু সেই লণ্ঠনের বাতী জেলে দিলেন। ভাল একটা ঘোড়া দেখিয়ে দিয়ে, আমার বন্ধু আমারে বোল্লেন, "দেরী করো না! দেরী কোরো না! শীঘ্র প্রস্তুত হও! ঐ ঘোড়াটার পিঠে জিন বাঁধ!—লাগাম চড়াও!"—সেই কাজেই আমি লেগে গেলেম! বন্ধু তখন অপরাপর ঘোড়াগুলোর দিকে চকিতমাত্র এক একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন। আমার বোধ হলো, পোনেরো ষোলটা ঘোড়া। তারি ভিতর থেকে তিনিও একটা তেজীয়ান ঘোড়া বেচে নিলেন। সেই ঘোড়াটার পিঠে বিবিলোকের জিন চড়িয়ে দিলেন। পাশের একটা ঘরে আমি দেখ্‌লেম, নানা রকম ঘোড়ার সাজ জড় করা।

দুটো ঘোড়া সুসজ্জিত করা হলো। আমার অজ্ঞাত বন্ধু তাঁর সেই ঘোড়টা নিয়ে যখন দরজার কাছে চোলে যান, তখন লণ্ঠনের গায়ে তাঁর টুপীটা লেগে গেল! সট্ কোরে টুপীটা খোসে পোড়্‌লো!—টুপীর সঙ্গে সঙ্গে মুখস্‌টাও খোসে পোড়্‌লো। বিস্ময় বিস্ময়! সে বিস্ময়ের অন্ত নাই! লণ্ঠনের আলোতে আমি দেখ্‌লেম, আমার এতক্ষণের অজ্ঞাত বন্ধু সেই এঞ্জিলো ভল্‌টেরা! দেখেই চিনে ফেল্লেম! আকস্মিক বিস্ময়ে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে কি কথা বেরিয়ে পোড়্‌লো। তিনি ধাঁ কোরে আমার একখানা হাত ধোরে ফেল্লেন। জোর কোরেই মুখ চেপে ধোল্লেন। তাঁর মুখখানি তখন মানসিক চাঞ্চল্যে অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ দেখাতে লাগ্‌লো। উত্তেজিতকণ্ঠে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "চুপ্ চুপ্! সাবধান! সাবধান! আমাকে তুমি চিনেছ? খবরদার! শপথ কর, কাহারও কাছে প্রকাশ কোরো না!"

অস্ফুট মৃদুস্বরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ও পরমেশ্বর! তুমি?—তুমিই কি তবে ডাকাতের দলে খবর দিয়ে, তাঁদের ধরিয়ে—"

মহাক্রোধে কম্পিত হয়ে, আরক্তবদনে ভল্‌টেরা বোলে উঠ্‌লেন, না!—দশ হাজার বার আমি বোল্‌বো,—না! তুমি কি আমাকে এত নরাধম বিবেচনা—থাক্ থাক্, অবশ্যই তোমাকে শপথ কোর্ত্তে হবে। আজ রাত্রে কে তোমার সহায় হলো, পৃথিবীর জনমানবের কাণেও তার নাম তুমি উচ্চারণ কোরো না! কুমরী অলিভিয়া শাক্ বিলির উদ্ধারের বাসনায় তোমাকে উপলক্ষ কোরে, অলিভিয়ার পলায়নে কোন্ ব্যক্তি উদ্যোগী, কোন্ ব্যক্তি সহকারী, খবরদার! ঘুণাক্ষরেও যেন তোমার মুখে সে কথা প্রকাশ না পায়। শপথ কর, যতদিন পর্য্যন্ত এ সব কথা গোপন রাখা দরকার, ততদিন পর্য্যন্ত কেহ যেন কিছুমাত্র নিগূঢ় তত্ত্ব জান্‌তে না পারে!"

"এমন শপথ আমি কোত্তে পার্‌বো না!—"কেন আমি এমন কথা বোল্লেম, তার বিশিষ্ট হেতু আছে। লর্ডকুমারী অলিভিয়া শাকৃবিলি একজন ডাকাতের প্রেমে অনুরক্ত হয়েছেন। বাস্তবিক যদি ডাকাত নাও হয়, ডাকাতের দলে থাকে, এমন লোককে তিনি পতিত্বে বরণ কোত্তে অভিলাষিণী, এ কথা আমি কেমন কোরে গোপন রাখ্‌বো? কুমারী অলিভিয়াকে অবশ্যই এ কথা জানাতে হবে, তা না হোলে আমার ধর্ম্ম থাক্‌বে না। এইরূপ বিবেচনা কোরেই আমি উত্তর কোল্লেম," "এমন শপথ আমি কোত্তে পার্‌বো না!"

"তবেই সব মাটী!—"এঞ্জিলো ভল্‌টেরা কতই যেন নিরাশস্বরে ঐ কথাটী উচ্চারণ কোল্লেন।—রাগে নয়, উত্তেজিত ভাবেও নয়,—কণ্ঠস্বরে—নয়নের কটাক্ষে,—শুধুই কেবল নৈরাশ্যলক্ষণ লক্ষিত হোতে লাগ্‌লো। ভাব দেখে তাঁর প্রতি আমার কেমন একটু মমতা জন্মালো। ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন? সব মাটী হবে কি জন্য? আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, অবশ্যই তোমার মনে সাধুভাব আছে। তা যদি না থাক্‌বে, তবে কেন তুমি এত বিপদ মাথায় কোরে—এত কষ্ট স্বীকার কোরে, সেই কুমারীকে উদ্ধার কোত্তে——"

"সাধুভাব?"—আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, ভল্‌টেরা প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "সাধু-ভাব?" সেই সময় তাঁর মুখে যেন তীব্র তেজস্বিতা বিকাশ পেতে লাগ্‌লো। আবার তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যদি তুমি আমাকে জান্‌তে,—যদি তুমি আমাকে চিন্‌তে,—যদি তুমি আমার কথার ভাবার্থ বুঝ্‌তে পাত্তে,—আমার অন্তরের ভাব কি, সেটী হৃদয়ঙ্গম কর্‌বার শক্তি যদি তোমার থাক্‌তো, তা হোলে কদাচ তুমি আমার অনুরোধে রাজী হোতে তিলমাত্রও সঙ্কুচিত হোতে না। কিন্তু এখনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্তই মহা মূল্যবান্; স্নুবর্ণ সদৃশ মূল্যবান্! ডাকাতেরা এখন মদ খেতে বোসেছে! ইতিমধ্যে পাহারাবদ্‌লির সময় যদি উপস্থিত হয়—ওঃ! এখনও কি তুমি সন্দেহ কোচ্চো? যে লোকের মনে সাধুভাব আছে, তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ, যে লোক তোমারে সেই সাধুভাবের এমন স্পষ্ট স্পষ্ট নিদর্শন দেখাচ্চে, যে লোক নিজের বিপদ অগ্রাহ্য কোরে, তোমাদের উপকারে দৃঢ়-সংকল্প, সে লোকের কথায় কি তুমি বিশ্বাস কোত্তে পার না?—ওঃ! আত্মাকে সাক্ষী কোরে আমি বোল্‌চি, যা তুমি আমাকে এখন দেখ্‌ছো, তা আমি নই!"

এঞ্জিলো ভল্‌টেরা এই সব কথা বোল্‌ছেন, এমন সময় সেই ভগ্নদুর্গের অপরদিক থেকে ঘোরতর মাত্‌লামী হর্‌রা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে।

"ওঃ! মার্কো উবার্টি মাতাল হয়েছে!—এখনি যদি ঐ অবস্থায় দুষ্ট মৎলবে মেতে উঠে, তা হোলে কি হবে?"—দারুণ মানসিক উদ্বেগে এঞ্জিলো ভল্‌টেরা এইরূপ আক্ষেপ উক্তি কোরে উঠ্‌লেন। তাঁর মুখমণ্ডলে তখন যেন অবক্তব্য যাতনা প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। ঐ রকম আক্ষেপ-উক্তির মানে কি, তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। আমার তখন আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠ্‌লো। হঠাৎ একটা বুদ্ধি যোগালো। ধীরে ধীরে

আমি বোল্লেম, "তুমি যদি রাজী হও, আমার সেই কথা যদি রক্ষা কর, তা হোলে আমি শপথ কোত্তে পারি।"

"নাম কর, নাম কর!—কি নিয়মে তুমি আমাকে বদ্ধ কোত্তে চাও, এখনি বল!" অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তিনি ঐ রকম উৎসাহধ্বনি কোরে উঠ্‌লেন।—ব্যস্ত, কম্পিত, অথচ পূর্ব্ববৎ চুপি চুপি কথা।

আমি বোল্লেম, "কুমারী অলিভিয়ার সঙ্গে, আর তুমি দেখা কোর্‌বে না, সেটী যদি আমি নিশ্চয় জান্‌তে পারি, তা হোলে আমি শপথ করি। যতক্ষণ—"

বাধা দিয়ে ভল্‌টেরা বোল্লেন, "আমি শুনেছি, তোমার মুনিব কাপ্তেন রেমণ্ড ফ্লোরেন্স নগরে শীতকাল কাটাবেন। রিংউল-পরিবারও তাই কোর্‌বেন। তা যদি ঠিক হয়, অবশ্যই তুমি দেখ্‌তে পাবে, যা তুমি বোল্‌ছো, তা আমি পালন কোত্তে পারি কি না? যে কথা তুমি বোল্‌বে, তাতেই আমি রাজী।—শুন, আমাকে এখন তুমি যে রকম দেখ্‌ছো, কেন আমি এ রকম, যতদিন পর্য্যন্ত তার প্রকৃত কারণ আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ কোত্তে সমর্থ না হই,—শুন! শপথ কোচ্চি,—শপথ কোরে বোল্‌ছি, তদবধি কখনই আমি অলিভিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার অবসর অন্বেষণ কোর্‌বো না।"

ভেবে চিন্তে আবার আমি বোল্লেম, "তোমারও যে কথা, আমারও সেই কথা। তুমি যে রকম শপথ কোচ্চো, আমিও সেই রকমে শপথ কোল্লেম। যাতে কোরে অপরে তোমার উপর সন্দেহ কোত্তে পারে, তেমন কোন গতিকে কদাচ আমার মুখে তোমার নাম প্রকাশ পাবে না।"

প্রগাঢ় স্নেহভরে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, ভল্‌টেরা বোল্লেন, তোমার সততায় আমি বিশ্বাস কোল্লেম। দেখ্‌তে পাচ্চি, তোমার নয়নে সততার বিকাস;—বদনে অকপট সাধুতা বিদ্যমান। আমি তোমাকে বিশ্বাস কোল্লেম। আমার হৃদয়ভারও অনেক লঘু হলো। এখন এসো,—শীঘ্র এসো!"

ভল্‌টেরা টুপি মাথায় দিলেন, মুখোস আর তখন মুখে দিলেন না। মুখোস্‌টা পকেটে লুকিয়ে রাখ্‌লেন। এতক্ষণ তবে মুখোস রেখেছিলেন কেন?—মুখখানি যাতে আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে না পাই, শুদ্ধ কেবল সেই মৎলবেই ঢেকে ঢেকে রেখেছিলেন। ঘোড়া নিয়ে আমরা চোল্লেম। অগ্রে ভল্‌টেরা, পশ্চাতে আমি। দুজনেই আমরা অশ্বসহ বনমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম।

ভল্‌টেরা বোল্লেন, "ঘোড়াদুটো একটা গাছে বেঁধে রাখি। আর আর যা কোত্তে হবে, সমস্তই তোমার ভার। আমি তোমারে বোলে দিচ্চি,—লর্ড রিংউলের কন্যাকে যে উপায়ে—যে রকমে উদ্ধার কোত্তে হবে, তার উপায় আমি তোমাকে বোলে দিচ্ছি। কার্য্য যখন উদ্ধার হবে, তখন তুমি কি কোর্‌বে,—কোন্ পথে যাবে, সেটা আগে জেনে রাখ! এখন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এইখানেই একটা পথ। বনের ভিতর দিয়ে এই পথটা আর একদিকে গিয়েছে। সেটা কোন্ পথ জান?—যে পথ দিয়ে ডাকাতেরা

তোমাকে সেই ক্ষুদ্র কারাগারে এনে ফেলেছিল, সেই পথ। অনায়াসেই তুমি সে পথ দিয়ে যেতে পার্‌বে। অধিকন্তু ঘোড়ারাও সে পথ জানে। বন থেকে বেরিয়ে, প্রায় এক মাইল দূরে, আর দুটো পথ দেখ্‌তে পাবে। ডানদিকের পথে যেও!—খুব সাবধান হয়ে যেও! পথ যেন ভুল হয় না! বখন ছাড়্‌বে, তার পর দুঘণ্টার মধ্যেই একখানা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হবে। সেখানে অবশ্যই তোমার সঙ্গী জুট্‌বে, বোধ হয় গাড়ীও পাবে। দেরী কোরো না! সরাসর ফ্লোরেন্সের দিকে চোলে যেও। তোমার মনিব অবশ্যই সেইখানে গিয়েছেন। অলিভিয়ার মাতাপিতাও সেইখানে গিয়েছেন। অলিভিয়ার মাতা-পিতা অলিভিয়ার উদ্ধারের জন্য অবশ্যই গ্রাম্য ডিউকের সাহায্যপ্রার্থনা কোর্‌বেন। যে জন্য প্রার্থনা, তোমাতে আমাতে এখন সেই কাজেই ব্রতী। রাহাখরচের টাকাও লও! আরও যা কিছু আমার বল্‌বার আছে, শোন! মনে রেখো, শেষের কথাগুলি আরও দরকারী কথা।"

এঞ্জিলো ভল্‌টেরা আমার হাতে একটী স্বর্ণমুদ্রার তোড়া দিলেন। হাতে কোরে নিয়ে আমি দেখ্‌লেম, তোড়াটা খুব ভারী, অনেক মোহর। তিনি আবার পূর্ব্ববৎ চুপি চুপি বোল্‌তে লাগ্‌লেন :—

"প্রহরীটাকে যেখানে টেনে ফেলে দিয়ে এসেছ, সেই জায়গায় আবার যাও! ভাল কোরে দেখো! এখনও সেই রকম মুখবাঁধা,—হাত-পা বাঁধা আছে কি না? ভাল কোরে দেখে শুনে, প্রাচীরটা ঘুরে অপর ধারে যেও। সেখানে আর একটা দরজা দেখ্‌তে পাবে। সে দরজাও বন্ধ নাই। ভিতরে প্রবেশ কোরো! সাম্‌নে একটা বারাণ্ডা। বারাণ্ডা পারেই আর একটা দরজা। সে দরজার বাহিরদিকেই কেবল হুড়্‌কো দেওয়া। খুলে ফেলো! তা হোলেই তোমার কাজ হবে। যাঁরে তুমি অন্বেষণ কোচ্ছো, সেইখানেই তাঁরে দেখ্‌তে পাবে। তাঁরে তুলে নিয়েই তুমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসো! এই জায়গায় নিয়ে এসো। এইখান থেকেই আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিব।"

এইপর্য্যন্ত বোলে, একটু থেমে, ভল্‌টেরা আবার বোল্লেন, "এইখানেই আমি থাক্‌বো। বনের ভিতর অন্ধকারে লুকিয়ে থাক্‌বো। সব দিকে যদি সুরাহা হয়, আমি যে এখানে আছি, কেহই কিছু জান্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে,—পশ্চাতে যদি ডাকাত ছুটে আসে,—তোমারে যদি ধোত্তে আসে,—কোন রকমে যদি বেগতিক দাঁড়ায়, আমি অস্ত্রধারী আছি;—তোমাকে আর অলিভিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে লড়াই কোর্‌বো! সচ্ছন্দে তোমরা পালাতে পার্‌বে। তোমার অঙ্গীকারটী স্মরণ রেখো! কোনগতিকে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ কোরো না!"

আবার অঙ্গীকার পালনের অঙ্গীকার কোরে, দ্রুতগতি আমি আদিষ্ট কার্য্যে প্রস্থান কোল্লেম। প্রহরীটার তখন জ্ঞান হয়েছে। প্রাণ যাবার আশঙ্কা দূরে থাক্, বেশ খাড়া হয়ে উঠেছে। বাঁধন খোল্‌বার চেষ্টা কোচ্ছে। মুখের রুমালখানা খুলে ফেল্‌বার চেষ্টা পাচ্চে। ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই আমি সেইখানে গিয়ে পোড়্‌লেম। এম্‌নি শক্ত

কোরে বেঁধেছিলেম, কিছুতেই সে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। খুব কাছে গিয়ে আমি উপস্থিত হোলেম। রুমালখানা আরও ভাল কোরে তার মুখের ভিতর গুঁজে দিলেম। হাত-পায়ের বাঁধনটাও আরও শক্ত কোরে টেনে বাঁধ্‌লেম। যদিও অন্ধকার, তথাপি আমি বেশ দেখ্‌লেম, ডাকাতটা যেন তখন রাগে রাগে ফুল্‌চে।—রাগে রাগে মুখখানা যেন কাঁপ্‌চে। সাধ্য থাক্‌লে নিশ্চয়ই সে তখন আমারে সেইখানেই নিকেস কোরে দিত! সব আমি বুঝ্‌লেম, তথাপি তারে আমি প্রাণে মাল্লেম না। দুরন্ত ডাকাতের প্রাণহরণ কোত্তে কিছুতেই আমার ইচ্ছা হলো না।

তলোয়ারখানা তখনও পর্য্যন্ত আমার হাতেই ছিল। স্থির কোরে রেখেছিলেম, ডাকাতেরা যদি আমারে দেখ্‌তে পায়,—মোরিয়া হয়ে মাত্তে আসে, যতক্ষণ বাঁচি, তলোয়ার চালাবো! প্রাচীরটা ঘুরে এলেম, উপর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। উপরের চারিটা জানালা দিয়ে আলো আস্‌ছিল। সেই ঘরেই সব ডাকাত আছে। সেই ঘরের ভিতর থেকেই মাতালদের হল্লা চীৎকার শোনা গিয়েছিল। সে ঘরটা দস্যুদলের ভোজনাগার;—ছোটকথায় মদ খাবার ঘর। বরাবর আমি চোল্লেম। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা যে দরজার কথা বোলে দিয়েছিলেন, সেই দরজা দেখ্‌তে পেলেম। নিকটে পৌঁছিলেম। করস্পর্শমাত্রেই দরজাটা খুলে গেল। আমি একটা ক্ষুদ্র বারাণ্ডায় উপস্থিত হোলেম। সেখানে একটা আলো জ্বোল্‌ছিল। বামদিকে আর একটা দরজা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক জোড়া অর্গলবদ্ধ। তৎক্ষণাৎ সে দুটো আমি খুলে ফেল্লেম। দেখ্‌লেম, একটা ঘর। সে ঘরেও আলো ছিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরেই অলিভিয়াকে দেখ্‌তে পেলেম। আমি প্রবেশ কর্‌বামাত্র হঠাৎ সভয়চমকে অলিভিয়া একখানা আসন থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। মুখখানি এককালে শুকিয়ে গেছে! তেমন সুন্দর রাঙা রাঙা ঠোঁটদুখানি এককালে যেন ছাইমাখা! মাথার চুলগুলি আলুথালু হয়ে কতকগুলি বুকের দিকে ঝুল্‌ছে;—গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে কাঁধের উপর পোড়েছে! কতকগুলি এলো চুল পিঠের উপর লুটোপুটি খাচ্চে! আমারেই যেন ডাকাত বিবেচনা কোরে, করযোড়ে দয়াভিক্ষার উপক্রম! ত্বরিতগতিতে জানু পেতে বসেন বসেন, এম্‌নি অবস্থা! যখন দেখ্‌লেন ডাকাত নয়,—আমি; তখন তাঁর সেই উদাসনয়নে আর একপ্রকার আশ্চর্য্য দীপ্তি দেখা দিলে। সেই নয়নে তখন আশা—বিস্ময়—সংশয়, তিনভাব একত্রিত।

"শীঘ্র এসো!—শীঘ্র এসো!"—তাড়াতাড়ি আমি বোল্লেম, "কুমারী অলিভিয়া! শীঘ্র! বিলম্ব কোরো না! দুজনেই আমরা রক্ষা পাব!"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সানন্দকটাক্ষনিক্ষেপে, অলিভিয়া তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গিনী হোলেন। দ্রুতগতি আমরা ছুট্‌তে লাগ্‌লেম। ভূলুণ্ঠিত প্রহরীটা যেখানে পোড়ে ছিল, সে স্থানটা ছাড়িয়ে পোড়্‌লেম। মোড় ফিরে গেলেম। বনমধ্যে যেখানে ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল, দ্রুতগতি সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেম। অলিভিয়াকে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলেম। একলম্ফে দ্বিতীয় অশ্বপৃষ্ঠে আমি নিজে আরোহণ কোল্লেম। সঙ্কেত কোরে

এম্‌নি একটী কথা বোল্লেম,অলিভিয়া কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না; কিন্তু আর একজন যিনি নিকটে ছিলেন,—আমি নিশ্চয় জানতেম, অতিনিকটেই তিনি আছেন, আমার সেই কথাগুলি তিনি অতি পরিষ্কাররূপেই বুঝ্‌তে প্লাল্লেন। কথা গুলি কি?—কথা এই যে, আমারে উদ্ধার কোরে যিনি তোমারে উদ্ধারের উপায় কোরে দিলেন, সেই সদাশয় উদ্ধারকর্ত্তাকে সহস্র—সহস্র—দশ সহস্র ধন্যবাদ!

কাননপথ ভেদ কোরে আমরা যেতে লাগ্‌লেম। যেতে যেতে আর একটীও কথা কইলেম না। যখন রাস্তায় পোড়্‌লেম, তখন মৌনভঙ্গ কোরে কুমারী অলিভিয়াকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ঘোড়ায় চড়া তাঁর অভ্যাস আছে কি না? তৎক্ষণাৎ উত্তর পেলেম, বিলক্ষণ অভ্যাস আছে।

মনের উৎকণ্ঠায় অত্যন্ত অধীরা হয়ে, অলিভিয়া জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বল আমারে, বল,—তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অগ্রেই আমারে বল, আমার মা কেমন আছেন? আমার বাবা কেমন আছেন? তাঁদের ত কোন বিপদ ঘটে নাই?"

ডাকাতেরা যখন অলিভিয়াকে নিয়ে পালায়, কি রকমে কি অবস্থায় আমি তখন যুদ্ধস্থল থেকে ছুটে আসি, অলিভিয়াকে তখন সে কথা আমি বোল্লেম। তার পর কি কি ঘটনা হয়েছে, কিছুই আমি জানি না, সে কথাও বোল্লেম। পাছে তিনি বেশী কাতরা হন, তাই ভেবে, সেই ভয়ে,আরও আমি বোল্লেম, লর্ডদম্পতীর প্রতি ডাকাতেরা কোনরকম দৌরাত্ম্য করে নাই;—কাপ্তেন রেমণ্ডকেও গাড়ীর চাকায় বেঁধে রেখেছিল, তা ছাড়া আর বেশী যন্ত্রণা দেয় নাই। এই সকল কথার প্রমাণস্থলে আরও আমি বোল্লেম, "ডাকাতের কারাকূপ থেকে যিনি আমারে উদ্ধার কোরে দিয়েছেন;—তোমারে উদ্ধার কর্‌বার উপায় বোলে দিয়ে, যিনি আমারে তোমার সঙ্গে ফ্লোরেন্স্‌ নগরে প্রস্থান কর্‌বার আজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁর মুখে আমি শুনেছি, তোমার পিতা, তোমার মাতা, কাপ্তেন রেমণ্ড, তিনজনেই অবিলম্বে ফ্লোরেন্স্‌ নগরে যাত্রা কোরেছেন।"

কুমারী অলিভিয়াকে আমি আরও বোল্লেম, একজন ডাকাত আমাদের উভয়ের প্রতি দয়া কোরে, আমাদের উভয়কে খালাস কোরে দিয়েছেন। দলের ডাকাতেরা পাছে কোনরকম সন্দেহ করে,—একথা যদি প্রকাশ পায়, আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা বিপদে পোড়্‌বেন, সেই জন্য সাবধান কোরে দিয়েছেন, এ সব কথা কাহারও কাছে কিছুমাত্র আমরা প্রকাশ না করি,—কেহই যেন সাহায্য করে নাই,—আমাদের খালাসে কাহারও যোগ নাই,—আমি যেন নিজেই কোন গতিকে মুক্তিলাভ কোরেছি,—একাই যেন আমি তোমারে খালাস করে এনেছি, এই কথাটাই সকলে জানুক্। কোথায় তুমি কয়েদ আছ, তা আমি কেমন করে জান্‌লেম, ঘোড়াই বা কি কোরে সংগ্রহ কোল্লেম? আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা ডাকাতটী অবশ্যই বিবেচনা কোরেছেন, অপর ডাকাতেরা সে বিষয়ের কিছুমাত্র নিরাকরণ কোত্তে পার্‌বে না।"

আমার মুখে এই সব কথা শুনে, অলিভিয়া আমারে পুনঃপুন সাধুবাদ দিতে

লাগ্‌লেন। ভত বিপদ মাথায় কোরে তাঁরে আমি উদ্ধার কোরে এনেছি, তজ্জন্ত সরল-অন্তরে পুনঃপুন আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন। যত শীঘ্র ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা পালিয়ে যেতে পারি, সে বিষয়ে অলিভিয়া তৎক্ষণাৎ রাজী হোলেন। ডাকাতেরা যদি আমাদের সঙ্গ নিয়ে থাকে, কিছুতেই ধোত্তে পারবে না, সেই জন্যই শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন। কেবল তাও না, মাতাপিতার ভাবনায় কুমারী অত্যন্ত অধীরা হয়েছিলেন, যত শীঘ্র তাঁদের নিরাপদে দেখ্‌তে পান, ততই তাঁর চিত্তভার লাঘব হবে;—মাতাপিতার কোলে বোসে সুখী হবেন, সেই অভিলাষেই দ্রুতপ্রস্থানে প্রবৃত্তি। উভয়েই আমরা যথাশক্তি দ্রুতগতি দুই ঘোড়া ছুট কোরিয়ে দিলেম।

এঞ্জিলো ভলটেরা যে গ্রামের কথা বোলে দিয়েছিলেন, সেই গ্রামে আমরা উপস্থিত হোলেম। একটা সরাইখানার নিকটে দুজনেই আমরা ঘোড়া থেকে নাম্‌লেম। সরাইয়ের লোকেরা তখনও কেহই জাগে নাই,—তখনও ভোর। পাঁচটাও বাজে নাই। দরজা ঠেলাঠেলি কোরে, তাদের আমরা জাগালেম। ভাগ্যক্রমে সরাইখানার কর্ত্তা ফরাসীভাষা জান্‌তো, তা না হোলে আমরা ভারী সঙ্কটে পোড়্‌তেম। আমিও ইটালী ভাষা জানি না, কুমারী অলিভিয়াও জান্‌তেন না। সরাইওয়ালা ইংরাজীকথা বুঝ্‌তো না। বড়ই সঙ্কটে ঠেক্‌তেম। ফরাসীভাষায় আমি বোল্লেম, "মার্কো উবার্টির আড্ডা থেকে আমরা পালিয়ে আস্‌চি!"—সে কথা কেন বোল্লেম, তারও কারণ বলি। রাত্রিকালে একটী যুবতী কামিনীর সঙ্গে একাকী আমি এসে পোড়েছি। আপাততঃ হয় ত কোন রকম সন্দেহ দাঁড়াতে পাত্তো। ডাকাতের আড্ডা থেকে পালিয়েছি!—ঐ যুবতী সেখানে বন্দিনী ছিলেন, একাকিনী পালাতে পারেন না, তেমন বিপদক্ষেত্রে অবশ্যই একজন সঙ্গী চাই;—সেই সঙ্গীই আমি। সেখান থেকে আরও একজন সঙ্গী চাই। সরাইওয়ালাকে সংক্ষেপে সেই কথা বুঝিয়ে দিলেম। ঘটনা শুনে সে লোকটা এম্‌নি বিস্ময়াপন্ন হলো যে, ক্ষণকাল কিছুই অবধারণ কোত্তে পাল্লে না। কেবল তার রসনা থেকে অতিমাত্র বিস্ময়ব্যঞ্জক দুটী কথা নির্গত হলো। যে সব কথা আমি বোল্লেম, তার স্ত্রীকে সেই সব কথা বুঝিয়ে দিবার জন্য ব্যস্তপদে সেখান থেকে সোরে গেল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে বোল্লে, তারা একখানা গাড়ী যোগাড় কোরে দিতে পারে।—পারে বটে, কিন্তু সঙ্গে যাবে কে? সেই মুহূর্ত্তে সঙ্গীলোক পাওয়া দুর্ঘট। দুই একঘণ্টা দেরী না কোল্লে,—পুলিসের কর্ত্তা মেয়রের সঙ্গে দেখা না হোলে, সঙ্গী পাওয়া ভার। অলিভিয়াকে আমি বোল্লেম, অবিলম্বে পলায়ন করাই সুপরামর্শ। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কুমারীর তাতে মত কি? আড্ডা থেকে আমরা পালিয়ে এসেছি, প্রহরীটাকে বেঁধে রেখে এসেছি পাহারাবদলীর সময় ডাকাতেরা অবশ্যই এ সব কথা জান্‌তে পেরেছে;—অবশ্যই ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের ধোত্তে আস্‌বে। অলিভিয়া বোল্লেন, আমার মতেই তাঁর মত। সরাইখানায় আমরা যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কোল্লেম। সেই অবকাশে গাড়ী এসেও উপস্থিত হলো।

গাড়ীখানা ভাঙা-চোরা। সেদিকে তখন ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না। ঘোড়াদুটো খুব বলবান ছিল। শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছিতে পার্‌বে। তলোয়ারখানা আমি ছাড়ি নাই, সেখানা আমার সঙ্গেই ছিল। হোটেলওয়ালার কাছ থেকে একজোড়া পিস্তল কিনে নিলেম, গাড়ীতে উঠ্‌লেম। আমি কোচবাক্সে বোস্‌লেম। পশ্চাতে যদি ডাকাতেরা তাড়া করে, যতক্ষণ প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ লড়াই কোর্‌বো, এই আমার সঙ্কল্প। ডাকাতদের যে দুটো ঘোড়াতে আমরা চোড়ে এসেছিলেম, সে দুটো কি হবে, সরাইওয়ালা সেই কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমি উত্তর কোল্লেম, গ্রাম্যপুলিস যে রকম বিবেচনা করেন,—যে রকম পরামর্শ দেন, তাই কোরো।"

আমরা গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেম। আধ ঘণ্টার মধ্যে এপিনাইনপর্ব্বতের সীমা ছাড়িয়ে পোড়্‌লেম। পিস্তোজা নগরের ভিতর দিয়ে আমরা যেতে লাগ্‌লেম। পিস্তোজা থেকে ফ্লোরেন্স্‌ নগর প্রায় পঁচিশ মাইল দুর। তস্কানীর রাজ্যসীমায় আমরা উপস্থিত। যতই অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম, স্থানীয় শোভা ততই আমাদের চক্ষে মনোরম দেখাতে লাগ্‌লো। তখন বেশ পরিষ্কার দিনমান। গ্রীষ্মকালে উদ্যানের বৃক্ষলতার যেমন নবীন দৃশ্য দেখা যায়, সেখানকার সমস্তই সেই রকম। আমরা একটা নদীর তীর দিয়ে যেতে লাগ্‌লেম। সেই নদীর গভীর জলে বড় বড় বৃক্ষ-শাখার ছায়া পোড়েছে। কুঞ্জে কুঞ্জে নানাজাতি বিহঙ্গমগণ সানন্দে মধুর-কণ্ঠে গীত ধোরেছে। দেখে শুনে আমার মনে তখন আমার জন্ম-ভূমি ইংলণ্ডের মধুময় বসন্ত-ঋতুর ভাবোদয় হোতে লাগ্‌লো। যাচ্চি, ডাকাতেরা সঙ্গ নিয়েছে কি না, বরাবর এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। পিস্তোজা সহর ছাড়িয়ে যখন আমরা ক্রমশই তস্কানীর দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম, মনের শঙ্কাটা তখন ক্রমে ক্রমে কোমে আস্‌তে লাগ্‌লো। এপিনাইন-পর্ব্বতমালা এত পশ্চাতে পোড়ে থাক্‌লো যে, দূর থেকে কেবল নীলবর্ণ মেঘমালার মত বোধ হোতে লাগ্‌লো। এক জায়গায় ঘোড়াবদল হলো। অবিরাম-গতিতে গাড়ী চোল্‌তে লাগ্‌লো। বেশী বেলা হোতে না হোতেই আমরা ফ্লোরেন্স্‌ নগরে উত্তীর্ণ হোলেম।

অলিভিয়ার পিতা-মাতা যে হোটেলে থাক্‌বেন, পূর্ব্বে কথা হয়েছিল, অলিভিয়া সে হোটেলের নাম জান্‌তেন। সেইখানে উপস্থিত হয়ে, তাঁর মনের সমস্ত আশঙ্কাই দূর হয়ে গেল। অবিলম্বেই পরমানন্দে কুমারী অলিভিয়া পিতা-মাতার অঙ্কবাসিনী হোলেন। কাপ্তেন রেমণ্ডও সেই হোটেলে আছেন। ডাকাতী-হাঙ্গামার পরেই তাঁর দ্রুতগতি ফ্লোরেন্স নগরে এসে পৌঁছেছিলেন। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা আমার সাক্ষাতে যে কথা বোলেছিলেন, সেই কথাই ঠিক। ডাকাতের হাত থেকে অলিভিয়াকে মুক্ত কর্‌বার জন্য, অলিভিয়ার পিতা ডিউকের সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা কর্‌বার যোগাড়ে ছিলেন। প্রাণাধিকা কন্যার জন্য লর্ড-দম্পতী মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য কোরেছেন। মেয়েটীকে কোলে পেয়ে, তাঁদের তখন আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাক্‌লো না, সে কথা উল্লেখ করাই

বাহুল্য। আমারেও তাঁরা যথোচিত প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন। লর্ড-পরিবারের অনুচর আর সহচরীর জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত ছিলেম। তাদের কপালে যে কি ঘোট্‌লো, তারা যে কোথায় গেল, কিছুই আমি জান্‌তে পারি নাই। তখন দেখ্‌লেম, তারাও সেখানে আছে। তাদের কাহারও কোনপ্রকার বিপদ ঘটে নাই। সহচরী কেবল কোচ্‌বাক্সের উপর মূর্চ্ছা গিয়েছিল, তাই আমি দেখেছিলেম। অনুচরও ডাকাতের প্রহারে রাস্তার উপর অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিল।

কাপ্তেন রেমণ্ড প্রথম প্রথম আমারে যেন সামান্য একজন চাকরের মতই ভাব্‌তেন। সেইদিন সেই সময়ে তিনি বেশ সরল অন্তরে সস্নেহে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, প্রফুল্ল-বদনে পুনঃপুন সাধুবাদ দিলেন। কুমারী অলিভিয়াকে পূর্ব্ব-রাত্রে আমি যে রকম ঘটনার কথা বোলেছিলেম, তাঁদের কাছেও ঠিক সেই সেই কথা বোল্লেম। কথাগুলি সমস্তই সত্য। কেবল এঞ্জিলো ভল্‌টেরার নামটী প্রকাশ কোল্লেম না। একজন অজ্ঞাত বন্ধুডাকাত আমাদের উভয়ের উদ্ধার সাধনের উপায়কর্ত্তা, সেই কথা বোলেই আসল কথাটী চেপে রাখ্‌লেম।

প্রশান্তগম্ভীর-বদনে কাপ্তেন রেমণ্ড সেই সময় বোল্লেন, "ভাগ্যক্রমে অন্য প্রকারেই আমাদের মঙ্গল ঘোটে গেল। গ্রাণ্ড ডিউকের দর্‌বারে সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করা হতো বটে, কিন্তু পাওয়া যেত না। এখানে আমি কোনসূত্রে শুনেছি, ডিউকের সেনাদলের সাহায্য আমরা পেতেম না। মার্কো উবার্টি আর তার বিভীষণ দস্যুদল সেই সকল সৈন্যকে এপিনাইন গিরিপথে এম্‌নি জব্দ কোরেছে, তারা আর সে পথে অগ্রসর হোতে চায় না!—যদিও যেতো, ভঙ্গ দিয়েই পালিয়ে আস্‌তো;—যুদ্ধে হয় ত মারাই পোড়্‌তো! উবার্টির সঙ্গে মুখামুখী লড়াই কর্‌বার উপক্রম কোরে, বারবার তারা হেরে এসেছে! এই সকল হেতুবাদে আমি নিশ্চয় বুঝেছিলেম, তস্কান রাজ-পুরুষেরা এককালেই হয় ত সে ক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণে অসম্মত হোতেন!"

আমি বোল্লেম, যথার্থই এটা অসাধারণ ব্যাপার! কেননা, ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করা যদি সাধ্যায়ত্ত হতো, তস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউক কদাচ তা হোলে এত দীর্ঘকাল চুপ কোরে থাক্‌তেন না।"

কাপ্তেন রেমণ্ড বোল্লেন, "কেন এতদিন ওরকম চেষ্টা হয় নাই, তার হয় ত অন্য কারণ আছে। যখন আমরা এই হোটেলে উপস্থিত হই, হোটেলের মালিক তখনই আমাদের বোলেছে, গ্রাণ্ড ডিউক সেই দুরন্ত মার্কো উবার্টিকে গ্রেপ্তার কোরে সাস্তি দিতে পারেন না;—কিছু যেন ভয় ভয় কোরে চলেন!"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভয়ঙ্কর দস্যুদলপতি মার্কো উবার্টি ইতিপূর্ব্বে ডিউকসংসারের সেনাদলে চাকরী কোত্তো, সেই জন্যই কি ঐ রকম? তা যদি হয়; একজন বিতাড়িত দুরন্ত চাকরের প্রতি তস্কানরাজের তবে ত বড়ই চমৎকার অনুগ্রহ!"

কাপ্তেন রেমণ্ড বোল্লেন, "কেন যে এমন কাণ্ড, কেহই সে কথা বোল্‌তে পারে না।

কেহ কেহ অনুমান করে, মার্কো উবার্টি এই রাজসংসারের এমন কোন গুরুতর গুহ্যবৃত্তান্ত জানে, গ্রাণ্ড ডিউক কিছুতেই সেটা প্রকাশ হোতে দিবেন না। আরও কেহ কেহ বলে, মার্কো উবার্টি যে সব গুহ্যকথা জানে, সে সব হয় ত রাজ্যসংক্রান্ত নয়, পারিবারিক গুহ্য কথা। কথাটা এত গুরুতর যে, অন্যলোকে সে কথার কিছুমাত্র জানতে পারে, কোন ক্রমেই ডিউকের সে রকম ইচ্ছা নয়। হোটেলের কর্ত্তার মুখে যে রকম শুনা হয়েছে, তাতে কোরে বুঝা যায়, মদ খেতে খেতে ঝগ্‌ড়া কোরে, মার্কো উবার্টি যখন সেনাদলের একজন সৈনিক পুরুষকে কেটে ফেলে পালিয়ে যায়, তখন রাজসংসারের কতকগুলো ভারী দরকারী কাগজ চুরী কোরে নিয়ে পালিয়ে গেছে। সে সকল দরকারী কাগজ অপরের হস্তগত হোলে, অপরাপর মিত্ররাজার সঙ্গে গ্রাণ্ড ডিউকের সদ্ভাব থাকবে না, রাজ্য পর্য্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হবে, এমন কথাও কেহ কেহ বলাবলি করে। যাই কেন হোক্ না, ডাকাত মার্কো উবার্টি এই রাজসংসারের এমন কোন নিগূঢ় রহস্য অবগত আছে, যাতে কোরেই সে তস্কানরাজের এতদূর অনুগ্রহভাজন। এ বিষয়ের পরিষ্কার পরিষ্কার প্রমাণ আছে। উবার্টি যখন দল বেঁধে, এপিনাইনপর্ব্বতের নিকটে নিকটে, তস্কাননগরের বক্ষের উপর, ছদ্মবেশে ডাকাতী আরম্ভ করে, সেই সময় দুবার ধরা পোড়েছিল। দুবার দুবারই তার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছিল। আশ্চর্য্য প্রকারে পুলিসের সঙ্গে যোগ কোরে, দুবার দুবারই নিরাপদে পালিয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় নিজের প্রজাগণকে রক্ষা কোত্তে, তস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউক যখন এতদূর উদাসীন, তখন যে একজন ইংরাজ-কুমারীর উদ্ধারের জন্য ডাকাতের দলে তিনি সৈন্য পাঠাবেন,—আমাদের সাহায্য কোর্‌বেন,—এটা কি কখনো সম্ভব হোতে পারে?"

ও প্রসঙ্গে সেই পর্য্যন্তই আমাদের কথোপকথন শেষ হলো। এখন আমাদের নিজের কথা আসুক। ডাকাতেরা লর্ড-দম্পতীর, আর কাপ্তেন রেমণ্ডের, সমস্ত টাকা, সমস্ত জহরাৎ, লুটে নিয়েছে। সিন্দুক ভেঙে, ভাল ভাল পরিধানবস্ত্রও বাহির কোরে নিয়ে গেছে। শেষে আমি জান্‌তে পাল্লেম, আমার নিজের কাপড়গুলি পর্য্যন্তও ছেড়ে যায় নাই। যেখানে আমাদের ডাকাতে ধরে, তারি নিকটবর্ত্তী গ্রামের হোটেলওয়ালা যদি ভদ্রতা কোরে সাহায্য না কোত্তেন, হৃতসর্ব্বস্ব পথিকেরা রাহাখরচের অভাবে, ফ্লোরেন্স নগরে পৌঁছিতে পাত্তেন না। ডাকাতের হাতে তাঁরা সর্ব্বস্ব হারিয়েছেন। তবে নিজের নিজের যে সকল দরকারী কাগজপত্র তাঁদের নিকটে ছিল, সেগুলি অক্ষত আছে;—সেগুলি ডাকাতে লুট করে নাই। লর্ড রিংউল আর কাপ্তেন রেমণ্ডের বরাত-চিঠীগুলি যে সকল ব্যাঙ্কের নামে স্বাক্ষর করা ছিল, সেগুলি তাঁরা হারান নাই। ভাগ্যে ভাগ্যে সেগুলি তাঁদের সঙ্গেই ছিল। সেই জোরেই শীঘ্র শীঘ্র অর্থের অভাব পূরণ করে নিয়েছেন। আমার যে সকল জিনিসপত্র গিয়েছে, তার ক্ষতিপূরণের জন্য কাপ্তেন রেমণ্ড বিশেষ সততা জানিয়ে—বিশেষ জেদাজেদি কোরে, আমারে অনেকগুলি টাকা দিলেন। সেগুলি আমার ক্ষতিপূরণ। কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝলেম, শুধুই

কেবল ক্ষতিপূরণ নয়, গতরাত্রে আমি নিজে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েও যে রকম দুঃসাহসিক কাজ কোরে এসেছি, সে কাজেরও পুরস্কার।

সেইদিন বেকালে লর্ড রিংউলের নিজের বস্‌বার ঘরে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেইখানে আমি গেলেম। তিনি আছেন, তাঁর স্ত্রী আছেন, আর তাঁদের প্রিয়তমা কন্যা অলিভিয়া আছেন। পুনর্ব্বার তাঁরা আমারে সাধুবাদ দিলেন। কুমারী অলিভিয়া সেই সময় আমার হাতে একটী পুলিন্দা দিলেন। বোলে দিলেন, "যেরূপ উপকারঋণে আমি তোমার কাছে ঋণী, সে ঋণের পরিশোধ নাই। তবে আমি এটী তোমারে উপহার দিচ্চি কেন? এটী দেখে তোমার মনে পোড়্‌বে, তাদৃশ মহত্ত্ব দেখিয়ে যার তুমি পরম উপকার কোরেছ, সে তোমার কাছে অকৃতজ্ঞ নয়।"

সেলাম কোরে আমি বিদায় হোলেম। হোটেলের যে ঘরে আমি থাকি, সেই ঘরে প্রবেশ কোরে, কুমারীদত্ত পুলিন্দাটী আমি খুলে দেখ্‌লেম। একটী পরমসুন্দর সোণার ঘড়ী, আর একছড়া অতি সুন্দর সোণার চেইন্‌। নানাকারণ চিন্তা কোরে, সাদরে সেই উপহার আমি গ্রহণ কোল্লেম। যাঁর উপকারের উপলক্ষ আমি হয়েছিলেম তাঁর হস্তের সেই উপকারের স্মরণচিহ্নস্বরূপ সেই নিদর্শন, তাই জন্য সেটী আমার আদরের জিনিস। আর কিসে আদরের? গতরাত্রে ডাকাতে আমার নিজের ঘড়ী চুরি কোরেছে। ঘড়ী একটী বড় দরকারী জিনিস। একটী গেল, তার বদলে আর একটী পেলেম, সে জন্যও আমার আদরের। পূর্ব্বে আমি যথাস্থানে বোল্‌তে ভুলেছি, ডাকাতের প্রহারে ডাকগাড়ীর কোচ্‌বাক্স থেকে রাস্তায় পোড়ে অজ্ঞান হই, ডাকাত সেই অবকাশে আমার যথাসম্বল টাকাগুলি, আর সেই ঘড়ীটী, চুরী কোরেছিল।

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ।

ডিউকের দরবার।

কিছুদিন যায়,—ফ্লোরেন্স্‌ নগরের সরকারী বাড়ীগুলি দেখে দেখে আমি আমোদ কোরে বেড়াই। নগরমধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সুন্দর সুন্দর দেখ্‌বার জিনিস আছে, সেইগুলি দেখি। আর্ণো নদীর তীরবর্ত্তী স্থানগুলি পরমসুন্দর। পরিতৃপ্তনয়নে সেই স্থান দর্শন করি। একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে যখন আমি গাত্রোত্থান করি, প্রথমেই মনোমধ্যে উদয় হলো, আজ ১৮৪১ সালের ১৫ই নবেম্বর। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন্‌ যে দিন আমারে দুই বৎসরের জন্য দেশভ্রমণে যাত্রা কর্‌বার অনুমতি দেন, সেই স্মরণীয় দিন থেকে সূক্ষ্মগণনায় ঠিক দ্বাদশ মাস পরিপূর্ণ। সেই ১৫ই নবেম্বর থেকে আজ ঠিক এক বৎসর আমি বিদেশে।

হাঁ, ঠিক এক বৎসর। ওঃ! এই এক বৎসরের মধ্যে কত কতই অপূর্ব্ব ঘটনা ঘোটে গেল! এই এক বৎসরে যা কিছু আমি দেখ্‌লেম,—যা কিছু আমি ভোগ কোল্লেম, ঠিক একজন মানুষের চিরজীবনের ভোগ;—চিরজীবনের কার্য্য;—চিরজীবনের ঘটনা! এইরকম বহুদর্শনে জ্ঞান কি আমার বেড়েছে? মানবহৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোচনা কর্‌বার শক্তি কি আমার জন্মেছে? হাঁ;—ঐ দুটী প্রশ্নের উত্তরে হৃদয়ের সাহসে আমি উচ্চারণ কোত্তে পারি, হাঁ!

এক বৎসর উড়ে গেল। আর এক বৎসর বাকী। ভাগ্যের ফলাফল আমার কি রকম, আশার পরিণাম আমার কি রকম, সেইটী পরীক্ষা কর্‌বার জন্য আর একবর্ষ অবসানে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে আমি ফিরে যাব। প্রস্থানের অগ্রে সেই বৃদ্ধ মহৎলোক আমারে কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন? তিনি বোলেছিলেন, "পরীক্ষার এই দুই বৎসর পরে যদি তুমি দেখ, ইতিমধ্যে কোন অপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার দৌহিত্রীর পাণিগ্রহণে তুমি অযোগ্য হয়েছ, তা হোলে এখানে আর ফিরে এসো না। ফিরে না আসাই তখন তোমার বুদ্ধিমানের কাজ হবে,—জ্ঞানবানের কাজ হবে,—সম্ভ্রমেরও কাজ হবে।"—হাঁ,—এই সবকথা তিনি বোলেছিলেন। হাঁ,—সার্ মাথ্ হেসেল্‌টাইনের ঠিক এই রকম কথা। আমার বোধ হোচ্চে, যখন তিনি ঐ সব কথা বলেন, তখন যেমন কোরে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়েছিলেন, আমি দেখ্‌তে পাচ্চি,—এখনও—এখনও যেন তিনি ঠিক সেই রকমে আমার পানে চেয়ে রয়েছেন। অক্ষুণ্ণ-অন্তরে হৃদয়ে হস্তার্পণ কোত্তে আমি কি এখন অসমর্থ? একজন দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতক জুয়াচোর, সেই সাধুলোকের প্রদত্ত সমস্ত অর্থগুলি জুয়াচুরী কোরে নিয়েছে;—আবার আমি কার্য্যগতিকে নিকৃষ্ট দাসত্বে বাঁধা পোড়েছি। এই ত আমার অপরাধ। এই অপরাধে কি তিনি আমারে আনাবেল সম্প্রদানে অসম্মত হবেন? এতই কি নিষ্ঠুরভাব ধারণ কোর্‌বেন? আবার তাঁর কাছে অর্থসাহায্য না চেয়ে, নির্দ্দোষ-পরিশ্রমে আপনার জিবীকা আপনি অর্জ্জন কোচ্চি, এটা আমার পক্ষে ভাল কি মন্দ, এ বিবেচনাকে তিনি কি মনোমধ্যে একটুও স্থান দিবেন না? আমার পরীক্ষার দ্বিতীয়বর্ষে কি রকম ঘটনা যে হবে, একমাত্র জগদীশ্বরই সে কথা জানেন। এটা কিন্তু নিশ্চয় যে, কোন প্রকার প্রলোভনে,—কোন প্রকার কুপথে, আমার মতি যাবে না। যতই মধুর,—যতই মনোহর,—যতই প্রবর্ত্তক প্রলোভন উপস্থিত হোক্ না কেন, সাধুপথের অনুসরণে যে রকমে আমি প্রথম বর্ষ অতিক্রম কোল্লেম, কোন গতিকেই, ইচ্ছাবশে, দ্বিতীয় বর্ষে, সেইসাধুপথ পরিভ্রষ্ট হয়ে, কদাচ কুপথে বিচরণ কোর্‌বো না, এই আমার দৃঢ় পণ। ১৮৪২ সালের ১৫ই নবেম্বর যখন এসে উপস্থিত হবে, সমান পবিত্রহৃদয়ে তখন সেই বৃদ্ধ মহৎলোকের সমীপে উন্নতহৃদয়ে অকুতোভয়ে আমি গিয়ে দাঁড়াবো। সস্নেহে বাহুবিস্তার কোরে, তিনি আমারে আলিঙ্গন কোর্‌বেন। এই ত আমার আশা। ওঃ! তিনি নিজেই বোলে দিয়েছেন,—সেইদিন—যেদিন আমি নিষ্কলঙ্কে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হব, সেইদিন সেই রমণীয় প্রাসাদে মহা

মহোৎসবের ধুম পোড়ে যাবে। ভ্রমণকারী ঘরে ফিরে এলো, শুধুই কেবল সেই মহোৎসব নয়;—আরও শুভদিন;—আরও শুভ আশা। সুন্দরী আনাবেল আমার চির-আশার ধন;—সেই শুভদিনে শুভক্ষণে আনাবেল অবশ্যই আমার হবেন!

আশায় আশঙ্কায় জড়ীভূত হয়ে, মনোমধ্যে আমি ঐ রকম চিন্তা কোচ্চি, সেই সঙ্গে অকস্মাৎ একটা মর্ম্মভেদী কথা আমার মনে পোড়্লো। এই দ্বাদশ মাসের মধ্যে একটা মর্ম্মান্তিত পীড়াকর ঘটনা হয়েছে। সে ঘটনা কি? পাঠকমহাশয়কে আর বোলে দিতে হবে না,—হতভাগিনী কালিন্দী, আর আমার সেই ছেলে! যখনই আমি সেই কথা মনে করি, তখনই আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হয়!—আনাবেল লাভের আশাকে হারাই হারাই মনে হয়!

চিন্তার কথা চিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে থাকুক্;—এখনকার উপস্থিত কথা এখন বলি। যে দিনের কথা আমি বোল্‌ছি, সেদিন ১৮৪১ সালের ১৫ই নবেম্বর। সেই দিন তস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউকের রাজপ্রাসাদে মহা সমারোহে মহাদরবার। বহুলোকের নিমন্ত্রণ,—বহুলোকের সমাগম,—বহুলোকের অভ্যর্থনা। ব্রিটনের রাজাদের লেভি, আর বিবিদের বৈঠক, যেপ্রকার সমারোহে সম্পন্ন হয়,গ্রাণ্ড ডিউকের দরবার ঠিক সেই রকম। এ দরবারে উচ্চ উচ্চশ্রেণীর বড় বড়দরের স্ত্রী-পুরুষের অভ্যর্থনা। লর্ড রিংউল, লেডী-রিংউল, কাপ্তেন রেমণ্ড, সেই দরবারে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। পর্ব্বতপথের ডাকাতীর পরদিন থেকে আমার নূতন মনিব কাপ্তেন রেমণ্ড আমার সঙ্গে মিত্রব্যবহার কোরে আস্‌ছেন। সেই দিন সকালবেলা খানাখাবার সময় তিনি আমারে বোল্লেন, "রাজ-দরবারে মহাসমারোহ, তোমার কি সেটী দর্শন কর্‌বার ইচ্ছা আছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "যদি সুবিধা হয়, সে রকম সমারোহ দর্শনে আমার নিতান্ত আগ্রহ—নিতান্ত আমোদ—নিতান্ত বাসনা।"

"আচ্ছা তাই হবে।"—সদয়ভাবে কাপ্তেন রেমণ্ড বোল্লেন,"আচ্ছা, অবশ্যই তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে। দরবারে তুমি যেতে পাবে। আমি শুনেছি, যে ঘরে দরবার, সে ঘরে সুবিস্তৃত গ্যালারী আছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছাড়া, অপরাপর ব্যক্তিরাও যোগাড় কোত্তে পাল্লে, গ্যালারীর টিকিট প্রাপ্ত হবে। এখানকার রাজসভায় যে ইংরাজপ্রতিনিধি আছেন, লর্ড রিংউল বাহাদুর সেই প্রতিনিধির দ্বারা একখানি টিকিট প্রাপ্ত হয়েছেন। তোমারে সঙ্গে রাখ্‌বার জন্যই সেই টিকিটখানি সংগ্রহ করা। এই দেখ সেই টিকিট। খুব ভালরকম পোষাক পোরে যেও। এই পর্য্যন্ত বোলে,মৃদু হেসে,কাপ্তেন রেমণ্ড আরও বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! তোমার চেহারা দেখে আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি, গ্যালারীতে তোমার অপেক্ষা রূপবান্ যুবা আর একজনও থাক্‌বে না।"

কাপ্তেন রেমণ্ডকে ধন্যবাদ প্রদান কোরে, টিকিটখানি আমি গ্রহণ কোল্লেম। আমারই জন্য লর্ড রিংউল সেই টিকিটখানি সংগ্রহ কোরেছেন, তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য কাপ্তেনসাহেবকে অনুরোধ কোল্লেম।

ঘর থেকে আমি বেরিয়ে যাবার উপক্রম কোচ্চি, পশ্চাতে ডেকে কাপ্তেন আমারে বোল্লেন, "হাঁ, ভাল কথা। ব্রিটিস মন্ত্রীর বাড়ীতে আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে। দরবার ভঙ্গের পর তোমার আর এখানে কোন কাজ নাই। তখন তোমার ছুটী।"

কাপ্তেনের সম্মুখ থেকে যখন আমি চোলে এলেম, তখন ভাব্‌লেম, কাপ্তেনসাহেব ইচ্ছা কোরেই আমারে ছুটী দিলেন। খুব ভালই হলো। আমার মনে যথার্থই সে দিন পর্ব্বদিন। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন যে দিন আমারে সম্পূর্ণ সুখের আশা দিয়ে, দেশ ভ্রমণে প্রেরণ কোরেন, সেই দিন থেকে ঠিক একবর্ষ পরিপূর্ণ। সুখের উল্লাসে মনও আমার পরিপূর্ণ। নিজের ঘরে চোলে গেলেম। ভাল পোষাক পরিধান কোল্লেম। বেলা দুইপ্রহরের পূর্ব্বে রাজবাড়ীতে যাত্রা কোল্লেম। টিকিটখানি দেখিয়ে, অবাধে গ্যালারীতে স্থান পেলেম। উত্তম উত্তম পোষাকপরা সাহেব-বিবিতে গ্যালারীর অর্দ্ধেকের অধিকস্থান তখন পূর্ণ হয়ে গেছে। তথাপি সম্মুখাসনের পশ্চাতের তৃতীয় শ্রেণীতে আমি আসন গ্রহণ কোল্লেম। দরবার আরম্ভ হবার তখনও আধঘণ্টা দেরী। সেই আবকাশে দরবারের ঘরটী আমি ভাল কোরে দেখে নিলেম। যেমন প্রশস্ত, তেমনি উচ্চ। গ্যালারীর দিকে প্রবেশদ্বারের নিকট থেকে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত অতিসুন্দর বেগুনি রঙের মখ্‌মলমোড়া;—প্রস্থ প্রায় ছয় হাত। মখ্‌মলের উপর সোণালির কাজ করা। গ্রাণ্ড ডিউক আর তাঁর মহিষী যে স্থানে উপবেশন কোর্‌বেন, সেখানে দুখানি সুশোভিত সিংহাসন পাতা। গবাক্ষে গবাক্ষে সুরঙ্গিণ আয়না। মাঝে মাঝে সুনিপুণ চিত্রকরচিত্রিত নানাবিধ চিত্রপট। দেয়ালের ধারে ধারে নানারকম পাথরের পুতুল, বিচিত্র বিচিত্র ফুলদান। সভাগৃহ তখনও পর্য্যন্ত জনতা-শূন্য।

বেলা দুইপ্রহরের পর আধঘণ্টা অতীত। ঠিক সেই সময়ে সভাভূমির বাহিরে অতি সুস্বরে রণবাদ্য বেজে উঠ্‌লো। সভামধ্যে গভীরনিনাদে প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো। যেখানে রাজসিংহাসন, তারি পাশের দরজা দিয়ে রাজপ্রবেশের রেসালা দেখা দিল। সর্ব্বপ্রথমে সৈন্যসামন্তশ্রেণী। প্রদেশের সর্ব্বসমারোহের রীতিই এই, সৈন্যসামন্ত না থাক্‌লে কোন সমারোহেরই পূর্ণ শোভা হয় না। যে দিকে সব পুতুল আর ফুলদান, রাজসেনারা দুইসার গেঁথে, তারি সম্মুখে খাড়া হলো। সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে দরবারী পোষাকপরা বড় বড় সম্ভ্রান্তলোক দেখা দিলেন। যে প্রস্তরময় বেদীর উপর সিংহাসন, সেই বেদীর দুই পাশে, পর্য্যায়-ক্রমে সকলেই তাঁরা আসন গ্রহণ কোল্লেন। তার পর আর পাঁচ ছয়টী বড়লোক একত্র দলবদ্ধ হয়ে, সভা-মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। সিংহাসনের পাশেই তাঁরা বোস্‌লেন। তাঁদের সঙ্গে অপর লোক কেহই ছিল না। পরে আমি জান্‌লেম, তস্কানসভার রাজমন্ত্রী তাঁরা। এই পরিচয়টী যাঁর মুখে পেলেম, তিনি একজন ইটালিক ভদ্রলোক;—বয়স কিছু বেশী। বেশ অমায়িক ভাব। সোপানমঞ্চে ঠিক আমারই পাশে তিনি বোসেছিলেন। কথার কৌশলে বুঝ্‌লেম, তিনি মোটামুটি ইংরাজী কথা কইতে পারেন।

মন্ত্রীদলের প্রবেশের পরক্ষণেই সভাভূমির বাহিরে উচ্চনাদে বাদ্যধ্বনি হোতে লাগ্‌লো। সেনাগণ নিষ্কোষিত অস্ত্র প্রদর্শন কোল্লে। গ্যালারীর সমস্ত লোক টুপী খুলে হাতে নিলেন। রাজা রাণী প্রবেশ কোচ্ছেন;—তাঁ রা প্রবেশ কোল্লেন। রাজ-সম্মানে সমাদৃত হয়ে,সমুজ্জ্বল গম্ভীরবদনে তাঁরা সিংহাসনে আরূঢ় হোলেন। রাজকিঙ্কর, রাজ্ঞীর সহচরী দল, আর অপরা পর রাজভৃত্যেরা সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদে পরিবৃত হয়ে, বেদীর দুই ধারে সার গেঁথে দাঁড়ালো। গ্যালারীর নীচের প্রবেশদরজা সেই সময় খুলে দেওয়া হলো। সুন্দর সুন্দর পোষাকপরা সাহেব-বিবি দলে দলে প্রবেশ কোত্তে লাগ্‌লেন। দলের প্রথমেই আমি দেখ্‌লেম,—লর্ড রিংউল, লেডী রিংউল;—তাঁদের ঠিক পশ্চাতে কাপ্তেন রেমণ্ড;—রেমণ্ডের বাহু অবলম্বিনী সুন্দরী অলিভিয়া।—কুমারী অলি-ভিয়ার রূপ দেখে, দর্শকদল যেন চমকিত হয়ে গেলেন। দলের সমস্ত লোক ঘরের অপর দিকে চোলে গেলেন। যাঁরা অগ্রে অগ্রে ছিলেন, অভ্যর্থনাকার্য্য আরম্ভের সময় পর্য্যন্ত তাঁরা সসম্ভ্রমে বেদীর কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি কোত্তে লাগ্‌লেন। ক্রমশই জনতা বৃদ্ধি। তত লোক, তথাপি কিন্তু ভিড় নাই,—ঠেলাঠেলি নাই। সকলেই সকলের চেহারা স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্‌তে পেতে লাগ্‌লো। যে যে পুরুষ মহা সম্ভ্রান্ত, যে যে কামিনী পরমসুন্দরী, সকলের চক্ষুই তাঁদের দিকে নিক্ষিপ্ত হোতে লাগ্‌লো। হঠাৎ আমি দেখ্‌তে পেলেম, গ্যালারীর ঠিক্ সম্মুখে সমস্তলোক কেমন একরকম চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেন। কেন সে রকম চাঞ্চল্য, তার কারণ অবধারণ কোত্তে আমার বড় বেশীক্ষণ লাগ্‌লো না। একটী সুন্দরী যুবতী একটী বৃদ্ধলোকের বামহস্ত ধারণ কোরেছেন, আর একটী রমণী সেই বৃদ্ধের দক্ষিণহস্ত ধারণ কোরে আছেন। এ কি?—এ কি? আমার চক্ষের কি ভুল হোচ্চে? সত্যই কি তাঁরা এ দরবারে এসেচেন? কাদের আমি দেখ্‌ছি? কারা তাঁরা? ওঃ! কি আশ্চর্য্য সংঘটন! সত্যই কি তাই?—হাঁ,সার মাথু হেসেল্‌টাইন, আনাবেল, আর আনাবেলের জননী!

হাঁ,সত্যই ত তাঁরা!—সপ্নও নয়,—ভ্রমও নয়,—কিছুই নয়। সত্যই তাঁরা দরবারস্থলায় উপস্থিত! আনাবেলের রূপলাবণ্য দর্শন কোরে, সকলের নেত্রই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আঃ! অলিভিয়া এইবার তোমার বদনচাঁদে গ্রহণ লাগ্‌লো! আনাবেলের রূপ তখন কতই যেন বেড়ে উঠেছে! সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদে,—সুন্দর সুন্দর ভূষণে! আনাবেলকে তখন কতই সুন্দরী দেখাচ্চে! মুখখানি তখন আমি দেখ্‌তে পেলেম না;—কিন্তু সৌন্দর্য্যের দীপ্তিছটা মনে মনেই কল্পনা কোরে নিলেম। আনা-বেল কুমারীসুলভ সলজ্জবদনে মাথাটী হেঁট কোরে, সভাভূমির স্বর্ণমণ্ডিত মখ্‌মলের উপর ধীরে ধীরে পদক্ষেপ কোচ্চেন।

অকস্মাৎ অভাবনীয়রূপে আমার হৃদয়ের প্রেমাধার আনাবেলকে সেইখানে দর্শন কোরে, সহসা আমার মনে যেরকম হর্ষ-বিস্ময়ের উদয় হলো, তখনকার সে ভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ক্ষণকাল কোন দিকেই আর আমার চক্ষু গেল না,

কোন দিকেই মন গেল না, নয়ন-মন কেবল সেই একদিকেই সমাকৃষ্ট। সে রূপ যেন আমি আর কথনও দেখি নাই, ঠিক সেই রকম বিভ্রান্ত হয়ে, অনিমেষনয়নে আনাবেলের রূপ আমি দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। অবশেষে হঠাৎ আমার মনে হলো, গ্যালারীতে যাঁরা যাঁরা আমার কাছে বোসে আছেন, আমার ঐরকম ভাব দেখে, পাছে তাঁরা কোন রকম বিস্ময় বোধ করেন। তৎক্ষণাৎ বামে দক্ষিণে কটাক্ষপাত কোল্লেম। তৎক্ষণাৎ আমার সংশয় ভঞ্জন হলো। যেদিকে আমার চক্ষু, তাঁদের সকলের চক্ষুও সেই দিকে;—আর কোন্ দিকে কোথায় কি হোচ্চে, সেদিকে তাঁদের কাহারও কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই।

সেই সময় আমি বিশেষ কৌতুকী হয়ে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের দিকে, আনাবেলের জননীর দিকে, দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগ্‌লেম। তাঁদেরও মুখ দেখ্‌তে পেলেম না। আমার চাক্‌রীর প্রথম অবস্থায়, সার মাথুকে যেরকম ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেখেছিলেম, এখন আর সে ভাব নাই। তিনি এখন বেশ সবল হয়েছেন, বেশ সোজা হয়ে সভাভূমে চোলে আস্‌ছেন। তাঁর কন্যাও পূর্ব্বের মত পীড়িত নন। বেশ সুস্থশরীরে, সুন্দর পরিচ্ছদে, বিলক্ষণ সৌন্দর্য্য বেড়েছে। সে সভায় দেশী বিদেশী সুন্দরী রমণীর অভাব ছিল না; কিন্তু আমি দেখ্‌লেম, মোহিনীরূপিণী আনাবেলের দিকেই সমভাবে সকলের নিরবচ্ছিন্ন চমকিতদৃষ্টি।

ইতিপূর্ব্বে যে ইটালিক ভদ্রলোকের কথা আমি বোলেছি, যিনি আমার পাশেই বোসে ছিলেন, সবিস্ময়ে তিনি আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "আহা! আহা! কি সুন্দরী মেয়েটী! কি চমৎকার গড়ন! কি সুমধুর ভঙ্গী! আহা! কি কোরে ঐ মুখখানি একবার দেখি? যেমন লাবণ্য, তেম্‌নি যদি মুখখানি—বাঃ! তুমি যে দেখ্‌চি, চকিতমাত্রেই ঐ কামিনীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পোড়েছ!—বোধ হয় তোমারই স্বদেশী মেয়ে। অপরূপ সুবর্ণকেশরাশি দর্শন কোরে, স্পষ্টই সেটী বুঝা যাচ্চে। আহা! কি অপরূপ! কি অপরূপ! কি চমৎকার! কি সুমধুর সৌন্দর্য্য!"

আমিও সেই রকম মৃদুস্বরে অন্যমনস্কভাবে প্রতিধ্বনি কোল্লেম, "হাঁ, অপরূপ সৌন্দর্য্য! সুমধুর সৌন্দর্য্য!" আমার কথা শুনতে শুনতেই আনাবেলের রূপমোহিত সেই ভদ্রলোকটী আবার সকৌতুকে আনাবেলের রূপের দিকে নয়ন ফিরালেন।

অভ্যর্থনা আরম্ভ হলো। নিমন্ত্রিত লোকেরা দুটী দুটী কোরে, যুগলরূপে, সভামঞ্চের দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেন। রাজদম্পতী সেই সময় সিংহাসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, উঠে দাঁড়ালেন। অভ্যাগতেরা সসম্ভ্রমে রাজদম্পতীকে যথাবিধি অভিবাদন কোল্লেন। অভ্যর্থনার সময় হস্তচুম্বনের আড়ম্বর থাক্‌লো না। অভ্যর্থনার প্রণালী এইরকম। দলস্থ লোকেরা সেই মখ্‌মলের একধারে সারিবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে সিংহাসনের সম্মুখে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেন;—তদনন্তর মখ্‌মলের গালিচার অপরপ্রান্তে সোরে সোরে গেলেন। তার পর ক্রমে ক্রমে গ্যালারীর

নীচের দ্বার দিয়ে, একে একে বিনিষ্ক্রান্ত হোলেন। আমি দেখ্‌লেম, কুমারী অলিভিয়ার রূপে রাজরাণী যেন বিমোহিত হোলেন। মৃদুপদসঞ্চারে অলিভিয়া যখন চোলে যান, রাণী ক্ষণকাল সমুজ্জ্বলনয়নে তাঁর দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। খানিকক্ষণ পরে আনাবেলের হাত ধোরে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন্ সিংহাসনের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের ঠিক পশ্চাতে আনাবেলের জননী। জোড়া জোড়া যেতে হয়। সে রীতি অবলম্বন না কোরে, যে কয়েকটী রমণী পৃথক্ পৃথক্ ছিলেন, তাঁরাও সেই সময় সিংহাসনের নিকটে অগ্রবর্ত্তিনী হোলেন। তস্কানমহিষী ইতিপূর্ব্বে কুমারী অলিভিয়ার রূপলাবণ্যে যেরূপ বিমোহিত হয়েছিলেন, তিনি এখন আনাবেলকে কি রকমে সমাদর করেন, সেইটী দেখ্‌বার জন্য আমি নিতান্ত সমুৎসুক হয়ে থাক্‌লেম। যখন দেখ্‌লেম, আনাবেলকে দাঁড় কোরিয়ে, তস্কানরাজ্ঞী আনাবেলের সঙ্গে দুটী চারিটী কথা কোচ্চেন, অপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহে সেই সময় আমার অন্তরাত্মা পরিপ্লুত হয়ে গেল। আমি জান্‌তেম, আনাবেল অতি পরিষ্কার ফরাসীকথা কই পারেন;—মাঝারী রকম ইটালিক ভাষাও জানেন। বিদ্যাবতী জননীর কাছেই শিক্ষা হয়েছে। তস্কানরাজ্ঞী যে ভাষায় সম্ভাষণ কোল্লেন, কুমারী আনাবেল সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন। ইতিপূর্ব্বে যাঁরা যাঁরা রাজসম্মানে সম্মানিত হয়ে বিদায় গ্রহণ কোরেছেন, তাঁদের কাহারও সঙ্গে গ্রাণ্ড ডিউকমহিলার ও রকম বাক্যালাপ হয় নাই। রাণী যখন আনাবেলকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর কোল্লেন, আমার পার্শ্ববর্ত্তী সেই ইটালিক ভদ্রলোক সেই সময় আমার হাতখানি নাড়া দিয়ে, চঞ্চলকণ্ঠে চুপি চুপি বোল্লেন, "দেখ! দেখ! ঐ দেখ! রাণী তোমার সেই স্বদেশী সুন্দরীর সঙ্গে কথা কোচ্চেন! আগেই আমি ভেবেছিলেম, রাণী ঐ সুন্দরীর সঙ্গে কথা কবেন। সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না;—মনে মনে স্থিরবিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল।"

আঃ! এ গৌরবে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন্ আপনাকে কতই গৌরবান্বিত মনে কোচ্চেন। আনাবেলের জননীই বা কত গৌরবান্বিত হোচ্চেন। অপর কাহারও সঙ্গে তস্কানমহিষীর সে রকম কথাবার্ত্তা হলো না, আনাবেলের সঙ্গে সেই রকম হলো, বড়ই গৌরবের কথা! আনন্দকুন্দনে আমার হৃদয় যেন নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। নয়ন যুগলে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হলো। অলক্ষিতে ত্রস্তহস্তে চক্ষের জল মুছে ফেল্লেম। রুমাল দিয়ে মুখের আধখানা ঢেকে রাখ্‌লেম। মুখ ঢাক্‌লেম কেন?—সার্ মাথু তখন গৌরবিণী কন্যাদৌহিত্রীর হাত ধোরে, প্রস্থানপথের দিকে অগ্রসর হোচ্ছিলেন। আনাবেলের মুখখানি সেই সময় পূর্ণবিকাশে আমার নেত্রপথের অতিথি হলো! ইটালিক ভদ্রলোকটীও সেই মুখ দেখ্‌লেন। যেমন রূপ, যেমন চেহারা, তেমনি অকলঙ্ক চন্দ্রমুখ! অলক্ষিতে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলেম। আনাবেলের চক্ষু একবার আমার চক্ষে পড়ে, সে ইচ্ছা আমার তখন কতদূর বলবতী, আমার অন্তরাত্মা তা জান্‌লেন। কিন্তু সাহস কোরে সে আশাকে—সেই সমুজ্জ্বলা আশাকে—অধিকক্ষণ হৃদয়ে বাসা দিতে পাল্লেম না!

সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন্ অথবা আনাবেলের জননী, অথবা আমার প্রাণ-প্রতিমা আনাবেল, সেখানে আমারে দেখ্‌তে পান, কিছুতেই সে দিকে আমি মন লওয়াতে পাল্লেম না। যে গ্যালারীতে আমরা বোসেছি, সেই গ্যালারীর নীচে দিয়েই বাহিরে যাবার পথ। হঠাৎ যদি আনাবেল উপরদিকে চেয়ে দেখেন, যদি আমারে দেখ্‌তে পান, চমকিত হয়ে অবশ্যই মাতামহকে দেখাবেন, সেই আশঙ্কায় মুখ ঢাক্‌লেম। সেই সংশয়ে চক্ষু ফিরালেম। আকস্মিক ঘটনায়, একসময়ে এক সহরে আমরা এসে পোড়েছি, একসময়ে, এক উপলক্ষে, এক জায়গায় উপস্থিত হয়েছি, দেখা করা হলো না! সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের উপদেশের এত জোর। এক জায়গায় থেকেও আমার বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, শত শত মাইল অথবা সহস্র সহস্র মাইল দূরে দূরে যেন আমরা রয়েছি। উপদেশ আছে, দুই বৎসর পূর্ণ না হোলে আনাবেলের সঙ্গে আমি চোখোচোখী কোত্তে পাব না,—কথা কইতেও পাব না,—চিঠী লিখ্‌তেও পাব না। মনের বেগ মনেই চেপে রাখ্‌লেম। মুহুর্মুহু ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো, দর্জার কাছে ছুটে যাই, একটীবার আনাবেলের হস্তমর্দ্দনের সুখানুভব করি;—আনাবেলের মধুর মুখের একটী মধুর কথা শুনি, আনাবেলের মধুরনয়নের মধুর কটাক্ষের মধুর সুধা একটীবারমাত্র পরমানন্দে পান করি।—না;—পাল্লেম না! আনাবেল যখন আমার নয়নপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন বোধ হলো যেন, একটী অপূর্ব্ব সুখময় স্বপ্ন আমার নয়নপথ থেকে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল! যেখানে সমুজ্জ্বল আলো ছিল, সেখানে যেন তখন ঘোর তমোরাশি সমাবৃত হলো! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেখানে একটী দৈবকন্যা দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে স্থান যেন আমার চক্ষে শোকাবহ শূন্যময় বোধ হোতে লাগ্‌লো!

সভাস্থলে শেষে আর কি কি হলো, সে দিকে আমার আর কিছুমাত্র মন থাক্‌লো না। গ্রাহ্যই কোল্লেম না। বাস্তবিক সে সকল আড়ম্বরের আর কিছুই আমি দেখ্‌লেম না। রাজসিংহাসনের দিকে আমার চক্ষু ছিল, সে কথা সত্য;—প্রথমে যেমন আমোদিত ছিলেম, বোধ হলো যেন সেই রকমই আছি, বাস্তবিক আমার মনের ভিতর সে রকম ভাব কিছুই ছিল না। মনের নয়নে আমি কেবল সেই তিন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। একঘণ্টা পূর্ব্বে আমি জান্‌তেম, সেই তিন মূর্ত্তি বহুদূরে। তস্কান-রাজধানীতে চক্ষের উপর সেই তিন মূর্ত্তি আমি দেখ্‌বো, আদৌ সে আশা ছিল না। অভাবনীয় দর্শন! সর্ব্বভাবনা পরিত্যাগ কোরে, সেই অগাধ—অতলস্পর্শ ভাবনাসাগরে আমি নিমগ্ন হোলেম।

"এটা কি অপরূপ দৃশ্য নয়?"—যেইমাত্র আমার ইটালিক সহচর ঐ কথা বোলে আমারে সম্বোধন কোরেছেন, তৎক্ষণাৎ অকস্মাৎ আমি যেন চোম্‌কে উঠ্‌লেম। তিনি আবার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,"তুমি বুঝি তারি কথা ভাব্‌ছো? যে সুন্দরীকে দেখে,সভাশুদ্ধ লোকের তাক্ লেগে গেল,সেই মূর্ত্তিই বুঝি ধ্যান কোচ্চো?—কিন্তু তা,সে কথা ধোচ্ছি না, কিন্তু যে রকম সমারোহ দেখ্‌ছো,এ সমারোহের প্রশংসা না কোরে, তুমি থাক্‌তে পার না।

বহুদিন আমি এমন মহাসমারোহ দেখি নাই। যখনি যখনি দরবার হয়, তখনি তখনি আমি এক একখানি গ্যালারীর টিকিট সংগ্রহ করি। ওঃ! আমার মনে পোড়ছে, ছয় সাত মাস হলো, এইখানে এই রকম এক মহাদরবার হয়েছিল। ওঃ! সেই দরবারে যে একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়, জীবনেও সে কাণ্ডের কথা আমি ভুল্‌বো না।”

বক্তা চুপ কোল্লেন। তাঁর অত কথার দিকে যদিও আমার কিছুমাত্র মন ছিল না, যদিও আমার চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপেই অন্যদিকে সমাকৃষ্ট, তথাপি শিষ্টাচারের খাতিরেই মৃদুস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “জীবনেও ভুল্‌তে পার্‌বেন না, এমন কাণ্ডটা কি?”

তিনি উত্তর কোল্লেন, “যে সময়ের কথা বোল্‌ছি, আমাদের গ্রাণ্ড ডিউকের ভ্রাতুষ্পুত্র মার্কুইস্ কাসেনো সেই সময় প্রদেশীয় রাজমন্ত্রী ছিলেন।—সুবিদ্বান্, সাধুচিত্ত,—সরলপ্রকৃতি,—সর্ব্বকার্য্যেই সুদক্ষ। অপরাপর মন্ত্রীরা যদি তাঁরে খর্ব্ব কোরে না ফেল্‌তেন, তা হোলে নিশ্চয়ই তাঁর দ্বারা এ রাজ্যের অশেষবিধ মহোপকার সংসাধিত হতো। যে দরবারের কথা আমি বোল্‌ছি, সেই দরবার বস্‌বার কিছুদিন পূর্ব্বে, নগরময় একটা অদ্ভুত জনরব উঠে। রাজ্যের মন্ত্রীসভার, স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রীদলকে পদচ্যুত কোরে, প্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতা বর্দ্ধন কোত্তে গ্রাণ্ড ডিউক যাতে বাধ্য হন, সেই মৎলবে মার্কুইস্ কাসেনো প্রচলিত রাজনীতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোচ্চেন। জনরবে আরও প্রচার হয় যে, স্বাধীনতাপ্রিয়, হিতৈষীসম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ কোরে, মার্কুইস্ কাসেনো রাজবিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে উৎসাহ দিচ্চেন। সেই অদ্ভুত জনরবে কাহারও কাহারও বিশ্বাস হলো, কাহারও কাহারও হলো না। কিন্তু সকলেই বিবেচনা কোল্লে, দরবারের দিন কি একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে। বাস্তবিক সত্য সত্যই——”

ঐ পর্য্যন্ত শুনতে শুনতে আর একটা ঘটনায় অকস্মাৎ আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। আনাবেলের প্রবেশে আমার মন যে রমক হয়েছিল, ঘটনা যদিও সে রকম নয়, ঘটনা সম্পূর্ণরূপেই ভিন্নপ্রকার, তথাপি কিন্তু আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। আতঙ্ক বিস্ময় একত্র হলো। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে, গ্যালারীর চারিদিক আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, হঠাৎ দেখ্‌লেম, সভাগৃহের অপর দিকের একটা দরজা উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। সেই দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বাহির কোরে, একটা লোক সভার চারিধারে উঁকি মাচ্চে। সে লোকটা সেই নিষ্ঠুর পিশাচ লানোভার!

সভাস্থল তখন প্রায় খালি হয়ে গেছে। দলবল সহিত রাজা-রাণী বিনিষ্ক্রান্ত হোচ্চেন। যাঁরা যাঁরা বিদায় হোতে বাকী ছিলেন, তাঁরাও প্রস্থানদ্বারের সমীপবর্ত্তী হোচ্চেন। গণনায় অতি অল্প, কুড়ীজনেরও কম;—লানোভারের বক্রকটাক্ষ সেই কজনের দিকেই বিনিক্ষিপ্ত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর দেখ্‌তে পেলেম না। লানোভারটা সাঁ কোরে সোরে গেল;—দরজাও আবার বন্ধ হলো। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, লানোভার আমার দিকে চায় নাই; আমারে দেখ্‌তে পায় নাই। লানোভারের মুখখানা আমার চক্ষের উপর পড়্‌বামাত্রই আমার পূর্ব্বচিন্তা লুকিয়ে গেল। নূতনপথে নূতনচিন্তা

ফিরে দাঁড়ালো। আমার ইটালিক সহচর তখনও পর্য্যন্ত গল্প কোচ্ছেন। তাঁর একটী কথার দিকেও তখন আর আমার মন থাকলো না। কেবল এইটুকুমাত্র স্মরণ আছে, শেষে স্মরণ হলো, তিনি বোলেছেন, মার্কুইস্ কাসেনো ধরা পোড়লেন, অপদস্থ হোলেন, সেই সঙ্গে মহাশোচনীয় কাণ্ড ঘোট্‌লো। গল্পটা তিনি শেষ কোল্লেন কিম্বা আরও কিছু বাকী থাক্‌লো, তাও আমি জানি না। বেরিয়ে যাবার জন্য গ্যালারীর দর্শকেরা সকলেই সেই সময় ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

গল্পকর্ত্তার কাছে আমি বিদায় নিলেম। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরুলেম। যে হোটেলে বাসা, সেই হোটেলে চোল্লেম। যতটুকু পথ যেতে হলো, ক্রমাগতই চিন্তা, লানোভার কেন এখানে? সার্ মাথু হেসেলটাইনের সঙ্গেই কি এসেছে? তাঁর সঙ্গে কি কোন রকম সামঞ্জস্য হয়ে গেছে? আনাবেলের জননীকে নিয়ে একসঙ্গেই কি বাস কোচ্চে? একসঙ্গেই কি তবে এখানে এসেছে? এমনটা কি হবে? এমন ঘটনা কি সম্ভবে? কিছুতেই ত আমার মনে তেমন বিশ্বাস এলো না। তবে কেন লানোভার এখানে এলো? তবে কি কোনরকম দুষ্ট মৎলবে ফিচ্চে? তাঁদের উপর কি কোন রকম দৌরাত্ম্য কোর্‌বে? শুধু কেবল মিছে কাজে আমোদ কর্‌বার জন্য বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, সে ধাতুর মানুষ লানোভার নয়। তবে কেন এখানে? যতই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, ততই আমার মাথার ভিতর গোলমাল ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। ঐ সকল কথা কতই চিন্তা কোল্লেম,—ঐ সকল তর্ক কতই আন্দোলন কোল্লেম, কিছুতেই কিছু মীমাংসা কোত্তে পাল্লেম না। নিতান্ত চঞ্চলচিত্তে হোটেলের নিকটবর্ত্তী হোলেম। সেইখানে এসে আর একটা ভাবনার উদয় হলো। সার্ মাথু হেসেলটাইন যদি আজ-কালের ভিতরে এ সহরে এসে থাকেন, তবে হয় ত তিনি এই হোটেলেই বাসা নিয়েছেন। কেননা, এই হোটেলটাই এ সহরের মধ্যে বড় হোটেল। যদি দু একদিন থেকেই চোলে যান, অম্‌নি অম্‌নি বাহিরে বাহিরেই প্রস্থান কোর্‌বেন। পলকের জন্য হয় ত তাঁরা আমার চক্ষে পোড়্‌বেন না, তাই ভেবেই হয় ত এই হোটেলেই তাঁরা আছেন। ফটকের ধারে পোঁছিয়েই দুরোয়ানকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, এই এই চেহারার এইসকল ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হয়েছেন কি না? উত্তর পেলেম, হন নাই। আরও জান্‌লেম, লানোভারটাও সেখানে আসে নাই।

দিনের বেলা। তখন হোটেলে প্রবেশ না কোরে, নগরপথে বেড়াতে যেতে পাত্তেম, পাছে সার্ মাথু হেসেলটাইনের চক্ষে পড়ি, সেই ভয়ে যেতে পাল্লেম না। সার্ মাথু দিব্য দিয়া বারণ কোরে দিয়েছেন, দুই বৎসরের মধ্যে কোন সূত্রে, কোন ছলে, পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করা—চিঠীপত্র লেখা, যেন না হয়। তিনি যে রকম খেয়ালমেজাজী মানুষ, তাঁর নিষেধ আজ্ঞা যদি কোন রকমে অমান্য করি, সব আশা মাটী হয়ে যাবে; সেই ভয়টাই ভারী হলো। ভারী হলো বটে, কিন্তু বুকের ভিতর আশা-পক্ষী এম্‌নি চঞ্চল হয়ে ছট্‌ফট কোত্তে লাগ্‌লো,—ইচ্ছা এম্‌নি চঞ্চল হয়ে ঘন ঘন ছুটোছুটি আরম্ভ কোল্লে,

আকাশগামিনী কল্পনায় নিমেষে নিমেষে এম্‌নি ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো, ছুটে গিয়ে আমার আনাবেলকে একবারমাত্র দেখে আসি। আনাবেল-দর্শনের জ্বলন্ত আশার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা সন্দেহের কথা আমার মনে পোড়্‌লো। দুরন্ত লানোভার তস্কানসহরে এসেছে, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন এ তত্ত্ব জানেন কি না? এ সংবাদ রাখেন কি না? যদি না জানেন, অবশ্যই সাবধান করা উচিত। এটা ত ভাব্‌লেম। তারি সঙ্গে আরও ভাব্‌লেম, লানোভার এসেছে, সার্‌ মাথু জানেন, যদি এমন হয়, তা হোলে ত আমারে দেখেই তিনি মনে কর্‌বেন, এই একটা অছিলা;—ঐ কথাটার ছল কোরে, আমি আনাবেলকে দেখ্‌তে গিয়েছি। তখন যেন আমার মনের সঙ্গে—আশার সঙ্গে লড়াই বেধে গেল। নিমেষমাত্রে মনে কোল্লেম, ছুটে যাই;—সার্‌ মাথু কোন্‌ হোটেলে বাসা নিয়েছেন, ছুটে গিয়ে, সেই সন্ধানটা আগে জেনে আসি। নিমেষমাত্রেই আবার ভয় ফিরে এলো। ভয় আর সুমতি উভয়ে একত্র হয়ে, আমারে সে কল্পনার পথ থেকে টেনে ফিরালে। এই রকমে কতক্ষণই গেল। আমি কেবল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাক্‌লেম। আনাবেল দেখি, কি খেয়ালমেজাজী মুরুব্বির হুকুম রাখি, সেই সংশয়ের চিন্তাদোলায় আমি অনেকক্ষণ দুল্‌তে লাগ্‌লেম। যখন রাত্রি হলো, যখন শয়ন কোল্লেম, তখনও পর্য্যন্ত আনাবেলদর্শনের দ্বৈধচিন্তা আমার সয্যা-সহচরী।

চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ।

ছেঁড়া চিঠী।

তস্কানীর রাজদরবারে মাতা-মাতামহের সঙ্গে যেদিন আনাবেলকে দেখি, দরবারের দরজায় দুরন্ত লানোভারকে উঁকি মাত্তে দেখি, সেই দিনের পরদিন সন্ধ্যাকালে আমি একবার হোটেল থেকে বেরুলেম। বাহিরে তখন কোন কাজ ছিল না, কোন একটা কাজের জন্যও বেরুলেম না;—শুধু শুধু বেড়াতে বেরুলেম। মনের ভিতর চিন্তা আছে, কোন চিন্তাই স্থির নয়। নানাচিন্তায় অস্থিরচিত্ত হয়ে, প্রায় একঘণ্টাকাল নগরের পথে পথেই বেড়ালেম। হোটেলে ফিরে যাব মনে কোচ্চি. দু-এক পা এগিয়েছি, হঠাৎ দেখ্‌লেম, একটা আলখাল্লা-জড়ানো একজন লোক হন্‌ হন্‌ কোরে আমার পাশ কাটিয়ে চোলে গেল। একটা দোকানের আলোতে আমি দেখ্‌লেম, সেই লোকটাই লানোভার। সর্ব্বশরীর আল্‌খাল্লায় ঢাকা,—তথাপি তার সেই কদাকার খর্ব্বদেহ দেখেই চিনে ফেল্‌তে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না। আমি কিন্তু বেশ বুঝ্‌লেম, আমাকে লানোভার চিন্‌তে পাল্লে না। যে দিক থেকে আমি আস্‌ছিলেম, সেই দিকেই সে চোলে গেল। একবারও আর পেছোন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে না। কতবড় জরুরি কাজেই যেন ব্যস্ত, ঠিক সেই রকমে সাঁ সাঁ কোরে চোলে যেতে লাগ্‌লো। কি একটা বদ্‌মাইসী

মৎলবে ফিচ্চে, পূর্ব্বেই অনুমান কোরেছিলেম ;—ঐরকম ছদ্মবেশ আর ঐ রকম ব্যস্ত-বাগীশ দেখে, সেই অনুমানটাই আরও প্রবল হলো। হোটেলের দিকে তখন ফিরে গেলেম না। যে দিকে লানোভার গেল, চুপি চুপি সেই দিকেই আমি তার সঙ্গ নিলেম। প্রথমে খানিকক্ষণ তারে দেখতে পেলেম না। খুব শীঘ্র শীঘ্র পা ছুটিয়ে, খানিক পরে আবার তারে দেখতে পেলেম। বদ্‌মাস্‌টা তখনও গোঁ ভরেই চোলে যাচ্চে। বামে দক্ষিণে কোন্‌দিকেই চেয়ে দেখছে না। নিশ্চয় অবধারণ কোল্লেম, কি একটা ভয়ানক কুমৎলবে বেরিয়েছে।

পাঁচ মিনিটের অধিককাল আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেম। রাস্তার মাথার উপর একখানি মনোহর অট্টালিকা। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর তরুলতা-শোভিত নিকুঞ্জ। দুদিকে দুটো গলিপথ,—একটা বামে, একটা দক্ষিণে। দুদিকেই অন্ধকার। দুদিকেই আমি চেয়ে দেখলেম, কোন দিকে কোন মানুষ গেল, এমন লক্ষণ কিছুই দেখতে পেলেম না। মানুষের পায়ের শব্দও আমার কাণে এলো না। কি করি, কোন্ দিকে যাই, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। তত নিকটেই বড় রাস্তার শেষ, লানোভারের সঙ্গ নিয়ে, লানোভারকে ভাবতে ভাবতে, সে কথাটা আমার মনেই ছিল না। তা যদি মনে থাকতো, তা হোলে লানোভারের খুব কাছাকাছিই আমি থাকতেম। অন্ধকারে লুকিয়ে যাওয়ার আগেই কোন্ দিকে গেল, নিশ্চয় কোরে রাখতেম, কিন্তু তা পাল্লেম না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলেম। যে দুটো অন্ধকার গলিপথের কথা বোলেছি, তারই একটা পথ দিয়েই একজন ঘোড়-সওয়ার আসছে, এই রকম বোধ হলো। হঠাৎ সেই অশ্বের পদধ্বনি থাম্‌লো। বোধ হলো, ঘোড়সওয়ার একটু দাঁড়ালো। একজন মানুষের পায়ের শব্দ স্পষ্ট স্পষ্ট শুনতে পেলেম। একটু পরেই শুনলেম, দুজন মানুষের কণ্ঠস্বর। দুজন মানুষ পরস্পর কথোপকথন কোচ্চে। কণ্ঠস্বরেই বুঝলেম, দুজনের মধ্যে একজন আমার সেই লক্ষ্য বদ্‌মাস লানোভার।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে, অতি সাবধানে, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অট্টালিকার দেয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে যেতে লাগলেম। সেই অট্টালিকার নিকটেই ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে লানোভারের কথা হোচ্ছিল। এত চুপি চুপি তারা কথা কোচ্ছিল, একটী কথাও আমি বুঝতে পাল্লেম না। বুঝলেম কিন্তু ইংরাজী কথা। কথা যদিও শুনতে পেলেম, কিন্তু সে সব কথার ভাবার্থ কি, সেগুলি কিছুই বুঝলেম না। লানোভারের কর্কশস্বর আমার কর্ণে অভ্রান্ত। দ্বিতীয় ব্যক্তি কে, কিছুই নিরাকরণ কোত্তে পাল্লেম না। অশ্বারোহীর চেহারা কেমন, সেটাও অন্ধকারে দেখা গেল না। কেবল এইটুকুমাত্র দেখলেম, মূর্ত্তিখানা অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার কালো। অতি অল্পক্ষণমাত্র লানোভারের সঙ্গে সেই অশ্বারোহীর কথা হলো। পরক্ষণেই অশ্বারোহী দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে ;—কুঁজো লানোভার খুব দ্রুতগতি অন্যদিকে ফিরে যেতে লাগলো। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেম, ঠিক সেইখান

দিয়েই—আমার গা ঘেঁসেই, হন্ হন্ কোরে চোলে গেল। এত গা ঘেঁসে গেল, তার আল্‌খাল্লাটা আমার গায়ে খস্‌খস্ কোরে ঝাপ্‌টা লাগ্‌লো।

লানোভার চোলে যাবার পর, আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, কোন একটা ভয়ানক বদ্‌মাইসী মৎলব।—সেটা বুঝ্‌লেম বটে, কিন্তু কি যে সেই মৎলব, তার বিন্দুমাত্রও অনুভব কোত্তে তখন আমি এককালে অসমর্থ হোলেম।

সন্দেহের সঙ্গে কতরকম অনুমান আস্‌তে লাগ্‌লো। ভাব্‌তে ভাব্‌তে শেষে মনে কোল্লেম, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের উপরেই হয় ত তার পৈশাচিক লক্ষ্য। আমারে তথন কোনপ্রকার বিপদে ফেল্‌বে, সে ভয় আমার হলো না। যে ধর্ম্মশালায় কালিন্দী মরে, আমার ছেলেটী মরে, সেই ধর্ম্মশালায় যে বেনামী ছেঁড়া চিঠী কুড়িয়ে পেয়েছিলেম, তাতে আমার এক রকম স্থিরপ্রত্যয় যে, লানোভার আর আমার উপর কোন দৌরাত্ম্য কোর্‌বে না। যে লোক অথবা যে সকল লোক আমার উপর উৎপীড়ন কর্‌বার জন্য লানোভারকে নিযুক্ত কোরেছিল, সেই লোক অথবা সেই সব লোকেরা তারে বারণ কোরেছে। লানোভারের সঙ্গে আমার যে রকম আপোস বন্দোবস্ত, সেটার উপর তত বিশ্বাস রাখ্‌লেম না। পিশাচের কি ধর্ম্মভয় আছে?—সেই ছেঁড়া চিঠীখানার উপরেই আমারতখন বেশী জোর দাঁড়ালো।

ভেবে ভেবে শেষে আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, নরাধম লানোভার এবারে অপর লোকের অপকার কোত্তে সঙ্কল্প কোরেছে। কাহারা সেই অপর লোক? সে ভাবনায় এক দিন একরাত্রি আমি একান্ত অস্থির। যেটী আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, তারই কোন অমঙ্গল ঘটাবে, সেই দুর্ভাবনায় আরও অস্থির হোলেম। রাত্রি তখন নটা। সহরে যতগুলি বড় বড় হোটেল আছে, সেই সকল হোটেলের মধ্যে কোন হোটেলে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের বাসা, সেইটী নির্ণয় কর্‌বার জন্য, সমস্ত হোটেলে হোটেলে বেড়ালেম। হঠাৎ একটা কথা মনে পোড়্‌লো। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন ইংরাজ, ব্রিটিস প্রতিনিধির দ্বারাই গ্রাণ্ড ডিউকের দরবারের টিকিট তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই প্রতিনিধিই নিশ্চয় সংবাদ দিতে পারেন। মনে মনে এইটী স্থির কোরে, ব্রিটিস প্রতিনিধির আলয়েই আমি গমন কোল্লেম। পোনেরো মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছিলেম। ফটকের দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, যে সকল ইংরাজ ভ্রমণকারী এখানে আসেন, রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁদের নামের রেজিষ্টীর কোন কেতাব আছে কি না?—দরোয়ান কোল্লে, "আছে।"—বোলেই আমারে সঙ্গে কোরে, একটী বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। যে পুস্তকে দর্শকেরা নাম লিখে দেন, সেই পুস্তকখানি দেখালে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন, বিবি লানোভার, আর কুমারী বেণ্টিঙ্কের দস্তখৎ দেখ্‌বামাত্রেই আমি চিন্‌তে পাল্লেম। এইখানে প্রকাশ করা উচিত, বৃদ্ধ সার্ মাথুর ইচ্ছাতেই কুমারী আনাবেলের মৃত পিতার নামে এখন নূতন নাম হয়েছে, কুমারী বেণ্টিঙ্ক। দস্তখৎ দেখেই আমি আহ্লাদিত হোলেম। আনাবেলের সুন্দর হস্তের সুন্দর অক্ষরগুলি দেখেই

আনন্দে আমার অন্তঃকরণ নেচে উঠ্‌লো। দস্তখতের নীচে তারিখ দেওয়া আছে। তারিখ দেখে জানলেম, সবে তাঁরা দুদিনমাত্র ফ্লোরেন্স্ নগরে এসেছেন। কোথায় তাঁরা থাকেন?—ঠিকানা দেখ্‌লেম, একটী হোটেল। যে হোটেলে আমরা থাকি, সেখান থেকে অনেকদূরে সেই হোটেল। দর্শকের কেতাবে লানোভারের নাম দেখ্‌লেম না। তাই দেখেই তখন আমি আরও প্রমাণ পেলেম, কুচক্রী বদ্‌মাস্ লানোভার তবে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে আসে নাই।

রাজপ্রতিনিধির বাড়ী থেকে বেরুলেম। যে হোটেলে সার্ মাথু বাসা নিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া কোরে, সেই হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। উপস্থিত হয়েই দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তাঁরা সেখানে আছেন কি না? দরোয়ান ফরাসী ভাষা জান্‌তো। সে উত্তর দিলে, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আর দুটী বিবি আজ বেলা চারটের সময় এখান থেকে চোলে গিয়েছেন।"

অত্যন্ত নিরাশে আপ্‌না আপ্‌নি বোলে উঠ্‌লেম, "চোলে গিয়েছেন!—আহা! আমি ভেবেছিলেম,—ভেবেছিলেম কেন, নিশ্চয় আশা কোরেছিলেম, এইখানেই আমি এখনি আমার আনাবেলাকে দেখ্‌তে পাব। দরোয়ানের উত্তরে সে আশা ত একেবারেই ফুরিয়ে গেল! আবার আমি উদাসভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় তাঁরা গেলেন, তা কি তুমি জান?"

দরোয়ান উত্তর কোল্লে, "তা আমি জানি না। যদি আপ্‌নার বিশেষ দরকার থাকে, হোটেলের কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা কোরে বোলে দিতে পারি।"

দরোয়ান সেই তত্ত্ব জান্‌তে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বোল্লে, "তিনি এখন হোটেলে উপস্থিত নাই। আর আর যারা যারা বিশেষ খবর জান্‌তো, তারাও এখন অন্যকাজে অন্যস্থানে বেরিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, তার জন্যে আট্‌কাবে না।"—দরোয়ান আমার জন্যে তত কষ্ট কোল্লে, সে জন্য তারে সাধুবাদ দিয়ে, মনে মনে আপ্‌না আপ্‌নিই বোল্লেম, "তাঁরা চোলে গেলেন, সেই কথাটী জানাই আমার দরকার।" আমি হতাশ হোলেম।

দরোয়ান আবার বোল্লে, "সেই ইংরাজ ভদ্রলোক আর সেই দুটী বিবি মাসকতক পূর্ব্বে অনেকদিন এই হোটেলে ছিলেন। সেই সময় তাঁরা রোমনগর দর্শন কোরেছেন, তা আমি জানি। তাতেই বোধ হয়, ইটালীর আর কোনদিকে তাঁরা বেড়াতে গিয়ে থাক্‌বেন। ঠিক জানি না, কিন্তু সার মাথু হেসেল্‌টাইনের চাকরের মুখে আমি শুনেছিলেম, ভিনিস্ নগর দর্শন করা তাঁদের ইচ্ছা।"

"তবে হয় ত তাঁরা সেই দিকেই গিয়েছেন।"—এই কথাটী যখন আমি বলি, তখন মনে মনে ভাব্‌লেম, তা হোলেই ভাল হয়। সেদিকে যদি গিয়ে থাকেন, তবে আর ভয়ঙ্কর মার্কো উবার্টির ডাকাতের দলে ধরা পড়্‌বার ভয় নাই। দরোয়ানকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দাস-দাসী কজন সঙ্গে আছে?"

দরোয়ান বোল্লে, "দুজন;—একজন অনুচর, একজন সহচরী। তাঁদের নিজের গাড়ীতেই তাঁরা বেরিয়েছেন।"

একটু চিন্তা কোরে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যে দুদিন তাঁরা এখানে ছিলেন, সে দুদিনের মধ্যে এই রকম বিদ্‌ঘুটে চেহারার কোন লোক তাঁদের সঙ্গে দেখা কোত্তে এসেছিল কি না ?"—এইখানে আমি দরোয়ানের কাছে লানোভারের বিকট কুব্জ-চেহারা বর্ণনা কোল্লেম।

"সে চেহারার কোন লোক তাঁদের কাছে আসে নাই। আমি ত দেখি নাই, তবে বোল্‌তে পারি না;—সর্ব্বক্ষণ আমি এখানে থাকি না। আমি যখন অন্যকাজে বাহিরে যাই, আমার স্ত্রী তখন ফটকে থাকে। তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোরে আসি।"

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কোরে ফিরে এসে, দরোয়ান বোল্লে, তার স্ত্রীও লানোভারের চেহারার কোন লোককে এখানে আস্‌তে দেখে নাই। দরোয়ানের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে, তারে কিছু পুরস্কার দিয়ে, সেই ভাড়াটে গাড়ীতেই আমি ফিরে এলেম। যতক্ষণ এলেম, মনে কেবল সেই ভাবনা। লানোভার কেন এখানে? ফ্লোরেন্স্ নগরে লানোভারের এমন কি কাজ? সন্দেহে সন্দেহে সেই কথাটা যখন ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, সেই সঙ্গেই একটী চমৎকার ঘটনা মনে হলো। যে দিন আমার শুভ-আশার বর্ষোৎসব, ১৮৪১ সালের ১৫ই নবেম্বর, গত বৎসরের যে ১৫ই নবেম্বরে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ থেকে শুভ আশায় দেশভ্রমণে আমি যাত্রা করি, পর বৎসরের ঠিক সেই ১৫ই নবেম্বরে বিদেশে তস্কান-রাজধানীতে আনাবেলকে আমি দেখ্‌লেম,—আনাবেলের জননীকে আমি দেখ্‌লেম,—সার্ মাথ্যু হেসেল্‌টাইনকে আমি দেখ্‌লেম। অতি আশ্চর্য্য সংঘটন! অভাবনীয় ঘটনা! অভাবনীয় দর্শন!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু বুজে শুয়ে থাক্‌লেম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা এলো না। সার্ মাথ্যু হেসেল্‌টাইন কন্যাদৌহিত্রী সঙ্গে কোরে, যে সময় তস্কান-রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন, ঠিক সেই সময়েই লানোভার এখানে উপস্থিত! দুরাচার নৃশংস নরাধম কি যে অনর্থ বাধাবে, কি সর্ব্বনাশের মৎলব যে তার, সেই সকল দুর্ভাবনাতেই সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিদ্রা হলো না।

পরদিন প্রাতঃকালে হোটেলের একজন চাকর আমার হাতে একখানা চিঠী দিলে। বোলে দিলে, একজন উর্দ্দীপরা ইংরেজখানসামা এখানা দিয়ে গেল, কাপ্তেন রেমণ্ডকে দিতে হবে। চিঠীখানা নিয়ে যখন আমি উপরে উঠ্‌ছি, সিঁড়িতে যেতে যেতে চিঠীর শিরোনামার উপর হঠাৎ আমার একবার নজর পোড়্‌লো। হাতের লেখা দেখেই তৎক্ষণাৎ আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। সে রকম লেখা আমি দেখেছি। অক্ষরগুলি যেন আমার চেনা। মনের ভ্রান্তি অথবা তাই ঠিক, সেইটী নিশ্চয় কর্‌বার জন্য আবার আমি সন্দেহে সন্দেহে আপনার ঘরে ফিরে এলেম। কাপ্তেনকে তখন চিঠীখানি দিলেম না।

ঘরে ফিরে গিয়ে সেই ছেঁড়া চিঠীখানার লেখার সঙ্গে ঐ শিরোনামটী মিলিয়ে দেখ্‌লেম, ঠিক ঠিক মিলে গেল। কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌লো না। ছেঁড়া চিঠীতে যে কয় ছত্রলেখা ছিল, বারবার সেই চিঠীখানা আমি ভাল কোরে দেখ্‌লেম। অতিকম হাজার-বার আমি সেই চিঠীখানা পোড়ে দেখেছি। হস্তাক্ষর ঠিক ঠিক মিলে গেল। সেই ছেঁড়া চিঠীখানি কোন্ চিঠী, পাঠকমহাশয়ের অবশ্যই স্মরণ থাক্‌তে পারে,—যে বাড়ীতে কালিন্দী মরে, সেই বাড়ীর যে ঘরে লানোভার ছিল, সেই ঘরের বাক্সকাগজ তল্লাস কোত্তে কোত্তে, যে চিঠীখানা আমি কুড়িয়ে পাই, আমার উপর উপদ্রব করার নিষেধ আজ্ঞা যে চিঠীতে প্রকাশ আছে, সেইখানাই ঐ ছেঁড়া চিঠী।

কাপ্তেন রেমণ্ডের নামের যে চিঠীখানি আমার হাতে, সেই চিঠীর মোহরে কোন লর্ড-পরিবারের মুকুটচিহ্ন সমঙ্কিত। রাজঘটকের ঘটকালী-বিদ্যায় আমার তাদৃশ পাণ্ডিত্য নাই। কোন্ পরিবারের মোহর, চিহ্ন দেখে সেটী আমি নির্ণয় কোত্তে পাল্লেম না। ছেঁড়া চিঠীর হস্তাক্ষরে আর রেমণ্ডের চিঠীর শিরোনামের অক্ষরে যখন ঠিক ঠিক মিলেছে, তখন ঐ উভয়ই যে এক হাতের লেখা, তাতে আর সংশয় থাক্‌লো না। শিরোনামের উপর মুকুটচিহ্ন দেখে, কেবল এইটুকুমাত্র আমি বুঝ্‌লেম, ঐ উভয় চিঠীর লেখক ইংলণ্ডের কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। যেমন অনুমান এলো, অম্‌নি সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার এলোমেলো ভাবনার উদয়। কে সেই সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি? আমার উপর তত উপদ্রব কেন তাঁর? লানোভারকে লাগিয়ে দিয়ে, কেন তিনি আমার সঙ্গে ততদূর শক্রতাবাদ সেধেছিলেন? লানোভারকে মন্ত্রণা দিয়ে, শিশুকালে আমার প্রাণবিনাশের যোগাড় কোরেছিলেন, কে সেই মহদ্বংশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি? অজ্ঞানাবস্থায় কুলীজাহাজে বন্দী কোরে, দেশান্তরে,—দ্বীপান্তরে চালান কোচ্ছিলেন, কে সেই মহামান্য উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি? সে রকমে আমারে স্থানছাড়া মানছাড়া কর্‌বার মৎলবে, ততদূর ষড়্‌যন্ত্রজাল বিস্তার কোরেছিলেন, তাতেই বা তাঁর কি লাভের সম্ভাবনা ছিল? যে ছেঁড়া চিঠী আমি রেখেছি, সেই চিঠী যখন তিনি লেখেন, তখনই বা কি ভেবে সে রকম শক্রতা-সাধনে লানোভারকে বারণ কোল্লেন্? মনে মনে যতগুলি প্রশ্ন কোল্লেম, সমস্ত প্রশ্নই অতিশয় জটিল-বিজটিল। কোনপ্রকার অনুভবেই সে সকল প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ কোত্তে পাল্লেম না।

বাস্তবিক কে সেই মহৎলোক, আমার অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন থেকে কোন্ মহৎ ব্যক্তি আমারে তত যন্ত্রণা দিয়েছেন,—তত উপদ্রব কোরেছেন, শীঘ্রই আমি সে বৃত্তান্ত অবগত হোতে পার্‌বো, চকিতমাত্রেই সে আশা আমার মনে উদয় হলো। সাময়িক বিস্ময়ভাব গোপন কোরে, কাপ্তেন রেমণ্ডের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। চিঠীখানি তাঁর হাতে দিলেম।

শিরোনামটী দেখেই—কটাক্ষপাতমাত্রেই,—হাতের লেখা চিনেই,—কাপ্তেন রেমণ্ড আপ্‌নার মনেই বোলে উঠ্‌লেন, "আঃ! লর্ড এক্‌লেষ্টন্ লিখেছেন'!"

নামটী আমার শ্রবণগোচর হবামাত্রেই যেন বিদ্যুৎচমকে সর্ব্বশরীর আমার কাঁপ্‌লো। বিস্ময়বিকম্পে চীৎকার কোরে উঠি উঠি এম্‌নি হলো। লর্ড এক্‌লেষ্টন্‌ আমার নিগ্রহকর্ত্তা? ব্যাপারখানা কি? তেমন অভাবনীয় অদ্ভুতকাণ্ডের প্রকৃত কারণটাই বা কি? পূর্ব্বকার কত কথাই যে সেই সময় আমার মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, তা আর আমি প্রকাশ কোরে কি বোল্‌বো? যখন আমি দেল্‌মরপ্রাসাদে প্রথম চাক্‌রী পাই, লর্ড এক্‌লেষ্টন তখন কেবল শুধুই মিষ্টার মল্‌গ্রেভ। দেল্‌মরের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আমারে তাঁর নিজের চাকর কোরে রাখেন, সেই মৎলবে মিষ্টার মল্‌-গ্রেভের তখন কতই উদ্বেগ,—কতই আগ্রহ, সে কথা আমার মনে পোড়্‌লো। তার পর, সম্প্রতি এক বৎসর পূর্ব্বে, যখন আমি লর্ড এক্‌লেষ্টনের হাতে এন্‌ফিল্‌ডের রেজিষ্ট্রীবহির ছেঁড়াপাতা দিতে যাই, তাঁরা স্ত্রীপুরুষে তখন যে রকম অদ্ভুত দুর্ব্বোধ-ভঙ্গীতে আমার প্রতি কটাক্ষবর্ষণ কোরেছিলেন, তাও আমার মনে পোড়্‌লো। এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে যখন আগুন লাগে, যে অগ্নিকুণ্ড থেকে লেডী এক্‌লেষ্টনকে আমি বাঁচাই, সেই সময় লর্ড এক্‌লেষ্টন—লেডী এক্‌লেষ্টন, উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে সব কথা আমারে বোলে-ছিলেন, যে রকম সবিস্ময়নয়নে আমার পানে চেয়েছিলেন, এই সময় সে কথাও আমার মনে পোড়্‌লো।—মনে পোড়্‌লো অনেকরকম, কিন্তু কেন যে দুরাচার লানো-ভারকে মুখযন্ত্র কোরে, লর্ড এক্‌লেষ্টন্‌ আমারে তত বড় ভয়ানক বিপদের মুখে নিক্ষেপ কোরেছিলেন, তার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পাল্লেম না।

লর্ড এক্‌লেষ্টনের নামটী শুনেই আমি কি রকম হয়ে গেলেম, কাপ্তেন রেমণ্ড সে ভাবটী দেখ্‌তে পেলেন না। কেননা, তখন সেই চিঠীর উপরেই তাঁর নজর ছিল। চিঠী-খানি খুলে তখন তিনি পাঠ কোল্লেন। চিঠীতে বড় বেশীকথা লেখা ছিল না। কাপ্তেন সাহেব অতি শীঘ্রই চিঠীপড়া সায় কোল্লেন। আমি তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌-ছিলেম, কাপ্তেন রেমণ্ড ডেকে বোল্লেন, "দাঁড়াও জোসেফ্‌! একটু দাঁড়াও! এখ্‌খুনি আমি এই চিঠীর জবাব দিব। এটা কেবল ভোজনের নিমন্ত্রণপত্র। লর্ড এক্‌লেষ্টন-দম্পতী যে হোটেলে অবস্থান কোচ্চেন, তুমি নিজেই আমার চিঠীখানি নিয়ে, সেই হোটেলে গিয়ে দিয়ে এসো!"

কাপ্তেন যখন জবাব লেখেন, সেই অবকাশে আমার মনে আবার এক নূতনভাবের উদয়। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন যে সময়ে তস্কান-রাজধানীতে এসেছেন, ঠিক সেই সময়েই লানোভার সেখানে, এটা হয় ত দৈবাতের কথা। তাঁদের সঙ্গে কোন রকম বদ্‌মাইসী খেলাবে, লানোভারের মনে হয় ত তবে সেরকম কোন মৎলব নাই। লর্ড এক্‌লেষ্টনের কাছে হয় ত তার কোন নিজের কাজ আছে, সেই জন্যই হয় ত ফ্লোরেন্স্‌ নগরে এসেছে। যদি তাই হয়, তবে কি আমিই তার লক্ষ্য? তস্কানীতে আমি আছি, লানোভার কি তা জান্‌তে পেরেছে? আমার কি আমরে কোন রকম ফাঁদে ফেল্‌বে?

চিঠীর জবাবখানি আমার হাতে দিয়ে,—কোন্ দিকে কোন্ হোটেলে আমায় যেতে হবে, কাপ্তেন রেমণ্ড সেই কথাটী বোলে দিলেন। যাবার আগে সেই ছেঁড়া চিঠীখানি আমি পকেটে কোরে নিলেম। কি কি কথা আমি বোল্‌বো,—কি কৌশলে আসলকথা ভাঙ্‌বো, পথে যেতে যেতে সেই কথাগুলি আমি ভেবে নিলেম। হোটেলে উপস্থিত হয়ে, কোন চাকরের হাত দিয়ে কাপ্তেনের চিঠী আমি পাঠালেম না। লর্ডবাহাদুরের সঙ্গে নিজে আমি দেখা কোত্তে চাইলেম। আমার নাম বোলে পাঠালে, পাছে দেখা কোত্তে নারাজ হন, সেই ভয়ে নাম বোল্লেম না। কোন বিশেষ প্রয়োজনে একজন ইংরাজ কেবল পাঁচমিনিটের জন্য লর্ডবাহাদুরের সঙ্গে কথা কইতে চান, চাকর মারফতে কেবল এইমাত্র সংবাদ দিলেম। যে লোকটী খবর নিয়ে গেল, একটু পরেই ফিরে এসে, সে আমারে লর্ডবাহাদুরের ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরে দেখ্‌লেম, লর্ড এক্‌লেষ্টন্ একাকী;—লেডী এক্‌লেষ্টন সেখানে ছিলেন না।

"এ কি? তুমি? জোসেফ?"—অকস্মাৎবিস্ময়ে লর্ডবাহাদুর এই কথা বোলেই যেন শিউরে উঠ্‌লেন। তাঁর পরমসুন্দর বদনমণ্ডলে সে সময় যেন কেমন একরকম চাঞ্চল্য দেখা দিলে। তেম্‌নি বিস্ময়ে তিনি আমারে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখানে তুমি কি জন্য এসেছ?"

শেষের প্রশ্নটী কোরেই তিনি আমার পরিচ্ছদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। কি অবস্থায় আমি আছি, সেইটী জান্‌বার জন্যই যদি দেখে থাকেন, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। সচরাচর ইংরাজলোকে যেমন কাপড় পরেন, আমার তখন সেই রকম কাপড়পরা। একসুট কৃষ্টবর্ণ পোষাক পরিধান কোরে আমি গিয়েছি।

কি জন্য তাঁর কাছে আমি গিয়েছি, তিনি আমারে সেই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি বোল্লেম "কাপ্তেন রেমণ্ডের একখানি চিঠী এনেছি।"

"আঃ! তবে তুমি কাপ্তেন রেমণ্ডের কাছেই আছ?—কাপ্তেন রেমণ্ডের সঙ্গেই এসেছ?—ভাল ভাল, সেখানে তুমি কি কর?"

"আমি তাঁর কাছে চাকরী করি! তাঁর চাকর আমি।"—এইটুকু বোলেই আমি চুপ্ কোল্লেম। তিনি চিঠী পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। চিঠীপড়া সাঙ্গ হবার পর, আবার আমি কৃতনিশ্চয় প্রশান্তস্বরেই বোল্লেম, "কেবল এই চিঠী দিতেই আসি নাই, আপ্‌নার কাছে আমার অনেক কথার কৈফিয়ৎ—"

"কৈফিয়ৎ?"—যেন অতিশয় চঞ্চল হয়ে, আরক্তবদনে লর্ড এক্‌লেষ্টন্ বোল্লেন, "কৈফিয়ৎ?"—তখনই সে ভাবটা দূরে গেল। যেন কতই উদাসীনভাবে, একটু উগ্রস্বরে আবার তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "আমার কাছে কৈফিয়ৎ? কিসের কৈফিয়ৎ? আমার কাছে কৈফিয়তের মত কি মাথামুণ্ডু তুমি জান্‌তে চাও?"

কোন দরকার নাই, অথচ তিনি যেন কতই অন্যমনস্ক হয়ে, আগুনের আধারের দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। কিছুই দরকার নাই, অথচ তিনি যেন দেয়ালের গায়ে

ঘড়ী দেখবার জন্য ঘড়ীর দিকে চক্ষু ফিরালেন। আমি সটান তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি। তার ভিতরেও তিনি আমার দিকে একবার যেন একটু সক্রোধ চঞ্চলকটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লেন।

অবসর বুঝেই সেই সময় আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লানোভার নামে একজন লোক বোধ হয় আপনার কাছে অপরিচিত নয়?"

"লানোভার?—লানোভার?—হাঁ—ওঃ! নামটা যেন আমি পূর্ব্বে শুনেছিলেন। আঃ!—ঠিক কথা! তোমার সেই মামা বুঝি? হাঁ হাঁ, এখন আমার স্মরণ হোচ্ছে। হাঁ হাঁ,—তারি নাম লানোভার বটে!—আজ কবছর হলো, যে তোমাকে দেল্‌মর-প্রাসাদ থেকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই লোক।"

কথাগুলি তিনি বোল্লেন, কথাগুলি আমি শুন্‌লেম, কিন্তু আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, লানোভারের নামটা তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌বামাত্র, তাঁর বদনখানি আচম্বিতে ম্লান হয়ে গেল। আমার দিকেও সেই সময় একবার তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ কোল্লেন। খবর যেন কিছুই জানেন না, তাচ্ছিল্যভাবে ঠিক সেইরকম ভাব দেখিয়ে, লানোভারকে যেন কখনই চেনেন না,—সেই একবার ছাড়া কস্মিন্‌কালেও যেন আর দেখেন নাই, সেই রকমেই প্রথমে আম্‌তা আম্‌তা কোরে সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেন, "লানোভার?—লানোভার?" সব আমি বুঝ্‌লেম। উত্তর কোল্লেম:—

"লানোভার যে আমার মামা, কথনই ত আমি সেটা বিশ্বাস কোত্তে পারি না। তার বিষয় আমি যতদূর জেনেছি,"—এইবার সটান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লর্ড বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে, স্পষ্ট স্পষ্ট আমি বোল্‌তে লাগলেম, "লানোভারের পরিচয় যতদূর আমি জান্‌তে পেরেছি,—বোধ করি, আপ্‌নিও ঠিক ঠিক সেইরকম জানেন;—আমি যে রকম জেনেছি, তাতে কোরে নির্ভয়ে—নিঃসংশয়েই বোল্‌তে পারি, তেমন লোক যে আমার মামা হবে, সে কথা ত আমি কিছুতেই মনের ভিতর স্থান দিতে পারি না!"

"আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পাল্লেম না!"—আমার প্রকৃত বর্ণনায় মাননীয় লর্ড মহোদয়ের কেবল ঐটুকুমাত্র উগ্র উক্তি। আমি দেখ্‌লেম, ক্রোধে যেন তিনি ফুলে উঠ্‌লেন। দিব্য উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। তার ভিতরেও আমি দেখ্‌লেম, বিলক্ষণ চাঞ্চল্যের খেলা। মনে মনে বেশ বুঝ্‌লেম, আমার কথাগুলি যদি তাঁর হৃদয়যন্ত্রের তারে তারে ঠিক না বাজ্‌তো, তা হোলে তৎক্ষণাৎ তিনি আমারে ঘর থেকে বাহির কোরে দিবার হুকুম দিতেন।

মূর্ত্তি দেখে আমি ভয় পেলেম না। সমান প্রশান্তভাবেই বোল্লেম, "গুটীকতক কথা মি লর্ড! সেই লানোভারের হাতে যতদূর কষ্ট আমি পেয়েছি,—লানোভার আমারে যতদূর প্রাণান্তকর বিপদে ফেলেছে,—কয় বৎসর ধোরে, পদে পদে লানোভার আমার যে দুর্দ্দশা কোরেছে, আজ আমি হঠাৎ কোন দৈবগতিকে—কোন দৈবসূত্রে, একটু পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছি, আপনিই তার আদিগুরু,—আপনিই আমার

সেই সকল মহানিগ্রহের মূল! আপ্নার আজ্ঞাই সেই পিশাচাধম্ লানোভারের মূলমন্ত্র! আপ্নিই আমার মহা মহা নিগ্রহের প্রধান নিয়োগকর্ত্তা! গুটীকতক কথাতেই সেই সকল মহা মহাকাণ্ড আমি আপ্নাকে এই মুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিতে পারি।”

ঘোরতর সংশয়ে, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক চঞ্চল হয়ে, তীব্র উজ্জল কট্মট্চক্ষে ক্ষণকাল আমার দিকে তাকিয়ে, লর্ড এক্লেষ্টন্ একটু যেন কেঁপে কেঁপে বোল্লেন, “তোমার ওসব কথার মানে কি? ভাল কোরে আমাকে বুঝিয়ে বোল্তে পার? ছি ছি ছি! তোমার বেয়াদ্বী আমি এতক্ষণ সহ্য কোচ্চি কেন জান? এক বৎসর পূর্ব্বে আমার পত্নীকে আগুনের মুখ থেকে তুমি রক্ষা কোরেছ, প্রাণ বাঁচিয়েছ। আরও, তুমি ভেবে দেখো, দুরন্ত মানসিক ভ্রমের কুহকে পোড়ে, আমার নামে তুমি যে সকল ভয়ানক ভয়ানক অপবাদ দিচ্ছো, কিছুতেই সে ভ্রমটা তোমার দূর হোচ্চে না। সেটাও আমি বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি। ঘোরতর ভ্রমে পোড়েই তুমি আমার কাছে ও রকম প্রলাপ বোক্তে এসেছ। যা মনে আস্ছে, তাই বোল্ছো। প্রচণ্ড ভ্রম! সেটাও আমি বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি। সেই জন্যই এতক্ষণ তোমাকে ক্ষমা কোচ্চি;—সেই জন্যই তোমার প্রলাপবাক্যএখনো কাণ পেতে শুন্ছি।”

“প্রলাপ নয় মি লর্ড! কেমন কোরে প্রলাপ বোল্বেন? আপ্নি লানোভারকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। লানোভার আর আমার উপর কোন রকম দৌরাত্ম্য না করে, সেই পত্রে এই রকম হুকুম দিয়েছিলেন। নারকী লানোভার সেই চিঠী পাবার অগ্রে, আমার প্রাণে যতপ্রকার তীব্র যাতনা দিয়েছে, চিঠী পাওয়া অবধি সেটা থেমে যাবে, এই ত আপ্নার হুকুম। এ হুকুম কে দিলে?—আপ্নি দিলেন। আপ্নি বেড়া আগুন জাল্তে বোলেছিলেন, আপ্নিই নিবাতে হুকুম দিলেন। যদি জাল্তে বলেন নাই, তবে কেন নিবাতে বোল্লেন? আমি বিশেষরকম প্রমাণ পেয়েছি, আপ্নিই আমার মহা মহা নিগ্রহের প্রধান কুচক্রী!—বেশী কথা কি মি লর্ড! আপ্নার সেই মন্ত্রের জোরে, একরাত্রে শিশু জোসেফ উইলমটের শিশুপ্রাণ যেতে যেতে রয়ে গেছে! আপ্নার মন্ত্রের জোরে লানোভার একরাত্রে আমারে প্রাণে মার্বার ঠিকঠাক সমস্ত জোগাড় কোরেছিল! আপ্নিই সেই খুনীমন্ত্রের দীক্ষাগুরু! হাঁ মি লর্ড! আপ্নার মুখখানিই আপ্নি বোলে দিচ্ছে, সব সত্য;—আপনার মুখখানিই আমার মাতব্বর সাক্ষী!—বরাবর আমি আপ্নার মুখপানে চেয়ে রয়েছি। এখনো দেখ্ছি, আপ্নার মুখচক্ষু উভয়েই বোলে দিচ্ছে, সব কথাই সত্য!”

বাস্তবিক লর্ডমহোদয়ের মুখচক্ষুই স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, তিনিই আমার মহা মহানিগ্রহের প্রধান মন্ত্রদাতা গুরু। মুখেচক্ষে তখন তীব্র যাতনা—তীব্র চাঞ্চল্য—তীব্র সংশয়—তীব্র দুশ্চিন্তা, যেন একসঙ্গে মিলে বিহ্বলভাব দেখাতে লাগ্লো। মুখখানি একবার রাঙা হয়, একবার সাদা হয়। যে সুতীক্ষ্ণ তীব্রদৃষ্টি এতক্ষণ কেবল আমারই দিকেই তীক্ষ্ণবিদ্ধ হয়ে ছিল, সে দৃষ্টি তখন কার্পেটের দিকে!

খানিকক্ষণ ঐ ভাবে হেঁটমুখে থেকে, হঠাৎ তিনি চঞ্চলস্বরে বোল্লেন, "সত্য জোসেফ! সত্যই আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তুমি বোল্‌ছো, আজ প্রাতঃকালে দৈবগতিকে তুমি এমন কিছু জান্‌তে পেরেছ যে, তাতে কোরে—"

লর্ডের রসনার শেষের কথা পর্য্যন্ত না শুনেই, ঠিক সেই তালে, পকেট থেকে চিঠীখানি বাহির কোরে, তাঁর সম্মুখে ধোল্লেম। ত্বরিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ হস্তাক্ষর আপ্‌নি চিন্‌তে পারেন?"

লর্ড এক্‌লেষ্টনের মুখ যেন শ্বেতপাথরের মত সাদা হয়ে গেল। ঠোঁট শুকিয়ে গেল। শুষ্ক ওষ্ঠ ঘনঘন কম্পিত হোতে লাগ্‌লো। আমি বেশ দেখ্‌তে পেলেম্‌, হাতদুখানিও কেঁপে উঠ্‌লো।

"এই দেখুন্‌! আবার আপ্‌নার মুখচক্ষুই সকলকথা প্রকাশ কোরে দিচ্চে! কাপ্তেন রেমণ্ডকে আপ্‌নি যে পত্রখানি পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্রের শিরোনামের অক্ষরগুলি দেখেই, সেই মুহূর্ত্তেই আমি চিন্‌তে পেরেছি। এই ছেঁড়াচিঠীর অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। উভয়ই একহাতের লেখা। ঠিক ঠিক আমি ধোরেছি!"

"আঃ! শুধু কেবল তাইতেই তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ, আমিই তোমার সমস্ত যন্ত্রণার মূল?—শুধুই কেবল ঐ প্রমাণের উপরেই ষোল-আনা নির্ভর কোরে, তুমি আমাকে ভয়ানক, ভয়ানক অপবাদ দিতে এসেছ? শুধু কেবল ঐটী ছাড়া আর তবে তোমার অন্য প্রমাণ কিছুই নাই?"—আমারে ঐ সবকথা বোল্‌তে বোল্‌তেই, লর্ড এক্‌লেষ্টন বাহাদুরের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। হাতের লেখা যে আমি চিনেছি, সেটা কেবল সেইদিনমাত্র। তার পূর্ব্বে আমি কিছুই জান্‌তে পারি নাই, সে পত্র কার লেখা। লর্ডবাহাদুর আবার বোল্লেন, "দুটো লেখা প্রায় একরকম দেখেছ বোলেই তুমি এককালে চূড়ান্ত মীমাংসায় লাফিয়ে উঠেছ? একরকম অক্ষর দেখেই একেবারে, তুমি বুঝে নিয়েছ, আমিই তোমার নিগ্রহকর্ত্তা? তাই দেখেই তুমি নিঃসন্দেহে স্থির কোরেছ, আমিই তোমার মামাকে পত্র লিখেছিলেম? কি পাগ্‌লামী তোমার!" এইরকম আস্ফালন কোত্তে কোত্তে, লর্ডবাহাদুর যেন অত্যন্ত ক্রোধে, সেই ছেঁড়া চিঠীখানা আগুনের উপর ছুড়ে ফেলে দিলেন!

আমিও একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বোল্লেম, "ও আপ্‌নি কি কোল্লেন? দেখুন দেখি, যে সব কথা আমি বোল্লেম, তা যদি ঠিক না হবে,—আপ্‌নি যদি দোষী না হবেন, তা হোলে ও পত্রখানা পুড়িয়ে ফেল্লেন কেন? এটা যখন আপ্‌নি কোত্তে পাল্লেন, তখন হয় ত এ কথাও বোল্‌তে পারেন, আপ্‌নার সুচতুর সুদক্ষ সহকারী লানোভার ফ্লোরেন্স্‌ নগরে এসেছে,—গতকল্য লানোভার এই সহরেই ছিল,—আপ্‌নি হয় ত তবে এ কথাও বোল্‌তে পারেন, সে খবরটাও কিছু আপ্‌নি জানেন না?"

"কি?—লানোভার ফ্লোরেন্সে এসেছে?"—এমনি অকৃত্রিম বিস্ময়ে লর্ড এক্‌লেষ্টন বাহাদুর ঐ কথাটা উচ্চারণ কোল্লেন যে, আমি থতমত খেয়ে গেলেম। কি উত্তর

করি, কিছুই বিবেচনা কোত্তে পাল্লেম না। লর্ড একলেষ্টন্ আবার বোল্লেন, “আমি দিব্য কোরে বোল্‌তে পারি, সংবাদ কিছুই আমি জান্‌তেম না,—জান্‌বার দরকারও কিছু নাই। আবার আমি তোমারে নিশ্চয় কোরে বোল্‌ছি, সেই একদিন—যেদিন তোমার মামা তোমাকে দেল্‌মরপ্রাসাদ থেকে ঘরে নিয়ে যেতে আসে, কেবল সেইদিনই একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তা ছাড়া তার কথা আমি আর কিছুই জানি না।”

“আপ্‌নি যদি এমন কথা বলেন,—এমন দৃঢ়সংকল্প হয়ে সব কথা যদি আপ্‌নি অস্বীকার করেন, তা হোলে আমি আর কি কোত্তে পারি? আপ্‌নারে আমি ত আর জোর কোরে স্বীকার করাতে পারি না। কিন্তু মি লর্ড! যে কখনও একদিনের জন্যও আপ্‌নার কিছুমাত্র অপকার করে নাই,—কোত্তে পারেও না,—কোত্তে পাত্তোও না, অকারণে তারে আপ্‌নি অশেষ-বিশেষে কষ্ট দিয়েছেন, একদিন সে জন্য আপ্‌নারে অবশ্যই অনুতাপ কোত্তে হবে। আপ্‌নি নিশ্চয় জান্‌বেন, তেমন দিন অবশ্যই শীঘ্র উপস্থিত হবে। এখন আমি আপ্‌নাকে একটী কথা বোলে রাখি। কোন নিগূঢ় কারণে আপ্‌নি যদি আবার সেই সব উপদ্রব নূতন কোরে জ্বালিয়ে তুল্‌তে চান, সেই মৎলবে যদি এবার লানোভারকে সঙ্গে কোরে ফ্লোরেন্‌স্ নগরে এসে থাকেন, তবে আমি বোলে রাখ্‌ছি, সাবধান থাকবেন। যে কারণে এতদিন আমি সেই বদ্‌মাস লোকটাকে ক্ষমা কোরে এসেছি, এখন আর সে সব কারণ কিছুই উপস্থিত নাই। সেই নরাধম বদ্‌মাস এখন যদি আবার আমার উপর কিছুমাত্র দৌরাত্ম্য কর্‌বার চেষ্টা করে, আমি শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, এই সহরেই আমি তারে পুলিসের হাতে ধোরিয়ে দিব। যে কোন স্থানে এবার সে আমারে কোনপ্রকার ফাঁদে ফেল্‌বার চেষ্টা পাবে,—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, নিশ্চয়ই আমি তারে সেই স্থানের ফৌজদারী আদালতে সমর্পণ কোর্‌বো!”

আরক্ত গম্ভীরবদনে লর্ড একলেষ্টন্ বোল্লেন, “দেখ জোসেফ! আবার আমি তোমাকে বোল্‌ছি, আগুনের মুখ থেকে তুমি আমার স্ত্রীর জীবনরক্ষা কোরেছে। সেই এক কৃতজ্ঞতাঋণে তোমার কাছে আমি বাধ্য আছি। সেই কথা স্মরণ কোরেই এতক্ষণ আমি ধৈর্য্যধারণ কোরে রয়েছি। সেই কথা স্মরণ কোরেই তোমার এতদূর বাগাড়ম্বর—এতদূর বেয়াদবী আমি সহ্য কোচ্চি। দেখ জোসেফ! যেরকমে তুমি আজ আমার সঙ্গে কথা কোচ্চো, তাতে দেখ্‌ছি, আদবকায়দা তুমি কিছুই রাখ্‌ছো না। শিষ্টাচার কারে বলে, সেটা যেন একবারেই ভুলে ভুলে যাচ্ছো। তা যা হোক্, আবার আমি তোমাকে সত্য কোরে বোল্‌ছি, আমা হোতে তোমার কোন অপকার হবে না। তোমার কোন অনিষ্ট হয়, সেরকম কোন কল্পনাও মনে আমি স্থান দিই নাই। লানোভার যে এ নগরে এসেছে, বাস্তবিক তার আমি কিছুই জানি না। [illegible]—”

"থাক্ মি লর্ড!"—তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "থাক্ মি লর্ড! ও সব কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। যে ছেঁড়া চিঠীখানা আপ্‌নি এইমাত্র পুড়িয়ে ফেল্লেন, সে চিঠীখানা আপ্‌নারই নিজের হাতের লেখা, এটী আমার নিঃসন্দিগ্ধ ধারণা। কিছুতেই সে ধারণার একটুও এদিক্ ওদিক হবে না। হাজারবার আপ্‌নি অস্বীকার কোল্লেও, সে বিশ্বাস আমার কিছুতেই যাবে না। এখন অবধি আপ্‌নার কথার উপর আর আমারে নির্ভর কোরে চোল্‌তে হবে না। কার্য্য দেখেই সত্যমিথ্যা ভালমন্দ সব কথার বিচার হবে।"

ছাড়া ছাড়া ভাব জানিয়ে, উদাসভাবে অভিবাদন কোরে, বেরিয়ে আস্‌বার জন্য দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছি, ঠিক সেই সময় দরজা খুলে লেডী এক্‌লেষ্টন্ প্রবেশ কোল্লেন। আমারে সেখানে দেখেই, লেডী এক্‌লেষ্টন্ শিউরে উঠ্‌লেন। যখন আমি ইতিপূর্ব্বে রেজিষ্ট্রীবহির ছেঁড়াপাতা দিতে আসি, তখন তিনি যেরকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তীব্র আকর্ষিণীদৃষ্টি বিনিক্ষেপ কোরেছিলেন, তখনও সেইরকমে ক্ষণকাল আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। সে প্রকার দৃষ্টিপাতে কোনরকম সংশয় অথবা চাঞ্চল্যের লক্ষণ আছে, কিম্বা মনোমধ্যে অন্য কোন ভাবের উদয়, কিছুতেই সেটী আমি নিরূপণ কোত্তে পাল্লেম না। সহসা যেন কি মনে কোরে, তিনি আমার হস্তধারণ কোল্লেন। অতি কোমলস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! অতুলসাহসে—অতুলসাধুতায়, অতুলবিক্রমে, অগ্নিকুণ্ড থেকে তুমি আমার প্রাণরক্ষা কোরেছ, সে জন্য আমি তোমারে উপযুক্ত সাধুবাদ দিবার একবারও অবকাশ পাই নাই।"—যে কথাগুলি তিনি বোল্লেন, আমি স্থির হয়ে শুন্‌লেম। বর্ণে বর্ণে বুঝ্‌তে পাল্লেম, যেন কোন অপূর্ব্ব হৃদয়োচ্ছ্বাসে সবকথার সঙ্গেই কণ্ঠস্বর কাঁপ্‌লো।

সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম, "আপ্‌নি যদি আমার কাছে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করেন,—আমার তখনকার সেই কার্য্যটী যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তা হোলে আপ্‌নার কাছে আমার এই মিনতি, লর্ডবাহাদুরকে আপ্‌নি বারণ কোর্‌বেন, তিনি যেন আর আমার উপর নিদারুণ নিগ্রহ—"

বোল্‌তে বোল্‌তেই আমি থেমে গেলেম। থেমে যাবার কারণও ছিল;—প্রবল কারণ বিদ্যমান। দেখ্‌তে দেখ্‌তে লেডী এক্‌লেষ্টনের মুখ শুকিয়ে গেল। কেঁপে কেঁপে তিনি যেন পোড়ে যান যান এম্‌নি হোলেন। ব্যস্ত হয়ে আমি ধোরে ফেল্লেম। আমার বুকের উপর ঝুঁকে পোড়ে, লেডী এক্‌লেষ্টন অশ্রুধারে ভেসে গেলেন। করুণাস্বরে বোল্লেন, "না না, না জোসেফ! কোন ভয় নাই! তুমি আমার জীবন রক্ষা কোরেছ! পরমেশ্বর জানেন, তুমি—তুমি জোসেফ,—তুমিই আমার,—জোসেফ! তুমিই আমার সে বিপদে রক্ষাকর্ত্তা!"

যখন আমি রেজিষ্ট্রী বহীর ছেঁড়াপাতা দিতে আসি,—একবৎসরের কথা, তখনো লেডী এক্‌লেষ্টন [illegible]

আবার সেই কথাগুলি পুনরুক্তি কোল্লেন। কথাগুলি আমার কর্ণে যেন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জ্ঞান হোতেলাগ্‌লো। ক্ষণেকের জন্যও তা আমি ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

সংশয়বিভ্রমে বোলে উঠ্‌লেম, "কেন আপ্‌নি আমারে ও সব কথা বোল্‌ছেন? দুরাত্মা লানোভারকে ঘুস খাইয়ে, আপ্‌নার স্বামী আমার উপর যতপ্রকার অবক্তব্য উপদ্রব কোরেছেন, সে সব কি তবে আপ্‌নি অবগত আছেন? কোন দোষ করি নাই, তথাপি অশেষবিশেষে কত নিগ্রহ ভোগ কোরেছি, বিধাতার মনে ছিল, ঘটনাক্রমে ভীষণ অগ্নিক্ষেত্র থেকে আপ্‌নার জীবন রক্ষা কোরেছি, সেই সব কথা মনে কোরে, আপ্‌নি কি এখন কোনরকম কষ্ট অনুভব কোচ্চেন?"

লেডী এক্‌লেষ্টন্ তখন হাপুস্‌নয়নে রোদন কোচ্ছিলেন। সুন্দর বর্ণ যেন ফিকে হয়ে গিয়েছিল। স্থিরনেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে ছিলেন। সেই নয়নে তখন দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হোচ্ছিল। তথাপি সেই দারুণ যন্ত্রণার ভিতরেও কেমন একরকম সুকোমলে করুণভাব বিদ্যমান। কি যে কি, ভাব দেখে কিছু অবধারণ করা, একেবারেই তখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হলো। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, আমার মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ কোরে কি ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেগে জেগে আমি যেন কত কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। যতক্ষণ আমি সেখানে থাক্‌লেম, লেডী এক্‌লেষ্টন্‌কে কোলে কোরেই রাখ্‌লেম। তাঁর শরীরের ভাব দেখে আমি যেন বুঝ্‌তে পাল্লেম, যদি আমি ছেড়ে দিই, তা হোলেই তিনি পোড়ে যাবেন।

আমার পশ্চাদ্দিক্ থেকে অতি গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত হলো, "ক্লারা!"—উচ্চারণের ভাবেই আমি অনুভব কোল্লেম, সাবধান কর্‌বার ইঙ্গিত। কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম। পত্নীর অপেক্ষাও তাঁর বদন তখন অত্যন্ত ম্লান। নয়নে যেন ভয়ানক আতঙ্ক বিরাজমান। সতর্কতাব্যঞ্জকস্বরে লর্ডবাহাদুর যখন পত্নীর নাম ধোরে ডাক্‌লেন, তখনই তখনই যেন বেশ সম্বিৎ পেয়ে, লেডী এক্‌লেষ্টন্ ধীরে ধীরে আমার হাত ছাড়িয়ে নিলেন,—ধীরে ধীরে দুই একপা এগিয়ে গেলেন। চঞ্চলভঙ্গীতে কেমন একরকম দৃষ্টিবিনিময় হলো। তাঁদের দৃষ্টিপাতের মর্ম্ম উভয়েই তাঁরা বুঝ্‌লেন, আমি কিছুই বুঝ্‌লেম না।

বেরিয়ে যাই কি থাকি? আরও তাঁদের কোন কথা বল্‌বার আছে কি না, ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। মনে মনে যেন বুঝ্‌তে পাল্লেম, লেডী এক্‌লেষ্টন্ যেন আরও কোন কথা আমারে বোল্‌তে ইচ্ছা করেন। কি কথা বল্‌বার ইচ্ছা আছে, বাস্তবিক তার কিছুই আমার অনুমানে এলো না। লক্ষণে বুঝ্‌লেম, কথা ফুট্‌তে তাঁর যেন একটু একটু ভয় আস্‌ছে। স্বামী সম্মুখে উপস্থিত, স্বামীকেই যেন কিছু কিছু ভয়। যে ভাবে তিনি নাম ধোরে ডেকেছেন,—সতর্ক হোতে শিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই তাঁর মনে হয় ত ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। একটু পূর্ব্বে আমার সঙ্গে তিনি যে রকম কথা কোচ্ছিলেন সে কথায় কিছু কিছু করুণভাব আসছিল। লানোভারকে পরোবর্ত্তী

কোরে, তাঁর স্বামী আমার উপর যত উৎপীড়ন কোরেছেন, সমস্তই যেন তাঁর মনের ভিতর সেই সময় উদয় হোচ্ছিল। পতির ব্যবহারে তাঁর মনে মনে যেন ঘৃণার উদয় হোচ্ছিল, হয় ত আমারে সান্ত্বনা কর্‌বার ইচ্ছা আস্‌ছিল। যতক্ষণ আমি তাঁরে কোলে কোরে ধোরে ছিলেম, ততক্ষণ তিনি মৃদুমৃদু কোমলকণ্ঠে যে কথাগুলি বোলেছেন, তাতে আমি মধুরতার আস্বাদন পেয়েছি,—একটু একটু স্নেহদয়াও অনুভব কোরেছি। পতির সতর্কতা শুনে অবধি তিনি নীরব।

তিনজনেই আমরা চুপ। সেই অবসরে কম্পিতস্বরে লর্ড একলেষ্টন বোল্লেন, "যাও জোসেফ! কোন ভয় নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ কোরে আমি বোল্‌ছি, তোমার মাথার একগাছি কেশেরও আমি কিছুমাত্র হানি কোর্‌বো না।"

নানাপ্রমাণে আমি বুঝেছিলেম, লর্ড একলেষ্টনের হৃদয় বড় কঠিন। কুক্রিয়ায় তিনি কুচক্রী। কিন্তু শেষের কথাগুলি শুনে, আমার তখন বোধ হলো, যেন অভ্রান্ত সরলতা পরিপূর্ণ। বিজটিল ভণ্ডামীর আবরণে মানুষ সে রকম অখণ্ড সরলতার চাক্‌চিক্য দেখাতে পারে, আমার ত সে রকম বিশ্বাস নাই। কথা শুনেই আমি বোল্লেম, "হাঁ মি লর্ড! আপ্‌নার বাক্যের তাৎপর্য্য আমি বুঝ্‌লেম। ঈশ্বরের কৃপায় আপনার হৃদয়ে আমার প্রতি দয়ার সঞ্চার হয়েছে। আপ্‌নি নিশ্চয় জানেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক—জ্ঞানপূর্ব্বক এ জীবনে কস্মিন্‌কালেও কাহারও কোন অপকার করি নাই;—আপ্‌নারও কিছুমাত্র অনিষ্ট করি নাই।"

যখন আমি এই কথা বলি, লেডী একলেষ্টন সেই অবকাশে ধাঁ কোরে একটু পাশ কাটিয়ে সোরে দাঁড়ালেন। আধখানি দীর্ঘনিশ্বাস আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ কোল্লে। তাঁর প্রতি তখন আমার কেমন একপ্রকার অভাবনীয় করুণার সঞ্চার হলো। তাঁর প্রতি আমার যেমন করুণা, বলা বাহুল্য, আমার প্রতিও তাঁর তখনকার মনোভাবও ঠিক সেই রকম। চঞ্চলপদে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। হোটেলে চোল্লেম। যত পথ গেলেম, একলেষ্টনদম্পতীর সাক্ষাৎকারে যে যে কাণ্ড ঘোট্‌লো, মনের গোলমালে কেবল সেই সব কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোল্লেম।

পঞ্চদশ প্রসঙ্গ।

দুটী যোগ।

যে রাস্তায় হোটেল, সেই রাস্তায় যখন গিয়ে পোড়্‌লেম, তখন একটী নূতন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। গ্রাণ্ড ডিউকের দরবারে যে বৃদ্ধ ইতালিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়,—আলাপ হয়,—কথাবার্ত্তা হয়, তিনিই সেই বন্ধু। সহাস্যবদনে তিনি

তুমি বুঝি এখনও সেই স্বদেশী সুন্দরী যুবতীর প্রতিমাখানি মনে মনে ধ্যান কোচ্চো? আঃ! তোমার মুখের সলজ্জভাব দেখেই ঠিক আমি ধোরে ফেলেছি! বেশ কোরেছ! বেছে বেছেই তুমি চিনে নিয়েছ! বহুৎ তারিফ তোমারে! তোমার রুচি খুব ভাল! এসো আমার সঙ্গে! এসো আমরা ঐ কাফীঘরে যাই। একটু একটু কাফীও খাওয়া যাবে, কথাবার্ত্তাও চোল্‌বে;—বেশ হবে, এসো!"

আহ্লাদপূর্ব্বক আমি সেই ভদ্রলোকের আমন্ত্রণ গ্রহণ কোল্লেম। একুলেষ্টনদম্পতীর সঙ্গে দেখা কোরে, আমার মনটা তখন কেমন একরকম নির্জ্জীব হয়ে পোড়েছিল। অন্য কোনরকমে একটু স্ফূর্ত্তি পেলে ভাল হয়, মনে মনে সেই ইচ্ছাই কোচ্ছিলেম। হলো ভাল। দুজনে আমরা কাফীঘরে প্রবেশ কোল্লেম। দুজনে একটী ক্ষুদ্র টেবি-লের কাছে বোস্‌লেম। যা কিছু আমাদের দরকার, সেখানকার চাকরেরা তৎক্ষণাৎ এনে জোগালে। ইতালিক ভদ্রলোকটী আমারে যেন তাঁর সমপদস্থ—সমান অবস্থাপন্ন বিবেচনা কোল্লেন;—মিত্রবৎ ব্যবহার কোত্তে লাগ্‌লেন।

তিনি বোল্লেন, "সেই সুন্দরী যুবতীর রূপলাবণ্যে তুমি একান্ত মোহিত হয়ে পোড়েছ, তা আমি জানি। মার্কুইস্ কাসেনোর যে অপূর্ব্ব কাহিনী আমি তখন বোল্‌ছিলেম, তার একটী বর্ণও তুমি মন দিয়ে শুন নাই, তাও আমি বুঝেছি।"

লজ্জিত হয়ে আমি বোল্লেম, "যা আপনি অনুমান কোরেছেন, এটা ঠিক কথা। তখনকার সেই সুমোহন-দৃশ্য দেখে, সেই দিকেই আমার চিত্ত এককালে সংলগ্ন হয়েছিল। বাস্তবিক আপনার কথাগুলির দিকে আমার মন ছিল না। অবশ্যই তাতে আমার অসভ্যতা প্রকাশ পেয়েছে।"

"ওঃ! না না,—অসভ্যতার কথা বোলো না। অমন ত হয়েই থাকে। যে রূপ দেখে তুমি মোহিত হয়েছিলে, সে সময় ত ঐ রকম হওয়াই স্বাভাবিক। তা হোক, মার্কুইস্ কাসেনোর ইতিহাস যদি যথার্থই তুমি না শুনে থাক, আবার আমি সেই সব কথা বোল্‌ছি। এইবার তুমি মন দিয়ে শোন!"

ঈষৎ হেসে আমি বোল্লেম, "তা যদি আপনি বলেন, তা হোলে নিবিষ্টচিত্তেই আমি শুন্‌বো। কাল যেমন একটু অবহেলা কোরেছিলেম, আজ্ বেশী মনোযোগে নিশ্চয়ই তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।"

ইতালিক বোল্লেন, "বেশ কথা। তোমাকে আমি বোলেছি, মার্কুইস্ কাসেনো আমাদের গ্রাণ্ড ডিউকের ভ্রাতুষ্পুত্র। রাজকীয় ক্ষমতায় তিনি এ রাজ্যের প্রদেশীয় রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রদেশীয় রাজমন্ত্রী কারে বলে, বুঝ্‌তে পেরেছ? তোমাদের দেশে যাকে ষ্টেট্ সেক্রেটারী বলে, এ দেশের ঐ পদস্থ রাজপুরুষ তাই। দেশ-মধ্যে জনরব হয়, রাজপুত্র রাজবিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র কোচ্চেন। যুদ্ধ বাধাবার হুজুগ লাগিয়ে-ছেন। জনরবটাতে বিশ্বাস করা যায় কি না যায়, ভেবে চিন্তে কেহই কিছু ঠিক কোত্তে পাল্লে না। তখন রাজবাড়ীতে মহাসমারোহে এক দরবার হয়। অনেকে বলাবলি

করে, সেই দরবারে কি একটা ভয়ানক কাণ্ড বেধে উঠ্‌বে। কি রকম ভয়ানক কাণ্ড, সেটা কিন্তু কিছুই বুঝা গেল না। কেহই কিছু অনুমান কোত্তে পাল্লে না। দরবারের সভায় আমি গ্যালারীতে বোসেছিলেম। কাল যে রকম সমারোহ তুমি দেখেছ, পূর্ব্বের যে দরবারের কথা আমি বোল্‌ছি, সে দরবারে তার চেয়েও বেশী সমারোহ। সমস্ত মন্ত্রীদল উপস্থিত হয়েছিলেন। মন্ত্রীদলের ভিতর অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন মার্কুইস্ কাসেনো। সভাস্থল যখন জনতাপূর্ণ হয়ে উঠে, অভ্যর্থনাকার্য্য আরম্ভ হয় হয় এম্‌নি সময়, ডিউকবাহাদুর সিংহাসন থেকে গাত্রোত্থান কোল্লেন। মার্কুইস্ কাসেনোকে ইঙ্গিত কোরে সম্মুখে দাঁড়াতে বোল্লেন। তিনি দাঁড়ালেন। তাঁরে সম্বোধন কোরে, গ্রাণ্ড ডিউকবাহাদুর এই সব কথা বোল্‌তে লাগ্‌লেন :—

"তুই নীচাশয়! ভ্রাতুষ্পুত্র বোলে তোর পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা হয়! এই সম্ভ্রান্ত রাজবংশের তুই অযোগ্য সন্তান! তোর গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র আমি সব জান্‌তে পেরেছি। তোর নিজের দলেরই একজন বাণিকার সব কথা বোলে দিয়েছে। কি আর বোল্‌বো, যে বংশে আমার জন্ম, তোর শরীরে সেই বংশের শোণিত যদি প্রবাহিত না হতো, তা হোলে এখনই আমি তোর মস্তকচ্ছেদনের হুকুম দিতেম! রাজবিদ্রোহী তুই, তোর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তই তাই! রাজবিদ্রোহ অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডই শিরশ্ছেদ! তুই দুরাচার! তুই অকৃতজ্ঞ! তুই মহাপাপী! বিনাদণ্ডে তোর অব্যাহতি নাই! এই দেখ্! যে সকল মাননীয় ব্যক্তি আজ তাঁদের রাজার কাছে রাজভক্তি প্রদর্শন কোত্তে উপস্থিত হয়েছেন,—দেখ্ তুই, তাঁদেরই সাক্ষাতে আমি আজ তোর কি দশা করি! অপদস্থ হবি,—অবমানিত হবি, রাজবিদ্রোহের দণ্ড হাতে হাতে ফোলে যাবে! তোর পদে প্রদেশীয় রাজমন্ত্রীত্বে নূতন ব্যক্তি নিযুক্ত করা হয়েছে। এই আমার প্রথম আজ্ঞা। দ্বিতীয় আজ্ঞা এই, তোর পদমর্য্যাদা—বংশ-উপাধি—স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই বাজেয়াপ্ত হবে!—দূর হ! চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হয়ে যা!—দেশান্তরে—দ্বীপান্তরে চিরজীবন রাজদ্রোহপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্!"

"সর্ব্বসমক্ষে গ্রাণ্ড ডিউকবাহাদুর এইরূপ কঠিন আজ্ঞা প্রচার কোল্লেন। সভাস্থ সমস্ত লোক মহা মহা দুঃখবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পোড়্‌লেন।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মার্কুইস্ কাসেনো তখন কি কোল্লেন? তত বড় দুঃসহ অপমান কি রকমে তিনি সহ্য কোরে থাক্‌লেন? কি রকম সভার দিকে চাইলেন? তিনি কি তখন পিতৃব্যের পায়ে ধোরে—"

কিছুই না, কিছুই না!"—আমার ইতালিক বন্ধু বোল্লেন, "সে রকম কিছুই না! সক্রোধে সদম্ভে মার্কুইস্ তখন খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। সভার মাঝখানে বুকে হাত বেঁধে বদ্ধপরিকর হোলেন। যেন কিছু বলেন বলেন এম্‌নি উপক্রম, সেই সময় গ্রাণ্ড ডিউক-বাহাদুর এক রকম ইসারা কোল্লেন। রাজপ্রহরীরা তৎক্ষণাৎ মার্কুইস্ কাসেনোকে জোর কোরে ধোরে, অবিলম্বে সভার ভিতর থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেল। আমি

নিশ্চয় জানি, সভায় যতগুলি ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঐ প্রকার দণ্ডাজ্ঞায়, মার্কুইস্‌বাহাদুরের অসহনীয় কষ্টে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন। সগৌরবে আমিও বোল্‌তে পারি, আমারও মনের কথা এই যাঁরা যাঁরা দুঃখিত হোলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে একজন।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তার পর কি হলো?"

বর্ণনাকর্ত্তা বোল্লেন, "তার পর মার্কুইস্ এককালে আমাদের চক্ষের অন্তর হয়ে গেলেন। একটু পরেই জান্‌তে পাল্লেম, তাঁরে ঐ রকমে গ্রেপ্তার কর্‌বার পর, একখানা ডাকগাড়ীতে তুলে, রাজ্যের সীমার বাহির কোরে দেওয়া হলো। অষ্ট্রীয় রাজ্যের এক অন্ধকার দুর্গে এক অন্ধকূপে তিনি কয়েদ হয়ে থাক্‌লেন। হাঁ, এই দশাই তাঁর হলো। হয় ত তুমি জান, আমাদের বর্ত্তমান গ্রাণ্ড ডিউক অষ্ট্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশসম্ভূত। বিয়েনা গবর্ণমেণ্ট চিরদিন তস্কানরাজের দারুণ স্বেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দেন। মার্কুইস্ কাসেনো যে অষ্ট্রিয়কারাগারে ঐ রকমে আবদ্ধ থাক্‌লেন, সেটা কিছুই বিচিত্র কথা নয়। সেটা তুমি আশ্চর্য্য মনে কোরো না।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সত্যসত্যই কি মার্কুইস্ কাসেনো রাজবিদ্রোহের ষড়যন্ত্র কোরেছিলেন? এটা কি আপনার বিশ্বাস হয়? কিম্বা রাজ্যের কোন কুচক্রী লোকেরা রাজ্য থেকে তাঁরে তফাৎ কর্‌বার মৎলবে জটিল কুচক্র সৃজন কোরেছিল?"

"বিদ্রোহের মন্ত্রণা তিনি কোরেছিলেন, সেটা নিঃসন্দেহ।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, আবার চুপি চুপি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "সেই বিদ্রোহব্যাপারে তিনি যদি জয়ী হোতেন, তা হোলে খুব ভালই হতো। গ্রাণ্ড ডিউকের স্বেচ্ছাচারে আমরা সকলেই জ্বালাতন; সমস্ত প্রজাই গুরুতর ট্যাক্সভারে ভারগ্রস্ত। তা ছাড়া, ছোট ছোট রাজকীয় উপদ্রবের সীমাপরিসীমা নাই। যাই হোক্, মার্কুইস্ কাসেনো অষ্ট্রীয় কারাগারে যন্ত্রণাভোগ কোচ্চেন। প্রজারা তাঁরে বড় ভালবাস্‌তো;—দেবতার মত অর্চ্চনা কোত্তো। অর্চ্চনার যোগ্যপাত্রই তিনি ছিলেন বটে। তাঁরে হারা হয়ে, রাজ্যের সমস্ত প্রজারা গোপনে নির্জ্জনে অনুক্ষণ বিলাপ করে।"

বিস্মিত হয়ে আমি বোল্লেম, "আপনাদের গ্রাণ্ড ডিউক ত তবে বড়ই এক অদ্ভুত প্রকৃতির রাজা! সম্প্রতি আমি শুনেছি, দুবার দুবার তিনি এপিনাইন গিরিপথের দুর্জ্জয় ডাকাতদলের সর্দ্দার ডাকাতকে কায়দায় এনেও, ছেড়ে দিয়েছেন! দুবার দুবার গ্রেপ্তার হয়েছিল,—দুবার দুবার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছিল, দুবার দুবার পালিয়ে গিয়েছে!"

"আঃ! তবে হয় ত তুমি আরও কিছু বিশেষ খবর পেয়েছ। আমাদের গ্রাণ্ড ডিউক কেন যে সেই দুর্জ্জয় দস্যু মার্কো উবার্টিকে তত প্রশ্রয় দেন, কেন আপনাকে কাপুরুষের মত দেখান, তাও হয় ত তবে তুমি শুনেছ? সে কথাও শোন বলি। রাজদরবারের একজন উচ্চপদস্থ বন্ধুর মুখে আমি শুনেছি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মার্কো উবার্টি যখন ফ্লোরেন্স্ থেকে পালায়, সেই সময় রাজবাড়ী থেকে একতাড়া দলীল চুরি

কোরে নিয়ে গেছে। সেগুলি ভারী দরকারী গুপ্তদলীল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ তস্কান-রাজ্য অধিকার কর্‌বার অভিপ্রায়ে সৈন্যসামন্ত প্রেরণ কোর্‌বেন, সেই সব দলীলে ঐ প্রকার গুহ্যকথা বর্ণিত আছে। সে সব দলীল যদি প্রকাশ পায়, তস্কানরাজ্যের সর্ব্বস্থান-ব্যাপী মহাবিদ্রোহানল জ্বোলে উঠবে। আমাদের গ্রাণ্ড ডিউক সেটী ভাল জানেন। সেই সকল দলীল এখন মার্কো উবার্টির দখলে। সেই সকল দলীল সেই বদ্‌মাস ডাকাতের নিরাপদের রক্ষাকবচ। সেই সব দলীল প্রকাশ হবার ভয়েই, ডাকাতের দল ভঙ্গ কোত্তে—সুবিচারে ডাকাতের দলকে সাজা দিতে, আমাদের ডিউক বাহাদুর সাহস করেন না। আরও আমি কিছু বেশী জানি। প্রথমবার যখন মার্কো উবার্টি ধরা পড়ে, তখন সে কবুল কোরেছিল, তার যদি মাথাকাটা না যায়, তা হোলে সে ঐ সব দলীল ফেরত দিতেণ্চায়। ডিউকবাহাদুর তার সেই বাক্যে বিশ্বাস করেন। মার্কো উবার্টি ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে ঐ কথা বোলেছিল। অহো! ডাকাতের আবার ধর্ম্ম! ছোট বড় ভেদ না কোরে, নিরবচ্ছিন্ন লুঠতরাজ করাই যার প্রধান কার্য্য, তেমন লোকের আবার ধর্ম্ম সাক্ষী! এই মর্ম্মটুকু হৃদয়ঙ্গম কোল্লেই সব কথা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে!"

"আশ্চর্য্য বটে! অদ্ভুত কাণ্ডই বটে! তা আচ্ছা, প্রথমবারে ত ঐ রকম হলো, দ্বিতীয়বারে আবার কি ওজরে সে অব্যাহতি পেলে? দ্বিতীয়বারেও কি সেই মিথ্যাবাদী ডাকাত সেই রকমে দলীল ফেরত দিবার অঙ্গীকার কোরেছিল?"

আমার এই প্রশ্নে ইতালিক বন্ধু উত্তর কোল্লেন, "কেবল অঙ্গীকার নয়, মার্কো উবার্টি যখন দ্বিতীয়বার ধরা পড়ে, তখন সত্যসত্যই একতাড়া দলীল বাহির কোরে দিয়েছিল। করার ছিল, যদি তার জীবন রক্ষা হয়,—যদি সে খোলসা পেয়েই ডাকাতী কোত্তে ক্ষমতা পায়, তা হোলেই দলীল ফেরত দিবে, পূর্ব্বের মত সেইরূপ অঙ্গীকার;—দিয়েও ছিল তা। শেষে সে গুলো হলো কি?—শেষকালে প্রকাশ পেলে, সে গুলো কেবল আসল দলীলের নকল!—এম্‌নি জালিয়াতী ধরণে নকল কোরেছে, কার সাধ্য শীঘ্র ধরে? আসল দলীলগুলো বাস্তবিক তারই হাতে আছে। এই ঘটনায় সমস্ত রাজপরিবার সদাসর্ব্বদা সশঙ্কিত। এখানে এখন জনরব এই রকম যে,—সত্য-মিথ্যা আমি ঠিক জানি না, জনরবে বলে, আমাদের গ্রাণ্ড ডিউকবাহাদুর তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদ্‌বর্গের কাছে প্রকাশ কোরেছেন, মার্কো উবার্টির হাত থেকে যে কেহ ঐ সকল দলীল উদ্ধার কোরে এনে দিতে পার্‌বে, গ্রাণ্ড ডিউক তারে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিবেন। দলীলের উদ্ধারকর্ত্তা যা চাইবে, তাই পাবে।"

প্রায় একঘণ্টার অধিকক্ষণ আমরা দুজনে ঐ সকল গল্প কোল্লেম। একঘণ্টা পরে আমার বন্ধুও চোলে গেলেন, আমিও হোটেলে ফিরে এলেম। প্রসঙ্গের প্রথমেই আমি বোলেছি, পথিমধ্যে ইতালিক বন্ধু দর্শন।—ডাকাতী কাণ্ডের কথোপ-কথন,—মার্কুইস্ কাসেনোর নির্ব্বাসন, এই সব তত্ত্বের পরিজ্ঞান, এইটী আমার প্রথম শ্রবণ। আবার উপস্থিত দ্বিতীয় ঘটনা। সেইদিন অপরাহ্নে হোটেলের একজন চাকর

আমার হাতে একখানি পত্র দিলে ;—দিয়েই বোল্লে, "যে লোক এই পত্র এনেছিল, পত্রখানা দিয়েই সে লোকটী চোলে গিয়েছে।"—পত্রের শিরোনামের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত কোল্লেম। স্ত্রীলোকের হাতের সুন্দর সুন্দর অক্ষর। কোন ইংরাজকামিনীর হাতের লেখা। চিঠীখানি খোল্‌বার আগে কিয়ৎক্ষণ আমি মনে মনে কত কথা তোলাপাড়া কোল্লেম। চিঠীখানি খুলে, পাছে আমি আনাবেলের কাছে অপরাধী হই, পাছে আমার আবার মতিভ্রম উপস্থিত হয়, সেই আশঙ্কায় ইতস্তত কোত্তে লাগ্‌লেম। খুলি কি না খুলি? কালিন্দীর প্রেমোন্মত্ততার কথা মনে পোড়্‌লো। সেই সাংঘাতিক ব্যাপারের অবসানের পর, দৃঢ় সংকল্প কোরে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, আর কখনও তেমন কোন প্রলোভনে বিমোহিত হব না। কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত কোরে পরিশেষে বিবেচনা কোল্লেম, চিঠীখানা খোলাতে হানি কি? চিঠী খুল্লেই ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না। এইরূপ স্থির কোরেই চিঠীখানি খুল্লেম। চিঠীতে লেখা ছিল;—

"নবেম্বর ১৬ই, ১৮৪১।

বিশেষ ব্যগ্রতা করিয়া আমি তোমারে আমন্ত্রণ করিতেছি, আজ সন্ধ্যার পর নবম-ঘটিকার সময় শান্তা ত্রিনিতা নদীর সেতুর নিকটে তুমি একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমার বিশেষ অনুরোধ, কদাচ অন্যথা করিও না। আজ তুমি সম্ভবমত অবকাশও পাইবে। কাপ্তেন রেমণ্ড অদ্য আমাদের হোটেলেই আহার করিবেন। অতি সঙ্গোপনেই সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন, সে কথা তোমারে লিখিয়া জানান বাহুল্য।

ক্লারা একলেষ্টন।"

পূর্ব্বেই বোলেছি, এটী আমার দ্বিতীয় ঘটনা। সাক্ষাৎ করাই কর্ত্তব্য,—সাক্ষাৎ করাই অবধারিত, সে বিষয়ে আর তিলমাত্রও দ্বিধামত রাখ্‌লেম না। লেডী একলেষ্টন আমার কাছে যে রকম ভাব দেখান, তাতে কিছুমাত্র উগ্রভাব লক্ষিত হয় না। যে যে কথা তিনি আমারে বোল্‌বেন, স্বচ্ছন্দেই তার উত্তর দিতে পার্‌বো। এমনও হোতে পারে, যে ভাবনায় আমি পাগল,—যে সব গুহ্যকথা জান্‌বার জন্য, সর্ব্বক্ষণ আমি অস্থির, সে সব কথাও হয় ত তিনি আজ আমার কাছে ভাঙ্‌তে পারেন। কি কারণে আমার উপর ততদূর উপদ্রব হয়েছিল,—ক্লারা একলেষ্টনের স্বামী কেন আমারে তত যন্ত্রণা দিয়েছেন, লেডীর মুখে তার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হবার জন্য আমার মনে তখন মহা মহা আগ্রহ উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো। যখন চিঠী পেলেম, সেই সময় থেকে রাত্রি নটা পর্য্যন্ত কেবল সেই চিন্তাতেই আমি অভিভূত থাক্‌লেম। বাস্তবিক লেডী একলেষ্টন কি জন্য রাত্রিকালে গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে অভিলাষিণী,—কেন তিনি গুপ্তভাবে শান্তানদীর সেতুর কাছে আমারে যেতে বোলেছেন, আসল তত্ত্ব কিছুই ত স্থির কোত্তে পাল্লেম না। কেমন কোরেই বা তিনি সে সময় আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য নদীতীরে উপস্থিত হবেন, সে ভাবনাও মনে এলো। লর্ড একলেষ্টন সেই রাত্রে কাপ্তেন রেমণ্ডকে ভোজনের নিমন্ত্রণ কোরেছেন, সে কথা আমি জান্‌তেম। এ অবস্থায়

কেমন কোরে তিনি আস্‌বেন? সন্দেহ হলো, শীঘ্রই আবার ভঞ্জন হয়ে গেল। স্মরণ হলো, লর্ড রিংউলের চাকরের মুখে আমি শুনেছি, তিনিও আজ লর্ড একলেষ্টনের হোটেলে নিমন্ত্রণে যাবেন। স্ত্রীলোকেরা যাবেন না। নিছাঁক পুরুষের ভোজ লর্ড একলেষ্টন যে হোটেলে সর্ব্বদা আছেন, সে হোটেলে ভোজ হবে না, নগরের আর একদিকে, আর একটী সুপ্রসিদ্ধ আমোদস্থলে ভোজের ব্যাপার। তবেই বুঝা গেল, লেডী একলেষ্টন সে ভোজে উপস্থিত থাক্‌বেন না। সে অবকাশে তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই কোত্তে পারেন। এ সব তর্কের ত মীমাংসা হলো, কিন্তু লেডী একলেষ্টন কেন আমারে ডেকেছেন, আমার সঙ্গে তাঁর কি এমন বিশেষ প্রয়োজন, বহুক্ষণ ভেবেও তার কিছু মীমাংসা কোত্তে পাল্লেম না।

দুটো বাজ্‌বার বিশ মিনিট থাক্‌তে সেই নির্দ্দিষ্ট সেতুর উপর গিয়ে আমি উপস্থিত হোলেম। ধীর মৃদুপদে সেতুর এধার ওধার বেড়িয়ে বেড়িয়ে, নানাকথা ভাবনা কোত্তে লাগ্‌লেম। রাত্রি অন্ধকার, অত্যন্ত শীত, নদীর জলে কুয়াসাজাল ঢাকা পোড়েছে। কুয়াসার সেখানে এতদূর প্রাদুর্ভাব যে, এক এক সময় সুরম্য ফ্লোরেন্স নগরী ঘোর আচ্ছন্ন কুয়াসায় ঢাকা পোড়ে যায়। সেই কুয়াসার ভিতর আমি বেড়াচ্চি আর ভাব্‌ছি। এক একবার মনে কোচ্চি, লেডী একলেষ্টন এ হিমে এ রাত্রে বোধ হয় আস্‌তেই পাল্লেন না। নিকটবর্ত্তী একটা গির্জ্জার ঘড়ীতে নটা বাজ্‌লো। সম্মুখে চেয়ে দেখ্‌লেম, কৃষ্ণবসনে কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে সর্ব্বশরীর ঢেকে, একটী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে অগ্রবর্ত্তিনী হোচ্চেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তেই তিনি আমার নিকটে এসে দাঁড়ালেন। দেখেই ভাব্‌লেম, লেডী একলেষ্টন।

"তবে ত তুমি ঠিক্ এসেছ। এসো এই দিকে যাই। এসো আমি তোমার হাত ধরি। কেহই এখানে আস্‌বে না।" স্পষ্টই শুন্‌লেম, লেডী একলেষ্টনের কণ্ঠস্বর।

নদীতীরের একটী নির্জ্জনস্থানে আমরা গিয়ে উপস্থিত হোলেম। লেডী একলেষ্টন সেইখানে আরও ধীরে ধীরে চোল্‌তে, চোল্‌তে মৃদুস্বরে আমারে বোল্লেন, "যে পত্রখানি আমি তোমারে পাঠিয়েছিলেম, দেখেই তোমার আশ্চর্য্যবোধ হয়েছিল?"

"একেবারেই আশ্চর্য্য নয়, প্রাতঃকালের সেই কষ্টকর সাক্ষাৎ আলাপের সময় আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, আমারে আপনার কিছু বল্‌বার ইচ্ছা ছিল। লর্ড বাহাদুরের সমক্ষে সে কথা আপনি বোল্‌তে পারেন নাই।"

"আঃ! আমার মনের ভাব তবে তুমি ততদূর বুঝ্‌তে পেরেছিলে? আচ্ছা! আচ্ছা! বল দেখি জোসেফ! সেই সব কথা শুনে মনে মনে তুমি ভেবেছিলে কি?"

"ভেবেছিলেম?—ভেবেছিলেম অনেক প্রকার;—এখনও পর্য্যন্ত সেই সব কথাই ভাব্‌ছি। লর্ডবাহাদুর কিছুতেই ধরাছোঁয়া দেন না। পাপিষ্ঠ লামোন্তারের হাতে যে সকল মর্ম্মান্তিক নিগ্রহ আমি ভোগ কোরেছি, লর্ডবাহাদুর নিজেই যে তার কর্ত্তা; তিনি সেই নরাধমের মন্ত্রদাতা গুরু, কিছুতেই সে কথা তিনি স্বীকার করেন না।

তা না করুন, ছলনা কোরে যে সব কথা তিনি বোল্লেন, তাঁর মুখচক্ষের ভাব আমি যে রকম দেখ্‌লেম, তাতে কোরে আমি নিশ্চয় বুঝেছি, তিনিই আমার সমস্ত নিগ্রহের মূলাধার;—সমস্তই তিনি জানেন;—আপনিও জানেন!"

লেডী একলেষ্টন উত্তর কোল্লেন না;—অনেকক্ষণ চুপ কোরে থাক্‌লেন। যে কথা আমি বোল্লেম, সে কথাটা খণ্ডনের জন্যও তিনি কোন চেষ্টা পেলেন না। তাতেই আমার আরও বিশ্বাস দাঁড়ালো, যা বোল্লেম, সব ঠিক্। তিনি তখন আমার কাঁধের উপর হাত রেখেছিলেন। বেশ বুঝ্‌লেম, তাঁর সেই হাতখানি কাঁপ্‌লো। আরও আমি বুঝ্‌লেম, সেই স্থূল অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে চাপা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হলো।

লেডীও নিস্তব্ধ, আমিও নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে আমি বোল্লেম, "যা হবার, তা ত হয়ে গেছে;—আপনি যদি আমারে কোন রকমে প্রবোধ দিতে চান, মিনতি কোরে বোল্‌চি, অনুগ্রহ কোরে বলুন, আমার প্রতি কেন আপনার স্বামীর ততদূর জাতক্রোধ? কেন তত বিষদৃষ্টি? কেন তিনি আমারে প্রাণে মার্‌বার মন্ত্রণা দিয়েছিলেন?"

মৃদু—গম্ভীর, যন্ত্রণার অস্ফুটধ্বনি লেডী একলেষ্টনের ওষ্ঠপথে উদয় হলো। সেটী আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। সেই সময় তিনি এত বেগে থর্‌থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন যে, আমার বোধ হলো যেন, অবসন্ন হয়ে পোড়ে যান। গতিক দেখে আমি ভয় পেলেম। একটু পরে অনেক কষ্টে সে ভাবটা সাম্‌লে, বিষাদিনী লেডী একলেষ্টন বিকম্পিত চঞ্চলস্বরে বোল্লেন, "না না, না,—জোসেফ! ও সব কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না! সে জন্য আমি তোমারে এখানে আস্‌তে বলি নাই!"

"তবে আপনি কি বোল্‌বেন বলুন। অবিরত সংশয়দোলায় আর আমি দুল্‌তে পারি না। বুঝ্‌তে পাচ্চি, কোন সামান্য কথার জন্য আপনি আমারে ডাকেন নাই। কোন গুরুতর কথা আপনার মনে আছে, সেটাও বুঝ্‌তে পাচ্চি. কিন্তু——"

"না জোসেফ!—সে সব কথা নয়;—যে জন্য তোমারে ডেকেছি, বলি শোন!"—যে ভাবে তিনি এই কটী কথা বোল্লেন, তাতেও আমি স্পষ্ট বুঝ্‌লেম, কেমন ভাঙা ভাঙা খাপছাড়া কথা। যা কিছু বোল্‌বেন, ঠিক্ ঠিক্ মনে আন্‌তে পাচ্চেন না, কিছু যেন ভুলে ভুলে যাচ্চেন;—মনের ভিতর যেন গোলমাল লাগ্‌ছে, ঠিক সেই রকম মানসিক চাঞ্চল্য। কি বোল্‌তে কি বোল্‌বেন, কিছুই যেন স্থির কোত্তে পাচ্চেন না। অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে অবশেষে বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! আমার বাবা তোমারে বড় ভালবাস্‌তেন। আহা! যদি তিনি বেঁচে থাক্‌তেন, তা হোলে কখনই তোমারে এ রকম অবস্থায় দেশে দেশে ফকিরের মত ভেসে ভেসে বেড়াতে হতো না। আহা! কখনই তা তিনি চক্ষে দেখ্‌তে পাত্তেন না। তোমারে লানোভারের হাতে সোঁপে দেওয়া, সেটা সে সময় আমার স্বামীর বড়ই কুকার্য হয়েছে। আমার স্বামী নিজেই তোমার জীবনোপায় কোরে দিতে পাত্তেন;—বাবা যে রকমে রেখেছিলেন, সেই রকম আদর যত্নেই রাখ্‌তে পাত্তেন, তাই করাই তাঁর উচিত ছিল;—তা তিনি করেন নাই। কাজটা বড়ই অন্যায় হয়েছে।

রাবা যদিও কোনরকম দলীলপত্রে তোমার কথা কিছুই লিখে রেখে যান নাই, তা হোলেও আমার স্বামীর সেটী বিবেচনা করা উচিত ছিল;—তা তিনি করেন নাই। কতবার আমি তোমার কথা তাঁরে বোলেছি;—যাতে কোরে সুখে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তার উপায় কর্‌বার জন্য কতবার তাঁরে আমি কতই অনুনয়-বিনয় কোরেছি, কোন ফল হয় নাই। এন্‌ফিল্ডের রেজিষ্টারী কেতাবের ছেঁড়া পাতাখানা আমাদের হাতে সমর্পণ কর্‌বার জন্য যখন তুমি লণ্ডনে গিয়েছিলে. তুমি চোলে আস্‌বার পর, তোমার উপকারের জন্য তাঁরে আমি বিশেষ জেদ কোরেছিলেম। তার পর, আবার যখন তুমি জলন্ত অগ্নিক্ষেত্র থেকে আমার জীবন রক্ষা কর, সেই সময় কতই কেঁদে কেঁদে—কতই কাকুতি-মিনতি কোরে, তাঁরে আমি বলি, কোথায় তুমি, অন্বেষণ করুন, সন্ধান কোরে তেঁকে আনুন;—যাতে কোরে তোমারে আর সামান্য সামান্য চাকরী কোত্তে না হয়, যাতে তুমি সংসারে স্বাধীন হয়ে মানীলোকের মত সুখে থাক্‌তে পার, তার মত সদুপায় কোরে দিন;—বিশেষ কোরে তাঁরে আমি এই সব কথা বোলেছিলেম;—অনুরোধ কোরেছিলেম, তাতেও তিনি প্রসন্ন হন নাই। আজ সকালেও আবার তাঁরে আমি বিস্তর বুঝিয়েছি, কাকুতি-মিনতি কোরে কতই সাধ্য-সাধনা কোরেছি, কিন্তু জোসেফ! হায়! হায়! কিছুতেই তাঁর কঠিন মনকে আমি নরম কোত্তে পারি নাই। অশেষ বিশেষে চেষ্টা কোরে দেখলেম, তাঁ হোতে ত কিছুই হলো না। এখন আমি ভেবেছি, আমার কাজ আমি নিজেই কোর্‌বো। আমার প্রাণরক্ষা কোরেছ তুমি, কি রকমে সে উপকারের প্রত্যুপকার কিছু কোত্তে পারি, সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন আমি নিজেই দেখাব, সেই জন্যই আজ আমি তোমারে চিঠী লিখেছি।”

বিনয়-বিনম্রস্বরে আমি বোল্লেম, “আপ্‌নি দয়াবতী। আমারে আপ্‌নি দয়া করেন, আপনার স্নেহপূর্ণ কথাগুলি শুনে হৃদয় আমার গোলে গেল। তা আমি বুঝ্‌লেম, তথাপি কিন্তু মনের সংশয় দূর কোত্তে পাচ্চি না। বাস্তবিক কি অভিপ্রায়ে আপ্‌নি আমারে আজ এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন, আপ্‌নি যেন এখনো সরলভাবে সে অভিপ্রায়টী আমার কাছে প্রকাশ কোচ্চেন না।”

“কি বোল্লে জোসেফ! কি বোল্লে? সরলভাবে নয়?”

অতি মৃদুস্বরে লেডী এক্‌লেষ্টন ঐ ইঙ্গিতে যেন একটু মিষ্টভৎসনা কোল্লেন। আমি বোল্লেম, “যে রকম আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, বলি শুনুন। আপ্‌নার পিতা আমারে ভালবাস্‌তেন, সেই কথা আপ্‌নি আমারে স্মরণ কোরিয়ে দিচ্চেন। দৈবগতিকে আমি আপ্‌নার প্রাণরক্ষার হেতু হয়েছিলেম, সেই জন্য আপ্‌নি আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাচ্চেন। তাই যেন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। সেই জন্যই আমার কিছু উপকার করা আপনার অভিলাষ;—কিন্তু যে সকল ভয়ানক ভয়ানক নিগ্রহ আমি মাথা পেতে সহ্য কোরেছি, সেই সকল নিগ্রহই যেন আমার কাণে কাণে বোলে দিচ্চে, আপ্‌নি আমার সেই সকল যন্ত্রণার স্মৃতি-উপশমে অভিলাষিণী। ওঃ! বিনয় করি,—মিনতি করি,

প্রার্থনা করি, সরলভাবে মনের কথা খুলে বলুন। করযোড়ে ভিক্ষা করি, বলুন,—দয়া কোরে বলুন, কেন তত নিগ্রহ? কেন আমি তত উৎপীড়নে নিপীড়িত? এত দিনই বা কেন আমার উপর তত-দৌরাত্ম্য হয়েছে, এখনই বা কি কারণে থেমে যাচ্ছে, সরলভাবে সে কথাগুলি আপনি আমার কাছে বলুন। যখন আমি নিতান্ত শিশু, যখন আমি অজ্ঞাতকুলশীল সামান্য একজন বালক, যখন আমি নিরুপায়, নিরাশ্রয়, নির্ব্বান্ধব, তখন আমারে দেখে—বলুন লেডী এক্লেষ্টন! আমি সকাতরে জিজ্ঞাসা কোচ্চি, বলুন, তখন আমারে দেখে কার এমন কি ভয় হয়েছিল যে, আমারে জন্মের মত পৃথিবী থেকে বিদায় করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছিল? আমা হোতে কার কি প্রকার অপকার হোতে পাত্তো? কার কি প্রকার অনিষ্ট কর্‌বার আমার ক্ষমতা ছিল? আমারে প্রাণে মেরে কার কি প্রকার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল?"

"বারম্বার বোল্‌ছি জোসেফ! ও সব কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না!"—অত্যন্ত অস্থির হয়ে লেডী এক্লেষ্টন অত্যন্ত অস্থিরস্বরে ঐ প্রকার উক্তি কোরে, আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "শোন জোসেফ আমার কথা! আমাদের ঐশ্বর্য্য আছে;—আমি নিজেও প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারিণী, সচ্ছন্দে আমি তোমারে বড়মানুষ কোরে দিতে পারি। নিজেই আমি তা তোমারে দিব। আমার স্বামী তার কিছুমাত্র জান্‌তে পার্‌বেন না। তাই কর জোসেফ! তোমার কাছে আমি এই ভিক্ষা চাচ্চি, তুমি আমার কথা রাখ। যা আমি তোমারে দিতে চাই, তা গ্রহণ কর। কাপ্তেন রেমণ্ডের চাক্‌রী করা ছেড়ে দাও;—এখনি ছেড়ে দাও। বেশ একজন বড়লোকের মত সুখে সচ্ছন্দে সংসারধামে বাস কর, পৃথিবীর যে দেশে ইচ্ছা, সেই দেশে তুমি চোলে যাও। ঠিক নিয়মমত ছয়মাস অন্তর লণ্ডনের একটী ব্যাঙ্কে আমি দুই শত পাউণ্ড জমা দিব; পৃথিবীর যেদেশে যেখানেই তুমি থাক, সেইখানে বোসেই সচ্ছন্দে ঐ টাকা তুমি পাবে। কোন ব্যতিক্রম হবে না।"

"লেডী এক্লেষ্টন!"—সসম্ভ্রমে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "লেডী এক্লেষ্টন! টাকার কথা আপনি কেন বোল্‌চেন? আপনি হয় ত বুঝ্‌তে পাচ্চেন না, টাকার কথা বলাতে আমার উপর আরও—আরও বেশী বেশী অবিচার করা হোচ্চে। আপনার কথায় যে আমি কি উত্তর দিব, কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্চি না। কথার ভাবে আভাস আস্‌ছে সততা। এমন স্থলে আমি কোন কথার উত্তর দিই, সেটা বড় অশিষ্টাচার হয়। আপনি হয় ত নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্চেন,—নিজেই হয় ত জান্‌তে পাচ্চেন, ঐ রকম কথা শুনে আমার অন্তরে গাঢ়—প্রগাঢ় কৌতূহল আরও—"

বাধা দিয়ে লেডী এক্লেষ্টন বোল্লেন, "সে কৌতূহল তোমার চরিতার্থ হবে না। আমার কথাই তোমারে শুন্‌তে হবে। যা আমি বোল্‌চি, তাই তোমারে কোত্তে হবে। যা আমি বোলেছি,—এইমাত্র যে যে কথা বোল্লেম, তার বেশী আর কোন বিশেষ কথা আমার কাছে তুমি পাবে না। যদি তুমি পূর্ব্বের সেই সব কষ্টের কথা মনে কর, হিংসা, ঘৃণা,—শত্রুতা, এ সব যদি ভুল্‌তেও না পার, তা হোলেও এখনকার এই বন্ধুত্বভাবে

তোমার বিশ্বাস রাখা উচিত। তোমার এই রকম উপকারে আমার বাসনা, এটা অবশ্যই বন্ধুত্বের কার্য্য। আমারে তুমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী মনে কর। আমার কথা শুন্‌লে তোমার নিজেরও মঙ্গল হবে, আমিও সুখী হব।"

"লেডী একলেষ্টন! আমার মনে এখন অনেক ভাবের উদয় হোচ্চে। হৃদয় যেন তোলপাড় কোচ্চে। দেখুন, আপনার স্বর্গীয় পিতার সাধু ইচ্ছার কথা আপনি বোল্লেন, তাতে আমার অনুমানে কি আস্‌তে পারে? সেই দয়াবান্ সাধু মহাত্মা সাধুভাবে আমার জন্য অর্থ রেখে গিয়েছিলেন, আপনার স্বামী তা আমারে দেন নাই, আত্মসাৎ কোরেছেন, পাছে আমি সেই প্রবঞ্চনার কথা জান্‌তে পারি, সেই ভয়ে কি তিনি আমার উপর ততদূর ভয়ানক ভয়ানক উপদ্রবের সৃষ্টি কোরেছেন? সেই ভয়েই কি প্রথম অবকাশে আমারে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র হয়েছিল?"

"দেখ জোসেফ! ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে আমি বোল্‌তে পারি, দারুণ ভ্রমে তুমি পোড়েছ! বড়ই ভুল তোমার!—মনে কর, বাবা আমার"—এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই গৌরবিণী লেডী একলেষ্টন মনের আবেগে থর্ থর্ কোরে কেঁপে উঠ্‌লেন। একটু সুস্থির হয়ে আবার বোল্লেন, "মনে কর, বাবা আমার কেবল মাসকতকমাত্র তোমারে—"

"সত্য,"—লেডীর মুখে শেষ কথাগুলা শুনেই, মাঝখানে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "সত্য, কিন্তু সেই কথাই কি এই কথা? সেই জন্যই কি আপনি আমারে চিঠী লিখে এখানে আনিয়েছেন? সেই জন্যই আপনি আমারে বড়মানুষ কোরে দিতে চাচ্চেন, এমন বিবেচনা ত কখনই হোতে পারে না। তা যা হোক্,—তা যা হোক্, কথা শুনে মাথা আমার এম্‌নি ঘুরে গেছে যে, আপ্‌নারে এখন যে আমি কি বোল্‌তে কি বোল্‌বো, তা আমি জানি না। এখন আপ্‌নি যে রকম সততা কোরে আমার উপকার কোত্তে চাচ্চেন, সে জন্য আপনারে ধন্যবাদ দিব কিম্বা আমার প্রাণান্তকর ভীষণ ভীষণ গত গত যন্ত্রণার মূলতত্ত্ব কি, সেই নির্ঘাত নিগূঢ়বার্ত্তা জান্‌বার জন্য খুব শক্ত শক্ত কথায় আপনাকে জেদাজিদি কোর্‌বো, মাথার ভিতর সেটা আমি ঠিক কোরেই উঠ্‌তে পাচ্চি না। লেডী একলেষ্টন না হয়ে,—কিম্বা লেডী একলেষ্টনের নাম কোরে,—লর্ড একলেষ্টন নিজেই যদি এই সঙ্কেতস্থানে দেখা কর্‌বার জন্য আমারে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে থাকেন, যে সব কথা শুন্‌ছি, আগাগোড়া সমস্ত কথাই লর্ড একলেষ্টনের কথা, এমন যদি ঠিক হয়, তা হোলে আমার অদৃষ্টচক্রের সেই নিদারুণ নির্ঘাত মূলীভূত তত্ত্বের সম্পূর্ণ কৈফিয়ত অবশ্যই আমি বারবার—সহস্রবার দাবী রাখ্‌বো!"

মৃদু-কোমল মনভুলানোস্বরে লেডী একলেষ্টন বোল্লেন "তবে জোসেফ! আমার কাছে তবে তুমি সে সব দাবী রাখ্‌বে না?"

"না মা!—ও সব কথা নয়!—সহসা চিত্ত আমার সুসজ্জিত;—আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সব কথা আপনি প্রকাশ করুন;—গোড়ার কথা খুলে বলুন;—তা না হোলে কিছুই আমি গ্রহণ কোর্‌বো না। তত যন্ত্রণা দিবার প্রকৃত হেতু কি? প্রকৃত অভিপ্রায়ই

বা কি? সে কথাগুলি বিশেষ কোরে প্রকাশ না কোল্লে, আসল কথা কে বুঝ্বে? পাপের প্রায়শ্চিত্তে অর্থদান। আমারে আপনি অর্থদান কোর্বেন অঙ্গীকার কোচ্চেন, আশা দিচ্চেন, এ উপকারটীও পাপের প্রায়শ্চিত্তে অর্থদান। কোন্ কোন্ পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত, সেটী আমি বিশেষ কোরে জান্তে না পাল্লে, প্রায়শ্চিত্তের অর্থ কি প্রকারে গ্রহণ কোত্তে পারি? কিছুতেই পারি না। অচেনা—অজানা—উদাসীন ফকির হয়েই কি চিরদিন আমি জগতের দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব? কে আমি, জগতের লোকে কি চিরকালেও সে পরিচয়টুকু আমার মুখে শুন্তে পাবে না? কে আমি,—জগতের কথা দূরে থাক্, জীবনকালের মধ্যে আমি নিজেও কি সে পরিচয় টুকু জান্তে পার্বো না? চিরদিন কি কেবল অন্ধকারেই বেড়াব? তা আমি পার্বো না। লেডী একলেষ্টন! বিবেচনা করুন, আপ্নার মসহারাভোগী হয়ে, বিদেশে আমি নানারকম সুখ উপভোগ কোর্বো, এখন আপনি আমারে যে নগদ অর্থ দান কোর্বেন, মনের আনন্দে তাই সেখানে খরচপত্র কোর্বো, সে সকল সুখে আমার কিছুমাত্র সুখবোধ হবে না। জীবনান্ধকারের স্মৃতিকে—ভীষণ যন্ত্রণাভোগের স্মৃতিকে, অর্থলোভে বিক্রয় কোরে, সেই অর্থে যে ভোগবিলাস, তাতে কি সুখের লেশ থাকে? আপ্নার মসহারা খেয়ে, বিদেশে বড়মানুষী ধরণে খরচপত্রের সংস্থান হোলেও আমি সুখী হব না। সমস্তদিন শরীর খাটিয়ে যা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করা যায়, দিনান্তে একটু একটু রুটির গুঁড়ো ভক্ষণ কোরে প্রাণ ধারণ করা যায়, সেই জীবনেই সুখ আছে। আপনাকে বিক্রয় কোরে যে অর্থ হাতে আসে, সে অর্থে রাজভোগ ভক্ষণেও সুখ নাই। না মা! তাতে আমি সুখী হব না। আমার মনে নিচ্চে, সব কথাই আপ্নি জানেন। আপ্নাকে আজ সমস্ত গোড়ার কথা খোলসা কোরে বোল্তে হবে;—বোল্তেই হবে। কিছুতেই আমি আমার উন্মত্ত চিত্তকে শান্ত কোত্তে পাচ্চি না।"

"কেন জোসেফ অমন কর? এমন ক্ষেপামী তুমি দেখাবে, তা আমি ভাবি নাই। ক্ষেপা ছেলে! ও রকম জেদাজেদি কেন তোমার? ও রকম প্রতিজ্ঞা ছেড়ে দাও! বুঝ্তেই পাচ্চো, এখানে আমি বেশীক্ষণ থাক্তে পার্বো না। কাজটা না কি ভারী দরকারী বিবেচনা কোল্লেম, সেই জন্যই এত বিপদ ঘাড়ে কোরে, এরকম ছদ্মবেশে লুকিয়ে, হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছি। আরও খারাপ কোরেছি কি জান, আমার সখী এটা জান্তে পেরেছে। কাহাকেও কিছু না বোলে, আমি চুপিচুপি হোটেল থেকে বেরুলেম, কাজে কাজে দায়ে পোড়েই তারে সে কথাটী বোল্তে হলো। কোথায় এলেম, কি জন্য এলেম, তা সে জানে না,—সে কথা তারে বলিও নাই, কিন্তু আমার লুকিয়ে আসাটা সে জেনেছে। আমার লজ্জাসম্ভ্রম এখন তারই হাতে। বাস্তবিক আমার মনের অভিপ্রায় কি, সে কথা তারে বল্বার নয়;—সুতরাং সে নানাখানা সন্দেহ কোল্লেও কোত্তে পারে। সে যে আমার গুপ্তকথা গুপ্ত রাখ্বে, তা আমি কেমন কোরে জান্বো? সে যদি ঘুণাক্ষরে একটী কথাও লর্ড একলেষ্টনের কাণে

তোলে, ভাবো দেখি জোসেফ, তিনি তখন কি মনে কোর্‌বেন? এখন বিবেচনা কর, কত শঙ্কা—কত বিপদ্ আমি সঙ্গে কোরে এনেছি! এ সব কেবল তোমারই জন্য!—জোসেফ! আবার আমি তোমারে মিনতি কোরে বোল্‌ছি, ও রকম পাগ্‌লামী আর কোরো না! যা বলি, স্থির হয়ে শোন! আমার এতটা যত্ন—এতটা চেষ্টা কি সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যাবে?"

লেডী এক্‌লেষ্টন্ অতিশয় কাতর হয়ে, অতি ত্রস্তস্বরে, বিস্তর কাকুতি মিনতি কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি মনে কোল্লেম, যা বলেন, তাই করি। কিন্তু যখন তাঁর সবকথা শেষ হয়ে গেল, তখন আবার আমার যে প্রতিজ্ঞা, সেই প্রতিজ্ঞা। দৃঢ়-সংকল্প হয়ে আবার আমি বোল্লেম, "আমার মন ভুলাবার জন্য যতই আপ্‌নি চেষ্টা কোচ্ছেন, তাতে আমি আরও সত্য ঘটনার নূতন নূতন প্রমাণ পাচ্চি। সব কথাই আপ্‌নি জানেন। তা যদি আপ্‌নি না জান্‌বেন, তবে এত ভয়—এত বিপদ্ জেনে শুনেও আপ্‌নি আমারে এখানে টাকা দিতে আস্‌বেন কেন? না না,—ও সব কথা কিছু নয়!—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপ্‌নি আমারে সব খোলসা কথা না বোলবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপ্‌নার কাছে আমি কিছুই গ্রহণ কোর্‌বো না!"

"ওঃ! নিষ্ঠুর বাক্য! অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য! এখনও কি তোমার মনস্থির হয় নাই? যে সব কথা আমি বোল্লেম, ভাল কোরে বিবেচনা কর। আরও বরং সময় দিচ্ছি, সুস্থির হয়ে বিবেচনা কর। পুনঃপুন বিপদের আশঙ্কা থাক্‌লেও, কাল আবার রাত্রি নটার সময় এইখানে এসো! কাল আবার আমি সাক্ষাৎ কোর্‌বো।"

"না লেডী এক্‌লেষ্টন! তা আমি পার্‌বো না। আমার জন্য আপ্‌নি যতই দয়া ভাবুন, আপ্‌নার মানসম্ভ্রম যাতে বিপদাপন্ন হয়, তেমন কাজ আমি—"

"ওঃ! আমার জন্য তুমি তোমার নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন কোরেছিলে! তোমার জন্য আমি তা পর্য্যন্ত কোত্তে স্বীকার!—না, শুধু তাই বা কেন, তোমার জন্য যদি তারও চেয়ে বিপদের মুখে আমারে ঝাঁপ দিতে হয়, তাতেও আমি পেছু-পা নই। কাল—কাল সন্ধ্যাকালে—এই-খানেই—এই জায়গাতেই!"—বিকম্পিত বিত্রস্তস্বরে এই শেষ কথাগুলি বোলেই, লেডী এক্‌লেষ্টন্ যেন ঠিক বিদ্যুতের মত সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর নাই!—অকস্মাৎ আমি যেন চৈতন্যশূন্য হয়ে, স্তম্ভিতভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম।

যখন আমি ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরে যাই, তখন কেবল ঐ সব কথাই নানাভাবে মনে মনে আন্দোলন কোত্তে লাগ্‌লেম। রাত্রিকালেও যতক্ষণ জাগ্‌লেম, ততক্ষণ ভাব্‌লেম। রাত্রি প্রভাত হলো, পরদিনের সূর্য্য উদয় হোলেন,—সমস্ত দিন আমি সেই ভাবনায় অধীর হয়ে থাক্‌লেম। আবার আমি আজ রাত্রে সেই জায়গায় সেই সব কথা শুন্‌তে যাব কি না, সেই ভাবনাতেই সমস্ত দিন কেটে গেল। রাত্রি নটার সময় দেখা কর্‌বার কথা। সময় যখন নিকট হয়ে এলো, তখন আমি স্থির কোল্লেম, যাওয়াই কর্ত্তব্য।

গতকথা আমি সব ভুলে যাব, যত যন্ত্রণাভোগ কোরেছি, সমস্তই ক্ষমা কোর্‌বো, এ কথা যদি আমি বোল্‌তেম, তা হোলে বোধ হয় লেডী একলেষ্টন আমার চিরকৌতূহল চরিতার্থ কোত্তে অস্বীকার কোত্তেন না। আরও,—টাকা দিয়ে আমার উপকার কোত্তে তাঁরে যে রকম ব্যগ্র দেখ্‌লেম, তাতে কোরে আমি যদি একটু নরম হয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেম, উন্মত্তের মত বারবার যদি উগ্রভাব না দেখাতেম, তা হোলে হয় ত কোন গুহ্যকথাই তিনি গোপন রাখ্‌তেন না।

মনে মনে এই প্রকার কত কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে, আবার আমি সেই আর্ণো নদীতীরে সেই নির্জ্জনস্থানে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। গত রজনী অপেক্ষা সে রজনী আরও অন্ধকার,—আরও নিবিড় কুয়াসাচ্ছন্ন!—অত্যন্ত শীত! সেই নিবিড় অন্ধকারে দুর্জ্জয় শীতে নদীতীরে আমি একাকী। একটু পরেই পূর্ব্ববৎ ছদ্মবেশে লেডী একলেষ্টন সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন। আমারে দেখেই বিস্ময়ানন্দে তিনি বোল্লেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! এই যে তুমি এসেছ!"

"হাঁ মা, আমি এসেছি।—এসেছি কেবল সেই সব কথাই—"

"জোসেফ! বৃথাতর্কে বাদানুবাদ কর্‌বার সময় নাই। আমার স্বামী আজ রাত্রে হোটেল ছেড়ে কোথাও যান নাই। একটী নিমন্ত্রিত লোক এসেছেন, তাঁরই সঙ্গে খোস্‌গল্প কোচ্চেন। একটা ছল কোরে, আমি যেন আপনার নিজের ঘরেই শুতে যাচ্ছি, সেই কথা বোলেই বেরিয়ে এসেছি। যদি তিনি দৈবাৎ আমার ঘরে গিয়ে তত্ত্ব করেন,—আমারে যদি দেখ্‌তে না পান, তবেই ত সর্ব্বনাশ!—তবেই ত আমি গেছি! তোমার কাছে এখানে আমি রাত্রিকালে গুপ্তভাবে কেন এসেছি,—কি কোত্তে এসেছি, কিছুতেই আমি এ কথা তাঁরে—"

"আমি ত আপ্‌নারে মিনতি কোরে বোলেছি,—এখনো বোল্‌ছি, এ রকম বিপদে আপ্‌নি মাথা দিবেন না। কেন না, সমস্তই দেখ্‌ছি অকারণ। আগা-গোড়া সমস্ত কথা যদি আপ্‌নি প্রকাশ না করেন, তা হোলে ত বাস্তবিক কিছুই ফল হবে না।"

"দেখ জোসেফ! অমন কোরে আর আমার প্রাণে ব্যথা দিও না। আমি তোমার জন্যে টাকা এনেছি। এ টাকা তোমারে নিতেই হবে। না নিলে আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হব। গ্রহণ কর!—কালিই তুমি ফ্লোরেন্স নগর ছেড়ে—"

হঠাৎ আমার মনে একটা আশঙ্কার উদয় হলো। সচঞ্চলে বাধা দিয়ে সভয়ে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার কি কোন বিপদ উপস্থিত না কি? সেই সকল ভয়ানক উপদ্রব কি আবার—"

"আবার নূতন আরম্ভ হবে, তাই তুমি মনে কোচ্চো?—ওঃ! না না!—মাথার উপর পরমেশ্বর আছেন! সে ভয় তুমি কোরো না! আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌ছি, সে ভয় তোমার কিছুই নাই!"

আমি যেন তখন কিছু উগ্রস্বরে বোলে উঠ্‌লেম, "লেডী একলেষ্টন! তবে আপ্‌নি

স্বীকার কোচ্চেন?—আপনি আর আপনার স্বামী, উভয়েই আমারে যন্ত্রণা দিবার মন্ত্রণাদাতা, একথা আপনি স্বীকার কোচ্চেন? তা যদি না হবে,—"

"ওঃ! আমারে ও রকম কর্কশকথা বোলো না! মনের চাঞ্চল্যে যে সব কথা আমি বোলছি, তার অন্য অর্থ ধোরো না! তোমারে এ রকম উদ্ধত দেখে আমার মনে যতখানি কষ্ট হোচ্চে, তা তুমি জানতে পাচ্চো না! তা যদি জানতে, তা হোলে আমার উপর তোমার দয়া হতো!—হাঁ, অবশ্যই তোমার দয়া হতো! শোন জোসেফ! আর সময় নাই। ভারী বিপদে পোড়বো। জোসেফ! তুমি কি আমার পরামর্শ শুনবে না? তুমি কি আমার কথায় রাজী হবে না?"

সতেজে আমি উত্তর কোল্লেম, "না না, ও সব কথা আমি শুনবো না। এখন যে রকম আলগা কথা হোচ্চে, এ রকম ভাব যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আমি আপনার ও রকম কোন কথাই শুনবো না!"

"তবে তুমি আমারে নিতান্তই নিরাশ কোরে ফিরালে! আবার আমি তোমারে বিনয় কোরে বোলছি, ও রকম উদ্ধতভাব দেখিও না! অত একগুঁয়ে হয়ো না! যাতে কোরে আমি সুখী হোতে পারি, এখন কেবল তার একটী পন্থাই দেখছি। হৃদয়ের যে শান্তি আমি হারিয়েছি, সেই শান্তিকে ফিরে আনবার একটীমাত্র উপায় আমি দেখছি। জোসেফ,—জোসেফ! শুনবে কি আমার কথা?"

কথাগুলি বোলতে বোলতে লেডী এক্লেষ্টন আমার কাঁধের উপর দুখানি হাত তুলে দিলেন। একটু পূর্ব্বে ঘোমটাটা তিনি খুলে ফেলেছিলেন। যদিও অন্ধকার রাত্রি, তথাপি সেই অন্ধকারেও মুখখানি আমি বেশ দেখতে পেলেম। মুখখানি অতিমাত্র পাণ্ডুবর্ণ! মুখে যেন রক্তবিন্দুর লেশ নাই, সেই বিবর্ণবদনে কতই সংশয়—কতই কষ্ট—কতই শঙ্কা—কতই যন্ত্রণা, যেন কেঁপে কেঁপে প্রকাশ পাচ্চে। দেখে আর আমি মনোবেগ সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না। বড়ই কষ্ট হলো, কাতর হোলেম। মনের ভিতর তখন যে আমার কি ভাবের উদয় হোতে লাগলো,—কি এক অপূর্ব্ব ভাব যেন শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হোতে লাগলো, সে অদ্ভুত ভাব আমার প্রকাশ করবার সামর্থ্য নাই। তিনি আর একটীমাত্র কথাও উচ্চারণ কোল্লেন না। করুণাপূর্ণ সজল-নয়নে কেবল অনিমেষে আমার মুখপানে চেয়ে থাকলেন। আমার মনে হোতে লাগলো, আর একটীমাত্র বাক্যব্যয় না কোরে, তখনই তখনই তাঁর কথায় আমি রাজী হই। রাজী হই হই, এমনি সংকল্প কোরেছি, কথা যেন মুখাগ্রে এনেছি, হঠাৎ মুহূর্ত্ত-মধ্যে এক দীর্ঘাকার মনুষ্যমূর্ত্তি সেই অন্ধকার ভেদ কোরে, সেইখানে আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত!—তাড়াতাড়ি নিকটে এসেই অতিমাত্র উগ্রস্বরে সেই মূর্ত্তি বোল্লে, "পাপীয়সি!, ধোরেছি তোকে!"—লেডী এক্লেষ্টনের দিকে চেকে চেয়ে ঐ কথা। তৎক্ষণাৎ আবার আমার দিকে চেয়ে, সক্রোধে ঘনগম্ভীরগর্জ্জনে সেই মূর্ত্তি বোল্লে, "আর তুই!—তুই-ই আমার মর্ম্মে কালী দিবার—"

অৰ্দ্ধপরিস্ফুট মৃদু চীৎকারে লেডী একলেষ্টন চমকিত হয়ে উঠ্‌লেন ; কেন না; যে মূর্ত্তি উপস্থিত, তিনি আর অপর কেহ নহেন, লর্ড একলেষ্টন স্বয়ং। রেগে রেগে কথা বোল্‌তে বোল্‌তে লর্ড একলেষ্টন হঠাৎ থেমে গেলেন। আমারে দেখে তিনি চিন্‌তে পাল্লেন, আমি। ভয়ানক নিস্তব্ধ !—গভীর নিস্তব্ধ! ক্ষণকাল আর কাহারও মুখে কোন কথা নাই। লেডী একলেষ্টন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগ্‌লেন। আরও বা কি হয়, তাই দেখ্‌বার জন্য বুকে হাত বেঁধে, আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। লর্ড একলেষ্টন অত্যন্ত অস্থির হোলেন। ক্ষণকাল পরে পত্নীর দিকে ফিরে, মৃদুগম্ভীর আওয়াজে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ক্লারা ! জোসেফকে তুমি কি কথা বোল্‌ছো ?"

মানসিক কষ্টে কম্পিত হয়ে, লেডী একলেষ্টন কম্পিতকণ্ঠে উত্তর কোল্লেন, "ওঃ ! কিছুই না, কিছুই না !"

যেন কিছু আরাম বোধ কোরে, লর্ড একলেষ্টন একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। পরক্ষণেই বোল্লেন, "তোমরা এখানে তবে কি কোচ্চো ? আবার তুমি কেন আজ চুপি চুপি হোটেল থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছ ?"

চঞ্চলস্বরে লেডী উত্তর কোল্লেন, "বোল্‌ছি শোন,—বোল্‌ছি শোন !—ঠিক কথাই আমি বোল্‌ছি। আগে আগে অনেকবার তোমারেই আমি যে সব কথা বোলেছিলেম, এই জোসেফের কিছু উপকার কর্‌বার জন্য বারবার তোমারে যে রকম অনুরোধ কোরেছিলেম, জোসেফকেও আমি তাই—"

ত্বরিতস্বরে লর্ড জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রাজী হয়েছে কি ?"

"না, কিছুতেই রাজী কোত্তে পাচ্চি না ! যতবার বলি, তত বারই অস্বীকার !"

"অস্বীকার ?"—সংক্ষেপে পত্নীর উত্তরে এইরূপ প্রতিধ্বনি কোরে, আমার দিকে চেয়ে, লর্ড একলেষ্টন যেন কিছু সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন জোসেফ ! কেন তুমি সে কথায় অস্বীকার কোচ্চো ?"

উদাসভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "কেন আমি অস্বীকার কোচ্চি, তা হয় ত আপ্‌নি জানেন। যদবধি আমি সব কথা না জান্‌তে পারি, তদবধি কিছুতেই আমি রাজী হব না। ভয়ানক ভয়ানক গুপ্তকথা ! আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপ্‌নারা উভয়েই সে সব কথা আমারে বুঝিয়ে দিতে পারেন ;—আর কেহই পারেন না। আরও আমি জান্‌তে পাচ্ছি, সেই সব গুহ্যকথার ভিতরেই আমার নিজের পরিচয়টী গুপ্ত আছে। সে সব গুহ্যকথা আপ্‌নি প্রকাশ করুন। প্রকাশ করাই আপ্‌নার কর্ত্তব্য। বিবেচনা শক্তি এখন সুপথে ফিরেছে। কথার ভাবে আমি বুঝেছি, লেডী একলেষ্টনের মন গোলেছে। শীঘ্রই হোক্, অথবা কিছু বিলম্বেই হোক্, আপ্‌নার হৃদয়ও—"

শেষটুকু বোল্‌তে না বোল্‌তে কথার মাঝ্‌খানে লর্ড বাহাদুর বোলে উঠ্‌লেন, "জোসেফ ! দেরী কর্‌বার সময় নয় ;—বল, ঠিক কোরে বল, আমার পত্নী তোমারে যে কথা বোলেছেন,—যা তিনি দিতে চাচ্চেন, তা তুমি এখন গ্রহণ কোর্‌বে কি না ?"

"না মি লর্ড! এ রকম গতিকে ত কিছুতেই আমি গ্রহণ কোত্তে পারি না। যে সকল মহা মহাবিপদ আমার মাথার উপর পোড়েছিল, যে সকল মহা মহা যন্ত্রণাসাগরে সাঁতার দিয়ে আমি বেঁচেছি, সব আমার মনে আছে। কিন্তু কেন যে কি, তার মূলতত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। আগে সেই তত্ত্ব আমি জানি, তার পর তার জন্য যদি কোন রকম উৎকোচ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়, এমন বিবেচনা করি, তখনকার সে কথা!"

"ক্লারা! এখনই আমার সঙ্গে চোলে এসো!"—সগর্জ্জনে পত্নীকে এই কথা বোলে, তাঁর হাত ধোরে নিয়ে, লর্ড একলেষ্টন ধাঁ কোরে সেখান থেকে চোলে গেলেন। দ্রুত প্রস্থানের সময় লেডী একলেষ্টন যে ভাবে আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে গেলেন, তাতেও আমি স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝ্লেম, অতিমাত্র মানসিক যন্ত্রণা!

পরদিন ঘটনাক্রমে হঠাৎ আমি জান্তে পাল্লেম, একলেষ্টনদম্পতী হঠাৎ ফ্লোরেন্স্ নগর পরিত্যাগ কোরে চোলে গেছেন। লর্ড রিং-উলের সঙ্গে কাপ্তেন রেমণ্ডের যখন কথোপকথন হয়, সেই সময় আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ কথা শুন্তে পাই। লর্ডদম্পতী চোলে গেছেন;—বোলে গেছেন, স্থানান্তরে কোন বিষয়কর্ম্মের বিশেষ দরকার।

অকস্মাৎ চোলে গেলেন!—বিষয়কর্ম্মের বিশেষ দরকার!—এ কথার মানে কি? কেন তিনি আমার সঙ্গে এ রকম প্রবঞ্চনা কোচ্চেন?—আমি তাঁর কোরেছি কি? তিনি হোলেন লর্ড, আমি একজন সামান্য ব্যক্তি;—আমার সঙ্গে চাতুরী খেলে তাঁর কি লাভ?—লেডী একলেষ্টন আমারে টাকা দিতে চান,—সুখী কোত্তে চান,—ফ্লোরেন্স ছেড়ে, যথা ইচ্ছা, চোলে যেতে বলেন,—এ সব কথার তাৎপর্য্য কি?—লর্ড একলেষ্টন আবার কি আমারে কোন রকম চক্রজালে জড়িয়ে ফেল্বেন?—সেই জন্যই কি লানোভারের সঙ্গে পরামর্শ কোরে এখানে এসেছিলেন?—কোন কথাই ত প্রকাশ করেন না!—করি কি?—অনেক ভাব্লেম, কিছুতেই কিছুই দাঁড় করাতে পাল্লেম না। অত্যন্ত অবসন্ন হোলেম।

ষোড়শ প্রসঙ্গ।

—oo—

পিস্তোজা হোটেল।

লর্ড একলেষ্টনের প্রস্থানবার্ত্তা যেদিন আমি শ্রবণ করি, সেই দিন বেলা দুইপ্রহরের পর সদর রাস্তায় আমি বেড়াচ্ছি, দৈবাৎ সেই ইতালিক ভদ্রলোকটীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। রাজদরবারের গ্যালারীতে যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনিই সেই ভদ্রলোক। দুজনে আমরা কথোপকথন আরম্ভ কোল্লেম। কথার অবসরে তিনি

বোল্লেন, "ভাল কথা !—সেদিন আমরা সেই দুর্জ্জয় দুরন্ত ডাকাত মার্কো উবার্টির কথা বলাবলি কোচ্ছিলেম। আজ আবার আমি একটা নূতনকাণ্ড শুনেছি।"

"কি রকম ?"

"ইংরেজ পথিক।—ইংরেজ ভ্রমণকারী। ডাকাতেরা তাঁদের গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে গেছে। শুনেছি, তাঁরা খুব ধনবান্। নামটী কি, ঠিক আমি স্মরণ কোরে বোল্‌তে পাচ্চি না। কি যেন—এজেলিন্—কি এজেলাইন—"

হঠাৎ একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমি আকুল হয়ে উঠ্‌লেম। শঙ্কিতকণ্ঠেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি ?—হেসেল্‌টাইন ?"

"হাঁ হাঁ, ঠিক ঐ নাম। কিন্তু—"

"দোহাই পরমেশ্বর ! দোহাই পরমেশ্বর ! দোহাই সিগ্‌নর ! বলুন আপনি,—শীঘ্র বলুন ! কোথায় আপ্‌নি এ খবর পেলেন ?"

তাঁরে আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম বটে, কিন্তু মন আমার তখন এম্‌নি অস্থির হয়ে উঠ্‌লো, ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো যেন, তখনই তখনই এপিনাইন পর্ব্বতের দিকে আমি পাগলের মত ছুটে যাই।

যাঁর মুখে বার্ত্তা পেলেম, চঞ্চল হয়ে যাঁরে আমি ঐ রকম কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তিনি সবিস্ময়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "খবরটা শুনে দেখ্‌ছি, তোমার মনে বড় ব্যথা লাগ্‌লো। বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, নামটী তোমার বেশ চেনা। সে নাম—"

"হাঁ হাঁ, চেনা ;—কিন্তু বলুন,—বলুন শীঘ্র, কি রকমে—"

"তাই ত !—তাই ত দেখ্‌ছি !—খবরটা তবে তোমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। বোল্‌ছি শোন ! একখানা গাড়ী,—একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক, দুটী লেডী, একজন চাকর আর একজন কিঙ্করী। চারঘোড়ার গাড়ী। আজ তিন চারদিন হলো, সেই গাড়ীখানা রাত্রিকালে এপিনাইন পর্ব্বতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, মার্কো উবার্টির দলের লোকেরা সেই গাড়ীখানা ধোরে ফেলে। যারা যারা ঘোড়া চালাচ্ছিল, তাদের সব ঘোড়া থেকে নামিয়ে দেয়। তারা সব দিগ্‌দিগন্তে ছুটে পালায়। গাড়ীখানা তখন অবাধে ডাকাতদের কায়দায় পড়ে ! মার্কো উবার্টি নিজে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। অশ্বচালকেরা ফ্লোরেন্স্ নগরে পালিয়ে এসে, এই খবর প্রচার কোরেছে।"

"কেবল এই পর্য্যন্তই আপ্‌নি জানেন ?"

"হাঁ, কেবল এই পর্য্যন্তই।"

আর কিছু বেশী কথা শোন্‌বার জন্য আমি সেখানে দাঁড়ালেম না। এক মুহূর্ত্তও বিবেচনা কোল্লেম না। ধাঁ কোরে ছুট দিলেম। আমার বন্ধু মনে কোল্লেন, খবরটা শুনে আমি যেন পাগল হয়ে গেছি। বাস্তবিক এক রকমে তাই-ই বটে। যথার্থই আমি যেন সে সময় পাগল হয়েই ছিলেম। মন যেন আমারে ঘন ঘন বোলে দিতে লাগ্‌লো, আমার প্রাণময়ী আনাবেল ডাকাতের হাতে ধরা পোড়েছেন ! রাস্তায় আমি যেন উড়ে

যেতে লাগ্‌লেম। উড়ে উড়েই যেন হোটেলে এসে উপস্থিত হোলেম। সবেমাত্র চৌকাঠে পা দিয়েছি, সম্মুখেই দেখি কাপ্তেন রেমণ্ড। মনিব তিনি, মনিবের মত সম্মান কোত্তে হয়, সে কথাটা একেবারেই যেন ভুলে গেলেম। ছুটে তাঁর গা ঘেঁসে, পাছু কোরে, ঠিক পাগলের মত উপরঘরে উঠে গেলেম। আমার যা কিছু টাকা ছিল, সঙ্গে কোরে নিলেম। মনে তখন আমার অন্যচিন্তা কিছুই ছিল না। এপিনাইন পর্ব্বতে ছুটে যাই, আনাবেলকে খালাস কর্‌বার জন্যে—আনাবেলের মাতা-মাতামহকে খালাস কর্‌বার জন্যে, কোন একটা উপায় করি, সেই চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আমার মনে তখন কিছুই ছিল না। উদ্ধারের উপায় কোর্‌বো;—কিন্তু কি যে সেই উপায়, তার কিছুমাত্র সে সময় বিবেচনা কোল্লেম না,—বিবেচনা কর্‌বার সময়ই পেলেম না। বাক্স থেকে টাকাগুলি সমস্ত বাহির কোরে নিয়েছি, দেখি, কাপ্তেন রেমণ্ড গৃহমধ্যে উপস্থিত।

"আট্‌কাবেন না আমারে! বাধা দিবেন না আমারে! এক মিনিটের জন্যও আমি দেরী কোত্তে পার্‌বো না!"—কথাগুলি বোল্লেম, কিন্তু আমার চক্ষে—কণ্ঠস্বরে—উন্মত্ত-বৎ ব্যবহারে, যথার্থই যেন ক্ষিপ্তভাব দেখে, কাপ্তেন রেমণ্ড বিস্ময়াপন্ন হোলেন। বুঝাতে আরম্ভ কোল্লেন। দরজা চেপে দাঁড়ালেন। বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! স্থির হও,—স্থির হও! হয়েছে কি?—এ রকম পাগ্‌লামী কেন?"

"পথ ছেড়ে দিন! পথ ছেড়ে দিন! যদি আট্‌কান, ভাল হবে না! বোল্‌ছি! ছেড়ে দিন!—ছেড়ে দিন! আমি মোরিয়া!—আমি পাগল!"

"তাই ত দেখ্‌ছি! কিন্তু তা বোলে আমি তোমারে এখন ছেড়ে দিতে পারি না! কেন তুমি অকস্মাৎ এমন হোলে, অবশ্যই আমি সেটা জান্‌তে চাই।"

"তারা তাঁদের ধোরে নিয়ে গেছে!—আমার আপ্‌নার লোক সব তাঁরা!—তাঁদের কয়েদ কোরেছে!—আপ্‌নি ছেড়ে দিন!—দরজা ছাড়ুন!"—বোল্‌তে বোলতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠ্‌লো।—মনিবকে যেন ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, এম্‌নি ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো।

"শান্ত হও জোসেফ, শান্ত হও! আমারে তুমি বন্ধু মনে কোরো! আমি এখন তোমার কাছে মনিবানা খাটাতে চাচ্চি না। বুঝ্‌তে পাচ্চি, কোন ভয়ানক ঘটনা ঘোটেছে; তাতেই তুমি পাগলের মত হয়েছ। সে জন্য আমি তোমারে কিছু বোল্‌ছি না। সে দিন তুমি যে রকম মহত্ব দেখিয়েছ, সে কথা আমি ভুলি নাই।"

মনিবকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পাল্লেম না। না পাল্লেও বেরিয়ে আস্‌-বার পথ পাওয়া যায় না। আট্‌কা পোড়্‌লেম। তাঁর ঐ রকম কথাতে একটু যেন স্থির হবার শক্তি পেলেম। একটু যেন স্থির হয়ে দাঁড়ালেম। দাঁড়ালেম দেখে, কাপ্তেন রেমণ্ড শশব্যস্তে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যা হবার, তা হয়ে গেছে। এখন যদি তুমি এইরকম পাগ্‌লামী কোরে ছুটে যাও, আরও বিপদ বাড়্‌বে,—আরও মন্দ হবে;—বাড়্‌বে ভিন্ন কোম্‌বে না। হয়েছে কি, সব কথা তুমি আমারে বল। সব কথা আমি আগে ভাল

কোরে শুনি। বাধা দিব না—প্রতিবন্ধক হব না,—প্রতিবন্ধক হওয়া দূরে থাক্, তাঁদের উদ্ধার কর্‌বার জন্য আমি বরং বিশেষ সহায়তা কোত্তে প্রস্তুত।"

কথা শুনে আমার মনিবের প্রতি আমার তখন কিছু বেশী ভক্তির উদয় হলো। তখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, কি পাগ্‌লামীতেই মেতেছিলেম। গোড়ায় বিবেচনা না কোরে—বুদ্ধিবিবেচনা-হারা হয়ে, যে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে মাথা দিতে আমি চোলেছিলেম, তাতে আমার আসল ফল কিছুই হতো না, লাভে হোতে নিশ্চয়ই ডাকাতের হাতে প্রাণ যেতো। যাঁদের উদ্ধারের বাসনায় জ্ঞানশূন্য পাগল, তাঁদেরও উদ্ধারসাধন হতো না, আমিও প্রাণ হারাতেম। ক্ষণমাত্র এইরকম বিবেচনাকে মুখ-বর্ত্তিনী কোরে, কাপ্তেন রেমণ্ডের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা কোল্লেম।—সদয়ভাবে তিনি বোল্লেন, "ক্ষমাপ্রার্থনা কিসের? ক্ষমাপ্রার্থনায় দরকার নাই। তোমার মনের অবস্থা এখন যেরূপ, সেই অবস্থাই সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রচুর ক্ষমা। কিন্তু হয়েছে কি? তোমার কোন অন্তরঙ্গ আপ্‌নার লোককে কোন লোকে কি কয়েদ কোরে—"

সভয়কম্পিত স্তম্ভিতস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! হাঁ মহাশয়! ডাকাতে ধোরেছে!—সেই ভয়ানক মার্কো উবার্টির দল!"

"আঃ! তবে তুমি মোরিয়া হয়ে সিংহের গুহায় প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছিলে?"—এই-টুকু বোলে, একটু মৃদু হেসে, কাপ্তেন রেমণ্ড পুনর্ব্বার বোল্লেন, "যদিও আমি তোমার মহত্ত্বের প্রশংসা কোত্তে পারি, কিন্তু তোমার ওরকম বিবেচনার পোষকতা কোত্তে পারি না। স্থির হও! ভাল কোরে বিবেচনা কর। যা তুমি মনে কোরেছ, পাঁচ মিনিট বিলম্বে তাতে কোন বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না। বল দেখি, ফিকিরটা ঠাওরেছ কি?"

"ফিকির কিছু করি নাই;—প্রতিজ্ঞা কোরেছি, যদি প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তথাপি তাঁদের আমি উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বো। কেন এ রকম প্রতিজ্ঞা, মিনতি করি, সে কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন না। সেটী আমার নিতান্ত গুহ্য—"

উৎসাহপূর্ণ সদয়বাক্যে কাপ্তেনসাহেব বোল্লেন, "আচ্ছা, তা আমি জান্‌তে চাই না। কথাটা কি, আগে শোনা যাক্। কোন রকমে আমি সাহায্য কোত্তে পারি কি না, বিবেচনা করি। প্রথমে তুমি কি কোত্তে চাও?"

একটু চিন্তা কোরে আমি উত্তর কোল্লেম, "ছদ্মবেশে আমি এপিনাইনপর্ব্বতারণ্যে প্রবেশ কোর্‌বো। তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার"—সিগ্‌নর ভল্‌টেরার নামটী আমার রসনাগ্রে এসেছিল, সাম্‌লে গেলেম। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বোল্লেম, "ছদ্মবেশে আমি সেই বন্ধু-ডাকাতের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো। ইতিপূর্ব্বে যিনি আমার উপকার কোরেছিলেন, তাঁরই কাছে আগে যাব।"

"ছদ্মবেশ যদি ধরা পড়ে? ডাকাতেরা আবার যদি তোমাকে বন্দী কোরে ফেলে? তা হোলে তখন তুমি কি কোর্‌বে? যদি তুমি তোমার সেই বন্ধুডাকাতকে দেখ্‌তে না পাও, তা হোলে কি হবে? আরও মনে কর, যদিই তাঁরে দেখ্‌তে পাও, নিজে

বিপদ্‌গ্রস্ত হবার ভয়ে তিনি যদি ভীত হন;—তিনি যদি তোমার কথায় অস্বীকার করেন, তা হোলে তুমি কি কোর্‌বে?”

“তা হোলে?—সমস্ত বিপদ্ আমি নিজে মাথায় কোরে নিব। বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাচ্ছি, সর্ব্বপ্রকারেই সে জন্য আমি প্রস্তুত আছি।”

“উঃ! তবে ত তুমি ভারী সাহসী! প্রাণবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত!—এই ছেলেমানুষ তুমি, প্রাণের প্রতি তোমার মায়া—”

মোরিয়া হয়েই আমি উত্তর কোল্লেম, “যদি আমি তাঁদের উদ্ধার কোত্তে না পারি, এ প্রাণধারণে কি ফল?”

“ওঃ! আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার মনের কথা আমার জান্‌বার দরকার নাই। অঙ্গীকার কোরেছি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোর্‌বো না। কি উপায়ে তুমি সিদ্ধমনোরথ হবে, আসল কাজ হোচ্চে সেইটাই এখন স্থির করা। কি রকম ছদ্মবেশ তুমি ধারণ কোর্‌বে? স্মরণ কর, সেই সকল ডাকাতের স্মরণশক্তি অতি তীব্র;—দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ! একবার তারা তোমাকে দেখেছে। ছদ্মবেশটা যদি খুব পাকারকম না হয়, তা হোলে অবশ্যই তারা তোমাকে চিনে—”

“আগে ত এপিনাইনের কাছে গিয়ে পৌঁছি, তার পর পাকারকম ছদ্মবেশ আমি ঠিক কোরে নিব।”

“তা হোলেও দস্তুরমত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যাওয়া চাই। আমার পিস্তল তুমি নিয়ে যেতে পার। তথাপি যে কাজে তুমি যাচ্ছো,—যে কাজে সর্ব্বক্ষণ জীবনের আশঙ্কা, সে কাজে তোমারে পাঠাতে আমি—”

“না মহাশয়! ওরকম কথা আমি শুন্‌বো না। যদি আপ্‌নি আমারে বাধা দেন, যদি আর কেহ আমারে বাধা দিতে অগ্রসর হয়, তা হোলে যথার্থ আমি পাগল হবো! আপ্‌নার প্রাণ আপ্‌নি বাহির কোরে ফেল্‌বো!”

“ওঃ! সেই রকম লক্ষণটাই ত দেখ্‌ছি! তাই দেখেই এতক্ষণ তোমারে আমি দাঁড় কোরিয়ে রেখেছি। দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি একটু স্থির হয়েছ। বেশ!—যথার্থই কি তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?”

“যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ আমারে হাত-পা বেঁধে কয়েদ কোরে না ফেলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই আমি নিবৃত্ত হব না।”

“তবে যাও! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমারও যেন ইচ্ছা হোচ্চে, আমিও তোমার সঙ্গে—”

ত্বরিতস্বরে আমি উত্তর দিলেম, “না না, একাই আমি যাব। শতলোকের ভিড়ে একা একা আত্মরক্ষা করা বরং ভাল, দুজন হোলে আরও বিপদ। আরও এক কথা;—আমি যদি একা গিয়ে, আমার সেই বন্ধুডাকাতের সঙ্গে দেখা করি, তা হোলে তিনি সদয় হোতে পারেন। অন্যলোক সঙ্গে থাক্‌লে, সন্দেহ হোলেও হোতে পারে।”

"সত্য;—তোমার বুদ্ধি স্থির হয়েছে কি না,—স্থির কোত্তে পার কি না, সেইটী জান্‌বার জন্যই এতক্ষণ তোমারে আমি আটক কোরে রেখেছি। আর কথার দরকার নাই। পরশুদিন যে বলবান্ ঘোড়াটা আমি কিনে এনেছি, সেই ঘোড়া তুমি নিয়ে যাও। আমার ঘরে পিস্তল আছে, নিয়ে যাও;—টাকাও নিয়ে যাও;—কেননা, এরকম যুদ্ধ-হাঙ্গামায় টাকা বড় দরকার।"

এই সব কথা বোলে, ক্যাপ্তেন রেমণ্ড আমার হাতে একতাড়া ব্যাঙ্কনোট দিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। ঘোড়া প্রস্তুত কর্‌বার আজ্ঞা দিয়ে, তিনি আমারে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কি ভয়ানক দুঃসাহসিক কাজে তুমি চোলেছ, কাহাকেও সে কথা আমরা জান্‌তে দিব না। কেননা, কথাগুলো সকলের আগে চলে। ফ্লোরেন্স্ নগরীমধ্যে ডাকাতের চর থাক্‌তে পারে,—ছদ্মবেশে ডাকাতও থাক্‌তে পারে, কোথায় কি কোত্তে তুমি যাচ্ছো, অগ্রে যদি সেটা প্রকাশ পায়, ডাকাতেরা অবশ্যই জান্‌তে পারবে। তুমি উপস্থিত হোতে না হোতেই এ খবর তারা পাবে। কাহাকেও কিছু জান্‌তে দেওয়া উচিত হয় না।"

সরল অন্তরে কাপ্তেন রেমণ্ডকে আমি শত শত সাধুবাদ প্রদান কোল্লেম। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, আমি যখন যুদ্ধযাত্রায় বিদায় হই, কাপ্তেন রেমণ্ড সেই সময় সস্নেহে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, অভীষ্টসিদ্ধির আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। মনিবের অশ্বে আরোহণ কোরে, সহর থেকে আমি বেরুলেম। পিস্তোজার রাস্তা ধোল্লেম। তস্করাজধানী থেকে পিস্তোজা প্রায় পঁচিশ মাইল দূর। পূর্ব্বে আমি এ কথা বোলেছি। আমি বেরুলেম। বেলা তখন অপরাহ্ন পাঁচটা,—সন্ধ্যাকাল। রাস্তা বড় দুর্গম। পথেই অন্ধকার হলো। ঘোর অন্ধকারের ভিতর গিয়ে আমি পোড়্‌লেম। পাছে পথ ভুলে যই, সেই জন্য খুব সাবধান হয়ে যেতে লাগ্‌লেম। তাতেই আরও বেশী দেরী হয়ে গেল। পিস্তোজায় যখন পৌঁছিলেম, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে।

পিস্তোজাতেই নিশাযাপন করা স্থির কোল্লেম। অশ্বও কিছুকাল বিশ্রাম পাবে। আমারও বিশ্রাম, অশ্বেরও বিশ্রাম। তা ছাড়া আরও এক প্রধান কারণ। অন্ধকার রাত্রে গিরিপথ ভেদ কোরে যাওয়াও আমার পক্ষে দুর্ঘট হয়ে উঠ্‌বে। দিনের বেলাই ঠিক করা ভার। কুমারী অলিভিয়াকে যে রাত্রে খালাস কোরে, যে পথে এসেছিলেম, দিনের বেলাও সেই পথ ধোরে যেতে পার্‌বো কি না, সে ভাব্‌নাটাও মনে এলো। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা কোরে পথ জেনে নিব, ইতালীভাষা জানি না, সেটাও আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। কাজে কাজেই পিস্তোজার সেই পূর্ব্বপরিচিত সরাইখানায় গিয়ে উপস্থিত হোলেম।

সরাইখানায় যখন আমি আহার করি, সেখানকার খানসামা আমারে ফরাসীভাষায় জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপ্‌নার চক্ষু দেখে আর আপ্‌নার কথার উচ্চারণ শুনে, আমার বোধ হোচ্চে, আপ্‌নি ইংলণ্ডের লোক। সত্যই কি আপ্‌নি ইংরাজ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, আমি ইংলণ্ডনিবাসী।"—খানসামা যে বৃথা বৃথা আমারে ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে, এমনটী আমার বোধ হলো না। বোধ হলো যেন, তার মনে কিছু আছে। এই ভেবে আমিও জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন তুমি ও কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোচ্চো?"

খানাসামা উত্তর কোল্লে, "আপ্নাদের দেশের একজন লোক এই হোটেলে আছেন। পরশুদ্দিন সেই লোকটী গাড়ী থেকে পোড়ে গিয়েছেন,—হাড় ভেঙে গিয়েছে। শীঘ্র আরাম হোতে পার্‌বেন না। কিছুদিন এই হোটেলেই তাঁরে থাক্‌তে হবে। প্রথমে আমরা অনুমান কোরেছিলেম, হয় ত মাথার খুলী ভেঙে গেছে, কিন্তু ডাক্তার বোল্লেন, "আরাম হবে, কিন্তু শীঘ্র আরাম হবে না। অন্তত মাসকতক শয্যাগত থাক্‌তে হবে। লোকটী অজ্ঞান হয়েই আছে। কোথায় কি হোচ্চে,—কে কি কোচ্চে,—চিকিৎসার ব্যবস্থাই বা আমরা কি রকম কোচ্চি, কিছুই তিনি জান্‌তে পাচ্চেন না। তাঁর সঙ্গে অনেক কাগজপত্র আছে। আমাদের হোটেলের কর্ত্তা একজন ডাক্তারের সঙ্গে সেই সকল কাগজপত্র দর্শন কর্‌বার যুক্তি কোচ্চেন। যেখানে তাঁর আপ্‌নার লোক থাকেন, সেইখানে খবর দেওয়া হবে।"

"ওঃ! ঠিক কথা। কাগজপত্রগুলি আগেই ত ভাল কোরে দেখা—"

আমার কথা না শুনেই সেই লোকটী বোল্লে, "বড় সোজা কথাই আপ্‌নি বোল্লেন। তাঁর পকেটবইখানি ইংরাজীতে লেখা। এ হোটেলে কেহই ইংরাজী পোড়্‌তে পারেন না। সেই ত হোচ্চে মুস্কিল! পড়ে—কে?—সেইজন্যই আমি আপ্‌নাকে জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম, আপ্‌নি কি ইংলণ্ডের লোক?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আচ্ছা, আমার যতদূর সাধ্য, এ বিষয়ে আমি সহায়তা কোত্তে রাজী আছি। খুসী হয়েই আমি সে লোকটীর উপকার কোত্তে প্রস্তুত। ইংরাজী লেখা যা কিছু পোড়ে দিতে হয়, তা আমিই দিব। তার পর, যেখানে তাঁর আত্মীয় লোক থাকেন, চিঠী লিখে জানাব। তাঁর নামটী কি?"

"নামটী আমি শুনেছিলেম। যখন তিনি পাস দেখান, পাসে সেই নাম লেখা আছে, তা আমি শুনেছিলেম, কিন্তু ভুলে যাচ্ছি। আপ্‌নাদের ইংরেজলোকের নাম সহজে মনে কোরে রাখা যায় না। আপ্‌নি এখন আহার করুন্। আহার সমাপ্ত হবার পর, আমাদের কর্ত্তাকে আমি আপ্‌নার কথা জানাবো।"

ডাকাতেরা যে গাড়ীখানা ধোরে তিনটী লোককে কয়েদ কোরেছে, পিস্তোজার লোকে সে জনরবের কতদূর জ্ঞাত আছে, খানসামাকে সেই কথাটী কথোপকথনচ্ছলে জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু পাছে কোন রকম সন্দেহ দাঁড়ায়, পাছে আমার নিজের ফিকির ফেঁসে যায়, সেই শঙ্কায় সে কথা তারে কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না;—চুপ্ কোরে গেলেম। মন বড়ই কাতর ছিল, তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার কোত্তে পাল্লেম না। একটু পরে সেই খানাসামা একটী বৃদ্ধলোককে সঙ্গে কোরে আন্‌লে।

বৃদ্ধকে অভিবাদন কোল্লেম। পরিচয়ে জান্‌লেম, তিনি ডাক্তার। তিনিই সেই ইংরাজলোকের চিকিৎসা কোচ্চেন। ডাক্তারটীও বেশ ফরাসীকথা বলেন। তিনি আমারে সঙ্গে কোরে রোগীর ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন, আমি রাজী হোলেম। একসঙ্গেই রোগীর ঘরে গেলেম। একজন ধাত্রীও সেই ঘরে ছিল। যে শয্যার উপর সেই আহত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পোড়ে আছে, সেই শয্যার নিকট অগ্রসর হয়েই আশ্চর্য্য বিস্ময়ে আমি অভিভূত হোলেম। দেখ্‌লেম, সেই অজ্ঞান রোগী সেই পাপাধম লানোভার!

সপ্তদশ প্রসঙ্গ।

—oo—

পকেটবহি।

আমার মুখে বিস্ময়চিহ্ন দর্শন কোরেই, ডাক্তারসাহেব সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপ্‌নি কি এঁকে জানেন?"

"হাঁ, জানি,—বেশ জানি।"

"তবে আরও ভাল। আপ্‌নি তবে এই লোকের দরকারী কাগজপত্র দর্শন কর্‌বার উপযুক্ত পাত্র।"

ডাক্তারের আরও প্রত্যয় জন্মাবার জন্য, সেই সময় আমি বোল্লেম, "এঁর নাম লানোভার। অনেকদিন অবধি এঁর সঙ্গে আমার জানাশুনা আছে। ভালরকম জানাশুনা। এঁর নাম লানোভার।"

ডাক্তার সাহেব বোল্লেন, "হাঁ, এঁর নাম লানোভারই বটে। বেচারা ভারী সঙ্কটে পোড়েছে। আপ্‌নি এঁর আত্মীয়লোককে চিঠী লিখ্‌বেন, চিঠী লিখে জানাবেন, আমি বোল্‌ছি, আরাম হবে।"

লানোভার অজ্ঞান। অজ্ঞান অবস্থাতেও তার সেই রকম বিকট মূর্ত্তি। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে,—চক্ষু বুজে আছে,—কপালে পটী বাঁধা রয়েছে, তথনই বা কি ভয়ানক চেহারা! খুব জোরে জোরে নিশ্বাস পোড়্‌ছে, ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা হোচ্চে, যেন বুঝ্‌তে পাচ্চে, বাহিরে কিন্তু কিছুমাত্র চৈতন্য নাই।

যখন আমি শুনি, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন ডাকাতের হাতে বন্দী হয়েছেন, তখনই সন্দেহ জন্মেছিল, এ কাজ লানোভারের। পিস্তোজায় হোটেলে লানোভারকে সেই অবস্থায় পতিত দেখে, সেই সন্দেহ তখন আরও প্রবল হলো। এক রকম নিশ্চয়ই অবধারিত হলো, লানোভারেরই সেই কার্য্য।

হোটেলের কর্ত্তাও সেই সময় রোগীর ঘরে উপস্থিত হোলেন। ডাক্তারের সঙ্গে আমি সেইখানে এসেছি, খান্‌সামার মুখে সেই খবর পেয়েই তিনি দেখ্‌তে এসেছেন। ডাক্তার সাহেব তাঁরে বোল্লেন, "আমি ঐ লোককে চিনি,—একদেশের লোক।"—সেই কথা শুনে, হোটেলওয়ালা একটী আলমারী খুলে, একখানি পকেটবহি বাহির কোল্লেন। সেখানি আমার হাতে দিলেন। আমি খুল্লেম। যা যা লেখা আছে, একবার কটাক্ষপাত কোল্লেম। তার ভিতর একটা ভয়ানক নাম দেখে, বাস্তবিক আমি শিউরে উঠ্‌লেম। তখনই তখনই সে ভাবটা আবার গোপন কোরে ফেল্লেম। ডাক্তার সাহেবকে বোল্লেম, "এখানে বেশীক্ষণ থাক্‌তে আমার বড় কষ্ট হোচ্চে। আমার স্বদেশী লোক এমন শোচনীয় অবস্থায় পোড়েছেন, দেখে আমি চিত্ত স্থির রাখ্‌তে পাচ্চি না। আমি ইচ্ছা কোচ্চি, আমার নিজের বাসাঘরে একাকী নির্জ্জনে এই সকল কাগজপত্র দর্শন করি।" ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলেন। প্রশান্তস্বরে বোল্লেন, "তা আচ্ছা, তবে তাই আপ্‌নি যান্‌। আমি এখন এখানে খানিকক্ষণ আছি। বিদায় হবার পূর্ব্বে আবার আপ্‌নার সঙ্গে দেখা কোর্‌বো।"

যে ঘরে আমি আহার কোরেছিলেম, হোটেলের মালিকের সঙ্গে সেই ঘরে আবার পুনঃপ্রবেশ কোল্লেম। ভাবগতিক দেখে বুঝ্‌লেম, যতক্ষণ আমি কাগজপত্র দেখি, ততক্ষণ তিনি আমার কাছে থাকেন। সেটা কিছু অযুক্তির কথা নয়। আমি একজন অপরিচিত। কাগজপত্র দরকারী। আইনানুসারে তিনিই পথিকের সমস্ত জিনিসপত্র হেপাজাঁতে রাখ্‌বার জন্য দায়ী। মুখে তিনি কিছু বোল্লেন না, কিন্তু ভাব দেখে আমি স্পষ্ট বুঝ্‌লেম, আমার কাছে থাকাই তাঁর ইচ্ছা। হঠাৎ একখানা ডাকগাড়ী এসে হোটেলের দরজায় লাগ্‌লো। তাঁর সেখানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। গাড়ীতে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কোন বিশেষ প্রয়োজনে প্রথমেই গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে চান। হোটেলের একজন আরদালী এসে গৃহস্বামীকে এই সংবাদ দিলে। কাজে কাজেই তিনি চোলে গেলেন। আমি একা হোলেম।

পকেটপুস্তকে যে নাম দেখে আমি শিউরে উঠেছিলেম, সেটা কি নাম? মার্কো উবার্টি! একখানা চিঠীতে সেই নাম লেখা। চিঠীখানা ইংরাজী অক্ষরেই লিখেছে। অতি কদর্য্য হস্তাক্ষর। কেবল বাঁকা বাঁকা আঁচ্‌ড়ানো আঁচ্‌ড়ানো লেখা। ইংরাজী কথার সঙ্গে বিদেশী কূটার্থ কথা এত ঘন ঘন মিশিয়ে মিশিয়ে লিখেছে যে, সকল কথার মানে বুঝে উঠা সম্পূর্ণরূপেই দুর্ঘট। যা হোক, চিঠীখানা আমি পোড়্‌লেম। কতক কতক ভাবগ্রহও কোল্লেম। আমার এই কাহিনীমধ্যে সেই চিঠীখানার স্থান দেওয়া বড়ই আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম। ঠিক ঠিক যেরকম লেখা, সে রকম যদি রাখা যায়, পাঠকেরা সকলে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌বেন না, সেইটী বিবেচনা কোরে, ঠাঁই ঠাঁই সংশোধন করা গেল। আমারি কথায় সেই চিঠীর মর্ম্ম এইখানে লিপিবদ্ধ কোল্লেম। শিরোনামে লেখা লানোভারের নাম, ঠিকানা রোমনগর। চিঠীর মর্ম্ম এইরূপ :—

নবেম্বর ২ রা, ১৮৪১।

"তোমার শেষপত্রের উত্তরে আমি তোমাকে জানাইতেছি, যেরূপ বন্দোবস্তের কথা তুমি লিখিয়াছ, তাহা আমার মঞ্জুর। যত দাম আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, যদিও তুমি তাহা নিতান্ত কমাইয়া ফেলিয়াছ,—যদিও তাহাতে আমার আশাভঙ্গ হইল, তথাপি তাহাই আমি স্বীকার করিলাম। তুমি স্মরণ রাখিও, আমার সহকারী সঙ্গীগুলিকে ভাগ দিতে হইবে। যত টাকার কথা তুমি লিখিয়াছ, অতগুলি লোকের মধ্যে তাহা যখন ভাগ হইয়া যাইবে, তখন আরও কত কম হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, দুই শত পাউণ্ড ইংরাজী টাকা—ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তুমি লিখিয়াছ, এখন তোমার হাতে বেশী টাকা নাই। সেই বৃদ্ধ ইংরাজ লোক আর সেই দুজন স্ত্রীলোকের তল্লাস করিতে তোমার অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। ইহা জানিয়াই তোমার অঙ্গীকারে আমি অঙ্গীকার করিলাম। কিন্তু এটা মনে রাখিও, তাহাদের সঙ্গে যে সকল নগদ টাকা আর দামী দামী জিনিসপত্র আছে, তাহা সমস্তই আমি লইব।

"পূর্ব্ব পত্রে তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে, রোমনগরে তাহাদিগকে তুমি দেখিয়াছ। বিশেষ অনুসন্ধানে তুমি জানিয়াছিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা ফ্লোরেন্সনগরে আসিবে। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া তাহারা আমার এপিনাইনরাজ্য পার হইয়া যাইবে। সেই সংবাদ পাইয়া আমি তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু আরও কিছু আমার জানা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা তুমি আমাকে অবশ্য অবশ্য জানাইবে। পাখীরা যেন কোনগতিকে আমার হাত এড়াইয়া যাইতে না পারে। বিশেষ করিয়া খবরদারী লইও। তাহাদের চাল-চলনের প্রতি বিশেষ করিয়া নজর রাখিও। রোম হইতে তাহারা যখন ফ্লোরেন্সে আসিবে, তুমি তাহার বিশেষ খবর লইও। তাহারা যখন ফ্লোরেন্সে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেই সময় তৎক্ষণাৎ পিস্তোজা পোষ্ট আফিসে তুমি একখানা পত্র পাঠাইও। আমার বিশ্বাসভাজন ইণ্টারপিটার সিগ্‌নর ফিলিপোর নামে শিরোনাম দিও। আমার স্বহস্ত প্রমাণে সিগ্‌নর ফিলিপো এই পত্র লিখিয়া লইতেছেন। তোমার চিঠী আসিবে, সেই অপেক্ষায় তিনি পিস্তোজাতেই থাকিবেন। ফ্লোরেন্সনগরে কোথায় কোন্ সময় তাঁহার সঙ্গে তোমার দেখা হইতে পারে, তাহা তাঁহাকে জানাইও। তিনি নিজে তোমার নিকটে যাইবেন। আমার পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলিবার আছে, মুখে মুখেই তাহা তিনি তোমাকে জানাইবেন। অনেকানেক বড় বড় কারণে ঐ রকমে তোমাদের দুজনের সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। প্রথমত তিনি জানিবেন, ঠিক কোন্ সময়ে হেসেল্‌টাইন এবং সেই স্ত্রীলোকেরা ফ্লোরেন্স হইতে গাড়ী ছাড়িবে। কোন্ পথে আসিবে। যে হোটেলে তাহারা থাকিবে, সেই হোটেলের চাকরদের কাছেই ঐ সংবাদ তুমি পাইতে পারিবে। সময় এবং পথ, এই দুটী বিষয়ে তোমার যেন কিছুমাত্র ভ্রান্তি না হয়। কেন না, কখন্ তাহারা আসিবে, তাহার অপেক্ষায় আমার দলস্থ লোকেরা বৃথা বৃথা বহুক্ষণ কোন স্থলে ওৎ করিয়া থাকিতে পারিবে না। ফিলিপো তোমার

সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন কেন, তাহার আরও কারণ আছে। আমাদিগের এক একটী সঙ্কেতকথা নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেই সঙ্কেতকথাটী জানা থাকিলে তুমি একাকী অবাধে নিরাপদে আমার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। সঙ্কেতকথা জানা থাকিলে আমার অসমসাহসী দলস্থ লোকেরা কেহই তোমাকে কিছু বলিবে না। সঙ্কেত-কথা জানা না থাকিলে দৈবাৎ যদি তুমি তাহাদের মধ্যে কাহারও নজরে পড়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে গুলী করিয়া মারিবে, কিম্বা মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে। সঙ্কেত কথাটী জানিয়া রাখা তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার বন্ধু ফিলিপো মুখে মুখে তোমাকে সেই সঙ্কেতকথা বলিয়া দিয়া আসিবেন। পাখীরা যখন আমার হেপাজাঁতে আসিয়া পড়িবে, আমি তাহাদিগকে আপন দুর্গমধ্যে লুকাইয়া রাখিব। নিশ্চয় জানিও, তাহাদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করা হইবে না। তবে যদি সহজে তাহারা তাহাদের নগদ টাকা এবং জহরতাদি আমার হস্তে সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি সদয় ব্যবহার দেখাইতে পারিব না। পাখীরা ধরা পড়িবার পর যত শীঘ্র পার, তুমি স্বয়ং এখানে আসিয়া উপস্থিত হইও। সেই বৃদ্ধলোকের সঙ্গে তোমার যে প্রকার দলীলপত্র লেখাপড়ার প্রয়োজন, স্বচ্ছন্দে তাহা তুমি করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু মনে রাখিও, আমার সেই দুই শত পাউণ্ড,—নগদ কিম্বা দর্শনী হুণ্ডী, আমি অগ্রে হস্তগত করিতে চাই।

"আরও আমি তোমাকে জানাইতেছি, যদি তুমি কোন গতিকে নিজে আসিতে না পার, কিম্বা নিজে আসিতে ইচ্ছা না কর, সেই বৃদ্ধলোকের সঙ্গে কাজের বন্দোবস্ত করিবার জন্য যদি তুমি কোন একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠাও, সেই প্রতি-নিধির হস্তে আমার টাকা পাঠাইয়া দিও। টাকার কথা কদাচ ভুলিও না। আরও তোমার সেই প্রতিনিধিকে আমাদের সঙ্কেতকথাটী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিও। তুমি নিজে আসিলে এখানে যেরূপ সমাদর পাইতে, তোমার প্রতিনিধিও সেইরূপ সমাদর পাইবে। সাবধান—সাবধান! সঙ্কেতকথাটী কদাচ ভুলিও না! এখন আমার আর কিছু বলিবার নাই।

তোমার প্রিয় বন্ধু
মার্কো উবার্টি।"

চিঠীখানা পোড়ে, বদমাস্-চক্রের নিগূঢ় তত্ত্ব আমি অবগত হোতে পাল্লেম। দুরাচার লানোভারের দারুণ বজ্জাতি আমি বুঝ্‌লেম। পাহাড়ী ডাকাতের সঙ্গে লানোভারের বন্ধুত্ব! লানোভারের চক্রেই হেসেল্‌টাইনপরিবার ডাকাতের হাতে বন্দী! আর আমার কি জানা চাই? যদি কিছু জান্‌বার থাকে, দ্বিতীয় দলীলেই সেটী ধরা পোড়্‌বে। বিশ্বাসঘাতক লানোভারের পকেটবহির ভিতর আর একখানা দলীল আমি দেখ্‌লেম। একটুপরেই সেখানার কথা আমি বোল্‌ছি। পত্রখানা পোড়ে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম; সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে সপরিবারে কয়েদ কর্‌বার জন্য, দুর্দ্ধর্ষ লানোভার যেরকমে

মার্কো উবার্টিকে ঘুষ কবুল কোরেছে, তা আমি বেশ বুঝ্‌লেম। ডাকাতের আড্ডায় তাঁরা কয়েদ থাক্‌বেন; তার পর লানোভার গিয়ে রফার বন্দোবস্ত কোর্‌বে। তখন আমার মনে হলো, ফ্লোরেন্‌স্‌নগরে সেরাত্রে লানোভার যে একজন অশ্বারোহী লোকের সঙ্গে দেখা কোরেছিল, লোকটা অন্য কেহই নয়, সেই ঐ মার্কো উবার্টিরই ইণ্টার্‌পিটার ফিলিপো। পাঠকমহাশয় এটাও স্মরণ কোর্‌বেন, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন যে সময় ফ্লোরেন্স নগর ছেড়ে যান, ঠিক তারই একটু পরেই ফিলিপোর সঙ্গে লানোভারের দেখা; রাত্রিকালেই দেখা। লানোভারের মুখে বিশেষ খবর পেয়েই, ফিলিপো তাড়াতাড়ি মার্কো উবার্টির দুর্জ্জয় শিবিরে ফিরে যায়,—সেখানে গিয়ে খবর দেয়। ডাকাতের দল সেই খবর পেয়েই. পর্ব্বতের ধারে ওৎ কোরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যতই এই সব কথা আলোচনা কোত্তে লাগ্‌লেম, দুঃখে—ক্রোধে ততই আমার অন্তঃকরণ পুড়ে পুড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সে সময় আমার মনে কেবল একটীমাত্র সান্ত্বনা। মার্কো উবার্টি লানোভারকে লিখেছে, বন্দীদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করা হবে না। তাঁরা কোন যন্ত্রণা পাবেন না। সে সান্ত্বনাটী আমার সামান্য সান্ত্বনা বোধ হলো না।

আমি লানোভারের পকেটবহি আবার আলোচনা কোত্তে লাগ্‌লেম। দেখ্‌লেম, একখানা দলীলের মুসাবিদা। স্পষ্টই বোধ হলো, কোন ইংরাজ উকীল সেই মুসাবিদা প্রস্তুত কোরে দিয়েছেন। দলীলের বাঁধুনি এইরূপঃ—

"সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন্‌ প্রতি বৎসর লানোভারকে এক সহস্র পাউণ্ড বৃত্তি প্রদান কোর্‌বেন। লানোভার যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন পাবে। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন যদি আগে মরেন, লানোভার যদি বেঁচে থাকে, তা হোলে হেসেল্‌টাইন্‌ ইষ্টেট্‌ থেকে ঐ বার্ষিক সহস্র পাউণ্ড লানোভারকে যাবজ্জীবন দেওয়া হবে। লানোভার স্ত্রী চায় না। বিবাহের স্বত্ব বজায় কর্‌বার জন্য কোন প্রকার মাম্‌লামোকদ্দমাও উপস্থিত কোর্‌বে না উভয়েই পরস্পর পৃথক্‌ পৃথক্‌ থাক্‌বে। সার্‌ মাথুর কন্যার গর্ভজাতা কন্যা আনাবেল তাঁর জননীর কাছেই থাক্‌বেন। লানোভারের সঙ্গে কিছুমাত্র সংস্রব থাক্‌বে না। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন ইচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থশরীরে লানোভারকে ঐ দলীল লিখে দিচ্ছেন। তিনি নিজেই ঐ প্রস্তাব উত্থাপন কোরে, ঐ প্রকার বন্দোবস্ত কোরেছেন। কোন প্রকার লোভ দেখিয়ে, কিম্বা ভয় দেখিয়ে, দস্তখৎ করানো হয় নাই।"

পাপাশয় লানোভারের পাপচক্রের এই আর একটা নূতন পন্থা! হেসেল্‌টাইন ইষ্টেট্‌ থেকে বৎসরে সে হাজার পাউণ্ড পেতে চায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে তার সে দুরাশা পরিপূর্ণ হয় নাই। অবশেষে এই নিদারুণ ঘৃণাকর কুচক্র সৃজন কোরে, সেই নিরীহ পরিবারকে ডাকাতের হাতে ধোরিয়ে দিয়েছে।

পকেটবহি আমি, আরো দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। দেখ্‌লেম একখানা হুণ্ডী।—ফ্লোরেন্স্‌ নগরের একজন কার্‌বারী লোক সেই হুণ্ডী প্রদান কোরেছেন। ইংরাজী টাকায় বদল কোরে নিলে, ঠিক ২০০ পাউণ্ড হয়। এই ২০০ পাউণ্ডই লানোভার ঐ মার্কো উবার্টিকে

ঘুষ দিতে চেয়েছে। ঘুষের টাকা অগ্রিম দেওয়া না হোলে, ডাকাতেরা কখনই বন্দী খালাস দিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁরা নিজে খালাস হবার অন্য উপায় না কোত্তে পারবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁদের ডাকাতের গুহায় কয়েদ থাকতে হবে। মার্কো উবার্টি হাতে টাকা না পেলে, কিছুতেই তাঁদের খালাস দিবে না। আমার কাছে যে টাকা আছে, আর কাপ্তেন রেমণ্ড দয়া কোরে যা দিয়েছেন, সবশুদ্ধ জড়িয়ে মোটে ১০০পাউণ্ড হয়। এই ১০০ পাউণ্ডেরও অন্য রকম খরচ আছে। এই বিবেচনা কোরে, লানোভারের ঐ হুণ্ডীখানা নিজের পকেটে রেখে দিতেই আমি কৃতসংকল্প হোলেম। ভাগ্যক্রমে আমার উদ্যম যদি সফল হয়, যেখানকার টাকা, সেইখানেই চোলে যাবে। ঘটনাটা হলো ভাল!—সেই সময় আরও আমি মনে কোল্লেম, হোটেলের মালিক আর ডাক্তার যখন ঐ পকেটবহি দেখেন, তাড়াতাড়ি দেখেছিলেন, হুণ্ডীখানা দেখতে পান নাই। একখানা চিঠীর খামের ভিতর একখানা চিঠী জড়ানো হুণ্ডীখানা লুকানো ছিল। তাঁরা দেখতে পান নাই। যদি পেতেন, নিরাপদে হেপাজাতে রাখবার জন্য অবশ্যই বাহির কোরে নিতেন। যা হোক্, আমার অনুমান সত্য কি না জানি না, বাস্তবিক হুণ্ডীখানা আমি আপনার কাছেই রেখে দিলেম। পকেটপুস্তকে আর আর যা কিছু ছিল, সেগুলো কোন কাজের নয়। এই সময় আমার মনে আর একটা আশ্চর্য্য বোধ হোতে লাগলো। ডাক্তারেরা যখন পকেটবহি দর্শন করেন, মার্কো উবার্টির নামটা হয় ত তাঁরা দেখতে পান নাই। সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ থাকলো না। নাম যদি তাঁরা দেখ্‌তেন, তা হোলে লানোভারকে তাঁরা কখনই সরাইখানায় জায়গা দিতেন না।

আমারও কাগজপত্র দেখা শেষ হলো, ঠিক সেই সময় ডাক্তার আর গৃহস্বামী সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন। ডাক্তারকে আমি বোল্লেম, পকেটবহিতে বিশেষ দরকারী দলীলপত্র আছে। লানোভারের আত্মীয়লোকেদের ঠিকানা আমি লিখে নিয়েছি। শয়ন করবার আগেই আমি তাঁদের পত্র লিখবো। কল্য প্রাতঃকালের ডাকেই পত্র রওনা হবে। আরও আমি বোল্লেম, "লানোভার আমার পরম আত্মীয়। পকেটবহিখানা আমার সাক্ষাতেই শিলমোহর কোরে রাখা উচিত।"—আরও আগ্রহে বোল্লেম, "লানোভারের তহবিলে এখন যদি বেশী টাকা না থাকে, আমিই তার ঔষধপত্রের, আর খোরাকীর খরচ অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছি।"—গৃহস্বামী ফরাসীভাষা জানতেন না, ডাক্তারসাহেব জানতেন;—ডাক্তারসাহেবকেই আমি ঐ সব কথা বোল্লেম। তিনি ইতালিক ভাষায় গৃহস্বামীকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা দুজনেই সন্তুষ্ট হয়ে, আমার তারিফ কোত্তে লাগলেন। একখানা খামের ভিতর পকেটবহিখানা রেখে, শিলমোহর কোরে, গৃহস্বামীর জিম্মায় রাখা হলো। তাঁরা বোল্লেন, "লানোভারের জন্য আমারে নিজে থেকে কিছু খরচ করবার দরকার হবে না। তাঁরা দেখেছেন, লানোভারের কাছে যত টাকা মজুত আছে, সে যদি বাঁচে, সমস্ত ঔষধপত্রের ব্যয় স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হোতে পারবে। যদি মরে, অন্তোষ্টিক্রিয়ার খরচেরও অপ্রতুল হবে না।"

অপ্রতুল না হোলেই ভাল। লানোভারের জন্য টাকা খরচ করা আমার কিছু আহ্লাদের কথা নয়;—সে পক্ষে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌লেম। লানোভারের পকেটবহি আমার সাক্ষাতেই শিলমোহর করা হলো, সে বিষয়েও আমি নিশ্চিন্ত হোলেম।। হুণ্ডীখানি আমি বাহির কোরে নিয়েছি, কেহই কিছু জান্‌তে পাল্লেন না। যে ঘরে আমার বাসা, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। যে যে রকমে সুবিধা হয়ে গেল, আগাগোড়া সেই সব কথাই চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম।

ভাগ্যক্রমে আমার উদ্যমের অনেকটা সুবিধা হয়ে দাঁড়ালো। পরিষ্কার বুঝ্‌লেম, লানোভারের কুচক্রেই সেই মহাবিপদের সৃষ্টি হয়েছে। লানোভারের কুচক্রেই সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন সপরিবারে ডাকাতের হাতে ধরা পোড়েছেন। তাঁদের খালাস কোরে আন্‌তে যে টাকা চাই, ঘটনাক্রমে তাও আমি সংগ্রহ কোল্লেম। কেবল একটী গুরুতর বিষয়ে আমি অন্ধকারে থাক্‌লেম। ডাকাতদের সঙ্কেতকথা। মার্কো উবার্টি লানোভারকে যে পত্র লিখেছে, তাতে বারবার বিশেষ কোরে সঙ্কেতকথার উল্লেখ আছে। সেই সঙ্কেতকথা আমি জানি না। সেইটী যদি আমি জান্‌তে পারি, তা হোলে আমি যে যথার্থই লানোভারের প্রতিনিধি, মার্কো উবার্টি সে পক্ষে আর কিছুমাত্র সন্দেহ কোত্তে পার্‌বে না। সঙ্কেতকথাটী জান্‌তে পাল্লেই আমি জয়ী হয়। ডাকাতেরা বিলক্ষণ ধূর্ত্ত। শুধু কেবল খালাসী টাকা পেলেই বন্দী খালাস দিবে, সেটা ত কিছুতেই বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেম না। সঙ্কেতকথা বোল্‌তে না পাল্লেই, তারা আমারে বিশ্বাসঘাতক মনে কোরে সন্দেহ কোর্‌বে। সঙ্কেতকথাটা জানাই তখন আমার নিতান্ত প্রধান দর্‌কারী কার্য্য হয়ে দাঁড়ালো। কি উপায়ে জানি? জান্‌তে পার্‌বো না বোলেই একেবারে হতাশ হয়ে পোড়্‌লেম না। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা কোন গতিকে সে কথাটা আমারে জানিয়ে দিতে পার্‌বেন, সেই বিশ্বাসে একটু আশ্বস্ত হোলেম। আরও একটা শক্ত ভাব্‌না। কিরকম ছদ্মবেশ ধারণ কোর্‌বো? দুর্দ্দান্ত ডাকাতের দলে প্রবেশ কোত্তে হবে,—সোজাকথা নয়, কোনপ্রকারে ধরা না পড়ি,—কোনসূত্রে আমার ছদ্মবেশ তারা জান্‌তে না পারে, সন্দেহ পর্য্যন্ত না কোত্তে পারে, সেই রকমে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, কি রকম ছদ্মবেশ ধরি?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার নিদ্রা এলো। ভোরবেলা হোটেলের একজন চাকর আমারে ডেকে জাগালে। শয়ন কর্‌বার অগ্রে সেই চাকরকে আমি ঐরকম কথাই বোলে রেখেছিলেম। ভোরেই আমি উঠ্‌লেম। যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কোল্লেম। হোটেলের বিলের টাকা যখন চুকিয়ে দিই, সেই সময় হোটেলওয়ালার হাতে একখানি পত্র দিলেম। বোলে রেখেছি দিব,—পত্র ডাকে যাবে;—কথা রাখ্‌তে হয়, সেই জন্যই দিলেম;—কিন্তু সে পত্রখানার ভিতর কিছুই লেখা থাক্‌লো না। শিরোনামে লেখা "মিষ্টার স্মিথ, মোং বিয়েনা।" হোটেলওয়ালা কিন্তু নিশ্চয় বুঝ্‌লেন, ঐব্যক্তিই লানোভারের আত্মীয়, তারেই আমি চিঠী লিখেছি।

লানোভারের ঘরে যে ধাত্রী থাকে, তার মুখে আমি শুনলেম, লানোভার একটু ভাল আছে;—কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞান। একটী কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ কোত্তে পারে না। বিশেষ ব্যগ্রতা জানিয়ে, বিশেষ আগ্রহে, গৃহস্বামীকে আমি বোল্লেম, লোকটীর সেবাশুশ্রূষায় যেন কোন অযত্ন না হয়।

কাপ্তেন রেমণ্ডের ঘোড়াটী সেই হোটেলেই বেঁধে রেখেছিলেম। প্রভাতে সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে, হোটেল থেকে আমি বেরিয়ে পোড়লেম। কুমারী অলিভিয়াকে উদ্ধার কোরে আন্‌বার সময় যে ক্ষুদ্রগ্রামে আমরা উপস্থিত হই,—যে গ্রামের সরাইখানায় ডাকাতদের ঘোড়া দুটো রেখে, ভাড়াটে গাড়ীতে ফ্লোরেন্‌স্‌নগরে যাই, পিস্তোজাসহরের হোটেল থেকে বেরিয়ে, সেই গ্রামখানির দিকেই ঘোড়া ছুট করালেম। একঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছিলেম। যে সরাইখানায় ভাড়াটে গাড়ী পাই, সেই সরাইখানাতেই উপস্থিত হোলেম। সরাইওয়ালা দেখ্‌বামাত্রই আমায় চিন্‌তে পাল্লেন। তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমরা যে দিন পালাই, ডাকাতেরা কি সে দিন এখান পর্য্যন্ত তল্লাস কোত্তে এসেছিল?"—উত্তর পেলেম, আসে নাই। আরও আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ডাকাতদের সে ঘোড়া দুটো কি হলো?"—সরাইওয়ালা বোল্লেন, "গ্রামের মেয়রকে জানান হয়েছিল। সরাসর তিনি ঘোড়া দুটোকে ডাকাতের আড্ডায় পাঠিয়ে দিতে সাহস কোল্লেন না। পাছে মার্কো উবার্টির কোপে পোড়্‌তে হয়, সেই ভয়েই সাহস হলো না। এই গ্রামে ঘোড়া আটককরা হয়েছিল, এইটী অনুমান কোরে, ডাকাতেরা গ্রামকে গ্রাম ছার্‌খার কোরে দিবে, সেই ভয়ে তিনি প্রকাশ্যরূপে ডাকাতের আড্ডায় ঘোড়া পাঠালেন না। যে দিকে আড্ডা, সেইদিকের পথে অনেকদূর পর্য্যন্ত ঘোড়া দুটোকে চালিয়ে নিয়ে, পথের মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘোড়ারা আপ্‌নারাই চিনে চিনে আড্ডায় উপস্থিত হয়েছে।"

সরাইওয়ালা আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, আবার আমি সে গ্রামে কেন ফিরে এসেছি। আসলকথা তাঁরে আমি বোল্লেম না। অন্য একটা কথা বোলে, একরকমে তাঁরে বুঝিয়ে দিলেম। সেই সময় আরও তাঁরে বোল্লেম, "দুই একদিন এই হোটেলে আমার থাক্‌বার ইচ্ছা আছে, সুবিধা হবে কি?"—সদাশয় হোটেলওয়ালা আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হোলেন।

ঘোড়াটী হোটেলে রেখে, আমি গ্রামে বেরুলেম। পুস্তকে পাঠ করা ছিল, বনে একরকম পাতা পাওয়া যায়, সেই পাতার রস গায়ে মাখ্‌লে, গায়ের রঙ্ কালো হয়। অনেকদিন সে রঙ্ থাকে। সাবান দিয়ে ধুলেও শীঘ্র সে রঙ্ উঠে না। যা দিলে উঠে, তাও আমি জেনেছি, তাও আমার স্মরণ হলো, কিন্তু এখানে সে কথা প্রয়োজন নাই। বনে বনে আমি পাতা অন্বেষণে বেরুলেম। যে রকমের পাতা, তাও ঠিক আমার শুনা ছিল। শীঘ্রই খুঁজে নিতে পার্‌বো, খুঁজে নিতে বড় কষ্ট হবে না, সেটাও তখন মনে মনে অবধারণ কোল্লেম। আরো ভাব্‌লেম, ছদ্মবেশের আর একপ্রস্থ কাপড় চাই।

গ্রামের মধ্যে বস্ত্র অন্বেষণও আমার প্রয়োজন হলো। গায়ে রং মেখে, অন্য রকম কাপড় পোরে, দুরন্ত ডাকাতের আড্ডায় যাওয়া, খুব ভালরকম ছদ্মবেশ নয়, তাও আমি মনে মনে বুঝ্লেম। কিন্তু তা বোলে কি হয়? কিছুতেই আমার সংকল্প টোল্লো না। যে রকমেই হোক, কাজ উদ্ধার আমারে কোত্তেই হবে।

তিন চারঘণ্টাকাল বনে বনে আমি ভ্রমণ কোল্লেম, নানাপ্রকার তরুলতা দর্শন কোল্লেম;—যে রকম পাতা আমি চাই, অনেকক্ষণের পর, সেই রকমের একটী গাছ দেখ্তে পেলেম। যতগুলি পাতা আমার দরকার, সংগ্রহ কোরে নিলেম। গ্রামে ফিরে চোল্লেম। খানিক দূর এসেছি, হঠাৎ এক জায়গায় দুখানা গাড়ী দেখ্তে পেলেম। ইংলণ্ডের ছোট ছোট গলী পথে যে রকম বেদের গাড়ী দেখা যায়, সেই রকম গাড়ী। একটু দূরে দুটো রোগা ঘোড়া চোরে বেড়াচ্ছে। নিকটে একটী ছোট নদী। মাঠের উপর আগুন জ্বোল্‌ছে। অদূরে ছোট ছোট খুঁটী পোঁতা একরকম তাঁবু টাঙানো রয়েছে। ভ্রমণকারী বেদেরা যে রকমে ঘর করে, সেই রকমের ঘর। বাস্তবিক সেটা বেদের ঘর নয়। তিনচারজন পুরুষ, চারজন স্ত্রীলোক, আর ছোট ছোট দুটী ছেলে সেইখানে দেখ্তে পেলেম। তারা তখন কাপড় পোর্‌ছিল;—বাজীকরেরা যে রকমে কাপড় পরে, ঠিক সেই রকম সাজ গোজ।

আমি তাদের নিকটবর্ত্তী হবামাত্র, দুটী অর্দ্ধ উলঙ্গ ছেলে আমার কাছে ছুটে এলো। ফরাসী ভাষায় আমার কাছে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাইলে। একটী বালক, একটী বালিকা। বালকটীর বয়স সাতবৎসর, বালিকাটী নবছরের।—দুটাই বেশ সুন্দর দেখ্তে। আমার কাছে যখন তারা ছুটে আসে, তখন যে রকম হাত পা ঘুরিয়ে—মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, নেচে নেচে এলো, দেখে আমার চমৎকার বোধ হলো। আমি তাদের দুজনকেই একটী একটী রজতমুদ্রা দান কোল্লেম। টাকা পেয়ে তারা এম্‌নি খুসী হলো, কতরকম দিগ্‌বাজী খেয়ে—উপরদিকে পা তুলে—নীচের দিকে মাথা এনে, কতরকম বাজী দেখাতে লাগ্‌লো;—দেখে দেখে আমি মনে কোল্লেম, এ জাতির পেসাই ঐ। দেখে কিন্তু আমি বড় সন্তুষ্ট হোলেম। যথেষ্ট আমোদ বোধ হলো। আহ্লাদে হাস্‌তে হাস্‌তে আমারে কতরকম আশীর্ব্বাদ কোরে, আবার তারা তাদের সেই দলে গিয়ে মিশ্‌লো। আমার কাছে যা ভিক্ষা পেয়েছে, তা তাদের দেখালে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজতমুদ্রাকে তারা যেন প্রচুর ধনসম্পত্তি জ্ঞান কোল্লে। একটী লোক সেই সময় এক হাতে একটা বোতল আর এক হাতে একটা গেলাস নিয়ে, দ্রুতগতি আমার কাছে এগিয়ে এলো। সে লোকটীও অর্দ্ধ উলঙ্গ। ফ্রেঞ্চ ভাষায় সে আমারে একটু ব্রাণ্ডি খেতে বোল্লে। আমি অস্বীকার কোল্লেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমাদের ব্যবসা কি?"—সে লোক উত্তর কোল্লে, তারা ঠাঁই ঠাঁই বাজী কোরে বেড়ায়;—দড়ীর উপর নৃত্য করে,—লোকে ঔষধ চাইলে ঔষধ দেয়, কেবল পথে পথেই বেড়ায়। লোকটী ফরাসী। তারই ঐ দুটী ছেলে মেয়ে। স্ত্রীও সঙ্গে আছে। নিকটের গ্রামে আজ বাজী

দেখাবে, সেই জন্যই সাজগোজ কোচ্ছে। তারা বলে, বড় বড় নগরে যা না পাওয়া যায়, ছোট ছোট গ্রামে তার চেয়ে তারা বেশী টাকা রোজগার করে;—লোকের কাছেও বেশী আদর পায়। আপাতত দিনকতক তারা এপিনাইন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে বাজী কোরে বেড়াচ্চে। আমার কাছে ঐ রকম পরিচয় দিয়ে, সে আমারে সঙ্গে কোরে, তাদের দলের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে। স্ত্রীলোকেরা কাপড় পোচ্চে, প্রথমে সেখানে যেতে আমি অসম্মত হোলেম। লোকটী বোল্লে, "এসো না, দেখ্‌বে এসো! তামাসা দেখাবার সময় আমরা কেমন কোরে কাপড় পরি, দেখ্‌বে এসো! কাপড় পরা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আর লজ্জা কি?"—সেই কথা শুনে তার সঙ্গে যেতে আমি রাজী হোলেম। মনে মনে আরও একটা ভাব উদয় হলো। যেরকম ছদ্মবেশের ব্যবস্থা আমি কোরেছি, ওদের কাছে তার চেয়ে হয় ত ভালরকম সাজগোজ পাওয়া যেতে পারে, তাই ভেবেই তার সঙ্গে আমি গেলেম।

লোকগুলি যেথানে আছে, সেইথানে আমি উপস্থিত হবামাত্র, সকলে হেসে হেসে আমার কাছে আমোদ আহ্লাদ কোত্তে লাগ্‌লো। তাদের ছেলেমেয়েকে আমি টাকা দিয়েছি, হেসে হেসে কৃতজ্ঞতা জানালে। ছেলেদুটীও সেই সময় আবার নানারকম বাজী কোরে, আমার কৌতুক বাড়াতে লাগ্‌লো। সেই বার আবার আমি তাদের কিছু বেশীরকম বক্সিস্ দিলেম। আরও বেশী আহ্লাদে তারা ঘুরে ফিরে বাজী দেখাতে লাগ্‌লো। নিকটে দেখ্‌লেম, বড় বড় দুটো সিন্দুক;—তাতেই তাদের সাজ গোজ সব থাকে। স্ত্রীপুরুষের রঙিণ কাপড়,—নানাবর্ণের নানাপ্রকার পরচুল;—নানারকম মুখোস;—নানারকম রঙের বাক্স। সমস্তই সেই সিন্দুকে আছে। আমার যেন কৌতুক বাড়্‌লো, ঠিক সেই রকম ভাব জানিয়ে, একে একে সব জিনিসগুলি আমি ভাল কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। পরচুলগুলোর উপরেই আমার বেশী নজর। যে ফরাসী বাজীকর আমারে সঙ্গে কোরে এনেছে, সে যেন বুঝ্‌লে, আমি ভারী আমোদ পাচ্চি;—তাই বুঝেই একটা টিনের বাক্স খুলে, নানারকম পরচুলো গালপাটা, পরচুলো গোঁফ, আর একটা প্রকাণ্ড কালো দাড়ী দেখালে। দেখিয়ে দেখিয়ে বোল্লে, ঐ সমস্ত তার নিজের হাতের প্রস্তুত করা। পূর্ব্বে সে ব্যক্তি পরচুলের ব্যবসা কোত্তো। সে ব্যবসাটা উঠে গেছে, এখন ঐ রকমে দেশে দেশে বাজী কোরে বেড়ায়।

ফরাসী বাজীকর আরও আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লো "আমার স্ত্রীও এখন এই রকম কাজে বেশ আমোদ পেয়েছে। আগেকার কারবারে বিশেষ লাভ ছিল না, এখনকার কাজে আমরা বেশ আমোদ আহ্লাদ কোরে বেড়াই। আমরা কাহারও চাকর নই। কোন ট্যাক্সের সরকার ট্যাক্স চাইতে আসে না। আমরা স্বাধীন। তা যা হোক্, তুমি এইগুলি ভাল কোরে দেখদেখি;—এই দেখ গালপাটা;—এই দেখ গোঁফ;—এই দেখ দাড়ী;—এই দেখ চুল।—যার যে রকম দরকার, যে সাজে যে রকম মানায়, পছন্দ-মত সব রকম সমস্তই আমার কাছে আছে। প্যারিসের কোন কারিকর এ রকম সুন্দর

চুল বানিয়ে দিতে পারে না। তোমার মুখখানি বেশ সুন্দর। তুমি যদি দুটী গালপাট্টা পর,—তোমার ত এখনো দাড়ী উঠে নাই, শুধু যদি দুটী গালপাটা পর, তার উপরে যদি গোঁফ লাগাও, আরও চমৎকার সুন্দর দেখাবে। সুন্দরী সুন্দরী যুবতীরা তোমার রূপ দেখে মোহিত হয়ে যাবে।"

ঈষৎ হেসে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাই কি তোমার বোধ হয়? যদি কেহ ধোরে ফেলে? যদি কাহারো তীক্ষ্নদৃষ্টিতে প্রকাশ হয়, এগুলো পরচুলো?"

"পরাবার কায়দা আছে। তুমি আমাদের ছেলেদের বক্সিস্ দিয়েছ, তার বদলে যদি আমি তোমাকে যৎসামান্য উপহার দিই, তা যদি তুমি দয়া কোরে গ্রহণ কর, নিজেই আমি পোরিয়ে দিব। একবার আমি দেখিয়ে দিলেই, এর পর যখন যখন্ তোমার ইচ্ছা হবে, নিজেই বেশ বেমালুম কোরে সাজ কোত্তে পার্‌বে।"

টিনের বাক্সের তলায় তিন চার্‌টে শিশি। তাই দেখে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ও সকল শিশিতে কি আছে?"

"রং আছে। ঐ রং আমরা কখনো কখনো মাখি। নানা রকম রং মেখে—নানারকম সাজ সেজে, এক এক জায়গায় নানারকম বাজী করি;—ওসব কেবল গাছের পাতার রস। সে সব গাছ পর্ব্বতের উপর জন্মায়। এই দেখ সেই গাছ।"

এই কথা বোলেই, একটী সিন্দুকের ভিতর থেকে সেই লোক গুটীকতক ছোট ছোট গাছ বাহির কোল্লে। বনে বনে যে গাছ আমি অন্বেষণ কোচ্ছিলেম,—যে গাছের পাতায় পকেট পরিপূর্ণ কোরে এনেছি, সেই সব গাছ ঐ। দেখে আমি মনে কোল্লেম, তবে আর কেন? নিজে কষ্ট কোরে রং ফলানো অনেক লেঠা। এই শিশি একটা কিনে নেওয়াই ভাল।

মনের ভাব মনে মনে গুপ্ত রেখে, বাজীকরকে আমি বোল্লেম, "পরচুলগুলি খুব ভাল। কৌতুকবশে এক একবার আমার ঐ রকম পরচুল পর্‌বার সাধ হোচ্চে। যদি কোন বাধা না থাকে, ঐ একজোড়া আমারে দাও। তার উপযুক্ত দাম আমি দিব। তোমার লোক্সান কোর্‌বো না। রঙের শিশিও একটা আমার চাই।—কাজের জন্য না হোক, কৌতুকের জন্য চাই। তারও তুমি দাম পাবে।"

বাজীকরের হাতে আমি একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কোল্লেম। মোহর পেয়ে তার যে রকম আহ্লাদ দেখ্‌লেম, তাতে কোরে আমি যদি তখন তার বাক্সশুদ্ধ সমস্ত রং, সমস্ত পরচুলো নিয়ে যাই,—গোঁফ দাড়ী সমস্তই যদি গ্রহণ করি, তা হোলেও সে কিছু বলে না। কিন্তু বাস্তবিক যা আমার দরকার, তাই আমি নিলেম। একজোড়া বেশ কোঁকড়া কোঁকড়া চকচোকে গালপাট্টা—একজোড়া গোঁফ—একটী রঙের শিশি, এইমাত্রই আমি গ্রহণ কোল্লেম। লোকটীকে বোল্লেম, "তুমি নিজেই আমারে পোরিয়ে দিবে বোলেছ, তা তোমার মনে আছে?"

"এখনি কি দরকার? এখনি কি দিতে হবে? তা যদি না হয়, কোথায় কখন্

আমাকে যেতে হবে, বোলে দাও। সেইখানে গিয়েই আমি পোরিয়ে দিয়ে আস্‌বো। তোমাকে সাজিয়ে দিতে আমার ভারী আমোদ।”

আমি ঘড়ী দেখ্‌লেম। বেলা তখন দুটো। লোকটীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “গ্রামে তোমাদের বাজী হবে কতক্ষণ?”—দলের দিকে কটাক্ষপাত কোরে বাজীকর উত্তর কোল্লে, “একঘণ্টার বেশীক্ষণ আমরা বাজী করি না। সমস্তই প্রস্তুত। এখনি আমরা চোল্লেম।”—বাস্তবিক তখনি তারা চোল্লো।—শীঘ্রই ফিরে আস্‌বে, সেইটী অনুমান কোরে আমি বোল্লেম, “আচ্ছা, এই গ্রামের সরাইখানায় আমি আছি, পাঁচটা বাজ্‌বার কিছু পূর্ব্বে তুমি আমার কাছে যেও। এ রকম পেসাদারী কাপড় পোরে যেয়ো না। সচরাচর অন্যলোকে যেমন কাপড় পরে, সেই রকম কাপড়েই যেও। গ্রামে গ্রামে তুমি বাজী কোরে বেড়াও, সরাইখানার লোকেরা সেটী যেন জান্‌তে না পারে। অধিক কথা কি, যখন তুমি আমার কাছে যাবে, কোথায় যাচ্চো,—কি অভিপ্রায়ে যাচ্চো, তোমার দলের লোকেরাও যেন সেটী জান্‌তে না পারে। দেখো, অন্যথা কোরো না। আমি তোমাকে উচিত মত বক্‌সিস্‌ দিব।”

লোকটী আমার সকল কথাতেই রাজী হলো। আমি তাদের সকলের কাছে বিদায় হয়ে, সরাইখানায় ফিরে এলেম। পথে আস্‌তে আস্‌তে কত কথাই মনে কোত্তে লাগ্‌লেম। বন থেকে যে পাতাগুলো ছিঁড়ে এনেছিলেম, দূর কোরে সেগুলো টেনে ফেলে দিলেম। আর তাতে আমার দরকার হলে না।

অষ্টাদশ প্রসঙ্গ।

——oo——

আয়োজন পর্ব্ব।

সরাইখানায় ফিরে গিয়ে আমি আহার কোল্লেম। বেলা অপরাহ্ন। পাঁচটা বাজ্‌বার অল্পই দেরী;—সেই ফরাসী বাজীকর এসে উপস্থিত। তারে সমাদর কোরে আমি বোল্লেম, “তোমার সদ্ব্যবহারে পরম আপ্যায়িত হোলেম। কিন্তু যে কাজের জন্যে তোমারে আমি এখানে আস্‌তে বোলেছি, সে কাজটী এখানে হবে না। গ্রামের আধ মাইল দূরে গিয়ে তুমি একটু অপেক্ষা কর, সেইখানে গিয়েই আমি দেখা কোর্‌বো; শীঘ্রই যাচ্ছি।”—এই কথা বোলে তারে এক গেলাস মদ খাওয়ালেম। সে চোলে গেল। হোটেলের একজন চাকরকে আমি ডাক্‌লেম। ঘোড়াতে জিন চড়াবার হুকুম দিলেম। হোটেলে আমার যে খরচ হয়েছে, তারও বিল আন্‌তে বোল্লেম। ততশীঘ্র আমি

সরাইখানা পরিত্যাগ কোরে যাব, এই কথা শুনে হোটেলওয়ালা কিছু দুঃখিত হোলেন। টাকাগুলি শোধ কোরে দিয়ে আমি বোল্লেম, "দুই এক দিনের মধ্যেই আবার আমি ফিরে আস্‌ছি।"—এই কথা বোলেই আমি হোটেল থেকে বেরুলেম।

যেখানে বাজীকরকে থাক্‌তে বোলেছিলেম, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। লোকটী ঠিক সেইখানেই হাজির ছিল। তখন আমি তারে বোল্লেম, "কেবল পরচুল—গোঁফদাড়ী পোরিয়ে দিবার জন্য তোমারে আমি এত কষ্ট দিচ্ছি না। কি রকমে রং মাখ্‌তে হয়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেও অন্য লোকে কিছু অনুভব কোত্তে না পারে, সেই রকমে একবার রং মাখ্‌তে আমার ইচ্ছা হয়েছে। জিজ্ঞাসা কোরো না কিছু। যা বোল্লেম, সেই রকমে আমারে সাজিয়ে দাও। তোমারে আমি খুসী কোরবো ;—ভালরকম বক্সিস্ দিব।"

আমার নিজের জামাজোড়া আমি খুলে ফেল্লেম। বাজীকর সবিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়ে, আমার মুখে—ঘাড়ে—গলায়—হাতে—হাতের কব্‌জীতে, বেশ কোরে রং মাখিয়ে দিলে। তখনই তখনই শুকিয়ে গেল। রংদার আমারে বোল্লে, "এ রং এত চমৎকার যে, প্রকৃত কি কৃত্রিম, কোন লোকেই তা ধোত্তে পারে না। তিন চারদিন বেশ থাকে। জলে, সাবানে—অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ ঘর্ষণে, কিছুতেই উঠে যায় না। তার পর আপ্‌না আপ্‌নি উঠে যায়। দেহের কোন প্রকার অপকার করে না। রং মাখাবার পর, সে আমারে গোঁফদাড়ী পোরিয়ে সাজালে। চাঁপদাড়ী ধারণ কোল্লেম না, কেবল গুচ্ছ গুচ্ছ গালপাটা।—সাজকরকে আমি আর একটী মোহর দিলেম।—দিয়ে বোল্লেম, "কেবল এতেই হবে না, কাপড় বদল কোত্তে হবে। আমার কাপড়গুলি তুমি লও, তোমাদের একশুট নূতন পোষাক আমারে দাও। তাতে তোমার ক্ষতিবোধ হবে না। আমার পোষাকের দামও নিতান্ত কম নয়।"

লোকটী আহ্লাদপূর্ব্বক রাজী হলো। আমার পকেট থেকে পিস্তল—টাকা, কাগজপত্র, আমি বাহির কোরে নিলেম, বাজীকরের বিচিত্রবস্ত্র পরিধান কোল্লেম। সে আমারে কোন কথাই জিজ্ঞাসা কোল্লে না। কিন্তু তার মুখ দেখে আমি বুঝ্‌লেম, সে যেন মনে কোল্লে, আমি কোন ফৌজদারী আদালতের পলাতক আসামী। আইন আদালতকে ফাঁকি দিবার মৎলবে, ছদ্মবেশ ধারণ কোচ্চি। যাই সে মনে করুক, কোন দিকেই আমি ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না। ছদ্মবেশ যে আমার খুব ভাল হলো, সেই আহ্লাদেই আমি পুলকিত। পিস্তোজার হোটেলে কতখানাই আমি ভেবেছিলেম। কি রকম ছদ্মবেশ ধরা যায়, কত কল্পনাই কোরেছিলেম। যে ভাবটা মনে উদয় হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক ভাল হলো, সেই আমার পরম লাভ—পরম উপকার।

বাজীকরকে বিদায় দিলেম। পুনরায় অশ্বারোহণে ডাকাতের আড্ডার দিকে যেতে লাগ্‌লেম। গ্রাম থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূর। পথে যেতে যেতে আমি মনে কোল্লেম, পরাক্রান্ত মার্কো উবার্টির সম্মুখে হাজির হবার অগ্রে মস্ত একটা গুরুতর

কাজ আমার নিতান্ত প্রয়োজন। ডাকাতের সঙ্কেতকথা জানা। সিগ্নর ভল্‌টেরার সঙ্গে দেখা না হোলে, সে অভীষ্ট সিদ্ধ হবার অন্য উপায় অল্প। কি উপায়ে—কি কৌশলে, ভল্‌টেরার সঙ্গে দেখা হয়, সেই চিন্তায় বিব্রত হোলেম। যেটা ধোচ্চি, সেইটাই সিদ্ধ হোচ্চে। উদ্যোগপর্ব্বের অনেকদূর সাধন কোরে তুলেছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকল দিকেই সুরাহা হয়ে আস্‌ছে। তবে কেন শেষটুকু সুসিদ্ধ হবে না? ঈশ্বরের নাম কোরে, বরাবর অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। শুভ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে অশুভ কল্পনা অনেক আসে। আশ্বাসের উপর বিশ্বাস কোরে চোলেছি, মনে তথাপি কতরমক অমঙ্গলের আশঙ্কা। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা হয় ত এখন আর ডাকাতের দলে থাকেন না। যদিই থাকেন, আমি হয় ত নির্জ্জনে একাকী তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার অবসর পাব না। যদিই পাই, তাঁর সঙ্গে কথা কবার সময় ডাকাতেরা হয় ত আমারে গ্রেপ্তার কোরে ফেলবে। তাই যদি হয়, তা হোলে তখন আমি কি কোর্‌বো?—হঠাৎ একটা যুক্তি যোগালো। ডাকাতদের আমি বোল্‌বো, তোমরা আমারে তোমাদের সর্দ্দারের কাছে নিয়ে চল। লানোভারের প্রতিনিধি হয়ে আমি এসেছি, মার্কো উবার্টির কাছেই পূর্ণসাহসে সে কথা আমি বোল্‌বো। তাতেও আমি ঠেক্‌বো না। বিশ্বাসের নিদর্শন আমি অনেক সংগ্রহ কোরেছি। বাকী কেবল সঙ্কেতকথা। যদি তারা পীড়াপীড়ি করে, নির্ভয়ে আমি উত্তর দিব, লানোভার আমারে সঙ্কেতকথা বোলে দিয়েছিল, আপাততঃ স্মরণ কোত্তে পাচ্চি না। পথে যেতে যেতে মনের ভিতর আমি ঐ রকম উত্তর প্রত্যুত্তর সংগ্রহ কোরে রাখ্‌ছি। রাখ্‌ছি বটে, কিন্তু তাতেই যে আমি জয়ী হব, এমন অটলবিশ্বাস রাখ্‌তে পাচ্চি না। যদি ধরা পড়ি, ঐ রকমেই পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা কোর্‌বো, এঞ্জিলো ভল্‌টেরার দেখা পাব, এইমাত্র প্রবোধ।

মৃদুকদমে ঘোড়া চালিয়ে সরাসর আমি যাচ্ছি। পথেই সন্ধ্যা হলো। পৃথিবী অন্ধকারে ডুব্‌লো। রং মেখেছি—গালপাটা পোরেছি,—চিত্রবিচিত্র বসন পরিধান কোরেছি,—পরচুলো গোঁফ লাগিয়েছি, আমারে কেমন দেখাচ্ছে, হঠাৎ কেহ চিন্‌তে পার্‌বে কি না, সে ভাবনাও একটু একটু ভাব্‌ছি, কিন্তু মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ছদ্মবেশ বেশ হয়েছে। ডাকাতের চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ। একবার দেখ্‌লেই তারা চিনে রাখে। আমারে তারা কতবার দেখেছে? একরাত্রে পর্ব্বতপথে জনকতকলোক ক্ষণকালের জন্য আমার চেহারা দেখেছিল। তার পর, যে অন্ধকূপে আমারে কয়েদ রাখে, একটা লাঠনের মিট্‌মিটে আলোতে কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র কেহ কেহ আমারে দেখেছিল। সে রকম দেখাতে এরকম ছদ্মবেশ চিনে উঠা, তাদের পক্ষে বড় সহজ হবে না। আর একটী কথা এইখানে প্রকাশ রাখা উচিত। ঈশ্বরকৃপায় সবদিকে যদি সুবিধা হয়, তা হোলে এমন কৌশলে আমি কাজ হাঁসিল্‌ কোর্‌বো, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন, অথবা কুমারী আনাবেল, অথবা আনাবেলের জননী, কেহই কিছু জান্‌তে পার্‌বেন না, তাঁদের উদ্ধারকর্ত্তা কে? যদবধি দুই বৎসর পরিপূর্ণ না হয়, তাবধি আমার বিষয় তাঁদের কাছে আমি সাধ্যমত যত্নে

গোপন কোরে রাখ্‌বো। শুভ সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন সমস্ত মনের কথা অকপটে প্রকাশ কর্‌বার কোন বাধা থাক্‌বে না।

চন্দ্রোদয় হলো। এপিনাইন পর্ব্বতের মস্তকোপরি নির্ম্মল আকাশে অগণিত তারকারাজী সুন্দর সুন্দর দীপ্তি বিকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। দেখে দেখে পথ নির্ণয় কর্‌বার কোন বিঘ্ন হলো না। কুমারী অলিভিয়াকে যে রাত্রে খালাস কোরে আনি, সে রাত্রে যে পথে এসেছিলেম, সে পথে যে যে পদার্থ দর্শন কোরেছিলেম, জ্যোৎস্নার আলোতে দূরে দূরে সে সব বেশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক সেই পথে আমি যাচ্ছি না। অন্যপথ ধোরেছি। অনুমানে বুঝ্‌লেম, প্রায় চৌদ্দ মাইল এসেছি। আর চারপাঁচ মাইল গেলেই ডাকাতের আড্ডায় পৌঁছানো যায়। হঠাৎ অশ্বের পদধ্বনি আমার কর্ণগোচর হলো। সম্মুখে যেন একজন অশ্বারোহী আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে, এম্‌নি অনুভব কোল্লেম। পিস্তল খাড়া কোরে রাখ্‌লেম। ঘোড়ার রাস একটু টেনে ধোল্লেম। কাণ পেতে শুন্‌লেম। সত্যই একজন অশ্বারোহী। একজনের বেশী না। আমার দিকেই আস্‌ছে। তৎক্ষণাৎ কৃতসঙ্কল্প হোলেম। যদি আমারে আক্রমণ করে, তৎক্ষণাৎ আমি গুলী চালাবো। ভালমন্দ কিছুই বিবেচনা কোর্‌বো না। অশ্বারোহী মৃদুকদমে আস্‌ছে। যদিও জ্যোৎস্না রাত্রি, তথাপি আমি যে জায়গায় গিয়ে পোড়েছি, সেখানে অনেক বড় বড় গাছ। গাছের ডালেরা পথের উপর ঝাঁপিয়ে পোড়েছে। পথ অন্ধকার। তরুশাখা ভেদ কোরে, চন্দ্রকর প্রবেশ কোত্তে পাচ্ছে না। অশ্বারোহী যখন দশবারো হাত দূরে এসে উপস্থিত হলো, তখনো পর্য্যন্ত আকৃতি আমি দেখ্‌তে পেলেম না। সাজ গোজ কি রকম, তা পর্য্যন্ত নয়নগোচর হলো না। ইতালিক ভাষায় সেই অশ্বারোহী কি কতগুলি কথা বোল্লেন। ওঃ! কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! এঞ্জিলো ভল্‌টেরার কণ্ঠস্বর! পরক্ষণেই আমরা মুখামুখি দুজনে। আগ্রহে আগ্রহে আমি আমার পরিচয় দিলেম।

"তুমি?"—ভল্‌টেরা তখন ইংরাজীভাষায় বোলে উঠ্‌লেন, "তুমি? এ রাত্রে তুমি এখানে কি কোর্ত্তে এসেছ?—একাকী এ অবস্থায় কোথায় যাচ্চো? ইত্যগ্রে ইতালিক ভাষায় আমি কথা কয়েছিলেম। জানিনা কে, এ অবস্থায় কোন্ বিদেশীলোক সিংহের গুহায় প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছে, সেই জন্য সাবধান কোচ্ছিলেম।"

হৃদয়বেগে উল্লাসিত হয়ে আমি বোল্লেম, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! যে কথা শুন্‌লেম, পরমেশ্বরের করুণা!"

"বিস্ময়প্রকাশ কোচ্চো কেন?"

"কেন? আপনার কথা শুনে আমার মনে একপ্রকার নূতন বিশ্বাস দাঁড়ালো। যদিও আমি আপ্‌নারে ডাকাতের দলে দেখে গেছি, কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপ্‌নি হয় ত ডাকাত নন।"

ভল্‌টেরা তখন কোন উত্তর দিলেন না। স্থানটাও অন্ধকার। আমার কথা শুনে

তাঁর মুখের ভাব কেমন হলো, সেটুকুও দেখ্‌তে পেলেম না। তিনি তৎক্ষাৎ আমারে বোল্লেন, "সে কথা যাক্,—সে সব কথা এখানকার নয়;—এখন বল দেখি শুনি, তুমি কেন এ সময় এমন অবস্থায় এখানে?"

"আপ্‌নার কাছে আমার গোপন কি? আপ্‌নার সহায়তা লাভের জন্যই আমি এখানে এসেছি। যে কজন ইংরাজ সম্প্রতি এখানে ডাকাতের হাতে বন্দী হয়েছেন, তাঁদের খালাসের জন্য আমি—"

"ভারী পাগ্‌লামী তোমার! উবার্টি তোমায় দেখ্‌লেই চিনে—"

"চলুন না!—আলোতে চলুন না!—জ্যোৎস্নায় চলুন না! আপ্‌নি নিজেই চিন্‌তে পারেন কি না, তা তখন আমি দেখ্‌বো! আমি যদি স্বর বোদ্‌লে কথা কইতেম, আমি যদি নিজে আপ্‌নার পরিচয় আপনি না দিতেম, দেখ্‌বেন চলুন,—আপ্‌নিও আমারে চিন্‌তে পাত্তেন না।"

যেখানে বৃক্ষশাখার আবরণ নাই,—যেখানে পথময় চাঁদের আলো, সেইখানে আমরা উভয়ে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। মাথার টুপী খুলে, আলোর দিকে মুখ ফিরালেম। তীব্রদৃষ্টিতে ভল্‌টেরা আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লেন। সানন্দবিস্ময়ে বোল্লেন, "তাই ত! বড় চমৎকার ছদ্মবেশ! কিন্তু তা হোলেই বা কি হবে? তুমি কি মনে কর, শুধুই কি কেবল ছদ্মবেশেই কাজ হয়? তোমাকে সাহায্য কোত্তে বাস্তবিক এখনো আমার সাহস হোচ্চে না। কয়েদীরা যে ঘরে কয়েদ, মার্কো উবার্টি নিজেই সেই ঘরের চাবী—"

সচঞ্চলে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাঁরা ত ভাল আছেন? তাঁদের প্রতি ত কোন দৌরাত্ম্য হোচ্চে না?"

"না,—দৌরাত্ম্য হয় নাই। ডাকাতেরা বেশ সদ্ব্যবহার দেখাচ্ছে।"

"আঃ! পরমেশ্বরের কৃপা! ঐ কথাটী শুনে আমার মনের যন্ত্রণার অনেক লাঘব হলো। সিগ্‌নর ভল্‌টেরা! আপ্‌নার কাছে আমি আর কোন সাহায্য চাচ্চি না, কেবল সেই সঙ্কেতকথাটী। যে কথাটী বোল্‌তে পাল্লে, স্বচ্ছন্দে আমি মার্কো উবার্টির সম্মুখে বেপরোয়া দাঁড়াতে পার্‌বো, সেই সঙ্কেতকথাটী আপ্‌নি আমারে বোলে দিন।"

"তার জন্য চিন্তা কি? তা আমি তোমাকে এখনই বোলে দিতে পারি; কিন্তু—"

"তবে আবার ভয় কি? তবে আবার কিন্তু কেন? তার পর যা যা কোত্তে হয়, তা আমি বুঝে নিব। যে রকম ষড়্‌যন্ত্রে—যে প্রকার কুহকে তাঁরা বন্দী হয়েছেন, দৈবগতিকে সব আমি জান্‌তে পেরেছি। খালাস কর্‌বার টাকাও এনেছি। এই কুচক্রের গোড়ার ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী যে ব্যক্তি, তার প্রতিনিধি হয়ে আমি এসেছি, সন্তোষকর প্রমাণ দেখিয়ে, নিঃসন্দেহেই সেবিষয়ে আমি দস্যুদলপতির বিশ্বাস জন্মাতে পার্‌বো। আমার ছদ্মবেশ ঠিক, এটী যদি আপ্‌নি বুঝ্‌তে পেরে থাকেন, সঙ্কেতকথাটী যদি আমারে বোলে দেন, তা হোলে অবশ্যই আমি জয়লাভ কোর্‌বো।"

"হাঁ হাঁ, তুমি সাহসী পুরুষ, তা আমি জানি। অবশ্যই তুমি জয়ী হোতে পার। উচিতই হোচ্চে জয়ী হওয়া। আচ্ছা, এসো! খানিকপথ আমরা একসঙ্গে যাই। তার পর আমি সোরে যাব, তুমি এক পথে যাবে, অন্যপথ দিয়ে ঘুরে, আড্ডার ভিতর আমি প্রবেশ কোর্‌বো।"

দুজনেই আমরা একসঙ্গে চোল্লেম। মৃদুস্বরে এঞ্জিলো ভল্‌টেরা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যে রাত্রে এখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, সে রাত্রে এত তাড়াতাড়ি সব কাজ নির্ব্বাহ কোত্তে হলো,—চারিদিকে তখন এত বিপদের আশঙ্কা, একটী বিশেষ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার সময় হলো না। মনেও এলো না। কথাটা হোচ্চে এই, তুমি আমারে অঙ্গীকার করালে, এখন আমি আর কুমারী অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা কোর্‌বো না। আমিও অঙ্গীকার কোল্লেম। কিন্তু কেন তুমি আমারে সেরকম অঙ্গীকারে আবদ্ধ কোরেছ? অলিভিয়ার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা করি, তুমি কি রকমে সেটী জান্‌তে পেরেছিলে?"

এ প্রশ্নের উত্তর বড় শক্ত। গ্রাম্য হোটেলের বাগানের ভিতর হিমগৃহ। সেই হিমগৃহের ভিতর আমি শুয়ে ছিলেম। ভল্‌টেরার সঙ্গে অলিভিয়া সেই হিমগৃহের বাহিরে উপস্থিত হন। দুজনে যে সব প্রেমের কথা বলাবলি করেন, দৈবগতিকে তা আমি শুনেছি। সে কথা ত কোন মতেই প্রকাশ করা হোতে পারে না। অথচ যখন প্রশ্ন হয়েছে, তখন তার একটা উত্তর চাই। কি বলি? অবশেষে ভেবে চিন্তে বোল্লেম, "সে অঙ্গীকারের একটু মানে আছে। আপ্‌নি সে রাত্রে নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন কোরে, অলিভিয়ার খালাসের উপায় কোরেছেন;—তা ছাড়া,—অলিভিয়ার জননীর পীড়া উপলক্ষে, কমাস আপ্‌নি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন;—প্রায় সর্ব্বদাই দেখাশুনা হয়েছে;—তাতে কোরে আপ্‌নি কি আর একবার অলিভিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে অভিলাষী হবেন না? সেইটী আমি অনুমান কোরেছিলেম।"

ভল্‌টেরা বোল্লেন, "যা তুমি অনুমান কোরেছিলে, সেটা ঠিক। আমিও তা অস্বীকার কোর্‌বো না। যখন সময় আস্‌বে, তখন—"এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই, ধাঁ কোরে কথাটা তিনি চাপা দিয়ে ফেল্লেন। ত্বরিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রিংউল্‌ পরিবার কেমন আছেন? তাঁরা ত সকলে ভাল আছেন? ডাকাতের হাতে পোড়ে, তাঁদের ত কোন কষ্ট হয় নাই?"

"না, বিশেষ কষ্ট কিছুই হয় নাই। এখন তাঁরা সকলেই ভাল আছেন। এখনও তাঁরা ফ্লোরেন্স নগরেই অবস্থিতি কোচ্চেন।"

জন্মভূমির নাম শ্রবণে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে, ভল্‌টেরা বোল্লেন, "ফ্লোরেন্স!—ওঃ! আচ্ছা, তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন কোরেছ ত? সে রাত্রে ডাকাতের আড্ডা থেকে আমি তোমাকে খালাস কোরে দিয়েছি, অলিভিয়াকে খালাস কর্‌বার উপায় কোরেছি, জনপ্রাণীর কাছেও সে কথা তুমি প্রকাশ কর নাই ত?"

"যা আমি অঙ্গীকার কোরেছি, তাই আমি পালন কোরে আস্‌ছি। আপ্‌নি যতদিন আপ্‌নার অঙ্গীকার পালন কোর্‌বেন, ততদিন আমার অঙ্গীকারও আমার হৃদয়গহ্বরে গুপ্ত থাক্‌বে। আপ্‌নি ত আমারে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, এখন আমি আপ্‌নাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আপ্‌নি যে আমাদের খালাস কোরে দিয়েছিলেন, ডাকাতেরা ত সে বিষয়ে আপ্‌নার উপর কোন সন্দেহ করে নাই ?"

"কিছুমাত্র না। যে রকম সাবধান হয়ে কাজ করা গেছে, সন্দেহ করে কার সাধ্য ? উকো দিয়ে তুমি আপ্‌নি তোমার পায়ের বেড়ী কেটে ফেলেছ, এটা এমন বিচিত্র কথাই বা কি ? ডাকাতেরা তাতে অন্যলোকের উপর কিরূপেই বা সন্দেহ আন্‌বে ? তারা অনুমান কোরেছে, কোন গতিকে তুমি নিজেই উকো সংগ্রহ কোরেছিলে ;—তোমার পকেটেই উকো ছিল ;—ডাকাতেরা যখন তোমার পকেটের জিনিসপত্র বাহির কোরে নেয়, উকোটা তখন দেখ্‌তে পায় নাই, তাই তারা ভেবেছে। কেবল ছুটী বিষয়ে তাদের গোলমাল লেগে আছে। কোথায় তাদের আস্তাবল, সেটী তুমি কি কোরে নির্ণয় কোরেছিলে ? অলিভিয়াকে তারা কোন্ ঘরে কয়েদ রেখেছিল, তাই বা তুমি কেমন কোরে জান্‌তে পেরেছিলে ?—গোলমাম লেগে আছে ;—কিন্তু দলের কাহারও উপর সন্দেহ করে নাই। পলায়নের পর, তারা যখন ঐ সব খবর জান্‌তে পাল্লে, তখন মার্কো উবার্টির ভীষণ ক্রোধের সীমাপরিসীমা ছিল না। চীৎকারশব্দে মেদিনী কাঁপিয়েছিল। শপথ কোরেছে, কয়েদঘরের চাবী সে নিজেই রাখ্‌বে। এবারেও তাই রেখেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এবারে কয়েদী কজন ?—একজনবৃদ্ধ ভদ্রলোক, ছুটী স্ত্রীলোক, একজন চাকর, আর একজন দাসী, এই পাঁচ। কেমন, এই নয় ?"

"হাঁ,—ঐ,—আর একখানা গাড়ী, চারটে ঘোড়া। কিন্তু কোচমানদের ধরে নাই। তারা সব খোলসা পেয়ে গেছে। কয়েদীদের সঙ্গে তাঁদের বাক্সে যা কিছু দামী দামী জিনিসপত্র ছিল, মার্কো উবার্টি সে সব লুট কোরেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই তোমাকে আমি বোলেছি, বন্দীদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করে নাই। ছুটী লেডী আর সেই কিঙ্করী এক ঘরে কয়েদ আছে। আর একটা ঘরে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তাঁর সেই অনুগামী কিঙ্কর।"

মুহূর্ত্তমধ্যে এককালে অনেক ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। সশঙ্ককণ্ঠে সহসা এঞ্জিলো ভল্‌টেরা বোলে উঠ্‌লেন, "ডাকাত! ডাকাত! আর আমি থাক্‌তে পারি না! সাবধান!—সাবধান!—আমি চোল্লেম!"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সঙ্কেতকথা ?"

ভল্‌টেরা তখন ঘোড়া ছুট কোরিয়ে দিয়েছেন। চল্‌তিমুখে কি একটা কথা বোল্লেন, কিছুই আমি শুন্‌তে পেলেম না। চীৎকার কোরে বোল্লেম, "শুন্‌তে পেলেম না!" ঘূর্ণাবায়ু যেমন দ্রুত ছুটে যায়, তাঁর ঘোড়াও তখন তেম্‌নি বিদ্যুদ্বেগে ছুটেছিল ;—কথাও যেমন বাতাসে উড়ে গেল, তিনিও যেন তেম্‌নি বাতাসে উড়ে চোল্লেন ;—দেখ্‌তে

দেখ্‌তেই আমার দৃষ্টিপথের অগোচর! মহানৈরাশ্যে আমি আকুল হয়ে পোড়্‌লেম। যে কথাটীর উপর আমার সিদ্ধি—অসিদ্ধি—মরণজীবন, সমস্তই নির্ভর, তত বড় দরকারী কথাটী আমার জানা হলো না! কাছে পেয়েও হারালেম! নৈরাশ্যের সীমা থাকলো না। আর নৈরাশ্যের সীমা! নিমেষমধ্যে ছজন ডাকাত খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে, নিকটে এসে উপস্থিত!—হাঙ্গামা কর্‌বার চেষ্টা করা বিফল। একে ডাকাত, তাতে দলে পুরু। আমি মাত্র একাকী। যদিও তখন আমি দুহাতে দুটো পিস্তল ধোরে, ঝাঁ ঝাঁ কোরে গুলী কোত্তে পাত্তেম, কিন্তু তাতে কেবল দুরন্ত দস্যুদলের রাগ বাড়ানো হতো। ফল হতো কি? ঠুস্ কোরে আমার প্রাণটী যেতো! চুপ্‌টী কোরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেম। ডাকাতেরাও দেখ্‌লে, আমি স্থির হয়ে রয়েছি। তারাও কোন জবরদস্তি কোল্লে না। কেহই আমার গায়ে হাত তোল্‌বার উপক্রম কোল্লে না। নির্ভয়ে তাড়াতাড়ি আমি উচ্চারণ কোল্লেম, "মার্কো উবার্টি! মার্কো উবার্টি!"

দ্রুত ঘূর্ণিত নয়নে অশ্বারোহী ডাকাতদের প্রতি তখন আমি চেয়ে দেখ্‌লেম। জ্যোৎস্নার আলোতে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা গেল, ভয়ানক ভয়ানক চেহারা। তাদের ভিতর দলপতিকে দেখ্‌তে পেলেম না। ইতালিক ভাষায় একজন ডাকাত আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, আমি ফরাসীভাষায় উত্তর দিলেম। আমি বোল্লেম, "যে ভাষায় আমি কথা কোচ্ছি, তোমাদের ভিতর যদি কেহ সে ভাষা জানে, তবে তারই সঙ্গে আমি কথা কইতে পারি।"

ফরাসীতে উত্তর দিয়ে, একজন ডাকাত আমার সম্মুখে এসে বোল্লে, "আমি বুঝি তোমার ভাষা। আমার কথায় উত্তর কর।"—যে লোক ঐ কথা বোল্লে, তৎক্ষণাৎ তারে আমি চিন্‌লেম। নিজে আমি যখন তাদের কারাকূপে কয়েদী, তখন মার্কো উবার্টি আমারে যে সব কথা জিজ্ঞাসা করে, ইণ্টারপিটার হয়ে যে ব্যক্তি আমাদের দুজনের কথা দুজনকে বুঝিয়ে দেয়, ঐ ব্যক্তিই সেই। তার নাম ফিলিপো।

একরকম বিকৃতস্বরে, ফরাসী ভাষাতেই আমি বোল্লেম, "তোমরা আমারে তোমাদের পরাক্রান্ত দলপতির কাছে নিয়ে চল। তাঁরই কাছে আমার দরকার আছে। বিষয়কর্ম্মের দরকার। লানোভার নামে একজন ইংরেজ আমারে তাঁর প্রতিনিধি কোরে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"হো হো!"—উচ্চকণ্ঠে ফিলিপো বোলে উঠ্‌লো, "হো হো! কাণ্ডটা দেখ্‌ছি উল্‌টে গেল। তুমিও বুঝি ইংরেজ? আমি মনে কোরেছিলেম, কর্শিকা নিবাসী; কিম্বা হয় ত স্পেনবাসী।"

"হাঁ, আমি ইংরেজ।"—এ উত্তরটীও আমি ফ্রেঞ্চ ভাষায় দিলেম।

"তবে তুমি লানোভারের কাছ থেকেই আস্‌ছো?"—ফিলিপো তখন ইংরাজীভাষাতেই আরম্ভ কোল্লে, "তবে তুমি লানোভারের কাছ থেকেই আস্‌ছো? তবে তুমি অবশ্যই আমাদের সঙ্কেতকথা জান?"

"সঙ্কেতকথা ?"—যেন একটু কুণ্ঠিত হয়েই আমি অমনি প্রতিধ্বনি কোল্লেম, "সঙ্কেত কথা ? ওঃ! ঠিক ঠিক! লানোভার আমারে বোলে দিয়েছিলেন। এখন আমি সেটী স্মরণ কোত্তে পাচ্ছি না।"

"স্মরণ কোত্তে পাচ্ছিস্ না ?"—ফিলিপো তখন বজ্রস্বরে গর্জ্জন কোরে বোল্লে, "স্মরণ কোত্তে পাচ্ছিস্ না ? তামাসা না কি ?—রঙ্গ দেখাতে এসেছিস্ না কি ?—স্মরণ কোত্তে পাচ্ছে না!—আহ্লাদ আর কি!—স্মরণ কোত্তে না পাল্লে, এখনই তোর প্রাণ যাবে!—লানোভার এমন একটা পাগলকে প্রতিনিধি কোরে পাঠিয়েছে ?—এত বড় দরকারী কথা ভুলে যায় ?—আসল সঙ্কেতকথা স্মরণ রাখ্‌তে পারে না ?—আমাদের কাপ্তেন তোকে নিশ্চয়ই গুপ্তচর ঠাওরাবেন! সেখানে যেতে যেতেই ফাঁসদড়ীতে তোরে লোট্‌কে দিবেন!"

ফিলিপো তখন সঙ্গীদের সঙ্গে কি কথা বলাবলি কোল্লে। তারা সকলেই তখন সক্রোধনয়নে আমার পানে চাইতে লাগ্‌লো। সকলের দৃষ্টিতেই দারুণ সংশয়, দারুণ অবিশ্বাস অঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লো। আমি তাদের সকলের মাঝখানে ঘোড়ার উপর বোসে আছি। ভয়ের লক্ষণ কিছুই দেখাচ্ছি না। বেশ শান্ত হয়েই বোসে আছি। আমি ভয় পেয়েছি, সেটা যদি তারা জান্‌তে পারে, তা হোলে হয় ত সেইখানেই মেরে ফেল্‌বে; দলপতির কাছ পর্য্যন্তও হয় ত নিয়ে যাবে না;—তাই ভেবেই স্থির হয়ে আছি।

ফিলিপোকে সম্বোধন কোরে, একটু নরমস্বরে,—নরম অথচ পূর্ণসাহসে আমি বোল্লেম, "মার্কো উবার্টির কাছে আমারে নিয়ে চল। আমি চর নই, সে কথা আমি তাঁরে বুঝিয়ে দিতে পার্‌বো। সত্যই আমি লানোভারের প্রতিনিধি।"

"আচ্ছা, কাপ্তেনের কাছেই তোকে আমরা নিয়ে যাব। যদি বাঁচ্‌বার সাধ থাকে, সঙ্কেতকথা মনে কর্। পথে যেতে যেতে ভাল কোরে স্মরণ কোরে, সঙ্কেতকথা মনে করিস্! হাজার হাজার প্রমাণ উপস্থিত থাক্‌লেও, সঙ্কেতকথা বোল্‌তে না পাল্লে, কিছুতেই তোর নিস্তার নাই! আঃ! ভালকথা মনে পোড়েছে! তোর সঙ্গে না কে একজন লোক ছিল ? আমরা এখানে এসে উপস্থিত হোতে না হোতেই সেই লোকটা ধাঁ কোরে, ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল ?"

সতেজে আমি উত্তর কোল্লেম, "না,—কেহই না।—আমি একা।" রেগে রেগে সঙ্গীদের সঙ্গে কি কথা বলাবলি কোরে, ফিলিপো আবার সক্রোধে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তুই আমাদের সঙ্গে চালাকী খেল্‌ছিস্!—মিথ্যাকথা বোল্‌ছিস্! আমরা সকলেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেয়েছি। ঐ দিকে ছুটে পালিয়েছে। আমাদের ঘোড়ারা যদি অনবরত ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে না পোড়্‌তো, তা হোলে, আমাদের দলের কেহ না কেহ নিশ্চয়ই তারে ধোরে ফেল্‌তো। কোন কথাই ভাল লাগ্‌ছে না। বেশ আমরা বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তোর গতিক বড় ভাল নয়। যদি তুই এখানে ভাল মৎলবে এসে থাকিস্, তা হোলে তোর সঙ্গীলোকটাও তোর মত স্থির হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। পালালো

কেন? কখনই ভাল মৎলব নয়!—একজোড়া গুপ্তচর! একজন ভয় পেয়ে ছুটে পালালো, বোধ হয় তোর কিছু সাহস বেশী, তাই জন্যে তুই এখনো আমাদের মুখামুখি দাঁড়িয়ে আছিস্!—চল্ আমাদের কাপ্তেনের কাছে। সেইখানেই সব বিচার হবে।"

ডাকাতেরা চোল্লো। আগে পাছে ডাকাত, মধ্যস্থলে আমি। অরণ্যপ প্রবেশ কোল্লেম। ফিলিপো আর একটীও কথা আমারে বোল্লে না। তারা আপ্না আপ্নি কত কথা বলাবলি কোত্তে লাগ্লো। ভাবভঙ্গিতে আমি বুঝ্তে লাগ্লেম, আমারই অমঙ্গল। মহাসঙ্কটেই ঠেক্লেম। সঙ্কেতকথা জানি না। সঙ্কেতকথা না জানাই আমার প্রধান অমঙ্গলের নিদর্শন। সঙ্কেতকথা বোল্তে না পাল্লেই আমার সব কৌশল ফেঁসে যাবে। এঞ্জিলো ভল্টেরা কি কথা বোলেছিলেন,—তাড়াতাড়ি চোলে গেলেন, শুন্তে পেলেম না;—অথচ তিনি আমার কাছ থেকে তত শীঘ্র চোলে যাওয়াতেই, ডাকাতেরা আমার প্রতি আরও বেশী সন্দেহ কোরেছে। রক্ষার উপায় কি? কোন অলৌকিক ঘটনা ভিন্ন আর ত দেখ্ছি কিছুতেই আমার নিস্তার নাই। যদিই মরি, মরণকালে তবু আমার মনে এইমাত্র প্রবোধ থাক্বে, প্রাণাধিকা আনাবেলকে উদ্ধার কর্বার জন্য চেষ্টা কোরেই আমার প্রাণ গেল।

বরাবর চোল্লেম। আডডায় পৌঁছিলেম। ডাকাতেরা আমারে ঘোড়া থেকে নাম্তে বোল্লে। আমি নাম্লেম। ফিলিপো আর দুজন ডাকাত আমারে সঙ্গে কোরে আডডার ভিতর নিয়ে গেল। যে ঘরে কুমারী অলিভিয়া কয়েদ ছিলেন, সেই ঘরের সম্মুখ দিয়েই নিয়ে চোল্লো। দেয়ালের গায় লৌহদীপাধারে একটা আলো জ্বোলছিল। সেই আলোতে আমি দেখ্লেম, ঘরের দরজায় শক্ত শক্ত অর্গলবদ্ধ। অনুমান কোল্লেম, যাঁদের অন্বেষণে আমি এসেছি, সেই ঘরেই তাঁরা কয়েদ আছেন। আনাবেল হয় ত সেই ঘরেই আছেন। তা যদি হয়, তবে কেবল একটা কপাটমাত্র ব্যবধানে, উভয়ে আমরা অদেখা! হা পরমেশ্বর! আনাবেলের সঙ্গে কি আমার চিরবিচ্ছেদ ঘোট্বে? ভয়ানক দুর্দান্ত ডাকাতের হাতে কি সত্য সত্যই আমার প্রাণ যাবে?

একটা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে, ডাকাতেরা আমারে উপর তালায় নিয়ে গেল। উপরে একটা লম্বা বারাণ্ডা। সারি সারি ছটা দরজা। তখন আবার আমি মনে কোল্লেম, এইখানেই হয় ত আনাবেল কয়েদ আছেন। ফিল্লিপো প্রথম দরজাটা খুলে ফেল্লে। একটা প্রশস্ত ঘরে আমারে প্রবেশ করালে। সেই ঘরে আরও ছজন ডাকাত বোসে ছিল। সম্মুখে একটা বড় টেবিল;—টেবিলটা প্রায় বোতল গেলাসে ঢাকা। সর্দ্দার ডাকাত মার্কো উবার্টি প্রধান আসনে আড় হয়ে আধ শোয়া।—দলের লোকেরা একজন কয়েদীকে ধোরে নিয়ে গেছে, এই মনে কোরে, সে একবার একটু সোজা হয়ে বোস্লো। এতক্ষণ প্রায় অসাড় হয়েই পোড়েছিল;—সোজা হয়ে বোসে, চোঁ কোরে এক চুমুকে এক গেলাস মদ উজাড় কোল্লে। ভয়ঙ্কর বিকট-নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইল। ডাকাতেরা আমারে তার সম্মুখে নিয়ে হাজির কোল্লে। উঃ! যে রকমে সে আমার দিকে বারম্বার চাইলে,

সে কথা মনে কোল্লেও ভয় হয়। গুর্ গুর্ কোরে আমার বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। অন্য ভয় তখন হয় ত কিছুই না,—পাছে আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে, সেই ভয়েই আমি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। ফিলিপোও সেই সময় কটমট্‌চক্ষে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি যেন সে সময় দৈবশক্তিসম্পন্ন হয়ে, যথাসাধ্য শান্তভাব ধারণ কোরে থাকৃলেম। টেবিলের চতুর্দ্দিকে আড়ে আড়ে আমি চাইতে লাগ্‌লেম। হঠাৎ দেখ্‌লেম, পূর্ব্বে যে রাত্রে আমারে ধোরে এনে কয়েদ করে, সেই রাত্রে আমার পায়ে যে লোকটা বেড়ী পোরিয়ে দিয়েছিল, সর্দ্দার ডাকাতের বাম দিকে সেই লোকটা বোসে আছে। তারও জ্বলন্ত চক্ষু কেবল আমার দিকে বিনিক্ষিপ্ত। ধাঁ কোরে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলেম। সে দিকে আর চাইলেম না। অন্যদিকে চেয়ে দেখি, যে প্রহরীটাকে সেই ভয়ানক রাত্রে আমি অজ্ঞান কোরে ফেলেছিলেম,—মুখ বেঁধেছিলেম,—বনে টেনে ফেলে দিয়েছিলেম, সেই প্রহরীটাও সেখানে উপস্থিত। লোকটা তখন যেন রেগে রেগে ফুলছে। পূর্ব্বে যাদের যাদের আমি দেখেছিলেম, একে একে মুখ দেখে দেখে, সকলগুলোকেই চিন্‌লেম। সকলের চক্ষুই কেবল আমার দিকে। বহুকষ্টে আমি চিত্তবেগ সম্বরণ কোল্লেম। মতি স্থির ছিল না, অল্পে অল্পে একটু একটু স্থির কোল্লেম। তাদের দেখে আমি যে ভয় পেয়েছি, বাহ্যদর্শনে তেমন লক্ষণ কিছুই দেখালেম না।

উনবিংশ প্রসঙ্গ।

—oo—

আমার এজাহার।

চারিদিকে ডাকাত;—যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই ডাকাত। ভয়ানক ডাকাতের আড্ডায়, ডাকাত ছাড়া আমি আর দেখ্‌বোই বা কি? ভিতরে ভয়, বাহিরে সাহস। মার্কো উবার্টিকে সম্বোধন কোরে, ইতালিক ভাষায় ফিলিপো কি সব কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো;—ঠিক ঠিক মানে বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কিন্তু গতিকে বেশ বুঝ্‌লেম, আমার কথাই বোল্‌ছে। কোথায় আমারে দেখেছে,—কেমন কোরে ধোরেছে,—কি কি কথা বোলেছে,—কি কি ঘটনা হয়েছে,—আমি কি কি বোলেছি, সেই সব কথাই পরিচয় দিচ্ছে। সেই অবকাশে আমিও আমার মনকে খাঁটি কোরে দাঁড় করালেম। লানোভারের প্রতিনিধি আমি, সেই কথাটী যদি বিশেষ প্রমাণে বুঝিয়ে দিতে না পারি, তা হোলে আমার প্রাণ থাকৃবে না। যাতে কোরে পারি, মনে মনে তারই উপায় অবধারণ কোত্তে লাগ্‌লেম। তার পর মার্কো উবার্টির সঙ্গে আমার সওয়াল জবাব আরম্ভ হলো। মধ্যবর্ত্তী ইণ্টারপ্রিটার ফিলিপো।

সওয়াল।—তুই বোল্‌ছিস্, লানোভার তোকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে?

জবাব।—হাঁ, আমি তার প্রমাণ দিতে—

সওয়াল।—রোস্ রোস্!—সঙ্কেতকথা তোর মনে হয়েছে?

জবাব।—না।—কিন্তু এখনই আমি মনে কোত্তে পার্‌বো।

উপস্থিত সাহসে ঐ রকম জবাব দিলেম বটে, কিন্তু যে কথা কখনও আমি শুনি নাই, কেমন কোরে যে সে কথা স্মরণ কোর্‌বো, কেবল একমাত্র পরমেশ্বরই সে কথা বোল্‌তে পারেন!

ডাকাত আমারে আবার জিজ্ঞাসা কৈল্লে, "কি তোর্ প্রমাণ আছে বল্!"

পকেট থেকে হুণ্ডীখানা বাহির কোরে, তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "প্রথমত এই লও টাকা। যে কাজের জন্য লানোভার যত টাকা দিবেন স্বীকার কোরেছেন, আমার হাতেই তা পাঠিয়েছেন।"

মার্কো উবার্টি সেই হুণ্ডীখানা হাতে কোরে নিলে;—ভাল কোরে দেখ্‌লে;—বারবার দেখ্‌লে। ব্যগ্রভাবে আমি তার মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেম। ব্যগ্রভাবে নিরীক্ষণ কোচ্চি, ডাকাতকে সে ভাব বুঝ্‌তে দিলেম না। উবার্টি আবার আমার মুখপানে কট্‌মট কোরে চাইলে। হুণ্ডীখানা পকেটে ফেল্লে। ফিলিপো আবার আমারে সওয়াল কোত্তে লাগ্‌লো:—

"লানোভারের জন্য কি কাজ আমরা কোর্‌বো, কিসের জন্য টাকা দিবার বন্দোবস্ত, তা তুই জানিস্? তা তুই বোল্‌তে পারিস্?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তোমরা একখানা গাড়ী ধোরেছ। পাঁচটী লোককে কয়েদ কোরেছ। সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন ইংরাজ বারোনেট, তাঁর নাম সার মাথু হেসেলটাইন;—তাঁর কন্যা,—পরিচয়ে বিবি লানোভার;—সার মাথু হেসেল্‌টাইনের দৌহিত্রী, কুমারী বেণ্টিঙ্ক;—আর তাঁদের একজন কিঙ্কর,—একজন কিঙ্করী।"

"আচ্ছা, ধরা গেল, সত্যসত্যই যেন তুই লানোভারের মোক্তার হয়ে এসেছিস্। আচ্ছা, লানোভার তোকে কি কি কথা বোলে দিয়েছে?"

আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "তোমরা স্থির হয়ে শোন, সব কথাই আমি বোল্‌ছি। ফিলিপো নামে একজন লোকের সঙ্গে দেখা কর্‌বার পর, লানোভার যখন হোটেলে ফিরে আসেন, তখন একখানা চিঠী পান। এটা হোচ্চে ১৫ই নবেম্বরের কথা। ১৫ই নবেম্বর রাত্রে ফ্লোরেন্স নগরের হোটেলে লানোভার সেই চিঠী পান;—সেই চিঠীতে তিনি জান্‌তে পারেন, সার মাথু হেসেল্‌টাইন বন্দোবস্ত কোত্তে রাজী;—লানোভারও তাতে সম্মত। তোমরা লানোভারের কাছে যত টাকা চেয়েছ, লানোভারও সেই টাকা আমার হাতে পাঠিয়েছেন। বোলে দিয়েছেন, যাঁদের তোমরা কয়েদ করেছ, তাঁদের প্রতি কিছুমাত্র অত্যাচার না কোরে, অবিলম্বে তাঁদের খালাস দাও।"

"আচ্ছা, তুই জানিস্, সত্যসত্যই কি তারা নিঃসম্বল?"

"ঠিক জানি না। মার্কো উবার্টি যে চিঠী লিখেছেন, তাতেই আমি জেনেছি, তাঁরা নিঃসম্বল। সে চিঠীখানা ইংরাজী অক্ষরে লেখা। মার্কো উবার্টির সেক্রেটারী ফিলিপো,—যে ফিলিপোর কথা আমি এইমাত্র বোল্লেম, সেই ফিলিপোই নিজহস্তে সেই চিঠী লিখে—"

আমারে থামিয়ে ইণ্টারপিটার বোল্লে, "আমিই সেই ফিলিপো। আচ্ছা, বোলে যা!"

"তাই ত আমি বোল্‌ছি। মার্কো উবার্টির কহৎমত তুমি যে চিঠী লিখেছিলে, রোমনগরে লানোভারের নামে ঠিকানা দিয়ে, যে চিঠী তুমি পাঠিয়েছিলে, তাতে লেখা আছে, বন্দীদের কাছে নগদ টাকা—অলঙ্কারপত্র যা কিছু ছিল, তোমরাই সব দখল কোরেছ। তাঁদের সঙ্গে রাহাখরচ পর্য্যন্ত নাই। সেই জন্য তাঁদের রাহাখরচের টাকা পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে কোরে এনেছি। এই দেখ সেই টাকা।"—এই সব কথা বোলে, আমার কাছে যে ১০০ পাউণ্ড নগদ ছিল, তারই মধ্যে আশী পাউণ্ড তৎক্ষণাৎ আমি টেবিলের উপর ধোরে দিলেম।

"আচ্ছা, এই যে রাহাখরচের টাকা, এই টাকা স্যার মাথু হেসেল্‌টাইনের হাতে দিতেই কি লানোভার তোকে বোলে দিয়েছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "ও কথা যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর,—বন্দীদের সঙ্গে দেখা কোত্তে লানোভার আমারে বোলে দিয়েছেন কি না, এ কথা যদি জান্‌তে চাও, তা হোলে আমি বোল্‌বো, সে কথা তিনি বলেন নাই;—দেখা কর্‌বার আমার দরকারও নাই। কেন তোমরা তাঁদের কয়েদ কোরেছ, তাও তাঁরা জানেন না। লানোভারের কথা প্রমাণেই তোমরা তাঁদের ধোরেছ, সে কথা তাঁরা জান্‌তেই না পারেন, সেইটীই লানোভারের ইচ্ছা। মার্কো উবার্টির প্রতি লানোভারের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাঁদের রাহাখরচের টাকা তাঁদের হস্তগত হলো, সেইটুকুমাত্র জান্‌তে পাল্লেই আমি নিশ্চিন্ত। লানোভারের সঙ্গে তোমাদের কিছু এই একটামাত্র কারবার নয়, সময়ে সময়ে আরও নূতন নূতন কারবার হবে, সেই ভরসাতেই তিনি তোমাদের বিশ্বাস করেন, তোমরাও সেই বিশ্বাস রাখ্‌বে, এটীও লানোভরের নিঃসন্দিগ্ধ ধারণা।"

"আচ্ছা, লানোভার তবে নিজে এলোনা কেন? যে সময় এই রফার কথা হয়েছে, তখনই তখনই লানোভার কেন নিজে এসে,—কিম্বা তখনই তখনই মোক্তার পাঠিয়ে, বন্দীদের খালাস কোরে নিয়ে গেল না?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আস্‌বার শক্তি নাই। গাড়ী ভেঙে পোড়ে গিয়েছেন। সেই জন্যই আসতে পাল্লেন না। মোক্তার পাঠাবার কথা বোল্‌ছো,—ব্যাপারটা ত বড় সহজ নয়, তেমন বিশ্বাসী মোক্তার শীঘ্র শীঘ্র পেয়ে উঠ্‌লেন না।"

"আচ্ছা, রোম নগরে লানোভারের নামে যে পত্রখানা পাঠানো গিয়েছিল, সে পত্র কি তুই দেখেছিস্? আচ্ছা, বল্ দেখি, তাতে কি কি কথা লেখাআছে?"

আমার স্মরণশক্তি প্রখরা ছিল। চিঠীতে যে যে কথা লেখা, সব আমি বোল্লেম।

ঠিক ঠিক সব কথাই মুখস্থ বোল্লেম। হায় হায়! সেই স্মরণশক্তিই আমার আকস্মিক নূতন বিপদের কারণ হলো। চিঠীর কথাগুলো যেইমাত্র আমি সমাপ্ত কোরেছি, তথনই অমনি নাক সিট্‌কে বিদ্রূপ স্বরে ফিলিপো বোলে উঠ্‌লো, "দেখ দেখ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যে লোকটা অত বড় চিঠীখানার সব কথা ঠিক ঠিক মনে কোরে রাখ্‌তে পেরেছে;—এত বড় তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি যার, সে কি না এতবড় দরকারী প্রধান সঙ্কেতকথা ভুলে যায়!"

ঘরের একটা দরজা তৎক্ষণাৎ উদ্ঘাটিত হলো। ঘাড় বেঁকিয়ে আড়ে আড়ে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, ধীরে ধীরে একটী লোক প্রবেশ কোল্লেন। বিস্ময়ানন্দে আমার অন্তরাত্মা পুলকিত। প্রবেশ কোল্লেন আমার হিতকারী বন্ধু এঞ্জিলো ভলটেরা। কোন দিকেই দৃষ্টি নাই,—কিছুই যেন জানেন না, ঠিক তেম্‌নি ভাবে, টেবিলের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হোলেন। আস্তে আস্তে একখানি আসনে গিয়ে বোস্‌লেন। আস্তে আস্তে একটা গেলাসে মদ ঢাল্লেন। কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, চুক্ চুক্ কোরে একটু একটু মদ খেতে লাগ্‌লেন। আমি তাঁরে চিনি, কিম্বা তিনি আমারে চেনেন, কোন লক্ষণে তেমন ভাব তিনি কিছুই জানালেন না,—আমিও না। সঙ্কেতকথা না জানার উদ্বেগে মন আমার যতখানি অস্থির হয়েছিল, ভলটেরার প্রবেশে,—তাঁরে সেইখানে উপস্থিত দেখে,— সে অস্থিরতা অনেক পরিমাণে কোমে গেল;—অনেক পরিমাণে আমি সুস্থ হোলেম। ফিলিপো আবার পুরাতন কাহিনী ফেঁদে বোস্‌লো। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে, জোরে জোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ঠিক বোল্‌ছিস ত? এখনো বোল্‌ছি, ঠিক বল্! যখন তোকে আমরা ধরি, তখন তোর কাছে আর কোন লোক ছিল না? তুই বোলেছিস, কেহই না. এখনো ঠিক বল্! কেহই তোর সঙ্গে ছিল না?"

অচঞ্চলেই আমি উত্তর কোল্লেম, "কেহই না,—কেহই না। একাই আমি সারাপথ এসেছি,—একাই আমি সেইখানে ছিলেম। যখন তোমরা এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালে, তখনো আমি একা; তাও তোমরা দেখেছ।"

"আচ্ছা, আর একটা জান্‌বার আমাদের দরকার আছে। শুন্‌তে পাচ্ছি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন লানোভারে কুটুম্ব। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কন্যা লানোভারের বিবাহ করা পত্নী। এ রকম অবস্থায় লানোভার কি মৎলবে তেমন আত্মীয় লোকগুলিকে আমাদের হাতে গ্রেপ্তার কোরিয়েছে, সে মৎলব তুই কিছু জানিস্?"

"কেন জান্‌বো না? সব আমি জানি;—বেশ জানি।—শ্বশুরের কাছে লানোভার একখানা দলীল চান। বার্ষিক টাকা পাবার দলীল।—সেই দলীলে সার্ মাথু হেসেল্‌-টাইনের দস্তখত করাতে চান। দলীলখানা লানোভার প্রস্তুত কোরে রেখেছেন। তার পর যে পত্রখানা তিনি পেয়েছেন,—যে পত্রের কথা আমি বোল্লেম, সেই পত্রখানা পেয়ে অবধি, ওরকমে দস্তখৎ করাবার মৎলব তিনি পরিত্যাগ কোরেছেন। এখন তিনি স্থির কোরেছেন, সেরকম দস্তখৎ অনাবশ্যক।"

আমার ঐ পর্য্যন্ত জবাব শুনে, সঙ্গীলোকদের সম্বোধন কোরে, ইতালিক ভাষায় মার্কো উবার্টি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা কোল্লে। তার কথা যখন বলা শেষ হলো, দলের তিন চারজন সেই ভাষায় সেই সব কথার কি উত্তর দিলে। আমি অনুমান কোল্লেম, রায় প্রকাশ কোল্লে। যখন তারা কথা কয়, তখন তাদের চক্ষের দিকে আমার চক্ষু ছিল। চক্ষু দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, আমারেই নষ্ট কর্‌বার পরামর্শ। তথাপি আমি ভয় পেলেম না। সমান সাহসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। ভীরুলোকে যেমন প্রাণের ভয়ে চুপটী কোরে দাঁড়িয়ে থাকে, সেরকম ভাব নয়, নির্ভয়ে বিলক্ষণ সতেজ গাম্ভীর্য্য দেখালেম। দলের লোকেরসব কথা শুনে, অনিমেষচক্ষে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে, দস্যুদলপতি গম্ভীর-বদনে ফিলিপোকে আবার কতকগুলি কথা বোল্লে। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, সে তখন নিজের রায় প্রকাশ কোল্লে। নিশ্চিত বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা দিচ্চে, তারা আমারে গুপ্তচর স্থির করেছে,—সামান্য দণ্ডে অব্যাহতি নাই;—ফিলিপো সে কথা পূর্ব্বেই বোলেছে;—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা!

আমার দিকে ফিরে, ফিলিপো তখন তাদের কাপ্তেনের আজ্ঞা বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লো। সদর্পে—সদম্ভে বোল্লে, "শোন্ আমাদের দলপতির দণ্ডাজ্ঞা!—তোর কতক কতক কথায় বিশ্বাস করা যায়;—কতক কতক কথা তোর পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। আমরা তোকে গুপ্তচর বোলে নিশ্চয় কোরেছি। আমাদের দলপতির সঙ্গে লানোভারের যে রকম বন্দোবস্ত হয়েছে, ঘটনাক্রমে কোন দৈবগতিকে তুই সেটা জান্‌তে পেরেছিস্। কিম্বা হয় ত এমনও হোতে পারে, তোকে হয় ত বিশ্বাসপাত্র মনে কোরে—কিম্বা হয় ত আত্মীয়বন্ধু ভেবে, লানোভার নিজেই তোকে ঐ সব কথা বোলে থাক্‌বে। তা যদি না হবে,—যদি তুই সত্য সত্যই লানোভারের বিশ্বাসী মোক্তার হয়ে আস্‌তিস্, তা হোলে অবশ্যই তোর সঙ্কেতকথা জানা থাক্‌তো। আমাদের এখানকার শক্ত আইন, যে কোন বিদেশী-লোক কিম্বা যে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আমাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ কোত্তে সাহস করে, সে যদি আমাদের সঙ্কেতকথা না জানে, তা হোলে আমরা তাকে নিশ্চয়ই গুপ্তচর মনে করি—নিশ্চয়ই তার প্রাণদণ্ড হয়। ভালই হোক, কি মন্দই হোক, সে কথা আমরা ধরি না;—আমাদের এ দুর্গের অখণ্ডনীয় আইন এই রকম। কিছুতেই আমরা সে আইন লঙ্ঘন কোত্তে পারি না। কেবল সঙ্কেতকথা না জানাতেই তোর মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা। বিশেষত—একটা বিশেষ ঘটনায় তোকে আমরা গুরুতর অপরাধী স্থির কোরেছি। বিচারও ঠিক হয়েছে। বিশেষ ঘটনাটা কি, তাও হয় ত তুই বুঝ্‌তে পাচ্চিস্। তোর সঙ্গে একজন লোক ছিল। এখনো পর্য্যন্ত তুই সে কথাটা অস্বীকার কোচ্চিস্। এর চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হোতে পারে? তুই যে হুণ্ডীখানা এনেছিস, ফ্লোরেন্সের ব্যাঙ্কে যে লোক সেইখানা ভাঙাতে যাবে, ব্যাঙ্কের চৌকাঠ পার হোতে না হোতে সেই লোক যে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হবে না, তাই বা আমরা

মার্কো উবার্টির দণ্ডাজ্ঞা, আমাদের হাতেই তোর মরণ!—এই মুহূর্ত্তেই ফাঁসী! প্রস্তুত হ! প্রস্তুত হ! মরণের জন্য প্রস্তুত হ!"

"কতক্ষণ?—কতক্ষণ?—"—অন্তরে ব্যথা পেয়েও, সমভাবে বাহুসাহসে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কতক্ষণ?—কতক্ষণ আর আমি বেঁচে থাক্‌বো?—কতক্ষণ তোমরা আমারে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে? সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা যিনি, তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্য কতক্ষণ তোমরা আমারে সময় দিবে?"

"দেরী করা আমাদের অভ্যাস নয়!"—বক্রবদনে ফিলিপো বোলে উঠ্‌লো, "এসব কাজে বড় একটা দেরী করা আমাদের অভ্যাস নয়!—বিশেষতঃ গুপ্তচর বোলে যাদের প্রাণদণ্ডের—"

বাধা দিয়ে সক্রোধে আমি উত্তর কোল্লেম, "তা আমি নই!—যে কথা বোলে তোমরা আমারে বদ্‌নাম দিচ্ছ, তা আমি নই!—গ্রহের বিপাকে সঙ্কেত কথাটা যদি আমি না ভুলে—"

"তা হোলে ত সকল লেঠাই চুকে যেতো!—এক কথাতেই সব দিক বজায় হতো!—কিছুই গোলমাল থাক্‌তো না। কিন্তু—"

ব্যগ্রভাবে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "এখনি যদি তা আমি স্মরণ কোত্তে পারি?"

"তা হোলে ত বেঁচে গেলি!—এখনো যদি মনে কোত্তে পারিস, তা হোলে নিস্তার পেয়ে যাস্‌!—গলায় যখন ফাঁসী পোড়্‌বে, প্রাণ যখন টানে টানে পালায় হবে, তোর রসনা যদি সেই চরমকালেও আমাদের সঙ্কেতকথাটী কোত্তে পারে, তা হোলেও তুই তৎক্ষণাৎ বেঁচে যাবি!—তোর সঙ্গে যে একজন ছিল, আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল, সে কথাটাও আমরা আর মনে কোর্‌ব না। এখন আমরা তোকে প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক জ্ঞান কোচ্ছি, যদি তুই সঙ্কেতকথা বোল্‌তে পারিস্‌, তা হোলে এটাও আমরা আমাদেরই মনে নিব।—তুই নিজে যে কথা বোলে পরিচয় দিচ্ছিস্‌, সেই কথাই তখন আমরা বিশ্বাস কোর্‌বো।"

"যদি আমি সঙ্কেতকথা বোল্‌তে পারি, সব তা হোলেই ঠিক একপ্রকার উজ্জ্বলা আশার আশ্বাসে আমি এই রকম উল্লাস প্রকাশ কো[illegible]

তত বিপদ সময়ে কোথা থেকে এমন আশার সঞ্চার?—সুন্দরের একধারে চুপটী কোরে বোসে, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা চুক্‌ চুক্‌ কো[illegible] আমি আড়ে আড়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি;—একবার তিনি বিদ্যুতের চমৎকার কটাক্ষপাত কোল্লেম।—চক্ষের পলক পড়্‌বার মত অল্পক্ষণস্থায়ী কটাক্ষ;—সে কটাক্ষের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য কেবল আমি [illegible]াসের সঙ্গে উৎসাহের উদয়।—কটাক্ষ আমারে সে [illegible] উৎসাহে পুনরুক্তি কোল্লেম, "সঙ্কেতকথা বোল্‌তে পাল্লেই সর্ব[illegible]

ফিলিপো রেগে উঠ্‌লো।—গর্জ্জনস্বরে বোল্লে, "থাম্ থাম্!—মিছামিছি কেবল বাজে কথা তুলে সময় বাড়াচ্চে! ভারী ফন্দীবাজ!—সঙ্কেতকথা মনে কোর্‌বে সঙ্কেতকথা বোল্‌বে;—এটাও কি একটা কথা! ভারী চালাক লোক দেখ্‌ছি!—কেমন মনে কোর্‌বি?—কেমন কোরে বোল্‌বি?—কখনো যে কথা তুই কাণেও শুনিস্ নাই, সে কথা তুই কেমন কোরে বোল্‌বি?"

তর্জ্জনগর্জ্জনে আমারে ঐ রকম ধমক দিয়ে, ইতালিক ভাষায় ফিলিপো তখন মার্কো উবার্টিকে কি গোটাকতক কথা বোল্লে। মার্কো উবার্টি কেমন এক রকম ইঙ্গিত কোল্লে। তিনচারজন পালোয়ান ডাকাত তৎক্ষণাৎ আমার হাতদুখানি টেনে ধোল্লে। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা আসন থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। বুনো ডাকাতেরা যে রকম ধরণে ভাঁড়ামো কোরে, হাসিমস্করা করে, তিনিও তখন ঠিক সেই রকম ভাব দেখিয়ে, নিজের মাতৃভাষায় কি একটা হাসির কথা বোল্লেন, সব লোকগুলো হোহোশব্দে হেসে উঠ্‌লো।

ভল্‌টেরাকে নির্দ্দেশ কোরে, আমার দিকে চেয়ে,—বিকৃতবদনে ফিলিপো বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখ্‌চিস্ কি?—ইনি তোদের দেশের সব খবর জানেন;—তোদের দেশ ইনি বেড়িয়ে এসেছেন;—তোদের দেশে যে রকমে লোকের গলায় ফাঁসী দেয়, তা ইনি দেখে এসেছেন;—সব খবর ইনি রাখেন;—হাঁ হাঁ,—কি তাদের বলে?—যারা ফাঁসী দেয়, তোদেব দেশে তাদের ডাক্‌নামটা কি?"

"ফাঁসুড়ে!"—এঞ্জিলো ভল্‌টেরা ইংরাজী ভাষায় বোলে দিলেন, "ফাঁসুড়ে!" আমার দিকে কট্‌মট্ চক্ষে চেয়ে, সক্রোধ বদনে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "অপকৃষ্ট গুপ্তচর! দ্যাখ্ তুই! -আমিই তোর গলায় ফাঁস্ বাঁধ্‌চি!—তোদের দেশের ফাঁসুড়েরা যেমন কৌশলে, যেমন কোরে ফাঁসদড়ী বাঁধে, ঠিক সেই রকম শক্ত কোরেই, তোর গলায় আমি স্বহস্তেই ফাঁস বেঁধে দিচ্চি!—রোস্ তুই!"

ডাকাতেরা মস্ত একগাছা মোটা রসী এনে হাজির কোল্লে। ভল্‌টেরা সেই রসীগাছটা হাতে কোরে নিলেন। তড়িতের ন্যায় দ্রুতকটাক্ষে আমি বুঝ্‌লেম, তিনি আমারে বোস্‌তে বোল্‌ছেন। তৎক্ষণাৎ আমি জানু পেতে বোস্‌লেম। ডাকাতের দলে আমোদের কোলাহল আরম্ভ হলো। মার্কো উবার্টির সঙ্গে সমস্ত ডাকাতেরাই আমার প্রতি [illegible] জানিয়ে, কত কথাই বোল্‌তে লাগ্‌লো। ভাষা বুঝ্‌তে পাল্লেম না,—স্বরে বুঝ্‌লেম,—[illegible]ভঙ্গীতে বুঝ্‌লেম, আমার মরণে তাদের বেআড়া কৌতুক!—ঠাট্টার স্বরে ফিলিপো বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এই যে!—কেমন এখন!—তোর সে সাহস এখন [illegible] যে সাহসে মাল্‌সাট্ মার্‌ছিলি, সে দম্ভ এখন কোথায় গেল? [illegible] বুঝি সাহসটা এখন ছুটে পালালো?"

এ দিকে এঞ্জিলো ভল্‌টেরা সেই দড়ীগাছাটাতে ফাঁস প্রস্তুত কোল্লেন। হাত জোড় কোরে, [illegible] হাটু গেড়ে আমি বোসেছিলেম;—তিনি হেঁট হয়ে আমার গলায় ফাঁস বেঁধে [illegible] দিলেন। যে সব ডাকাতেরা ইত্যগ্রে ব্যাঘ্রপরাক্রমে আমার

হাত চেপে ধোরেছিল, তারা তখন আমারে ছেড়ে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা ভেবেছিল, আর আমি সেখান থেকে কিছুতেই পালাতে পার্‌বো না। ভল্‌টেরা সেই সময় আমার গলায় ফাঁস বাঁধ্‌লেন।—বাঁধনটা ঠিক্ হলো কি না, তাই যেন ভাল কোরে দেখ্‌বার জন্যই তিনি আরও একটু হেঁটে হোলেন। মার্কো উবার্টি এই অবসরে কি একটা আমোদের কথা উচ্চারণ কোল্লে;—ডাকাতগুলো তাই শুনে, খিল্ খিল্ কোরে হেসে, মহা কলরবে ভয়ানক গণ্ডগোল পাকিয়ে তুল্লে। সেই গোলমালের সময় এঞ্জিলো ভল্‌টেরা চুপি চুপি আমার কাণে কাণে একটা কথা বোলে দিলেন। বোলে দিয়েই তৎক্ষাৎ আমার কাছ থেকে সোরে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌লেম, তখনি তখনি কথাটা আমি বোলে ফেল্‌বো না, এটা তিনি নিশ্চয় কোরেই স্থির কোরেছিলেন। আমার উপস্থিতবুদ্ধির উপর তাঁর এই রকম সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কেন না, তখনি তখনি কথাটা যদি বোলে ফেলি, ডাকাতেরা বিলক্ষণ সন্দেহ কোর্‌বে;—নিশ্চয়ই তারা ঠাওরাবে, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা আমার কাণের কাছে হেঁট হয়ে, ঐ কথাটা শিখিয়ে দিলেন। আমি বিলক্ষণ সাবধান হোলেম। কিছুই তখন বোল্লেম না। মনে কোল্লেম, আরও খানিকক্ষণ যাক্;—দেখা যাক কিসে কতদূর দাঁড়ায়,—তার পর ঠিক উপযুক্ত অবসরে কথাটা তাদের শুনিয়ে দি; তা হোলেই আমার প্রাণরক্ষা হবে।

ডাকাতেরা আবার আমারে কায়দা কোরে ধোল্লে।—টেনে হিঁচ্‌ড়ে দ্রুত দরজার দিকে নিয়ে চোল্লো।—গলার দড়ীগাছটা সঙ্গে সঙ্গেই ঝুল্‌তে লাগ্‌ সিঁড়ি বেয়ে আমারে নামিয়ে নিয়ে এলো;—বনের ধারে, ফাঁকা জায়গায় পোড়্‌লেম। মার্কো উবার্টি, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা, ফিলিপো, আর আর সমস্ত ডাকা তখন আমার সঙ্গে।—মদ খাবার ঘরে যারা যারা একটু আগে চগড়্‌বা বে সকলেই তারা মাতোয়ারা অবস্থায় কৌতুকী হয়ে, আহ্লাদে আহ্লাদে আম দেখ্‌তে চোল্লো। মস্ত একটা গাছতলায় নিয়ে অমারে তারা হাজির সেই গাছের ডালে ঝুলিয়েই আমারে ফাঁসী দিবার মতলব। ডাল্‌টার নীচে তারা দাঁড় করালে;—দড়ীগাছটা সেই ডালের উপর ছুড়ে ফেলে দিলে;- ডাকাত সেই দড়ীর আগাটা ধোরে দাঁড়ালো;—হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে আমারে ঝুলিয়ে ফেল্‌বে, সেই রকম ভাগ কোরেই দাঁড়ালো!—ঠিক সেই অ আমি কম্পিতকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেম, "ফেবিয়ানো!"

লোকগুলো সব চোম্‌কে গেল।—যারা যারা দড়ী টান্‌বার জো অকস্মাৎ বিস্ময়ে থতমত খেয়ে, তৎক্ষণাৎ দড়ীগাছটা তারা ছেড়ে উবার্টির মুখ থেকে কেমন একরকম অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি বিনির্গত জনকতক ডাকাত সেই রকমে বিস্ময় প্রকাশ কোল্লে;—কেহ কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইল।—আমারেও আর

শঙ্কায় বিমোহিত থাকৃতে হলো না। কেন না, ফিলিপো তখনি বোল্লে, "বেশ—বেশ!—এখন আমরা খুসী হোলেম। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!—কিসামান্য একটু ভোলা মনের দরুণ মানুষ এতদূর যন্ত্রণা ভোগ করে,—এতদূর কষ্ট পায়,—প্রাণ যায় যায় হয়, এমন ত কখনো দেখা যায় নাই!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "যতই কেন ভোলা মন হোক্ না, প্রাণের ভয় সম্মুখবর্ত্তী হোলে, মৃত্যুমুখ সম্মুখে এলে, একএকটা আশ্চর্য্য কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাতেই লোক অকস্মাৎ চৈতন্য লাভ করে;—তাতেই লোক বেঁচে যায়।—এমন ত হয়েই থাকে।"

ফিলিপো বোল্লে, "এসো এখন!—আমিই তোমাকে ঐ রকমে প্রাণে মার্‌বার হেতু হয়েছিলেম, ভাগ্যে ভাগ্যে তুমি বেঁচে গেছ। এসো এখন, তোমার ঐ কষ্টকর গলাবন্ধটা আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি।"

ফিলিপো আমার গলার ফাঁসদড়ীটা খুলে দিলে। মার্কো উবার্টি তখন তাঁদের অভ্যাসমত কর্কশ শিষ্টাচারে আমার হস্তমর্দ্দন কোল্লে। আবার তারা আমারে তাদের ভোজনাগারে নিয়ে গেল। শিষ্টাচার জানিয়ে এক গেলাস মদ খেতে বোল্লে। আহ্লাদপূর্ব্বক সুরাপাত্র আমি গ্রহণ কোল্লেম। কেন না, পাঠকমহাশয় বুঝ্‌তেই পাল্লেন, যে রকম কণ্ডকারখানা হয়ে গেল, যে সকল ভীষণ ভীষণ বীভৎস কাণ্ড দর্শন কোল্লেম, যে রকম বিপদের মুখে বিনিক্ষিপ্ত হোলেম, যে রকম জুলুমে টেনে হিঁচড়ে আমারে ফাঁসী দিতে নিয়ে গেল, তাতে কোরে আমার শরীর মন, উভয়ই অতিশয় অবসন্ন হয়ে পোড়েছিল, একটু শ্রান্তিহর-প্রফুল্লকর দওয়াই তখন একান্তই প্রয়োজন হয়েছিল, সেই কারণেই দস্যুদলপতির অনুরোধে এক গেলাস মদ খেলেম।

ফিলিপো জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এখন তোমার ইচ্ছা কি?—পূর্ব্বে যে যে কথা বোলেছিলে, আবার ভাল কোরে বল। এখনি আমরা তোমার ইচ্ছামত সমস্ত কার্য্যই সমাধা কোরে দিচ্ছি।"

"অন্য ইচ্ছা আর আমার কি আছে?—যাঁদের তোমরা কয়েদ কোরেছ, তাঁদের সকলকে খালাস দাও;—তাঁদের গাড়ীতে ঘোড়া জুতে দিতে বল;—তাঁদের রাহাখরচের জন্য যে টাকা আমি এনেছি, কি প্রকারে সেই টাকাগুলি সার মাথু হেসেল্‌টাইনের হাতে আমি দিতে পারি, সে কথাটা আমারে বোলে দাও;—তা হোলেই আমার কার্য্য হয়। তা হোলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

ফিলিপো বোল্লে, "ঘোড়া চালাবে কে?—কোচ্‌মান ত কেহ উপস্থিত নাই?"

"সে জন্য চিন্তা কি?—সার মাথু হেসেল্‌টাইনের সহচর কিঙ্কর নিজেই কোচ্‌মানের কার্য্য কোর্‌বে।—মনিবেরা কয়েদ,—তাঁরা খালাস পাবেন, আহ্লাদপূর্ব্বক সে এখন গাড়ী হাঁকাতে রাজী হবে;—সে জন্য চিন্তা নাই। কোন্ পথ ধোরে যেতে হবে, কেবল সেই কথাটী তাকে বোলে দিও;—তার পর যাহা কোত্তে হয়, সচ্ছন্দেই সে তা পার্‌বে। কেবল এই উপকারটী তোমরা কর,—তা হোলেই আমি প্রবুদ্ধচিত্তে লানোভারের কাছে ফিরে যাই।

সন্তোষ কর ফলাফল জানাতে পারি। যে কাজের জন্য তিনি আমারে প্রতিনিধি কোরে পাঠিয়েছেন, নিরাপদে সে কাজটী আমি সুসিদ্ধ কোরেছি, এই সংবাদ দিয়ে তাঁর কাছেও আমি দায়খালাস হই।”

“বেশ!—আচ্ছা,—তাই-ই হবে;—কিন্তু কি রকমে তুমি সেই বৃদ্ধ ইংরাজের হাতে রাহাখরচের টাকা পৌঁছে দিতে চাও?”

“গাড়ী যখন প্রস্তুত হবে,—তিনি সপরিবারে যখন গাড়ীতে উঠে বোস্‌বেন, সেই সময় আমারে খবর দিও।”

আমার উপদেশমত কার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য ফিলিপো চোলে গেল। ডাকাতদের ভোজের মজ্‌লিসে ডাকাতদের কাছেই আমি থাক্‌লেম। প্রথম প্রবেশের সময় যেকখানি ব্যাঙ্কনোট আমি টেবিলের উপর রেখেছিলেম, সে কখানি নোট তখনো পর্য্যন্ত সেই টেবিলের উপরেই পোড়ে ছিল;—হাতে কোরে তুলে নিলেম;—একখণ্ড কাগজে সেই গুলি মোড়ক কোরে জড়ালেম;—পেন্‌সিল দিয়ে সেই কাগজের ভিতর লিখে রাখ্‌লেম—“লানোভারের হাতে সাবধান থাক্‌বেন;—আপনাদের কয়েদ কর্‌বার মূলাধার সেই লানোভার!”—অক্ষরগুলি বাঁকাটেরা কোরে লিখ্‌লেম;—চিন্‌তে না পারেন আমার হাতের লেখা।

গাড়ী টেনে বাহির কোচ্চে,—ঘোড়া এনে জুতে দিচ্ছে, উপর থেকে সেই রকম শব্দ পেলেম। বিশ মিনিট পরে ফিলিপো ফিরে এলো।—ফিলিপোর সঙ্গে আমি সে ঘর থেকে বেরুলেম। নীচে নেমে এলেম। ফিলিপো বোল্লে, “সব ঠিকঠাক হয়েছে; সার মাথুর কিঙ্কর (ভ্যালেট্) এক জোড়া ঘোড়া চালিয়ে, সওয়ারিদের নিয়ে য়েতে রাজী হয়েছে;—একাকী চার ঘোড়া চালাতে পার্‌বেনা বোলেই এই রকম বন্দোবস্ত। নিকটস্থ ডাকগাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত ঐ রকমে সে জুড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাবে।”

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “গাড়ীতে আলো আছে কিনা?—ডাকাতেরা কেহ লাণ্ঠন জ্বেলে কিম্বা মশাল জ্বেলে সেখানে উপস্থিত আছে কি না?”

ফিলিপো উত্তর কোল্লে, “আলো মাত্রেই নাই। আমিই বিশেষ কোরে আলো জ্বালা নিষেধ কোরে দিয়েছি।”

এ ফিলিপো যেন সে ফিলিপো নয়!—একটু পূর্ব্বে যে লোকটা ভয়ানক বাঘিনী মূর্ত্তি ধারণ কোরে, ভয়ানক বাঘের মত অনিবার্য্য আস্ফালন কোচ্ছিল, সেই লোক এখন যেন কতই ভালমানুষ,—কতই শিষ্টশান্ত,—কতই বিনম্র;—ভাবগতিকে জানাতে লাগ্‌লো, ঠিক যেন আমার অনুগত আজ্ঞাবহ।

বাহিরে বেরুলেম। ঘোর অন্ধকার;—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন;—ক্রমশঃ মেঘাড়ম্বরের ঘটা। দূর থেকে আমি অনুমানে বুঝ্‌লেম, অন্ধকারের ভিতর অন্ধকারের মত একখানি গাড়ী দাঁড়িয়ে।—অহো! কত নিকটেই আমার আনাবেল রয়েছেন!—ঐ গাড়ীতেই আমার আনাবেল!—এত নিকটেই আনাবেল, দেখা কর্‌বার যো নাই!—এত নিকটে

আনাবেল, বোল্‌তে পার্‌বো না আমি এখানে উপস্থিত!—এত নিকটে আনাবেল, আহা!—আমি জান্‌তে পাচ্চি,—আনাবেল জান্‌তে পাচ্চেন না, আমি এখানে—এত কাছে—উপস্থিত আছি!—আরও নিকটে যাচ্ছি!—নিবিড় অন্ধকার!—এ অন্ধকারে আনাবেল আমার এ ছদ্মবেশ কিছুতেই চিন্‌তে পার্‌বেন না!—প্রণয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেও আমার এ রকম পরচুল,—এরকম নূতন রং,—এ রকম পরিচ্ছদ, কিছুই ধরা পোড়্‌বে না;—সেই ভরসাতেই ধীরে ধীরে গাড়ীর গবাক্ষের নিকটবর্ত্তী হোলেম।—মনে মনে তিন মতলব। বন্দীরা সকলেই মুক্তি পেলেন কি না,—ডাকাতেরা তাঁদের মধ্যে কাহাকেও চুপি চুপি আটক কোরে রাখ্‌লে কি না,—সেইটী দেখা;—এই আমার প্রথম মতলব।—দ্বিতীয়তঃ—রাহা খরচের টাকাগুলি যথার্থপক্ষে সার ম্যাথু হেসেল্‌টাইনের হস্তগত হলো কিনা,—ডাকাতেরা আত্মসাৎ কোল্লে কি না, সে সংশয় না রেখে, স্বয়ং স্বহস্তে সেই নোটগুলি তাঁর হাতে সমর্পণ করা।—তৃতীয়তঃ—আর একটী ইচ্ছা, অন্তরের আশা;—যতই অন্ধকার হোক্,—যতই আপ্‌ছায়া হোক্,—কৌতুকী নয়নে আনাবেলের মুখখানি একবার দেখা।

গাড়ীর গবাক্ষের নিকটবর্ত্তী হোলেম।—অতিকষ্টে কণ্ঠস্বরকে কর্কশগম্ভীরে বিকৃত কোরে, সার মাথু হেসেল্‌টাইনের উদ্দেশে আমি বোল্লেম, "এই নিন,—হাত পাতুন!"

কথার আভাস বুঝে, সার মাথু হেসেল্‌টাইন গাড়ীর ভিতর থেকে হস্ত বিস্তার কোল্লেন, আমি সেই মোড়কটী তাঁর হাতে সমর্পণ কোল্লেম।—অন্ধকার ভেদ কোরে, তীব্রদৃষ্টিতে একটীবার চেয়ে দেখ্‌লেম, গাড়ীর ভিতর চারটী সওয়ার।—অবধারণ কোল্লেম, একটী পুরুষ,—তিনটী রমণী।—আরও অবধারণ কোল্লেম, প্রথম—বৃদ্ধ সার মাথু হেসেলটাইন;—দ্বিতীয়,—তাঁর দুহিতা বিবি লানোভার;—তৃতীয়—আমার হৃদয়নিধি আনাবেল;—চতুর্থ—তাঁদের সহচরী।—দেখেই তৎক্ষণাৎ আমি পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালেম।—মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌লো না। ফিলিপোকে বোল্লেম, "সব ঠিক!—গাড়ী হাঁকিয়ে দিতে বল।"

ফিলিপো গাড়ী চালাবার হুকুম দিলে। সার মাথু হেসেল্‌টাইনের ভ্যালেট অশ্বচালকের কাজ কোল্লে।—গাড়ীখানা গড়্‌গড়্‌ শব্দে ছুটে চোল্লো।—তখন আমি অন্তরেঅন্তরে আরাম পেলেম। আরামানন্দে হৃদয় আমার ঘন ঘন নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। যাঁরা আমার পরম উপকারী,—যাঁদের মুক্তিলাভের জন্য আমার ততদূর যত্ন, তাঁরা সকলেই সে বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন,—যেটী আমার হৃদয়ের একমাত্রপ্রেমাধার আরাধ্য প্রতিমা, সেটীকে আমি দুর্জ্জয় নৃশংস রিপুর কবল থেকে পরিত্রাণ কোল্লেম, সে উল্লাস যে আমার কতখানি, সে কথা মুখে ব্যক্ত করা যায় না,—লিখে জানানোও সাধ্যাতীত।—এত আহ্লাদের সময়েও এক সুবিশাল দীর্ঘনিশ্বাস আমার নাসারন্ধ্রে প্রবাহিত হলো!—প্রিয়তমা আনাবেলকে উদ্ধার কোল্লেম,—তত নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম, মুখের ছায়াখানিও অন্ধকারে দেখ্‌লেম,

ফিলিপো আমারে সে রাত্রিটা তাদের আড্ডাতেই অতিবাহিত করবার অনুরোধ কোল্লে। আমি মনে কোল্লেম, সেই বিষাক্ত ভীমরুলের চাকের ভিতর থেকে যত শীঘ্র পালাতে পারি, ততই মঙ্গল।—ধন্যবাদ দিয়ে, শিষ্টাচার জানিয়ে বোল্লেম, "লানোভার আমারে শীঘ্র শীঘ্র ফিরে যেতে বোলেছেন। তিনি উদ্বিগ্ন আছেন। যে কাজে এসেছি, সে কাজের ফলাফল কি হলো, শীঘ্র শীঘ্র তাঁকে জানাতে হবে;—তা না হোলে, তিনি আরও উদ্বিগ্ন হবেন;—এখনিই আমি চোলে যাব।"

এ কথা শুনে ফিলিপো আর আপত্তি কোল্লে না। আমি প্রস্থানের উদ্যোগ কোল্লেম। একজন ডাকাত আমার ঘোড়া এনে জুগিয়ে দিলে। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে,—ফিলিপোকে সেলাম দিয়ে, তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে পোড়্লেম। যে পথে এসেছিলেম, সেই পথ ধোরেই ঘোড়া চালালেম। বাস্তবিক সেই পথটা ছাড়া অন্য পথ আমার জানাই ছিল না। বিপদক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, তথাপি শরীর খোলসা হোচ্ছে না;—মনের সংশয় দূর হোচ্ছে না;—আর কোন বিপদ নাই,—বেশ নিরাপদ হয়েছি, তখনো পর্য্যন্ত মনের ভিতর সে রকম স্থিরবিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে না;—দুঘণ্টার মধ্যে যত কাণ্ড ঘোটে গেল, তখনো পর্য্যন্ত মনে হোচ্ছে যেন, সমস্তই স্বপ্নকুহক।

মনে তখনো ভয় আছে। যে কাজ কোরে এসেছি, ভয় থাক্বার কথাই ত বটে। কিন্তু আনাবেলকে—আনাবেলের মাতা-মাতামহকে উদ্ধার কোরেছি, তাতে আমার যতদূর আনন্দ, সে আনন্দের কাছে মনের আতঙ্কটা কিছুই নয় বোল্লেই হয়। বিজয়লাভেই আত্মপ্রসাদ।

দিনের বেলা যে গ্রামে উত্তীর্ণ হয়েছিলেম, সে গ্রামের দিকে গেলেম না। আমার ছদ্মবেশ আছে, আমারে যদিও চিন্তে না পারুক, আমার ঘোড়াটাকে গ্রামের লোকে চিনে ফেল্বে,—তা হোলেই হয় ত কোন রকম সন্দেহ কোর্বে, তাই ভেবে সেদিকে আর গেলেম না।—আড্ডা থেকে অনেকদূর এসে, আর একটা বাঁকা পথ ধোল্লেম। কোন্ দিকে যাচ্ছি, সেটা তখন মনেই আন্লেম না;—যে দিকে হোক্, একটা গ্রামে পৌঁছিতে পাল্লেই বিশ্রাম কোর্বো, সেইটাই তখন আমার সংকল্প।

যতদূর যেতে লাগ্লেম, ততদূর কেবল এঞ্জিলো ভল্টেয়ার কথা আগাগোড়া আলোচনা।—লোকটা কে?—সহজে নির্ণয় করা অসাধ্য। কোনপ্রকার নিগূঢ় গুপ্তব্যাপারে এ লোকটার প্রকৃত পরিচয় সমাচ্ছন্ন। ইনি যে ডাকাত নন, সে বিষয়ে আমার বেশ দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছে;—তাদৃশ মহৎ অন্তঃকরণ—মহৎ আচরণ যাঁর, তিনি যে ডাকাত হবেন, এমন ত কিছুতেই বিশ্বাস কোত্তে পারা যায় না। অথচ দেখ্‌ছি, ডাকাতের দলেই ইনি আছেন। কাণ্ডখানা কি?—ডাকাতে যাদের ধরে, ইনি তাদের খালাস কোরে দেন,—উপকার করেন,—সাহায্য করেন,—সর্ব্বপ্রকারেই সততা দেখান;—এক আধবার নয়—কতবার তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেল;—এমন লোককে কেমন কোরে ডাকাত বলি? এমন মহৎ লোক কেমন কোরে ডাকাত

হবেন?—কিছুই ত বিশ্বাস হয় না।—তবে ইনি কে?—তবে ইনি ডাকাতের দলে কেন?—কিছুই ত বুঝা যাচ্ছে না।—ফিলিপোর সঙ্গে যখন আমি ভোজঁঘর থেকে বেরিয়ে আসি,—হেসেল্‌টাইন-পরিবারের গাড়ী ছাড়্‌বার পূর্ব্বক্ষণ থেকে, তাঁরে আমি আর একবারও দেখ্‌তে পাই নাই। ফাঁসী থেকে বাঁচিয়ে, সেই যে তিনি সোরেছেন, তার পর আর একটীবারমাত্রও দেখা দেন নাই। প্রাণরক্ষার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানাবারও নিমেষমাত্র অবকাশ পাই নাই। এই সকল ভাবগতিক দেখেশুনে স্পষ্টই বোধ হোচ্ছে, সর্ব্বাসর্ব্বদাই তিনি বিশেষ সাবধান হয়ে চলেন। ডাকাতেরা যদি জান্‌তে পারে, তিনি তাদের মতলবের বিপরীত কাজ কোচ্ছেন, তাদের সব ফন্দীফিকির ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন, তা হোলে মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁর প্রাণ যাবে, কোন সূত্রে, কোন প্রকারে, কিছুমাত্র সন্দেহ হোলেই, ডাকাতেরা তাঁরে মেরে ফেল্‌বে, সেই জন্যই সর্ব্বক্ষণ তিনি ঐ রকম সাবধান। কিন্তু কে তিনি? নিশ্চয় বোধ হোচ্ছে, ডাকাত নন। তবে তিনি ডাকাতের আড্ডায় কি কোচ্চেন? অপরূপ গুপ্তকথা! কখনো কি এ গুপ্তকথার মর্ম্মভেদ হবে না?

এই রকম নানা ভাবনায় আমার চিত্ত সমাকুল। নিবিড় অন্ধকার রাত্রে অশ্বারোহণে আমি চোলেছি। বারো মাইল আন্দাজ এসে, একখানা ক্ষুদ্রগ্রামে পৌঁছিলেম। সে গ্রামে ছোট ছোট কুড়ীখানা কুটীর। তার মধ্যে একখানা সরাই। সেই সরাইখানার দরজায় আমি গিয়ে দাঁড়ালেম। সমস্ত জানালা অন্ধকার। কতবার ডাক্‌লেম, কেহই উত্তর দিলে না। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মার্‌তে লাগ্‌লেম। অনেকক্ষণ পরে একটা জানালা দিয়ে একটা মাথা বেরুলো। একজন মানুষ ইতালিক্‌ ভাষায় কর্কশ স্বরে কি কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। তথাপি আমি ফরাসী ভাষায় উত্তর দিলেম;—মনের ইচ্ছা জানালেম। সে লোকটাও আমার কথা বুঝ্‌তে পাল্লে না। স্বরের আভাসে আমি বুঝ্‌লেম, সে যেন আমারে সরাইখানায় প্রবেশ কোত্তে দিতে নারাজ। কেন নারাজ, তাও ঠিক বুঝ্‌লেম্‌ না। কোন রকম ভয় পেলে কিম্বা আমারে রাখ্‌বার জায়গা নাই, ঘোড়া রাখ্‌বারও জায়গা নাই, সেই জন্যই নারাজ হলো, সেটাও ঠিক অনুমান কোত্তে পার্‌লেম না। লোকটা তখনি আবার ঘরের জানালা বন্ধ কোরে দিলে। আমিও ক্লান্ত, আমিও ক্ষুধার্ত্ত, বহুশ্রমে আমার ঘোড়াও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। কি করি? কোথায় যাই? রাত্রি ঘোর অন্ধকার। সে অন্ধকারে যদি ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কি জানি অকস্মাৎ কোন বিপদ ঘোট্‌লেও ঘোট্‌তে পারে। কিম্বা হয় ত এপিনাইন পর্ব্বতের নিবিড় অরণ্যমধ্যে পথহারা হয়ে, কোন জনশূন্য স্থানে গিয়ে পোড়্‌বো। উপায় কি? সরাইখানায় আশ্রয় পেলেম না। কোথায় আশ্রয় পাই? গ্রামখানা ছেড়ে যেতেও মন সোর্‌লো না। গ্রামের মধ্যেই অন্য আশ্রয় অন্বেষণ কোর্‌তে লাগ্‌লেম। খানিকদূর গিয়ে, আর একখানা কুটীর দেখ্‌তে পেলেম। অন্ধকারেই অনুমানে বঝলেম, সেখানা একট দেখতে ভাল।

সেই দরজাতেই আঘাত কোর্ত্তে আরম্ভ কোল্লেম। জানালা দিয়ে একটী স্ত্রীলোক আমার ডাকে সাড়া দিলে। গতিকে বুঝ্লেম, সেখানেও আমার আশ্রয় নাই। বাস্তবিক সে বাড়ীতেও আমি আশ্রয় পেলেম না। নিরাশে ভগ্নান্তঃকরণে ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে, সে গ্রামখানা আমি ছাড়িয়ে, পোড়্লেম। কদমে কদমে আরও দু ঘণ্টার পথ অগ্রসর হোলেম। দুঘণ্টা পরে আর একখানা গ্রামে পৌঁছিলেম। সে গ্রামে কোন সরাই আছে কি না, বেড়িয়ে বেড়িয়ে অনুসন্ধান কোচ্চি, মনে একটা সংশয় উপস্থিত হলো। গ্রামখানা যেন আমার চেনা চেনা। সরাই অন্বেষণ কোচ্ছিলেম, পেলেম একখানা সরাই। সেই সরাইখানাটা দেখেই পূর্ব্ব সংশয়টা আরও বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ালো। যে গ্রামে প্রবেশ কোর্ব না মনে কোরেছিলেম, অন্ধকার পথে ঘুরে ঘুরে, আবার সেই গ্রামেই এসে পোড়েছি!

পাঠকমহাশয় বুঝ্তে পার্বেন, ডাকাতের আড্ডায় প্রবেশ কোত্তে যাবার সময় যে গ্রামে বিশ্রাম কোরেছিলেম, যে গ্রামের নিকটে সেই ফরাসী বাজীকর আমারে ছদ্মবেশে সাজিয়ে দিয়েছিল, সেই গ্রামই ঐ। আর অগ্রসর হোলেম না। অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত হয়েছিলেম, আর বেশী দূর অগ্রসর হোতেও বড় কষ্ট হোচ্ছিল। বিশেষতঃ ঘোড়া আমার অতিশয় পরিশ্রান্ত। অবলা জীবকে আরও বেশী ক্লেশ দেওয়া বড়ই নির্দ্দয়ের কাজ হয়। কাজে কাজেই সেই সরাইখানার দরজায় আঘাত কোর্লেম। তৎক্ষণাৎ একজন বৃদ্ধা চাকরাণী এসে দরজা খুলে দিলে। সে বুড়ীকে পূর্ব্বে আমি দেখি নাই। ফ্রেঞ্চ ভাষায় তার সঙ্গে আমি কথা কইলেম। বুড়ী আমার ফ্রেঞ্চ কথা কিছুই বুঝ্তে পাল্লে না। কথা বুঝ্তে পাল্লে না বটে, কিন্তু ইঙ্গিতে জানালে, সচ্ছন্দে আমি সেখানে অবস্থান কোর্ত্তে পারি। বুড়ীর হাতে আলো ছিল, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে সে আমারে আস্তাবলের কাছে নিয়ে গেল। ঘোড়াটী আস্তাবলে বেঁধে রেখে, তারে কিছু ঘাসজল দিলেম, বুড়ীকেও ইঙ্গিতে জানালেম, আমার নিজেরও কিছু খাবার সামগ্রী প্রয়োজন। বুড়ী আমারে রন্ধনশালায় নিয়ে গেল। সেখানে আমি যথাসম্ভব পরিতোষরূপে আহার কোল্লেম। তার পর, সে একটী শয়নঘর দেখিয়ে দিলে;—তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে, সেইখানেই আমি শয়ন কোল্লেম। বালিশে মাথা দিবামাত্র, একাকালে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

বিংশ প্রসঙ্গ।

—oo—

কাপ্তেন রেমণ্ড।

প্রভাতে এক অদ্ভুত কলরবে আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। চোম্‌কে চোম্‌কে বিছানার উপর উঠে বোস্‌লেম। ঘরের ভিতর রৌদ্র এসেছে। সরাইখানার তিন চার জন চাকর সেই ঘরে উপস্থিত। তাদের পশ্চাতে হোটেলের মালীক স্বয়ং;—তাঁর সঙ্গে এক বৃদ্ধ আর এক জন অস্ত্রধারী পুলিসের লোক।—সকলেই সেখানে গোলমাল কোচ্চে। অমন সময় ঘরের ভিতর কেন তারা, প্রথমে ত কিছুই আমি অনুভব কোর্‌তে পাল্লেম না। কাণ্ডখানা দেখে, আমি যেন ভেবাচেকা খেয়ে গেলেম। তার পর, যখন তাদের মুখে বেওরা কথা শুন্‌লেম, তখন আর কোন রকমেই হাসি রাখ্‌তে পাল্লেম না। খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লেম। তেমন হাসি অনেক দিন আমি হাসি নাই। লোকগুলো যেন আশ্চর্য্য মনে কোরে, রেগে রেগে কথা বোল্‌তে লাগলো। যে অপরাধে তারা আমারে অপরাধী মনে কোরেছে, সত্যই যেন আমি তাই,—অপরাধী হয়েই যেন আগে থাক্‌তে বাহাদুরী কোরে, অপরাধটা আমি হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছি, তাই মনে কোরেই তারা রেগে উঠ্‌লো। পুলিসওয়ালা গোঁ ভরে ছুটে এসে, আমারে গ্রেপ্তার কর্‌বার উপক্রম কোল্লে। ফ্রেঞ্চভাষায় আমি গৃহস্বামীকে সম্মুখে আস্‌তে বোল্লেম। মুখামুখী না চেয়েই, সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, "হয়েছে কি?—কাণ্ডখানা কি?—তোমরা সব অমন কোচ্চো কেন?"

"ঠিক্! ঠিক!"—কেমন এক রকম বিভ্রান্তভাবে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে, গৃহস্বামী বোলে উঠ্‌লেন, "ঠিক্! ঠিক্!—সেই রকম গলার আওয়াজ! যা ভেবেছি তাই!—ঠিক আমি চিনেছি!"

আমার ছদ্মবেশের কৌতুকে কৌতুকী হয়ে, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি অপরাধ আমি কোরেছি? কোন্ অপরাধে তোমরা আমারে অপরাধী মনে কোচ্চো?"

"ঘোড়া চুরী!—ঘোড়া চুরী!—অন্য এক জন পথিকের ঘোড়া চুরী কোরেছিল্ তুই! শুধু কেবল তাই নয়, সেই সওয়ারকেও হয় ত খুন কোরে ফেলেছিস্!"

হোটেলের কর্ত্তা রেগে রেগে এই কথাগুলি বোল্লেন বটে, ঘোড়াচুরীর অভিযোগ দিলেন বটে; কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত কেমন এক রকম কুটীল তীব্রদৃষ্টিতে ঘন ঘন আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগলেন।

কৌতুকে কৌতুকেই আমি বোল্লেম, "বেশ কথা বোলেছেন!—বেশ চোর ধোরেছেন!—আমি নিজেই আমার নিজের ঘোড়া চুরী কোরেছি! আমি নিজেই আমার নিজের শরীরকে মেরে ফেলেছি!—এই ত আমার সাফ্ কথা!"

"সবিস্ময়ে গৃহস্বামী বোল্লেন, "বটে!—তবে কি আপনিই সেই—তবে কি আপনিই এখানে—কিন্তু—কিন্তু—"

হো হো শব্দে হেসে আমি বোল্লেম, "তাই বুঝি দেখ্ছেন!—এই সব গালপাটা, এই আমার গোঁফ জোড়াটা, এই আমার রং মাখা;—এই সব বুঝি দেখ্ছেন! হাঁ হাঁ,—তা ত হোতেই পারে!—ফলকথা কি জানেন, এসব আমার পরচুল। গায়ের চাম্ড়া তুলে না ফেল্লে এ সব কিছুই তোলা যায় না। গরম জল দিয়ে তুল্তে হয়। এত তাড়াতাড়ি আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, পথভ্রমণে এতদূর ক্লান্ত হয়ে পোড়েছিলেম যে, ও সব কাজের সময়ই পেলেম না;—ও কথাটা আদৌ মনেই ছিল না।"

পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধলোকটীকে নির্দ্দেশ কোরে, গৃহস্বামী আমারে বোল্লেন, "ইনি অমাদের গ্রামের মেয়র। ঘটনায় সন্দেহ দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারখানা কি,—ভিতরের কথা কি, সেটী ইনি শুন্তে চান্।"

"ভিতরের কথা আর কিছুই নয়,—এপিন্নাইন পর্ব্বতের ডাকাতেরা আমার গুটীকতক আত্মীয় লোককে কয়েদ কোরেছিল। তাঁদের খালাস কর্বার জন্য আমারে ডাকাতের আড্ডায় যেতে হয়েছিল;—সেই জন্য আমি ছদ্মবেশ ধোরেছিলেম। সাজিয়ে দিয়েছিল একজন বাজীকর। গতকল্য সেই বাজীকর এই গ্রামেই বাজী কোরেছে। এখনও সে ব্যক্তি এই গ্রামের নিকটেই আছে। কি রকমে সে আমারে সাজিয়েছিল, তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেই সন্তোষকর প্রমাণ পাবেন।"

গৃহস্বামী বোল্লেন, "হাঁ মহাশয়, এখন আমি নিশ্চয় বুঝতে পাল্লেম, ঠিক কথাই বটে। মেয়রের কাছে আমিই আপনার জামিন হব;—কিন্তু আপনি অবশ্যই স্বীকার কোর্বেন, পুলিসে খবর দেওয়াটা ঠিক্ কাজই হয়েছে। ঘোড়া আপনার, তা আমরা চিনেছি; যেবৃদ্ধা দাসী আপনাকে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে এসে আমাকে জানালে, সেই ঘোড়ায় চোড়ে যে লোকটী কাল এখানে এসেছিলেন, ঘোড়া ঠিক্, কিন্তু সওয়ার আর এক রকম। কাল যিনি এসেছিলেন, তিনি নন;—আর এক জন নূতন লোক। দাসীর মুখে এই কথা শুনে, অবশ্যই আমার সন্দেহ হলো। বিবেচনা করুন, সে অবস্থায় পুলিসে খবর না দিয়ে, আমি তখন আর কি কোর্তে পারি?"

আমারে ঐ কথা বোলে, মেয়রকে তিনি আসল কথা বুঝিয়ে দিলেন। পুলিসের লোক চোলে গেল। আর যারা যারা আমার শয়নঘরে প্রবেশ কোরেছিল, তারাও বেরিয়ে গেল। আমি অতিশয় পরিশ্রান্ত ছিলেম; আবার শয়ন কোল্লেম। আরও খানিকক্ষণ সেই বিছানাতেই শুয়ে থাক্লেম। শেষে গরম জল দিয়ে, পরচুল গোঁফ দাড়ী আস্তে

আস্তে তুলে ফেল্লেম। রং কিন্তু উঠ্লো না;—বারবার সাবান দিয়ে ধুলেম, তথাপি কালো কালো দাগ থাক্লো। সাবান হেরে গেল, রং জিতে গেল। বাজীকর বোলে দিয়েছে, দিন কতক ঐ রকম দাগ থাক্‌বে, তার পর আপনা আপনি উঠে যাবে। শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ যে রকম, দিন কতকের মধ্যেই ঠিক তেমনি পরিষ্কার হবে। উপরি রংটা মিলিয়ে যাবে; যেমন রং তেমনি হবে। সেই কথা স্মরণ কোরে, রং তোল্‌বার জন্য আর আমি কোন প্রকার বিশেষ প্রয়াস পেলেম না। আমার গুহ্যকথা যখন হোটেলের লোকেরা জান্‌লে, তখন আর আমি তাড়াতাড়ি হোটেল ছেড়ে চোলে এলেম না। কৃত্রিম রংটা যে কদিনে উঠে যায়, সে কদিন সেই হোটেলেই অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা কোল্লেম। যে কাজে এসেছিলেম, নির্ব্বিঘ্নে সে কাজ সুসিদ্ধ হয়েছে, কোন একটী বিশেষ কারণে অবিলম্বে ফ্লোরেন্স নগরে ফিরে যাওয়া হলো না,—সাক্ষাতে সে কথা জানাব, সংক্ষেপে এই মর্ম্মে কাপ্তেন রেমণ্ডকে একখানি পত্র লিখ্‌লেম।

পাঁচদিনের পর, রং উঠে গেল। হাত, মুখ, গলা, সমস্তই প্রায় পরিষ্কার হয়ে এলো। তখন আমি সেই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে, তস্কান রাজধানীতে যাত্রা কোল্লেম। পিস্তোজা সহরে গেলেম না। সেখানকার হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা করা আমার তখন ইচ্ছাই হলো না;—কেন না, লানোভারের যদি জ্ঞান হয়ে থাকে, হোটেলওয়ালার মুখে অবশ্যই সে আমার চেহারার কথা শুনেছে। আমি তার চিঠী-পত্র—দলীলপত্র পোড়ে দেখেছি, অবশ্যই সে কথা শুনেছে। ব্যাঙ্কের হুণ্ডিখানা আমি আত্মসাৎ কোরেছি, সেই দাবী দিয়ে, পাছে সে আমার নামে নালিস করে, সেই ভয়;—সেই ভয়েই পিস্তোজায় গেলেম না। যদিও আমি মনে মনে জান্‌তেম, সে ভয়টা অতি সামান্য;—যে কাজের জন্য লানোভার সেই হুণ্ডিখানা রেখেছিল, আমার হাতেও সেই কাজে লেগে গেছে, সেটা কিছু এমন মন্দ কাজ করি নাই;—সে রকম দাবী দিয়ে, লানোভার বাস্তবিক আমার কিছুই কোর্ত্তে পার্‌তো না;—তথাপি আমি পিস্তোজার পথ পরিহার কোল্লেম। সরাসর নিরাপদে ফ্লোরেন্সনগরে চোলে গেলেম। সদয়ভাবে কাপ্তেন রেমণ্ড আমারে সমাদর কোল্লেন। যে রকমে আমি কাজ উদ্ধার কোরেছি, আনুপূর্ব্বিক কাপ্তেনের কাছে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিলেম। বিশেষ সাবধানে কেবল এঞ্জিলো ভল্‌টেরার নামটী চেপে রাখ্‌লেম। বিশেষ কৌতুকী হয়ে, কাপ্তেনসাহেব আমার সমস্ত কথাগুলি শ্রবণ কোল্লেন। আমার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, অধ্যবসায়, কৌশল, নৈপুণ্য, সমস্ত বিষয়ের প্রশংসা কোরে, তিনি আমারে যথোচিত সাধুবাদ দিলেন।

আবার আমি কিছুদিন এক ঘেয়ে বিশ্রামসুখ অনুভব কোল্লেম। কোন কাজ নাই,—কোন ঝঞ্ঝট নাই,—কোথাও যাওয়া আসা নাই, কিছুই না। দেড় মাস কেটে গেল। সেই দেড় মাসের মধ্যে আমি দেখ্‌লেম, কুমারী অলিভিয়ার প্রতি কাপ্তেন রেমণ্ড দিন দিন যেন বেশী বেশী অনুরক্ত;—বেশী বেশী অনুরাগের

কথা প্রকাশ করেন। দেখে শুনে কুমারীর জন্য আমার বড় কষ্ট হোতে লাগ্‌লো। লর্ড রিংউলের সর্দ্দার চাকরের সঙ্গে কথোপকথনের সময় একদিন আমি শুনলেম, সে বোল্লে, "কুমারী অলিভিয়াকে বিবাহ কোর্ত্তে কাপ্তেন রেমণ্ড বিশেষ আগ্রহে অভিলাষী; কথার ভাবে বুঝা যায়, প্রভুদম্পতী তাতে ভারী সন্তুষ্ট।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কেমন কোরে জান্‌লে ?"

চাকর উত্তর দিলে, "বেসীর মুখে শুনেছি।—লেডী রিংউলের সহচরীর নাম বেসী। সে একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছে, কাপ্তেন রেমণ্ডের প্রেমানুরাগে কুমারী অলিভিয়া অশ্রদ্ধা করেন বোলে, তাঁর জননী তাঁরে তিরস্কার কোচ্ছিলেন। কুমারী তাতে একটীও উত্তর কোল্লেন না। জননী যত কথা বোল্লেন, সব কথাতেই কুমারী চুপ্ কোরে থাক্‌লেন। জননী তাঁরে বুঝিয়েবুঝিয়ে অনেক কথা বোল্লেন। কাপ্তেন রেমণ্ড খাসা লোক;—কাপ্তেন রেমণ্ডের অনেক টাকা; কাপ্তেন রেমণ্ডের খুব বড় ঘরে জন্ম। যত বিষয় বিভব তাঁর এখন আছে, তার চেয়ে বেশী ধনের অধিকারী তিনি হবেন, সেটীও ধরা কথা। এমন কি, বংশগৌরবে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হওয়াও কোন মতে অসম্ভব নয়। অত কথাতেও অলিভিয়া কথা কইলেন না;—অত কথাতেও সুশীলা কুমারী মাথা হেঁট কোরে নিরুত্তর থাক্‌লেন। জননী আরও বোল্লেন, তোমার পিতার বিষয় আশয় কম, নগদ টাকাও কম; তোমারও বয়েস হয়েছে;—২৪ বৎসর পার হয়েছে;—এমন অবস্থায় অমন যোগ্যপাত্রে ঔদাস্য কর কেন ? এ কথাতেও অলিভিয়া নিরুত্তর। সহচরী বেসী কেবল ঐ পর্য্যন্তই শুনেছে; বেসী আর তার বেশী কোনকথা শোনে নাই।" এই পর্য্যন্ত বোলে, লর্ডকিঙ্কর আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "দেখ জোসেফ! আমার মনিব তোমার মনিবের ছলনায় এক কালে বিমোহিত হয়ে গেছেন। তাঁরা স্ত্রীপুরুষে উভয়েই তোমার মনিবকে কন্যাদান কোত্তে নিতান্তই ব্যগ্র। আমি যেন নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, অতিশীঘ্রই বিবাহ হয়ে যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা, তা যেন হলো,—কিন্তু অলিভিয়া যদি কাপ্তেন রেমণ্ডকে বিবাহ কোর্ত্তে রাজী না হন, তাঁর জনক-জননী কি তা হোলে জোর কোরে বিবাহ দিবেন ?"

"না;—তা আমি বিবেচনা করি না; কিন্তু লক্ষণ দেখে আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কন্যাকে রাজী কর্‌বার জন্য তাঁরা সাধ্যমত যত্নচেষ্টার ত্রুটী কোর্‌বেন না। ফুস্‌লে ফাস্‌লে যাতে কোরে লওয়াতে পারেন, সে পক্ষে তাঁরা যেন উভয়েই দৃঢ়সঙ্কল্প।"

আবার কিছু দিন গেল। হোটেলেই আমরা আছি। একদিন আমি হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌চি, দেখ্‌তে পেলেম, কাপ্তেন রেমণ্ড লর্ড রিংউলের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌চেন। মুখখানি মলিন হয়ে গেছে,—কি যেন মানসিক যাতনায় অত্যন্তচঞ্চল। দেখেই আমি মনে কোল্লেম, কি একটা অপ্রিয় ঘটনা হয়েছে। কাপ্তেন আমারে দেখ্‌তে পেলেন

না। চঞ্চলপদে চোলে গিয়ে, আপনার ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। খুব জোরে, ভয়ানক শব্দে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে, সেই সর্দ্দার চাকরের সঙ্গে আবার আমার দেখা হলো। সে বোল্লে, "ভাব্‌ছো কি জোসেফ? ওদিকে আবার এক নূতন কাণ্ড!—কাপ্তেন রেমণ্ড আজ কুমারী অলিভিয়ার কাছে বিবাহের কথা তুলেছিলেন। অলিভিয়া অস্বীকার কোরেছেন!"

আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ওঃ! এই কথাই তবে বটে! তুমি কেমন কোরে জানলে?"

"একথাও আমি বেসীর মুখে শুন্‌লেম। কুমারী অলিভিয়া আর কাপ্তেন রেমণ্ড যেখানে ছিলেন, যেখানে ঐ সব কথা হয়, তারি পাশেই বেসী আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সব কথা শুনে এসেছে। আমার বোধ হোচ্চে, কুমারীর মাতাপিতার কাছে কাপ্তেন রেমণ্ড আগে ঐ প্রস্তাব করেন, তাঁরা উভয়েই সম্মতি দেন;—কিন্তু কুমারী অলিভিয়া নিজে তাঁকে অগ্রাহ্য কোরেছেন। নির্ঘাত বাক্যে নিরাশ হয়ে, তোমার মনিব যখন বেশী পেড়াপিড়ী আরম্ভ কোল্লেন, কুমারী তখন সাফ্ সাফ্ জবাব দিলেন, অপর পাত্রে মন সমর্পণ কোরেছেন। কাপ্তেনকে ঐ রকম জবাব দিয়েই, পিতামাতার কাছে কুমারী ঐ সব কথা প্রকাশ করেন। তাঁর জননী তাঁরে পুনঃ পুন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কারে তুমি মন দিয়েছ? কুমারী একটী নাম কোরেছেন;—কিন্তু ঠাওরাও জোসেফ! কে এমন ভাগ্যবান সুপাত্র, কুমারী অলিভিয়া সুন্দরী যাঁর প্রেমে বিমুগ্ধ?"

আমি যেন কিছুই জানি না,—উভয়ের প্রেমানুরাগের কোন খবর রাখি না,—ঠিক্ সেই রকম বোকা হয়ে জিজ্ঞাসা, কোল্লেম, "তুমি ঠাওরাও দেখি?"

সর্দ্দার বোল্লে, "সিগ্‌নর ভল্‌টেরা।"

সকৌতুকে আমি বোল্লেম, "ওঃ! সত্য!"

"কেন? ঠিকই ত হায়ছে;—এটা আর আশ্চর্য্য কথা কি? তোমার মনিব যদিও দেখ্‌তে সুশ্রী বটেন, কিন্তু সিগ্‌নর ভল্‌টেরা অবশ্যই তাঁর চেয়ে বেশী রূপবান, তুমিও একথা স্বীকার কোর্‌বে। তা ছাড়া, কাপ্তেন রেমণ্ডের বয়স ছত্রিশ বৎসর;—ভল্‌টেরার বয়ঃক্রম এই সবে সাতাশ বৎসর মাত্র। কাপ্তেন রেমণ্ডের টাকা বেশী, একথা ঠিক;—বড়বংশে জন্ম, একথাও ঠিক;—কিন্তু হোলে কি হয়?—যুবতী কামিনীর হৃদয়ের মধুর অনুরাগ যেখানে বাঁধা পড়ে, তার কাছে অন্য রকমের হাজার হাজার সুপারিস্ কোন কাজেরই নয়;—কিছুতেই কিছু লাগে না!"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা, কুমারী অলিভিয়া যখন মনের কথা প্রকাশ কোল্লেন, তখন তাঁর মাতাপিতা কি বোল্লেন?"

"তা আমি বোল্‌তে পারি না;—সহচরী বেসীও আর কিছু বেশীকথা শোনে নাই।"

ঠিক্ এই সময় কাপ্তেন রেমণ্ড আমারে ডেকে পাঠালেন। আমি সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। তখন দেখ্‌লেম, তিনি বেশ সুস্থির ভাবে শান্ত হয়ে বোসে আছেন। আকাঙ্ক্ষিত প্রেমের আশায় হতাশ হয়ে, কিছুমাত্র বিমর্ষ নন;—কিছুই যেন কিছু নয়।

যেরকমে মনের চাঞ্চল্য ঢাকা দিতে হয়, প্রকৃতিসিদ্ধ গভীর প্রকৃতিতে সেই রকমেই তিনি তখন প্রবোধিত। আমারে দেখেই তিনি বোল্লেন, "এখনই আমি ফ্লোরেন্স থেকে বিদায় হব। শীঘ্র আয়োজন কর ;—একঘণ্টার মধ্যেই আমরা ছাড়্বো।"

কেন যে ঐরকম সঙ্কল্প, কেন যে ঐরকম আদেশ, তা আমি বেশ বুঝ্লেম। কিন্তু কোন লক্ষণে তাঁরে আমি সেটী জান্তে দিলেম না। তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন কোর্ত্তে চোল্লেম। বেলা তখন অপরাহ্ন তিনটে। বাস্তবিক আর এক ঘণ্টা পরেই,—ঠিক্ চারটের সময় ডাকগাড়ী এসে উপস্থিত হলো, আমরা রওনা হোলেম। পিস্তোজা সহরের ভিতর দিয়ে এপিনাইন গিরি পার হোতে, আমার ইচ্ছা ছিল না ;—কেন ছিল্ না, পাঠক মহাশয় সে রহস্য অবগত আছেন। সে পথে আমাদের যেতে হবে না, সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অন্য পথে যাওয়া হবে, সেই কথা শুনে আমি খুসী হোলেম। এপিনাইন পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে দিকোমানো নগরে রাত্রি যাপন কর্‌বার বন্দোবস্ত। সেখান থেকে রাভেনা নগরে যাত্রা কর্‌বার মতলব। তার পর ভিনিস নগরে গমন করাই কাপ্তেনসাহেবের সঙ্কল্প।

সন্ধ্যার পর, প্রায় সাতটার সময়, দিকোমানো নগরে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। সেখানকার একটী প্রধান হোটেলে বাসা লওয়া হলো। এত লোক তখন সে হোটেলে যে, স্বতন্ত্র একটী বস্‌বার ঘর পাওয়া গেল না। বহু কষ্টে শয়নঘরের বন্দোবস্ত করা হলো। কাজে কাজেই সেখানকার কাফিঘরে কাপ্তেনসাহেব খানা খেলেন। সে ঘরেও বহুদেশের বহুজাতি, বহুতর পথিক একত্র। দলের মধ্যে দুতিনজন ইংরেজ। হোটেলে পোঁছিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে সিন্দুকের চাবীর জন্য কাপ্তেনের কাছে কাফিঘরে আমারে যেতে হলো। গিয়েই শুন্লেম, একজন ইংরেজ পথিক খুব ডেকে ডেকে দম্ভ কোরে বোল্‌ছেন, মার্কো উবার্টির দলের ডাকাতেরা তাঁরে ধোরে নিয়ে গিয়েছিল। পাঁচদিন কয়েদ কোরে রেখেছিল। শেষকালে খালাসী পণের টাকা প্রদান কোরে, সে বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে এসেছেন। এইটুকুমাত্র আমি শুন্লেম। আমার মুখপানে চেয়ে, কাপ্তেন রেমণ্ড একটু হাস্‌লেন। সে হাসির মানে এই যে, মার্কো উবার্টির দল দিনদিন কতরকম দুঃসাহসিক কার্য্যে মত্ত হয়ে উঠ্‌ছে, আমি ইচ্ছা কোল্লে তারও চেয়ে ভাল গল্প বোল্‌তে পারি। সত্য সত্য আমি তাতে বিলক্ষণ ভুক্তভোগী।

আরও এক ঘণ্টা গেল। হোটেলের সম্মুখে মিছা কাজে আমি বেড়িয়ে বেড়াচ্চি, যে ইংরেজটী ডাকাতের গল্প কোল্লেন, সেই লোকটীর সঙ্গে কাপ্তেন রেমণ্ড সেই খানে চুরট খেতে এলেন। ঠিক্ সেই সময়েই একজন অশ্বারোহী সেই রাস্তায় সহসা উপস্থিত।—হোটেলের দরজার লণ্ঠনের আলো সেই অশ্বারোহীর মুখে পোড়্‌লো। দেখেই আমি চিন্‌লেম, এঞ্জিলো ভলুটেরা।

ঐ ইংরেজলোকটী তৎক্ষণাৎ বজ্রগর্জ্জনে বোলে উঠ্‌লেন, "এই একজন ডাকাত! এই একজন ডাকাত। ধর ধর!—শীঘ্র ঘোড়া আনো!—শীঘ্র ঘোড়া আনো!"

"ডাকাত ?—সেকি কথা! ওকে যে আমি চিনি। ডাকাত বোল্‌চেন কেন? ডাকাত কোথায়?—ব্যাপারখানা কি?"

কাপ্তেন রেমণ্ড ঐ শেষ কথাটী উচ্চারণ করবা মাত্র, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা ঘোড়াকে সজোরে চাবুক মেরে, যেন বাতাসের মত ছুটিয়ে দিলেন। এত দ্রুত তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন যে, পাথরের পথে দ্রুতগামী অশ্বের ঘন ঘন খটাখট পদধ্বনিও আর শ্রুতিগোচর হলো না।

উত্তেজিত ইংরেজ পুনর্ব্বার বজ্রস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "সত্যই আমি বোল্‌ছি, ও লোকটা একজন ডাকাত!—ডাকাতের আড্ডায় ওকে আমি দেখেচি। কখনই আমার ভুল হোত্তে পারে না। একবার দেখ্‌লেই চেনা যায়। মুহূর্ত্তমাত্র দেখ্‌লেই চেনা যায়। তখনি আবার বেশ বদ্‌লে ফেলে। আবার দেখ্‌লে আর চেনা যায় না। ধর! ধর! লোক ডাক! লোক ডাক! কেন তোমরা চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলে?"

হোটেল থেকে ঝাঁক ঝাঁক লোক ছুটে বেরুলো, রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছিল, সচমকে তারাও দাঁড়িয়ে গেল। বনে আগুন লাগ্‌লে যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধুধু কোরে জ্বলে ওঠে, মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ খবরটাও তেমনি মানুষের মুখে মুখে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পোড়্‌লো। সহস্র সহস্র রসনায় প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো, "মার্কো উবার্টির দলের একজন ডাকাত এইমাত্র এইখান দিয়ে ঘোড়ায় চোড়ে যাচ্ছিল, চক্ষের নিমেষে ভোঁ ভোঁ করে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল!"—সমস্ত লোক যেন ভয় পেয়েই মেতে উঠ্‌লো। এক জায়গায় বহুলোক জমা হয়ে গেল। ঘোড়ায় সুওয়ার হয়ে, পলাতকের পাছু পাছু ছোটে, তেমন সাহস কিন্তু একজনেরও হলো না। তেমন ইচ্ছাও কাহারও দেখা গেল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সকলেই কেবল লম্ফে ঝম্পে সরফরাজি দেখাতে লাগ্‌লো। সহরটাও ছোট। সর্ব্বশুদ্ধ জনদুইতিন পুলিসওয়ালা;—কিন্তু কাজের সময় তাদের এক জনকেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, কে তবে ডাকাত ধোত্তে যায়? কেহই অগ্রসর হলো না।

কাপ্তেন রেমণ্ড সেই উত্তেজিত ইংরেজের সঙ্গে এক পাশে একটু সোরে গেলেন। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দুজনে কি সব কথা বলাবলি কোল্লেন। দুঃসহ ভাবনায় আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। নিশ্চয় স্থির কোল্লেম, কাপ্তেন রেমণ্ড অবশ্যই আমারে ঐ ঘোড়সওয়ারের কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। আমি তখন কি উত্তর দিব?—ভল্‌টেরার কাছে আমি অঙ্গীকার কোরেছি,—অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছি, রহস্য ভেদ কোর্‌বো না। বিশেষতঃ তাঁর কাছে আমি পুনঃপুন কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী। প্রথমবার যখন আমারে ডাকাতে ধোরে নিয়ে যায়, তিনিই আমারে খালাস কোরে দেন। দ্বিতীয় বারে আমার জীবনরক্ষা করেন। এমন উপকারী বন্ধুর কোন বিপদ না ঘটে, লোকত ধর্ম্মত তেমন চেষ্টা আমারে কোত্তেই হবে। তা ছাড়া, আরও একটা বড় কথা। ভাবগতিক দেখে আমার সংস্কার জন্মেছে, তাঁর নিজের মুখ দিয়েও এবং বরাবর প্রকাশ

পেয়েছে, তিনি নিজে ডাকাত নন। কোন নিগূঢ় অভিপ্রায়ে ডাকাতের দলে থাকেন। কি যে সেই নিগূঢ় অভিপ্রায়, সেটী আমি জানি না। অথচ, ডাকাতের দলে থেকে তিনি পথিক লোকের উপকার করেন ;—প্রাণ রক্ষা করেন। নিগূঢ় রহস্য না জান্‌লেও তাঁর সাধুতার উপর আমার ষোল আনা বিশ্বাস। কি রকমে কৃতজ্ঞতা জানাই ? তাঁর যে কোন মন্দ মতলব নাই, তাই বা আমি লোকের সাক্ষাতে কি রকমে প্রকাশ করি ? যা যা আমি জানি, সে সব কথা যদি বলি, কুমারী অলিভিয়াকে খালাস কর্‌বার মূলাধার তিনি,—আমার নিজের জীবনরক্ষার মূলাধার তিনি,—এ সব কথা যদি প্রকাশ করি, সকল লোকেই শুন্‌বে ;—সকল লোকেই জান্‌বে। বাতাসের আগে কথা ছুটে যায়। দুষ্ট লোকের কাণেই জনরবের কথা আগে প্রবেশ করে। মার্কো উবার্টি অবশ্যই এ সব কথা শুন্‌তে পাবে। ভল্‌টেরার উপর এককালে জাতক্রোধ হয়ে উঠ্‌বে। জলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি পোড়্‌বে। ডাকাতের হাতে অকস্মাৎ তাঁর প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। উপায় কি ? কি উপায়ে উপকারী বন্ধুর উপকার করি ? মানসিক তর্কে—মানসিক চিন্তায়—মানসিক যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হোলেম।

আধ ঘণ্টা অতীত।—কাপ্তেন রেমণ্ডের সঙ্গে সেই ইংরাজ ভদ্র-লোকটী আধ ঘণ্টাকাল বেড়াতে বেড়াতে কত কথাই বলাবলি কোল্লেন। আমার মনিব নিঃসন্দেহই এঞ্জিলো ভল্‌টেরার কথা তাঁরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন।—কি রকমে তিনি কয়েদ হয়েছিলেন,—কি রকমে এঞ্জিলো ভল্‌টেরাকে ডাকাতের আড্ডায় তিনি দেখেছিলেন,—কি রকমে তিনি খালাস পেয়ে এসেছিলেন, সেই সব কথা ছাড়া আর কোন কথা তাঁদের বলা কওয়া হলো না, সেটী আমি মনে মনে নিশ্চয়ই বুঝ্‌লেম। সেই ইংরেজ ভদ্রলোক ডাকাতের আড্ডায় যাঁরে দেখে এসেছেন, তিনিই এঞ্জিলো ভল্‌টেরা, তাতে আর ভ্রম হতে পারে না, কাপ্তেন রেমণ্ড সেটী স্থির বিশ্বাস কোরে নিলেন।—কথাগুলি আমি শুন্‌তে পেলেম না বটে, কিন্তু, উভয়ের ভাবভঙ্গীতে অনুমানে সেইটীই আমি স্থির কোল্লেম। আধ ঘণ্টা পরে তাঁদের কথা শেষ হলো। কাপ্তেন রেমণ্ড আমার কাছে এগিয়ে এসে, গম্ভীর-বদনে বোল্লেন, "জোসেফ ! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

কাপ্তেনসাহেব আমারে সঙ্গে কোরে, তাঁর শয়নঘরের নিয়ে গেলেন ;—ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। বিশেষ জেদ কোরে বোল্লেন, "জোসেফ ! এঞ্জিলো ভল্‌টেরাকে তুমি ডাকাতের আড্ডায় দেখে এসেছ কি না ?—সত্য বল ; কোন কথা গোপন কোরো না।"

আমি তখন ভাল কোরে তাঁর মুখ পানে চাইতে পাল্লেম না। মিথ্যাকথাই বা কেমন কোরে বলি ? ক্ষণকাল আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। বিবেচনা কোল্লেম, এমন অবস্থায় যদি মিথ্যা বলি, ইচ্ছা কোরেই মিথ্যা বলা হবে।—ডাকাতেরা যখন আমারে পথে ধরে, তার একটু পূর্ব্বে ভল্‌টেরা আমার কাছে ছিলেন ; ডাকাতেরা জিজ্ঞাসা কোরেছিল, সঙ্গে

কেহ ছিল কি না ;—আমি বোলেছিলেম, কেহই ছিল না ;—সেটা অবশ্যই অসত্য। দায়ে পোড়েই ডাকাতের কাছে অসত্য কথা বোলেছিলেম ;—সে অসত্য এক রকম,—আর মনিবের প্রশ্নে মিথ্যা উত্তর দেওয়া আর এক রকম। এ উভয়ে অনেক তফাৎ। অনেক বিবেচনা কোল্লেম ; হঠাৎ মনোমধ্যে একটী বুদ্ধি জোগালো ;—কাপ্তেনের সত্তার উপরেই নির্ভর করি ; তাঁর বিবেচনায় যেটী ভাল হয়, সেইটীই তিনি কোর্‌বেন। এইরূপ স্থির কোরে বোল্লেম, "আপনি যদি আমার কাছে অঙ্গীকার করেন, জগতের কাহারও কাছে সে কথা জানাবেন না, তা হোলে আমি গুটীকতক গুহ্যকথা প্রকাশ করি।"

নিজের চাকর অঙ্গীকার কোত্তে বলে ;—চাকরের কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ হোতে বাধ্য করে ;—সেই অপমানের ক্রোধে মুহূর্ত্তকাল কাপ্তেন রেমণ্ডের বদনমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠ্‌লো ;—কিন্তু, তখনি তখনি আবার সে ভাবটা সোরে গেল। গর্ব্ব, অভিমান, ক্রোধ, তৎক্ষণাৎ গোপন কোরে, গম্ভীরস্বরে তিনি বোল্লেন,—"একেবারেই যদি তুমি আমাকে সে বিষয়ে নিস্তব্ধ থাক্‌তে বল, তবে আমি অঙ্গীকার কোত্তে রাজী নই ;—তবে যদি এমন হয়, যা তুমি বোল্‌বে, বিশেষ সাবধান হয়ে সে বিষয় আমি গোপন রাখ্‌বো ;—যে টুকু প্রকাশ কর্‌বার, সে টুকু প্রকাশ কোর্‌বো,—এমন যদি হয়, তা হোলে আমি অঙ্গীকার কোত্তে পারি।—কেমন ?—বুঝলে আমার কথা ?—আরো শোন,—আমি শুনেছি, কুমারী অলিভিয়া ঐ এঞ্জিলো ভল্‌টেরার প্রতি অনুরাগিণী। অলিভিয়ার পিতামাতা আমাকে উপকারী বন্ধু বোলে জানেন। তাও যদি না হতো,—বিবেচনা কর তুমি, সে রকম আত্মীয়তা যদি নাও থাক্‌তো,—তেমন একটী সুন্দরী যুবতী যার হাতে আত্মসমর্পণ কোত্তে অভিলাষিণী,—বাস্তবিক সেই ব্যক্তি কি চরিত্রের লোক, জেনে শুনে সেই প্রেমাভিলাষিণী কুমারীর নিকটে সে তত্ত্ব গোপন রাখা কি উচিত হয় ? আমার কাছে এখন সত্য বল দেখি, যে ব্যক্তি কুমারী অলিভিয়াকে ডাকাতের আড্‌ডা থেকে উদ্ধার কোরে দিয়েছিল,—সত্য বল,—সেই কি ঐ এঞ্জিলো ভল্‌টেরা ? এবারে তুমিও যখন ছদ্মবেশে ডাকাতের আড্‌ডায় প্রবেশ কোরে, ডাকাতের হাতে বিপদে পড়,—যে ব্যক্তি তোমার জীবনরক্ষার উপায় কোরে দেয়, সে ব্যক্তিও কি ঐ এঞ্জিলো ভল্‌টেরা ?"

"তা আমি অস্বীকার কোত্তে পারি না।—না, তা আমি পারি না। এখন আপনার কাছে আমার এইমাত্র প্রার্থনা, লোকটীর প্রতি কিছু বিবেচনা করুন ;—তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন ;—আপনার যেরূপ মহত্ত্ব, তার প্রমাণ দেখান।—বিবেচনা করুন, দুরন্ত ডাকাত জোর কোরে কুমারী অলিভিয়াকে বিবাহ কোত্তে চেয়েছিল ;—সে বিপদে যে ব্যক্তি সহায় হয়ে কুমারীকে মানে মানে রক্ষা করেছেন,—তাঁর প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করা কি আপনার উচিত নয় ?"

কাপ্তেন রেমণ্ড উত্তর কোল্লেম,—"হাঁ! তোমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হবে। বোধ করি, তোমার মনের ভাব আমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছি। এসব কথা যদিপ্রকাশ পয়া

ডাকাতেরা ক্রোধান্ধ হয়ে ভল্‌টেরার প্রাণ বিনাশ কোর্‌বে;—সেই ভয়েই তুমি অমন কথা বোল্‌ছো?—সেই ভাবনাই তুমি ভাব্‌ছো?"

"হাঁ, মহাশয়, সেই ভাবনাই আমি ভাব্‌ছি;—সেই কথাই আমি বোল্‌ছি। কিন্তু, ভল্‌টেরাকে আপনি ডাকাত বিবেচনা কোর্‌বেন না।—ডাকাতের দলের সঙ্গীও বোল্‌বেন না। কেন না, আমি আত্মাকে সাক্ষী রেখে বোল্‌তে পারি, সদাশয় এঞ্জিলো ভল্‌টেরা কখনই ডাকাত নন।"

মৃদু হাস্য কোরে কাপ্তেন রেমণ্ড বোল্লেন, "তাই ত!—তোমার ত দেখ্‌ছি ভারি অদ্ভুত প্রকৃতি!—অন্তঃকরণ না কি তোমার অতি সরল, তাতেই তুমি যার তার কথায় গোলে যাও!—ঐ লোকটা তোমাকে যে যে কথা বোলে বুঝিয়েছে, তাই তুমি ঠিক ঠিক বুঝে গেছ;—তাতেই তুমি অকপট বিশ্বাস কোরেছ। আমি কিন্তু ওরকমে ভুলি না। সংসারের গতি-ক্রিয়া আমি ভাল জানি;—সব লোকের সব কথার মারপ্যাঁচ ভাল বুঝি। আচ্ছা, তোমার অন্তরে আমি ব্যথা দিতে চাই না; কিন্তু ভাব দেখি, যে লোকটা ডাকাতের দলে বাস করে, সে লোক নিজে ডাকাত নয়, এ কথায় যদি আমি বিশ্বাস করি, তা হোলে কি আমার নিজের বুদ্ধিশক্তির অপমান করা হয় না?—আঃ! বুঝেছি, বুঝেছি!—আমরা যখন এপিনাইন পর্ব্বত পার হয়ে আসি, সেই লোকটাই বুঝি তখন ডাকাতের দলে খবর দিয়ে আমাদের গাড়ী আটক কোরেছিল? সে বুঝি তবে ভেবে ছিল, ডাকাতেরা অলিভিয়াকে ধোরে নিয়ে যাক, তার পর আমি তারে খালাস কোরে দিব,—আমিই সকলের কাছে বাহাদুরী পাব?"

"না মহাশয়, আপনি ভুল্‌ছেন।—এঞ্জিলো ভল্‌টেরা বাহাদুরী পাবার আশা করেন না। সদাসর্ব্বদা তিনি অতি সাবধানে অপ্রকাশ। আমারে মুখযন্ত্র কোরেই তিনি অলিভিয়ার উদ্ধারের উপায় করেন। বেশী কথা কি, কে যে সেই উদ্ধারকর্ত্তা, কুমারী অলিভিয়া নিজেও আজ পর্য্যন্ত সে তত্ত্ব কিছুই জানেন না। আমি বোলেছিলেম, বন্ধু ডাকাত;—বাস্তবিক কে যে সেই বন্ধু ডাকাত, এখনো পর্য্যন্ত অলিভিয়া সে বিষয় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত।"

"সত্য;—যা তুমি বোল্লে, সে কথা সত্য হতে পারে;—কিন্তু তা বোলে সে ব্যক্তি যে ডাকাত নয়, এমন অসম্ভব কথায় কি কোরে বিশ্বাস হয়?—তা যা হোক, যে সব কথা শুন্‌লেম, তোমার কাছে যেমন অঙ্গীকার কোরেছি, সে অঙ্গীকার আমি রাখ্‌বো;—সকল লোকের কাছে এ সব কথা প্রকাশ কোর্‌বো না। কিন্তু অলিভিয়ার পিতামাতাকে এ সংবাদ জানান নিতান্তই উচিত।—এখনি আমি তাঁদের কাছে যাব,—এখনি আমি তাঁদের জানাব, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা কি চরিত্রের লোক।"

এই সব কথা বোলে, কাপ্তেন রেমণ্ড তখন তাঁর সম্মুখ থেকে আমারে বিদায় দিলেন। আমি আমার শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম,—শয্যায় শয়ন কোল্লেম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা এলো না;—অনবরত অপ্রিয় চিন্তায় মন পুড়্‌তে লাগ্‌লো। ভল্‌টেরার সরলতায়

আমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস জন্মায় না। ঘটনাগতিকে,—অবস্থাগতিকে, লোকের মনে তাঁর প্রতি যত প্রকার সন্দেহই দাঁড়াক,—আমার মন অটল। কাপ্তেন রেমণ্ডের অবিশ্বাসে আমার অটলতা তিলমাত্রও কাঁপ্‌লো না। তিনি বোল্লেন, আমার অদ্ভুত প্রকৃতি। তা তিনি বোল্‌তে পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত ঘটনাই বিবেচনাশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। আপাতত যা দেখায়, সেটীতে কিছু প্রতিকূল বলে বটে, কিন্তু ভিতরের কথা তলিয়ে বুঝলে সত্যই বলবান হয়। ভলুটেরার মহত্ত্বের প্রতি আমার যে অটল বিশ্বাস, কিছুতেই সে বিশ্বাস টল্‌বার নয়।

পরদিন প্রাতঃকালে যখন আমি আপনার ঘরে কাপড় ছাড়্‌ছি, হোটেলের একজন দরোয়ান এসে আমার হাতে একখানা চিঠী দিলে। তৎক্ষণাৎ আমি খুল্লেম; সে চিঠীতে ইংরাজী ভাষায় এই কথাগুলি লেখা :—

"দুর্ভাবনায় আমি একপ্রকার পাগল হইয়া গিয়াছি।—কেন আমি এমন, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। আমি বুঝিতে পারিতেছি, কোন কোন স্থলে কেহ কেহ এমন কথা শুনাইবে, যাহাতে মর্ম্মবেদনার সীমা থাকিবে না। এটী আমি বিশেষ জানি, অন্য লোকে আমাকে দেখিয়া যাহা মনে করে, বাস্তবিক তাহা আমি নই, তুমি ইহা জানিতে পারিয়াছ। তুমি কখনও অন্য জনরবে বিশ্বাস করিবে না। যদি তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ না থাকিতাম, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমি একটী যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বলিতাম,—লোকের মুখে শুনিয়া আমার প্রতি তাহার যেরূপ সংশয় জন্মিয়াছে, সে সংশয় তিনি পরিহার করুন;—মিনতি করিয়া সেই যুবতীর কাছে এই প্রার্থনা আমি করিতাম। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আমাকে পালন করিতে হইতেছে। এতবড় সঙ্কটস্থলেও সে প্রতিজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করিতেছি না;—সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছি না;—ইহাতেও তুমি আমার সত্যবাক্যের নূতন প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে। অতএব এই বিষয় আমি এখন তোমার নিজের বিবেচনার উপরেই নির্ভর করিলাম। কাপ্তেন রেমণ্ড এখন যতদূর জানিতে পারিয়াছেন, অবিলম্বে ফ্লোরেন্স নগরে প্রতিগমন করিয়া, তাহা তিনি রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, তৎপক্ষে আমার সংশয়াভাব। তোমাকে আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, তুমিও শীঘ্র একবার ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া যাও;—তোমার কাছে অঙ্গীকারপাশে বদ্ধ না থাকিলে, আমি স্বয়ং গমন করিয়া যে প্রকারে হউক, মিথ্যা কলঙ্ক ধৌত করিবার চেষ্টা করিতাম। তুমি সাধু,—তোমার প্রতি আমার অকপট বিশ্বাস,—প্রত্যাশা করি, তুমি আমার হইয়া সেই সেই স্থলে সেই চেষ্টা করিবে।—আর একটী আমার মিনতি;—অপর লোকের কথায় আমার চরিত্রের প্রতি তোমার নিজের যদি কোনরূপ সংশয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তোমার হস্তে আমি এই উপকার চাই, এই চিঠীখানি তুমি সেই যুবতীকে দেখাইও। যুবতীটী কে, এস্থলে তাহার নাম করিব না।—ফলতঃ আমার প্রতি সেই যুবতীর যেন কোন ভাবান্তর উপস্থিত না হয়। বাস্তবিক এখন

আমাকে দেখিলে যাহা বোধ হয়, কোন প্রকারেই তাহা আমি নহি। ঈশ্বরকৃপায় শীঘ্রই এমন শুভদিন উপস্থিত হইবে, যেদিনে আমি এই সমস্ত কথা বিশেষ পরিষ্কার করিয়া সকলকে বুঝাইতে পারিব। যে গুহ্যরহস্য আমার মনে মনে আছে,—যে অনুরোধে আমাকে আপাতত এই নিন্দাকর পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে, সে সকল রহস্যও অপ্রকাশ থাকিবে না। আমার অনুকূলে পুরোবর্ত্তী হইয়া তুমি আমার এই উপকার করিবে। এমন উপলক্ষ যদি না হইত, তাহা হইলে আমি তোমাকে একবার উদ্ধার করিয়াছি,—আমি একবার তোমার জীবন রক্ষার হেতু হইয়াছি,—সে কথা স্মরণ করাইয়া দিবার কোন প্রয়োজনই থাকিত না। এখন আমি পুনরায় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—তোমার সততা,—তোমার সাধুতার উপর নির্ভর করিতেছি,—যাহাতে আমার এই অনুরোধটী রক্ষা হয়, তাহা করিও। আমার মানসম্ভ্রম সমস্তই তোমার হস্তে নির্ভর।"

চিঠীখানি পাঠ কোরে আমি অত্যন্ত কাতর হোলেম। পড়া যখন সমাপ্ত হলো, তখন প্রথমে মনে কোল্লেম, কাপ্তেন রেমণ্ডকে দেখাই; তাঁর যেরূপ মহত্ব আমি জানি,—হৃদয়ের সরলতা যেমন জানি, তাতে কোরে তিনি হয় ত এ চিঠী পাঠ কোরে, লেখকের প্রতি সদয় হোতে পারেন।—তখনি তখনি আবার ভাব্‌লেম, তাই বা কি কোরে হবে? কাপ্তেন রেমণ্ড এঞ্জিলো ভল্‌টেরার প্রণয়-প্রতিযোগী;—একটী কুমারীর প্রেমে দুইজন অভিলাষী।—ভল্‌টেরাকে অপদস্থ কোত্তে পার্‌লেই, কাপ্তেনের মনোভিলাষ পূর্ণ হবার সম্ভাবনা। ভল্‌টেরার অনুকূলে কাপ্তেনের মন কখনই নরম হবে না।—আশা করাই অসম্ভব।—এমন অবস্থায় কাপ্তেন রেমণ্ডকে এ চিঠী দেখান বিফল।—দেখালেম না। দেখাবার সঙ্কল্পও পরিত্যাগ কোল্লেম। চিঠী আমার প্রতি যেরূপ অনুরোধ এনেছে, যথাশক্তি নিজেই আমি সেই অনুরোধ রক্ষা করবার চেষ্টা কোর্‌বো; এই তখন আমার সঙ্কল্প হলো।

কাপ্তেনের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। আমি উপস্থিত হবামাত্রেই তিনি বোল্লেন, "আবার এখনি আমাদের ফ্লোরেন্স নগরে ফিরে যেতে হবে।"—সিগ্‌নর ভল্‌টেরার সম্বন্ধে তখন আর তিনি কোন কথাই বোল্লেন না;—আমিও যে, কোন চিঠীপত্র পেয়েছি, তা যে তিনি জান্‌তে পেরেছেন, তেমন ভাবও কিছু দেখ্‌লেম না। অতেই বিবেচনা কোল্লেম, যে লোক সেই চিঠী এনেছিল, এঞ্জিলো তারে শিখিয়ে দিয়ে থাক্‌বেন, হোটেলের দরোয়ানকে ঘুষ দিয়ে, গোপনে যেন চিঠী বিলি করা হয়। বাস্তবিক তাই হয়েছে। কে দিয়ে এলো,—কোথাকার চিঠী,—কার চিঠী,—কি বৃত্তান্ত, কেহই কিছু জান্‌তে পারে নাই।

আমরা ফ্লোরেন্সে চোল্লেম। ডাকগাড়ীর বাহিরে কোচবাক্সে আমি বোসেছি। আমার মনিবের মুখের ভাব তখন কি রকম,—অলিভিয়ার নয়নে ভল্‌টেরা অপ্রিয় কাপ্তেন সেই ভরসায় কাপ্তেনসাহেব খুসী খুসী কি না সেটি তখন দেখ্‌তে পেলেম না।

গাড়ীতে সওয়ার হবার পূর্ব্বে কাপ্তেনের চক্ষের ভাব যেরকম দেখেছি, তাতে কোরে যেন কিছু কিছু সন্তোষলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।—খুব চাপা চাপা;—সকলে বুঝে উঠতে পারে না; কিন্তু আমি বুঝেতে পেরেছি।—প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের ভিতরে কিছু কিছু সন্তোষের রেখা।—হায় হায়!—অভাগিনী অলিভিয়া!—আহা! কি সঙ্কটেই তিনি ঠেকলেন!—আহা! অকস্মাৎ এই কথাটা শুনে, কি ব্যথাই তাঁর অন্তরে লাগ্‌বে! কিন্তু হাঁ, আর এক কথা;—এঞ্জিলো ভলটেরাকে একেকালেই প্রণয়ের অযোগ্য বোলেই কি তাঁর মনে প্রত্যয় জন্মাবে? একবার যাঁরে সরলভাবে মনসমর্পণ কোরেছেন,—একটা অস্থির জনশ্রুতি শুনেই কি সেই অনুরাগপাত্রকে এককালে পরিবর্জ্জন কোর্‌বেন?—না, আমি তত এমন বিবেচনা করি না। উদ্যানের হিমগৃহে প্রচ্ছন্ন থেকে, উভয়ের যেরূপ প্রেমালাপ আমি শুনেছি, তাতে আমার ধারণা হয়েছে,—প্রগাঢ় প্রেম;—তেমন প্রগাঢ় প্রেম কি এত সহজে ধ্বংস হয়ে যাবে?

বেলা প্রায় দুই প্রহর। আমাদের ডাকগাড়ী ফ্লোরেন্সে পৌঁছিল। যে হোটেলে আমরা পূর্ব্বে ছিলেম, সেই হোটেলের দরজাতেই গাড়ী লাগ্‌লো। আমার বুকের ভিতর যেন ধড়ফড়ানি আরম্ভ হলো। সমস্ত পূর্ব্বকথা মনে প্রোড়্‌লো;—অনুতাপানলে আমি দগ্ধ হোতে লাগ্‌লেম।—আবার আমরা ফিরে এলেম দেখে, হোটেলের চাকরেরা চমকিত হয়ে উঠ্‌লো। পূর্ব্বদিন বৈকালে আমরা যে ঘর পরিত্যাগ কোরে গিয়েছি, সেদিন আবার সেই ঘরেই বাসা নিলেম। লর্ড রিংউডের কিঙ্করকিঙ্করী তত শীঘ্র আমার মনিবের প্রত্যাগমনে বিস্ময়াপন্ন হলো। আস্‌বার কথা ছিল না, অথচ তত শীঘ্র কেন ফিরে আসা, আমারেই সেকথা জিজ্ঞাসা কোল্লে।—প্রকৃত উত্তর আমি কিছুই দিলেম না।—কর্ত্তার ইচ্ছা, কর্ত্তাই জানেন, আমি কিছুই জানি না, এইরূপ ভাণ কোল্লেম। নানা দুর্ভাবনায় আমার চিত্ত তখন যেরূপ অস্থির, তাতে কোরে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেরকম ভাণ করাও আমার পক্ষে বড় সহজ হলো না।

একবিংশ প্রসঙ্গ।

——oo——

কুমারী অলিভিয়া !

রাজধানীর হোটেলে এসে, প্রথমে যে কি কি হলো, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে তত্ত্ব জান্‌বার আমি অবকাশই পেলেম না। কাপ্তেন রেমণ্ড সেখানে উপস্থিত হয়েই, লর্ড রিংউলদম্পতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হোলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একঘরে দরজা বন্ধ কোরে, কি সব কথা পরামর্শ কোল্লেন। কিছুই আমি জান্‌তে পাল্লেম না। তার পর কাপ্তেনসাহেব যখন আপনার ঘরে ফিরে এলেন, তখনো পর্য্যন্ত আমারে খবর হলো না;—সমস্ত দিনের মধ্যে আমার ডাক হলো না;—দরকারই হলো না। বৈকালে একবার লর্ড রিংউলের কিঙ্করের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়; সে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ব্যাপারখানা কি জোসেফ?—এত সব গুপ্তপরামর্শের কারণ কি? আমি যেন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তুমি কিছু কিছু জান;—আমার কাছে ভাঙ্‌চো না। সহচরী বেসী বোলে গেল, কুমারী অলিভিয়া শোকে দুঃখে অধীরা হয়ে পোড়েছেন;—ঘরে দরজা বন্ধ কোরে কাঁদ্‌ছেন।"

আমি বোল্লেম,—"ব্যাপারখানা যে কি, এখনই হোক, কিম্বা একটু পরেই হোক, বেসীর মুখেই সব তুমি শুন্‌তে পাবে, আমি নিজে কিছুই জানি না।—কাপ্তেনসাহেব হঠাৎ বোল্লেন, ফ্লোরেন্সে যেতে হবে,—আমি চাকর, কাজেকাজেই যা বোল্লেন তাই; কাজেই আমি মনিবের সঙ্গে এসেছি। কেন, কি বৃত্তান্ত,—কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই।"

"তা ত বটেই; কিন্তু আমি যেন বুঝ্‌তে পাচ্ছি,—তুমি কিছু কিছু জান। কেন তিনি এত শীঘ্র ফিরে এলেন, হয় ত কোন গুহ্য মৎলব আছে;—লজ্জার খাতিরে অথবা শিষ্টাচারের খাতিরে, তা তুমি আমার কাছে বোল্‌চো না। এইমাত্র আমি প্রভুর কাছে গিয়েছিলেম;—এই মাত্র আমি সেখান থেকে আস্‌ছি;—বেশ দেখ্‌লেম, তিনি আজ বড়ই অন্যমনস্ক;—গৃহিণীও বড় অসুখী। তখনি বুঝ্‌লেম, কি একটা কাণ্ড ঘটেছে; বেশ বোধ হোচ্চে, সেটা নিশ্চয়।"

সেই সময়েই সেই কিঙ্করের তলব হলো;—সে চোলে গেল। একটু পরেই সহচরী বেসী আমার কাছে উপস্থিত।—বেসী আমারে ইঙ্গিতে ডাক্‌লে;—উভয়ে আমরা একটী নির্জ্জন ঘরে প্রবেশ কোল্লেম।—দেখ্‌লেম, বেসী যেন অত্যন্ত বিষাদিনী। ক্ষণিকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে, মৃদুস্বরে সে আমারে বোল্লে,—"দেখ জোসেফ! বল

তুমি,—সত্য কোরে বল, যে কথা তোমারে বোল্‌তে এসেছি, জনপ্রাণীর কাছেও সে কথা তুমি প্রকাশ কোর্‌বে না?"

"যদি কিছু গোলমাল না থাকে, তা হোলে আমি তোমার কাছে সত্যবন্দী হোতে পারি।"

"কিছুই গোলমাল নাই;—তেমন কোন মন্দ কথা বোল্‌তেও আমি আসি নাই।"

"তবে আমার অঙ্গীকার।"

সহচরী তখন বোল্লে,—"কুমারী অলিভিয়া তোমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চান;—কি একটী কথা বোল্‌তে চান। পাছে তুমি আশ্চর্য্য মনে কর,—পাছে তোমার মনিবকে এ কথা জানাও,—সেই ভয়ে তিনি কিন্তু কাঁপ্‌ছেন।"

"ভয় কর্‌বার কোন কারণ নাই,—সন্দেহ কর্‌বার কোন কারণ নাই। কুমারী অলিভিয়া যদি আমার কাছে কোন কথা শুনতে চান, সে কথার কিছু যদি আমি জানি, অবশ্যই বোল্‌বো; তাতে আর সন্দেহের বিষয় কি? তিনি আমারে ডেকে পাঠিয়েছেন, এতে আর আশ্চর্য্যের কথাই বা কি?—এর কথা ওকে বলা,—লোকের গুহ্য কথা প্রকাশ করা, সে রকম সন্দেহ যদি আমার উপর হয়, নিশ্চয় জেনো, জন্মাবধি তেমন কাজ কখনও আমি কোরেছি কি না, তা ত আমার মনেই পড়ে না।"

আমারি মুখপানে চেয়ে সহচরী বোল্লে, "ও রকম শপথ কর্‌বার দরকার নাই। কুমারী তোমার অন্তরে ব্যথা দিতে চান্ না। বিশ্বাস কোরে তিনি আমারে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। অকস্মাৎ তিনি বড় কাতরা হয়েছেন,—বোলে দিয়েছেন, যাতে কোরে তাঁর মন সুস্থ হয়, এমন কোন কথা যদি তুমি বোল্‌তে পার, তা হোলে তাঁর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"কোথায় সাক্ষাৎ হবে?—কখন্ আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে যাব?"

"এখনি।"—সহচরী জেদ কোরে বোল্লে,—"এখনি।—হাজ্‌রেঘরেই দেখা হবে। সেখানে এখন অন্য লোকজন কেহই নাই,—এখনি তুমি সেই ঘরে যাও। চুপি চুপি; শীঘ্র;—দেরি কোরো না।"

বেসী চোলে গেল।—আমি তখনি হাজ্‌রেঘরে চোল্লেম।—ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।—অলিভিয়া একাকিনী,—অলিভিয়া বিষাদিনী।—মুখ দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, সশঙ্ক কম্পিতহৃদয়ে তিনি আমার জন্য সেখানে প্রতীক্ষা কোচ্চেন। আমি নিকটবর্ত্তী হোলেম। দেখ্‌লেম, মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ,—চক্ষের কোণে কোণে জল,—এইমাত্র তিনি কেঁদেছেন। ধীরে ধীরে আমি দরজা বন্ধ কোল্লেম। কুমারী যে কথা বোল্‌তে চান, কি বোলে সূত্র ধোর্‌বেন, প্রথমে সেটী ঠিক কোত্তে পাল্লেন না। খানিকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে থেকে, মৃদুস্বরে তিনি বোল্লেন,—"তোমারে আমি ডেকেছি, এটী হয় ত তুমি আশ্চর্য্য মনে কোচ্চো, কিন্তু না না, আমারে তুমি—"

সব কথা না শুনেই আমি বোল্লেম, "আমা হোতে তোমার যদি কিছু উপকার হয়, আমি যদি তোমার কিছুমাত্র উপকার কোত্তে পারি, যথার্থই তাতে আমি সুখী হব; যথার্থই তাতে আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব কোর্‌বো।"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সজল নয়নে, সুশীলা কুমারী আমার দিকে একবার চাইলেন। বক্ষঃস্থল কম্পিত হচ্ছিল, বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস আস্‌ছিল,—বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, বহু যত্নে তিনি সেটী চাপা দিলেন,—যথাশক্তি সাবধান হোলেন। কম্পিতকণ্ঠে বোল্লেন,—"বল আমারে,—জোসেফ! বল তুমি আমারে,—যে ভয়ানক কথা আমি শুন্‌লেম, সত্যই কি সেটী সত্য?—বল জোসেফ, সত্য কি সেই এঞ্জিলো ভল্‌টেরা——"

বোল্‌তে বোল্‌তেই অশ্রুমুখী কুমারী থেমে গেলেন। বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হলো;—মনের কথা সমাপ্ত কোত্তে পাল্লেন না।

কুমারীর সন্তপ্ত হৃদয়কে একটু শান্ত করবার অভিপ্রায়ে, তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "কুমারী অলিভিয়া! সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই; সিগ্‌নর ভল্‌টেরার কার্য্যকলাপ আপাততঃ যেরূপ মেঘাবরণে আবৃত, অতি শীঘ্রই তিনি অতি সন্তোষকররূপে সে আবরণ দূর কোরে দিবেন, সমস্তই পরিষ্কার হবে।"

অলিভিয়ার রসনায় সমুচ্চ আনন্দধ্বনি স্ফুরিত হলো।—তিনি যেন সচমকে আসন থেকে উঠেন উঠেন এমনি হোলেন,—ছুটে এসে আমার হাত ধোরে কৃতজ্ঞতা জানান, ঠিক আমি তেমনি উপক্রম দেখ্‌লেম; কিন্তু মনোবেগে ততদূর পেরে উঠ্‌লেন না। নিজের সুকোমল হাত দুখানি অঞ্জলিবদ্ধ কোরে, চক্ষের জলে ভেসে গেলেন। বিষাদের অশ্রুপাত নয়, সুন্দরীর সুন্দর নয়নে তখন আনন্দাশ্রু প্রবাহিত। ঠোঁট দুখানি ঈষৎ কাঁপ্‌লো। আমার মুখে যে একটু শুভসংবাদ শুন্‌লেন, তজ্জন্য জগদীশকে যেন ধন্যবাদ দিলেন।

এঞ্জিলো ভলটেরার চিঠীখানি সেই সময় কুমারীর হাতে দিয়ে, আমি বোল্লেম, "সুশীলে! এইখানি একবার পোড়ে দেখদেখি।—এখানি আমার নামের চিঠী।"

ওঃ! বিস্ফারিত লোলুপ নয়নে পত্রের অক্ষরগুলির প্রতি তিনি ব্যগ্রভাবে দৃষ্টিপাত কোল্লেন। মুখমণ্ডলে এককালে হর্ষবিষাদ অঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লো। আগে হর্ষ ছিল না, বিষাদের পর হর্ষ,—বিষাদের সঙ্গে হর্ষমাখা। মুখখানি একবার আরক্ত হয়ে উঠ্‌লো, আবার ম্লান হয়ে পোড়্‌লো,—আবার যেন প্রফুল্ল হলো। পত্রখানি তিনি পাঠ কোল্লেন। পাঠ করা যখন সাঙ্গ হলো, তখন একবার একটু ইতস্ততঃ কোরে, একটু যেন কুণ্ঠিত হয়ে, ঈষৎ সলজ্জভাবে, চিঠীখানি আমাকে দিবার জন্য হাত বাড়ালেন। ভাব দেখে, আমি বুঝ্‌লেম, সেখানি যেন নিজের কাছে রাখাই তাঁর ইচ্ছা,—মুখ ফুটে সে কথা আমারে বোল্‌তে পাচ্চেন না। তাই ভেবে আমি বোল্লেম, "ওখানি তুমি রাখ্‌তে পার, যখন অবকাশ পাবে, তখন আর একবার ভাল কোরে পোড়ো।—তুমিই রাখ।"

স্নেহপূর্ণ কটাক্ষপাত কোল্লেন;—সেই কটাক্ষ আবার পত্রের প্রতি নিক্ষিপ্ত হলো। অঙ্গবস্ত্রমধ্যে পত্রখানি তিনি রেখে দিলেন। ধীরে ধীরে বোল্লেন,—"হাঁ, এখন এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা ত কিছুই হয় না; কিন্তু—কেন?—না;—যেরূপ মহৎ অন্তঃকরণ তাঁর, তাতে কোরে তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ কোল্লেই, তাঁর অপমান করা হয়। কিছুমাত্র সন্দেহই রাখ্‌তে নাই। তবে কেন শেষ মীমাংসা হবে না? তুমি আমারে পূর্ব্বেই বোলেছ, তিনি মহৎ লোক,—তিনি সাধু। তুমি যে তাঁরে সাধু বোলে ভক্তি কর, আমিও সেটী বুঝেছি। তোমার প্রতিও তাঁর বিলক্ষণ বিশ্বাস;—তিনি তোমারে বন্ধু বোলে সমাদর করেন। তুমি তাঁরে ভাল রকমে জান বোলেই,—তোমার মনে কোন রকম বিরুদ্ধ সংস্কার আস্‌বে না বোলেই, তিনি তোমারে ঐ ভাবে পত্র লিখেছেন; তা না হোলেই বা ও সকল হৃদয়ের কথা লিখ্‌বেন কেন?"

অতর্কেই আমি উত্তর কোল্লেম, "তাই ত ঠিক।"

ক্ষণকাল আমরা উভয়েই নিস্তব্ধ।—অলিভিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না। নীরবে নীরব আনন্দবারিতে অভিষেক। সে যে আনন্দ, তাঁর মত অবস্থাপন্ন না হোলে, অপরে সেটী অনুভব কোত্তে অক্ষম। মন যারে চায়, অপরে তার অখ্যাতি প্রচার করে, সেই অখ্যাতি শ্রবণ কোরে, সন্দেহে সন্দেহে মন যখন কাতর হয়, সেই সময় একটু সুখের বাতাসে যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়ে থাকে, সে আনন্দটী অবশ্যই হৃদয়ের বিমল আনন্দ;—সেই আনন্দেই অলিভিয়া তখন বিহ্বলা।

খানিকক্ষণ পরে মৌনভঙ্গ কোরে, অতি মৃদুবিনম্রস্বরে কুমারী বোল্লেন,—"এই চিঠীতে তিনি এক অঙ্গীকারের কথা লিখেছেন। তুমি তাঁরে কি একটী অঙ্গীকারে আবদ্ধ কোরেছ। সেই অঙ্গীকারের অনুরোধে স্বয়ং তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাল্লেন না।"—এই কথাটী বোলেই লজ্জাশীলা বালা সভয় লজ্জায় অবনতমুখী।

ভাব দেখে আমি বোল্লেম, "সব কথাই তুমি আমার মুখে শুনতে পাবে।"

একটী নিশ্বাস ফেলে, অলিভিয়া আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন,—"কাপ্তেন রেমণ্ড আমার পিতামাতার মনে ধন্দ লাগিয়ে দিয়েছেন।" কুমারী যখন কাপ্তেন রেমণ্ডের নাম কোল্লেন, তখন আমি দেখ্‌লেম, তাঁহার মুখে যেন কাপ্তেনের প্রতি সবিষাদ ঘৃণালক্ষণ অঙ্কিত হলো। একটু থেমে তিনি বোল্লেন,—"কাপ্তেন রেমণ্ড আমার মাতাপিতাকে বোলে দিয়েছেন, তোমারে উপলক্ষ কোরে, ডাকাতের গ্রাস থেকে যিনি আমারে উদ্ধার কোরে দেন, তিনি এঞ্জিলো ভল্‌টেরা;—তার পর, কোন এক গুহ্যকারণে আবার তুমি ডাকাতের আড্ডায় প্রবেশ কোরেছিলে, সে সময়ে যিনি তোমার সহায়তা করেন, বিপদসঙ্কটে যে সময় যিনি তোমার জীবন রক্ষা করেন, তিনিও এঞ্জিলো ভল্‌টেরা।"

আমি উত্তর কোল্লেম, "কথাগুলি বাস্তবিক সত্য। ইতিপূর্ব্বে তুমিও আমারে যে কথা জিজ্ঞাসা কোরেছ, সে কথাও সত্য; সব কথাই আমি তোমারে বোল্‌ছি। যে রাত্রে

সিগনর ভল্‌টেরা সেই রাত্রে আমারে একটী অঙ্গীকার করিয়েছেন। অঙ্গীকারের মর্ম্ম এই যে, আমাদের উভয়ের রক্ষাকর্ত্তা,—উদ্ধারকর্ত্তা কে, তোমার কাছে সে নামটী আমি প্রকাশ না করি। আমিও তাঁরে অঙ্গীকার করাই, তিনি আর ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা না করেন;—তোমার মাতাপিতাকেও দেখা না দেন। কেন আমি তাঁরে এরকম অঙ্গীকারে বদ্ধ কোরে রেখেছি জান?—তাঁরে যখন আমি ডাকাতের দলের ভিতর দেখ্‌লেম, তখন কাজে কাজেই ঐ রকম সাবধান হোতে হলো।”

মৃদুগুঞ্জনে অলিভিয়া বোল্লেন, “ঠিক কথা। সে অবস্থায় তুমি অবশ্যই ঐরূপ অঙ্গীকার করাতে পার;—অবশ্যই সেটী স্বভাবসিদ্ধ।” এইকথা বোলেই কুমারী পুনর্ব্বার গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মুখখানি অবনত। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, ফুলের বোঁটার মত গ্রীবাদেশে সেই সুন্দর মুখখানি একটী আতপ-তপ্ত ফুটন্ত ফুল। ধীরে ধীরে চক্ষু তুলে কুমারী আবার আরম্ভ কোল্লেন,—“প্রথমে আমি মনে কোরেছিলেম, কাপ্তেন রেমণ্ড আমার মাতাপিতাকে যে কথা বোলেছেন, আমার মাতাপিতার মুখে যে কথা আমি শুনেছি, সেটা হয় ত কোন দুষ্টবুদ্ধির কল্পনা;—আরো হয় ত কিছু বেশী;—হয় ত কোন জঘন্য চাতুরী;—ঘৃণাকর ছলনা। এখন তোমার মুখে শুন্‌লেম, তা নয়;—তুমিও বোল্‌ছো, তাঁরে তুমি ডাকাতের দলে দেখেছ। আরো, দিকোমানো নগরে যখন ভয়ানক গোলমাল বেঁধে উঠে,—“উবার্টির দলের এক জন ডাকাত পালায়”—এই রকম গোলমাল কোরে, হোটেলের ধারে যখন লোক জড় হয়, সিগ্‌নর ভল্‌টেরা সেই সময় নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়েছিলেন। তোমার মুখে ঐ সত্যকথাগুলি শুন্‌বার জন্যই আমি তখন দৃঢ়সংকল্প হই। ভালই হোক, মন্দই হোক,—যাই কেন হোক্ না, তোমার মুখে শুন্‌লেই সংশয়ভঞ্জন হবে, সেইটীই আমি মনে কোরেছিলেম। ততবড় শোচনীয় সংবাদে তুমি যে আমারে খোস খবর দিয়ে এমন সুখী কোর্‌বে,—বাস্তবিক বোল্‌ছি, মনে মনে তা আমি একবারও ভাবনা কোত্তে পারি নাই।”

আমি উত্তর কোল্লেম, “কুমারী অলিভিয়া! এই তুমি দেখ্‌ছো, আমি জীবিত আছি, আমার এই দেহে আত্মা অবস্থান কোচ্চেন, এটী যেমন সত্য, ঐ চিঠীতে ভল্‌টেরা যে যে কথা লিখেছেন,—যে চিঠী আমি তোমার হাতেই দিয়েছি,—ঐ চিঠীতে যে যে কথা লেখা আছে, সেগুলিও ঠিক তেমনি সত্য।—ভল্‌টেরা বলেন,—লোকে তাঁরে দেখে এখন যা বোধ করে, বাস্তবিক তা তিনি নন। কেবল মুখের কথাও নয়, ব্যবহারেও তার পরিচয় তিনি দেখাচ্ছেন;—কার্য্যকলাপ দেখেও আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্চি, সেই কথাই ঠিক। আর একটী কথা বলি শোন।—অন্ধকার রাত্রে একাকী আমি ঘোড়ায় চোড়ে, ডাকাতের আড্ডায় যাচ্ছিলেম। হঠাৎ একব্যক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে আমার দিকে আসেন; দূর থেকে সাবধান কোরে বলেন, “এমন দুঃসাহসে সিংহের গুহায় প্রবেশ কোত্তে কে যায়?” যখন তিনি ঐ রকমে সাবধান কোল্লেন, কারে সাবধান কোল্লেন, তখন তা তিনি জানতেন না; বুঝতেও পারেন নাই। আমি যখন—”

সানন্দ বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে, অলিভিয়া বোলে উঠ্‌লেন,—"তিনিই কি এঞ্জিলো? তিনিই কি সিগ্‌নর ভল্‌টেরা?"

"হাঁ,—তিনিই সিগ্‌নর ভল্‌টেরা। তাতেই আমি নিশ্চয় কোরেছি, কখনই তিনি ডাকাত নন;—তিনি ডাকাত, অসম্ভব কথা।"

কুমারী অলিভিয়া পুনর্ব্বার করজোড়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন। নূতন মনোভাবে শঙ্কিত হয়ে, আবার তিনি বোল্লেন, "ওঃ!—ভয়ানক ডাকাতের দলের ভিতর, কি ভয়ঙ্কর বিপদের মুখেই তিনি অবস্থান কোচ্চেন!—যদি তিনি সাধু অভিপ্রায়ে ডাকাতের দলে প্রবেশ কোরে থাকেন; যদি তিনি সাধু অভিপ্রায়ে তাদের দুষ্ট মৎলব ফাঁসিয়ে দিবার চেষ্টা পান,—পথিক লোককে সাহায্য করেন,—বন্দীদের খালাস করেন,—এমনকি, হয় ত সমস্ত ডাকাতকে আদালতে সমর্পণ কর্‌বার চেষ্টা পান,—ডাকাতেরা যদি তাঁর সাধু-সংকল্পের বিন্দুমাত্র সূত্র ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারে, তা হোলে তাঁর রক্ষার উপায় কি হবে?—কি উপায়ে তিনি আত্মরক্ষা কোর্‌বেন? ভয়ানক ডাকাতের ভয়ানক প্রতি-হিংসার হুতাশনমুখে, কিরূপে তিনি নিস্তার পাবেন?"

ভয়াতুরা কুমারী আবার যেন দুঃখসাগরে ডুব্‌লেন। আমি তাঁরে যথাসাধ্য সান্ত্বনা কোত্তে লাগ্‌লেম। বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোল্লেম, "সিগ্‌নর ভল্‌টেরা নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দস্যুনিবাসে অবস্থান কোচ্চেন। অভীষ্ট কার্য্য কি, তা আমি ঠিক জানি না;—কিন্তু, সর্ব্বক্ষণ তিনি সবিশেষ সাবধান। এত সাবধানে তিনি কাজ করেন, ডাকাতেরা তার ছন্দাংশও বুঝে উঠ্‌তে পারে না;—সন্দেহ কর্‌বার সামান্য একটা সূত্রও পায় না। সিগ্‌নর ভল্‌টেরা বাস্তবিক কি অভিপ্রায়ে যে তাদৃশ সঙ্কটস্থলে বাস কোচ্চেন, তা তুমি অনুভবেও আন্‌তে পাচ্চো না। ডাকাতেরা অকারণে মানুষ মাত্তে না পারে, তারি উপায় করা যদি তাঁর আসল উদ্দেশ্য হতো,—পুলিসের হাতে ডাকাতদের ধরিয়ে দেওয়াই যদি কেবল মাত্র তাঁর সংকল্প থাক্‌তো, তা হোলে আমার প্রতি তাঁর যেরকম বিশ্বাস,—আমার কাছে সে উদ্দেশ্য ব্যক্ত কোত্তে তিনি সঙ্কুচিত হোতেন না। শুধু কেবল সে মৎলব থাক্‌লে, সে কথা তিনি আমারে বোল্‌তেন। আমিও তোমারে তাঁর উপদেশ মত বুঝিয়ে বোল্‌তে পাত্তেম। কিন্তু, তা ত নয়;—গতিকে তা বোধ হয় না। অবশ্যই কোন গুরুতর নিগূঢ় মৎলব। সে বিষয়ে আমার ত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গুহ্য—গুহ্য—অতিগুহ্য ব্যাপার। সে গুহ্যকথা এখন তিনি প্রকাশ কোত্তে চান না; আমরাও মর্ম্মভেদ কোত্তে পারি না।"

প্রবুদ্ধকণ্ঠে অলিভিয়া বোলে উঠ্‌লেন, "ওঃ! তবে আমাদের ভরসা আছে। অভিপ্রায় তাঁর যাই হোক্, অবশ্যই তিনি পূর্ণমনোরথ হবেন। কোন প্রতিকূল ঘটনায় তাঁরে কোন প্রকার অমঙ্গল হবে না। শীঘ্রই সেই রহস্যকথা প্রকাশ পাবে। চিঠীর ভাবে বুঝা যাচ্চে, সে সময় বড় একটা দূরবর্ত্তী নয়। চিঠীতে তিনি নিজেই লিখেছেন,

আমি প্রশান্তস্বরে উত্তর কোল্লেম, "সেবিষয়ে আমি ত সম্পূর্ণ ভরসা রাখি। কেন না, সিগ্‌নর ভল্‌টেরা গাম্ভীর্য্য,—বিবেচনা, অধ্যবসায়, মহত্ত্ব,—সর্ব্বগুণের আধার। যখন ঐ সকল গুণ একত্র হয়, তখন অতি জটিল-বিজটিল সঙ্কটবিষয়েও জয়লাভের আশা দূরবর্ত্তিনী থাকে না।"

চক্ষে জল, ওষ্ঠে হাসি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে, গদ্‌গদ্‌বচনে অলিভিয়া বোল্লেন,—"জোসেফ!—তোমার কাছে আমি যে কি বোলে কৃতজ্ঞতা জানাব,—যে সুধা তুমি আমার কর্ণে বর্ষণ কোচ্চো, কি বোলে যে তার আমি প্রতিশোধ দিব, এমন মঙ্গল সান্ত্বনার যে কি প্রত্যুপকার, ভেবে চিন্তে অন্বেষণ কোরে, তা আমি কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না।" সমাদরে সসম্ভ্রমে আমি তখন কুমারীর করগ্রহণ কোল্লেম। আর কোন বিশেষ কথা তখন প্রয়োজন হলো না। সবিনয়ে তাঁর কাছে বিদায় গ্রহণ কোরে, সেখান থেকে আমি চোলে এলেম। কেহ সেদিকে না আসে, বাহিরের পথে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে, সহচরী বেসী এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল; আমি বাহিরে আস্‌বামাত্র বিস্ফারিত-নেত্রে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। আমি চুপিচুপি তারে বোল্লেম, "যাও তুমি তাঁর কাছে; বুঝিয়ে পড়িয়ে আমি তাঁরে অনেকদূর শান্ত কোরে এসেছি। গেলেই দেখ্‌তে পাবে, দুঃখের ভার অনেকটা লাঘব হয়েছে।"

লর্ডবাহাদুরের সর্দ্দার কিঙ্করকে আমার একটু একটু ভয় করে। যে কাজেই যখন যাই, প্রায়ই যখন তখন তার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। পাছে আবার এখানেও তাই ঘটে,—সেই শঙ্কায় সেখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালেম না। হোটেলের ভিতরেও থাক্‌লেম না।—ধাঁ কোরে হোটেল্ থেকে বেরিয়ে, নগরের রাজপথে হাওয়া খেতে গেলেম। খানিকক্ষণ বেড়িয়ে বেড়িয়ে একটা পাঠাগারে প্রবেশ কোল্লেম। পাঠা-গার বোল্লেও হয়,—কাফিঘর বোল্লেও চলে। সেখানে নানা রকম ইংরাজী খবরের কাগজ পোড়্‌তে পাওয়া যায়। প্রায় একঘণ্টাকাল বোসে বোসে আমি সেই সকল খবরের কাগজ দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। হঠাৎ সেই ঘরের দরজাটা উদ্ঘাটিত হলো; ঘাড় বেঁকিয়ে আমি সেই দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। কেমন একরকম আতঙ্কে আমার মনটা তখন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। দরজার ধারে দেখ্‌লেম, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন লানোভারের পাপানল-ঝলসিত তীব্র তীব্র চক্ষু!

ঘরের চৌকাঠের উপর লানোভার খানিকক্ষণ দাঁড়ালো;—কি যেন ভাব্‌লে; হঠাৎ যেন কি কথা মনে কোল্লে,—পায়ে পায়ে আমার দিকে অগ্রসর হলো;—হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লে,—"প্রিয়তম জোসেফ!—কি আনন্দ! হঠাৎ তোমাকে এখানে দেখ্‌তে পেলেম!—অভাবনীয় আনন্দ!"

"আমারে দেখে তোমার কি আনন্দ হয়?"—গম্ভীরবদনে গম্ভীরস্বরে আমি বোল্লেম, "লানোভার! আমারে দেখে কখনও তুমি আনন্দ পেয়েছ,—কখনই আমার এমন বোধ হয় না।"—লানোভার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিল, হাতখানা আমি ছুঁলেমই না।

ছি ছি! যে নরাধম দুরন্ত পিশাচ আমার আনাবেলকে ডাকাতের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল,—বৃদ্ধ হেসেল্‌টাইনকে ধরিয়ে দিয়েছিল,—অধিক কি, নিজের পত্নীকেও ডাকাতের হাতে বন্দিনী কোরেছিল, তাদৃশ নরপিশাচের হস্তস্পর্শে কেবল ঘৃণা নয়, দর্শনস্পর্শনে বিলক্ষণ পাপ আছে!

আবার খানিকক্ষণ কি চিন্তা কোরে, লানোভার আবার বোল্লে,—"দেখ জোসেফ! তোমার সঙ্গে আমার গুটীদুই কথা আছে;—বিশেষ দরকারী কথা।—তুমি কি আমার সঙ্গে একবার রাস্তায় আস্‌বে?"

তাচ্ছিল্যভাবে প্রশান্তস্বরে আমি বোল্লেম, "রাত্রি হয়েছে;—দুরাচার দুঃশীল লোকের সঙ্গে রাত্রিকালে অন্ধকারে কোথাও যেতে আমার মন সরে না। দুরাচারেরা অন্ধকার রাত্রিকেই দুষ্ক্রিয়াসাধনের প্রধান সহায় মনে করে;—দুরভিসন্ধি চরিতার্থ কর্‌বার উত্তম সুযোগ বিবেচনা করে। বিশ্বাসঘাতকদের অসাধ্য কর্ম্ম কি?"

হিংসাপূর্ণ ভ্রুকুটী ভঙ্গী কোরে, নাকমুখ সিঁট্‌কে, কুঁজোটা তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "কটু কথা বলার অভ্যাসটা তুমি আর কিছুতেই ছাড়্‌তে পাচ্চো না!"—বোলেই অমনি সাম্‌লে গেল। বিকৃত মুখের পৈশাচিক ভাবটা তখনই তখনই অন্তর হলো। ভণ্ডামীর উপকরণ অনেক।—ভণ্ডামীর মধুরস্বরে আত্মীয়ভাবে কুব্জ পিশাচ আবার যেন আদর কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"আচ্ছা জোসেফ! রাস্তায় না যাও,—আমার সঙ্গে একটী নির্জ্জন ঘরে যাবে? নির্জ্জনে গুটীদুই কথা বলা আমার বড়ই দরকার।"

আমি বোল্লেম, "তা যেতে পারি।"—কেন বোল্লেম যেতে পারি, আমার মনে একটা স্পৃহা জন্মালো। লোকটা কি বলে, শোন্‌বার জন্য কৌতূহল হলো। পিস্তোজা হোটেলের কথাই বলে,—কিম্বা ডাকাতের আড্‌ডার কথাই তোলে,—কি তার মতলব, শোন্‌বার ইচ্ছা হলো।

হোটেলের একজন চাকর আমাদের উভয়কে একটী নির্জ্জন ঘর দেখিয়ে দিলে। আমরা উভয়ে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। একখানা চৌকী টেনে নিয়ে, দিব্য প্রশান্ত গম্ভীর হয়ে, আগেভাগেই আমি বোস্‌লেম। শান্ত হয়ে বোস্‌লেম কেন,—লানোভার বুঝুক, তখন আর আমি তারে ডরি না। আগে আগে তাকে দেখে আমি কাঁপ্‌তেম; মুখামুখী দেখা হোলেই ভয় পেতেম;—সে দিন আর নাই। আমার হৃদয়ে তখন পূর্ণ সাহস বিরাজমান্‌। নির্ভয়েই আমি বোস্‌লেম। লানোভার আমার সম্মুখে বোস্‌লো। লানোভারের মুখখানা সর্ব্বদাই ত কদাকার,—সর্ব্বদাই ত ভয়ঙ্কর;—দেখ্‌লেই ত ঘৃণার সঙ্গে ভয় হয়,—ভয়ের সঙ্গে রাগ হয়;—তার উপর আবার সম্প্রতি সাংঘাতিক ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করেছে,—রোগা হয়ে গেছে,—মুখখানা আরও বিশ্রী হয়েছে। পরিধান-বস্ত্রাদিও অতিশয় নোংরা;—তাতেও আরো বিশ্রী দেখাচ্চে। মুহূর্ত্তকাল কট্‌মট চক্ষে সে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লে।—চক্ষু দেখ্‌লেই ভয় হয়। বোধ হয় যেন সেই চক্ষের ভিতর দিয়ে, সয়তান উকি মাচ্চে!—ঠোঁট দুখানা একটু কাঁপ্‌লো

নাকটাও কুঁচ্কে কুঁচ্কে এলো;—কুটিলভঙ্গীও বোঝা গেল;—মুখ সিঁট্কে বোল্লে, "যে লোক সব লোকের কাছে আপনাকে ধর্ম্মশীল বোলে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়, সে কি না এখন ছিঁচ্কে চোরের কাজ অভ্যাস কোল্লে!"

আমি আস্তে আস্তে আসন থেকে উঠ্লেম;—টেবিলটা ঘুরে, যেখানে সে বোসে ছিল, তারি নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম। উগ্রস্বরে বোল্লেম,—"হাঁ লানোভার! আমারে এখন ভাল কোরে চেন!—ফের যদি তুমি আমারে ঐ রকম দুর্ব্বাক্য বোল্তে সাহস কর, সাবধান! তা হোলে এখনি আমি তোমাকে এমন শিখান শিখাব,—বেশী দিন তোমাকে আর এই পৃথিবীতে ঐ পাপদেহ বহন্ কোত্তে হবে না!"

"বাহাদুর জোসেফ উইলমট!—" মুহূর্ত্তকাল বিদ্রূপভঙ্গীতে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে, ঢোক গিলে গিলে, ভয়ানক মুখ ভেঙ্চে, কুঁজোটা বোলে উঠ্লো,—"তবে আর কি! আপনার মুখে আপনিই ত বোল্চে, খুন কোত্তেও পেছু-পা নয়!"

উচ্চকণ্ঠে আমি বোলে উঠ্লেম, "জয় জগদীশ!—তোর মত পাপিষ্ঠকে জগৎ থেকে তফাৎ করাতে কিছুমাত্র পাপ নাই!—আমি ত বোধ করি, কিছুমাত্র পাপ হয় না!" বোল্তে বোল্তে আমার ক্রোধ বেড়ে উঠ্লো। কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না। সক্রোধে বোল্তে লাগ্লেম,—"ভয়ানক হিংস্র বন্যজন্তু যদি ঝোপের ধারে ওৎ কোরে, মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ো পড়ো হয়,—কোন ব্যক্তি যদি সেই হিংস্র জন্তুর প্রাণবিনাশ করে, তা হোলে কোন্ ব্যক্তির কাছে সেই শত্রুহন্তার সমাদর না হয়? কাঁটাবনের ধারে দুর্জ্জয় ফণা বিস্তার কোরে, ভয়ানক কাল ভুজঙ্গ যদি কোন নিরীহ প্রাণীকে দংশন কোত্তে উদ্যত হয়,—সেই দণ্ডে সেই কালভুজঙ্গকে যদি কেহ নিপাত কোরে ফেলে, কোন্ ব্যক্তি সেই প্রাণঘাতক ভুজঙ্গহন্তার প্রশংসা না করেন?—তুমি, তুমি লানোভার,—তুমি ভয়ানক হিংস্রজন্তু!—তুমি ভয়নাক কালসর্প! পৃথিবীতে এমন কোন ভয়ানক দণ্ড নাই,—তুমি লানোভার—তুমি যে দণ্ডপ্রাপ্তির অধিকারী নও!"

কুঁজো লানোভার তখন রেগে রেগে ফুল্‌ছিল। কট্‌মট চক্ষে চেয়ে, সে আমারে বোল্তে লাগ্লো,—"দেখ্ জোসেফ উইলমট! ঐ রকম শক্ত শক্ত গালাগাল দেওয়া তোর পক্ষে বড়ই সহজ। কিন্তু বল্ দেখি, যদি আমি এখনি তোকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিই, তা হোলে কি হয়? তুই আমার হুণ্ডী চুরি কোরেছিস;—পিস্তোজা হোটেলে যখন আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলেম, সেই সময় আমার পকেট-বয়ের ভিতর থেকে ব্যাঙ্কের হুণ্ডী খানা তুই চুরি কোরে নিয়ে পালিয়েছিলি;—এতবড় দাগাবাজী তোর!—এখনি যদি ধরিয়ে দিই—"

"তুমি ধরিয়ে দিবে কি?—আমি যদি তোমাকে ধরিয়ে দিই, তা হোলে কি হয়? তস্কান রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে, ডাকাতের দলে মিলেছ,—ডাকাতের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরেছ,—এখানকার ফৌজদারী আদালতে একথা যদি আমি জানাই, তা হোলে

দুরাচার একটু নরম হলো।—বিষের জ্বালায় অলক্ষিতে একবার দাঁত খিচিয়ে উঠ্‌লো। বক্রমুখেই বোল্লে,—"না, না, আমি সে কথা বোল্‌ছি না;—তুমি বেশ জান জোসেফ, ওটা কেবল আমি কথার কথা বোল্লেম। বাস্তবিক পুলিসে ধরিয়ে দিবার কথা, সেটা কোন কাজের কথাই নয়।"

আমি উত্তর কোল্লেম,—"হাঁ, হাঁ, তা আমি ভালই জানি বটে। যাতে কোরে আমার রাগ বাড়ে, তেমন কথা তুমি কিছুই বোল্‌তে পার না।—বোল্‌তে তোমার সাহস হবে কেন? তুমি বিশ্বাসঘাতক! তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় যাঁরা ডাকাতের হাতে কয়েদ হয়েছিলেন, তোমার নিজের টাকাতেই তাঁদের আমি খালাস কোরে দিয়েছি;—তাতে কি আমার অপরাধ হয়েছে? যেখানেই তুমি জানাও,—আদালতেই হোক, অথবা কোন ভদ্রলোকের কাছেই হোক,—যেখানেই জানাও, কোন্ আদালত, কোন্ ভদ্রলোক আমারে অপরাধী বোল্‌বেন? লোকত ধর্ম্মত কোথায় আমি না বে-কসুর খালাস পাব?"

ঝন্‌ঝনে আওয়াজে, বিকৃতস্বরে লানোভার বোল্লে,—"আচ্ছা,—বোধ কর, আমি যদি তোমাকে ধরিয়ে না দিই, তা হোলে তুমিও আমাকে ধরিয়ে দিবে না?"

"কেন দিব না?"

বিকট বদন আরো বিকট কোরে, লানোভার উত্তর কোল্লে,—"তা যদি তুমি কর, মনে কোরে দেখ, কালিন্দীর কথা বোলে দিব। কালিন্দীর নাম প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে। সার মাথু হেসেল্‌টাইনকে আমি পত্র লিখ্‌বো;—আনাবেলকে আমি পত্র লিখ্‌বো;—আনাবেলের জননীকেও পত্র লিখ্‌বো;—সকলকেই আমি কালিন্দীর দুর্দ্দশার কথা জানাব।"

সহসা সেই জাতশত্রুটাকে দেখে, আমার মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, ওকথা তখন আমার মনেই ছিল না। কেবল ঐ একমাত্র বিষয়ে পাপিষ্ঠের হাতে আমি আছি। ঐ সূত্র ধোরে, বাস্তবিক সে আমার অনিষ্ট কোত্তে পারে। ঘৃণার আবেগে সে কথা তখন আমি ভুলে ছিলেম। আজ প্রায় দেড় মাসের কথা হলো, পিস্তোজায় যখন আমি উপস্থিত হই, তখন সর্ব্বদাই আমার মনে মনে সন্দেহ হয়েছিল, পাপাচার লানোভার পাছে ঐ কথাটা প্রকাশ কোরে দেয়। আজ আবার নিজমুখেই সেই কথা বোলে ভয় দেখালে। কথাটা শুনে আমি যে ভয় পেলেম, লানোভার যাতে সেটা বুঝ্‌তে না পারে, সেই ভাবে তাচ্ছিল্য-ভঙ্গীতে আমি বোল্লেম, "বোধ হয়, তবে তুমি লিখেছ? সার মাথু হেসেল্‌টাইনকে,—কুমারী আনাবেলকে, আনাবেলের জননীকে ঐ কথা তবে তুমি লিখেছ?"

"না,—এখনো লিখি নাই।—যে কথা আমি বোল্‌বো, তাতে তুমি বিশ্বাস কোর্‌বে না, তা আমি ভাল জানি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত হেতুবাদ দিয়ে—প্রকৃত অভিপ্রায় জানিয়ে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ কোত্তে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার

সত্যকথাকেও তোমার সত্য বোলে বিশ্বাস হবে না,—তা আমি জানি। পিস্তোজা সহরে আমার সঙ্গে তুমি যেরূপ চাতুরী খেলেছ, তার প্রতিশোধ নিতে এখনো পর্য্যন্ত কেন আমি চুপ্ কোরে রয়েছি,—সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে দলাল লিখিয়ে নেবার জন্য যে ফিকির আমি কোরেছিলেম, বিলক্ষণ চাতুরী কোরে সে ফিকির তুমি ফাঁসিয়ে দিয়েছ,—কেন আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ লই নাই, তার কারণ আছে।—কারণও আমি তোমাকে বোল্‌ছি।"

"বোলে যাও।"

লানোভার বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"পিস্তোজা হোটেলে যখন আমার চৈতন্য হলো, যখন আমি সেখানকার লোকের মুখে শুন্‌লেম, অমুক চেহারার একজন লোক, আমার পকেটবই খুলে দলীলপত্র পোড়ে দেখেছে; তার পরেই দেখ্‌লেম, হুণ্ডীখানা চুরী গেছে;—কে যে সেই চোর, তখনি সেটী নিশ্চয় কোত্তে আমার আর কিছুমাত্র বাকী থাক্‌লো না;—তখনি আমি বুঝ্‌লেম, জোসেফ উইল্‌মটেরই এই কার্য্য। যখন আমার চলৎ-শক্তি ফিরে এলো, তখনিই আমি মার্কো উবার্টির দুর্গমধ্যে চোলে গেলেম, যা যা ঘটেছে সেইখানেই শুন্‌লেম। কালো রং,—গোঁফদাড়ী পরা,—দীর্ঘাকার, একজন কাহিল ইংরেজ আমার প্রতিনিধি সেজে গিয়েছিল। শুনেই আমি বুঝ্‌লেম, ছদ্মবেশে তুমি। হাঁ, হাঁ, ভাল কথা;—সঙ্কেতকথাটী তুমি কেমন কোরে জান্‌তে পেরেছিলে?—এখন ত সব গোলমাল চুকে গেছে;—এখন বল ত জোসেফ! আমার ভারি কৌতূহল জন্মে রয়েছে।—বল ত আমাকে, কেমন কোরে জেনেছিলে?"

"রাখ, রাখ! ওসব বাজে কথায় সময় নষ্ট কোরো না!"—ও কথাটা ঐ রকমে উড়িয়ে দিয়ে, একটু চিন্তা কোরে, আবার আমি বোল্লেম, "কেন? হোটেলে যখন তুমি অজ্ঞান,—যখন তুমি নানারকম প্রলাপ বোক্‌ছিলে, সেই প্রলাপের ঝোঁকে তুমি নিজমুখেই একবার বোলে ফেলেছিলে,—ফেবিয়ানো।—আমি ভেবে নিলেম, ঐটীই সেই সঙ্কেতকথা। ঐ কথাটী জানাই আমার দরকার ছিল;—তাই আমি মনে কোরে রেখেছিলেম।"

কেন আমি লানোভারের কাছে মিথ্যাকথা বোল্লেম,—আমার উদ্দেশ্য এই যে, আবার যদি লানোভার ডাকাতের দলে যায়,—আবার যদি ডাকাতদের সঙ্গে তার দেখা হয়,—তা হোলে সে ঐ কথাই গল্প কোর্‌বে। প্রলাপের মুখে অনেক অস্পষ্ট গোলমেলে কথার সঙ্গে ঐ কথা আমি শুনেছি, অবশ্যই এটা স্বভাব-সঙ্গত। ডাকাতেরাও সেই কথা বিশ্বাস কোর্‌বে। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা সর্ব্ব-সংশয়-মুক্ত হবেন। তাঁর প্রতি যদি ডাকাতদের কিছুমাত্র সন্দেহ জন্মে থাকে,—আমার মুখে লানোভার যে কথা শুন্‌লে, লানোভারের মুখে ডাকাতেরা যে কথা শুন্‌বে, তাতে আর সদাশয় ভল্‌টেরার প্রতি কোন অংশে কিছুমাত্র সন্দেহ আস্‌বে না।—লানোভারের নিজের মনেও ঐ কথাটা বেশ লাগবে।—লাগলোও তা। কেন না, আমার ঐ কথা শুনে

লানোভার গুন্ গুন্ কোরে বোল্লে,—"উঃ! তাই বটে,—তাই বটে!—মস্ত একটা অন্ধকার ঘুচে গেল। ডাকাতদের মনে ধাঁ ধাঁ লেগে গিয়েছিল;—আমাকেও ধাঁ ধাঁ লেগেছিল। সে ধন্দ আজ ঘুচে গেল।" কুটিল-নেত্রে সটান আমার মুখপানে চেয়ে, দুরাত্মা তখন বোলে উঠ্লো,—"ও জোসেফ! ভারি ধূর্ত্ত তুই!—ধূর্ত্ত কুকুরের মত ধূর্ত্ত! বড় দুঃখের বিষয়, এমন বুদ্ধির জোর তোর,—হায় হায়!—আমার কাজে কিছু লাগ্লো না!—আমার কোন উপকারে তুই এলি না!"

সক্রোধে আমি উত্তর কোল্লেম,—"হাঁ, হাঁ,—তা বটে;—ঐরকম শিক্ষা পাওয়াই আমার উচিত ছিল বটে!—যাক, ওকথা যাক;—যা বোল্‌ছিলে, বোলে যাও!—কি কথা তুমি বোল্‌ছিলে?—সেই কি একটা কথা,—সার মাথু হেসেল্‌টাইনকেলিখ্‌বে ভেবেছিলে, লেখ নাই;—আনাবেলকে লেখ নাই;—তোমার স্ত্রীকেও লেখ নাই; বল দেখি শুনি, কেন লেখ নাই?"

লানোভার বোল্‌তে লাগ্লো,—"মার্কো উবার্টির আড্ডায় যতদূর আমি শুন্‌লেম, তাতে আর সেটা তখন প্রয়োজন হলো না;—কেন না, সেখানে আমি শুনেছি, সার মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে,—কিম্বা সেই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে, তোমার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই;—দেখা পর্য্যন্ত হয় নাই;—কেবল অন্ধকারে চুপিচুপি সার মাথুর হাতে রাহাখরচের গুটীকতক টাকা দিয়ে এসেছ মাত্র;—আরো, সওয়ালজবাবের মুখে বার বার তুমি বোলেছ, যাতে কোরে তাদের সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ না হয়—কথাবার্ত্তা না হয়, সেইটীই তোমার ইচ্ছা;—এই সব কথা শুনে আমি স্থির কোল্লেম, কে তাঁদের কয়েদ করিয়েছিল,—কি মৎলবে কয়েদ করিয়েছিল,—কেই বা কি কৌশলে খালাস কোরে দিলে, কোন কারণে সেটা তুমি তাদের জানতে দেও নাই;—কিছুই তারা জান্‌তে পারে নাই। কালিন্দী যেখানে মরে, সেই ধর্ম্মশালায় আমার সঙ্গে তোমার যে রকম আপোস হয়েছে, সেই আপোসের কথা স্মরণ কোরেই তুমি ঐ রকম কোরেছ,—আমার মৎলব গোপন রেখেছ;—কিম্বা, তোমার হুঁসিয়ারির কথা শুনে, খুসী হয়ে আমি তোমার গুহ্যকথা গোপন রাখ্‌বো, তাই ভেবেই তুমি বুদ্ধির কাজ কোরেছ,—তা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারি নাই। কিন্তু, রেখেছি আমি গোপন। যতদিন তোমাতে আম্যতে আবার দেখা না হয়,—যতদিন আমাদের পরস্পরের নিগূঢ় অভিপ্রায়,—পরস্পরের খোলসা কথা জান্‌তে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত গোপন রাখ্‌বো, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।"

লানোভারের মস্ত ভুল, সেটা আমি লানোভারকে জানিয়ে দিই, পাঠকমহাশয় আমারে এমন পাগল মনে কোর্ব্বেন না। আমার ভাগ্যে কি হয়,—কি হবে,—কি ঘট্‌বে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না রেখে, সে সময় নোটের তাড়ার গায়ে পেন্‌সিল দিয়ে লিখে দিয়েছিলেম,—সঙ্কেতে সারমাথু হেসেল্‌টাইনকে জানিয়েছিলেম, তাঁদের কয়েদ করাবার মূলাধার কে?—সাবধান থাক্‌তে অনুরোধ কোরেছিলেম। লানোভার আমার কলঙ্ক-সূচক লেডী কালিন্দীর কথাটা গোপন রাখুক, বাস্তবিক তখন আমার সে ইচ্ছা ছিল না।

সে যে এতদিন গোপন রেখেছে, তার নিজের মুখে শুনে, অন্তরে অন্তরে আমি আহ্লাদিত হোলেম। আমিও তার গুহ্য বিষয় গোপন রাখ্‌বো,—রেখে রেখেও আস্‌ছি, তার মনে সেই বিশ্বাস,—সেই ধারণাই থাকুক। সেই ইচ্ছাতেই তখন আর ভালমন্দ কিছুই বোল্লেম না। খানিকক্ষণ থেমে, পূর্ব্ববৎ প্রশান্তস্বরে, আবার তারে আমি বোল্লেম,—"এই ত লানোভার, এই ত আমাদের মনের কথা বলাবলি হলো;—এক বৎসরের বেশী হয়ে গেল, আমাদের আপোস হয়েছে,—উভয়েই আমরা অঙ্গীকার পালন কোরে আসছি;—এখন আর তুমি আমারে কি বোল্‌তে চাও?"

লানোভার উত্তর কোল্লে, "আর ত এখন বিশেষ কাজ কিছুই দেখ্‌ছি না; হেসেল্‌-টাইনের সঙ্গে তোমার দেখা হোলে, আমার কথা তুমি তাকে কি বোল্‌বে?"

"যেমন দেখাবে, তেমনি দেখ্‌বে। তোমার নিজের বিশ্বাসের উপরেই ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ভর কোচ্চে। বিশ্বাস রাখ্‌তে পার, মঙ্গল;—না পার, অমঙ্গল!"

"একথা বেশ কথা!—এক কটিবন্ধ থেকে পৃথিবীর অপর কটিবন্ধ যতদূর অন্তর, এক এক বিষয়ে তোমাতে আমাতে ততদূর অন্তরে থাকি। কিন্তু, ঐ একটী বিষয়ে—সেই আপোসের প্রসঙ্গে, তুমি আমি উভয়েই এক;—সে পক্ষে আর কিছুমাত্র দ্বিধামত নাই। পিস্তোজা হোটেলে তুমি আমার পকেটবই দেখেছ,—তার ভিতর যে সব চিঠীপত্র, দলীলপত্র ছিল, পড়েছ;—তাতে কোরে অবশ্যই জেনেছ, সার মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে আমি কোন প্রকার দাবী—"

"থেমে যাও!—ওকথা কেন আবার? যে কথা নিয়ে আমাদের আপোস, সেটা ত অতীত কথা।—অপর লোকের সঙ্গে তার সংস্রব কি? এখন আর অন্য কথা উত্থাপনেরই বা প্রয়োজন কি?"

কিয়ৎক্ষণ কি বিবেচনা কোরে, কুব্জ পাপিষ্ঠ বোল্লে,—"আচ্ছা, তবে তাই ভাল।—কিন্তু, দেখ্‌বো তখন। সার মাথু হেসেল্‌টাইন একে ত এখনি আমার উপর ভারি চটা;—তার উপর, ফুস্‌লে ফাস্‌লে—রং বেরং দিয়ে—প্রতিকূল বাতাসে, আমার উপর তারে যদি তুমি বেশী চটিয়ে দাও, তা হোলে কিন্তু, তোমাকে আমি ছাড়্‌বো না;—কখনই ছাড়্‌বো না;—কিছুতেই না!"

"আচ্ছা, তেমন যদি হয়, তা হোলে তখন আমি কোন গতিকেই তোমার কাছে দেয়া ভিক্ষা কোর্‌বো না।"

এই কথা বোলেই তৎক্ষণাৎ আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম। লানোভার বুঝ্‌তে থাক্‌লো, তার দোষের কথা আমি সার মাথু হেসেল্‌টাইনের কর্ণগোচর কোর্‌বো না।

রাত্রি প্রায় নটা;—কাফিঘর থেকে বেরিয়ে, আমি হোটেলের দিকে চোল্লেম। লানোভারের সঙ্গে আমার যে সব কথা হল, পথে যেতে যেতে মনে মনে সেই সব কথাই আলোচনা কোত্তে লাগ্‌লেম;—মনে মনে খুসীও হোলেম। হঠাৎ দেখা হওয়াটা ভালই হয়েছে।—মনের ভিতর ভয়ানক সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহটা আজ ভঞ্জন হয়ে

গেল। লেডী কালিন্দীর শোচনীয় গুপ্তপ্রেমের কথা যাঁদের কাছে আমি সর্ব্বদা গোপন রাখ্‌তে ইচ্ছা করি, পরমশত্রু মাঝখানে থাক্‌লেও আজ পর্য্যন্ত তাঁদের কাছে অপ্রকাশ আছে, সেই আমার পরম সন্তোষ।

যে রাস্তায় হোটেল, সেই রাস্তায় পোড়্‌লেম। সরাসর রাস্তা ধোরে চোলেছি, বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, কারা আমার পাছু নিয়েছে। ভ্রম কি ঠিক,সেটুকু অনুভব কোত্তে পাল্লেম না;—কিন্তু, গতিকে বোধ হলো, কারা যেন সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে।—দুজন মানুষ। তফাতে তফাতে আস্‌ছে। যখন আমি একটা দোকানের জানালার কাছে একবার থাম্‌লেম, তারাও থাম্‌লো;—আবার আমি চোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম, তারাও সেই রকম তফাতে সঙ্গ নিলে। আমি আর একটা রাস্তা ধোল্লেম, তারাও ঠিক সেই রাস্তায় এলো। মনে কোল্লেম, মুখামুখি হয়ে দাঁড়াই;—তাদের মৎলবটা কি, জিজ্ঞাসা কোরে জানি। যেমন আমি পেছন ফিরে চেয়েছি, তৎক্ষণাৎ অম্‌নি একটা বাড়ীর দরজার পাশে তারা লুকিয়ে গেল। আমি মনে কোল্লেম, আমারি ভ্রম। ঐ রাস্তাতেই হয় ত তাদের বাড়ী, আমি যে পথে আস্‌ছি, তারাও সেই পথে আস্‌ছিল;—ঘরে এসে পৌঁছিল। আবার আমি চোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। যেমন আমি রাস্তার ধারে আর একটা অন্ধকার গলির মুখে মোড় ফিরে যাব, সহসা তৎক্ষণাৎ সবলে কারা আমারে ধোরে ফেল্লে;—ধাঁ কোরে একখানা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে ফেল্লে;—চার জন বলবান্ লোক সজোরে আমারে উঁচু কোরে তুলে, শূন্যে শূন্যে নিয়ে চোল্লো।—ভোঁ ভোঁ কোরে ছুট্‌লো।—বিস্তর ধস্তাধস্তি কোল্লেম, কিছুতেই ছাড়াতে পাল্লেম না। নিশ্চেষ্ট হয়ে পোড়্‌লেম।—সেই অন্ধকার গলির অপর মোড়ে একখানা ডাকগাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, দুর্জ্জনেরা আমারে সেই গাড়ীর ভিতর ঠেসে পুরে দিলে। গাড়ীর ঘোড়ারা গাড়ীশুদ্ধ আমারে নিয়ে, বাতাসের মত ছুট্‌তে লাগ্‌লো।

দ্বাবিংশ প্রসঙ্গ।

——oo——

নূতন বিপদ।

গাড়ী ছুটেছে।—দস্যুরা তিনজন লাফিয়ে লাফিয়ে গাড়ীর ভিতর উঠে বোস্‌লো। একটা লোক এক লাফে কোচবাক্সে উঠ্‌লো। বন্দীদশায় গাড়ীর ভিতর আমি শুন্‌তে পেলেম, একজন লোক খুব রেগে রেগে, গর্জ্জে গর্জ্জে, আমারে ধম্‌কাতে লাগ্‌লো; শাসাতে লাগ্‌লো;—সে কণ্ঠস্বর আমার ভাল চেনা। ডাকাতের দলের ইণ্টারপিটার ফিলিপোর সেই গভীর গর্জ্জন। ফিলিপো আমার কাণের কাছে গর্জ্জে গর্জ্জে বোল্লে,

"ধরেছি! ধরেছি!—কেমন এখন!—পালাবি আর? কে তোর রক্ষাকর্ত্তা এখন? এখন আর তোকে রক্ষা করা মানুষের সাধ্য নয়!—খবরদার! চেঁচাবি কি? খবরদার! চেঁচিয়েছিস্ কি মরেছিস্!"

আগে থাক্‌তেই আমি ভাব্‌ছিলেম, ডাকাতের হাতে পোড়েছি। বাস্তবিক আবার সেই দুর্জ্জয় ডাকাতের হাতে আমি বন্দী। সত্যকথা বোল্‌তে কি, ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌লো। আমার মুখে রুমাল বাঁধা;—কেবল মুখবাঁধা নয়, চক্ষু পর্য্যন্ত বাঁধা। যারা আমারে বন্দী কোল্লে, তাদের সকলের চেহারা কেমন, কিছুই আমি দেখতে পেলেম না। যদিও ঘোর অন্ধকার, স্পষ্ট কিছুই দেখা যেত না, তথাপি, চক্ষু খোলা থাক্‌লে, একটু একটু ছায়াও দেখ্‌তে পেতেম। চক্ষুবন্ধ;—কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না।—ফিলিপো সেই সময় আমার মুখের বাঁধন খুলে দিলে। দিলে বটে, তথাপি কিন্তু, ফিলিপোর তর্জ্জন গর্জ্জনে আমি একটীও উত্তর কোল্লেম না। কি কথাই বা বোল্‌বো?—দয়া-ভিক্ষা কোর্‌বো?—সে ভিক্ষা ত বৃথা,—নিষ্ফল,—বিড়ম্বনা। বরং, তারও চেয়ে আরো মন্দ কথা। বেশ জানি, ডাকাতেরা মর্ম্মে মর্ম্মে রেগে আছে। একবার আমি তাদের কবল থেকে পালিয়েছি;—আর একবার তাদের চক্ষে ধূলা দিয়ে ঠকিয়ে এসেছি;—এবার কি আর ছাড়ে?—কিছুতেই ছাড়্‌বে না। গাড়ীর জানালা দরজা সমস্তই বন্ধ। ফিলিপো আমার কপালের কাছে একটা যন্ত্র ধোরে, আবার গর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লো। যন্ত্রটা যেন টাণ্ডা ঠাণ্ডা আংটার মত বোধ হোতে লাগ্‌লো। গর্জ্জে গর্জ্জে ফিলিপো বোল্লে,—"যা বোলেছি, মনে আছে ত? যদি কথা কবি, এখনি তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিব;—না হয় ত, এই পিস্তলের বাঁট দিয়ে, তোর মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো কোরে ফেল্‌বো!"

আমি ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম,—"হাঁ, হাঁ,—তোমাকে আমি ভাল জানি। এ কাজটা হাঁসিল কর্‌বার জন্য তুমি অবশ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ;—বোধ হয়, এটা লানোভারের বিশ্বাসঘাতকতার ফল!"

সক্রোধে ফিলিপো বোল্লে,—"লানোভার? লানোভারের কথা কেন?—লানোভারের সঙ্গে কোন সংস্রবই নাই।"

ঐ পর্য্যন্তই ও কথা শেষ। একটু ভেবে আমি স্থির কোল্লেম, ফিলিপো যা বোল্লে, তাই সত্য।—লানোভার এর ভিতর নাই। লানোভারের চক্রে যদি এটা ঘোট্‌তো, তা হোলে তত কষ্ট কোরে কাফিঘরে লানোভার আমার কাছে যাবে কেন? অত কথাই বা বোল্‌বে কেন? সার্ মাথ হেসেলটাইনের কয়েদ হবার মূল লানোভার,—আমার মুখে যাতে সে কথা প্রকাশ না পায়, সেই চেষ্টায় আমার কাছে তত ব্যগ্রতাই বা জানাবে কেন?—হায় হায়!—কার চক্রে আমি বন্দী,—কার বিশ্বাসঘাতকতায় আমার এই দুর্গতি, সেটা জেনেই বা কি হবে? যার চক্রেই হোক, আমি এখন প্রাণসঙ্কট ফাঁদে পোড়েছি;—দয়া-মায়া-শূন্য ডাকাতের হাতে বন্দ হয়েছি!—বোধ হোচ্চে, আমার আসন্ন

কাল!—সেই ভয়ানক ভাবনায় আমি অধীর হয়ে পোড়্লেম। এইখানেই কি এরা আমারে মেরে ফেল্বে?—আড্ডাতেই কি ধোরে নিয়ে যাবে?—সমস্ত দলবলের সমক্ষে নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর যাতনা দিয়ে কি আমার প্রাণ বিনাশ কোর্বে?—অথবা কি, নগরের সীমাটা ছাড়িয়ে গিয়েই পথের মাঝখানে আমারে গুলি কোরে মার্বে? এটাও হোতে পারে,—ওটাও হোতে পারে! দুই মৎলবই সম্ভব!—মরণের জন্য আমি প্রস্তুত হোলেম। অন্তরে অন্তরের ভক্তির উচ্ছ্বাসে জগৎপিতার কাছে প্রার্থনা কোল্লেম। আনাবেলকে স্মরণ কোল্লেম,—আনাবেলেরও মঙ্গলপ্রার্থনা কোল্লেম।—অশ্রুপ্রবাহে গণ্ডস্থল প্লাবিত হলো।

চক্ষু-হস্তে নেত্রজল পরিমার্জ্জন কোল্লেম। গাড়ীর ভিতর যদিও ঘোর অন্ধকার, কেহই আমার চক্ষের জল দেখ্তে পেত না,—তথাপি আপনা আপনি কেমন লজ্জা হলো।—বিপদে আমি এত কাতর—এত অবসন্ন, মনে কোরেই কেমন লজ্জা হলো। যদিই প্রাণ যায়, নির্ভয়ে মর্বো;—প্রাণের জন্য এতই বা ভয় কি?—যখন আমি চক্ষের জল মার্জ্জন করি, মুখের কাছে হাত তুলেছিলেম, তাই দেখে গাড়ীর ভিতরের তিনজন ডাকাত সদম্ভে আস্ফালন কোরে উঠ্লো।—তৎক্ষণাৎ আবার আমার হাত চেপে ধোল্লে। গভীর গর্জ্জনে ফিলিপো কত কথাই বোল্লে,—প্রতিজ্ঞা কোল্লে, আবার যদি আমি ঐ রকমে নড়ি, যা বোলেছে তাই কোর্বে;—এখনি আমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিবে। আর দুজন ডাকাত তাদের মাতৃভাষায় বিড়্বিড়্ কোরে কি বোল্লে;—রেগে রেগে গর্জ্জন কোল্লে; কিন্তু তাদের কথা আমি বুঝ্তে পাল্লেম না।

গাড়ীখানা সহরের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সহরের পথে বরং লোকালয়ের একটু একটু আলো নজরে ঠেক্ছিল, বাহিরে কিছুমাত্র আলো দেখবার সম্ভাবনা থাক্লো না। সহরের পথে যদি চীৎকার কোত্তেম, কেহনা কেহ শুন্তে পেত;—বাহিরের পথে চীৎকার কোরে দমবন্ধ হোলেও কেহ শুন্বে না। সে বিষয়ে ডাকাতেরা এক রকম নিশ্চিন্ত হলো। গাড়ীর গবাক্ষের পাখী নামিয়ে দিলে;—হাওয়া চোল্‌তে লাগ্লো। গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটেছে।—রাত্রি অন্ধকার।—কিন্তু, মেঘশূন্য আকাশে উজ্জ্বল উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা প্রস্ফুটিত। আমি দেখ্লেম, গাড়ীখানা পিস্তোজার পথ ধোল্লে। বিজন পথ ছাড়িয়ে গেল। কোথাও কিন্তু থাম্লো না। গতিকে আমি বুঝ্লেম, পথে আমাকে মেরে ফেল্বে না;—আড্ডাতেই নিয়ে যাবে।—জীবনের কি কোন আশা আছে?—পাঠক মহাশয় অনুমান কোর্বেন, যদি কিছু থাকে, সে আশা কেবল আমার মনেই আছে। তখন আমার আশাস্থল কেবল একমাত্র এঞ্জিলো ভল্টেরা।—সে আশাকেও অন্তরে স্থান দিতে হৃদয়ে সংশয় আসে;—সংশয় আগে আসে। এ যাত্রা তিনি কি আমার রক্ষাকর্ত্তা হবেন?—আবার এই জীবনসঙ্কট বিপদে তিনি কি সহায় হয়ে দাঁড়াবেন?—ডাকাতেরা বার বার ঠকেছে।—এবারে কি বেশী সাবধান হবে না? চারদিকে আমারে ঘিরে থিরে কি দাঁড়াবে না?—কেমন কোরে রক্ষার উপায় হবে?

এ সঙ্কটে কেমন কোরেই বা তিনি আমার প্রাণ বাঁচাবেন?—আরো যেন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, দুর্জ্জয় দস্যুপতি মার্কো উবার্টির সম্মুখে হাজির কর্‌বামাত্রেই আমার প্রাণ-দণ্ড হবে;—কিছুমাত্র বিলম্ব কোর্‌বে না। তবে—তবে—আশা! কি সাহসে তোমারে আমি হৃদয়ে স্থান দান করি?

গাড়ী অবিশ্রান্ত ছুটেছে। বড় রাস্তা ছাড়িয়ে পোড়্‌লো।—ছোট ছোট শাখা-পথে ছুট্‌তে লাগ্‌লো। পথের মাঝে এক একখানা বাড়ী দেখ্‌তে পাচ্চি;—পেলেই বা কি হবে? চীৎকার কোরে ডাক্‌বো?—কারেই বা ডাক্‌বো?—কেই বা আস্‌বে? যদিও কেহ আসে, এসে উপস্থিত হবার কত আগেই গাড়ীখানা কতদূর পথ ছাড়িয়ে যাবে;—কতদূর এগিয়ে পোড়্‌বে।—তিন তিনজন ভয়ঙ্কর ডাকাত সর্ব্বপ্রকারে সশস্ত্র। একে সশস্ত্র,—তাতে মরিয়া;—লোক যদি সাহায্য কোত্তে আসে, অগ্রসর হোতেই বা পার্‌বে কেন? ডাকাতেরা তখনি ত আমার প্রাণ বিনাশ কোরে ফেল্‌বে।—না,—কোন উপায় নাই! আমার এ জীবন এখন ডাকাতের আয়ত্তাধীন;—সম্পূর্ণরূপেই এখন আমি ডাকাতের হাতের ভিতর।—ত্রিসংসারের রক্ষাকর্ত্তা যিনি, কেবল সেই সর্ব্বনিয়ন্তা কৃপাময়ের কৃপাতেই আমার জীবন রক্ষা হোতে পারে।—সে কৃপা ছাড়া, অন্য কোন উপায়েই আর আমার নিস্তার নাই!—যদি ঈশ্বর রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা হবে; নচেৎ নয়!—এঞ্জিলো ভল্‌টেরাকে উপলক্ষ কোরেই হোক, অথবা পার্থিব মানুষের দুর্ব্বোধ অপর কোন উপলক্ষেই হোক, সেই অনাথনাথ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ভিন্ন আমার জীবনরক্ষার অন্য উপায় আর কিছুই নাই।

বারো মাইল পথ অতিক্রান্ত। ছোট একটা বিজন পথের ধারে, ছোট একটা সরাই-খানার কাছে গাড়ীখানা একবার থাম্‌লো। ডাকাতেরা সেইখানে ঘোড়া বদল কোল্লে।—সরাইওয়ালা ডাকাতদের সব মদ এনে দিলে,—দেশভাষায় ডাকাতদের সঙ্গে ইয়ার্কি কোল্লে।—ভাবে আমি বুঝ্‌লেম, সরাইওয়ালার সঙ্গে ডাকাতদের বিলক্ষণ যোগ;—সেখানেও রক্ষার জন্য চীৎকার করা বিফল।

গাড়ী আবার চোল্লো।—আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা এপিনাইন-পর্ব্বত-পথে প্রবেশ কোল্লেম। পথের মুখেই আর একখানা সরাই।—ফিলিপো আমারে সেইখানে নাম্‌তে বোল্লে। আমি নাম্‌লেম। সে পথে গাড়ী আর চোল্‌বে না। ঘোড়ায় চোড়ে যেতে হবে। জিন বাঁধা বাঁধা ঘোড়া এনে হাজির কোল্লে। একটা ঘোড়ার উপর আমারে সওয়ার হোতে হুকুম দিলে। আমি সওয়ার হোলেম। একগাছা রশী দিয়ে ঘোড়ার পেটের সঙ্গে ডাকাতেরা আমার পা বেঁধে দিলে। প্রথমবার যখন আমারে মার্কো উবার্টির আড্ডায় ধোরে নিয়ে যায়, সেবারেও অমনি কোরে বেঁধেছিল। এবারের আড়ম্বর কিছু বেশী। আমার পার্শ্বে ঘোড়সওয়ার ফিলিপো। আমার বাঁধনদড়ীর আগাটা ফিলিপো খুব শক্ত কোরে ধোরে রইল। সেই অবস্থায় আমরা যেতে লাগ্‌লেম। অতদূর সাবধান হয়েও ফিলিপোর মন উঠ্‌লো না। শাসিয়ে শাসিয়ে সে আমারে

বোল্লে,—"পশ্চাতে আমার যে তিনজন সঙ্গী আস্‌ছে, তাদের হাতে পিস্তল আছে; সকল পিস্তলেই গুলিপোরা;—কোনরকমে যদি পালাবার চেষ্টা কর্‌বি, সেই মুহূর্ত্তেই তারা তোকে কুকুরের মত মেরে ফেল্‌বে!"

মনে মনে যে ভয় আমার হোচ্ছিল, ফিলিপোর শাসনায় সেই ভয় আরো বদ্ধমূল হয়ে উঠ্‌লো। আর আমি তাদের ফাঁকি দিতে না পারি, ডাকাতেরা সেবিষয়ে এককালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।—অশ্বারোহণে আমরা চোলেছি। আমার মুখে একটীও কথা নাই। ফিলিপো মাঝে মাঝে আমারে মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ কোচ্চে,—জোরে জোরে ধমক দিচ্চে,—অবনতমস্তকে আমি মৌন। পশ্চাতে তিনজন সঙ্গী ডাকাত পরস্পর আমোদের খোসগল্প কোচ্চে;—এক একবার গান গাইবার ধরণে মোটা গলায় সুর ভাঁজ্‌ছে। আমি ত তখন একপ্রকার জীবনে নিরাশ। প্রাণভয়ে মরিয়া হয়ে; মনে মনে পলায়ন কর্‌বার ফন্দী আঁট্‌চি।—পালাবার আশাভরসা নাই, তথাপি মন আমার নিশ্চেষ্ট নয়। পাঠকমহাশয় বুঝ্‌তে পেরেছেন, আমার ঘোড়া আর ফিলিপোর ঘোড়া পাশাপাশি চোলেছে। ফিলিপো আমার দড়ী ধোরে আছে। বাকী তিনজন ডাকাত পশ্চাতে। আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছে। কিন্তু পর্ব্বতপথে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ কোত্তে পাচ্চে না। পথটা গভীর অন্ধকার! মনে মনে আমি যে পন্থা অন্বেষণ কোচ্চি, সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। পালাবার চেষ্টা কোল্লে বিপদ আমার কোম্‌বে না। যা হয় হবে, তাতেই বা ভয় কি? ডাকাতের পিস্তলের গুলিতেই মরি, কিম্বা আড্ডায় পৌঁছে ফাঁসদড়ীতে ফাঁসীতেই মরি,—যে রকমেই হোক, মরণ একরকম অবধারিত। কথা কেবল যৎকিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ।

শীঘ্রই আমার সঙ্কল্প ঠিক হলো। চক্ষের পলক পোড়্‌তে বরং বিলম্ব হয়, আকাশের চপলা চমকিতে বরং বিলম্ব হয়,—আমার সঙ্কল্পসাধনে কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না। বাঁধন দড়ীগাছটা ধোরে, প্রাণপণ যত্নে খুব সজোরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান মাল্লেম; ফিলিপো তার হাতের কব্জীতে জড়িয়ে জড়িয়ে দড়ী গাছটা ধোরে ছিল, টানের ধমকে দড়ীগাছাটাই কেবল খুলে এলো, এমন নয়, ফিলিপোটাও ঘোড়ার উপর থেকে ধুপ্‌ কোরে পোড়ে গেল। খুব শক্ত পড়ন পোড়্‌লো।—যন্ত্রণার চীৎকারের সঙ্গে—"পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো" বোলে হুঙ্কার ছাড়্‌লে। আর পাক্‌ড়ো!—আমি ত ছুট! ঘূর্ণাবায়ুর মত ঘোড়া ছুটিয়ে, ভোঁ ভোঁ শব্দে দৌড়! গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম কোরে এক কালে তিনটে পিস্তলের আওয়াজ হলো। ফিলিপোর সঙ্গী তিন জন ডাকাত তাড়াতাড়ি পশ্চাৎ থেকে তাগ্‌ কোরে আমার দিকেই গুলি ছুড়্‌লে। সাঁ সাঁ কোরে আমার কাণের পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল,—ভাগ্যক্রমে গায়ে লাগ্‌লো না। পর্ব্বতের অন্ধকার পথে ঘোড়াকে চাবুক মেরে, যত দ্রুত পাল্লেম, তত দ্রুত ছুটিয়ে দিলেম। সে উদ্যম আমার কিছুই নয়, তা আমি জান্‌তেম;—তা আমি ভাব্‌লেম;—তা আমি বুঝ্‌লেম। তথাপি মরিয়া হয়ে ঘোড়া ছুট করালেম। জঙ্গলটা পার হয়ে যেতে যেতেই, সাম্‌নে

যদি গভীর খাল পড়ে, তা হোলে আমি তৎক্ষণাৎ অতল তলে তলিয়ে যাব! সম্মুখে যদি নদী পড়ে, বেগে আমি নদীর জলেই পোড়ে যাব!—বনের ধারে যদি প্রাচীর অথবা পাহাড় পড়ে, সজোরে ধাক্কা লেগে, আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব!—আমিও গুঁড়ো হব, আমার ঘোড়াও গুঁড়ো হবে! তত বিপদ জেনেও, সে বিপদে আমি পালাবার উদ্যম পরিত্যাগ কোল্লেম না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুট করাচ্চি,—পশ্চাতে এককালে বহু অশ্বের পদধ্বনি। আমি আরো বেগে সম্মুখ দিকে ঘোড়া ছুটালেম। অনুগামী ঘোড়াদের চেয়ে, আমার ঘোড়া বেশী দ্রুতগামী। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি এতদূর অগ্রসর হয়ে পোড়্‌লেম, অনুগামী ঘোড়ারা অনেক পশ্চাতে পোড়ে থাক্‌লো।—ধাবমান অশ্বের পদধ্বনিও আর শোনা গেল না।

সম্মুখ দিকে,—কিছু দূরে,—একটা মিট্‌মিটে আলো দেখা গেল। বুঝ্‌তে পাল্লেম, ঐখানেই অরণ্য শেষ। যতই অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম, পথের দুপাশের পাহাড় তখন ক্রমশই প্রশস্ত প্রশস্ত দেখাতে লাগ্‌লো।—পথের দুপাশের তরুলতারা পথের উপর ঝাঁপিয়ে পোড়েছিল, ফর্সা হয়ে এলো।—মাথার উপর আর ডালপালার আবরণ থাক্‌লো না।—জ্যোৎস্না উঠেছে।—বনের ধারে গিয়ে পৌঁছিলেম। সেখানে দুটো পথ।—কোন্ পথে যাই? চপলা যেমন ত্বরিতগামিনী, তেমনি ত্বরিত আমার মনে একটা ভাবের উদয় হলো। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রমণের একটু একটু আভাস আমার মনে আসতে লাগলো।—ডানদিকের পথে গেলে আবার সেই ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে পোড়্‌বো,—বামদিকের পথ ধোল্লেম। সমান দ্রুতগমনে ক্রমশই অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। জ্যোৎস্নার আলোতে পথ দেখা যাচ্চে;—বেশ নিরাপদে যেতে পার্‌বো, সেই ভরসা তখন পেয়েছি। আরো আধঘণ্টা ঘোড়া ছুটালেম। খানিকদূর গিয়ে, ঘোড়ার লাগাম একটু টেনে ধোল্লেম;—ক্ষণকাল থামালেম।—পায়ের বাঁধন দড়ীটা খুলে ফেল্লেম; পশ্চাতে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হোচ্চে কি না, কাণ পেতে শুন্‌লেম। কোন শব্দই পেলেম না। মনে কোল্লেম, নিরাপদ হয়েছি। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম। ঘোড়াও ক্লান্ত হয়েছিল; যত দ্রুত চালাচ্ছিলেম, তার চেয়ে একটু ধীরে ধীরে যেতে লাগ্‌লেম।

আরো এক ঘণ্টা অতীত।—সে এক ঘণ্টার পথেও কোন লোকালয় দেখ্‌তে পেলেম না। না গ্রাম,—না গঞ্জ,—না কুটীর,—কিছুই না;—একখানি জনশূন্য বাড়ী পর্য্যন্ত না। মনে কোল্লেম, তখনো পর্য্যন্ত আমি এপিনাইন পর্ব্বতের বিজন প্রান্তরে পোড়ে আছি। কোন্ পথে গেলে তস্কানরাজ্যে পুনঃ প্রবেশ কোর্ত্তে পার্‌বো, তখনো আমি সেটী অনুভব কোর্ত্তে পাল্লেম না। কদমে কদমে ঘোড়া চালাতে লাগ্‌লেম। ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, করি কি? কোন্ দিকে যাচ্চি, না জেনে না শুনে, সোজাই যদি চোলে যাই, মঙ্গল অমঙ্গল দুই-ই ঘোট্‌তে পারে। হয় ত ফের সেই দুর্দ্দান্ত ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে পোড়্‌তে পারি না হয় ত নিরাপদ স্থানে পৌঁছে, আশ্রয় পেলেও পেতে পারি;—প্রতিকূল

অনুকূল দুই-ই সম্ভব। একবার ভাবলেম, এইখানেই একটু বিশ্রাম কোরে, রাত্রিটুকু কাটাই;—আবার ভাবলেম, তা হোলেই বা কি হবে?—রাত্রিকালে যে পথ আমি ঠিক কোত্তে পাচ্চি না, প্রভাত হোলেই বা কি কোরে ঠিক কোর্‌বো? দিনমানে বরং আরো গোল;—আরো বিপদের আশঙ্কা।—রাত্রি থাক্‌তে থাক্‌তে প্রস্থান করাই বরং সুবিধা।—আবার অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম।—ঘোড়াকে ছুট করালেম না, ধীরে ধীরে যেতে লাগ্‌লেম। আধ ঘণ্টা পরে, দূরে আর একটা আলো দেখ্‌তে পেলেম।—নিষ্প্রভ মিট্‌মিটে আলো। মনে কোল্লেম, কোন গৃহস্থের বাড়ীর জানালা দিয়ে আলো আস্‌ছে। হয় ত কোন রাখালের কুটীর হবে;—হয় ত কোন গ্রামের প্রান্তভাগ হবে;—যাই হোক, যখন আলো আছে, তখন অবশ্যই লোকালয়।—আলো লক্ষ্য কোরেই যেতে লাগ্‌লেম। ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হোলেম। তখন বোধ হলো, আলোটা যেন একটা পাহাড়ের গায়ে জ্বল্‌ছে। আরো নিকটবর্ত্তী হোলেম। তখন বোধ হলো যেন, কোন গুপ্তনিবাসের ঐ আলো। পাহাড় কেটে কে যেন ঘর কোরেছে। প্রবেশের পথটা ঠিক সেই রকম;—স্বভাবজাত গিরিগুহার মত বোধ হলো না। সমভূমি থেকে সে স্থানটা ক্রমশই উচ্চ। সেই স্থানে আমি পৌঁছিলেম। দেখ্‌লেম, যা ভেবেছি তাই; পাহাড় কেটেই ঘর করেছে। ঘরের দরজার মত দরজা আছে;—কপাট দুখানা চৌচাপটে খোলা।

ঘোড়া থেকে নাম্‌লেন;—দরজার চৌকাটের কাছে অগ্রসর হোলেম;—গুহার ভিতর উঁকি মেরে দেখ্‌লেম। গুহাটা চারি দিকে প্রায় ষোল ফিট;—উচ্চে ছয় ফিট।—মধ্যস্থলে একটা অপরিষ্কার টেবিলের ধারে একজন মানুষ বোসে আছে;—সামনে একখানা কেতাব খোলা;—মানুষের চক্ষু সেই কেতাবের উপর অচঞ্চলে সমাকৃষ্ট। একটা মাটীর দীপাধারের উপর বাতি জ্বলছে;—মানুষটী তদ্গদচিত্তে পুস্তকপাঠে নিমগ্ন। তার হাতের কনুই সেই টেবিলের উপর বিন্যস্ত;—পাণিতল মস্তকসংলগ্ন; মুখখানা যেন আধ ঢাকা।—কি রকম মুখ, ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। সেই পর্ব্বতপ্রদেশে গরিব লোকেরা যে রকম সামান্য প্রকার কাপড় পরে, সে লোকটীর পোষাক সে রকম নয়।—গায়ে একটা ঢিলে আল্‌খাল্লা;—পরিধান কৃষ্ণবর্ণ প্যান্ন-জামা;—মাথায় ফরাসী টোপ। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সেই চেহারা আমি দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, বিজন পর্ব্বতাশ্রমে একজন নবীন তপস্বী!—কে সে?—সংসারের বাহ্য কোলাহল পরিহার কোরে, এ ব্যক্তি কি ধর্ম্মচিন্তার জন্য এ বিজন বনবাস আশ্রয় কোরেছে?—কোন ফৌজদারী অপরাধী কি বিচারের হাত এড়াবার মৎলবে, এই বিজন স্থানে লুকিয়ে আছে?—সংসারী লোকের পাপাচরণে বিরাগী হয়েই কি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ কোরে এসেছে?—গুহার ভিতর মুখ বাড়িয়ে দিলেম। ঘরের ভিতর যে সকল সামগ্রী আছে, চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম;—বিবেচনা কোল্লেম, তপস্বী নয়। দেয়ালের গায়ে শূকরমাংস ঝুল্‌ছে;—তাকের উপর আরো

অনেক রকম খাদ্যসামগ্রী সাজানো আছে;—এক কোণে একটা ঝুড়ি করা কতকগুলো বোতল।—সেগুলো যে কেবল জলের বোতল, এমন ত বোধ হলো না। সে সব হয় ত মদের বোতল। গুহার আর এক ধারে খাটের উপর একটী শয্যা;—একধারে একটা সিন্দুক;—সিন্দুকের ডালা খোলা।—নানা রকম কাপড়,—নানা রকম রুমাল, কতকগুলি পুস্তক সেই সিন্দুকের ভিতর দেখা যাচ্চে।

খানিকক্ষণ আমি গুহামুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। একদৃষ্টে লোকটীকেও দেখ্‌ছি, গুহাটীও ভাল কোরে দেখ্‌ছি।—লোকটী অটল;—নড়েও না, চড়েও না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মনের ভিতর যেন ভূতের ভয় এলো। মনে কোল্লেম, হয় ত মরা মানুষ! কেহ হয় ত কোন নিগূঢ় অভিপ্রায়ে, কিম্বা হয় ত কোন বিদ্রূপের মৎলবে, মরা মানুষকে ঠেকো দিয়ে বোসিয়ে রেখেছে!—লোকটা একটা ত্রিপদীর উপর বোসে আছে।—বার বার মনে কোচ্চি, মরা মানুষ। একটু পরেই সে সংশয় আমার দূর হলো। লোকটা একবার আস্তে আস্তে কেতাবের একখান পাতা উল্‌টালে। বাতির আলোটা সেই সময় সেই পাতার উপর নিক্ষিপ্ত হলো। তখন আমি দেখ্‌লেম, লোকটা যে পুস্তক পাঠ কোচ্চে, সেখানি ধর্ম্মপুস্তক;—বাইবেল। পাঠক যে হাতে সেই কেতাবের পাতা উল্‌টালে, সে হাতে কিছুই ধরা ছিল না। অপর হাতখানি সমভাবেই মস্তক ন্যস্ত। সেই হাতের ছায়াতেই মুখ ঢাকা। লোকটার অবয়ব দীর্ঘ;—গঠন কাহিল; ঘাড় গুঁজে বোসে আছে, কোন দিকেই দৃষ্টি নাই, পুস্তকপাঠেই চিত্ত নিমগ্ন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, লোকটা কি কালা?—আমি এলেম, ঘোড়ার পায়ের শব্দ হলো, গুহামুখে এসে আমি দাঁড়ালেম,—কিছুই কি শুন্‌তে পেলে না? ধর্ম্মপুস্তক পাঠে এতই কি নিবিষ্টচিত্ত? এই গভীর নিশীথসময়ে ধর্ম্মচিন্তায়,—ধর্ম্ম আলোচনায় এতই কি সংযত ভাব?—কোন দিকেই কি মন নাই? এক কালেই কি বাহজ্ঞান পরিশূন্য?

আর আমি চুপ কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না। ফ্রেঞ্চভাষায় মিনতি কোরে তারে বোল্লেম,—"যে কেহই তুমি হও, দয়া কোরে ক্ষণকালের জন্য আমারে আশ্রয় দিতে পার?—নিরাশ্রয়, বিপদাপন্ন, পথভ্রান্ত পথিক আমি।"

আমার কথা শুনেই লোকটা চোম্‌কে উঠলো। তখন আমি বিবেচনা কোল্লেম, লোকটা তবে কালা নয়।

"প্রবেশ কোত্তে পার;—আশ্রয় অবারিত।"—লোকটী আমার কথার উত্তর দিলে বটে, কিন্তু, মাথাও তুল্লে না, মাথা থেকে হাতখানাও সরালে না।—যে ভাবে বোসে ছিল, ঠিক সেই ভাবেই মাথা গুঁজে বোসে থাক্‌লো।—সেই ভাবে থেকেই, আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"আমি অতি হতভাগ্য! নানা কারণে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ কোরে, এই নির্জ্জনবাস আশ্রয় কোরেছি। সংসারে থেকে, মতিভ্রমে যে সকল পাপকর্ম্ম কোরেছি, দিবারাত্রি এখন সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।—স্বচ্ছন্দে তুমি গুহামধ্যে প্রবেশ

কর।—আহারসামগ্রী, পানীয় জল—সমস্তই প্রস্তুত পাবে। তোমার মত পথশ্রান্ত পথিকদের জন্য সমস্তই আমি প্রস্তুত কোরে রাখি। শয্যা আছে, স্বচ্ছন্দে শয়ন কোত্তে পার;—পাশের গুহায় ঘোড়া বেঁধে রাখ্‌তে পার;—কিছুই কষ্ট এখানে নাই;—কেবল তোমার কাছে আমার এই মাত্র মিনতি, চুপটী কোরে থেকো, কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না,—আমার ধর্ম্মালোচনায় বাধা দিও না।"

আমিও ফ্রেঞ্চভাষায় কথা কোয়েছিলেম, সন্ন্যাসীও ফরাসীভাষায় উত্তর দিলে। দিলে বটে; কিন্তু উচ্চারণে কিছু আড়্ আড়্ ঠেক্‌লো। ইংরেজের মুখে ফ্রেঞ্চকথা যেমন শুনায়, সেই রকম উচ্চারণ।—সন্ন্যাসী ফরাসী নয়, ইংরেজ; সেই সংশয় মনে দাঁড়ালো। কথা কইলে, অথচ হাত নাড়্‌লে না, মুখতুল্লে না,—আমার পানে চেয়েও দেখ্‌লে না।—ক্রমশই আমার সংশয় বাড়্‌তে লাগলো।—সংশয়ের আর এক প্রধান হেতু,—লোকটার কণ্ঠস্বর যেন আমার চেনা চেনা;—কোথায় যেন সে স্বর আমি শুনেছি, ঠিক এম্‌নি বোধ হলো।—এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধোরে, গুহামধ্যে আরো খানিকদূর অগ্রসর হোলেম;—নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম। সন্ন্যাসীর পিঠ চাপ্‌ড়ে, ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কি সেই দরচেষ্টার?—যদি আমার ভ্রম না হয়ে থাকে, তা হোলে আমি যেন ঠিক জান্‌তে পাচ্চি, এই এপিনাইন পর্ব্বতের অরণ্যমধ্যে মিষ্টার দরচেষ্টারকেই আমি দেখ্‌ছি!"

লোকটা তখন ধীরে ধীরে আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে। দেখেই আমি চিন্‌লেম, যে লোকটা দুবার দুবার জুয়াচুরী কোরে, আমরে ফাঁকিদিয়ে পালিয়েছিল,—সেই পাপাশয় পাদ্রি দরচেষ্টার। কতই যেন অনুতাপের স্বরে দরচেষ্টার বোল্লে,—"হাঁ গো! আমিই সেই হতভাগ্য পাপী!—তুমি বুঝি সেই জোসেফ উইলমট?"

পাপিষ্ঠের মুখখানা তখন যেন মহাবিষাদে মলিন হয়ে এলো।—চক্ষেও বিষাদকণা দেখা গেল।—বুঝ্‌লেম, যেন লজ্জা পেল্লে;—হাত দুখানা অঞ্জলিবদ্ধ কোল্লে;—হাতের উপর মাথা রাখ্‌লে;—হেঁট হয়ে থাক্‌লো।—একটী বিশাল বিষাদনিশ্বাস সেই সময় শুন্‌তে পেলেম। নির্ভয়ে বোল্লেম,—"দেখ দরচেষ্টার! সত্যই যদি তুমি অনুতাপী হয়ে থাকো,—সত্যই যদি তুমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে এই বিজন স্থানে এসে থাকো,—তা হোলে আমি তোমাকে একটীও কটু কথা বোল্‌বো না।"

আবার ধীরে ধীরে মুখতুলে,—আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে, ভণ্ড সন্ন্যাসী আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লে,—"অনুতাপী?—অনুতাপী জোসেফ?—সে কথা আবার তুমি জিজ্ঞাসা কোচ্চো?—কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে সত্য সত্যই যদি অন্তরে মতি না হবে, সত্যই যদি বিরাগ না জন্মাবে, তা হোলে কি মানুষ কখনো সংসারাশ্রম পরিত্যাগ কোরে, ইচ্ছাবশে বনবাসী হয়?"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"ফরাসীরাজ্যে তোমার সেই যে কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হয়েছিল, তার কি হলো?"

দরচেষ্টার উত্তর কোল্লে,—"আমার চরিত্র ভাল দেখে, তারা আমাকে মাপ কোরেছে। একবৎসর কয়েদ থাক্‌বার হুকুম হয়েছিল, অর্দ্ধেক ভোগ হোতে হোতেই ছয়মাস পরে তারা আমাকে খালাস দিয়েছে। কিন্তু জোসেফ! তুমি—যে লোকের হাতে তুমি কষ্ট—বঞ্চনা—তাকে কি তুমি সদয়ভাবে—"

"থাক্, থাক্—যথেষ্ট।"—বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম,—"যথেষ্ট,—যথেষ্ট।—আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, তুমি অনুতাপী। গত কথা যেতে দাও;—বিস্মৃতিগর্ভে গতকথা প্রোথিত থাকুক।"

"ওঃ! সাধু! সাধু!—সাধু জোসেফ উইলমট!—ওঃ তোমার অন্তঃকরণ এত সৎ! তোমার সঙ্গে আমি চাতুরী খেলেছিলেম!—দেখ জোসেফ! সদাসর্ব্বদাই তোমার কথা আমি ভাবি;—সদাসর্ব্বদাই তোমার কথা আমি মনে করি। সেই সব কথা মনে কোরে, যখন যখন আমার বেশী কষ্ট হয়েছে, তখনি আমি কেঁদেছি;—কতই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি।—ওঃ!—জোসেফ! তোমার সঙ্গে আমি বজ্জাতি খেলেছি; সেই কথা মনে কোরে, কতবার আমি বুকচাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে, অনুতাপের কান্না কেঁদেছি!"

দরচেষ্টারের কথা শুনে,—দরচেষ্টারের চক্ষু দেখে,—দরচেষ্টারের ব্যবহার দেখে, আমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হলো। উত্তর কোল্লেম,—"হাঁ দরচেষ্টার! দুবার দুবার তোমা হোতে আমার বিস্তর ক্ষতি হয়েছে;—বিস্তর কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি, তোমার মতি ফিরেছে;—এখন আর সে সব কথা মনে করি না। সে সব গত কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।"

দরচেষ্টার আমার হস্তধারণ কোল্লে। উভয় হস্তে আমার হস্ত পেষণ কোল্লে। শেষকালে ভগ্নস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!—জোসেফ! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!—তোমার মধুর বাক্যে আমার অন্তরাত্মা আজ কতদূর পরিতৃপ্ত হলো, তা হয় ত তুমি জান না;—তা হয় ত তুমি জান্‌তে পাচ্চো না। কিন্তু বল দেখি এখন, কেন তুমি এই ভয়ানক পর্ব্বতারণ্যে রাত্রিকালে একাকী পরিভ্রমণ কোচ্চো?"

"আগে আমি ঘোড়াটী বেঁধে রেখে আসি, তার পর আমারে কিছু খাবার দাও; তার পর আমি তোমাকে সব কথা খোলসা কোরে বোল্‌ছি।"

দরচেষ্টার বোল্লে,—"কেবল তোমার জন্যেই আমি পুঁথি ছেড়ে উঠ্‌ছি। আর কেহ হোলে এসময় আমি কখনই উঠ্‌তেম না। সমস্ত রজনী আমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করি। পূর্ব্বাকাশে যখন প্রভাতী সূর্য্যের উদয় হয়, তখন আমি গাত্রোত্থান করি। ধর্ম্মচিন্তার সময় কোন কার্য্যই আমি করি না। আর কেহ হোলে কখনই আমি উঠ্‌তেম না; কিন্তু, তোমার কথা,—তোমার কথা স্বতন্ত্র!"

দরচেষ্টার উঠে দাঁড়ালো;—একটী লাণ্ঠন জ্বেলে হাতে কোরে নিলে;—আমারে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আগে আগে চোল্লো। তার আবাসগুহার প্রায় চল্লিশ হস্তদূরে

আর একটী গুহা;—সেটীও ঐরকমে পাহাড় কেটে প্রস্তুত করা। সেটী আয়তনে কিছু বড়;—কিন্তু দরজা নাই। সেই গুহার এক পাশে কতকগুলো শুষ্ক ঘাস কাঁড়ি করা। আমার ঘোড়ার খোরাকের সুবিধা দেখে, সন্তুষ্ট হোলেম। নিকটে একটী ছোট নদী। দরচেষ্টার সেই নদী থেকে এক বাল্‌তি জল নিয়ে এলো। ঘোড়াকে জল দেওয়া হলো। সন্ন্যাসী সেই গুহামুখে একখানা কাঠ চাপা দিয়ে দিলে। ঘোড়া বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌বে না, সেই রকমেই দরজা বন্ধ কোল্লে।

সন্ন্যাসীর আবাসগুহায় ফিরে এলেম। দরচেষ্টার ব্যস্ত হয়ে সেই টেবিলের উপর আমার জন্য খাদ্যসামগ্রী সাজাতে লাগ্‌লো;—আমি পরিতোষরূপে আহার কোল্লেম। শেষকালে জল মিশিয়ে একটু সরাপও খেলেম। যতক্ষণ আহার কোল্লেম, দরচেষ্টার ততক্ষণ আমাকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লে না। সেই অদ্ভুত পর্ব্বতনিবাসে সেরকম সযত্ন অতিথিসৎকার দেখে, তার প্রতি আমার কিছু ভক্তির উদয় হলো। গত কথা ভুলে যাব, পূর্ব্বেই বোলেছি;—সেটা কিছু কেবলমাত্র শূন্য শিষ্টাচার নয়,—মৌখিক আড়ম্বর নয়; বাস্তবিক তখন আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতারসের সঞ্চার হলো।

আমার আহার সমাপ্ত হবার পর, দরচেষ্টার বোল্লে,—"দেখ প্রিয়বন্ধু!—আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমার বন্ধু।—মিনতি করি, বল এখন, এ গভীর রাত্রে এপিনাইন পর্ব্বতারণ্যে তুমি এমন কোরে ভ্রমণ কোচ্চো কিসের জন্য?"

সচকিতে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে ভুলেছি; তুমি আগে বলদেখি, এখান থেকে মার্কো উবার্টির ডাকাতের আড্ডা কতদূর?"

"কি!—কি!—সেই ভয়ঙ্কর ডাকাত?"—দরচেষ্টার যেন সত্যসত্যই চোম্‌কে উঠে, সবিস্ময়ে ঐ কথা বোলে উঠ্‌লো। তারপর আস্তে আস্তে কথা আরম্ভ কোল্লে;—চুপি চুপি যেন কাণে কাণে পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌লো।—গিরিগুহার ভিত্তিরও যেন কাণ আছে, পাছে শোনে, সেই রকম আস্তে আস্তে কথা।—খুব চুপি চুপি দরচেষ্টার তখন আমারে বোল্লে;—"ওটাও আমার এক ব্রত।—অন্ধকারে পথভ্রান্ত হয়ে, যে সকল পথিক এই পর্ব্বতারণ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, পাছে তারা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে, সেই ডাকাতের আড্‌ডায় গিয়ে পড়ে, নজরে পোড়্‌লে—এদিকে এলে—তাদের আমি সাবধান কোরে দিই; গুহামধ্যে আশ্রয় দিই;—যথাসাধ্য নিরাপদে রাখি।—কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোচ্চি, যে প্রকারে পথিক লোকের কিছু উপকার কোত্তে পারি,—এই তোমাকে যেমন আশ্রয় দিলেম,—সর্ব্বদাই এইরকম চেষ্টা করি।—এটাও আমার এক ব্রত।"

"তবে তুমি যথার্থই মনুষ্যত্বের কাজ দেখাচ্চো;—যথার্থই সাধু হয়েছ;—কিন্তু, কৈ?—আমার প্রশ্নের ত উত্তর——"

"আঃ!—ভুলে গেছি!"—ঐরূপ ভূমিকা কোরে, একদিকে হাত বাড়িয়ে, ভণ্ড সন্ন্যাসী বোল্লে,—"ঐ দিকে প্রায় বারো মাইল দূরে ডাকাতের আড্ডা।—ঐ দিকে, প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে পিস্তোজা সহর।"

আমি বোল্লেম,—"তত্ত্বটী জান্‌বার আমার বিশেষ আবশ্যক। কেন না, আজ রাত্রে আমি ডাকাতদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি;—তারা আমারে জোর কোরে ফ্লোরেন্স থেকে ধোরে এনেছিল!"

যেন কতই কাতর হয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, দরচেষ্টার বোল্লে,—"আহা! তবে ত তুমি ভারি কষ্ট পেয়েছ!—ভাগ্যক্রমে ঈশ্বরেচ্ছায় এখানে উপস্থিত হয়েছ, এতে কোরে আমি পরম সন্তুষ্ট হোলেম।"

কেন জানি না, সেই সময় আমার মনে কেমন একপ্রকার অস্ফুট, অপ্রকাশ্য, গোল মেলে সংশয় উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো। সটান তীব্রদৃষ্টিতে দরচেষ্টারের মুখের দিকে চেয়ে আমি বোল্লেম,—"ধর্ম্মপুস্তক পাঠে তুমি যেরূপ নিমগ্ন ছিলে, আমি উপস্থিত হওয়াতে তোমার সেই মহামূল্য সময় অনেকটা—"

শেষটুকু না শুনেই, বাধা দিয়ে দরচেষ্টার বোল্লে,—"তাতে আর হয়েছে কি? আমি না হয় একঘণ্টা দেরিতেই শয়ন কোর্‌বো;—তাতে আর বাধাটা কি?—তুমি ততক্ষণ শয়ন কর গে। আমার ঐ শয্যা আছে,—ক্লান্ত আছ,—ঐ শয্যাতে শয়ন কোরে বিশ্রাম কর।"

দরচেষ্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম,—"আর বিশ্রামের প্রয়োজন নাই। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম হয়েছে;—ঘোড়াও জিরিয়েছে;—কোন্ পথে পিস্তোজা সহর, তাও জান্‌তে পাল্লেম, এখন আমি যেতে পার্‌বো। আর এখানে দেরি কোর্‌বো না।"

"আচ্ছা, যা তোমার ইচ্ছা।—কিন্তু, যদি তুমি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এখানে বিশ্রাম কোত্তে চাও, তা হোলে, সকালে আমি দু-তিন মাইল পথ তোমাকে সঙ্গে কোরে এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারি। যে পর্য্যন্ত আমি যাব, সেখান থেকে পিস্তোজার ঠিক পথ চিনে নিতে তোমার কিছুমাত্র ভ্রম হবে না।"

আমি একটু চিন্তা কোল্লেম।—সত্যই কি এ লোকটা অনুতাপী তপস্বী?—অথবা কেবল নূতন এক রকম ভণ্ডামির ছলনা?—বোধ হয়, ভণ্ডামীই হবে। তখন আমি বিবেচনা কর্‌বার অবসর পেয়েছি।—প্রথমেই তারে এপিনাইন গিরিকন্দরে সমাধিস্থ দেখে, হঠাৎ আমার যে বিস্ময়বোধ হয়েছিল, সে বিস্ময়ভাব তখন আর নাই। মুখে বোল্লে, পরের উপকার করে,—পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখায়,—সযত্নে অতিথি সেবা করে,—দিবারাত্রি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে;—শুনেছি সব, কিন্তু একেবারেই বিশ্বাস করি নাই;—তঁতদূর আশু-প্রত্যয়ীও আমি নই। আচ্ছা, এখনো যদি জুয়াচুরী মৎলব থাকে, বনের ভিতর সন্ন্যাসী সেজে কি রকম জুয়াচুরীর মৎলব আঁট্‌চে? এখানে কি রকম জুয়াচুরীর সম্ভাবনাই বা আছে?—কেবল নিজেই কি জুয়াচুরী কর্‌বার ফাঁদ পেতেছে?—অথবা নিকটে আরো সহকারী সঙ্গী লুক্কায়িত আছে?—ফল কথা, প্রভাত পর্য্যন্ত এখানে থাকা উচিত কি না?—অথবা অবিলম্বে এখান থেকে প্রস্থান করাই বিবেচনাসিদ্ধ কি না?—এখনি যদি প্রস্থান করি, তা হোলে, এ লোকটা

কি পথে আমারে কোন নূতন ফাঁদে জড়িয়ে ফেল্‌বে?—ফাঁদে ফেলবার জন্য কি আর কোন প্রকার দুষ্ট কৌশলজাল বিস্তার কোর্‌বে?

আবার আমি তার মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম। গতিকে বোধ হলো, সে যেন তখনি তখনি আমার দিক থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। একটু আগে যেন কুটিল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ছিল। তখন আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, তখনো সে লোকটা বদ্‌মাস;—তখনো ছদ্মবেশী ভণ্ড।—আর একটা কথা আমার মনে পোড়্‌লো। মানুষ কখনও ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনায় অতদূর নিশ্চেষ্ট,—অতদূর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হোতে পারে না;—থাক্‌তেই পারে না।—পথিক লোক আসে,—কাছে দাঁড়ায়,—শব্দ করে কিছুই কি জান্‌তে পারে না?—কিছুই কি শুনতে পায় না?—কিছুই কি গ্রাহ্য করে, না?—অসম্ভব!—নিতান্তই অসঙ্গত! দিবারাত্রি জড়ভাব সজীব মানুষের পক্ষে একান্তই স্বভাববিরুদ্ধ। প্রথমে যখন আমি কথা কইলেম, তখন ত বেশ দেখ্‌লেম, চোম্‌কে উঠ্‌লো।—অতক্ষণের পর চোম্‌কে উঠ্‌লো কেন?—আমার কণ্ঠস্বর শুন্‌লে,—পরিচিত স্বর বুঝ্‌তে পাল্লে,—কে আমি, তা চিন্তেও পাল্লে,—আদর কোরে ডাক্‌লে,—সুদীর্ঘ বক্তৃতা কোল্লে,—উপাসনার বাধা না জন্মাই, সে জন্য সাবধান কোরে দিলে;—সমস্তই ভণ্ডামী সন্দেহ নাই। যাতে আমি অসাবধান থাকি, কথাবার্ত্তা না কই, সে দিকে চেয়েও না দেখি,—সেইটাই বোধ হয় মৎলব ছিল। আমার কণ্ঠস্বর যেন তার চেনা নয়, সত্য সত্যই আমি যেন বিদেশী অপরিচিত পথিক, তাই ভেবে আমি নিশ্চিন্ত থাকি, সেই মৎলবেই বোধ হয় ও রকম খেলা খেলেছে।

আগাগোড়া এই সব কথা আলোচনা কোরে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ কোরে, তখন আমার নিশ্চয় বিশ্বাস দাঁড়ালো,—ভয়ানক বদ্‌মাস!—দুষ্ট মৎলব ঢাকা দিবার মৎলবে ভণ্ডামির মুখোস মুখে দিয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর লোককে বিশ্বাস করা উচিত নয়;—এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। লোকটার প্রতি আমার যে সংশয় দাঁড়িয়েছে, আদৌ সেটী জান্‌তে দেওয়া হবে না। লোকটা ভারি চতুর;—ভারি ধড়ীবাজ!—আমার মনের অক্ষর পাঠ কোরে, আপনা হোতেই যদি কিছু বুঝ্‌তে পেরে থাকে,—বুঝুক; তাতে আর আমি কি কোত্তে পারি?—অবিলম্বে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ।

ভেবে চিন্তে আমি বোল্লেম,—"দরচেষ্টার! তুমি আমায় শয্যা দিতে চাইলে, প্রভাতে সঙ্গে কোরে এগিয়ে দিতে চাইলে,—সে জন্য ধন্যবাদ!—আমি কিন্তু এখানে আর দেরি কোত্তে পাচ্চি না;—এখনি আমি প্রস্থান কোর্‌বো।"

"আচ্ছা তাই কর।"—এমনি শান্তদৃষ্টিতে, এমনি সরলভাবে দরচেষ্টার বোল্লে, "তাই কর"—তা দেখে আমি ভিতরে ভিতরে চোম্‌কে উঠ্‌লেম। ভাবভঙ্গীতে বোধ হলো, লোকটার যেন কোন কপটতাই নাই,—কতই যেন নির্দ্দোষী;—সত্যই যেন অনুতাপী। মনে কোল্লেম, তবে ত সন্দেহ কোরে ভাল করি নাই।

ভাব্‌ছি, দরচেষ্টার আবার বোল্লে,—"তবে তোমার টুপীটী তুলে লও;—আর ঐ

শিশিতে মদ আছে, পকেটে করে নিয়ে যাও। এখনো রাত্রি আছে,—ঘোড়সওয়ার হয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌বে,—একটু একটু খেও, শরীর বেশ তাজা হবে!”

এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে দরচেষ্টার আবার লাণ্ঠন জাল্‌লে।—আমি যে তখন কি বোল্‌বো, তখনো পর্য্যন্ত অনিশ্চিত। লোকটা যদি সরলভাবে সব কথা বোলে থাকে, মদের শিশি গ্রহণ কোর্‌বো না বোলে তার মনে ব্যথা দিতে আমার ইচ্ছা হলো না.; শিশিটা পকেটে রাখ্‌লেম।;—বিছানার উপর টুপী রেখেছিলেম, টুপীটা গ্রহণ কর্‌বার জন্য বিছানার দিকে মুখ ফিরালেম;—হাত বাড়ালেম। ফিরে চেয়ে দেখি, দরচেষ্টার গুহা থেকে বেরিয়ে যাচ্চে;—ঘরের ভিতর আমারে বন্দী কোরে, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কোচ্চে! আমি লাফ দিয়ে সম্মুখে পোড়্‌লেম। কিছুই ফল হলো না। ঝন্ ঝন্ শব্দে কপাট বন্ধ হয়ে গেল! বাহির দিকে প্রকাণ্ড অর্গলবদ্ধ হলো, শব্দ পেলেম। শরীরে আমার যত শক্তি, একত্র কোরে দরজায় ধাক্কা মাত্তে লাগ্‌লেম। পাহাড়ের নিরেট প্রাচীরটা পর্য্যন্ত ভেঙে ফেলি,—মরিয়া হোয়ে যেন তেমনি চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেম। কারাগারের যেমন বজ্রসম শক্ত কপাট,—দুরাচার ভণ্ডতপস্বীর গুহাদ্বারের কপাট জোড়াটাও সেই রকম বজ্রসম কঠিন।—কিছুই কোত্তে পাল্লেম না। তত বড় জোর জোর আঘাতে একটু কাঁপ্‌লোও না।

তথাপি আমি ক্ষান্ত হোলেম না। যে কোন গতিকে পারি, বাহির হবার পথ কোর্‌বো, পুনঃ পুন সেই চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেম। মাটীর আধারের উপর তখনো বাতি জল্‌ছিল।—বাতিটা আমি তাকের উপর রাখ্‌লেম;—টেবিলটা তুলে হাতুড়ী কোল্লেম;—সজোরে দরজার গায়ে আঘাত কোত্তে লাগ্‌লেম। টেবিলটাও খুব ভারি; কেবল প্রকাণ্ড একটা কাষ্ঠপিণ্ড। সূত্রধরের শিল্প-নৈপুণ্য তাতে কিছুই ছিল না। সেই টেবিলের আঘাতে কপাট জোড়াটা আমি কাঁপালেম। কেবল কাঁপালেম, এই পর্য্যন্ত; আস্তে আস্তে একটু কাঁপ্‌লো, এই পর্য্যন্ত;—তা ছাড়া আর কিছুই হলো না। ঘা মেরে ঘা মেরে ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌লেম;—প্রায় দম বন্ধ হয়ে গেল;—সমস্তই বৃথা! অবশেষে হতাশ হয়ে আমি বোসে পোড়্‌লেম। কি যে কপালে আছে, তখন কেবল সেই ভাবনায় অধীর হোলেম।

দরচেষ্টার কি এখন মার্কো উবার্টির দলে মিশেছে?—ঠিক ঠিক!—তাই-ই হয় ত হবে। সেই জন্যই সে আমারে বোলেছিল,—পথভ্রান্ত পথিকেরা পাছে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে, ডাকাতের আড্ডায় বিপদগ্রস্ত হয়, সেই অভিপ্রায়ে আশ্রয় দিয়ে থাকে!—সেই জন্যই কি বোলেছিল, পথিকলোককে নিরাপদ করাই তার ব্রত?—এই কি সেই ভণ্ড পাপিষ্ঠের ভণ্ডব্রত? বেশ আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, তা ত নয়;—পথিকলোককে ডাকাতের আড্ডায় ধরিয়ে দেওয়াই তার প্রধান ব্রত!—হাঁ,—সেই ব্রতই ঐ ভণ্ডতপস্বীর অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত! আত্মগ্লানিতে কাতর হয়ে, বিস্তর আত্মভৎর্সনা কোল্লে।—ডাকাতের হাত থেকে আমি পালিয়ে এসেছি,—কেন আমি দুরাত্মাকে সেই সাংঘাতিক কথা

বোলেছিলেম ?—সেই কথা যদি আমি না বোল্‌তেম, তা হোলে হয় ত সে আমারে দুরন্ত সিংহগুহায় পাঠাবার জন্য অত ব্যস্ত হতো না।—তা হোলে হয় ত সে আমারে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই যেতে দিত। কিন্তু, পাপিষ্ঠ যখন এ কথা জেনেছে, ডাকাতেরা আমারে ফ্লোরেন্স থেকে ধোরে এনেছে,—আমার নিজমুখেই এ কথা যখন শুনেছে,—এমন অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে,—তখন দেখ্‌ছি আর আমার নিস্তার নাই। পাপাত্মা, ধড়ীবাজ, জুয়াচোর, নিশ্চয়ই ডাকাত;—নিশ্চয়ই আমারে ডাকাতের হাতে ধরিয়ে দিবে;—দিবেই দিবে। যাদের হাত থেকে আমি পালিয়েছি, তাদের হাতেই সঁপে দিবে!—নিশ্চয়ই ডাকাতের দলের সঙ্গে যোগ কোরেছে! সে অনুমানটাও যদি আমার ভুল হয়, তথাপি আমি নিরাপদ নই। দুরাত্মা নিজেই হয় ত আর কোন রকমে আমারে বিপদে ফেল্‌বে। তাই যদি হয়,—সেটাই বা তবে কি রকম বিপদ ?—কি রকম অদ্ভুত ফ্যাঁসাতের মুখে সে আমারে নিক্ষেপ কোর্‌বে ?

হায়! হায়! এক বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে, আর এক নূতন বিপদ্ জালে জড়িয়ে পোড়্‌লেম!—মার্কো উবার্টির দলের সঙ্গে যোগ কোরেই হোক, অথবা অন্য কোন বদ্‌মাসের দলে মিশেই হোক, পাপিষ্ঠ দরচেষ্টার নিশ্চয়ই আমারে বিপদে ফেল্‌বে! এপিনাইন-পর্ব্বতের গুহামধ্যে এই রকম নিরাশ্রয় অবস্থাতেই কি আমার প্রাণ যাবে ?—ওঃ! সহজে ত আমি প্রাণ দিব না!—যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! মরণকাল পর্য্যন্ত প্রাণপণে আমি লড়াই কোর্‌বো।—ক্লান্ত হয়ে বোসে পোড়েছিলেম, আবার আসন থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেম;—গুহামধ্যে অস্ত্র অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম।—দরচেষ্টারের সিন্দুকটা উল্‌টে ফেল্লেম।—ভিতরে যা যা ছিল, পাতি পাতি কোরে খুঁজলেম;—কোনরকম অস্ত্রই পাওয়া গেল না।—তাকের উপর একখানা ছুরী পেলেম।—ব্যগ্রহস্তে খুব ক্রোসে সেই ছুরীখানা বাগিয়ে ধোল্লেম।—গিরিগুহার প্রত্যেক রন্ধ্রকেন্দ্রে আবার তন্ন তন্ন কোরে অন্বেষণ কোল্লেম।—যদি একটা পিস্তল কিম্বা একখানা তরোয়াল পাই;—বিস্তর অন্বেষণ কোল্লেম;—কিছুই পাওয়া গেল না। আবার সেই সিন্দুকের কাছে গেলেম;—কাপড়ের ভিতর যদি কোন অস্ত্র লুকানো থাকে, উল্‌টে পাল্‌টে খুঁজ্‌লেম।—কিছুই না;—কিছুই না;—কিছুই পেলেম না। কেবল ঐ ছুরীখানিমাত্র ভরসা।

সিন্দুকের কাপড়গুলো যখন আমি ঝাড়া দিই, তখন সেই কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা ছাপার কাগজ সোরে পোড়্‌লো। কাগজখানা আমি কুড়িয়ে নিলেম। যদিও মনের অবস্থা তখন আমার ভাল নয়,—যদিও আমি তখন বিপদাপন্ন বন্দী, তথাপি সেখানা পোড়ে দেখ্‌বার জন্য আমার কৌতূহল জন্মালো। দেখ্‌লেম, একখানা হ্যাণ্ডবিল।—কয়েদী দরচেষ্টার প্যারিসের কারাগার থেকে পালিয়েছে,—সেই হ্যাণ্ডবিলে তার গ্রেপ্তারির জন্য পুরস্কার ঘোষণা ছাপা। পালিয়েছে প্রায় ছমাস; ঘোষণাপত্রে পলাতকের চেহারা লেখা আছে।—আঃ!—পাপিষ্ঠ নরাধম! এই তোর

সন্ন্যাসধর্ম্ম ?—এই তোর পরোপকারব্রত ? আবার একটা মিথ্যা প্রবঞ্চনা ধরা পোড়্লো। স্পষ্ট-পরিচয় দিলে, সচ্চরিত্র দেখে কারাগারে তার দণ্ড ক্ষমা হয়েছে ;—ফলে দাঁড়ালো কারাগার থেকে পলায়ন! লোকটা ছদ্মবেশ ধারণ কোত্তে খুব পটু! নিজেই আমি তার পটুতায় ভুক্তভোগী আছি। আবার কোন দুষ্টমৎলবে, নূতন ছদ্মবেশে, এই বনবাস আশ্রয় কোরেছে। গ্রেপ্তারির ঘোষণাখানা কোন গতিকে তার হস্তগত হয়েছে ; কি মতলবে হয় ত সঙ্গে সঙ্গেই রেখেছে।

ছোট কথা।—নিজে আমি তখন যে বিপদে পড়েছি, তার সঙ্গে তুলনা কোত্তে গেলে, ধড়ীবাজের ও রকম ধড়ীবাজীর প্রমাণগুলো বাস্তবিক অতি তুচ্ছকথা। আবার আমি গুহামধ্যে অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। জানালা ছিল না ;—নিরেট পাহাড় কেটে গর্ত্ত করা, ঠাঁই ঠাঁই তিনটী ছিদ্র আছে ;—ছিদ্রগুলি সাধারণ কমলা-লেবুর চেয়ে বড় নয় ;—কেবল সেই সম্মুখের দরজা দিয়েই বায়ু সঞ্চালিত হয়। তেমন ভয়ঙ্কর স্থান থেকে পলায়ন করা একান্তই অসম্ভব। তবু আমি বারবার সেই দরজার উপর মরিয়া হয়ে আঘাত কোত্তে লাগ্‌লেম। যতবার চেষ্টা করি, ততবারই বিফল।

আবার আমি বোসে পোড়্লেম। যার পর নাই পরিশ্রান্ত হোলেম। সঙ্কট ভাবনা ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। দরচেষ্টার যদি আর ফিরে না আসে,—দারুণ আক্রোশে এখানে যদি সে আমারে জীবন্তই গোর দিয়ে গিয়ে থাকে,—পথে যদি সে লোকটা মরেই যায়,—ওঃ! তা হোলে কি হবে ?—তেমন তেমন ঘটনা যদি হয়, অনাহারেই এই গিরি-গুহায় আমার প্রাণ যাবে!—যা যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী এখানে আছে, দু-একদিনের মধ্যেই ত ফুরিয়ে যাবে,—তখন আমি কি কোরে বাঁচ্‌বো ?—ভয়ঙ্করী চিন্তা!—সেই চিন্তায় আমার কণ্ঠশুষ্ক হলো।—শরীরের শিরায় শিরায় আমি কম্পিত হোলেম। পিপাসায় অন্তর্দাহ হোতে লাগ্‌লো।—গুহামধ্যে যে জলাধারে জল ছিল, একনিশ্বাসে সব জল আমি খেয়ে ফেল্লেম। আরো কোথাও জল আছে কি না, অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম ;—গুহার ভিতর কোথাও আর একবিন্দুও জল পেলেম না। তখন ভাব্‌লেম, ইচ্ছা কোরেই দরচেষ্টার যদি আমারে এখানে জন্মের মতন কয়েদ কোরে থাকে, কিম্বা যদি দৈবগতিকেই পথে তার প্রাণ যায়, তা হোলে ত এ অবস্থায় একদিনেই আমার প্রাণ যেতে পারে!—হায় হায়!—কি কোল্লেম!—কেন এলাম!—খাদ্যসামগ্রী শেষ হোতে না হোতে, জলপিপাসায় অচিরেই আমি মারা যাব!

সেই সঙ্কটসময়ে যতপ্রকার দুশ্চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদয় হয়েছিল, এখন আর সে সব মনে পড়ে না। শরীর শক্তিশূন্য হয়েছিল ;—তখনো একবার যথাশক্তি দরজায় আঘাত কোল্লেম।—বারবার শেষ বার!—কিছুতেই কিছু হলো না! গুহার ভিতরের বদ্ধবায়ু আমারে নিতান্ত অবসন্ন কোরে ফেল্লে ;—কিছুতেই যেন দম রাখ্‌তে পারি না। বোধ হলো যেন, আমারে শবাধারে পূরেছে!—একটু আগে বোধ হচ্ছিল, সিন্দুকটা যেন বড় ;—কিন্তু, তারপর যেন বোধ হলো ডালা, তলা, পাশ,

ক্রমশই ছোট হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো ;—ক্রমশই যেন আমারে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ কোরে ফেল্লে! —আমি উপস্থিতবুদ্ধি হারালেম ;—ভোঁ ভোঁ কোরে যেন মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো ;—কে যেন আমার মুখচেপে ধোল্লে ;—বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে এলো ;—তা যদি না হতো, গুহার ভিতর থেকেই আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌তেম।

চীৎকার কোত্তে পাল্লেম না। মনে মনে ডাক্‌লেম,—"আনাবেল!—আনাবেল! আহা! তোমারে কারাগার থেকে মুক্ত কোরে, আমি এখন নিজেই তার চেয়ে মহা-বিপদে নিপতিত হয়েছি! আমিও এখন ভীষণ স্থানের কারাগারে বন্দী!—নির্ঘাত যাত-নায় প্রাণান্ত ভিন্ন এ কারাযন্ত্রণার অন্ত হবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই!"

কেন এমন হোলেম?—সঙ্কটকে মহাসঙ্কট ভাবনা কোরে, কেন এমন হতাশ হই? মনে মনে বড়ই লজ্জা হলো।—সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, অন্যপ্রকার অনুকূল চিন্তাকে সহচরী কোল্লেম। কতবার আমি কত কত ভয়ানক ভয়ানক মহাবিপদে নিপতিত হয়েছি,—সমস্ত বিপদেই আমি নিরাপদে উদ্ধার হয়েছি ;—পরমেশ্বর রক্ষা কোরেছেন। বিপদ হবে, রবে না,—জগৎপিতার ইচ্ছাই তাই।—তবে কেন এবারে আমার বিঘোরে প্রাণ যাবে?—তবে কেন সেই রক্ষাময় এবারেও আমার রক্ষার উপায় কোরে দিবেন না?

জানু পেতে বোস্‌লেম ;—সেই বিপত্তারণ সর্ব্বেশ্বরের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা কোল্লেম।—শরীরে যেন নূতন শক্তির আবির্ভাব হলো!

আধ ঘণ্টা অতিক্রান্ত।—আধঘণ্টা হলো দরচেষ্টার আমারে সেই বিজন গুহায় কয়েদ কোরে রেখে গেছে।—বাতিটাও প্রায় নিবু নিবু হয়ে এসেছে ;—সেখানে আর বাতি আছে কি না, তত্ত্ব কোল্লেম, পেলেম না।—ছিল না। ঘোর অন্ধকারেই থাকৃতে হবে।—বাতি নির্ব্বাণ হলো ;—ঘোর অন্ধকারের ভিতরে আমি ডুব্‌লেম।—তেমন অন্ধকার আর কখনও আমি দেখিছি কি না, মনে হয় না! বোধ হতে লাগ্‌লো যেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কালীর হ্রদে আমি ডুবে আছি। অন্ধকারের ভারটাও গুরুভার বিবেচনা হোতে লাগ্‌লো। কিন্তু তাতে আমার দমবন্ধ হলো না।—আরো আধঘণ্টা।—সে আধঘণ্টাকাল আমার বুদ্ধিলোপ হলো না। প্রত্যুৎপন্নমতি আমার সহায় হয়ে থাক্‌লো। বিশ্বপিতার নিকট পুনঃ পুন প্রার্থনা কোল্লেম ;—পুনঃ পুন আনাবেলকে ধ্যান কোল্লেম ; মৃত্যুর নামে আত্মোৎসর্গ কোল্লেম!—কাল যদি আসন্ন হয়, অবশ্যই প্রাণ যাবে ; কিন্তু, তা বোলে হতাশ হব কেন?—প্রাণহন্তাদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই না কোরে, সহজে আমি প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিব না।

পরিশেষে শেষের আধঘণ্টা যখন অতীত হলো, ঠিক সেই সময় বাহিরে অশ্বের পদধ্বনি শুনতে পেলেম।—অনেক ঘোড়া একসঙ্গে ছুটে আস্‌ছে ;—গুহার দিকেই আস্‌ছে। নিশ্বাস রোধ কোরে, আমি সেই শব্দ শুন্‌লেম।—গুহামুখে এসে ঘোড়ারা থাম্‌লো। আর একরকম শব্দ ;—সশস্ত্র সওয়ারেরা ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে

পোড়্লো। নানা অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ হোতে লাগ্লো।—ভূমিতলে তাদের সব ভারি ভারি জুতার মস্ মস্ শব্দ আরম্ভ হলো;—দরজার ফাঁক দিয়ে তাদের কণ্ঠস্বরও একটু একটু শুন্তে পেলেম। স্বরে বুঝ্লেম, দলের ভিতর ফিলিপো বিদ্যমান্। ভাগ্যে যে কি ঘট্বে, সেটী অনুমান কোত্তে তখন আর বিলম্ব হলো না। যাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছিলেম, আবার আমি তাদের কবলেই পোড়্লেম!—ফ্লোরেন্সে যখন তারা আমারে গ্রেপ্তার করে, তখন তাদের যতদূর আক্রোশ ছিল, অবশ্যই সে আক্রোশ এখন সহস্রগুণে বেড়ে উঠেছে।

প্রাণপণে লড়াই কোর্বো, তখনো পর্য্যন্ত সে বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প।—যদি পালাতে পারি, সাধ্যমত যত্নে সে চেষ্টা কোর্বো,—সহজে প্রাণ দিব না,—তখনো পর্য্যন্ত সে বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প।—অহঙ্কার কোরে বোল্ছি না, তখন আমি যে রকম নির্ভয়, তেমন নির্ভয় আমি আর কখন হই নাই।

গুহামুখের প্রকাণ্ড কপাটের প্রকাণ্ড অর্গল উদ্ঘাটিত হলো;—দরজা খুলে গেল। ছুরীখানা বাগিয়ে ধোরে, সম্মুখে আমি লাফিয়ে পোড়্লেম।—মরিয়া দলের সম্মুখে মরিয়া হয়ে দাঁড়ালেম।—হায় হায়!—সর্ব্বপ্রয়াস বিফল!—আশা-ভরসা নির্ম্মূল! মুহূর্ত্তমধ্যেই চারিদিক থেকে ডাকাতেরা আমারে ঘিরে ফেল্লে;—হুড় মুড় কোরে ঘাড়ের উপর পোড়্লো;—ছুরীখানা কেড়ে নিলে;—বেঁধে ফেল্লে। আমি অক্ষম হয়ে পোড়্লেম। ছজন ডাকাতের কবলে আমি একা। দুজন ডাকাত তৎক্ষণাৎ সেই খানেই আমারে কেটে ফেল্বার জন্য সদর্পে তলোয়ার তুল্লে;—ফিলিপো বাধা দিলে; ফিলিপো তাদের নিবারণ কোল্লে।—সে ক্ষেত্রে তখন আমার জীবনরক্ষা হলো,—কতক্ষণের জন্য রক্ষা হলো, তা কিন্তু জান্তে পাল্লেম না। ফিলিপো সে সময় আমার উপর এতদূর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্লো, সদন্তে সবলে আমার মুখে এক কিল মাল্লে!—ভয়ানক শাসিয়ে শাসিয়ে গভীর গর্জ্জনে ইংরাজী কোরে বোল্লে,—"মার্কো উবার্টি যে রকম হুকুম দিবেন, সেই রকম ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়ে আমরা তোকে নিকাস কোরে ফেল্বো!" ফিলিপোর শাসনাবাক্যে আমার যৎকিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মালো। নিশ্চয় মরণে আবার আশ্বাস কি রকম?—আশ্বাস এই রকম যে, এখনি আমার প্রাণ যাবে না;—দস্যুদলপতি যতক্ষণ আমার মৃত্যুযাতনার ব্যবস্থা কোরে না দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বাঁচ্বো,—এইটুকু আমার আশ্বাস।

দলের পশ্চাৎ থেকে পাপিষ্ঠ দরচেষ্টার সেই সময় সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।—তার মুখ পানে আমি চেয়ে দেখ্লেম। মুখে কিছু বোল্লে না;—মুখের ভাব ভঙ্গীতে বুঝ্লেম, ভারি আহ্লাদ তার।—বিকট মুখে হিংসাপূর্ণ বিদ্রূপের খেলা!

অবজ্ঞা কোরে দুরাত্মাকে আমি বোল্লেম,—"দেখিস্ তুই!—পাপিষ্ঠ, নরপিশাচ, বদ্মাস! দেখিস্ তুই!—আজ রাত্রে তুই যে কাজ কোল্লি, দিন আস্বে,—সময় আস্বে, ঈশ্বর তোকে এ পাপের উচিত শাস্তি দিবেনই দিবেন। কখনো আমি তোর কিছুমাত্র

অনিষ্ট করি নাই; অকারণে পদে পদে তুই আমার সঙ্গে শত্রুতা-বাদ সাধ্‌ছিস।—এ নেমকহারামির শাস্তি হবেই হবে। যদি আমি তোর শত্রু হোতেম,—শত্রুতা যদি দেখাতেম, তা হোলে কখনই তোকে এ সময় এমন কোরে দম্ভদর্প দেখাতে হতো না। নারকি! কখনই তুই এমন সাহসে, এ রকম পৈশাচ মূর্ত্তি দেখাতে পাত্তিস না!"

ছদ্মবেশী বদ্‌মাস আমার মুখের কাছে মুখ ভেঙ্‌চালে। যে ঘোড়া থেকে নেমে ছিল,সেই ঘোড়ার লাগাম ধোরে সম্মুখের দিকে নিয়ে এলো!—দেখেই আমি চিন্‌লেম, আমারই ঘোড়া;—ডাকাতদের যে ঘোড়ায় চোড়ে পালিয়ে এসেছিলেম, সেই ঘোড়া। ডাকাতেরা আবার আমারে সেই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিলে;—আবার আমার কোমরে দড়ী বেঁধে, ঘোড়ার পেটের সঙ্গে তেমনি কোরে আট্‌কে দিলে;—হাত বেঁধে ফেল্লে। ডাকাতেঁরাও লাফিয়ে লাফিয়ে নিজের নিজের ঘোড়ার উপর সওয়ার হলো। একজন আমার ঘোড়ার লাগাম ধোরে চোল্লো। গুলিভরা পিস্তল আমার দিকে তাগিয়ে ধোল্লে। চারিধারে অস্ত্রধারী ডাকাত, মধ্যস্থলে একাকী আমি নিরস্ত্র;—একাকী আমি বন্দী! চারিদিকে ঘিরে তারা আমারে নিয়ে চোল্লো;—ধীরে ধীরেই চোল্লো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আড্ডায় পৌঁছিল। তখন আমি বুঝ্‌লেম, দুরাত্মা দরচেষ্টারের সমস্তই মিথ্যা কথা;—সমস্তই প্রবঞ্চনা। জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, গুহা থেকে ডাকাতের আড্ডা কতদূর? প্রবঞ্চক বোলেছিল,—"বারো মাইল,"—সমস্তই মিথ্যা;—অতি নিকট। ছদ্মবেশে যে পাপাচারণ সে অভ্যাস কোরেছে, তার কাছে ঐ সামান্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা এক প্রকার কিছুই নয় বোল্লেই হয়। সে প্রবঞ্চনার কথাটা আমি আর মনেই কোল্লেম না। তখন আমি আবার যেরূপ ভয়ঙ্কর নূতন বিপদের মুখে নিক্ষিপ্ত, অনুক্ষণ সেই ভাবনায় চিত্ত আকুল।

মনে মনে জগৎপিতাকে ডাক্‌লেম। মনে মনে মনোময়ের ধ্যান কোল্লেম। হে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন! বিপদাপন্নের বন্ধু তুমি!—বিপদভঞ্জন! কেন নাথ আমার এই বিপদ-সঙ্কুল দুরবস্থা?—এ বিপদ কি আমার বিভঞ্জন হবে না?—কতবার কত বিপদে অভয় দিয়ে তুমি আমারে পদে পদে রক্ষা করেছ;—তোমারে ধ্যান কোরে কতবার আমি কত কত বড় বড় বিপদে নিরাপদ হয়েছি;—প্রভু! এবারে এ বিপদে কি আমার পরিত্রাণ হবে না?—দীনবন্ধু! আমার কেহ নাই;—আমি দীন,—আমি অসহায়,—আমি নিরাশ্রয়;—দয়াময়!—তুমিই আমার ত্রিসংসারে একমাত্র সহায়,—একমাত্র বন্ধু! দয়া কোরে রক্ষা কর!—নয়ন মুদে অনবরত সেই সর্ব্বজীবেশ্বর জগদীশ্বরকে হৃদয়মন্দিরে পূজা কোল্লেম। তত বড় বিপদটাও যেন আমার তখন কতই লঘু লঘু বোধ হোতে লাগ্‌লো।

ত্রয়োবিংশ প্রসঙ্গ।

—oo—

অন্ধকূপ।

ডাকাতের আড্ডায় পোঁছিলেম। জনকতক ডাকাত বাহিরেই দাঁড়িয়ে ছিল; আমারে ধোরে আন্‌তে গিয়েছে, পথপানে চেয়ে চেয়ে প্রতীক্ষা কোচ্ছিল। দরচেষ্টার খবর দিয়েছে, সেই খবর পেয়েই ডাকাতেরা সেজে গুজে আমারে গ্রেপ্তার কোত্তে গিয়েছে;—তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহাভাব। গুহার ভিতর আমারে বন্দী কোরে, ঘোড়ায় চোড়ে দরচেষ্টার তৎক্ষণাৎ চোলে এসেছিল। আমি তখন টেবিল নিয়ে দরজা ভাঙ্‌বার চেষ্টা কোচ্ছিলেম। সেই শব্দে ঘোড়ার পায়ের শব্দ আমি পাই নাই।

যেই মাত্র আমি ডাকাতের সম্মুখবর্ত্তী হোলেম, আড্ডার বাহিরে যারা দাঁড়িয়ে ছি ইতালিক ভাষায় সক্রোধে সবিদ্রূপে তারা আমারে জোরে জোরে শাসাতে লাগ্‌লে কত রকমে মুখ বাঁকালে;—কত রকমে ভয় দেখালে;—কত রকম বিকট অঙ্গভ কোল্লে; ভয়ানক প্রতিশোধের শিকার আমি হোলেম, বাক্যেও জানালে,—আক ইঙ্গিতেও জানালে। বিদ্যুতের মত সকলের দিকে আমি একবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে চকিতমাত্র সিগ্‌নর ভল্‌টেরার দিকে আমার চক্ষু নিপতিত হলো। যেন কিছুই কিছুই যেন ঘটে নাই,—কিছুই যেন জান্‌তে পাচ্চেন না,—ঠিক সেই রকম ভঙ্গীতেই যে কতই উদাসীনভাবে, তিনি একটা প্রাচীর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার তঁ প্রতি কটাক্ষপাত কোরেই আমি চক্ষু ফিরিয়ে নিলেম। অকস্মাৎ আমার নিরাশ হৃদ আশার সঞ্চার হলো। অযত্নে অসাবধানে সে আশাটী যাতে বিফল হয়ে না যায়, শঙ্কায় আবার একটু শঙ্কিত হোলেম। ভল্‌টেরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার পড়্‌বামাত্র সেখান থেকে তিনি সোরে গেলেন। প্রাচীরের একটা কোণের মোড় ফি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি অদৃশ্য হোলেন;—আর আমি তখন তাঁরে দেখ্‌তে পেলেম না।

আমার কোমরের বাঁধন খুলে দিয়ে, ডাকাতেরা জোর কোরে আমারে ঘোড়া থে নামিয়ে ফেল্লে। পাঁচ ছজন ডাকাত জোরে জোরে আমার হাত ধোরে, টেনে হিঁচ্‌ আমারে উপরে নিয়ে চোল্লো। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে দিক দিয়ে গিয়েছি,এসেছি,সেই দিক দি ডাকাতেরা আমারে উপর ঘরে নিয়ে তুল্লে।—ডাকাতদের ভোজঘরে উপস্থিত হোলে ঘরের অপর প্রান্তে, একটী টেবিলের সম্মুখে, একখানা চেয়ারের উপর মার্কো উবার্টি অ হয়ে পোড়ে আছে। টেবিলটা—বোতল, গ্লাস, চুরুট, নল, তামাক,—এই রকম না উপকরণে আচ্ছাদিত। ভৈরবীচক্রে যে যে বস্তু দরকার, সমস্ত বস্তুই যত্নে অযত্নে টেবিে উপর ছড়ানো। বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত ডাকাতের দলে মদ চলে।—সে রাত্রেও ত চোল্‌ছিল; মার্কো উবার্টি প্রায় তখন ঘোর মাতাল। শরীরের সামর্থ্যের মধ্যে তখন কে এইটুকু মাত্র বাকী আছে,—কষ্টে শ্রেষ্ঠে চেয়ারের উপর বোস্‌তে পারে;—কেবল ত তার এইমাত্র ক্ষমতা;—আর না। অনেক মদ খেতে পার্ত্তো। নিত্য নিত্য বহুমাত্রায় তী তীব্র মদ খাওয়া তার অভ্যাস। সেই কারণেই সে অবস্থায় এক আধবার সোজা হ বস্‌বার ক্ষমতাটুকু আছে। তাতেই তখনো বোস্‌তে পারে;—তা না হোলে পার্ত্তো ন আরো পাঁচ সাত জন ডাকাত তার সঙ্গে একত্রে মদ খাচ্ছিল। তাদের্‌ও প্রায় তদবস্থ দেখ্‌লেম, এঞ্জিলো ভল্‌টেরাও সেখানে। ডাকাতদের মাঝ্‌খানে তিনি একখানা চেয় বোসে, এদিকে ওদিকে ফিরে ফিরে দেখ্‌ছেন;—মদের গ্লাস উঁচু কোরে ধোরেছে মদের মজ্‌লিসে যে রকম গীত চলে, উচ্চকণ্ঠে সেই রকম গীত ধোরেছেন;—হঠাৎ থে গেলেন।—কাণায় কাণায় ভর্ত্তি কোরে, মার্কো উবার্টিকে খুব বড় এক গ্লাস মদ দিলে যারা যারা সঙ্গী ছিল, তাদের গ্লাসেও পূর্ণমাত্রা! প্রথমে দেখে আমার বিস্ময় হয়েছিল।—ভল্‌টেরাও কি মাতালের দলে মাতাল?—শেষে মদ ঢাল্‌বার বন্দোবস্ত দে

সে বিস্ময়টা আমার দূর হয়ে গেল। তখন আবার আমার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার! আড্ডার বাহিরে ভল্‌টেরাকে দেখে, যেরূপ আশার সঞ্চার হয়েছিল, তারো চেয়ে বেশী। আশা কোল্লেম, বন্ধুবর ভল্‌টেরা নিশ্চয়ই আমার জীবনরক্ষার উপায় কোর্‌বেন। যে সকল ডাকাত আমার হাত ধোরে আট্‌কে রেখেছিল, জোরে জোরে ঠেলে, তারা আমারে দলপতির টেবিলের কাছে নিয়ে গেল। ফিলিপো তখন তার মাতৃভাষায় দলপতিকে কি সব কথা বোল্লে। নেসার ঘোরে, নেসার চক্ষে, দলপতি কেবল তার পানে একবার মিট্‌মিট কোরে তাকালে; তেম্‌নি মিট্‌মিটে আরক্ত চক্ষে আমার পানেও একবার চাইলে।—চাইলে, কিন্তু চিন্তে পাল্লে না;—ফিলিপো কি বোল্লে, তাও বুঝ্‌তে পাল্লে না। যে কজন ডাকাত সর্দ্দারের সঙ্গে মদ খাচ্ছিল, তারাও কেহ কিছু বুঝ্‌তে পাল্লে না। সেখানে যে কি কাণ্ড হোচ্ছে, মর্ম্ম বোঝ্‌বার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। ফিলিপো যেন ফাঁপরে পোড়্‌লো।—কি করে, কি হয়, ভেবে চিন্তে সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌লো। সেখানে তার সঙ্গী ডাকাত ঐ মাতালেরা নয়,—আমারে যারা গ্রেপ্তার কোত্তে গিয়েছিল,—তারা।

এঞ্জিলো ভল্‌টেরা আবার মাতলামী গীত ধোল্লেন। মাতালদের জন্য আবার বড় বড় গেলাসে হড়্‌ হড়্‌ কোরে মদ ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন।—সহসা থেমে গিয়ে, আবার গীতটী ছেড়ে দিয়ে, উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে ফিলিপোকে কি বোল্লেন। বোধ হলো যেন, আমার কথাই কি বোলে দিলেন। ভঙ্গীতে বুঝ্‌লেম, সৎ পরামর্শ ভেবে, ফিলিপো তাতেই রাজী হলো। আমারে যারা ধোরে রেখেছিল, ফিলিপো আবার তাদের সঙ্গে কি পরামর্শ কোল্লে। তারাও মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিলে। তাদের আকার ইঙ্গিতেও আমি বুঝ্‌লেম, তারাও সকলে সে পরামর্শে রাজী।

ফিলিপো তখন মার্কো উবার্টির নিকটবর্ত্তী হলো;—উবার্টির গায়ের জামার ভিতরের পকেটে হাত গলিয়ে দিলে।—উবার্টি সর্ব্বদা মিলিটারি পোষাক পরে।—নেসার জোরে সমস্ত অঙ্গবস্ত্র এলো থেলো।—ফিলিপো এসে পকেটে হাত দিলে, সর্দ্দার যেন একবার রেগে উঠ্‌লো;—চেয়ারের উপর খাড়া হয়ে বোস্‌লো;—ফিলিপোর হাতখানা ছুড়ে ফেলে দিলে।—ফিলিপো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল; উদাস-নয়নে সঙ্গী ডাকাতদের পানে বার বার চাইতে লাগ্‌লো। একজন একটু ইসারা কোরে দিলে,—ছেড়ো না। ফিলিপো তখন এক গেলাস্ মদ সর্দ্দারের মুখে ঢেলে দিলে। মার্কো উবার্টি অসাড়!—ফিলিপো সেই অবকাশে তার পকেট থেকে একটা মাঝারি গড়নের চাবী বাহির কোরে নিলে। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা সেই সময় দস্যু দলপতিকে নির্দ্দেশ কোরে, একটু চেঁচিয়ে ফিলিপোকে কি বোল্লেন,—ফিলিপো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। ডাকাতেরা আমারে ভোজঘর থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেল। বাহিরের বারাণ্ডায় আমরা উপস্থিত হোলে, ভোজ ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। উগ্রস্বরে ফিলিপো আমারে বোল্লে,—"তুই বুঝি মনে কচ্ছিস্, বেঁচে গেলি? খানিকক্ষণ বেঁচে থাক্‌বার অবসর হলো বোলে, তোকে বুঝি আমরা ছেড়ে

দিব ?—তাই বুঝি তুই ভাব্‌ছিস ?—তা নয়,—তা নয়!—ফাঁসী যাবার জন্যই তোর জন্ম হয়েছে! ফাঁস দড়ীতে তোর প্রাণ যাবেই যাবে! যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ তোকে এমনি জায়গায় আমরা কয়েদ রাখ্‌বো, সেখান থেকে তুই যদি পালাতে পারিস, আমি শপথ কোরে বোল্‌ছি,—সেখান থেকে যদি পালাতে পারিস, তবেই খোলসা!"

আমি উত্তর কোল্লেম না। একটী কথাও বোল্লেম না। যত পথ গেলেম, সগর্ব্ব গম্ভীরভাব ধারণ কোরে থাক্‌লেম। বারাণ্ডার অপর প্রান্তে একটী ঘর। ফিলিপো সেই ঘরের চাবী খুল্লে। একজন ডাকাত আলো এনেছিল; আমি দেখ্‌লেম, ঘরটী ছোট, জিনিষপত্রে বেশ সাজানো,—অতি সুন্দর শয়নঘর। সেই শয়নঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। ডাকাতেরাও প্রবেশ কোল্লে। দেয়ালের গায়ে তলোয়ার, পিস্তল, ছোরা, বন্দুক,—নানা রকম অস্ত্র ঝুল্‌ছে। একটী তাকের উপর রূপার পেয়ালা, ফুলদান সাজানো রয়েছে। একটা পর্দ্দা ঢাকা আলমারিতে তিন চার সুট পোষাক ঝুল্‌চে। আলমারিটার এক ধার খোলা, পোষক গুলি আমি দেখ্‌তে পেলেম। আসবাবপত্র সেকেলে ধরণের। বড় বড় চেয়ার মখ্‌মলে মোড়া ছিল;—ঠাঁই ঠাঁই ছিঁড়ে গিয়েছে। সমস্ত জিনিষপত্রেই ময়লা ধরা।

যাতে আমি ভয় পাই,—যাতে আমার যাতনা বাড়ে,—সেই মতলবে ফিলিপো আমারে কথায় কথায় হিংসাবিষ ঝাড়্‌তে লাগ্‌লো। মুখ বেঁকিয়ে বোল্লে, "তুই বুঝি মনে কোচ্চিস, এই ঘরেই তোকে রাখ্‌বো? যখন তুই মার্কো উবার্টিকে ঘাঁটিয়েছিস, তখন সমস্ত গ্রহই তোর প্রতি বক্র। যা কিছু দেখ্‌বি, সমস্তই তোর প্রতি প্রতিকূল। আমাদের সর্দ্দারের আজ রাত্রে একটু নেসা হয়েছে, সেই জন্যই বিচারে দেরি হয়ে গেল। তুই বুঝি ভাবছিস্, বিচার এক কালে স্থগিত হয়েই গেল?—তা নয়,—তা নয়! এখন যেমন তুই বেঁচে রয়েছিস্, এটা যেমন নিশ্চয়,—কাল এতক্ষণে তুই মরা হবি, সেটাও তেমনি নিশ্চয়!"

তথাপি আমি উত্তর কোল্লেম না। আমি বেশ বুঝ্‌লেম, ফিলিপো আমারে রাগিয়ে রাগিয়ে তুল্‌ছে। আমি তার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করি,—বার বার কথা কাটাকাটি করি, সেইটাই তার ইচ্ছা। তা হোলেই আমার প্রতি শত্রুতা সাধনের আরো বেশ নূতন সুযোগ পাবে। তা আমি কোর্‌বো কেন? কিছুই কোল্লেম না;—কিছুই বোল্লেম না;—চুপটী কোরে থাক্‌লেম। মার্কো উবার্টির পকেট থেকে যে চাবী এনেছিল, সেই চাবী দিয়ে ফিলিপো আর একটা ঘরের দরজা খুল্লে। বাস্তবিক সেটা ঘর নয়, ছোট একটা গহ্বর। আড়ে দীর্ঘে ছয় ফীট। ঠিক যেন একটা কবর।—প্রভেদ এই যে, মাটীর ভিতরের গহ্বর নয়।—সে গহ্বরে গবাক্ষ নাই।—ছাদের উপর দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রে একটু একটু আলো আসে,—বাতাস আসে। দেয়ালের গায়ে একটা চতুষ্কোণ পাথর,—আধ ফুটের বেশী নয়। দেয়ালের ভিত খুব চওড়া চওড়া। মাঝখানে যে দরজা,—দরচেষ্টারের আবাসগুহার দরজার চেয়েও সেটা প্রকাণ্ড। মাঝে মাঝে লোহার

পাতমারা;—বড় বড় প্রেক মারা। দুর্জ্জয় কপাট!—সেকালের গির্জ্জাঘরে যেরকম দরজা থাকতো, ঠিক সেই রকম।

সেই ভয়ঙ্কর স্থানটা দেখিয়ে দিয়ে, বিকট মুখে ফিলিপো আমারে বোল্লে,—"ঐ! ঐ ঘরেই তুই থাকবি!"

ফিলিপোর ইঙ্গিতে একজন ডাকাত অমনি আমারে সজোরে ধাক্কা মাল্লে;—আমি সেই অন্ধকূপের পাথরের মেজের উপর মুখ থুবড়ে পোড়ে গেলেম।—দরজা বন্ধ হয় হয়, এমন সময় ফিলিপো একবার বারণ কোল্লে;—আমার দিকে চেয়ে বোল্লে,—"কেমন! কে রক্ষা করে?—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্!—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্!—এ যাত্রা আর পৃথিবীর লোকে তোকে রক্ষা কোত্তে পার্‌বে না! ফাঁসিতে ঝুলে মরা তোর কপালে আছে;—নিশ্চয়ই তোর ফাঁসী হবে!"

শেষের কথাগুলো বাতাসের সঙ্গে প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো;—সেই সময় ভয়ানক শব্দে কূপের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। শব্দে আমার মাথার ভিতর যেন ভোঁ ভোঁ কোত্তে লাগ্‌লো। বোধ হলো, মাথাটা যেন ভেঙে গেল। উঠ্‌তে উঠ্‌তে হুমড়ি খেয়ে পোড়্‌লেম। দরজার বাহিরে চাবি পোড়্‌লো;—বড় বড় একজোড়া হুড়কো টেনে দিলে। সেই ভয়ঙ্কর স্থানে—সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকূপে অনাথ অবস্থায় আমি বন্দী!

গহ্বরে কোন জিনিষপত্র ছিল না। শুয়ে থাকি, এমন দুচারগাছি খড়কুটাও ছিল না। যদি শুতে হয়, হিম পাথরের উপরেই শুতে হবে!—গহ্বরটাও কবরের মত ঠাণ্ডা! উপর দিক থেকে বরফের মত হাওয়া বোচ্চে;—দেয়ালের গায়ে হাত দিলে গায়ের রক্ত জমে যায়! আমি যেন তখন পাথরের শবাধারে নিহিত! হাত দুখানি যদি ছড়াই,—এদিকে ওদিকে যদি পাশ ফিরি,—দেয়ালের গায়ে আঙুল ঠেকে! যেদিকে হাত বাড়াই, সেই দিকেই দেয়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও কোন দিকে পাশ ফেরবার যো নাই।—তেমন ভয়ঙ্কর স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। তবে যদি কেহ সুকৌশলে বাহির দিক্ থেকে দরজা খুলে দেয়, তা হলেই রক্ষা;—তা ছাড়া রক্ষার উপায় আর কিছুই নাই। দেয়াল ভেঙে পালানো,—সে কথা ত মনে আন্‌তেই নাই। শাবল, কোদাল, ইত্যাদি ভাল ভাল যন্ত্র পেলেও, সে দেয়ালের সে গাঁথুনি ভেদ করবার নয়;—অসম্ভব ব্যাপার! বাহির থেকে যদি কেহ সাহায্য করে, এমন আশা কেন করি? এমন শত্রুপুরীতে কে সাহায্য কোর্‌বে?—একমাত্র এঞ্জিলো। ভলটেরা! যে রকম লক্ষণ দেখেছি, তাতে কোরে বুঝেছি, আমারে মুক্ত করবার তাঁর ইচ্ছা আছে। কিন্তু, কেমন কোরে মুক্ত কোর্‌বেন? মুক্ত করবার কি তাঁর ক্ষমতা আছে? কি প্রকারে ক্ষমতা পাবেন? বারবার চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদে যেমন আমি আশা রেখেছিলেম, এবারও তেমনি রাখ্‌লেম;—পুনঃ পুন সেই সঙ্কটমোচন বিশ্বপতির উপরেই সমস্ত আশাভরসা নির্ভর কোল্লেম।

সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকূপে কয়েদ হয়ে, প্রথম আধ ঘণ্টাকাল যত প্রকার চিন্তাই আমি

কোল্লেম,—যত প্রকার চিন্তাকেই মনোমধ্যে স্থান দিলেম, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া সমস্তই নিষ্ফল। সমস্ত বিষয়ই ঈশ্বরের হাত। ক্রমে ক্রমে আরো দুটী তিনটী উপায় ভাব্‌লেম, তাতে কোরে আমার মনের অন্ধকার, মনের ধন্দ, একটু একটু কমে এলো। মার্কো উবার্টি মাতাল;—আপাতত সেইটী আমার পক্ষে প্রচুর উপকার;—তাতেই আমার প্রাণদণ্ডের বিলম্ব। তা না হোলে সেই মুহূর্ত্তেই আমার প্রাণ যেত! এঞ্জিলো ভল্‌টেরা সেই দুরন্ত দস্যুদলপতিকে বার বার বেশী মাত্রায় মদ খাইয়ে দিয়েছেন, এঞ্জিলো ভলটেরার পরামর্শেই ফিলিপো আমারে এই অন্ধকূপে কয়েদ রেখেছে; আমার এ অনুমান যদি ঠিক হয়, তা হোলে এখানে কয়েদ রাখ্‌বার প্রকৃত হেতু কি, অবশ্যই এঞ্জিলো ভল্‌টেরায় মনে মনেই তা আছে। আপাতত এ স্থান যেমন ভয়ানক বোধ হচ্চে,—এই সঙ্কীর্ণ স্থানে কয়েদ,—একখানি টুল নাই যে বসি,—একগাছি খড় নাই যে শুই,—আপাতত বড় ভয়ানক কষ্ট;—কিন্তু শেষে হয় ত এই অন্ধকূপ থেকেই আমার মুক্তিলাভের পন্থা প্রশস্ত হবে।

নৈরাশ্যের উপর এই প্রকার অনুকূল চিন্তায় হৃদয় একটু আশ্বস্ত হলো। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন একগাছি তৃণ দেখ্‌লে আশা পায়, সেই রকম প্রবোধে আমি ঐ আশাসূত্র ধোল্লেম। দূরের মিট্‌মিটে আলো যেমন কোন কাজে লাগে না, আমার তখনকার সে আশাটুকুও সেই রকম বোধ হোতে লাগ্‌লো। একগাছি সূক্ষ্ম সূতার উপর আমার জীবন তখন ঝুল্‌ছে! এঞ্জিলো ভল্‌টেরা যদি পূর্ব্বরূপ সতর্কতায় কৃতকার্য্য হোতে না পারেন, ফিলিপো যদি কোন প্রকার সন্দেহ করে,—সন্দেহ না কোল্লেও; প্রতিহিংসার বলবতী পিপাসায় যদি অধিক সতর্ক হয়,—সর্ব্বক্ষণ যদি সজাগ থাকে,—ভল্‌টেরা কোনরূপ উপায় অবধারণ কর্‌বার অগ্রেই মার্কো উবার্টির যদি নেসা ছুটে যায়,—ইতিমধ্যে তার যদি একটু চৈতন্য হয়,—তবে ত সমস্ত আশাই নির্ম্মূল! আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, এবার আমার জীবনলাভে সহস্র বাধা। তথাপি কিন্তু একটী আশা আছে,—যদিও সে আশা স্তিমিত,—নিষ্প্রভ,—তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় সেই নিষ্প্রভ আশাদীপ দিবা দ্বিপ্রহরের প্রখর রবিকরস্বরূপ স্বর্ণদীপ্তি বিকাশ কোত্তে পারে।

সময় চোলে যাচ্চে। ছাদের ছিদ্রপথ দিয়ে ঊষা এসে অল্প অল্প উঁকি মাচ্চে। তখনো পর্য্যন্ত আমি সেই প্রকাণ্ড কপাট ঠেস দিয়ে বোসে আছি। শরীরে আর কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। শীতল পাথরের উপর অবসন্ন হয়ে পোড়্‌লেম। এক জায়গাতেই বোসে থাক্‌লেম। হঠাৎ বোধ হলো যেন, যে একখানি পাথরের উপর আমি ডান হাতখানি রেখেছি, হাতের চাপ পেয়ে, সেই পাথরখানা যেন একটু নড়ে উঠ্‌লো। মনে কোল্লেম, হয় ত ভ্রমের ঘোর। মানসিক ভ্রান্তিতে ঐ রকমটা বোধ হলো। আবার ভাল কোরে চেপে দেখ্‌লেম,—আবার সেই রকম কাঁপ্‌লো। হাঁ,—তবে ভ্রম নয়। পাথর নড়েছে; আল্‌গা আছে,—ভাল কোরে চেপে বসানো নয়। এমন অবস্থায় বন্দীর মনে যে যে ভাবের উদয় হয়, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্ত্তমাত্র আশার সঞ্চার,—মুহূর্ত্ত মধ্যেই নিরাশ! হায়!

মুহূর্ত্তমাত্র একটা কিছু সূত্র পেলেই, মুক্তি আশা মনে জাগে! মনে কোল্লেম, সেকেলে পুরাতন ইমারতে গুপ্তদ্বার থাকে,—গুপ্ত সিঁড়ি থাকে,—চোরা কামরা থাকে;—এটাও হয় ত তাই হবে। নিমেষমাত্র মনে কোল্লেম, এটাও হয় ত তাই। কল্পনাপথে মুহুর্মুহু সেই রকম আশাই দীপ্তি পেতে লাগ্‌লো।

আবার সেই পাথরখানা স্পর্শ কোল্লেম। পূর্ব্বে যেমন দৈবাৎ হয়েছিল, এবারে তা নয়,—ভাল কোরেই টিপে টিপে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কত বড় পাথর, আস্তে আস্তে চারি ধার অঙ্গুলি দিয়ে আন্দাজে আন্দাজে পরিমাণ কোল্লেম। পাথরখানা প্রায় দু ফুট লম্বা,—দেড় ফুট চওড়া। বেশ অনুভব কোল্লেম, পাথরখানা ঢুক্ ঢুক কোরে নোড়্‌ছে। আস্তে আস্তে একটু একটু শব্দও হোচ্ছে। গৃহতলের অপর পাথরগুলোও এক একে টিপে টিপে দেখ্‌লেম। সমস্তই নিরেট,—সমস্তই অটল!—অন্ধকূপ!—আমি অন্ধকূপে বন্দী। উপরের বায়ুরন্ধ্র দিয়ে অল্প অল্প জ্যোৎস্নার আলো অন্ধকূপে প্রবেশ কোচ্চে বটে, সে আলোতে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। আলো পাবার আশাও নাই। বিশেষ যত্নে, বিশেষ হুঁসিয়ার হয়ে, বিশেষ বুদ্ধি খাটিয়ে, অন্ধকারেই নিরূপণ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। আমার পকেটে একখানা ছুরী ছিল,—ডাকাতেরা যখন আমারে ফ্লোরেন্স নগরে ধরে, ভণ্ডতপস্বী দরচেষ্টারের গুহায় যখন ধরে, তখন তারা আমার অঙ্গবস্ত্র তল্লাস করে নাই, সঙ্গে কোনপ্রকার জিনিষপত্র কিম্বা অর্থ আছে কি না, তাও তারা খোঁজে নাই,—লুঠ কর্‌বার মৎলবই ছিল না;—শুদ্ধমাত্র বিষম প্রতিহিংসার মৎলব। কোন জিনিষে হাত দেয় নাই। ছুরীখানা আমার সঙ্গেই ছিল। পকেট থেকে ছুরীখানা বাহির কোল্লেম, পাথরখানা উঁচু কোরে তোল্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেম। প্রায় দশ মিনিট পরিশ্রম কোরে, পাথরখানা সরালেম,—একটা গর্ত্ত দেখা গেল। পাঠক মহাশয় বুঝ্‌তেই পাচ্চেন, কতখানি ভয়ে ভয়ে, কতখানি সন্দেহে সন্দেহে, খোপের ভিতর হাত দিলেম।—কোন গুপ্ত সিঁড়ি হাতে ঠেক্‌লো না।—ভিতরে যদি চোরা দরজা থাকে, অবশ্যই স্প্রিং থাক্‌বে, তেমন কোন স্প্রিংও হাতে ঠেক্‌লো না। হাতে তবে ঠেক্‌লো কি? এক তাড়া কাগজ!—একটা ক্ষুদ্র আধারের ভিতর এক তাড়া কাগজ! ক্ষুদ্র আধারটাই বা কি? ভাল কোরে হাত বুলিয়ে বুঝলেম, ছোট একটা টিনের বাক্স।

প্রথমেই মনে হলো, নৈরাশ্য!—যা ভাব্‌ছিলেম, তা নয়!—সেই গুপ্তসন্ধানে পালাবার আশা তবে নাই!—তৎক্ষণাৎ হৃদয়মধ্যে যেন চপলা চোম্‌কে গেল;—হৃদয়ে নূতন ভাবের আবির্ভাব হলো। পাথর চাপা খোপের ভিতর বাক্স,—বাক্সের ভিতর কাগজ, নিশ্চয়ই লুকিয়ে রেখেছে। এত যত্নে,—এত সাবধানে লুকিয়েছে,—কিসের কাগজ? এই কি সেই রাজবাড়ীর দলীল?—মার্কো উবার্টি যখন তস্কানরাজধানী থেকে চাকরী ছেড়ে পালায়, তখন কতকগুলো দরকারী দলীল চুরি কোরে এনেছে,—এই কি সেই সব দলীল? এই দলীলের জোরেই কি দুর্দ্দান্ত দস্যুদলপতি তস্কানরাজ্যমধ্যে দুর্জ্জয় হয়ে উঠেছে?—হাঁ,—এখন আমার বোধ হোচ্চে, তাই হওয়াই সম্ভব। এই অনুমানটাই

সত্য। কিন্তু এ সকল দলীলে আমার কি উপকার?—অন্ধ কূপ থেকে পালাবার পন্থা অন্বেষণ কোত্তে কোত্তে এই কাগজগুলো আমি পেয়েছি,—এতে আমার পালাবা কি সুবিধা হবে? কাগজগুলো আমি লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো না,—নিজেও গ্রহ কোর্‌বো না;—আপনা আপনি বোল্লেম, দৈবগতিকে ডাকাতেরা যদি এই সকল দলীল হস্তগত কর্‌বার জন্য আমার প্রতি একটু অনুগ্রহ করে,—যদি আমার জীবন ভিক্ষা দেয়, যদি তাদের মনে একটু দয়ার সঞ্চার হয়, দলীলগুলো আমি পেয়েছি,—আমি রেখেছি,—আমি]গোপন কোরেছি, এটা জান্‌তে পাল্লে আরো মন্দ হবে;—এখন তাদে যত রাগ আমার উপর, তার চেয়ে আরো শতগুণে বেড়ে উঠ্‌বে। সেই পরিণাম ভেবে কাগজের তাড়াটা আমি আমার কাছে রাখলেম না। যেখানকার কাগজ, সেইখানেই রাখ্‌লেম;—সেই টিনের বাক্সের ভিতরেই রেখে দিলেম। পাথরখানাও তেমনি কোরে চাপা দিয়ে ফেল্লেম।

সবেমাত্র গুপ্তরন্ধ্র বন্ধ কোরেছি, শুন্‌তে পেলেম আস্তে আস্তে কে যেন বাহির থেকে দরজার হুড়্‌কো খুল্‌চে,—খট্‌খট্‌ কোরে চাবী খুল্‌ছে;—খুলে ফেল্লে।—দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।

"চুপ! চুপ! আমি এসেছি!"—শুনেই আমি বুঝ্‌লেম, সুপরিচিত এঞ্জিলো ভল্‌টেরার কণ্ঠস্বর। হৃদয়ের আনন্দে উল্লাসিত হয়ে বোল্লেম,—"ধন্য পরমেশ্বর!"

"চুপ! চুপ! গোল কোরো না!—বিপদ হবে!"

এঞ্জিলোকে সম্মুখে দেখে আমার মনের আসা পুনর্জ্জীবিত হয়েছে। আবার আমি উল্লাসে উল্লাসে বোল্লেম,—"তা হোলে কি হয়?—আবার আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিব।"

এঞ্জিলোর হাতে আলো ছিল না। তিনি অন্ধকারেই এসেছেন,—অন্ধকারেই তিনি আমার হাত ধোল্লেন, আমিও তাঁর হাত ধোল্লেম। হস্তপেষণে এমনি একটা অন্তরের ভাব জানালেম, তিনি আমার মুক্তির চেষ্টা কোচ্চেন, কিম্বা হয় ত পলায়নের সুযোগ দেখিয়ে দিতেই এসেছেন, সে উপকারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ,—হস্তপেষণেই সে ভাবটি তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন।

"আগে আমি স্বার্থপর হোলেম!"—আমার রক্ষাকর্ত্তা বন্ধু বোল্লেন, "আগে আমি স্বার্থপর হোলেম? এ ত্রুটি তুমি ক্ষমা কোরো।—অলিভিয়া কি বোল্লেন?"

'অলিভিয়া বোল্লেন, আপনি সাধু।—আরো কিছু বেশী। দিকোমানো নগরে আপনি আমারে যে পত্র লিখেছিলেন, সে পত্রখানি আমি অলিভিয়াকে দিয়ে এসেছি।"

আমার বন্ধুও এবার আমার মত হস্তপেষণেই আমার কাছে কৃতজ্ঞভাব জানালেন। বীরত্বের উল্লাসপূর্ণ গদ্‌গদস্বরে বোল্লেন,—"কোটি কোটি ধন্যবাদ জোসেফ!—কোটি কোটি ধন্যবাদ তোমাকে!—ওঃ!—অবশ্য ই আমি তোমার প্রাণরক্ষা কোর্‌বো! যদি না পারি, তোমার জন্য প্রাণ দিব!"

"তবে কি আমার প্রাণে বাঁচ্বার আশা আছে?"—পাঠকমহাশয় বুঝ্তেই পার্বেন, কত উল্লাসে—কত ব্যগ্রকণ্ঠে—কতদূর শ্বাসপ্রশ্বাস রোধে আমি তখন ঐ অশ্বাসবাক্য উচ্চারণ কোরেছিলেম।

এঞ্জিলো বোল্লেন,—"হাঁ,—অবশ্যই আমি তোমাকে বাঁচাব। কিন্তু চুপ্ কর,—গোল কোরো না,—অত উত্তেজিত হয়ো না,—অত উত্তেজিত——"

"ওঃ! বলুন আপনি!—বলুন আপনি!—ব্যগ্রতা করি,—বলুন,—সত্যই কি আমার প্রাণ বাঁচ্বার আশা আছে?"

"হাঁ,—বিলক্ষণ আশা আছে।—নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ রক্ষা হবে।—শোন গুটী দুই কথা। তোমাকে গুহার ভিতর কয়েদ কোরে রেখে, দুরাত্মা দরচেষ্টার যখন এখানে এসে খবর দেয়, মার্কো উবার্টি তখনই প্রায় তর্তরে মাতাল। প্রথমে আমি ভাব্লেম, তখনি ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে তোমাকে মুক্ত কোরে দিই,—তখনি আবার ভাব্লেম, যদি সন্দেহ হয়, যদি কাহারো নজরে পড়ি, যদি কেহ কিছু জান্তে পারে, তা হোলে আরো ভয়ঙ্কর মহাবিপদ। প্রাণাধিকা অলিভিয়া অপেক্ষাও যে বস্তুটী আমার অধিকতর প্রিয়,—প্রিয়তম প্রিয় বন্ধুত্বরত্ন,—চক্ষের উপর সেটী হারাণো আমার প্রাণে সহ্য হবে না। তখনি স্থির কোল্লেম, সাবধান হয়ে কাজ করাই ভাল। বিশেষ সাবধান হয়েই আমি তোমাকে উদ্ধার কোর্বো। সেই সঙ্কল্পকেই তখন মনোমধ্যে দৃঢ় কোল্লেম। আমি জান্তেম, দস্যুদূতেরা যখন তোমাকে গ্রেপ্তার কোরে আন্বে, মার্কো উবার্টির তখন যদি শুধু কেবল এক সঙ্গে গোটাকতক কথা বল্বার শক্তি থাকে, তা হোলে ত তোমার প্রিয়তম জীবন তখনি পলকমাত্র স্থায়ী। সেইটী বিবেচনা কোরেই আমি তখন মদমত্ত মার্কো উবার্টিকে ভাল রকমে মদ খাওয়াতে আরম্ভ করি। দুর্জ্জনকে অজ্ঞান কর্বার মৎলবে, তখন অবধি অনেকবার কেবল ঐ কার্য্যই কোরেছি। ঈশ্বর জানেন, যে কাজকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি,—ঘৃণার [illegible] ভয় করি,—ঈশ্বর জানেন, সত্য জোসেফ! তোমার নিরাপদের জন্য সেই কাজ আমি আজ কোরেছি!—আমার অন্তরাত্মা যে দারুণ ব্যথা পেয়েছে, তার সঙ্গে তুলনা কোত্তে গেলে, সেই অকার্য্যটা ত কিছুই কা বোল্লে চলে। আমার অন্তরাত্মা আজ যে ব্যথা পেয়েছে, তেমন ব্যথা এই ভয়ঙ্কর * * *—প্রবেশ কোরে অবধি লহমার জন্য এক দিনও পায় নাই।—থাক্ সে কথা। এক কথায় বোল্লেই বুঝ্তে পার্বে, পাগলের মত চীৎকার কোরে, গণ্ডগোল তুলে, আজ আমি একজন চতুরং ভাঁড় নর্ত্তকের প্রকৃতির অভিনয় কোরেছি! তার ফল তুমি দেখছ। মানুষ চিন্তে না পারে,—চক্ষের উপর কি হোচ্চে, চক্ষে তা দেখ্তেও না পায়।—বুঝ্তেও না পারে, তেমন অজ্ঞান মাতোয়ারা অবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দাঁড়ালো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ঘন ঘন মদ ঢেলেছি।—কি হাত বেশীমাত্রা চড়িয়েছি!"

"তবে, হয় ত তাতেও আপনার অন্তরে ব্যথা লেগেছে?—ঘৃণাকর ভৈরবীচক্রে মত্ত হোতে হয়েছিল, তাতেও আপনি ব্যথা পেয়েছেন?"

"বাধা দিও না।"—মৃদুস্বরে ভল্‌টেরা বোল্লেন, "বাধা দিও না। যা বলি, চুপ কোরে শুনে যাও। বোধ হয় তুমি দেখে থাক্‌বে, যখন আমি প্রকৃত মাতালের মতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গীত ধোরেছিলেম, হঠাৎ থেমে গেলেম, ফিলিপোকে কিছু পরামর্শ দিলেম;—পরামর্শটী কি জান, অন্যান্য ডাকাতেরা তোমাকে যেমন ঘৃণা করে, আমিও তেমনি ঘৃণা করি;—তাদের যেমন তোমার উপর রাগ, আমারো তেম্‌নি; কথার কৌশলে সেই ভাব জানালেম। ফিলিপোকে আমি তখন বোল্লেম, কাপ্তেনের শয়নঘরের পশ্চাতে যে পাথরের কূপ আছে, সেই ঘরেই কয়েদ রাখ্‌তে। সে স্থানটা এত নিরাপদ যে, একটা নেংটে ইঁদুরও সেখান থেকে পালাতে পারে না। ইঙ্গিত শুনে ফিলিপো কতখানি খুসী হলো, তাও বোধ হয় তুমি দেখেছ। আমার মৎলব ছিল;—বিশেষ মৎলবেই এখানে তোমাকে কয়েদ রাখ্‌তে বোলেছিলেম এখানে কয়েদ রাখ্‌লে পাহারা দিবার প্রয়োজন থাক্‌বে না;—প্রহরী দাঁড়াবে না। এই ত গেল এক কথা;—দ্বিতীয় মৎলব এই হোচ্চে, মার্কো উবার্টি ত বিলক্ষণ মাতাল, বেহুঁস মাতাল। যখন প্রয়োজন বুঝ্‌বো, তখনি তার কাছ থেকে চাবীটা ছিনিয়ে নিতে পার্‌বো। মাতালটা কত যত্নে, কত সাবধানে চাবীটা পকেটে রেখেছিল, তাও তুমি দেখেছ। ফিলিপোকে বোলে রেখেছিলেম, তোমাকে কয়েদ কোরে রেখে, চাবীটা যেখানকার, সেইখানেই আবার রেখে আসে। তাই সে কোরেছিল। এখন ডাকাতের সব ঘুমিয়ে পোড়েছে। মাতাল ঘুমুলে শীঘ্র জাগে না। বাহিরের প্রহরীটা কেবল জেগে আছে। জেগে আছে কি না, ঠিক বোল্‌তে পারি না;—থাকাই সম্ভব। একবার আমি যাব; পথ পরিষ্কার কি না, দেখে আস্‌বো। ক্ষণকাল তুমি থাক। এসেই তোমাকে খালাস কোরে দিব।"

প্রগাঢ় উৎসাহে ভল্‌টেরার পাণিপেষণ কোরে, উৎকণ্ঠিতস্বরে আমি বোল্লেম, "ও: আমি আপ্‌নি বাঁচ্‌বো, সে[illegible]দে আমারে উন্মত্ত কোরে দিবেন না। আপনার নিজের নিরাপদে আপনি ঔদাস্য কোর্‌বেন না। ডাকাতেরা আপনার উপর কো[illegible] সন্দেহ কোর্‌বে না ত?"

"না;—অসম্ভব। যখন তুমি পালাবে, তখন আমি আবার ভোজঘরে ফিরে যাব চাবীটা আবার উবার্টির পকেটেই রেখে দিব,—নিজেও তাদের মাঝখানে শু[illegible] পোড়্‌বো। এতক্ষণ ছিলেমও তাই। ঠিক্ যেন মাতাল হয়েছি,—ঠিক যেন ভা[illegible] নেসা হয়েছে,—যেন আমি মাথা তুল্‌তে পাচ্চি না,—নেসার ঝোঁকেই যেন অঘো[illegible] ঘুমুচ্চি,—সেই ভাবেই পোড়ে ছিলেম। আবার সেই রকমেই থাক্‌বো। ডাকাতে[illegible] যদি জাগে, দেখ্‌বে আমি ঘুমুচ্চি। না দেখ্‌লেও মনে কোর্‌বে, আমি ঘুমুচ্চি সকলে যখন উঠ্‌বে, তখনও আমি উঠ্‌বো না।—সকলের শেষেই আমি উঠ্‌বো কেহই কিছু সন্দেহ কোত্তে পার্‌বে না।"

তখনো পর্য্যন্ত তাঁর হাতখানি আমি ধোরে ছিলেম। কম্পিতস্বরে বোল্লেম:

"সিগনর ভলটেরা!—ওঃ!—কবে—বলুন,—কবে আপনি এই ভয়ঙ্কর স্থান পরিত্যাগ কোরে যাবেন? যে সব লোককে আপনি এতদূর ঘৃণা করেন,—ওঃ!—কতদিনে, কতদিনে আপনি সেই সব ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গ ছাড়বেন?"

উষা পরিষ্কার। অন্ধকূপে আলো এসেছে। পাশের ঘরেও আলো এসেছে। ভলটেরার মুখখানি আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি;—আমারেও তিনি বেশ দেখতে পাচ্চেন। দেখলেম, তাঁর সুন্দর মুখখানি গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লে। সস্নেহবচনে তিনি বোল্লেন, "প্রিয়বন্ধু! মনের কথা বলি। যে কাজের জন্য আমি এখানে আছি, সে কাজটী সিদ্ধ না কোরে, স্থানত্যাগ কোরবো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। হয় সিদ্ধি, নয় বিনাশ;—এই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প।—ঈশ্বরের নামে আমি শপথ কোরেছি, কিছুতেই তা লঙ্ঘন হবে না। শীঘ্রই হোক, অথবা কিছু বিলম্বেই হোক, অবশ্যই আমার ইষ্টসিদ্ধ হবে। যে একটী নিগূঢ় তত্ত্ব আমার জানা দরকার, আজিও সেটী জানবার সুবিধা পাই নাই। সে কথা কেবল মার্কো উবার্টির পেটে পেটেই আছে। ঘোরতর মাতাল হয়েও, মাতালদলের কাছেও সে কথা প্রকাশ করে না,—ভুলেও কিছুই বলে না। কোন গতিকে আপনার মুখেই বলুক, কিম্বা আমিই কোন রকমে জানতে পারি, যে রকমেই হোক, জানবোই জানবো। ইতিমধ্যে একটা কথা সে আমাকে বোলেছে;—আর একটাই বা না বোলবে কেন? যে গুহ্য কথা ভেঙেছে, তা আমি তোমাকে দেখাবো।—হাঁ, অবশ্যই দেখাব। এই দেখ, এইটে দেখলেই জানতে পারবে, ডাকাত তত যত্নে এই অন্ধকূপের চাবী তার নিজের কাছে কেন রাখে।"

এই কথা বোলেই এঞ্জিলো ভলটেরা সেই অন্ধকূপের দেয়ালের একস্থানে কেমন এক রকমে হাত ঘুরালেন। একফুট আন্দাজ পাথর সোরে ফাঁক হয়ে এলো। যেন একটা ক্ষুদ্র দরজা বেরুলো। প্রথমে আমি কিছু দেখতে পেলেম না। ভলটেরা বোল্লেন, "হেঁট হয়ে ভাল কোরে দেখ;—কিম্বা ফাঁকের ভিতর হাত দিয়ে দেখ। আমি হাত দিয়েই দেখলেম। আঙুলে ঠেকলো, রাশীকৃত মোহর। গোটাকতক আমি তুলে নিলেম;—অত্যন্ত ভারী;—বেশ চকচকে, সমস্তই স্বর্ণমুদ্রা। কূপের ভিতর কূপ;—তার ভিতর মোহর।—ডাকাতদের গুপ্তধন।

ভলটেরা বোল্লেন, "এই সব লুঠ তরাজের মাল। কত বৎসর ধোরে কত লোকের কত ধন অপহরণ কোরেছে, সর্দ্দারের নিজের ভাগে যা পোড়েছে, সেইগুলিই এখানে লুকিয়ে রেখেছে।" এই কথা বোলে, আর একটী স্প্রিং ঘুরিয়ে, সে দরজাটা তিনি বন্ধ কোরে দিলেন। আবার বোলতে লাগলেন, "মার্কো উবার্টি কতবার বোলেছে, ডাকাতের দলে আর থাকবে না। সর্দ্দারগিরি ছেড়ে দিবে। বিদেশে দূরদেশে চোলে যাবে; এই সকল ধনে সেখানে সুখে কাল কাটাবে।" বলে এই রকম কথা, শেষে আবার ভুলে যায়; মনে থাকে না;—আবার ডাকাতি পেসায় মত্ত হয়ে পড়ে। যত ধন সে চায়, বোধ হয়, তত এখনো জমে নাই। যতদূর তার আশা, বোধ হয়, সে

আশা এখনো মেটে নাই।”—এই পর্য্যন্ত বোলে, হঠাৎ তিনি বোলে উঠ্‌লেন, “তা ত! আমি এ কোচ্চি কি? বৃথা এই অমূল্য সময়——”

আমি বোলে উঠ্‌লেম,—“ঠিক ঠিক! যা আপনি আমারে দেখালেন, গুপ্তধনে গুপ্তস্থান;—শুধু কেবল ঐ নয়, আরো আছে। এই অন্ধকূপের ভিতর আরো মহ আছে।—আরো এক—আরো এক গুপ্তকাণ্ড!”

ব্যগ্রভাবে ভল্‌টেরা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “আরো?—আরো কাণ্ড?—বল কি? আমি উত্তর কোল্লেম, “দৈবাৎ আমি দেখেছি,—এখানে একটা—”

“কি? কি?”—অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ভল্‌টেরা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কি? কি?”

মেজের পাথরখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে, চুপিচুপি আমি বোল্লেম, “এ পাথরখানার নীচে একতাড়া কাগজ——”

“কাগজ?”—বিস্ময়ানন্দে ব্যগ্রভাবে ভল্‌টেরা প্রতিধ্বনি কোল্লেন, “কাগজ ওঃ! তা যদি হয়,—ধন্য জগদীশ!—ধন্য জগদীশ!”

নিমেষমাত্র দেরী না কোরে, ছুরীখানা আমি বাহির কোল্লেম।—দুজনেই সে পাথরখানা ধোরে তুল্লেম। তুল্‌ছি, হঠাৎ এগ্রিলোর হাতে আমার হাত ঠেক্‌লো অনুভবেই বুঝ্‌লেম, হাতখানি থর থর কোরে কাঁপ্‌ছে। আরো বুঝ্‌লেম, ঘন ঘ নিশ্বাস পোড়্‌ছে। কতই আনন্দে তিনি যেন উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। কাগজে তাড়াটা তিনি চঞ্চল হস্তে তুলে নিলেন।—উবার্টির ঘরের জানালার কাছে গেলেন একবারমাত্র সেই সকল কাগজের প্রতি কটাক্ষপাত কোল্লেন।—আহ্লাদে যেন নাচ্‌তে নাচ্‌তে ফিরে এসে, যুগল হস্তে আমারে তিনি আলিঙ্গন কোল্লেন। সহোদর ভাইকে সহোদর যেমন আলিঙ্গন দেয়, সেই রকম সস্নেহ আলিঙ্গন।

আনন্দবেগে কণ্ঠরোধ! অস্পষ্ট গদ্‌গদবাক্যে আমারে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন “প্রিয়তম,—প্রিয়তম প্রিয় মিত্র! আমার অন্তরাত্মা আজ কি অপূর্ব্ব সুখসাগরে ভাস্‌ছে তা তুমি জান্‌তে পাচ্চো না!—না, তা তুমি জান না! আমার ব্রত সাঙ্গ হলো গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশ পেলে;—ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন। এসো ভাই, এসো! এখন আমর দুজনেই একসঙ্গে এই নরকনিবাস পরিত্যাগ কোরে যাই!—এসো, আমরা দুজনে একসঙ্গে পালাই।”

কাগজের তাড়াটা হাতে ঠেক্‌বামাত্র যা আমি ভেবেছিলেম, তাই ঠিক্ দাঁড়ালো এগ্রিলো ভল্‌টেরা যে মৎলবে ডাকাতের দলে ছিলেন, যে সব দলীল অন্বেষণ কোচ্ছি লেন, ঠিক্ বুঝ্‌লেম, সেই সব দলীল ঐ।—আমিও উল্লাসিত।

উৎসাহিতবচনে ভল্‌টেরা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “জোসেফ! এই কাজটা এই রকম সুসিদ্ধ হবে বোলেই, ইচ্ছাময় পরমেশ্বর নিজেই তোমাকে ডাকাতের হাতে ফেলেছিলেন ওঃ! ঈশ্বরের মহিমা অনির্ব্বচনীয়!”

জগদীশকে ধন্যবাদ দিয়ে,—আনন্দে করতালি দিয়ে, ভল্‌টেরা সেই দলীলগু

এঞ্জিলোভল্‌টেরা—উইলমুট।

আপনার জামার পকেটে খুব ভাল কোরেই লুকিয়ে রাখ্‌লেন। ব্যগ্রকণ্ঠে বোল্লেন, "একবার আমি যাই ;—দেখে আসি কে কোথায় আছে ;—দেখে আসি পথ পরিষ্কার কি না। এখনি আমি ফিরে আস্‌ছি।—এখনি আমরা দুজনে একসঙ্গে পালাবো।"

বন্দী আমি,—বন্দীর মতই রেখে যেতে হয়,—কূপ থেকে বেরিয়ে, এঞ্জিলো ভল্‌টেরা পূর্ব্ববৎ দরজা বন্ধ কোল্লেন ;—চাবী দিলেন ;—হুড়্‌কো দিলেন ;—চোলে গেলেন। আমিও সেই সময় দলালবাক্সের পাথরখানা গর্ত্তের মুখে চাপা দিলেম। দশ মিনিট অতীত। আমার যেন বোধ হোতে লাগ্‌লো, দশ ঘণ্টা!—ওঃ! কতই উদ্বেগ,—কতই উৎকণ্ঠা, কতই সংশয়! তীব্র তীব্র যাতনা! যদি কিছু ঘটে,—যদি কিছু বাধা পড়ে,—ভল্‌টেরা যদি ফিরে আস্‌তে না পারেন,—ডাকাতেরা যদি কিছু জান্‌তে পেরে থাকে, তবে আমাদের কি হবে?—তবে আমরা কেমন কোরে রক্ষা পাব?—ততগুলো দুর্দ্দান্ত মোরিয়া ডাকাত,—আমরা কেবল দুজন ;—আমরা তাদের কি কোত্তে পারি? যদি তিনি ফিরে আস্‌তে না পারেন, তবেই ত আমরা গেছি!—তীব্র তীব্র যাতনা!

পদশব্দ নিকটে ;—পদশব্দ অগ্রবর্ত্তী ;—আমি শুন্‌লেম, পদশব্দ দরজার কাছে। চাবী খোলা শব্দ পেলেম,—দরজা খোলা শব্দ পেলেম, ভল্‌টেরা পুনঃপ্রবেশ কোল্লেন, কটিবন্ধে পিস্তলের বাক্স ;—হাতেও তলোয়ার, হাতেও পিস্তল!—সে দুটী আমার জন্য।

"এসো জোসেফ! অস্ত্র গ্রহণ কর। যদিও দেখ্‌তে পাচ্চি সব দিকে সুবিধা ; সাপ যেমন কুণ্ডলীর ভিতর থেকে ফণা বিস্তার কোত্তে পারে, নিমেষমধ্যে বিপদও তেমনি উপস্থিত হোতে পারে ;—যদি তাই-ই হয়,—প্রয়োজন যদি পড়ে, বেগতিক যদি দাঁড়ায়, লড়াই কোত্তে পার্‌বে?"

"শরীরে যতক্ষণ এক বিন্দু রক্ত থাক্‌বে, ততক্ষণ পার্‌বো!"—ভল্‌টেরার উৎসাহ বাক্যে এইমাত্র উত্তর দিয়ে, কোমরবন্ধশুদ্ধ তলোয়ারখানি কটিদেশে আঁট্‌লেম। পিস্তলও কোমরে রাখ্‌লেম। পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ কোরে, যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোলেম, যদি বিপদ আসে, দুজনেই প্রাণপণে লড়াই কোর্‌বো। যদি তেমন তেমন ঘটে, দুজনেই একসঙ্গে মোর্‌বো!

দুজনেই একসঙ্গে বেরুলেম। ভল্‌টেরা যে রকম সতর্ক, যে রকম গম্ভীরভাবে তিনি কথা কইলেন,—পথে যে রকমে আমার হাত টিপে দিলেন, তাতে বুঝ্‌লেম, সঙ্কট বড়।—সঙ্কটক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হোতে হবে ;—মোরিয়া হোয়ে দাঁড়াতে হবে। আমিও তাতে বিলক্ষণ প্রস্তুত। যে কোন বিপদ আসুক, কিছুতেই বিমুখ হব না। বারাণ্ডা পার হোলেম,—সিঁড়িতে পা দিলেম, ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌লেম।

"পাহারা আছে। সর্ব্বদা যেখানে থাকে, সেইখানেই প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে।" এইরূপ ইঙ্গিত কোরে ভল্‌টেরা বোল্লেন, "অকারণে নররক্ত পাতে আমার ইচ্ছা হয় না। যদিও ডাকাত, তথাপি অকারণে প্রাণে মাত্তে আমার ইচ্ছা নাই। তবে যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তাকে আমি কেটে ফেল্‌বো। এইখানে তুমি একটু থাকো। যদি

কাহারো পায়ের শব্দ পাও, উপর থেকে যদি কেউ নেমে আসে, এমন যদি বুঝ্‌তে পার, ছুটে আমার কাছে যেও। আস্তাবলের দরজার সম্মুখেই আমি থাক্‌বো।"

আমায়ে ঐ রকম উপদেশ দিয়ে, ভল্‌টেরা চোলে গেলেন। আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। কোণের মাথায় প্রহরীটা যে দিকে দাঁড়িয়ে থাকে, ভল্‌টেরা সেই দিকে গেলেন। তিনি সেখানে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে অস্ত্রধারী প্রহরী কোণের দিক্ থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লো। আমি অম্‌নি একটু পাশ কাটিয়ে একটা দরজার আড়ালে গা-ঢাকা হোলেম।—ডাকাতের প্রহরী আমাকে দেখ্‌তে না পায়, অথচ আমি সব দেখ্‌তে পাই, সেই ভাবে গা ঢাকা থাক্‌লেম।—ভল্‌টেরাকে অস্ত্রধারী দেখে, প্রহরী কিছুমাত্র বিস্ময়বোধ কোল্লে না,—সন্দেহও কোল্লে না। সে জান্‌তো, ভল্‌টেরা তাদের ডাকাতের দলের একজন ডাকাত,কাজেই তাঁরে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখে, প্রহরী কিছু ঠাওরাতে পাল্লে না। ভল্‌টেরা যেতে যেতে একটু থাম্‌লেন। বেশ, শান্তভাবে সেই প্রহরীর সঙ্গে দুটী একটী কথা কইলেন।—আলাপী কথা। কথা কইতে কইতে চক্ষের নিমেষে তিনি তার হাতের বন্দুকটা কেড়ে নিলেন;—সেই বন্দুকের বাঁট দিয়ে তার মাথা তেগে এক ঘা!—এক ঘায়েই লোকটা দুম কোরে পোড়ে গেল।—এক কালেই অজ্ঞান। ঠিক সেই সময়েই আমি শুন্‌তে পেলেম, সিঁড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ হোচ্চে;—কে যেন নেমে আস্‌চে।

ভল্‌টেরার পরামর্শ আমার মনে পোড়্‌লো। তেমন অবস্থায় তিনি আমারে তাঁর কাছে ছুটে যেতে বোলেছেন। সেটী তিনি বোলেছিলেন, তার মানে ছিল,—আস্তাবলের দরজার কাছে প্রহরীর সঙ্গে তাঁর লড়াই হবার সম্ভাবনা, আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেম, সে দরজার কাছ থেকে অপর যদি কেহ বেরিয়ে পড়ে, তা তিনি দেখ্‌তে পেতেন না। এখনকার ভাব সে রকম নয়। যে লোক নেমে আস্‌ছে, এখানকার কাণ্ড সব সে দেখ্‌তে পাবে।—নীচে এলেই দেখ্‌বে। দেখেই বুঝ্‌বে ষড়যন্ত্র। আমি যদি এখন সেখান থেকে সোরে যাই, এখনি সোর গোল কোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌বে। সোর্‌লেম না। সিঁড়িতে পদশব্দ যে রকম, তা শুনে আমি ঠিক কোল্লেম, একজন লোক। একজন লোক নেমে আস্‌ছে,—একজনের বেশী না। সঙ্কট বড়।—করি কি?—মনে মনে মৎলব আঁট্‌লেম, করি কি? পায় পায় এগুলেম। দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেম। একেবারে যেন দেয়ালসাফ্‌টা হয়ে গেলেম। তলোয়ারখানা এম্‌নিভাবে উল্‌টে নিয়ে বাগিয়ে ধোল্লেম, তলোয়ারের বাঁটখানা কার্য্যক্ষেত্রে লাঠির কাজ কোর্‌বে। উপরের পদশব্দ নিকটে এলো। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে, তারি পাশে একটা দরজা। সেই দরজার পাশে পদশব্দ। চৌকাঠের বাহিরে একখানা পা বেরুলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একজন মানুষ। যেমন দেখেছি মানুষ, তৎক্ষণাৎ অম্‌নি তলোয়ারের বাঁটের বাড়ী এক ঘা! লোকটা অম্‌নি ধুপ কোরে পোড়ে গেল! একবার একটু গোঁ গোঁ কোরে উঠ্‌লো। চেয়ে দেখলেম, ফিলিপো। তৎক্ষণাৎ তার বুকে হাঁটু

দিয়ে চেপে বোস্‌লেম। মুখখানাতে হাত চাপা দিলেম;—খুব জোরেই চেপে ধোল্লেম। কিন্তু আর কেন চাপি? লোকটা অজ্ঞান।—নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লেম, মরে নাই।

ভল্‌টেরা দেখ্‌লেন, আমি কি কোল্লেম। তিনি আমারে একটী ইঙ্গিত কোল্লেন। ইঙ্গিত আমি বুঝ্‌লেম। অচেতন বৈরীটাকে টেনে নিয়ে, সেই আস্তাবলের দরজার ধারে ফেল্লেম। প্রহরীটাও যেখানে পোড়ে ছিল, সেই খানেই ফেলে রাখ্‌লেম। দুটোই অজ্ঞান। আমরা তাদের দুজনকে টেনে, আস্তাবলের ভিতর নিয়ে গেলেম। ভল্‌টেরা উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন, "ধন্য সাহস! যেমন সাহস, তেম্‌নি উপস্থিত বুদ্ধি! সত্য বোল্‌ছি প্রিয়বন্ধু, তোমার বীরত্বেই আজ আমাদের জীবনরক্ষা। এখন শীঘ্র শীঘ্র তুমি ঐ ঘোড়া দুটা সাজাও——"

মুহূর্ত্তমধ্যেই দুটো ঘোড়ার পিঠে জিন চড়ালেম। মূর্চ্ছাপন্ন ডাকাত দুটো তখনো মূর্চ্ছাপন্ন। ঘোড়া দুটো আমরা বাহির কোরে আন্‌ছি, হঠাৎ পশ্চাৎ দিক থেকে পিস্তলের আওয়াজ হলো। গুলি লেগে আমার মাথার টুপীটা খোসে গেল। নিমেষ মধ্যে আবার আওয়াজ;—ভাগ্যক্রমে সে তাগ্‌টাও ফোস্কে গেল! আমাদের কাহারো গায়ে লাগ্‌লো না। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে, ফিলিপো তখন একটু খাড়া হয়ে বোসেছে। টানা টানি কোরে দাঁড়াবার চেষ্টা কোচ্চে। তলোয়ারের খাপ খুলচে। ভল্‌টেরা তৎক্ষণাৎ বন্দুকের বাঁট দিয়ে আবার তারে এক ঘা বোসিয়ে দিলেন। ফিলিপো আবার অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লো। প্রহরীর চৈতন্য নাই। আমরা তাড়াতাড়ি ঘোড়া দুটোকে বাহির কোরে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হোলেম।

সবেমাত্র বাহির হয়েছি, দেখি, মার্কো উবার্টি টৌল্‌তে টৌলতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমাদের দিকে আস্‌ছে। পলকমাত্র ইতস্তত কটাক্ষপাতেই আমরা বুঝ্‌লেম, মার্কো উবার্টি একাকী। নেসার ঝোঁকে উদাসনয়নে ফ্যাল ফ্যাল্ল কোরে চারি দিকে চাচ্চে, সব জেন দেখ্‌ছে, কিন্তু কি যে দেখ্‌ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চে না। দু জনেই আমরা সেই দিকে ছুটে গেলেম। ধাক্কা মেরে মাতালটাকে ভূতলে ফেলে দিলেম। আমার রুমাল দিয়ে তৎক্ষণাৎ তার মুখ বেঁধে ফেল্লেন। ভল্‌টেরাও নিজের দুখানা রুমালে মাতাল ডাকাতের হাত পা বেঁধে ফেল্লেন,—হাত দুখানা পিঠের দিকে উল্‌টে নিয়ে পিছমোড়া কোরে বাঁধ্‌লেন। ভল্‌টেরার ঘোড়ার জিনের সম্মুখে সেটাকে আমরা তুলে বসালেম,—ভল্‌টেরাও সেই ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠ্‌লেম। আমার জন্য যে ঘোড়া আনা হয়েছিল, আমিও তাড়াতাড়ি সেই ঘোড়ায় সওয়ার হোলেম। চকিতনয়নে চারিদিকে একবার চাইলেম। সব দিক পরিষ্কার,—কেহ কোথাও নাই,—ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম। অসীম আনন্দে উভয়েই আমরা অগ্রসর। আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ডাকাতের আড্‌ডা পশ্চাতে পোড়ে থাক্‌লো।

চতুর্ব্বিংশ প্রসঙ্গ।

—oo—

ভলটেরার পরিচয়।

কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে মার্কো উবার্টি হতজ্ঞান।—ভলটেরার ঘোড়ার পৃষ্ঠে সে যেন তখন ঠিক একটা জড়পিণ্ড। অশ্ব অতি বলবান। প্রথম প্রথম দুজন সওয়ার নিয়ে বেশ সবলে ছুটে চোল্লো,—কিন্তু অনেক দূর যেতে হবে; অত ভারী বোঝাই নিয়ে, তত দূর ছুটে যেতে পার্‌বে না। যখন আমরা প্রায় এক মাইল পথ গিয়েছি, ডাকাতটা পাছে দমবন্ধ হয়ে মরে, সেই ভয়ে আমি তার মুখের বাঁধন খুলে দিতে বোল্লেম। ভলটেরাও রাজী হোলেন,—খুলে দেওয়া হলো। খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ডাকাতটা কথা কইতে আরম্ভ কোল্লে; তখন তার বোল ফুট্‌লো।—ভলটেরা সক্রোধে ধোম্‌কে ধোম্‌কে তার কথার জবাব দিতে লাগ্‌লেন। বুঝিয়ে বুঝিয়ে ইংরাজী ভাষায় আমারে বোল্লেন, "ডাকাতটার প্রায় নেসা ছুটেছে। যা যা ঘোটেছে, সব জান্‌তে পাচ্চে। এখন হয় ত প্রাণের ভয় ধরেছে। কাকুতি মিনতি কোচ্চে। ছেড়ে দিতে বোল্‌ছে।"

ভ্রূক্ষেপ নাই। আমাদের ঘোড়ারা ছুটেছে। পূর্ব্বে আমি একবার যে গ্রামে বাসা নিয়েছিলেম, সেই দিকেই ছুটেছে। বন্ধনগ্রস্ত বিষহীন মার্কো উবার্টি ক্রমাগতই বারম্বার দয়াভিক্ষা কোচ্চে।—ভ্রূক্ষেপ নাই।

গ্রামে পৌঁছিলেম। লোকেরা যখন শুন্‌লে, ভলটেরার ঘোড়ার পিঠে যে লোকটা মরার মতন ঝুলে ঝুলে আস্‌ছে, সে লোকটা বহুলোকের ভয়স্থান সেই ভয়ানক ডাকাতের সর্দ্দার মার্কো উবার্টি, গ্রামের মধ্যে তখন যে কি হুলুস্থূল পোড়ে গেল, পাঠক মহাশয় সেটা অনুভবেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। সমস্ত গ্রামবাসী—আবালবৃদ্ধবনিতা—দলে দলে আপ্‌নাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। আমরা যে সরাইখানার দিকে যাচ্চি, সেই দিকে বিস্তর লোক জমে গেল। আমরা সরাইখানায় উত্তীর্ণ হোলেম। সরাইওয়ালা আমারে দেখেই চিন্‌তে পাল্লে। সরাইখানার চাকরেরাও আমারে চিন্‌তে পাল্লে। পূর্ব্বে আমি সেখানে সমাদর পেয়েছি, সেবারেও পেলেম। কিন্তু ভয়ানক ডাকাতের সর্দ্দার মার্কো উবার্টি আমার কৌশলে বন্দী, সেই কথা জেনে দ্বিগুণ সমাদর। পুলিসের মেয়র অবিলম্বে সেখানে এসে উপস্থিত হোলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ডাকাতেরাই বুঝি ডাকাতি কোত্তে এসেছে। এসেই শুন্‌লেন, তা নয়, ডাকাতের দল ডাকাতের আড্‌ডাতেই আছে, ছত্রভঙ্গ হোতে পারে নাই। গ্রামের সমস্ত লোকে যে যা পেলে, অস্ত্রধারণ কোরে পুরোবর্ত্তী হলো। কেহ কাস্তে নিয়ে বেরুলো;—কেহ ঝাঁটা হাতে কোরে ছুট্‌লো,—কেহ কেহ পুরাতন তলোয়ারে—পুরাতন ছুরীতে শাণ দিতে লাগ্‌লো।

মর্‌চে ধরা বন্দুকে কেহ কেহ ঝামা বোসতে আরম্ভ কোল্লে। চারিদিকে কলরব,—চারিদিকে জনতা,—চারিদিকে অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। সকলেই উত্তেজিত—সকলেই উৎসাহিত, সকলেই যেন যুদ্ধ কোত্তে উদ্যত। দুর্দ্দশাপন্ন মার্কো উবার্টিকে একটা ঘরের ভিতর নিয়ে ফেলা হলো। ছয়জন অস্ত্রধারী বলবান কৃষক সেই ঘরের দরজার পাহারা দিতে দাঁড়ালো। ভল্‌টেরা আর আমি, দুজনে তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ কোরে নিলেম। সেই অবকাশে একখানা গাড়ী ভাড়া কোরে আনা হলো। খাদ্যসামগ্রীগুলি সে দিন আমি মনের স্ফূর্ত্তিতে পরিতোষরূপে ভোজন কোল্লেম। অন্তরে আমার সে দিন বিপুল বিমল আনন্দ;—মনে মনে আমি পরম সুখী। ততবড় সঙ্কট বিপদে পোড়েছিলেম, এখন সঙ্কটমুক্ত হোলেম, জীবনরক্ষা হলো,—স্বাধীনতা লাভ হলো;—হৃদয়ে আনন্দলহরী খেলা কোত্তে লাগ্‌লো। ভয়ঙ্কর ডাকাতকে গ্রেপ্তার কর্‌বার উপলক্ষ আমি,—সাহায্যকারীই আমি। তা ছাড়া, জগদীশ্বরের কৃপায় এঞ্জিলো ভল্‌টেরাকে ডাকাতের আড্‌ডা ছাড়ালেম,—যে সঙ্গকে তিনি অন্তরে অন্তরে ঘৃণা কোত্তেন, আমিই মধ্যবর্ত্তী হয়ে, গুপ্ত দলীলের সন্ধান দেখিয়ে, সে সঙ্গ তাঁরে ছাড়ালেম;—এটা কি আমার সামান্য আনন্দ? এমন অতুল আনন্দে কি আমার সামান্য সুখ?—কেবল একাই আমি আহ্লাদিত নই, ভল্‌টেরার সুন্দর মুখশ্রীতেও আনন্দ-দীপ্তি বিকাশমান। মুখ দেখেও জান্‌লেম, আনন্দ,—মুখেও তিনি আমারে বোল্লেন, বহুদিনের পর পরমানন্দ লাভ!"

গাড়ী প্রস্তুত।—খুব শক্ত শক্ত দড়ী দিয়ে মার্কো উবার্টির হাত পা দৃঢ়রূপে বাঁধা। সেই বাঁধনশুদ্ধ তারে গাড়ীর ভিতর ফেলে দেওয়া হলো। তার পর ভল্‌টেরা আর আমি, উভয়েই সেই গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেম;—উভয়েই আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। প্রহরীর প্রয়োজন হলো না। নির্ঘাত বাঁধনে বাঁধা;—বন্দীকে আর পাহারা দিবার প্রয়োজন হলো না। গাড়ী ছেড়ে দিলে।—গাড়ী ছুট্‌লো।—গ্রামবাসী লোকেরা করতালি দিয়ে দিয়ে আনন্দধ্বনি কোত্তে লাগ্‌লো।

মার্কো উবার্টি দেখ্‌লে, সমস্ত কাকুতি মিনতি বিফল হলো। তারে আমরা পুলিসের হাতে সমর্পণ কোত্তে দৃঢ়সংকল্প;—মুখে আর কথা নাই।—তত বড় দুর্দ্দান্ত ডাকাত যেন ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের মত চুপ কোরে থাক্‌লো। কেবল ফ্যাল্‌ফেলে চাউনি দেখে বোধ হোতে লাগ্‌লো, বেঁচে আছে। তার সেই রক্ষাকবচ কাগজগুলি ভল্‌টেরা অধিকার কোরেছেন;—যে সব দলীলের জোরে এতদিন সে নিরাপদে অজেয় বিবেচনা কোত্তো, সে সব দলীল এখন ভল্‌টেরার হস্তগত, একথা সে তখনো জান্‌তো না।—তাতেই হয় ত মনে মনে আশা কোচ্ছিল, সেই জোরে আবার হয় ত খালাস পাবে। এঞ্জিলো তখন সে সব কথা কিছুই তারে বোল্লেন না।—গাড়ীর এক কোণে ঠেস দিয়ে, ডাকাতটা চক্ষু বুঝে থাক্‌লো।—ঘুমালো কি ভাণ কোরে থাক্‌লো, সেই জানে।

ভল্‌টেরা আমারে বোল্লেন, "প্রিয়মিত্র জোসেফ! কেন আমি এই ডাকাতের দলে এতদিন বিব্রত ছিলেম, তার প্রকৃত হেতু জান্‌বার জন্যে বোধ হয়, তোমার কৌতূহল

জন্মাচ্ছে। বোধ হয় জেনেছ, ঐ কাগজগুলি হস্তগত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। জগদীশ্বর সদয় হোলেন;—তোমারি সাহায্যে সেই কাগজগুলি আমি পেয়েছি। হাঁ,—ঐ উদ্দেশেই আমি ডাকাতের দলে প্রবেশ কোরেছিলেম।—আরো এক উদ্দেশ্য আছে;—যে কাজ কোল্লেম, তার চেয়েও মহৎ উদ্দেশ্য।—কি সেই মহৎ উদ্দেশ্য, সেটী জান্‌বার জন্য আর খানিক ক্ষণ তুমি আমাকে পীড়াপীড়ি কোরো না;—তুমি যেমন আমার প্রিয়তম, তোমার মত আর একটী প্রিয়তম যদি বলি, বেশী,—মনে কোরো না কিছু, মনের কথাই তাই;—কার্য্য গতিকেই——"

ইঙ্গিতে ভাব বুঝ্‌তে পেরেই, তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম,—"হাঁ, খোস খবরের প্রথম কথাটীই তাঁরে জানান উচিত।—যারে আপনি ভালবেসেছেন,—যার কাছে মনঃপ্রাণ গচ্ছিত রেখেছেন, তার কাছে আগে সংবাদ দেওয়াই উচিত।"

"সাধু প্রিয়বন্ধু,—সাধু!—তোমার প্রতি যে আমার অকপট মিত্রভাব, তা আমার অন্তরে অন্তরে তেমনি বদ্ধমূল আছে, আন্তরিক ভাব প্রকাশ কর্‌বারও সুবিধা পেয়েছি। এখন যা বোল্‌ছিলেম, বলি শোন।"

এইরূপ আড়ম্বর কোরে, মার্কো উবার্টির দিকে একবার কটাক্ষ ঘুরিয়ে, তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যে ভাষায় আমরা কথা কোচ্চি, এ ডাকাতটা সে ভাষা জানে না;—ইংরাজী কথা বুঝ্‌তে পারে না। যদিই বা পাত্তো, তাতেই বা কি?—তুচ্ছ কথা!"

ভল্‌টেরা একটু থাম্‌লেন। আবার আরম্ভ কোল্লেন:—

"মার্কো উবার্টি ফ্লোরেন্সের রাজবাড়ী থেকে সরকারি দলীল চুরী কোরে নিয়ে পালিয়েছে, সেটা আমার জানা ছিল। কি উপায়ে দলীলগুলি আমি হস্তগত করি, সেই চেষ্টাই আমার প্রধান চেষ্টা হয়। ক্রমাগত বহুদিন মনে মনে সংকল্প থাকে, ডাকাতের দলে ডাকাতের সাজে প্রবেশ কোর্‌বো। সঙ্কল্প ঠিক হয়। একটা মিথ্যা নাম ধারণ করি। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা আমার সত্য নাম নয়;—নাম ভাঁড়িয়ে, বেশ বোদ্‌লে, নির্ভয়ে আমি মার্কো উবার্টির আড্‌ডায় প্রবেশ করি। ডাকাতদের বলি, আমি একটা গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী। দায়ে পোড়েই আমাকে ডাকাত হোতে হয়েছে। ডাকাতের দলেই থাক্‌বো, ডাকাতদের সাহায্য কোর্‌বো। ডাকাতেরা আমার কথায় কোন প্রকার কপটতা দেখ্‌লে না। এই দলপতি আমার কথায় বিশ্বাস কোল্লে,—আমার অভীষ্টসিদ্ধ হলো। এই সর্দ্দার আমাকে আপনাদের দলে ভর্ত্তি কোরে নিলে। কি রকমে আমি সাহায্য কোর্‌বো, তাও জানালেম। নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে যাব;—এপিনাইন পর্ব্বতের দুধারী যে সব নগর আছে, সেই সব নগরে নগরে বেড়াব;—ছদ্মবেশে ঘুর্‌বো; কোন পথিক লোক কোন্ সময়ে ছাড়্‌বে,—কোন্ পথ ধোরে যাবে, তাদের সঙ্গে ধন দৌলত;—জিনিসপত্র বেশী আছে কি না, ভাল কোরে সন্ধান জান্‌বো;—অবিলম্বেই আড্ডায় গিয়ে খবর দিব। এই সব কথা খোলসা কোরেই এই ব্যক্তিকে আমি বলি। বাস্তবিক, ঐ রকমের একটা গুপ্তচর এই সর্দ্দারের তখন আবশ্যক হয়েছিল।

তৎক্ষণাৎ আমার কথায় রাজী হলো ;—যেমন বলা, অমনি রাজী। এখন তুমি বুঝ্‌তে পাল্লে, ঐ রকম কাজেরই আমি ভারগ্রহণ কোরেছিলেম। করি, আর নাই করি, সকলে বুঝে ছিল, বাস্তবিক ঐ ভার আমার,—ঐ কাজ আমার।—লুঠতরাজের কাজে ডাকাতের সঙ্গে আমি ডাকাতি কোত্তে যেতেম না। মার্কো উবার্টিও নিজে আমাকে বোলেছিল, গাড়ীর কোচম্যানেরা, প্রহরীরা, পথদর্শকেরা যদি আমারে চিনে ফেলে, তা হোলে আমার নগরে নগরে ভ্রমণ করা বড়ই সঙ্কটজনক হয়ে উঠ্‌বে। বিপদ ঘটবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।—আমার যা ইচ্ছা, দলপতিরও সেই ইচ্ছা হলো। আমি সিদ্ধমনোরথ হোলেম ;—ডাকাতের দলেই থাক্‌লেম। বাস্তবিক আমি ডাকাতের দলে পথিক লোকের সন্ধান বোলে দিয়েছি, এমন কথা তুমি মনে কোরো না ;—একবারও না। কোন পথিক লোককে আমি বিপদগ্রস্ত করি নাই। তোমার কাছে সে কথার পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য। ধরিয়ে দেওয়া দূরে থাক্,—খবর দেওয়া দূরে থাক, যে পথে গেলে পথিক লোক নিরাপদ হয়, সকলকেই আমি সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছি,—সকলকেই আমি সাবধান কোরেছি। মাসকতক হলো,—লর্ড রিংউসের গাড়ী ধর্‌বার যখন উদ্যম হয়, ডাকাতদের তখন আমি অন্যপথ দেখিয়ে দিই,—অন্য লোকের কথা বলি। অবশ্যই সেটা মিথ্যা কথা। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি উঠ্‌লো ; যতক্ষণে তোমরা চলে যেতে পার্‌তে, তার চেয়ে দেরী হয়ে পোড়্‌লো ; কাজেই আমার সতর্কতা বিফল হলো, কাজেই তোমরা ডাকাতের হাতে ধরা পোড়্‌লে। পথিক লোককে আটক কর্‌বার ছল্ কোরে, সর্ব্বদাই আমি রাত্রিকালে ঘোড়ায় চোড়ে বেরুতেম। আড্ডার লোকেরা জান্‌তো, ডাকাতের দৌত্য কার্য্যেই আমি নিযুক্ত। বাস্তবিক আমি কি কোত্তেম, জান ?—যে দিকে ডাকাতের আড্ডার পথ, কোন পথিক যদি পথ ভুলে সেই দিকে এসে পোড়্‌তো, সতর্ক কোরে অন্যপথে ফিরিয়ে দিতেম। তোমার স্মরণ থাক্‌তে পারে, যে রাত্রে তুমি ছদ্মবেশে আড্ডার পথে যাচ্ছিলে, তোমাকে না চিন্‌তে পেরেও, ব্যগ্রভাবে আমি সাবধান কোরেছিলেম। তাতেই তুমি আমার কার্য্যপ্রণালীর প্রমাণ পেয়েছ। থাক্‌তে থাক্‌তে ডাকাতেরা শীঘ্রই জান্‌তে পাল্লে, নিকটবর্ত্তী নগরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে একটাও নিশ্চিত খবর আমি দিতে পাল্লেম না। অথচ আমি অনবরতই ডাকাতদের হাতে রাশি রাশি সোণার মোহর ঢেলে দিতেম।—বোল্‌তেম, রাহাজানির মোহর।—কোথায় আমি মোহর পেতেম, সে কথাও তুমি জিজ্ঞাসা কোত্তে পার।—দেখ প্রিয়বন্ধু ! আমার ঐশ্বর্য্য আছে ; আমার দাওয়ানজী প্রায় সর্ব্বদাই আমার কাছে টাকা পাঠাতেন,—পিস্তোজাতেও পাঠাতেন, অন্যস্থানেও পাঠাতেন। যেমন যেমন ঠিকানা আমি বোলে দিতেম, সেই সেই ঠিকানাতেই টাকা আস্‌তো। যদিও আমি এপিনাইনের পার্শ্ববর্ত্তী নগর থেকে ঠিক ঠিক খবর দিতে পার্‌তেম না ; কিন্তু টাকা দিতেম দেখে, ডাকাতেরা আমার প্রতি অবিশ্বাস্ কোত্তো না। তারা মনে কোত্তো, গোয়েন্দাগিরিতে আমার দক্ষতা নাই, লুটপাট কোত্তে দক্ষতা আছে। ডাকাতের ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ আমি নিক্ষেপ কোরেছি। তাতেই

তারা আমার উপর সন্তুষ্ট, আমার উপর তাতেই তাদের উচ্চ বিশ্বাস। তারা আমাকে ভাব্‌তো, গোয়েন্দার অযোগ্য,—ডাকাতের যোগ্য!"

ভল্‌টেরা এই সব কথা বোল্‌ছেন, মার্কো উবার্টি একবার চক্ষু মেলে চাইলে;—গাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে বাহিরের দিকে উঁকি মাল্লে;—কোন্ পথে আমরা যাচ্ছি, বোধ হলো যেন তাই নিরূপণ কোল্লে। দেখেই আবার নিশ্চিন্ত।—আবার চক্ষু বুজে থাক্‌লো।

ভল্‌টেরা বোলতে লাগ্‌লেন, "ঐরম কাজে ক্রমে ক্রমে আমি ডাকাতদলের বিশেষ বিশ্বাসপাত্র হোলেম। যে রকম তাদের চাল চলন, ঠিক ঠিক আমি তার অনুকরণ কোত্তেম। কেবল ডাকাতের মত পোষাক পোত্তেম না। অপরাপর ভদ্রলোকে যেমন পোষাক পরে, সর্ব্বদাই আমার সেই রকম পরিচ্ছদ থাক্‌তো। আমি তাদের ভৈরবীচক্রে মিশ্‌তেম; বেশ মাৎলামী দেখাতেম;—দলের সঙ্গে সমান সমান হল্লা কোরে চেঁচাতেম;—কিছুতেই কেহ অনুমান কোত্তে পাত্তো না, তাদের মতন, অথবা তাদের মনের মতন মাতাল আমি হোতেম কি না!—মাতালেরা যা যা কোত্তো, আমিও তাই তাই কোত্তেম। বাস্তবিক অতি অল্পমাত্রায় বিন্দু বিন্দু মদ খেতেম। মদের মজ্‌লিসে গান গাইতে আমার ভারি আমোদ হতো;—কথায় কথায় উচ্চকণ্ঠে গীত ধোত্তেম। যেখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধোম্‌কে ধোম্‌কে কথা কহা আবশ্যক হতো, অথচ তাতে কাহারো কোন অপকার হতো না; তাতেও আমি প্রস্তুত ছিলেম। তিন চারবার তুমি দেখেছ, যে সকল কয়েদীকে খালাস কোত্তে আমি সুবিধা পেতেম না, তাদের জন্য মনে মনে আমি বড়ই কষ্ট অনুভব কোত্তেম।—কুমারী অলিভিয়াকে আর তোমাকে উদ্ধার কর্‌বার সময় কোন বাধাই আমি মানি নাই। ডাকাতেরা যদি সন্দেহ কোরে আমার প্রাণ নষ্ট কোত্তো, তাতেও আমি কাতর হোতেম না। যে মহৎ উদ্দেশ্য আমার, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়, অথচ যদি আমার প্রাণ যায়, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি ছিল না।—ডাকাতেরা সদাসর্ব্বদাই দুর্গমধ্যে বন্দী ধোরে আন্‌তো না,—কখনো কখনো আন্‌তো। যখন আন্‌তো, তখন আমি তাদের কাছে দেখা দিতেম না; সোরে সোরে যেতেম;—তফাতে তফাতে বেড়াতেম। পরে আবার আর কোথাও দেখা হোলে, যদি চিন্‌তে পারে, সেই শঙ্কায় সাবধান থাক্‌তেম। তবে যে সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটী দিকোমানো নগরে আমাকে চিনে ফেল্‌লেন,—গোলমাল কোরে লোক জড় কোল্লেন, সে কাণ্ডটা স্বতন্ত্র।—দৈবাতের কথা। তিনি যখন ডাকাতের আড্ডায় কয়েদ, তখন আমি দৈবাৎ ক্ষণকালের জন্য তাঁর চক্ষে পোড়েছিলেম।—তাতেই তিনি চিনেছিলেন। আবার যদি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, নিশ্চয়ই তা হোলে ভ্রম বুঝিয়ে দিব।"

"আমি তাঁরে বেশ চিনি।"—ব্যগ্রকণ্ঠেই আমি বোল্লেম, "আমি তাঁরে বেশ চিনি। এবার যদি আমার সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়, আমিও তাঁরে সব কথা বুঝিয়ে বোল্‌বো। আপনারে তিনি ডাকাতের আড্ডায় দেখেছিলেন,—হোটেলের ধারে চিনেছিলেন; ধর ধর বোলে চেঁচিয়েছিলেন,—সেটা তত দোষের কথা নয়।"

ভলটেরা বোল্লেন,—"ডাকাতের দলে আমি কেন ছিলেম, সে সম্বন্ধে আরো একটী ছুটী কথা বল্‌বার আছে। সহজেই তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো, সঙ্গটা আমার পক্ষে কতদূর ঘৃণাকর ছিল। ডাকাতের জঘন্য আমোদ,—বিশ্রী বিশ্রী অশ্রাব্য ভাষা,—মদমাতালের ভৈরবীচক্র, সে সকল দেখে শুনে, অন্তরে অন্তরে আমার যে কত ঘৃণা হতো, আমিই তা বুঝ্‌তেম। একটী খোসনামির কথা বলা চাই।—যতদিন আমি তাদের দলে ছিলেম, ততদিন তারা মানুষ মারে নাই।—কোন্ প্রকার রক্তারক্তি কাজে লিপ্ত হয় নাই। যদি কোন হতভাগ্য পথিক ডাকাতের হাতে বন্দী হয়ে, ডাকাতের দুর্গে প্রাণসঙ্কট বিপদে পোড়্‌তো, তেমন অসহায় অবস্থায় যদি কাহারো জীবনসংশয় হতো, মাথার উপর যতই বিপদ কেন পড়ুক না,—নিশ্চয় জেন,—নিশ্চয়ই আমি তখন তাকে বাঁচাতেম;—নিজের বিপদ গ্রাহ্যই কোত্তেম না।"

কৃতজ্ঞতার উল্লাসে আমি বোলে উঠ্‌লেম,—"যেমন কোরে আমারে বাঁচিয়েছেন! ওঃ!—দুর্দ্দান্ত ডাকাতের আড্‌ডায় মনোভাব গোপন কোরে, ওরকমে ডাকাতের সঙ্গে বাস করা সাধুলোকের পক্ষে কতবড় ভয়ানক!—কতবড় বিপদের হেতু!"

ভলটেরা বোল্লেন,—"তা ত বটেই! কিন্তু তুমি বিবেচনা কোত্তে পার, যে মৎলবে আমি ছিলেম, সেই মৎলব সিদ্ধ হবার আশায়, সর্ব্বদাই আমি প্রফুল্ল থাক্‌তেম;—নিরীহ লোকের উপকারে যদি প্রাণ যায়,আহ্লাদপূর্ব্বক আমি সে প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিতেম। বাস্তবিক যেটী আমার লক্ষ্য, সঙ্গত অসঙ্গত সর্ব্ব ঘটনার উপরেও সেটী প্রধান। সেই দিকেই আমার মন;—সেই কাজেই আমার প্রতিজ্ঞা। ঈশ্বরের নামে শপথ কেরেছিলেম, যতদিন অভীষ্টসিদ্ধি না হবে, ততদিন আমি কৃত্রিম নাম পরিত্যাগ কোর্‌বো না; আমার প্রকৃত নামে যত কিছু মানসম্ভ্রম—যত কিছু পদমর্য্যাদা থাকুক না কেন, যতদিন অভীষ্টসিদ্ধি না হবে, ততদিন তা আমি মনে কোর্‌বো না;—গ্রাহ্যও কোর্‌বো না। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো, আমার এই উদ্দেশ্যটী যেমন সৎ,—তেমনি মহৎ।—একটী সুশীলা সুন্দরী যুবতীর প্রতি আমার যে প্রেমানুরাগ, ঐ সাধু উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলনায় সে অনুরাগটীও ছোট। আমার প্রকৃত নাম কি, সে সুন্দরী তা জানেন না।—আমার চরিত্র কেমন, তাও জানেন না।—লোকমুখে বরং বিপরীত শুনেছেন; তথাপি আমি সত্য পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত।—এক কথাতেই সমস্ত ধন্দ পরিষ্কার হয়ে যেত, তাও আমি কোল্লেম না। তোমাকে চিঠি লিখে, তোমাকে মাজখানে রেখে, কৌশলে কতকটা আত্মসাবধান হয়ে ছিলেম। কিন্তু এখন,—ধন্য জগদীশ!—এখন আমি সিদ্ধিনিকেতনেরই দ্বারস্থ হয়েছি; চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়েছি। যখন সব কথা ভাঙ্গা হবে,—সমস্ত পরিচয় যখন প্রকাশ পাবে,—গর্ব্বের কথা নয়,—সকলে যখন আমার এই অদ্ভুত কাহিনী শুনবে, তখন নিশ্চয়ই আমি সকলের মুখে প্রশংসা পাব।—অচিরেই জোসেফ,—অচিরেই তুমি সমস্ত কথা জান্‌তে পার্‌বে। আমার প্রতি বিশ্বাস কোরে তুমি অপাত্রে বন্ধুত্ব ন্যস্ত কর নাই; সেই টুকু জেনে অবশ্যই তোমার আহ্লাদ হবে।—লর্ড রিংউলের কন্যার নয়নে আমার মান

সম্ভ্রম যখন সমস্তই মাটী হবার উপক্রম হয়েছিল, তোমার মত পবিত্র প্রকৃতির সাহায্যে সে সঙ্কট থেকে আমি মুক্ত হয়েছি ;—তুমিই মুক্ত কোরেছ ;—সব কথা যখন জান্‌তে পার্‌বে, তাতেও তখন তুমি খুসী হবে।”

এই রকম কথোপকথন হোচ্চে, এমন সময় আমাদের গাড়ীখানি একটী ক্ষুদ্রনগরে পোঁছিল।—ভল্‌টেরা ইতিপূর্ব্বে শকটচালককে হুকুম দিয়েছিলেন, পিস্তোজার ভিতর দিয়ে সোজাপথে ফ্লোরেন্সে যাওয়া হবে। সকলে কিন্তু পিস্তোজার পথটাই ভাল বলে। পিস্তোজায় গোলমাল করা হবে না ;—কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত, নগরের লোকের কাছে বারবার পরিচয় দিতেও হবে না ;—দস্যুদলপতি মার্কো উবার্টি আমাদের ডাকগাড়ীতে বন্দী, সে কথাটা গোপন রাখাই মৎলব।—গাড়োয়ানকে ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। সে কিছুই আপত্তি কোল্লে না ;—গাড়ীতে কে কে আছে, তার মুখে কিছুই প্রকাশ পেলে না। ঘোড়া বদল হলো ;—গাড়ী আবার চোল্লো। সকালেই আমরা আর্ণো নদীর তীরে গিয়ে পোঁছিলেম।—অদূরে পরম সুন্দর ফ্লোরেন্স নগর।

“নগরের প্রবেশপথেই আমি তোমাকে নামিয়ে দিব।”—আমারে সম্বোধন কোরে এঞ্জিলো ভল্‌টেরা ঐ কথা বোল্লেন। বোলেই তখনি ক্ষমা প্রার্থনা কোল্লেন। আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন,—“পথে নামিয়ে দিব, তাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ো না তুমি।—ডাকাত ধরার বাহাদুরী আমি নিজেই নিতে চাই, এমন মনে কোরো না।—না ভাই, এমন স্বার্থপর আমি নই।—সময়ে দেখ্‌তে পাবে, সর্ব্বপ্রকারেই আমি তোমার অকপট বন্ধু।”

“আপনার যা ইচ্ছা, আপনি তাই করুন।” কথার পিঠেই প্রফুল্লবদনে আমি বোল্লেম, “সিগ্‌নর! আপনার যা ইচ্ছা, আপনি তাই করুন।—আপনার সাধু অভিপ্রায় আমি ভালরকমেই বুঝেছি।”

ভল্‌টেরা আমাকে সাধুবাদ দিলেন। সস্নেহবচনে বোল্লেন,—“তবে তুমি সেই হোটেলেই ফিরে যাও। কিন্তু দেখো, আমার নামটী যেন কোনগতিকে প্রকাশ হয় না, এ কথাই যেন উঠে না।—অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কথা তুমি জান্‌তে পারবে।”

“না সিগ্‌নর! আর কিছু আপনি বোল্‌বেন না ;—আর কিছু আপনাকে বোল্‌তে হবে না।—আপনার ইচ্ছাই আমার পক্ষে আইন।—আপনার কথাই আমার আইনের তুল্য মান্য। তথাপি ডাকাতেরা কেমন কোরে আমারে গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে গিয়েছিল, একথা কিন্তু সকলেই জিজ্ঞাসা কোর্‌বে। আরো এক কথা।—কুমারী অলিভিয়া যদি গোপনে আমারে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার সঙ্গে আমার দেখা—”

“বোলো, হাঁ।—বোলো তাই, যা তুমি ভাল বিবেচনা কর, তাই বোলো ;—কেবল একটী কথা বোলো না ;—আমি যে তোমার সঙ্গে ফ্লোরেন্সে এসেছি, একথাটী ভেঙো না। বিশেষ কারণ আছে।—আমি এসেছি, খানিকক্ষণ এ কথাটা গোপন থাকুক।—কি কারণে গোপন, সেটুকু জান্‌বার জন্যে তুমি জেদাজেদি কোর্‌বে না, তা আমি জানি ; তোমার কথাবার্ত্তা শুনে সেটী আমি বেশ বুঝেছি।”

গাড়ী নগরে পৌঁছিল।—গাড়োয়ানকে সম্বোধন কোরে ভল্‌টেরা হুকুম দিলেন, "সবুর!"—গাড়ী থাম্‌লো।—আমি নাম্‌লেম। আমার হস্তধারণ কোরে ভল্‌টেরা বোল্লেন, "বন্ধুবর!—বীরবর! এখনকার মতন বিদায়!"

মার্কো উবার্টি আবার মিট্‌মিট্‌ কোরে চাইলে। গাড়ী থেমেছে।—কোথায় এসেছে, গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লে।—তখনি আবার কেমন একরকম জবুথবু হয়ে গাড়ীর কোণে হেলে পোড়্‌লো। আমি চোলে গেলেম। ভল্‌টেরা তখন গাড়োয়ানকে আবার কি হুকুম দিলেন;—গাড়ী যে পথে আস্‌ছিল, সে পথটা ছেড়ে অন্য পথে ছুটে চোল্লো। আমি হোটেলে যাচ্ছি;—কতথ্যানাই ভাবছি;—এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল, বিশ্বাসপথেই আন্‌তে পাচ্চি না। কতক্ষণ?—এত অল্প সময়ে এত বড় গুরুতর গুরুতর ব্যাপার কি প্রকার সাধন হলো!—কাল সন্ধ্যাকালে আমি সবে ফ্লোরেন্স থেকে গিয়েছি,—আজ সকালেই আবার সেই ফ্লোরেন্স নগরের রাজপথে বেড়াচ্ছি।—কি এ?—স্বপ্ন না কি?—সত্য সত্য স্বপ্নই কি আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে?—প্রাচ্যদেশের উপন্যাসপুস্তকে আমি পাঠ কোরেছি, দৈত্যেরা রাত্রিকালে খট্টাশুদ্ধ ঘুমন্ত মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায়;—সহস্র সহস্র মাইল দূরে অন্য স্থলে নিয়ে ফেলে;—ঘন ঘন সহস্র সহস্র অদ্ভুত ঘটনা দেখায়, আবার সেই রাত্রেই যেখানকার মানুষ, সেইখানেই রেখে আসে।—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর সেই লোকের তখন তাক লেগে যায়;—বিস্ময়ে বিস্ময়ে মহাবিস্ময়ে মনে করে, স্বপ্ন না সত্য? আমার এটা কি? এ ঘটনাও দেখ্‌ছি ঠিক সেই রকম। ডাকাতেরা আমারে গ্রেপ্তার কোল্লে,—এপিনাইনের পথে বেঁধে নিয়ে চোল্লো;—ফিলিপোর হাত থেকে আমি পালালেম,—দরচেষ্টারের গুহায় গেলেম, দরচেষ্টারের ভণ্ডামী দেখ্‌লেম,—দরচেষ্টার আবার আমারে কয়েদ কোল্লে,—ডাকাতেরা আবার আমারে আড্‌ডায় ধোরে নিয়ে গেল,—সেখানেও আমি অন্ধকূপে কয়েদ,—গুপ্ত কাগজের সন্ধান পেলেম,—ভল্‌টেরার অনুগ্রহে খালাস পেলেম,—পালাবার পথে লড়াই কোল্লেম,—দৈব গতিকে মার্কো উবার্টি আমাদের হাতে পোড়্‌লো,—আমরা তারে গ্রেপ্তার কোল্লেম,—ফ্লোরেন্সের পথে যাত্রা কোল্লেম,—নিরাপদে ফ্লোরেন্সে এসে পৌঁছিলেম; কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!—ঠিক যেন উপন্যাসবর্ণিত অদ্ভুত স্বপ্ন!—ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ কোত্তেই বা কত সময় গেল,—নিক্তির কাঁটায় জীবনমরণ ঝুল্‌লো;—ঘণ্টা কতকের ভিতরেই এত সৃষ্টি হয়ে গেল!—কি আশ্চর্য্য!—হোটেলে পৌঁছেই লর্ড রিংউলের সর্দ্দার চাকরকে দেখ্‌তে পেলেম।—একটু রসিকতার হাসি হেসে, সে আমারে বোল্লে,—"তুমি ত দেখ্‌ছি, বেশ ছোক্‌রা জোসেফ!—সমস্ত রাত বাহিরে বাহিরে ইয়ারকী কোরে কাটিয়ে, এত বেলায় এখানে এসে উপস্থিত!—খাসা মনিব পেয়েছ কিন্তু তুমি!—চাকর গরহাজির, মনিবের কোথায় রাগ হবে, তা নয়, সব উল্‌টো!—ভেবেই অস্থির!—তুমি গরহাজির!—স্বচ্ছন্দে মজা কোরে বেড়াচ্চ, এখানে তিনি ভেবেই অজ্ঞান! তিনি ভাব্‌ছেন কেবল তোমার বিপদ! তুমি বিপদে পোড়েছ, সেই জন্যই আস্‌তে দেরী

হোচ্চে, তাই ভেবেই তিনি অস্থির!—সর্ব্বক্ষণ ঘরবার কোচ্চেন! তুমি যে ওদিকে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ মজা লুট্‌ছিলে, সে খবর তিনি রাখেন না!"

আমি বোল্লেম,—"তোমরা আমারে চেন না।—এটা তোমাদের মস্ত ভুল। আমি ইয়ার্‌কি কোরে বেড়াচ্চি,—মজা কোরে বেড়াচ্চি,—আমার চরিত্র কি সেই রকম তোমরা মনে কর?—যে সব কাণ্ড হয়েছে, সব কথা যখন শুন্‌বে, আকাশ থেকে পোড়্‌বে!—অবাক্ হয়ে যাবে!"

"তবে হয়েছে কি?—হয়েছে কি?—হয়েছিল কি?"—কৌতুহলে কৌতুকী হয়ে, সংশয়ে সংশয়ে সে ব্যক্তি সবিস্ময়ে এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে।

"এখন আমি তোমাকে সে কথা বোল্‌তে পারি না। তুমি বোল্‌চো, আমার মনিব অস্থির হয়ে রয়েছেন;—আগে আমি তাঁর কাছে যাই।"

ত্বরিতস্বরে এইরকম উত্তর দিয়ে, তাড়াতাড়ি কাপ্তেন রেমণ্ডের গৃহাভিমুখে আমি চোল্লেম। পথে বেসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে আমার দিকে চেয়ে, বেসী বোল্লে,—"সত্যই জোসেফ, সত্যই তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি! আমি ত তোমারে ভাল বোলেই জান্‌তেম;—কুমারী অলিভিয়াও সর্ব্বদা তোমার খোস-নাম কোত্তেন;—আজকের গতিক দেখে তিনিও বড়ও দুঃখ—"

"তবে কি আমার মনিবটী ছাড়া সকলেই আমার উপর বাম?—সকলেই কি আমারে ইয়ার লোক বোলে ঠাউরেছেন?"

মৃদু হেসে বেসী উত্তর কোল্লে,—"এই,—এই এখন আমি খুসী হোলেম! তোমার মুখে ঐ কথা শুনে এখন আমি বুঝ্‌লেম! কুমারী অলিভিয়া তোমার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন। নিশ্চয় ভেবেছেন,—তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন, তুমি কোন বিপদে পোড়েছ। আজ সকালে তিনি কতবার বোলেছেন, না জানি উইলমটের কি বিপদ ঘটেছে!—তুমি তাঁর পরম উপকারী বন্ধু। তিনি বলেন, সে উপকার তিনি কখনই ভুল্‌তে পার্‌বেন না। বোল্লে হয় ত তোমার প্রত্যয় হবে না,—তোমার জন্য ভেবে ভেবে, আজ সকাল থেকে তিনি যেন সর্ব্বক্ষণ ছট্‌ফট কোচ্চেন।"

"ওঃ! তবে তুমি ঠাট্টা কোচ্ছিলে?—তবে তুমি সত্য সত্য আমারে কুকর্ম্মান্বিত মনে কর নাই?—ওঃ! এখন আমার ভয় গেল। এখন আমি খুসী হোলেম!—ওঃ! এমন সময় অমন কথা নিয়ে কি ঠাট্টা কোত্তে আছে?"

বেসীকে এই কথা বোলে, দ্রুতপদে কাপ্তেন রেমণ্ডের ঘরে আমি চোলে গেলেম। আমারে দেখেই তিনিই আহ্লাদে আসন থেকে লাফিয়ে উঠে, উচ্চৈঃস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন. "কি হয়েছিল জোসেফ?—এতক্ষণ কোথায় ছিলে? রাত্রে কোথায় ছিলে?—আস্‌তে এত দেরী হলো কেন? পুলিসে খবর দিবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়েছিলেম। বাস্তবিক আমি ভেবেছিলেম, তুমি কোন বিপদে পোড়েছ।"

উদ্বিগ্ন বিস্ময়াপন্ন প্রভুকে শান্ত কোরে, একে একে আমি সব পরিচয় দিতে লাগ্‌লেম।

যে রকমে ডাকাতেরা আমারে ধোরে নিয়ে যায়,—যে রকমে বিপদের উপর বিপদ ঘটে, যে রকমে অন্ধকূপ থেকে আমি পালাই,—সব কথাই প্রকাশ কোরে বেল্লেম। এমনি কৌশলে গুছিয়ে গুছিয়ে,সাবধান হয়ে হয়ে, ঘটনাবলী আমি বর্ণন কোল্লেম, তার ভিতর এঞ্জিলো ভল্‌টেরার নামোল্লেখের কিছুমাত্র প্রয়োজন হলো না। কাপ্তেনসাহেবও ভল্‌টেরার নাম কিছুমাত্র উল্লেখ কোল্লেন না। ভল্‌টেরার প্রতি তাঁর অনুকূলভাব নয়; তথাপি, অবশ্যই তিনি মনে মনে সন্দেহ কোল্লেন, এবারও হয় ত এঞ্জিলো ভল্‌টেরা আমারে রক্ষা কোরেছেন;—এবারেও হয় ত তিনি আমার উপকারে এসেছেন। যাই কেন মনে করুন না,—যাই কেন সন্দেহ করুন না,—আমার প্রত্যাগমনে তিনি আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। আমি তখন তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে প্রবেশ কোল্লেম,—তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় ছাড়লেম। বাস্তবিক তখন এতদূর ক্লান্ত হয়ে পোড়েছিলেম, তৎক্ষণাৎ না শুয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না।—শয়ন কোল্লেম,—শয়নমাত্রেই নিদ্রা এলো। ঝাড়া তিন ঘণ্টা ঘুমালেম।

যখন জাগলেম, তখন দস্তুরমত পোষাক পোরে, উপর থেকে নীচে নেমে এলেম। এঞ্জিলো ভল্‌টেরা কি কোচ্ছেন,—কখন আমি সে খবর পাব,—কখন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে,—যে সব গুপ্তকথা তিনি বোল্‌বেন বোলেছেন, কতক্ষণে সে সব আমি শুন্‌বো, সেই উদ্বেগে মন অত্যন্ত অস্থির;—অত্যন্ত কৌতূহলী। বেসী আমার অপেক্ষায় নীচের সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। আমারে দেখ্‌তে পেয়েই,মাথা নেড়ে সঙ্কেত কোল্লে। সঙ্গে যাবার ইঙ্গিত।—সেই নীরব অনুরোধে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। ইতিপূর্ব্বে যে ঘরে কুমারী অলিভিয়াকে আমি ভল্‌টেরার সংবাদ দিয়ে আসি, বেসী আমারে সেই ঘরেই নিয়ে গেল। অলিভিয়া সেখানে ছিলেন।—আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

বেসী বিদায় হলো। লর্ড রিং উলের কন্যার নিকটে আমি একাকী থাক্‌লেম। এলোকেশী অলিভিয়া;—সেই এলোচুলে রূপের সৌন্দর্য্য তখন কতখানি বেড়েছে; ভাবনায় চিন্তায় বিমর্ষবদনে কি এক অপূর্ব্ব মাধুরীই খেলা কোচ্চে!—ভাবনায় চিন্তায় রূপ দেখে আমি বিবেচনা কোল্লেম, এঞ্জেলা ভল্‌টেরার উপযুক্ত পাত্রীই ইনি। ভল্‌টেরার মুখে আমি যেরূপ শুনেছি,—চরিত্রচর্য্যা যেরূপ দেখেছি,—তাতে কোরে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনিই সুন্দরী অলিভিয়ার অনুরাগের পাত্র। ঘরে প্রবেশ কোরে সুন্দরী অলিভিয়াকে আমি অভিবাদন কোল্লেম। আগে কোন কথা কইলেম না; তিনি কি বলেন, অগ্রে সেই কথা শোন্‌বার জন্যই নীরব হয়ে থাক্‌লেম।

যাদের সঙ্গে সখ্যভাব,—যারা যারা সমপদস্থ, তাঁদের সঙ্গে লোকে যেমন মন খুলে কথা বার্ত্তা কয়, কুমারী অলিভিয়া সেই রকমে আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন,—"আবার না কি তুমি সেই রকম সঙ্কটে পোড়েছিলে?—আবার না কি সেই রকম বীরত্ব দেখিয়ে উদ্ধার হয়ে এসেছ? কাপ্তেন রেমণ্ড আমার পিতাকে সব কথা বোলেছেন।—পিতার মুখেই আমি শুনলেম। কিন্তু সেই—তাঁর কথা—"

"সে কথা পরে বোল্‌ছি।—আমারে যে তুমি সুনয়নে দেখেছ,—আমি কোন মন্দ কাজ করি না, তা যে তুমি বুঝেছ;—সারা রাত আমি বদমাইসি কোরে বেড়িয়েছি, সে কথা যে তুমি মনে কর নাই,—তা যে তোমার বিশ্বাস হয় নাই, সে জন্য আমি তোমারে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

"হাঁ জোসেফ"—কুমারী অলিভিয়া বোল্লেন, "হাঁ জোসেফ!—তোমারে আমি ভালরূপেই চিনেছি।—অতি সুন্দর প্রকৃতি তোমার।—কোন প্রলোভনে পোড়ে তুমি কুকর্ম্মে রত হয়েছ, তিলেকের জন্যও আমার মনে এমন কথা লয় না। নূতন বিপদ থেকে তুমি যে মুক্ত হয়ে এসেছ, তাতেই আমার পরম আহ্লাদ। কিন্তু হাঁ;—সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতের দুর্জ্জয় সর্দ্দারটা না কি গ্রেপ্তার হয়েছে?—তুমিই না কি তার মূলাধার? তুমিই না কি ধোরেছ?—কথাটা কি সত্য?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "ধরা পোড়েছে সত্য;—অবশ্যই সত্য,—আমিও কিছু কিছু যোগাড় কোরেছি, সেটাও সত্য;—কিন্তু বেশী বাহাদুরীর পাত্র আর এক জন।"—এই কথা বোলেই আমি প্রফুল্ল নয়নে তাঁর মুখপানে চাইলেম।

"আর একজন!"—আমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পেরেই যেন, প্রফুল্লবদনে মৃদু গুঞ্জনস্বরে সুন্দরী বোল্লেন, "আর একজন!—ধন্য পরমেশ্বর!—তিনি যে তবে সর্ব্বাংশে পবিত্র, এটাও তবে তার নূতন প্রমাণ!"

"হাঁ অলিভিয়া! তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যত কিছু গোলমাল, এখন আমি সাহস কোরে বোল্‌তে পারি,—যত কিছু গোলমাল, সমস্তই পরিষ্কার হয়ে যাবে; পরিষ্কার হবার সময়ও দূরবর্ত্তী নয়।"

"ওঃ! তাই হোক্!—তাই হোক্!—জোসেফ! তোমারে বল্‌বার ইচ্ছা নাই, আপনার মুখে ব্যক্ত কর্‌বারও ইচ্ছা নাই, কিন্তু এক রকমে আমি বড় অসুখী;—অত্যন্ত অসুখী! আমার পিতার আমি বড় আদরিণী কন্যা। এত দিন তিনি আমার প্রতি অতুল দয়ামমতা দেখিয়ে এসেছেন।—এখন যেন দেখ্‌ছি, আর একরূপ। তিনি আমারে অনুরোধ কোচ্চেন,—না,—অনুরোধ না,—আজ্ঞা কোচ্ছেন, কাপ্তেন রেমণ্ডকে—"

বোলতে বোল্‌তে অলিভিয়া থেমে গেলেন। সুন্দর মুখমণ্ডলে সলজ্জভাবের উদয় হলো।—লজ্জা যেন সে কথা আর সমাপ্ত কোত্তে দিলে না। কুমারী যেন বিবেচনা কোল্লেন, পুরুষের কাছে সে কথা প্রকাশ করা কিছুতেই উচিত নয়।

মৃদু বিনম্রস্বরে আমি বোল্লেম, "কাপ্তেন রেমণ্ড ভদ্রলোক।—তিনি যখন দেখ্‌তে পাচ্চেন, তাঁর প্রতি তোমার অনুরাগ নাই,—যে সব অনুরাগের কথা তিনি বলেন, তাতে তুমি উদাসিনী, তখন কি তিনি এ সব জেনে শুনেও,—অজ্ঞানের ন্যায় এ বিবাহের কথায় পীড়াপীড়ি কোর্‌বেন?"

লজ্জাবনতবদনে ভূমিপানে চেয়ে, অলিভিয়া উত্তর কোল্লেন,—"দেখ জোসেফ, তোমার অন্তঃকরণ যেমন সৎ, সকলকেই তুমি তোমার মতন দেখ।—কাপ্তেন রেমণ্ডকে

তুমি সদাশয় বোলে আমারে ভুলাচ্চো। বাস্তবিক তত দূর মহত্ত্ব তাঁর নাই। তিনি আমার পিতার কাছে সমস্ত মনের কথা প্রকাশ কোচ্চেন।—মা আমারে যে সব কথা বোল্‌ছিলেন, তাতেই আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি।”—এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই কুমারী ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। দীর্ঘনিশ্বাসে কণ্ঠস্বর স্তম্ভিত।—বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে শেষে যে কথাগুলি তিনি বোল্লেন, সেগুলি এত অস্পষ্ট যে, প্রায়ই বুঝা যায় না।—অস্ফুটস্বরে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন,—“আমার মাতাপিতা বড় জেদাজিদি কোচ্চেন। তাঁরা বোল্‌ছেন, কাপ্তেনকেই বিয়ে কোত্তে হবে।—দেরী কোত্তে চান না। যত শীঘ্র বিবাহ হয়ে যায়, ততই তাঁরা নিশ্চিন্ত হন;—ততই তাঁরা সুখী হন।—নিশ্চয়ই তাঁরা ভেবেছেন, কাপ্তেনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে, তাঁরে আমি আর মনে—”

নামটী বোল্‌তে পাল্লেন না।—কার নাম, কুমারীর মনের ভাব স্পষ্টই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। যাঁর নামটী মুখাগ্রে এনেও, সরলা কুমারী সাম্‌লে গেলেন, সেই পরমসুন্দর প্রিয়তমের সজীব ছবি তাঁর হৃদয়মাঝে জাগরূক!

অপ্রতিভ না হয়েই আমি বোল্লেম, “তা তাঁরা করুন!—জোর কোরে বিবাহ দিতে পার্‌বেন না;—কখনই পার্‌বেন না।”

“না;—” সুন্দরী সহসা মস্তক উত্তোলন কোরে, স্থির প্রতিজ্ঞা জানিয়ে, তীব্রস্বরে বোল্লেন, “না জোসেফ! কেহই পার্‌বেন না!—আমার মন যারে চায় না, তারে পাণিদান কোত্তে পৃথিবীর কেহই আমারে জোর কোরে রাজী কোত্তে পার্‌বে না! ওঃ! কেমন কোরে আমি তোমার সাক্ষাতে এ সব কথা বোল্‌ছি!—না!—আমি যেন আমার মনের সঙ্গে এ কথা কোচ্চি,—সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে এ কথা কোচ্চি;—স্বভাবতঃ এমন হয়েই থাকে। তুমি এঞ্জিলোর বিশ্বাসপাত্র—”

সমস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, “হাঁ অলিভিয়া! পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বেশী!”

সংশয়ানন্দে আমার মুখপানে তাকিয়ে, কুমারী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “সে আবার কি রকম?—তোমার মনের কথা কি?—দেখ্‌তে পাচ্চি, তাঁর কথা যা যা তুমি অনুমান কোরেছিলে, ফলেও সব ঠিক,—কিছুই মিথ্যা নয়!—আমিও যা ভেবেছিলেম, তাও সব ঠিক। মহৎ সঙ্কল্পেই তিনি ডাকাতের দলে মিশে ছিলেন।—যারা ডাকাতের হাতে পড়ে, তাদের সব রক্ষা কর্‌বার অভিলাষ; ডাকাতের দুষ্ট মৎলব বিফল করা তাঁর অভিলাষ; পরিশেষে ডাকাতের দলকে নির্ম্মূল করা তাঁর বাসনা;—কেমন জোসেফ!—কেমন? এই কথা ঠিক নয়?”

“হাঁ অলিভিয়া! যা তুমি অনুমান কোরেছ, বাস্তবিক তার অনেক দূর সফল হয়েছে,—সর্দ্দার ডাকাত ধরা পোড়েছে।—এইবার ভীমরুলের চাকে আগুন লেগেছে! দুষ্টচক্র এইবার ছারখার হয়ে যাবে;—শীঘ্রই যাবে। এখন আর আমি বেশী কথা বোল্‌বো না;—কেবল এই পর্য্যন্ত বোলে রাখ্‌লেম, পরিণাম সমস্তই মঙ্গল।”

অকস্মাৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত।—চঞ্চলপদে সহচরী বেসী প্রবেশ কোল্লে;—চঞ্চলকণ্ঠে

বোল্লে,"রাজবাড়ী থেকে লোক এসেছে।—জোসেফ! তোমার মনিব তোমাকে খুঁজছেন।" আমারে এই খবর দিয়ে, বেসী আবার অলিভিয়াকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "কুমারি! তোমার পিতামাতা তোমাকে ডাকছেন।"

মিনতিপূর্ণ নয়নে অলিভিয়া একবার আমার প্রতি কটাক্ষপাত কোল্লেন।—কটাক্ষ যেন সমস্ত পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরিয়ে দিলে। দ্রুতপদে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। কাপ্তেন রেমণ্ডের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। তিনি আমারে বোল্লেন,—"রাজবাড়ী থেকে এক বড় আশ্চর্য্য খবর এসেছে।—রাজদরবারে আমার আহ্বান হয়েছে। বিশেষ হুকুম, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।—হুকুমনামার মর্ম্ম আমি বুঝেছি। এপিনাইন পর্ব্বতের ডাকাত ধর্‌বার কি একটা কাণ্ড হবে। সপরিবার লর্ড রিংউলকেও দরবারে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ এসেছে। হাঁ, তাই ঠিক।—যা আমি অনুমান কোচ্চি, সেই কথাই ঠিক।—সাক্ষ্য দিতে হবে। মার্কো উবার্টি আমাদের সব ধোরে নিয়ে গিয়েছিল, দলস্থ ডাকাতেরা আমাদের সব জিনিসপত্র লুটপাঠ কোরেছিল, সাক্ষীস্থলে আমাদিগকে দাঁড়াতে হবে;—জোবানবন্দী দিতে হবে।"

কাপ্তেন রেমণ্ডের পোষাকগুলি জুগিয়ে দিয়ে, তাড়াতাড়ি আমি আপনার ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। রাজবাড়ী যেতে হবে, আমি নিজেও ভাল রকম পোষাক পোল্লেম। পোষাক পরাও হয়েছে, লর্ড রিংউলের গাড়ীও প্রস্তুত। কাপ্তেন রেমণ্ড কুমারী অলিভিয়ার হাত ধোরে গাড়ীতে তুলে দিলেন। সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, কুমারীর ভাব অনেকটা ছাড়া ছাড়া;—নয়ন শান্ত, অথচ সলজ্জ;—ছাড়া ছাড়া অথচ মোলায়েম, চাপা চাপা অথচ অক্রোধ।

আমি কোচ্‌বাক্সে উঠ্‌লেম;—তাঁরা সব গাড়ীর ভিতর বোস্‌লেন। গাড়ী ছুট্‌লো। সারাপথ আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, কি জন্য এই আড়ম্বর?—সমস্তই প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে, তাতে আর কিছু সন্দেহ থাক্‌লো না। এঞ্জিলো ভল্‌টেরার কথাই বা[illegible] প্রকাশ হবে; হয় ত বন্দী ডাকাতের বিচারের প্রসঙ্গও উঠ্‌বে; স্বভাবতই [illegible] মনে আমি সেটী বুঝ্‌লেম।—ভল্‌টেরার পরিচয় প্রকাশের যদি সময় হয়ে থাকে, ত[illegible] জন্য এ সব আড়ম্বর কেন?—রাজবাড়ীতেই বা কেন? যেমন কাজ, তারি মত কোন নির্জ্জন স্থানে না হবে কেন? চিন্তা কর্‌বার বেশী সময় পেলেম না।—রাজবাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে আমাদের গাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। একজন চোপ্‌দার বেরিয়ে এলো। পুনঃ পুন অভিবাদন কোরে, সে ব্যক্তি লর্ড রিংউলবাহাদুরকে, সঙ্গীগণকে, অভ্যর্থনা কোরে, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চোল্লো;—আমি একটু পেছিয়ে পোড়্‌লেম। আমি একজন সামান্য চাকর, বড়লোকের সঙ্গে যদি আগে আগে যাই, দোষের হবে;—ভয়েই একটু পেছিয়ে পোড়্‌লেম।—যখন আমার দরকার হবে, সেই সময় গিয়েই হাজির হব;—সেই সময়েই হয় ত আমার ডাক হবে; তাই ভেবে ইতস্তত কোত্তে লাগ্‌লেম।—চোপ্‌দার তা দেখ্‌লে।—আমি যাচ্চি না, থমকে থমকে দাঁড়াচ্চি, তাই দেখে, লোকটী আমার কাছে

এগিয়ে এলো!—ফ্রেঞ্চ ভাষায় বোল্লে, "আমি বুঝ্তে পাচ্চি, যে যুবা ইংরেজের নাম জোসেফ উইলমট, তুমিই বুঝি সেই?"

অভিবাদন কোরে আমি উত্তর কোল্লেম,—"হাঁ, আমিই সেই।"

"তবে তুমি এক সঙ্গেই এসো।"—এই কথা বোলে, সেই লোকটী আগে আগে পথ দেখিয়ে পথ দেখিয়ে, আমাদের সব একটী গৃহমধ্যে লয়ে গেল। সে ঘরে নানা বেশে নানা ভদ্রলোক উপস্থিত।—বুকে নক্ষত্র আঁটা অনেকগুলি বড় লোক। সমাজ সেনাপতিগণ,—রাজবাড়ীর বড় বড় আমলা, সকলে একত্র দলবদ্ধ হয়ে, নানাপ্রকার কথোপকথনে ব্যাপৃত। দুজন ছোকরা চাকর একটা দরজার পরদা সরিয়ে দিলে;—নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল।—আমরা একটা সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। একটী টেবিলের সম্মুখে উচ্চাসনে তস্কানির গ্রাণ্ড ডিউক উপবিষ্ট।—টেবিলের উপর অনেকগুলি কাগজ রাশীকৃত।—যে দরজা দিয়ে আমরা প্রবেশ কোল্লেম, সে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। যে ব্যক্তি অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে এলো, সে আমাদের সঙ্গে থাক্লো না। আমরা কেবল পাঁচটী;—লর্ড রিংউল,—লেডী রিংউল,—কুমারী অলিভিয়া,—কাপ্তেন রেমণ্ড,—আর আমি।—আমরা এই পাঁচ জনে রাজসমীপে উপস্থিত।

সকলেই আমরা অভিবাদন কোল্লেম। গ্রাণ্ড ডিউক বাহাদুর আসন থেকে উঠে, সাদর সম্ভ্রমে আমাদের সকলকেই প্রত্যভিবাদন কোল্লেন;—ইঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে আমাদের উপবেশনের আসন দেখিয়ে দিলেন।—সকলে বোস্লেন;—আমি বোস্লেম না। দরজায় যেরূপ ইতস্ততঃ কোরেছিলেম, সেখানেও সেইরূপ সন্দিহান হোতে লাগ্লেম। তস্কানরাজ তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।—দৃষ্টি তীব্র,—কিন্তু সেই তীব্রতার সঙ্গে দয়া ও কৌতূহল মিশ্রিত।—ফরাসী ভাষায় রাজা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"তোমারই নাম বুঝি জোসেফ উইলমট?"

আমি অভিবাদন কোল্লেম।—কেমন এক রকম লজ্জা এলো, হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে থাক্লেম;—মুখে কিছু উত্তর দিতে পাল্লেম না।

"বোসো!"—সমাদরে হস্তসঞ্চালন কোরে, প্রসন্ন বদনে, একখানি উত্তম আসন দেখিয়ে দিয়ে, গ্র্যাণ্ড ডিউক বাহাদুর সাদরস্বরে বোল্লেন, "বোসো!"—চাকর আমি, যে আসনে উপবেশন কোত্তে আমার শঙ্কা হচ্চিল, রাজা স্বয়ং সেই আসন দেখিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন কোল্লেম;—আমি বোস্লেম।

ডিউকবাহাদুর সকৌতূহল সাগ্রহ নয়নে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্লেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাব। তার পর—স্পষ্ট কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত না কোরে, গ্রাণ্ড ডিউকবাহাদুর আমাদের সকলকেই সম্বোধন কোরে, ফরাসী ভাষায় বোল্তে লাগ্লেন, "আমি আপনাদের আজ এই স্থলে আহ্বান কোরেছি;—একটী বিশেষ গুরুতর বিষয় জানাব। সর্ব্ব প্রথমে আমার একটী বিশেষ কথা;—সে কথাটীর বিচার চাই।—যদি

আপনারা শুনে থাকেন, একজন লোক সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ পরিত্যাগ কোরে,—ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নানা বিপদ মাথায় কোরে, বদমাস লোকের দলে মিশে মিশে বেড়াতেন, এক সঙ্গে অবস্থান কোত্তেন,—সামাজিক শিষ্টাচার,—সামাজিক বিশুদ্ধ রীতিনীতি,—অমায়িক ভদ্রতা, সর্ব্বগুণে গুণবান্ হোলেও, সমাজের ঘৃণাকর আইনবহির্ভূত বদ্‌মাসের দলে লিপ্ত হয়ে থাক্‌তেন, ঘুণাক্ষরে কিছুমাত্র সন্দেহ হোলে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর প্রাণ যেত, তথাচ তিনি সাধু ইচ্ছা পরিত্যাগ কোর্ত্তেন না;—এমন লোকের কথা যদি আপনারা শুনে থাকেন, আর এখন যদি শোনেন, একজন আত্মীয় গুরুজনের উপকারসঙ্কল্পে তাঁর ঐ প্রকার জীবনপণ,—সেই অনুরোধেই তাঁর ঐপ্রকার সঙ্কটস্থানে অবস্থান,—তা হোলে, সেই লোকের প্রতি আপনাদের অভিপ্রায় কিরূপ দাঁড়ায়?—সে লোকটীকে আপনারা কেমন লোক বিবেচনা করেন?"

লর্ড রিংউড পত্নীর মুখ চাইলেন, শ্রীমতী লেডীও পতির মুখ চাইলেন।—কি শুন্‌লেন, কি কোল্লেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না।—কি উত্তর দিবেন, সেটাও অবধারণ কোত্তে অক্ষম হোলেন। উভয়েরই যেন ধাঁদা লেগে গেল। কাপ্তেন রেমণ্ডের সে রকম নয়; তাঁর ধন্দ আর এক রকম। তাঁর চক্ষের ভাব দেখে আমি বুঝ্‌লেম, গ্রাণ্ড ডিউক বাহাদুর কার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চেন, কাপ্তেন যেন তার কিছু কিছু আভাস টেনে নিলেন। প্রেমের মহিমা অতি বিচিত্র!—প্রেমিকহৃদয়ে প্রেমের নামে অতি জটিল তর্কেরও আশু মীমাংসা আসে!—কুমারী অলিভিয়া কেবল অনুমানে নয়, হৃদয়ে তিনি নিশ্চিত অবধারণ কোল্লেন, কার কথা।—তস্কানীর রাজা কোন্ ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে ঐ সকল কথা বোল্‌ছেন, কুমারী তৎক্ষণাৎ সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেন।—গোড়াটুকু বুঝ্‌তে পাল্লেন বটে, কিন্তু কেন যে সেই বীরপুরুষ অতদূর আত্মত্যাগ স্বীকার কোরে, আপনাকে বিপদমুখে নিক্ষেপ কোরেছিলেন, সেটুকু অনুধাবন কোত্তে পাল্লেন না। সে বিষয়ে আমিও অলিভিয়ার তুল্য অন্ধকারে থাক্‌লেম।

গ্রাণ্ড ডিউক আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আরো বলি শুনুন।—যাঁকে আমি লক্ষ্য কোচ্ছি, আপনারা সকলেই তাঁকে জানেন। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁকে বদ্‌লোক স্থির কোরেছেন, তাতেও তাঁর বিশেষ ক্ষতি কিছুই হয় নাই;—মহদুদ্দেশ্য সাধনসঙ্কল্পে পুনঃ পুন বিপদের মুখে মাথা দিতে তাতেও তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এখন তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে;—সমস্ত শ্রম স্বার্থক হয়েছে,—তাঁর যেরূপ মহত্ত্ব,—যেরূপ সাহস, যেরূপ বলবীর্য্য, যেরূপ সাধু উদ্দেশ্য, সমস্তই এখন সেইরূপ চরিতার্থ। পূর্ব্বে যাঁরা যাঁরা সন্দেহ কোত্তেন, তাঁরা এখন তাঁর নির্ম্মল চরিত্রের প্রশংসনীয় পরিচয় পাবেন। দেখে যেরূপ বোধ হতো, বাস্তবিক তা তিনি কি না, অবাধে সে সংশয় এখন ভঞ্জন হবে। আগাগোড়া সমস্ত কথাই আমি শুনেছি;—সমস্তই আমার কাছে তিনি প্রকাশ কোরেছেন। নানা কারণে আমি স্থির কোরেছি, আমি মাঝখানে থেকে, সেই কথাগুলি আপনাদের জানিয়ে দিব। শ্রবণ করুন, আমি একটী গল্প বলি।—কয়েক বৎসর অতীত হলো, ঐই

রাজবাড়ী থেকে কতকগুলি দরকারী দলীল চুরী যায়। যে লোকটা সেই সকল দলীল চুরী কোরে নিয়ে পালায়, এত দিন সেই লোকটা ভয়ঙ্কর দস্যুদলের কাপ্তেন ছিল। তার নাম মার্কো উবার্টি। সেই সকল চোরা দলীল এতদূর দরকারী,——কেন দরকারী, জান্‌বার দরকার নাই;—এতদূর দরকারী যে, সেইগুলি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আমি বারম্বার প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আমার মন্ত্রিবর্গ,—পারিষদবর্গ, সকলেই শুনেছেন, বারবার আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, যিনি সেই দলীলগুলি আমাকে উদ্ধার কোরে দিবেন, ন্যায্যমতে তিনি আমার কাছে যা চাইবেন, আমি তাই দিব। কেবল আমার রাজ্যসম্পদ আর পদমর্য্যাদা ছাড়া—কোন প্রার্থনায় আমি বধির থাক্‌বো না;—কৃপণও হব না। তাঁর আত্মত্যাগের কথা আমি বারবার উল্লেখ কোচ্চি, তিনি সেই সঙ্কল্পে জীবন উৎসর্গ কোরেছিলেন। চোরা দলীলগুলি উদ্ধার কোত্তে যদি তাঁর প্রাণ যেতো, তাতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। দলীলগুলি উদ্ধার কর্‌বার মৎলবেই তিনি এপিনাইনের ডাকাতদলে লিপ্ত ছিলেন। এক সঙ্গে থাক্‌তেন,—এক সঙ্গে আমোদ কোত্তেন, এক সঙ্গে মন্ত্রণা কোত্তেন,—কিন্তু কখনও ডাকাতি কোত্তে যেতেন না। ডাকাতি করা দূরে থাকুক, ডাকাতেরা যে সকল পথিক লোককে বিপদে ফেল্‌বার ফিকির আঁট্‌তো, তিনি সেই সকল ফিকির ভাসিয়ে দিতেন। দুই একদিন নয়, বহুদিন তিনি ঐরূপে ডাকাতের সঙ্গে মিশে, সুকৌশলে আপনার মৎলব হাঁসিল কোরেছেন। দস্যুদলের দুষ্ক্রিয়া দেখে দেখে তার অন্তরে ঘৃণার উদয় হতো,—হৃদয়ে ব্যথা লাগ্‌তো। এখন হয় ত আপনারা বুঝ্‌তে পাল্লেন,—কার কথা আমি বোল্‌ছি।—যাঁকে আপনারা এতদিন এঞ্জিলো ভল্‌টেরা বোলে জান্‌তেন, তিনিই সেই;— তাঁরি কথা।"

অলিভিয়ার বদনে লজ্জামাখা আনন্দরেখা দেখা দিল। সুন্দর নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হলো।—লজ্জাবিনম্র বদনে রুমাল দিয়া অলিভিয়া নয়নমার্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন। কাপ্তেন রেমণ্ড মহাবিস্ময়াপন্ন! আমার দিকে তিনি একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন। সেই কটাক্ষভঙ্গীতে আমি বুঝ্‌লেম, প্রণয়-ঈর্ষায় যে স্বার্থপরতামেঘে তাঁর সাধু হৃদয় একটু মলিন হয়েছিল, ঐ সব অদ্ভুত কাহিনী শুনে, সে মলিনতা দূর হয়ে গেল;—সাধু প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌লো। লর্ড রিংউল, লেডী রিংউল, উভয়েও কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না। কি বোল্‌বেন,—কি কোর্‌বেন, তা পর্য্যন্ত সংগ্রহ হয়ে উঠ্‌লো না। আমি কি কোল্লেম? আমার হৃদয়ে নির্ভীক আনন্দ। কুমারী অলিভিয়া যেমন আমোদে আমোদিনী, আমিও সেইরূপ আমোদে আমোদিত। এঞ্জিলো ভল্‌টেরার কাহিনীতে যদি কিছু বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক হতো, যদি কিছু সূক্ষ্ম বর্ণনার অভাব থাক্‌তো, তাও আর থাক্‌লো না। কেন না, তস্কানির গ্রাণ্ড ডিউক স্বয়ং সমস্ত সত্য তত্ত্ব নিজমুখে প্রকাশ কোরে দিলেন। রাজা পুনর্ব্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন;—"যাঁকে আপনারা এতদিন এঞ্জিলো ভল্‌টেরা বোলে জান্‌তেন, তিনি ডাকাতের দলে থাক্‌তেন কেন, অবশ্যই সে সংশয় ছিল।—বোধ হয়, সে সংশয় আমি এখন ভঞ্জন কোরেছি। রাজসংসারের চোরা দলীল হস্তগত কর্‌বার

অভিপ্রায়েই তিনি এঞ্জিলো ভল্‌টেরা নাম ধারণ কোরে, ছদ্মবেশে ডাকাতের দলে মিলে ছিলেন। এখন কার্য্য সিদ্ধি;—ব্রত উদ্‌যাপন।”

আমার দিকে নেত্র নিক্ষেপ কোরে, তস্কানরাজ বোল্‌তে লাগলেন,—“এই বুদ্ধিমান সদাশয় যুবা ঈশ্বরানুগ্রহে সেই বীরপুরুষের কার্য্যসিদ্ধির অল্প সহায়তা করেন নাই। সমাংশে ইনিও সেই মহৎ কার্য্য সাধনের উচিত প্রশংসাভাগী। সে উদ্যমে যাঁর কার্য্যে ইনি সহায়তা কোরেছেন, তিনি যাবজ্জীবন এঁরে বন্ধু বোলে জান্‌বেন। দলীলগুলি আবার আমি পেয়েছি। আর অধিক কি চাই?—ডাকাত ধরা?—সে কার্য্যও অসিদ্ধ নয়; সর্দ্দার ডাকাত বন্দী;—বিচারের হাতে সমর্পিত। দলীল উদ্ধারের পুরস্কার যা আমি অঙ্গীকার কোরে রেখেছি, সে পুরস্কার প্রদান কোত্তে এখন আমি কুণ্ঠিত হব, এমন কি আপনারা বিবেচনা কোচ্চেন?—না;—পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। একজন দূত রওনা হয়ে গেছে;—বিয়েনা নগরে যাবে; আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মার্ক্ইস কাসেনোকে অষ্ট্রিয়ার দুর্গ থেকে মুক্ত কোরে আন্‌বে। মার্ক্ইস কাসেনো আমারি আজ্ঞায় অষ্ট্রিয়ার দুর্গে বন্দী। তাঁরি মুক্তিলাভের আশায়, তাঁর চিরপ্রেমাস্পদ—স্নেহাস্পদ সহোদর—আমার দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র—এতদিনের ছদ্মনামের এঞ্জিলো ভল্‌টেরা,—প্রকৃত পরিচয়ে কাউণ্ট লিবর্ণো এতবড় প্রাণসঙ্কট বিপদে, অতুল দুঃসাহসে আত্মবিকাসে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন।”

এঞ্জিলো ভল্‌টেরার প্রকৃত পরিচয় সুপ্রকাশ। আমরা সকলেই এককালে মহাবিস্ময় সাগরে নিমগ্ন। বিস্ময়কুজ্‌ঝটিকা দূরীভূত হোতে না হোতে, গ্রাণ্ড ডিউকবাহাদুর একটী ক্ষুদ্র রজতনির্ম্মিত ঘণ্টাধ্বনি কোল্লেন। পার্শ্বদ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো।—প্রকৃত নামে, প্রকৃত পরিচয়ে, প্রকৃত পদমর্য্যাদার মূর্ত্তিকে সেইখানে দর্শন কর্‌বার জন্য আমরা সকলেই সমান আকাঙ্ক্ষী;—সমান কৌতূহলী। সেই মূর্ত্তি—সেই এঞ্জিলো ভল্‌টেরা।—না,—আর এঞ্জিলো ভল্‌টেরা নয়,—তস্কানেশ্বরের পরমস্নেহাস্পদ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহামান্য কাউণ্ট অব লিবর্ণো।—সেই নবীন রাজকুমার এখন সগৌরবে সরাসর ঠিক আমাদের সম্মুখে। তস্কানীর মহাগৌরবান্বিত ডিউকবংশের অকলঙ্ক গৌরবসূর্য্য। পরিধান মহামূল্য দরবারী পোষাক;—বক্ষঃস্থলে উপাধি তারকা সমুজ্জলে চাক্‌চিক্যমান্।

প্রেম তখন লজ্জাহীন! পিতামাতা সম্মুখে উপস্থিত, সে দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না কোরে,—অথবা ভ্রূক্ষেপ কর্‌বার অবকাশ না পেয়েই, সুন্দরী যুবতী কুমারী অলিভিয়া সাক্‌রিলি চঞ্চল প্রেমোল্লাসে উল্লাসধ্বনি কোরে, প্রেমাস্পদ রাজপুত্রের দিকে চঞ্চল চরণে অগ্রবর্ত্তিনী হোলেন;—প্রেমোল্লাসে উন্মত্তা হয়েই যেন, নবোদিত যুবা রাজপুত্রকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন কোল্লেন। তস্কানরাজ্যের রাজমুকুটবিভূষিত রাজরাজেশ্বর গ্র্যাণ্ড ডিউক সেখানে বিদ্যমান, সে কথাও যেন ভুলে গেলেন!

কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে, কাপ্তেন রেমণ্ডের হৃদয়ভাবের ভাবান্তর উপস্থিত। চিত্ত যেন দ্রবীভূত হয়ে গেল। অলিভিয়ার পিতাকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, “মি

আপনারা দেখুন, আমিও দেখতে পাচ্চি, এ সমস্তই পরমেশ্বরের খেলা। সংসারচক্রের মহিমা আমি সব জানি না। আমি বিষয়ী লোক ;—আমোদপ্রমোদই আমি ভালবাসি। ঐশ্বরিক ব্যাপারে আমি ভাল কোরে প্রবেশ করি নাই,—চিন্তাও করি নাই,—দৈব-শিক্ষাও কিছু শিখি নাই। আমার মত লোক যখন বোল্‌ছে, সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা,—তস্কানীর রাজপুত্রের সহিত কুমারী অলিভিয়ার বিবাহ হবে, এটী ঈশ্বরের নির্ব্বন্ধ, আমি যখন এটী বুঝ্‌তে পাচ্চি, তখন আপনারা অবশ্যই সেই দৈবের উপরেই নির্ভর কোর্‌বেন।"

লর্ড-দম্পতী কাপ্তেন রেমণ্ডের সততার পরিচয় পেলেন। তাঁদের উভয়ের হৃদয়ে যে এক স্বার্থ-বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, সেটুকুও বিলুপ্ত হলো। তাঁরা তখন বুঝ্‌লেন, একজন প্রতাপশালী রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র কাউণ্ট লিবর্ণো। তিনি অবশ্যই তাঁদের কন্যার উপযুক্ত পাত্র। কাপ্তেন রেমণ্ড যদিও ধনী, তথাপি একজন সাধারণ লোকের সামিল। যদিও ভবিষ্যতে তিনি পিয়ার উপাধি প্রাপ্ত হবার অধিকারী, তা হোলেও, কাউণ্ট লিবর্ণো অলিভিয়ার পাণিগ্রহণে সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। এই সকল আলোচনা কোরে, উভয়েই তাঁরা আন্তরিক আনন্দে কাপ্তেন রেমণ্ডের হস্তধারণ কোল্লেন। যে একটু মনোমালিন্য জন্মেছিল, আমি বেশ বুঝ্‌লেম, সেটুকু বিলক্ষণ তফাৎ হয়ে গেল। অলিভিয়ার প্রেমের পথে,—সুখের পথে আর কোন কণ্টক থাক্‌লো না। কাউণ্ট লিবর্ণো তখন অলিভিয়ার আলিঙ্গনমুক্ত হয়েছেন,—হাত ধোরে আছেন,—প্রেমানন্দবেগে সুখকম্পনে কাঁপ্‌ছেন। উভয়েরই সমভাব। কাপ্তেন রেমণ্ড প্রফুল্লবদনে রাজপুত্রের সমীপবর্ত্তী হয়ে, বিনম্রস্বরে বোল্লেন, "রাজকুমার! বিশেষ না জেনে না শুনে, যে ব্যক্তি আপ্‌নার প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখিয়েছিল,—যে ব্যক্তি আপনাকে চিন্‌তে পারে নাই, তেমন ব্যক্তির করস্পর্শে আপ্‌নি কি অকুণ্ঠিত হবেন ?"

অলিভিয়ার মাতাপিতার নিকটে কাপ্তেন রেমণ্ড কি কি কথা বোল্লেন, কাউণ্ট লিবর্ণো সেগুলি শুনেছিলেন। প্রসন্নবদনেই কাপ্তেন রেমণ্ডের হস্তধারণ কোল্লেন।—মধুরস্বরে বোল্লেন, "যে রকম গতিক দাঁড়িয়েছিল, তাতে কোরে আপ নি যে আমার স্বভাব-চরিত্রে সন্দেহ কোরেছিলেন, সেটা আর অন্যায় কি ?—তেমন ত হোতেই পারে, হয়েই থাকে।—তাতে আর আপনার দোষ কি ? এখন অবধি আমি আপনার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হোলেম। এখন অবধি উভয়েই আমরা পরস্পর বন্ধু।"

বর্ণে বর্ণে জোর দিয়ে, কাপ্তেন রেমণ্ড বোল্লেন, "হাঁ, অবশ্যই বন্ধু।"—এই কটী কথাতেই তিনি যেন অলিভিয়াকে জানালেন, রাজপুত্রের সঙ্গে কিছুদিন যে প্রণয়-প্রতিযোগিতার সঞ্চার হয়েছিল, এখন আর তা নাই। অলিভিয়ার মুখের দিকে চেয়ে, কাপ্তেন সাহেব মিনতি কোরে বোল্লেন, "ক্ষমা কর!—আমি কি এখন আশা কোত্তে—"

একখানি হাত বাড়িয়ে, সুশীলা কুমারী কাপ্তেনর আরব্ধ বাক্যে বাধা দিলেন। উভয়েই উভয়ের হাত ধোল্লেন। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই হিংসা,—ঈর্ষা,—প্রতিযোগিতা,—মনোমালিন্য,

সমস্তই বিলুপ্ত। গ্রাণ্ড ডিউক বাহাদুর তখন লর্ড রিংউল-দম্পতীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বিবাহসূত্রে অচিরেই যিনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হবেন, আপনারা যদি অনুমতি করেন, তা হোলে তাঁরে আমি তদুপযুক্ত সমাদর করি।"—পিতামাতার সম্মতি বুঝে, তস্কানরাজ তখন অলিভিয়াকে আলিঙ্গন কোল্লেন। সস্নেহবচনে বোল্লেন, "বৎসে! আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ হবে, পরমসুখের কথা। যাঁকে তুমি বিবাহ কোর্‌বে, এখন তাঁর যত ঐশ্বর্য্য আছে, আহ্লাদপূর্ব্বক, অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে, তাঁরে আমি তার চেয়েও বেশী ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কোর্‌বো।"

পুনর্ব্বার রজতঘণ্টার ধ্বনি। রাণী প্রবেশ কোল্লেন। রাণী যখন অলিভিয়াকে আদর অভ্যর্থনা করেন, সেই অবকাশে কাউণ্ট লিবর্ণো দ্রুতপদে আমার কাছে সোরে এলেন। সস্নেহে আমার হস্তধারণ কোরে, উৎফুল্লকণ্ঠে তিনি বোল্লেন, "প্রিয় বন্ধু! এসো, তোমাতে আমাতে বিস্তর কথা আছে।"

এই কথা বোলেই অলিভিয়ার কাণে কাণে তিনি কি কথা বোল্লেন। কথার ভাব এই, বেশীক্ষণ অনুপস্থিত থাক্‌বেন না। অলিভিয়াকে ঐ কথা বোলে, লর্ড রিংউল-দম্পতীর হস্তমর্দ্দন কোল্লেন। তার পর আমারে সঙ্গে কোরে স্বতন্ত্র একটী কক্ষে নিয়ে গেলেন। কক্ষটী আয়তনে ক্ষুদ্র;—কিন্তু অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত। দরবারে যখন আমরা উপস্থিত হই, কাউণ্ট লিবর্ণো তখন সেই ঘরেই ছিলেন। ঘণ্টাধ্বনি শুনে সেই ঘর থেকেই বাহির হন।

—

পঞ্চবিংশ প্রসঙ্গ।

—oo—

প্রাণদণ্ড।

রাজপুত্রের সঙ্গে যে ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম, সেই ঘরের দরজা বন্ধ হবামাত্র, সস্নেহে,—সজললোচনে—সহোদর ভ্রাতৃভাবে, রাজপুত্র আমারে গাঢ় আলিঙ্গন কোল্লেন। মধুর গুঞ্জনে বোল্লেন, "প্রিয়মিত্র! আজ কি সুখের দিন!—কি আনন্দের দিন!—উঃ! কতই সুখ—কতই আনন্দ! প্রিয়মিত্র! তোমা হোতেই আমি আজ এত সুখের—এত আনন্দের অধিকারী হোলেম!—উপকারঋণে তোমার কাছে চিরঋণী থাক্‌লেম।"

অন্তরের আনন্দোচ্ছ্বাসে আমিও রাজপুত্রকে অভিনন্দন কোল্লেম। কাপ্তেন রেমণ্ড যেরূপ সভ্যতা দেখিয়ে ক্ষমা চাইলেন, সেটীও আমি বোল্‌তে ছাড়্‌লেম না। কাপ্তেনের অনুতাপ যে আন্তরিক, রাজপুত্রও সেটী বুঝেছেন। রাজসমক্ষে কাপ্তেনকে তিনি যে কথা বোলে এয়েছেন, আমার কাছেও তাই পুনরুক্তি কোল্লেন। প্রতিকে সকলই হয়;

গতিক দেখে কাপ্তেন রেমণ্ড মনে মনে যেরূপ কুভাব টেনে এনেছিলেন, কিছুতেই সেটীকে অসঙ্গত বলা যায় না।

দিনকতকের মধ্যে যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা হয়ে গেল, মনোমধ্যে সেই সব আলোচনা কোরে, মুখফুটে আমি বোল্লেম, "বড় অদ্ভুত ব্যাপার! দুবার দুবার আমি মার্কুইস কাসেনোর ইতিহাস শ্রবণ কোরেছি,—দুঃখপ্রকাশ কোরেছি;—আপনার সঙ্গে তাঁর যে কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে, কিছুই আমি জান্‌তেম না;—বিন্দুবিসর্গও না। যে ভয়ঙ্কর কাজে আপ্‌নি ব্রতী ছিলেন, সে কাজের সঙ্গে সেই ইতিহাসের যে কিছু সম্বন্ধ আছে, তাও আমি জান্‌তেম না।—মনেও করি নাই। দৈবযোগে একজন ইতালিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁরি মুখে ঐ ইতিহাস আমি শুনি। মার্কুইস কাসেনোর একটী ছোট ভাই আছেন, সেই ইতিহাসবক্তা সে কথা আমারে কিছুই বলেন নাই;—ইঙ্গিতেও জানান নাই। তাও যদি তিনি বোল্‌তেন, তা হোলেও আমি বুঝ্‌তে পার্ত্তেম না। কেন আপ্‌নি এঞ্জিলো ভল্‌টেরা নামে ডাকাতের দলে লুকোচুরী খেলেছিলেন, কাউণ্ট লিবর্ণো যে এঞ্জিলো ভল্‌টেরা সেজে, সেই ছদ্মনামের ভিতর গুপ্ত আছেন, এত গুহ্যকথা কেমন কোরেই বা মনের ভিতর উদয় হবে?"

রাজপুত্র বোল্লেন, "ছেলেবেলা থেকে আমাদের উভয় ভ্রাতার মনের প্রবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্ ছিল।—পরস্পর রুচিমিলন ছিল না; কিন্তু সরল—সস্নেহ ভ্রাতৃভাবে আমরা চিরবদ্ধ ছিলেম। যুবাকালে আমার ভ্রাতা সৌখীনজীবনের আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে উঠেন। আমি সে পথে গেলেম না;—আমার মনও সে দিকে গেল না। আমি কেবল, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনায় নিবিষ্টচিত্ত থাক্‌তেম। ভৈষজ্যবিদ্যা, অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা আমার বড় আদরের সামগ্রী ছিল। ডাক্তারী ডাক্তারী কোরে এক সময়ে আমি যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছিলেম। সুযোগ পেলেই চিকিৎসা কোত্তেম। বুঝ্‌তেই পাচ্চো তুমি, ডাক্তারী পেসা অবলম্বন কোরে, জীবিকা-অর্জ্জন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ইংলণ্ডের হাঁসপাতালের প্রণালী কিরূপ, সেইটী ভালরূপে জান্‌বার জন্য আমি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম। ইংলণ্ডেই আমি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করি। ইংলণ্ডেই আমার চিকিৎসাশাস্ত্রে বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। সেই শিক্ষার গুণেই কিছু দিন হলো, লেডী রিংউলকে আমি আরাম করি। সে কথা তুমি শুনেছ। আমার ভ্রাতা যখন প্রদেশীয় মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন, তখন আমি লেগহরণের নিকটবর্ত্তী আমার নিজের জমীদারীতে নির্জ্জনবাসের সুখানুভব করি। লেগ্‌হরণের দ্বিতীয় নাম লিবর্ণো। সেই স্থানের নামেই আমার উপাধির পত্তন। যখন শুন্‌লেম, পিতৃব্যের আদেশে আমার ভ্রাতা বন্দী হয়েছেন, তাঁর নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হয়েছে, অকস্মাৎ তখন যেন আমি বজ্রাহত হোলেম। তৎক্ষণাৎ ফ্লোরেন্সে চোলে এলেম। ইচ্ছা ছিল, পিতৃব্যের পায়ে ধোরে সহোদরের জন্য দয়া-ভিক্ষা করি। রাজধানীতে আমি এলেম, গ্রাণ্ড ডিউকবাহাদুর সে কথা শুন্‌লেন। কেন এসেছি, সেটীও হয় ত বুঝ্‌তে পাল্লেন, আমার সঙ্গে দেখা কোল্লেন না। আমার দুঃখের তখন

সীমা-পরিসীমা থাকলো না। সংসারে সহোদরস্নেহ যতদূর প্রবল হোতে পারে, আমার হৃদয়ে আমার সহোদরের প্রতি ততদূর প্রবল ছিল। প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, তাঁকে মুক্তিদান করা যদি পৃথিবীর মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়, তা হোলে কখনই আমি তাঁকে অষ্ট্রিয়ার কারাগারে চিরদিন বিলাপ কোত্তে দিব না। একবার ইচ্ছা হয়েছিল, অষ্ট্রিয়াতেই যাই, যে কারাগারে তিনি কয়েদ, কোন উপায়ে সেই কারাগার থেকে তাঁর পলায়নের পন্থা পরিষ্কার করি; কিন্তু সে সঙ্কল্প সিদ্ধ কোত্তে পাল্লেম না। অষ্ট্রিয়ায় কারাদুর্গ অনেক। কোন্ দুর্গে তিনি বন্দী, ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। আমার পিতৃব্য অতি সঙ্গোপনেই তাঁর দেশান্তরব্যবস্থা—নির্জ্জন কারাবাস সুসম্পন্ন কোরেছিলেন। রাজদরবারে যাঁরা থাকেন, একে একে তাঁদের সকলকে জিজ্ঞাসা কোরে দেখ্‌লেম, কেহই কিছু সূত্র বোলে দিলেন না;—দিলেন না, কি পাল্লেন না, তা আমি জানি না। ব্যাকুলচিত্তে—ভগ্নচিত্তে কতখানাই চিন্তা কোল্লেম। চিন্তা কোত্তে কোত্তে একটা কথা স্মরণ হলো। একবার আমি কিছু দিনের জন্য ফোরেন্সে এসেছিলেম, সেইবার আমি শুনি, রাজবাড়ী থেকে কতকগুলো দরকারী সরকারী দলীল চুরি গেছে। রাজা অঙ্গীকার কোরেছেন, যে কেহ সেই সকল দলীল রাজহস্তে এনে দিবে, সে ব্যক্তি যা চাইবে, তাই পাবে। আমি গুপ্ত অনুসন্ধান আরম্ভ কোল্লেম। অনুসন্ধানে পূর্ণমনোরথও হোলেম। আমার পিতৃব্য পুনঃপুন সেই অঙ্গীকার ঘোষণা কোরেছেন। সম্প্রতি আবার সেই অঙ্গীকার নূতন কোরে ঘোষণা দিয়েছেন।—অঙ্গীকারের কথাটী নিখুঁত্ সত্য। তখন আমার নিশ্চিত প্রত্যয় তাই। তখন আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হোলেম। তার পর কি কি হয়েছে, সমস্তই তুমি জান। প্রিয়বন্ধু জোসেফ!—এই গুরুতর কার্য্যে তুমি আমার যতদূর উপকার কোরেছ, জীবনে তা আমি ভুলবো না। কার্য্যে তার নিদর্শন দেখাবার অগ্রে, আবার আমি তোমার কাছে বারবার মৌখিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার কোচ্চি।"

বিনম্রভাবে আমি বোল্লেম, "রাজকুমার! আমার উপর আপনার যতদূর অনুগ্রহ, যেরূপ সদয়ভাবে আপনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কোচ্চেন, যেরূপ সস্নেহে আমারে বন্ধু বোলে সম্বোধন কোচ্চেন, তার বেশী আমি আর কি চাই?—কিছুই চাই না।—তা ছাড়া, দুবার দুবার আপ্‌নি আমার জীবনরক্ষা কোরেছেন;—সে কথা কি আমি ভুল্‌তে——"

"ঈশ্বর রক্ষা কোরেছেন।"—আমার কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই, বাধা দিয়ে রাজপুত্র বোল্লেন, "ঈশ্বর রক্ষা কোরেছেন। সংসারে অসাধ্য সাধনে একমাত্র ঈশ্বরই সহায়। ঈশ্বরের ইচ্ছাই ছিল, আমরা দুজনে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য কোর্‌বো। এখন মিত্রবর! তোমার নিজের কথা আমি কিছু বিশেষ কোরে বোল্‌তে চাই। যতদূর আমি দেখ্‌লেম, যতদূর আমি বুঝ্‌লেম, তাতে কোরে বিলক্ষণ জেনেছি, কখনো দাসত্বে কাল কাটাবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি সুশিক্ষিত, তোমার রীতিচরিত্র সুমার্জ্জিত;—যখনি আমি তোমার কথা মনে কোরেছি, তখনি তোমাকে এই অবস্থায় দেখ্‌তে পেয়ে, আমি চমৎকৃত হয়েছি। গিরিবাসী ডাকাতের দলে আমাকে খুঁজে বাহির কর্‌বার জন্য তুমি

যেমন ব্যগ্র ছিলে, তোমাকে দেখ্‌বার জন্তেও আমি তেম্‌নি ব্যগ্র থাক্‌তেম।—বৃথা কৌতুহলে আমি অস্থির গোচ্চি না,—তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় স্নেহ বোসেছে। যাতে তোমার মঙ্গল হয়, সে পক্ষে আমি সতত অনুরাগী। বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, তোমার নিজের সম্বন্ধেও কোনপ্রকার আশ্চর্য্য রহস্য আছে। কে তুমি,—যা বোলে তুমি পরিচয় দিতে চাও, তাই আমি শুন্‌বো, প্রকৃত বন্ধুর কর্ণে সমস্তই বিশ্বাস করা যেতে পারে। বন্ধুকে বোল্লে সমস্তই গুপ্ত থাক্‌বে।"

সংক্ষেপে আমি আমার ইতিহাস আরম্ভ কোল্লেম। যে সকল সামান্য কথা না বোল্লেও চলে, আর যা দু-একটী কথা বল্‌বার নয়, কেবল সেইগুলি বাদ দিলেম। কিন্তু আনাবেলের প্রতি আমার প্রণয়সঞ্চার, সেটী আমি তাঁর কাছে অপ্রকাশ রাখ্‌লেম না। সার মাথু হেসেল্‌টাইন যেরূপ অঙ্গীকারে দুই বৎসরের জন্য আমারে দেশভ্রমণে পাঠিয়েছেন, সে কথাও বোল্লেম। পাপিষ্ঠ দর্‌চেষ্টার যে রকম জুয়াচুরী কোরে আমার যথাসম্বল হরণ কোরেছিল,—হতসম্বল হয়ে যে রকমে আমি দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হয়েছি, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে আবার আমি অর্থপ্রার্থনা করি নাই,—সামান্য দাসত্বে শরীর খাটিয়ে সেই দুইবৎসরের অবশিষ্টকাল গুজরাণ কোর্‌বো, এই আমার অভিপ্রায়, সে সব কথাও প্রকাশ কোল্লেম। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে,—ঘটনাবিশেষ শোক-দুঃখ বিস্ময় প্রকাশ কোরে, রাজকুমার কাউণ্ট লিবর্ণো আমার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী শ্রবণ কোল্লেন। তখন তিনি বুঝ্‌লেন, কেন আমি সপরিবার সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইনকে ডাকাতের কারাগার থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য ততদূর কষ্ট,—ততদূর বিপদ স্বীকার কোরেছিলেম। লর্ড এক্‌লেষ্টন আর লেডী এক্‌লেষ্টনের সম্বন্ধে আমার যে যে ঘটনা, সংক্ষেপে সংক্ষেপে তাও আমি রাজপুত্রকে বোল্লেম। অপরাপর কথা শুনে তাঁর মনে যেমন দুঃখবিস্ময়ের আবির্ভাব হয়েছিল, আমি দেখ্‌লেম, ঐ কথাতেও ঠিক তেম্‌নি ভাব। অনেকক্ষণ আমরা ঐ বিষয়েই কথোপকথন কোল্লেম। আমার সম্বন্ধে আরো যা কিছু গুহ্যব্যাপার, সে সব কথাও কতক কতক ভাঙ্‌লেম। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণে পাঠকমহাশয়কে এখানে বিরক্ত করা অনাবশ্যক।

কথাবসানে রাজপুত্র পুনর্ব্বার বোল্লেন, "দেখ প্রিয়বন্ধু! আমি যেমন তোমাকে বন্ধু বোলে গ্রহণ কোল্লেম, তুমি যদি সেই রকমে বন্ধু বোলে জান, তা হোলে এখন অবধি আমার মতেই তোমাকে চোল্‌তে হবে। যা আমি বোল্‌বো, তাই তোমাকে কোত্তে হবে;—এখন অবধি তুমি আর সামান্য চাকরী কোত্তে পাবে না। তোমার ইচ্ছাও তা নয়, তা আমি বুঝেছি। তোমার রীতি নীতি,—তোমার বিদ্যাবুদ্ধি, অবশ্যই উচ্চপদের উপযুক্ত। এখনি তুমি কাপ্তেন রেমণ্ডের চাক্‌রী ছেড়ে দাও। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন যে অভিপ্রায়ে তোমাকে দুই বৎসরের জন্য দেশভ্রমণে প্রেরণ কোরেছেন, সেই অভিপ্রায়ই ঠিক থাক্‌বে;—দুই বৎসর পূর্ণ হবার আর যত দিন বাকী আছে, তার উপযুক্ত যত কিছু খরচপত্র, সমস্তই আমি দিব।"

এই সব কথা বোলে, কাউন্ট লিবর্গো এক টুক্‌রো কাগজে কি গুটীকতক কথা লিখ্‌লেন, একটা মোড়কের ভিতর রাখ্‌লেন, মোড়কটী আমার হাতে দিলেন। গম্ভীর বদনে বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! যদি তুমি এটী গ্রহণ না কর, তা হোলে আমি মনে কোর্‌বো, তুমি আমার প্রতি বন্ধুভাব রাখ না;—আমাকে বন্ধু বোলে বিবেচনা কর না।"—সানন্দ অন্তরে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর পাণিস্পর্শ কোরে, গদ্‌গদকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "দেখুন রাজকুমার! যদি এমন হয়, যখন আমার সময় হবে, তখন আমি পরিশোধ কোর্‌বো, আপ্‌নি তা গ্রহণ কোর্‌বেন, এ যদি আপ্‌নি স্বীকার করেন, তা হোলে আমি এটী গ্রহণ কোত্তে পারি।"

"আচ্ছা তাই।—ঋণ বোলেই তোমাকে আমি দিচ্চি।"—রাজপুত্র এই কথা বোল্লেন, আমিও তাই শুন্‌লেম। কিন্তু তাঁর আসল মৎলব কি, সেটী বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌লো না। আসল মৎলব, আমারে কিছু দান করা। আমি কিছু বোল্‌তে না বোল্‌তেই কথাটা চাপা দিয়ে, তিনি আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "গতরাত্রে আমরা সেই সব ডাকাত-গুলোকে তাদের আড্ডাতেই রেখে এসেছি, তাদের কি হলো, তারা সব কি কোল্লে, সেই খবর জান্‌বার জন্য অবশ্যই তুমি উৎসুক আছ। তুমি অবগত আছ, ঐ সকল চোরা দলীলের অনুরোধে, আমার পিতৃব্য এতদিন ঐ ভয়ঙ্কর ডাকাতের দলকে সাহস কোরে বড় একটা কিছু বোল্‌তে পাত্তেন না। সেই জন্যই তারা উচিত শাস্তি পেতো না। এখন আর সে আশঙ্কা নাই। এপিনাইন পর্ব্বতারণ্যে রাজসৈন্য প্রেরিত হয়েছে। মেরেই হোক, ধোরেই হোক,—বন্দী কোরেই হোক, ছত্রভঙ্গ কোরেই হোক, যে রকমেই হোক, এইবার ডাকাতের দল নির্ম্মূল করা হবে। ইতিমধ্যে যদি তারা পালিয়ে থাকে, তাদের দুর্গ পর্য্যন্ত ধ্বংস করা হবে। দুরাত্মা দরচেষ্টারকেও গ্রেপ্তার কর্‌বার হুকুম হয়েছে।—হুকুম ত হয়েছে, কিন্তু আমার বোধ হোচ্চে, কেহই ধরা পোড়্‌বে না। কেননা, বারবার তিনবার!—মার্কো উবার্টি এইবার নিয়ে তিনবার বন্দী। দলের লোকেরা এইবারে বুঝেছে, এবার আর নিস্তার নাই। এবার আর কিছুতেই তাদের সর্দ্দার বিচারের হাতে খালাস পাচ্চে না। তারা হয় ত মনে কোচ্চে, দলীলগুলো এখনো তাদের সর্দ্দারের হাতেই আছে। সেই দলীলগুলোই মার্কো উবার্টির রক্ষাকবচ। সেই রক্ষাকবচের জোরেও এবার নিষ্কৃতি লাভ হবে না,—ডাকাতেরা এবার নিশ্চয় সেটা বুঝেছে।—নিশ্চয় বুঝেছে, সর্দ্দারের এবার মাথা কাটা যাবে। তাতেই আমি অনুমান কোচ্চি, এতক্ষণে তারা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে দিগ্‌দিগন্তরে ছুটে পালিয়েছে।"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মার্কো উবার্টির কি হলো?"

"কাল হবে।—কাল প্রাতঃকালে ফৌজদারী আদালতে মার্কো উবার্টির বিচার হবে। সাক্ষীর অভাব নাই। বিস্তর সাক্ষী আছে। তোমার আমার প্রয়োজন হবে না। তোমাকেও জবানবন্দী দিতে হবে না;—আমাকেও না;—আমাদের সংশ্লিষ্ট আর যারা যারা আছে,—তাদের কাহাকেও অভিযোগপক্ষে উপস্থিত হোতে হবে না।" সর্দ্দার

ডাকাত ফ্লোরেন্সের জেলে বন্দী, এই কথাটা নগরে রাষ্ট্র হবামাত্রেই অন্যূন বারো জন নগরবাসী অভিযোগপক্ষে উপস্থিত।”

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “সরকারী দলীল এখন আর তার হাতে নাই, দলীলের জোরে আর তার মুক্তিলাভের আশা নাই, মার্কো উবার্টি কি সে কথাটা জান্‌তে পেরেছে?”

“পেরেছে।—আমিই জানিয়ে দিতে হুকুম দিয়েছি। জেলখানার গবর্ণরকে বোলে দিয়েছি, ডাকাতটা কারাগারে প্রবেশ কর্‌বামাত্রই তাকে যেন ঐ কথা জানান হয়।—জানান হয়ে গেছে। নিজের ভাগ্য নিজেই সে অনেকক্ষণ জেনেছে। এখন এসো, এসো আমরা ও ঘরে যাই।”

আমরা পাশের ঘরে গেলেম। রাজারাণী উভয়েই সস্নেহে আমারে প্রিয়সম্ভাষণ কোল্লেন। এপিনাইন পর্ব্বতে যত সৃষ্টি আমি কোরেছি, বীরত্বের খোসনাম দিয়ে, তাঁরা উভয়েই আমার বিস্তর প্রশংসা কোল্লেন। দলীলপ্রাপ্তি—ডাকাত গ্রেপ্তার, এই দুই কার্য্যেরই সহায় আমি—উপলক্ষ আমি;—সেই কথার উল্লেখ কোরে, তাঁরা উভয়েই আমারে পুনঃপুন সাধুবাদ দিলেন।

এ দিকে ত এই রকম হোচ্চে, কাউন্ট লিবর্ণো এই অবকাশে কাপ্তেন রেমণ্ডকে একধারে সোরিয়ে নিয়ে, কতকগুলি কথা বোল্লেন। কথার ভাবার্থ এই যে, আর আমি তাঁর চাকরী কোর্‌বো না।—অপরের বেতনভোগী হয়ে, দাসত্বস্বীকার করা আমরা বন্ধ হলো। কাপ্তেনসাহেব তৎক্ষণাৎ আমার কাছে সোরে এলেন;—মিত্রভাবে হস্তমর্দ্দন কোল্লেন;—আমার সৌভাগ্যের অবস্থা হলো, তাই শুনে সন্তোষ প্রকাশ কোল্লেন। ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে যাবার অগ্রে, কুমারী অলিভিয়া আমার নিকটবর্ত্তিনী হয়ে, সাদর সম্ভাষণ কোল্লেন,—চিরদিন তিনি আমারে অকপটে প্রিয়বন্ধু বোলে জান্‌বেন।

গ্রাণ্ড ডিউকের সম্মুখ থেকে আমরা তখন বিদায় হোলেম। কাউন্ট লিবর্ণো স্বয়ং সঙ্গে কোরে, রিংউল-পরিবারকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। নিজেও সেই গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেন। যে হোটেলে আমরা থাকি, রাজপুত্রের সঙ্গে সেই হোটেলেই একত্রে আহারাদি হবে। কাপ্তেন রেমণ্ড আর আমি পদব্রজে চোল্লেম। প্রেমিক প্রেমিকা চিরসুখী হোন, আমাদের উভয়েরই মনে মনে সেই অভিলাষ। পথে একজন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কাপ্তেন রেমণ্ডের দেখা হলো। তিনি বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথন কোত্তে লাগ্‌লেন, আমি একাকী চোল্লেম। খানিকদূর গেছি, তখন আমার সেই রাজপুত্রদত্ত মোড়কটীর কথা মনে হলো। তাতে কি আছে, খুলে দেখ্‌লেম। দেখ্‌লেম, রাজপুত্র আমারে টাকা দিয়েছেন।—ইংরাজী মুদ্রার গণনায় আটশত পাউণ্ড।

১৮৪২ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। সেই বৎসর ১৫ই নবেম্বর আমার দেশভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হবে। বাকী কেবল দশমাস। প্রচুর অর্থ হস্তগত। কাউন্ট লিবর্ণোর বদান্যতায় সহস্র সহস্র ধন্যবাদ। দশমাসের জন্য ৮০০ পাউণ্ড। সুখ-স্বচ্ছন্দে অবশিষ্টকাল অতিবাহিত হয়ে যাবে। আমার দাসত্বশৃঙ্খল মোচন হলো।

সংসারে আমি স্বাধীন হোলেম। এই অতুল দয়ার কার্য্যের নিমিত্ত মনে মনে আমি তস্কানকুমারের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেম। ওঃ! সেদিন আমার কি সুখের দিন!—সে দিন আমি যেন রাজার মতন সুখী! যোগ্যে যোগ্যে যুগলমিলন হবে। যে দিন আমি প্রথম জান্‌তে পারি, এঞ্জিলো ভল্‌টেরার প্রতি অলিভিয়ার অনুরাগ, অলিভিয়ার প্রতি এঞ্জিলো ভল্‌টেরার অনুরাগ, সেইদিন—সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমি ইচ্ছা করি,—আমি যত্ন করি,—আমি চেষ্টা করি, যেন সেই সুখের মিলনে কোন বাধা না পড়ে। অলিভিয়ার প্রেমাধারের প্রতি আমার যে ভক্তির উদয় হয়, এখন দেখ্‌লেম, সেই ভক্তি বাস্তবিক ভক্তিপাত্রেই বিন্যস্ত। যে দিন থেকে দেখা হয়, যে দিন থেকে, তাঁরে আমি ভাল রকমে চিনি, সেইদিন থেকেই আমার মনে মনে উল্লাস।—যতটুকু সাধ্য, ততটুকু সহায়তা কোরেছি;—পুরস্কারও যথেষ্ট পেলেম।

রাজপুত্র যে চিঠীখানি আমারে দিয়েছেন, সেখানি এক ব্যাঙ্কের উপর চেক। চেকখানি নিয়ে, সরাসর আমি ব্যাঙ্কারের কাছে গেলেম। টাকাগুলি নিজ নামে জমা দিলেম। উপস্থিত প্রয়োজনমত কিছু কিছু গ্রহণ কোর্‌বো, সে জন্য হিসাব খুলে রাখ্‌লেম। ইটালীর প্রধান প্রধান নগরের প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কে যেখানেই দেখাব, সেইখানেই টাকা পাব, এই মর্ম্মের এক বরাত চিঠী ঐ ব্যাঙ্কারের কাছে গ্রহণ কোল্লেম। জুয়াচোর দর্‌চেষ্টারের তুল্য অপর কোন জুয়াচোরে আবার আমার টাকাগুলি ফাঁকি দিয়ে না নিতে পারে, সেই জন্য বিশেষ সাবধান হোলেম,—কৃতসংকল্প হোলেম। দ্বাদশমাস পূর্ব্বে প্যারিসনগরে সেই দুরাত্মার ভণ্ডামীর কুহকে পোড়ে, আমার যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়েছে, চৈতন্য জন্মেছে,—ভবিষ্যতে সাবধান হোতে শিখেছি, সেইটুকু মনে কোরে, তখন আমার বড় আহ্লাদ হলো। আর আমি চাকর নই;—অবস্থা ফিরে দাঁড়ালো।—ভদ্রলোকের মত থাক্‌তে হবে, সে অবস্থায় যে যে জিনিসপত্র দরকার, হোটেলে ফিরে যাবার আগে, পথের বাজারে সেই সব জিনিসপত্র কিনে নিলেম। কোথায় কি অবস্থায় থাক্‌বো, মনে মনে বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেম। পূর্ব্বে যে হোটেলে অপর লোকের চাকর হয়ে থাক্‌তেম, সেখানে স্বাধীন ভদ্রলোকের মত থাকা আমার মনে যেন ভাল লাগ্‌লো না। ফ্লোরেন্স নগরেও বেশী দিন থাক্‌বার ইচ্ছা হলো না। কাউণ্ট লিবর্ণোর অন্তঃকরণ আমি জেনেছি;—সরলা অলিভিয়া মনও বুঝেছি; অচিরেই তাঁদের বিবাহ হবে;—অবশ্যই তাঁরা আমারে সমভাবে একসঙ্গে থাক্‌বার জন্য জেদাজেদি কোর্‌বেন;—সব বুঝলেম, কিন্তু লোকে ভাব্‌বে কি? কাল ছিল একজনের চাকর,—একজনের অধীন, আজ এককালে স্বাধীন বড় লোক;—লোকের কাছে বড়ই কুণ্ঠিত হয়ে থাক্‌তে হবে,—সকলের কাছে মুখ পাব না, কথায় কথায় লজ্জা পেতে হবে; তা আমি পার্‌বো না;—তা আমি থাক্‌বো না;—তাতে আমার সুখোদয় হবে না। ফ্লোরেন্স ছেড়ে চোলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। যে কদিন থাকি, অন্য হোটেলে থাক্‌বো। মার্কো উবার্টির বিচারটা কি রকম হয়;—যে লোকটা ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত, সে দুরাত্মার পরিণাম কি হয়, দেখে যাব।

রাজসৈন্যেরা এপিনাইন পর্ব্বতে ডাকাত ধোত্তে গেছে, তারাই বা কি কোরে আসে, সেটাও দেখ্‌তে হবে। সেই অপেক্ষাতেই কিছুদিন ফ্লোরেন্সে থাকা। তাই দেখেই আমি অন্যদেশে চোলে যাব। এই ত হলো সংকল্প। যে হোটেলে ছিলেম, সেই হোটেলে পৌঁছিলেম।—ভয় ছিল, পাছে লর্ড রিংউলের সর্দ্দার চাকরের সঙ্গে আগে দেখা হয়ে পড়ে। লোকটা ভারী বাচাল। কোন দরকার নাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথাই জিজ্ঞাসা করে। ভাব্‌ছিলেম, দেখাটা না হোলেই ভাল হয়;—হলোও তাই;—দেখা হলো না।—দেখা হোলে, তার কাছে আমি কুট্‌কচালে নিকাস দিতে পাত্তেম না। বেসীর সঙ্গে দেখা হলো। রাজবাড়ীতে যা যা হয়েছে, বেসী সব শুনেছিল। আমি দাসত্বমুক্ত হয়েছি শুনে, বেসী ভারি খুসী। বেসীর মুখে আরো শুন্‌লেম, কাপ্তেন রেমণ্ডের নামে হোটেলে একখানা চিঠী এসেছিল।—রাজবাড়ী থেকে ফিরে এসে, সেই চিঠী তিনি পান। বিশেষ দরকারী চিঠী;—অবিলম্বে তাঁকে ইংলণ্ডে যেতে হবে। শুন্‌লেম, তিনি চোলে গেছেন।

কাপ্তেন রেমণ্ড চোলে গেছেন, শুনে আমি ক্ষুণ্ণ হোলেম না, বরং তুষ্ট হোলেম। চোলে যাবার কারণটীও অবধারণ কোল্লেম। চিঠী আসা কেবল ছলের কথা। ফ্লোরেন্সে আর তিনি থাক্‌তে পাল্লেন না। পাশার চাল উল্‌টে গেল। বিবাহের যোগাড় কোরেছিলেন, বেহাত হয়ে গেল। অবশ্যই লজ্জার কথা,—অবশ্যই ক্ষোভের কথা। চিঠী একটা ছলমাত্র। চিঠীর কথা অছিলা কোরে, তাড়াতাড়ি তিনি সোরে পোড়্‌লেন। এক রকমে কোল্লেন ভাল। এমন অবস্থায় সহসা প্রস্থানে তাঁরে দোষ দেওয়া যায় না। আমিও সে হোটেল ছাড়্‌লেম। দোসরা হোটেল খুঁজে নিতে এক ঘণ্টাও লাগ্‌লো না। নগরের অপর প্রান্তে আর একটী সুন্দর হোটেলে অনায়াসে আমি একটী পরম সুন্দর বাসা পেলেম।

পরদিন মার্কো উবার্টির বিচার। আমি বিচার দেখ্‌তে গেলেম। দেখ্‌তে যাবার দুটী কারণ।—তস্কানীর বিচারালয়ের বিচার কেমন, সেইটী দেখা;—দ্বিতীয় কারণ, মার্কো উবার্টি নিজে কি কি বলে, সেইটী শোনা। আদালত লোকারণ্য;—বাহিরে অসম্ভব ভিড়; লোকের কৌতূহল অসীম। আমি একখানি সম্মুখাসনে বোস্‌লেম। যতক্ষণ মকদ্দমা হলো, ততক্ষণ থাক্‌লেম। বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বিচার হলো। পর পর অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী। ফরিয়াদীরাই সাক্ষী। ডাকাতের দল কার প্রতি কত দৌরাত্ম্য কোরেছে,—কত লুঠপাঠ কোরেছে, সাক্ষীরা সকলেই আনুপূর্ব্বিক জবানবন্দী দিলেন। বন্দী আগাগোড়া নিস্তব্ধ।—আগাগোড়া মুখের বিকট ভঙ্গী। জবানবন্দীর এক এক জায়গায় এক একটা কথা শুনে, তার মুখে কেমন এক রকম বিকট হাসি দেখা দিলে। সে তখন জেনেছিল, রক্ষাকবচ আর নাই;—সে তখন জেনেছিল, জীবনের আশা ফুরিয়েছে;—সে বুঝ্‌তে পেরেছিল, যেমন নির্ব্বিঘ্নে লোকের উপর নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্য কোরে এসেছে, সেই রকমেই মরণ হবে। জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কোল্লে না। ছটা বাজ্‌বার কিছু

সংর্কে, দুর্দান্ত দস্যুর জীবনদণ্ডের আজ্ঞা হলো। বিচারপতি যখন একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা কোরে, দণ্ডাজ্ঞা প্রদান কোল্লেন, মার্কো উবার্টি তখন ভয়ানক কুটিলনেত্রে, ঘৃণার ভঙ্গীতে, চারিদিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে। প্রহরীরা তখন তাকে আবার সেই কারাগারে নিয়ে চোল্লো। দর্শকলোকেরা চতুর্দ্দিকে আনন্দ কোলাহল কোত্তে লাগ্‌লো।

এপিনাইন পর্ব্বতের বাকী ডাকাতদের গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্য যে সকল রাজসৈন্য প্রেরিত হয়েছিল, মার্কো উবার্টির দণ্ডাজ্ঞার তিন চারদিন পরে, তিন জন ডাকাতকে ধোরে নিয়ে, সেই সকল সৈন্য ফিরে এলো। বাকী সমস্ত ডাকাত পালিয়ে গেছে। ঐ তিন জনকেও সৈন্যগণ আড্ডার ভিতর ধোত্তে পারে নাই;—পর্ব্বতারণ্য ভেদ কোরে যখন তারা পালায়, সেই সময় ধরা পোড়েছে। যারা ধরা পোড়েছে, তাদের মধ্যে একজন ফিলিপো। দরচেষ্টারকে পাওয়া যায় নাই।—গিরিগুহা শূন্য পোড়ে আছে। মার্কো উবার্টি ধরা পোড়েছে শুনেই, সে দুরাত্মা আগে ভাগেই পালিয়েছে। তস্কানসৈন্যেরা দস্যুদুর্গ সমভূমি কোরে ফেলেছে। আবার কিছুদিন পরে তারা যে আবার সেইখানে এসে চাক বেঁধে বোস্‌বে, এককালেই সে পথ অবরুদ্ধ।

আবার একদিন ডাকাতের বিচার। সে দিন আমি গেলেম না। যা কিছু দেখবার, প্রথম দিনেই সব দেখেছি। মার্কো উবার্টিরও যে দশা, অপর তিনজনেরও সেই দশা; সে তিনজনেরও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা। রাজ্যমধ্যে রাষ্ট্র হলো, দ্বিতীয় বিচারের পর পঞ্চম দিনে সাধারণ বধ্যভূমিতে চারজন ডাকাতের প্রাণদণ্ড হবে। ডাকাতেরা আপীল কোরেছিল;—আপীলের দরখাস্ত শুনানি হবামাত্রই অগ্রাহ্য হয়। ডাকাতের মরণ দেখ্‌তে যাব কি না, প্রথমে আমি একটু চিন্তা কোরেছিলেম। শেষে স্থির কোল্লেম, যাওয়া চাই,—দেখা চাই;—কেবল বৃথা কৌতূহলে নয়, মানুষের প্রাণ যাবে, আমি গিয়ে তামাসা দেখ্‌বো, বাস্তবিক সে কৌতূহল আমার কিছুই ছিল না।—যদিও দুবার দুবার তারা আমার নিজের প্রাণ নষ্ট কোত্তে উদ্যত হয়েছিল, ঘাতুকের হাতে তাদের প্রাণ যায়, সেইটী দেখ্‌তেই আমি যাব, বাস্তবিক সে ইচ্ছা আমার নয়।—যে ইচ্ছায় মার্কো উবার্টির বিচার দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, সেই ইচ্ছাতেই তাদের প্রাণদণ্ড দেখ্‌তে যাওয়া আমার সঙ্কল্প হলো। ভয়ঙ্কর শেষদিন সমাগত। প্রাতঃকালে বধ্যভূমিতে অসম্ভব জনতা। নানাপথ দিয়ে,—নানা দিক্ দিয়ে, জলস্রোতের মত জনস্রোত একত্র হোতে লাগ্‌লো। দূরে—নিকটে কে কোথায় দাঁড়াবে, তার বিচার থাক্‌লো না। যেখানে দাঁড়ালে বধ্যভূমির কাণ্ডকারখানা একটু একটু দেখা যায়, সেখানেও হাজার হাজার লোকের ভিড়। নিকটস্থ বাড়ীর ছাদে,—ঘরের গবাক্ষে,—সম্মুখের বারাণ্ডায়, ঝাঁক ঝাঁক স্ত্রীপুরুষ।—দর্শকলোকের সংখ্যা করা ভার। এইখানে আমার একটী কথা বোলে রাখা উচিত। ইংলণ্ডে কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের সময় চারিদিকে যেরূপ মাতলামি, ঝগড়া কলহ,—বিকট বিকট চীৎকার,—নানারকম ঠাট্টাবিদ্রূপ চলে, সংবাদপত্রে আমি যে রকম পাঠ কোরেছি, তস্কানীর বধ্যভূমির দৃশ্য সে রকম নয়। এখানে অত লোকের

ভিড়, তথাপি সকলেই নীরব,—সকলেই শৃঙ্খলামত দণ্ডায়মান,—সকলেই শান্ত। তেমন স্থলে তেমন শান্তভাব আর কখনও আমি দেখি নাই। যে পাপের যে দণ্ড, দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যই সেই রকম রাজবিচার হয়, সেই দৃষ্টান্ত দেখ্‌বার জন্যই সমবেত দর্শকদলের আগ্রহ। ভাবগতিক দেখে ঠিক যেন আমি সেইটাই বুঝ্‌লেম, বুঝ্‌লেম বোলে কেহ যেন এমন মনে না করেন, নিজে আমি ঐ প্রকার প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী। বাস্তবিক তা আমি নই।—সম্পূর্ণ বিপরীত।—ও ভাবের সঙ্গে আমার মনোভাব সম্পূর্ণ উল্‌টো।—মানুষ যখন মানুষের প্রাণ গ্রহণের অধিকার আছে বোলে অধিকার গ্রহণ করে, তখন তারা জোর কোরে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ক্ষমতা ধারণ কোত্তে যায়, এই ত আমার বিশ্বাস। দুষ্টলোককে দণ্ড দেওয়া সমাজরক্ষার অনুরোধে অবশ্যকর্ত্তব্যই বটে; কিন্তু তা বোলে জীবন গ্রহণ করা ধর্ম্মানুগত নয়। বড় বড় অপরাধীকে চিরজীবনের জন্য কারাগারে রাখাই সুবিচার। তা হোলে আর তারা পাপবুদ্ধিতে কোন লোকের কোন অপকার কোত্তে পারে না। গুরুতর অপরাধে কঠিন দণ্ড দেওয়া অবশ্যই সঙ্গত, কিন্তু সে কঠিন দণ্ড মানুষের ক্ষমতার অতীত না হয়, অথচ ধর্ম্মও বজায় থাকে, সেইরূপ হওয়াই ঠিক। যে ব্যক্তি দোষের দণ্ডদান কোত্তে পারে, সে ব্যক্তি গুণেরও পুরস্কার দিতে পারে,—এই ক্ষমতাই মানুষের হাতে। মানুষ সৎকার্য্য কোল্লে, মানুষ যেমন তার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ জীবনকাল বাড়িয়ে দিতে পারে না, তেমনি কোন দুষ্কার্য্য কোল্লে কোন লোকের জীবনকাল ক্ষয় করাও মানুষের উচিত নয়। প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হওয়া মানবসমাজের উচিত কার্য্য হয় না। অপরাধীর দণ্ডদানের দুটী উদ্দেশ্য।—এক হোচ্চে অপরাধী আর পুনর্ব্বার অপরাধ কোত্তে না পারে, তার উপায় করা;—দ্বিতীয় হোচ্চে একের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অপরকে সতর্ক করা। চিরজীবন কারাবাসে দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। তাতে বরং প্রাণদণ্ড অপেক্ষা বিশেষ উপকার আছে। সমাজের কর্ত্তব্য কি? দোষী লোকের চরিত্রশোধন করা। পাপীলোকে আর যেন পাপে রত না হয়, আর পাপ কোর্‌বো না বোলে, অন্তরের অনুতাপে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে,—গত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, সেইটাই হোচ্চে সুবিধিসঙ্গত। এক কোপে একটা দোষী লোককে কেটে ফেল্লে, ঐ উভয় উদ্দেশ্যের এক উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। ইহলোকে একজন মানুষকে ধ্বংস করা, পরকালের পথ নষ্ট করা, যুক্তিমতে এই দুইটাই অবিধি। মানুষের প্রাণ দিতে পারি না,—নিতে পারি, কোথাকার কথা?

হঠাৎ মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিক কথা তুল্লেম,—পাঠকমহাশয় ক্ষমা কোর্‌বেন। যে কথাটী মনে বড় লাগে, সেই কথার প্রসঙ্গে দুই একটী মনোভাব প্রকাশ করা আমি আমার কর্ত্তব্যকার্য্য বিবেচনা করি। স্বহস্তলিখিত জীবনচরিতে এইরূপ রাখাই আমার উদ্দেশ্য। এখন আমি আবার নিজকাহিনীর সূত্র ধারণ করি।

বহুসংখ্যক মানবসমাগমে বধ্যভূমি পরিপূর্ণ।—পথে পথেও লোকারণ্য। একধারে, যে দিকে সারি সারি অট্টালিকা, যে দিক থেকে বধ্যভূমি বেশ দেখা যায়, আমি সেই দিকে

গেলেম। যৎকিঞ্চিৎ ফী দিয়ে একটা কাফিঘরের উপরতলায় স্থান পেলেম। সেই ঘরের জানালা দিয়ে সমস্তই বেশ দেখা যায়;—তাই আমি দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। সম্মুখে যেন মনুষ্যমস্তকের সাগরখেলা। বধ্যভূমির মধ্যস্থলে একটা উচ্চ মঞ্চ। মঞ্চের গায়ে সারি সারি সিঁড়ি;—মঞ্চের উপর চারখানা চেয়ার। খানিকক্ষণ আমি জানালার ধারে বোসে বোসে দেখ্‌ছি, সম্মুখপথে মহাকলরব উপস্থিত হলো। বহুতর মনুষ্যের মৃদুগুঞ্জন,—ধীরে ধীরে গাড়ীর চাকার শব্দ, ঘোড়াদের খুরের ঠকাঠকশব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে। গাড়ীর ঘোড়ারা ছুটে আস্‌ছে না,—পায়ে পায়ে চোলেছে। যে ঘরে আমি আছি, আর যারা যারা সেই ঘরে ছিল, তারা সকলেই এককালে কলরব কোরে উঠ্‌লো। তখন আমি অল্প অল্প ইতালিক ভাষা বুঝ্‌তে পারি। ভাবে বুঝ্‌লেম, আসামীরা আস্‌ছে।

ক্ষণকালের মধ্যেই দল এসে পৌঁছিল। দুধারে দুসার সেনাদল।—দুপাশেই দর্শক লোকেরা সোরে সোরে দাঁড়াতে লাগ্‌লো। মধ্যস্থলে প্রশস্ত পথ। তখন আমি সব দেখ্‌তে পেলেম। দেখ্‌লেম একখানা গাড়ী;—প্রকাণ্ডগাড়ী;—দুখানা চাকা;—খুব উচ্চ উচ্চ মোটা সোটা দুখানা চাকা। এক জোড়া খুব মোটা মোটা ঘোড়া, পাথুরে রাস্তা দিয়ে, আস্তে আস্তে সেই গাড়ীখানা টেনে আন্‌ছে।—গাড়ীর উপর মার্কো উবার্টি, ফিলিপো, আর দুজন বন্দী ডাকাত। চারজনেই শৃঙ্খলবদ্ধ।—নিকটে চারজন পুরোহিত। মৃদুগুঞ্জনে সেই পুরোহিতেরাই ধর্ম্মগীত গাচ্ছিলেন, তাই আমার শ্রবণগোচর হয়েছিল। গাড়ীখানা কাফিঘরের সম্মুখবর্ত্তী হলো। তখন আমি চারজন ডাকাতের চারখানা মুখ ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম। কাউণ্ট লিবর্ণো আর আমি মার্কো উবার্টিকে যখন তাদের দুর্গ থেকে বন্দী কোরে আনি, তখন যে রকম ভয়ানক চেহারার রাগে রাগে মুখ ফুলিয়ে বোসেছিল, তখনো সেই মুখখানা সেই রকম।—চক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত লোকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে। একবার একবার ঘৃণাবিদ্রূপ পূর্ণ কটাক্ষে পাদ্‌রীদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে। ফিলিপো সে রকম নয়। সে যেন অত্যন্ত ভয় পেয়েছে,—মুখের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে;—জীবনে হতাশ হয়েছে। অপর দুজন ডাকাত তাদের সর্দ্দারের মত ভীষণ।—জীবনে তারা চিরবিশ্বাসী অনুগত ভৃত্যের মত কাজ কোরেছে,—মরণকালেও সর্দ্দারের প্রকৃতির নকল কোরে সেইরকম আনুগত্য দেখাচ্ছে।

মহাজনতা ভেদ কোরে, গাড়ীখানা চোলেছে। ক্রমশই সেই মঞ্চের দিকে অগ্রসর। পাদ্‌রীরা ক্রমাগতই প্রার্থনাগীত আবৃত্তি কোচ্চেন।—মাঝে মাঝে একজন কোরে ডাকাতের কাণের কাছে হেঁট হয়ে, চুপিচুপি কি সব কথা বোল্‌ছেন। দলের সকলেই নিস্তব্ধ। জনতার রসনা সমভাবে বাক্‌শূন্য। ধর্ম্মভাব—সাত্ত্বিক ভাব উভয়ই একত্র বিরাজমান। ঠাট্টাবিদ্রূপ,—আনন্দসঙ্গীত,—হর্ষকোলাহল, কিছুই নাই।—বেশ হয়েছে বোলে ডাকাতের প্রতি কেহই টিট্‌কারী দিচ্চে না;—সে ভাবে কেহ তাদের দিকে

চেয়েও দেখ্‌ছে না ;—সকলেই যেন মনে কোচ্চে, আইনের বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে, সেই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। মঞ্চসমীপে গাড়ী পৌঁছিল ;—মঞ্চসমীপে গাড়ী থাম্‌লো। সৈন্যগণ সেইখানে মণ্ডলাকারে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো ;—পুলিসের লোকেরা সারাপথ গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েদী হেঁপাজাতে হেঁটে আস্‌ছিল, গাড়ী যখন থাম্‌লো, তখন তাঁরা কয়েদীদের ধোরে ধোরে গাড়ী থেকে নামিয়ে, মঞ্চের উপর তুলে নিয়ে গেল। হস্তপদ বাঁধা চারজন ডাকাতকে চারখানা চেয়ারের উপর বোসালো। শেষে আমি শুন্‌লেম, চেয়ারগুলো সেই মঞ্চের তক্তার সঙ্গে খুব শক্ত কোরে প্রেকমারা ;—স্ক্রু দিয়ে আঁটা। প্রত্যেক বন্দীর সম্মুখেই একজন পাদ্‌রী। পাদ্‌রীদের হাতে এক একটী ক্ষুদ্র ক্রুস দণ্ড। ডাকাতদের মুখের কাছে সেই ক্রুসদণ্ড ধারণ কোরে, পাদ্রীরা তাদের চুম্বন কোত্তে বোল্লেন। পুলিসের লোকেরা তাড়াতাড়ি সচঞ্চলে সেই চারজন ডাকাতকে চারখানা চেয়ারের সঙ্গে এম্‌নি এঁটে এঁটে বেঁধে ফেল্লে, তাদের আর নড়ন চড়নের শক্তি থাক্‌লো না। সহসা যেন মন্ত্রবলে ভূগর্ভ থেকে আর এক মূর্ত্তির আবির্ভাব! সেই আবির্ভূত মূর্ত্তি সদন্তে মঞ্চের উপর দাঁড়ালো। কোথা থেকে বেরুলো, প্রথমে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল। শেষে শুন্‌লেম, সেই লোকটা এতক্ষণ মঞ্চতলেই লুকিয়ে ছিল। মঞ্চের চারিধারে তক্তামারা। হঠাৎ দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন, একটা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক। লোকটার মুখে একটা মুখোস,—হাতে একখানা ভারী প্রকাণ্ড খাঁড়া। কে সে, জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই ;—প্রকাণ্ডমুখ—আরক্তচক্ষু—খাঁড়াহাতে—ভয়ঙ্কর চেহারা! চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পারা গেল, জল্লাদ!

জল্লাদ উপস্থিত হবার পরেই, পাদ্‌রীরা সোরে সোরে দাঁড়ালেন। হস্তের ক্রুস উঁচু কোরে তুল্লেন। কি সব মন্ত্র বোল্লেন। ঠিক সেই সময় হঠাৎ রণবাদ্য বেজে উঠ্‌লো। পাদ্‌রীরা কি মন্ত্র বোল্লেন, বাদ্যধ্বনিতে চাপা পোড়ে গেল। দূরের লোকেরা কিছুই শুন্‌তে পেলে না। অকস্মাৎ মঞ্চের উপর আকাশের চপলার মত কি একটা পদার্থ চক্‌মক্ কোরে উঠ্‌লো!—কি সে?—জল্লাদের খড়্গ!—মার্কো উবার্টির রক্তমাখা মাথাটা নিমেষমধ্যে ভূমিতলে গড়াগড়ি! আবার সেই রকম খড়্গের চক্‌মকি! আবার একটা মাথা!—তার পর আবার!—তার পর আবার!—চারি মাথা গড়াগড়ি!—চারটে বিকট বিকট ভীষণাকার কবন্ধদেহ চেয়ারের উপর আড়ষ্ট!—ঠিক যেন এক একটা ডালপালাশূন্য মোটা মোটা আলিগা গাছের গুঁড়ি!

সমস্ত দর্শকমণ্ডলী বিরাটভয়ে বিহ্বল!—দেখে শুনে আমি ত একেবারেই হতজ্ঞান! মূর্চ্ছা যাই যাই এমনি অবস্থা! অতি চঞ্চলহস্তে পুলিসের লোকেরা তখন ডাকাতদের চেয়ারের বাঁধন দড়ীগুলো কেটে ফেল্লে।—কেটে ফেল্লে কিম্বা খুলে দিলে, তা আমি ঠিক দেখ্‌তে পেলেম না। চারটে কবন্ধদেহ গোড়িয়ে পোড়্‌লো! যে গর্ত্ত দিয়ে ঘাতুক প্রবেশ কোরেছিল, গোড়িয়ে গোড়িয়ে সেই গর্ত্ত দিয়ে, ঝুপ্ ঝুপ্ কোরে চারটে দেহ নীচে পোড়ে গেল! মঞ্চের নীচে কফিন ছিল,—কফিনমানে শবাধার সিন্দুক ;—সেই সকল সিন্দুকে

সেই সকল পাপদেহ প্রোথিত হলো ;—লোকের মুখে শেষে আমি সেই কথা জান্‌তে পাল্লেম। আর আমি সেখানে থাক্‌তে পাল্লেম না ;—তিলমাত্র বিলম্ব কোল্লেম না,—ভোঁ কোরে বেরিয়ে, হোটেলে চোলে এলেম।—মহা আত্মগ্লানি উপস্থিত হলো। আপনাকে আপ্‌নি বিস্তর তিরস্কার কোল্লেম।—কি ভয়ানক !—কি ভয়ানক !—কি নিষ্ঠুর ব্যাপার !—চক্ষে কি ও রকম নৃশংসকাণ্ড দেখা যায় ?—হায় হায় !—কেন গিয়েছিলেম ! কেন গিয়েছিলেম !

ষড়্‌বিংশ প্রসঙ্গ।

——oo——

ফ্লোরেন্স পরিত্যাগ।

দস্যুসংহারের পরদিন আমার ফ্লোরেন্স পরিত্যাগ। কাউণ্ট লিবর্ণোকে একখানি পত্র লিখ্‌লেম। বিদায় হব, শেষ সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়,—কোন্ সময়ে সাক্ষাৎ হোতে পারে, চিঠাতে আমার সেই প্রার্থনা। অনুগ্রহ কোরে তিনি যে অর্থ আমারে প্রদান কোরেছেন, ঐ চিঠিতেই প্রাপ্তিস্বীকার কোরে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেম। যথাসময়েই প্রত্যুত্তর পেলেম। রাজপুত্র লিখ্‌লেন, "বেলা দুই প্রহরের সময় রাজপ্রাসাদেই সাক্ষাৎ হবে।" বেলা দুই প্রহরের সময় রাজপ্রাসাদে আমি উপস্থিত হোলেম। প্রাসাদের যে ঘরে তিনি বসেন, একজন পরিচারক আমারে সেই ঘরে নিয়ে গেল। রাজকুমার আমারে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা কোল্লেন বটে, কিন্তু তাঁর কাছে তখন আমারে কিছু ভর্ৎসনা খেতে হলো। সাবেক হোটেল ছেড়ে অন্য হোটেলে আমি রয়েছি, সে কথা তাঁরে জানাই নাই,—নূতন হোটেলের ঠিকানাও বলি নাই,—রাজবাড়ীতে যে দিন রাজপুত্রের পরিচয় হয়, সেই দিন থেকে এক পক্ষকাল তিনি আমার কোন বার্ত্তাই পান না ; এক পক্ষকাল তাঁর সঙ্গে আমি দেখাও করি নাই ;—সেই কারণেই ভর্ৎসনা।

লজ্জিত হয়ে আমি বোল্লেম, "সাক্ষাৎ না কর্‌বার অন্য কারণ কিছুই ছিল না। বিবিধ কার্য্যে আপনি ব্যাপৃত,—অবকাশ অল্প,—কখন কোন্ সময়ে—"

"অবকাশ অল্প কি ?—সময় অসময় কি ?—তোমার তুল্য প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে সময় অসময় কিসের ?—তা আচ্ছা,—কেন বল দেখি, এত শীঘ্র তুমি ফ্লোরেন্স থেকে চোলে যেতে চাও ?—আমাদের বিবাহ।—বিবাহের সময় তুমি উপস্থিত থাক, আমারও ইচ্ছা,—অলিভিয়ারও সাধ। সে সাধে কেন বাধা দাও ? তোমার মনের ভাব আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।—বন্ধুত্বের কাছে কোন হেতুই বলবান্ নয়। বন্ধুত্বের কাছে কোন মানাভিমান খাটে না।—তা আমার নাই।—পূর্ব্বে তুমি চাক্‌রী কোত্তে, এ কথা যারা জানে, তাদের কাছে তুমি দেখা দিতে এখন লজ্জা পাও।—কিসের লজ্জা ?

চাকরী করা তোমার ইচ্ছা ছিল না;—তোমার সুশিক্ষা,—তোমার শিষ্টাচার, দাসত্বের উপযুক্ত নয়। অবস্থায় ঘোটেছিল;—এখন তুমি স্বচ্ছন্দে সমাজমধ্যে সমান দরের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর্‌বার উপযুক্ত। এ কথাটী আমি এখন বুঝ্‌তে পেরেছি। কুমারী অলিভিয়াও ঠিক সেই রকম অবধারণ কোরে রেখেছেন।"

উল্লাসিতকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "আপ্‌নি মহত্বের আধার, তা আমি জানি, কুমারী অলিভিয়াও সুশীলা, তাও আমি জানি;—কিন্তু আর আর সকলে কি মনে কোর্‌বেন? তাঁদের কাছে দেখা দিতে আমার লজ্জা হয়। বিবেচনা করুন, লর্ড রিংউল—লেডী রিংউল জানেন, চক্ষেও দেখেছেন, আমি একজন কাপ্তেনের চাকর ছিলেম;—তাঁরা অবশ্যই আমার সঙ্গে সমব্যবহারে কুণ্ঠিত হবেন।—এমন কাজ আমি কেন কোর্‌বো? ফ্লোরেন্সে আমি থাক্‌বো না;—ফ্লোরেন্স পরিত্যাগ করাই আমার স্থিরসঙ্কল্প। মিনতি করি, এ সঙ্কল্পে বাধা দিবেন না। আমি আপ্‌নাদের কাছে বিদায় হোতে এসেছি;—আজ বৈকালেই এ নগর পরিত্যাগ কোর্‌বো। আশা করি,—বাসনা করি,—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সর্ব্বাংশেই আপ্‌নারা সুখী হোন।"

রাজপুত্র ক্ষুণ্ণ হোলেন। যাতে না যাই, সেই রকম প্রবৃত্তি দিতে লাগ্‌লেন। কিছুতেই আমার সঙ্কল্প শিথিল হলো না। অগত্যা তিনি সম্মত হোলেন। বিনম্রভাবে বোল্লেন, "তুমি বিদায় হবার অগ্রে, দুটী প্রিয়কার্য্য সাধনে আমার ইচ্ছা। কেবল ইচ্ছা নয়, কর্ত্তব্য কার্য্য। অপহৃত দলীল উদ্ধার করা,—দুরন্ত মার্কো উবার্টিকে গ্রেপ্তার করা, এই দুই গুরুতর প্রিয়তর কার্য্যে তুমিই আমার প্রধান সহায়। আমার পিতৃব্য গ্রাণ্ড ডিউক বাহাদুর তোমার প্রতি অতীব প্রসন্ন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ হৃষ্টচিত্তে তিনি তোমাকে যা প্রদান কোত্তে ইচ্ছা করেন, আমার হাতে সেইটী তুমি গ্রহণ কর।"

এই কথা বোলে, কাউন্ট লিবর্ণো আমার হাতে ছোট একটী বাক্স দিলেন। তন্মধ্যে একটী পরমসুন্দর হীরকমণ্ডিত ঘড়ী,—আর দুটী মহামূল্য হীরকাঙ্গুরী। রাজদত্ত উপহার গ্রহণ কোরে, আমিও যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানালেম। ত্বরিতস্বরে রাজপুত্র বোল্লেন, "এই ত হলো একটী;—আরো একটী বাকী, এসো আমার সঙ্গে।"

আমি রাজপুত্রের সঙ্গে চোল্লেম। তিনি আমারে একটী সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে একটী লোক বোসে আছেন। চেহারা দেখে বোধ হলো, পীড়িত। বয়স অনুমান ৪০ বৎসর;—কাউণ্ট লিবর্ণো অপেক্ষা ১৩।১৪ বৎসর বেশী।—বদন পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু দুটী বিষণ্ণ;—মাথার চুল উস্ক খুস্ক,—তথাপি নয়নজ্যোতিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকাশমান। চেহারায় পরম রূপবান্ নন, কিন্তু সামান্যলোকের মতও কুৎসিত আকৃতি নয়। তিনিই মার্কুইস কাসেনো। কাউণ্ট লিবর্ণোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

পরিচয় দিয়ে কাউণ্ট লিবর্ণো বোল্লেন,—"কাল সন্ধ্যাকালে ইনি সবে ফ্লোরেন্স নগরে এসে পৌঁছেন। গ্রাণ্ড ডিউক বাহাদুর পূর্ব্বের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কোরেছেন।"

মার্কুইস কাসেনো সানুরাগে আমার হস্তধারণ কোল্লেন। রাজসংসারে আমি যে

যৎকিঞ্চিৎ উপকার কোরেছি, সেই কথার উল্লেখ কোরে, তাঁর নিজের কারামুক্তির হেতু আমি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, সাধুবাদ দিলেন। বলা বাহুল্য. মার্কুইস কাসেনো অষ্ট্রিয়ার দুর্গে বন্দী ছিলেন ; কারামুক্ত হয়ে, জন্মভূমিতে ফিরে এসেছেন। কথোপকথনে বুঝ্‌লেম, ভাব অতি অমায়িক ;—স্বর সুমিষ্ট, হৃদয়গ্রাহী। প্রায় আধঘণ্টা আমি সেইখানে থাক্‌লেম। বিদায়কালে মার্কুইস বাহাদুর পুনরায় আমার হস্তধারণ কোরে, আবার আমারে বোল্লেন, "তুমি আমার বন্ধু ;—এ বন্ধুত্ব চিরদিনে ভুল্‌বার নয়। উভয়েই আমরা চিরবন্ধু থাক্‌লেম।"

সে ঘর থেকে আমরা চোলে এলেম। আপনার ঘরে ফিরে এসে, কাউণ্ট লিবর্ণো আমারে বোল্লেন, "যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়, লজ্জা কোরো না, বল, আমি খুসী আছি। এখন তুমি কোথায় যেতে ইচ্ছা কর ?"

"বাসনা রোম নগর দর্শন। সেখান থেকে নেপেল্‌নগরে গমন করাই আমার ইচ্ছা।"

"আচ্ছা, আমি তোমাকে পরিচয়পত্র প্রদান কোচ্চি, এতে তোমার উপকার হবে। যখন তুমি ঐ সব নগরে উপস্থিত হবে,—যাঁরা তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই জানেন না,—আমার পত্র পেলে, তাঁরা তোমাকে যথেষ্ট আদর কোর্‌বেন,—তোমার জন্মভূমিতে তুমি যেমন সকলের কাছে পরিচিত, নূতন নূতন সহরেও সেইরূপ পরিচিত হয়ে, সকলের সমাজেই যথেষ্ট সমাদর পাবে।"

রাজপুত্র চিঠী লিখ্‌তে বোস্‌লেন। দুখানি চিঠী লিখ্‌লেন। চিঠীদুখানি আমার হাতে দিয়ে, বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ উইলমট ! আর একটী আমার অনুরোধ। ইটালীর দক্ষিণ প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পরিদর্শন কোরে যখন তুমি ফিরে আস্‌বে, তখন আর একবার এই ফ্লোরেন্সে-নগরে এসো।—এবারে আমি তোমার যথোচিত আদর অভ্যর্থনা কোত্তে পাল্লেম না,—অবকাশ হলো না, মনে বড় আক্ষেপ থেকে গেল ;—তুমি ফিরে এলে, সে ক্ষোভটুকু আমি মিটাব।"

আমি অঙ্গীকার কোল্লেম। মিত্রতানুরাগে উভয়েই আমরা উভয়ের হস্তমর্দ্দন কোল্লেম ;—আমি বিদায় হোলেম। হোটেলে ফিরে যাচ্ছি, পথে বেসীর সঙ্গে দেখা হলো। বেসী তখন বাজারে বেরিয়েছিল। আমারে দেখে ভারী খুসী। যখন আমি চাকর ছিলেম, তখন সে যেমন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্ত্তা কইতো, এখন আর সে রকম নয়,—কায়দা দেখাতে লাগ্‌লো। তখনি আমি তার ভ্রম ঘুচিয়ে দিলেম। আমার মনে অহঙ্কার নাই,—গর্ব্ব অভিমান আমি জানি না,—যে অবস্থাতেই যখন থাকি,—যে অবস্থায় যাঁদের আমি বন্ধু বোলে একবার স্বীকার কোরেছি,—সখ্যভাবে যাঁদের সঙ্গে আমি একবার ব্যবহার কোরেছি, চিরদিন সেভাব আমার হৃদয়ে সমান থাক্‌বে। কুণ্ঠিত হোচ্চো কেন ?—এই রকম আত্মীয়তা কোরে, সহচরীকে শেষকালে আমি বোল্লেম,—"ফ্লোরেন্স থেকে আমি বিদায় হোচ্চি ;—একঘণ্টার মধ্যেই যাব।"

বেসী যেন চোম্‌কে গেল।—"কুমারী অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা কোরে যাবে না?

না বোলে—না কোরে, তাড়াতাড়ি যদি চোলে যাও, মনে তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাবেন, তোমার উপর অভিমান কোর্‌বেন। কতবার আমি তোমারে বোলেছি, তাঁর হৃদয় অতি সরল;—তোমার এখন উন্নতি হয়েছে, সেই শুভ সংবাদে সকলের চেয়ে তাঁরি বেশী আহ্লাদ।"

আমি বোল্লেম, "কর্ত্তা-গৃহিণী এখন কি হোটেলেই আছেন, না বেরিয়ে গেছেন?"

আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, বেসী উত্তর কোল্লে, "হোটেলেই আছেন, কিন্তু নিজের নিজের ঘরে।—তা হলোই বা,—তা থাক্‌লেনই বা;—কোন একটা ছল কোরে, কুমারীকে আমি বাইরেই ডেকে আন্‌ছি।"

"না।"—বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "তাতে দরকার নাই। যাঁরা আমারে ডাকেন না, তাঁদের কাছে আমি যাব না। যেখানে সমাদর নাই, সেখানে যেতে নাই। কুমারী অলিভিয়ার কথা আমি বোল্‌ছি না;—কিন্তু তাঁর মাতাপিতা বড়লোক; বড়লোকের মনে যেমন একরকম গর্ব্ব থাকে, তা তাঁদের আছে;—ইংলণ্ডের বড় বড় লোকেরা পুরুষানুক্রমে পদমর্য্যদায় গর্ব্বিত;—উপাধিমর্য্যাদাতেও গর্ব্বিত।—সাক্ষাৎ কোল্লে যাঁদের উদাস উদাস ভাব দেখা যায়, তাঁদের কাছে যেতে আমার ইচ্ছাই হয় না। কুমারী অলিভিয়াকে তুমি বোলো, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সর্ব্বাংশে তিনি সুখী হোন, সেটী আমার আন্তরিক বাসনা, এ কথাও তুমি তাঁরে বোলো। সুখী হবেন তাঁরা, আমার বাসনা ফলবতী হবে, সে পক্ষে আমার ত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই;—কেন না, যাঁরে তিনি পতি পাবেন, মহত্ত্বমহিমায় মানবসমাজের তিনি অগ্রগণ্য। নানা ঘটনায় নানারকমে তাঁরে আমি পরীক্ষা কোরে দেখেছি,—সর্ব্বপ্রকারেই আলোচনা কোরে দেখেছি, তাঁর তুল্য মহৎ লোক অতি অল্পই পাওয়া যায়।"

বেসীকে বিদায় দিলেম। হোটেলে উপস্থিত হোলেম। ডাকগাড়ীর হুকুম দিলেম। গাড়ী এলো। একঘণ্টার মধ্যেই রোমনগরের রাস্তা ধোল্লেম। হৃদয়ে তখন অতুল আনন্দ। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন শুভ অভিপ্রায়ে আমারে দেশভ্রমণে প্রেরণ করেন,—প্রচুর অর্থ দান করেন,—পারিসনগরে সে সম্বল আমি হারাই,—দুরাত্মা দরচেষ্টার আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরী কোরে নেয়,—অনন্ত দুর্দ্দশায় পড়ি,—সে দুর্দ্দিন গত হয়ে গেল। তস্কান-রাজকুমারের অনুগ্রহে, আবার আমার শুভদিন সমাগত। যখন আমার ভ্রমণকাল শেষ হবে, ভ্রমণবৃত্তান্ত যখন সার্‌মাথু হেসেল্‌টাইনকে আমি জানাব, তখন তিনি অবশ্যই আমার উপর খুসী হবেন। জুয়াচোরের হাতে ঠেকেছিলেম,—আবার দাস্যবৃত্তি স্বীকার কোরেছিলেম, সে জন্য তাঁর কাছে আমারে দোষী হোতে হবে না।—তা হোলেই আমার মনের চির-আশা ফলবতী হবে।

রাত্রি নটার সময়, আমি আরেজো নগরে পৌছিলেম। আরেজো নগর ফ্লোরেন্স থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ মাইল দূর। সেই নগরে আমি নিশাযাপন কোল্লেম। পরদিন আবার বেরুলেম। সে দিন প্রায় আশী মাইল অতিবাহন করা আমার সঙ্কল্প হলো।

তা হোলে ম্যাগ্‌লিয়ানো নগরে উপস্থিত হোতে পার্‌বো। পরদিন অতি সহজেই লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে পোর্‌বো।

ইতালীতে ডাকগাড়ীতে ভ্রমণ করা বড় সুবিধা নয়। ঘণ্টায় যদি আট মাইল যাওয়া যায়, তা হোলেই মনে হয় বেশ এলেম। আরেজো থেকে ম্যাগ্‌লিয়ানো নগরে পৌঁছিতে ঝাড়া দশ ঘণ্টা লাগ্‌লো;—দশ ঘণ্টা আমি গাড়ীর ভিতর বদ্ধ। গাড়ীও ভাল নয়, সুতরাং বিস্তর কষ্টও হলো। সন্ধ্যা হলো, তখনো ম্যাগ্‌লিয়ানো অনেক দূর। সুতরাং আবার একস্থানে বিশ্রাম করা আবশ্যক হয়ে উঠ্‌লো। কোথায় থামি,—কোথায় থাকি, কোথায় যাই, ভাব্‌ছি,—গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, পথের ধারে ধারে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি; সম্মুখে কোন স্থানে আলো দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি না, মনে কোচ্চি;—ইতিপূর্ব্বে যেখানে ঘোড়া বদল করা হয়েছে, আবার ঘোড়াবদলের আড্ডা কতদূর, চিন্তা কোচ্চি,—গাড়ীর গতিতে বিবেচনা কোল্লেম, দ্বিতীয় আড্ডা আর বেশীদূর নয়। দূরবর্ত্তী আকাশে এক একটী নক্ষত্র যেমন মিট্‌মিট করে, অনেকটা তফাতে সেই রকম মিট্‌মিটে আলো নয়ন গোচর হলো।—কিয়ৎক্ষণের পর আবার চেয়ে দেখ্‌লেম, আলোগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা গেল। যেখানে আলো, গাড়ী ক্রমশই তার নিকটবর্ত্তী হলো। মনে কোল্লেম, নগরের প্রান্তভাগ, কোন নির্জ্জনগৃহের গবাক্ষ দিয়ে আলো বেরুচ্চে। গাড়ী ক্রমশই নিকটবর্ত্তী, আরো নিকটবর্ত্তী।—সম্মুখে একখানা বাড়ী,—প্রকাণ্ড বাড়ী। খুব উচ্চ উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা,—মধ্যস্থলে সুপ্রশস্ত ভূমি। রাত্রি অন্ধকার। সেই অট্টালিকার কারিকুরি কি রকম, তা আমি ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। তথাপি অনুমানে বুঝ্‌লেম, কোন সম্ভ্রান্ত ধনীলোকের অট্টালিকা। বাড়ীর যে দিকটী রাস্তার ধারে, সে দিকটী বড় জোর দুশো হাত দূর। গাড়ী চোলেছে, আমি সেই দিকে চেয়েই আছি,—হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে এক মূর্ত্তি ছুটে বেরুলো;—দ্রুতবেগে ছুটে এলো। যে বাড়ীখানা আমি দেখ্‌ছিলেম, আমার গাড়ীখানা যে বাড়ী ছাড়িয়ে এলো, বুঝ্‌তে পাল্লেম, সেই বাড়ীর ভিতর থেকেই ঐ মূর্ত্তি বেরিয়েছে। যেইমাত্র সেইদিকে আমার দৃষ্টি নিপতিত হলো, তৎক্ষণাৎ অম্‌নি বামাস্বরে সেই মূর্ত্তি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো;—গাড়োয়ানকে থাম্‌তে বোল্লে।—ইতালিক ভাষায় কথা কইলে। গাড়োয়ানও তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার রাস টেনে ধোল্লে। গাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি।—মূর্ত্তি—রমণীমূর্ত্তি! রমণী আমার কাছে অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে, মিনতিস্বরে কি কতকগুলি কথা বোল্লে।—ইতালিক ভাষায় হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বোল্লে,—উত্তেজিত কাতরকণ্ঠে কথাগুলি জোড়িয়ে জোড়িয়ে এলো, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। রমণী হয় ত ফরাসীভাষা বুঝ্‌তে পারে, এই মনে কোরে, ফরাসী ভাষায় আমি তারে কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম।—আমার অনুমান বিফল হলো না। ফ্রেঞ্চকথা সেই বিদেশিনী রমণীর হৃদয়ঙ্গম হলো। বিস্তর কাকুতি-মিনতি কোরে, কম্পিতকণ্ঠে [সেই] রমণী বোল্‌তে লাগ্‌লো, ওগো রক্ষা কর!—ওগো বাঁচাও! আমি বড় বিপদে পোড়েছি,—তুমি আমারে রক্ষা কর!"

আমি থতমত খেয়ে গেলেম। কি উত্তর দিই, স্থির কোত্তে পাল্লেম না। রমণী অবগুণ্ঠবতী।—রাত্রিও ঘোর অন্ধকার। কে,—কি বৃত্তান্ত,—কোথাকার স্ত্রীলোক,—চেহারা কেমন, কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। স্বরে বুঝ্‌লেম, যুবতী। অপরিচিতা বিদেশিনী রমণীকে তেমন অদ্ভুত অবস্থায় গাড়ীতে তুলে নেওয়া ত বিষম বিভ্রাটের কথা। বোধ হয়, বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে,—কিম্বা হয় ত পাগ্‌লাগারদ থেকে পালিয়েছে; কিম্বা হয় ত কোন ফৌজদারী অপরাধে অপরাধিনী, জেলখানা থেকে পলাতক। ব্যাপার বড় ছোট নয়।—করা যায় কি?

"দোহাই পরমেশ্বর!—দোহাই পরমেশ্বর!—রক্ষা কর,—রক্ষা কর!—মিনতি করি, আমারে ফেলে যেও না!"—পূর্ব্বাপেক্ষা আরো কাতরা হয়ে, কাতরকণ্ঠে রমণী বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ফেলে যেও না!—ওঃ!—যদি তোমার ভগ্নী থাকে,—যদি তোমার আর কেহ থাকে,—যারে তুমি ভালবাস,—সে যদি কোন বিপদের মুখে পড়ে,—সে যদি আমার মতন যন্ত্রণা পেয়ে, এম্‌নি কোরে ছুটে পালায়,—এম্‌নি দুরবস্থায় যদি পতিত হয়,—তা হোলে তুমি——"

"তুমি আমারে কোত্তে বল কি?—কে তুমি?—কোথা থেকে পালিয়ে আস্‌চো? কারা তোমারে যন্ত্রণা দিয়েছে?"—জলস্রোতের মত বারম্বার এইপ্রকার লক্ষ লক্ষ প্রশ্ন এককালে আমার রসনা থেকে নির্গত হোত্তে লাগ্‌লো। গাড়ীর দরজা ধোরে সেই বিদেশিনী পুনঃপুন রুদ্ধকণ্ঠে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ওগো! আমারে রক্ষা কর! ও গো! আমারে রক্ষা কর!—বড়ই অভাগিনী আমি!—বড়ই বিপদ আমার!—রক্ষা কর!—রক্ষাকর!"—কথা কইতে কইতে সেই যুবতী এতদূর কাতরা হয়ে পোড়্‌লো, ঠিক যেন মূর্চ্ছা যায় যায় এমনি অবস্থা।

আমি আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না। ব্যগ্রস্বরে বোল্লেম, "ভয় নাই, তুমি আমার গাড়ীতে আস্‌তে পার।"

রমণীর নয়নে দরদর অশ্রুধারা;—আনন্দাশ্রুপ্রবাহে গণ্ডস্থল প্লাবিত। গদ্‌গদকণ্ঠে গুটীদুই কথায় আমারে সাধুবাদ প্রদান কোল্লে। আমি তারে গাড়ীর ভিতর তুলে নিলেম, দারুণ শীতে রমণী থর্‌থর্ কোরে কাঁপ্‌ছে। শীতেই হোক্ অথবা মানসিক যন্ত্রণাতেই হোক্, কম্প আর থামে না। গাড়ীর জানালা দরজা আমি বন্ধ কোরে দিলেম।

ত্রস্তকম্পিতস্বরে সেই ভয়াতুরা কামিনী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কোথায় যাচ্চো তুমি?"

"ম্যাগ্‌লিয়ানো সহরে যাব মনে কোরেছিলেম, এখন দেখ্‌ছি, নিকটেই আমারে থাক্‌তে হবে।—নিকটবর্ত্তী কোন নগরেই হোক্ কিম্বা কোন গ্রামেই——"

"না না!"—ব্যগ্রভাবে রমণী বোল্লে, "ওগো না না!—তা তুমি কোরো না! নিকটে কোথাও থেমো না;—একেবারেই ম্যাগ্‌লিয়ানোতে চল!"

সচঞ্চলে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন বল দেখি তুমি অমন কোচ্চো?—তোমার কি কোন রকম ভয় হোচ্চে?—কেহ কি তোমারে ধোত্তে আস্‌ছে?"

"হঁ্যা গো হঁ্যা!—বড় বিপদে পোড়েছি আমি! পরমেশ্বরের দোহাই!—ব্যগ্রতা কোরে বোল্‌ছি,—কাতরে মিনতি কোচ্চি,—পরমেশ্বরের দোহাই!—তুমি আমারে রক্ষা কর!—যেখানে তুমি যাচ্চো, সেইখানেই আমি যাব!—একান্তই যদি বেশীদূর যেতে না পার, দোহাই তোমার, বরাবর ম্যাগ্‌লিয়ানোতেই চলো!"

অবশেষে আমি বোল্লেম, "আমি রোম নগরে যাব।"

আনন্দধ্বনি কোরে বিদেশিনী বোল্লে, "আমিও রোমনগরে যাব!—ওগো আমারে সেইখানেই নিয়ে চলো!—সেই খানেই নিয়ে চলো!—যাবে না?"

আমি অনেক চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম।—সঙ্গে কোরে নিয়ে যাই কি না যাই? অনেক ভাবলেম্। বিদেশিনী যে রকমে মিনতি কোচ্চে, তাতে কোরে, তার কোন প্রকার চাতুরীছলনা মনে আছে, এমনটা আমি বুঝ্‌লেম না। আগে ভেবেছিলেম, হয় ত কোন অপরাধে অপরাধী,—আদালতের ভয়ে পালিয়ে যাচ্চে;—আশ্রয় দেওয়া পাপ;—তা আমি দিব না। বাস্তবিক প্রথমে আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল। কথার ভাবে বুঝ্‌লেম, সে রকম কিছু নয়। ছলনাচাতুরী নাই। মনে আর এক প্রকার ভাব উদয় হলো। একটু আশ্বাস দিয়ে বোল্লেম, "কোথা থেকে তুমি পালিয়ে আস্‌ছো, কেন পালাচ্চো,—হয়েছিল কি,—এ সব কথা যদি তুমি আমারে বল, তা হোলে আমি বিবেচনা কোত্তে পারি;—তা হোলে আমি দেখি, তোমার কোন উপকারে আস্‌তে পারি কি না।"

"ওগো আমি বড় দুঃখিনী;—বড়ই যন্ত্রণা আমার!—তারা আমার উপর দৌরাত্ম্য কোচ্চে!—অসহ্য দৌরাত্ম্য!—অসহ্য যাতনা! সে সব যাতনা সহ্য কোত্তে না পেরেই আমি পালিয়ে এসেছি! এখন আর আমার রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। কেবল তুমিই আছ! আমারে রক্ষা করবার জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর এখানে তোমারে পাঠিয়ে দিয়েছেন! আর কিছু আমায় জিজ্ঞাসা কোরো না!—আমারে পরিত্যাগ কোরে যেও না!"

রমণীর কাতরোক্তি শুনে আমি অত্যন্ত বিমুগ্ধ হোলেম। বিবেচনা কোল্লেম, এখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না;—একটু সুস্থ হোক;—কাণ্ডখানা কি, তার পর শোনা যাবে। এই রকম বিবেচনা কোচ্চি, শুন্‌তে পেলেম, রমণী ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছে। অবয়ব দেখ্‌তে পাচ্চি না,—চেহারা কেমন, সেটা দেখ্‌বার ত কথাই নাই; গাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার।—প্রবোধ দিয়ে বোল্লেম, "ভয় নাই!—সত্য সত্যই যদি তুমি কোন বন্ধুলোকের সাহায্য প্রার্থনা-"

"ওগো আমি তাই চাই!—পরমেশ্বর জানেন, তাই চাই!—বাঁচাও আমারে!"

এত ব্যগ্রস্বরে—এত সরলতাপূর্ণবচনে রমণী আমার কাছে ঐ রকমে ব্যগ্রতা জানাতে লাগ্‌লো, তাতে আমি আর তার প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ কোত্তে পাল্লেম না। নিশ্চয় মনে কোল্লেম, কোন উপদ্রবী লোকে যথার্থই যন্ত্রণা দিয়েছে। অভাগিনীর নিজের কোন দোষ নাই। এইরূপ বিবেচনা কোরে বোল্লেম, "আচ্ছা, তবে তুমি যা

বোল্‌ছো, তাই হবে;—তোমারে আমি ম্যাগ্‌লিয়ানোতেই নিয়ে যাব। হয় ত—সরাসর আমি রোমেই যাব, আর কোথাও থাক্‌বো না,—এই কথাটী বলি বলি, ঠোঁটের গোড়ায় কথা এলো,—নিমেষমাত্রে মনোমধ্যে নানাভাবের উদয়। শেষের কথাটুকু বোল্‌তে পা'ল্লেম না। রমণী একটু শান্ত হোলে গোড়ার কথা জান্‌বো; মনে মনে এই আশা; কিন্তু যা কিছু শুন্‌বো, তা যদি আমার ভাল না লাগে, তা হোলে তখন কি হবে? আরো একটা বিভ্রাটের কথা!—রাত্রিকালে একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে কোরে গাড়ীতে যাওয়া;—সেই স্ত্রীলোকে আবার যুবতী;—হোতেও পারে, হয় ত রূপবতী;—অথচ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত কুলশীল।—করি কি? যেটুকু আমি বোল্‌ছিলেম, সেটুকু বোল্লেম না। রমণী আরো অস্থির হোতে লাগ্‌লো। কোন লোক যন্ত্রণা দিচ্ছিল, সেইখান থেকে পালিয়েছে; পাছু পাছু ছুটে এসে আবার যদি ধরে, সে ভয়ও বিলক্ষণ আছে;—আরো কিছু আছে কি না, তা আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না।—কিন্তু যে কথাগুলি আমি বোল্লেম, কাণ খাড়া কোরে রমণী একমনে সমস্তই শুন্‌লে। ভাবে বোধ হোতে লাগ্‌লো, আমি যদি আশ্রয় না দিই, তা হোলে হয় ত সে রমণী আত্মঘাতিনী হোতে পারে;—কিম্বা হয় ত বিপদের উপর আরো বিপদে পোড়্‌তে পারে। মনে মনে আমার এই সব কল্পনা,—এই সব জল্পনা। যে কথাটী বোল্‌তে বোল্‌তে আমি থেমে গেছি, সেই কথাটীর প্রতিধ্বনি কোরে, ভয়াকুলা বালা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হয় ত?—কেন গা?—এই তুমি বোল্‌ছিলে, হয় ত;—হয় ত কি গা?"

পূর্ব্বের অভিপ্রায়টা উল্‌টে নিয়ে, আমি বোল্লেম,—"হয় ত—হয় ত—কালই আমি তোমারে রোমনগরে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু দেখ, ভাল কোরে বিবেচনা কর;—সত্য কোরে আমারে বল,—তোমারে আশ্রয় দিলে, কাহারো ত কোন অপকার করা হবে না? সামাজিক নিয়মে যাদের তুমি রক্ষিতা,—তোমার উপর যাদের প্রভুত্ব চলে, তাদের প্রতি ত অন্যায় করা হবে না?"

"সেখানে? যেখান থেকে আমি পালিয়ে আস্‌ছি, সেখানে?—এই কথাই কি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্চো?—সেখানে আমার কেহই নাই;—আমার উপর কোন প্রভুত্ব রাখে, তেমন লোক সেখানে একজনও নাই। ওঃ!—দেখ্‌ছি, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হোচ্চে না!—হা পরমেশ্বর!—এত অল্পবয়সে আমার কপালে এত যন্ত্রণাও ছিল!—উঃ!—মনে জ্ঞানে কখনও আমি কাহারো কোন মন্দ করি নাই, তবে কেন আমার এত যন্ত্রণা?—তবে কেন আমার উপরে এত উপদ্রব? ওঃ! যাক্ তা,—তুমি আমারে ম্যাগ্‌লিয়ানোতে নিয়ে যাবে বোলেছ,—অঙ্গীকার কোরেছ,—সেই পরম ভাগ্য! সেখানে গেলেও আমি নিরাপদ।—হাঁ বোল্‌ছি, সেখানেও আমি নিরাপদ। সারা রাত আমি পথে পথে ছুটে পালাতে পার্‌বো! সারারাত আমি—"

অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে আমি বোল্লেম, "না, না, অমন কর্ম্ম কোরো না!—পথে পথে ভ্রমণ কোরে বেড়িও না। আমি তোমায় অবিশ্বাস কোচ্চি না;—তোমার উপকার

কোত্তে পাল্লে, আমার কোন বিপদ হবে না,—তুমি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা খেল্‌ছো না, এটুকু আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি।"

ক্ষণকালমধ্যে একটী ক্ষুদ্রনগরে আমাদের গাড়ী পৌঁছিল।—একটী ডাকের আড্ডার নিকটে গেল। মনে কোল্লেম, এইখানে আমি নামি। শকটচালককে জিজ্ঞাসা করি, সে যদি জানে, বোল্‌তে পার্‌বে, যে বাড়ী থেকে ঐ স্ত্রীলোকটী পালিয়ে এসেছে, সেখানা কার বাড়ী। আমি স্থির কোরেছিলেম, সেই বাড়ী থেকেই পালিয়েছে। বাড়ীখানা কার,—স্থানটাই বা কি,—জিজ্ঞাসা করা আমার ইচ্ছা হয়েছিল। নামি নামি উপক্রম কোচ্চি, ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়ে রমণী আমার হাত ধোরে ফেল্লে। ব্যগ্রস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ও গো তুমি যেও না!—ওগো তুমি কোথায় যাও?—যেও না, যেও না!—মিনতি করি, আমায় ফেলে যেও না—যেও না!"

ব্যগ্রতার সঙ্গে ভয়,—কথার সঙ্গে ভয়,—কণ্ঠস্বরেও ভয়ের পরিচয়। আমি আর তখন গাড়ী থেকে নাম্‌তে পাল্লেম না। দেখ্‌লেম, আমার উপর তখন সেই অভাগিনীর ষোল আনা বিশ্বাস। সে যেন বুঝেছে, একমাত্র আমিই সে বিপদে তার রক্ষাকর্ত্তা। কথা যদি না রাখি, বাধা যদি না শুনি, বড়ই নির্দ্দয়ের কাজ হয়, নাম্‌লেম না; গাড়ীতেই থাক্‌লেম।

নূতন ঘোড়াবদল হলো;—নূতন শকটচালক উপস্থিত হলো;—গাড়ীর গবাক্ষের নিকটে এসে, নূতন শকটচালক আমার অভিপ্রায় চাইলে,—কোথায় যেতে হবে, জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমি বোল্লেম, "ম্যাগ্‌লিয়ানো।"—অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কোরে, অশ্বচালক তখন গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে।

বিদেশিনী কামিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ।—দুটী একটী কথা বোলে আমার সংশয়ভঞ্জন কোর্‌বে, তার চেষ্টা পর্য্যন্ত নাই। গতিক দেখে আমি ত একেবারেই বিস্মিত। কোন কথাই কয় না। আমিই বা কি বোলে আগে কথা তুলি? যে সব কথা বল্‌বার তার ইচ্ছা নয়, বার বার যদি আমি সেই সব কথা শোন্‌বার জন্যই পীড়াপীড়ি করি, রমণীই বা ভাব্‌বে কি? নানাখানা ভাব্‌ছি, রমণী তখন মৌনভঙ্গ কোরে, আপ্‌না হোতেই বোলে উঠ্‌লো, "ওঃ! তুমি মহৎ লোক!—ধন্য তোমার সততা! তা, হ্যাঁগা, তোমার নামটী কি?—কোন্ দেশে তোমার বাড়ী?—কি বোলে যে আমি তোমার গুণানুবাদ কোর্‌বো,—কি বোলে যে ঈশ্বরের কাছে তোমার মঙ্গলকামনা কোর্‌বো, নামধাম শুন্‌লেই সেটী আমি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পারি। পৃথিবীর যে জাতিতে তোমার উদ্ভব,—তুমি যে জাতির সাধুনিদর্শন,—মহৎ জাতি বোলে সেই জাতিকে আমি চিরদিন স্মরণ রাখ্‌বো। চিরদিন সেই জাতির কল্যাণকামনা কোর্‌বো!"

রমণীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমি দিলেম। নম্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার ত পরিচয় পেলে, এখন তোমার পরিচয়টী জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি কি?"

মৃদুস্বরে কামিনী বোল্লে, "আমি কিছুই উত্তর দিতে পারি না।"—কামিনী আমার

পার্শ্ববর্ত্তিনী, স্পর্শে বুঝ্লেম, কথার সঙ্গে কামিনীর সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌লো। কম্পিতস্বরে বোল্লে, "তুমি মনে কোচ্চো, সমস্তই আশ্চর্য্য;—অবশ্যই মনে কোত্তে পার;—নাম বোলছি না,—পরিচয় দিচ্চি না,—আশ্চর্য্য নয় ত কি? কিন্তু কারণ আছে।—ওঃ! তুমি এমন মনে কোরো না,—মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও ভেবো না,—আমি কুলকলঙ্কিনী। এমন ভেবো না, কলঙ্কিনী হয়ে নামটী বোল্‌তে আমি লজ্জা পাচ্চি।—না, তা নয়, তা নয়;—আমি কলঙ্কিনী নই। যে দিন সূতিকাগারে আমার জন্ম হয়,—যে দিন আমি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই, সে দিন যেমন আমি নিষ্কলঙ্ক ছিলেম, এখনো পর্য্যন্ত—এই আজ পর্য্যন্ত আমি তেমনি নিষ্কলঙ্ক।"

কামিনীকণ্ঠে এই শেষের কটী কথা সতেজে উচ্চারিত হলো। অকপট সরলতারও পরিচয় পেলেম।—ফল কথা,—আমি ত সেই রকম বুঝ্‌লেম। রমণী আবার তখনি বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমার কপালে যা কিছু ঘোটেছে, যদি কোন মানুষের কর্ণে সে সব কথা প্রকাশ কর্‌বার হয়, তোমার কাছেই আমি প্রকাশ কোত্তে পারি,—তুমিই সেই ব্যক্তি। কেননা, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। সে ঋণের পরিশোধ নাই। কিন্তু এখন মনে কর, সে সম্বন্ধে আমি বোবা। আমার ওষ্ঠরসনা যেন চেপে চেপে আস্‌ছে। যে বিপদে পোড়েছি, সে বিপদ থেকে যদি কখনও উদ্ধার হোতে পারি, তেমন দিন যদি কখনও আবার ফিরে আসে, পরমেশ্বর যদি শুভদিন দেন, তা হোলে সব কথা আমি তোমার কাছে খুলে বোল্‌বো; নচেৎ—নচেৎ নয়।"

বিষাদের স্বরে রমণী এই কথাগুলি একটু থেমে থেমে বোল্লে।—বোলেই অম্‌নি নিস্তব্ধ। আবার খানিকক্ষণ মুখে কথা নাই। আবার মৌনভঙ্গ কোরে, রমণী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "যে সব কথা আমি বোল্‌তে পাচ্চি না, সে সব কথা শোন্‌বার জন্যে তুমি আমারে বারবার জেদ কোর্‌বে না, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি।—তুমি জ্ঞানী, তুমি সৎ, তুমি সাধু। তোমার মহত্ত্বের উপরেই সমস্ত নির্ভর। ঈশ্বরকৃপায় শুভদিন আসুক, সেই শুভদিনে তোমার কাছে আমার মনের কপাট মুক্ত হবে। পরমেশ্বর যদি স্বানে থেকে আমার এই সব কথা কাণে শোনেন,—ওঃ! কতই সুখ,—কতই আনন্দ সেদিন আমার অন্তরে উদয় হবে!—তা হাঁ,—একটু আগে তুমি বোলেছ, তুমি রোম-নগরে যাচ্চো। কথার ভাবেই আমি বুঝেছি, তোমার সখের ভ্রমণ। সখের খাতিরেই তুমি দেশভ্রমণ কোচ্চো। কোন লোকের অধীন তুমি নও।—নিজেই তুমি তোমার প্রভু।—ওঃ! তুমি কি—তুমি কি সরাসর আমারে রোমনগরে নিয়ে যাবে?—আর কোন সহরে রাত্রিযাপন না কোরে,—পথের ধারে আর কোথাও না থেকে, বরাবর কি তুমি আমারে রোমনগরে নিয়ে যাবে?"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রোমে উপস্থিত হয়ে তুমি যাবে কোথা?—সেখানে কি তোমার কেহ আপনার লোক আছে?"

"কোন কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না। কিছুই আমি বোল্‌তে পার্‌বো না।

কারণ না জেনে,—কারণ না শুনে, অজ্ঞাত লোকের উপকার করা—বেশী গৌরবের কথা। এটী তুমি মনে রেখো।—তোমার কাছে আমি সেইরূপ সততই প্রার্থনা কোচ্চি। প্রার্থনা কি বিফল হবে?—না, না,—আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, আমার আশা ফলবতী। সহস্র—সহস্র—শতসহস্র ধন্যবাদ!”—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুখানি করপল্লব সহসা আমার করতলে সংলগ্ন হলো।—মুহূর্ত্তমাত্র।—আমি লজ্জিত হোলেম।—করি কি?—বলি কি? সরাসর রোমে নিয়ে যাওয়া হবে না,—নিয়ে যেতে পার্‌বো না, এই কথাই কি বোল্‌বো?—না;—অসম্ভব।—আরো ভাব্‌লেম, যত শীঘ্র সঙ্গছাড়া হোতে পারি, ততই আমার মঙ্গল। গাড়ী কোরে নিয়ে যাওয়াই ভাল। রাত্রিকালটা একসঙ্গে গাড়ীতে থাকাই সুপরামর্শ। একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে কোরে কোন হোটেলে যাওয়া, বিশেষতঃ যাকে আমি জানি না,—শুনি না,—চিনি না,—বেশী কথা কি, কেহ জিজ্ঞাসা কোল্লে, যার নাম পর্য্যন্ত বোল্‌তে পার্‌বো না, এমনধারা স্ত্রীলোককে সঙ্গে কোরে কোন হোটেলে যাওয়া কিছুতেই ত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। সঙ্কটেই ঠেক্‌লেম। উভয়েই আমরা নিস্তব্ধ।—দ্রুতগতি গাড়ী চোলেছে। নীরবে আমি মনে মনে ভাব্‌ছি, কি আশ্চর্য্য!--কি অঘট ঘটনা! আমার এ সব হোচ্চে কি?—একটা ফাঁসাত কাটিয়ে উঠ্‌তে না উঠতেই আবার এক একটা নূতন ফাঁসাতে জোড়িয়ে পোড়্‌ছি! কে যেন আমারে টেনে টেনে নিয়েই নূতন নূতন সঙ্কটে ফেলে দিচ্চে!

সঙ্গিনী নিদ্রাগত। আস্তে আস্তে নিশ্বাস পোড়্‌ছে।--নিদ্রাগত। আহা! অত্যন্ত শ্রান্ত—ক্লান্ত।—শরীরের ক্লান্তি যত না হোক, মনের যাতনায় মানসিক ক্লান্তি।—মনের ভিতর দারুণ ভয়। আহা! একটু আশ্বাস পেয়েছে।—মনে কোরেছে হয় ত বিপদ কেটেছে;—তাই হয় ত নিশ্চিন্ত হয়ে হয়ে ঘুমিয়ে পোড়েছে।—না;—তাই কি হবে? কিম্বা হয় ত আর বেশী কথা কইতে না হয়, সেই জন্যই হয় ত ছল কোরে, দেখাচ্ছে যেন ঘুমন্ত। ঠিক বুঝ্‌লেম না, কি ভাব।—তথাপি অনুভবে স্থির কোল্লেম; যথার্থই নিদ্রাগত। সকল রকমেই বুঝ্‌তে পেরেছি, সে রমণী সরলা। তেমন সরল অন্তরে কোন রকম চাতুরী স্থান পায়, এমন অসম্ভব কথা মনে কোত্তেই পাল্লেম না।

হু হু কোরে সময় চোলেছে। শকট নিস্তব্ধ।—ম্যাগ্‌লিয়ানো সহর ছাড়িয়ে এসেছি। সে সহর অনেক পশ্চাতে পোড়ে আছে। রাস্তার লণ্ঠনের আলো গাড়ীর জানালা দিয়ে অল্প অল্প মিট্‌মিট কোচ্চে। সেই আলোতে আমি দেখ্‌ছি, ঘোর অন্ধকার দরোজার ঢাকো। একটী মূর্ত্তি গাড়ীর ভিতর শুয়ে আছে।—কি রকম মূর্ত্তি, কিছুই দেখা যাচ্চে না। মুখে ঘোমটা।—মুখখানির ছায়াও দেখ্‌তে পাচ্চি না। ক্রমশই রাত্রি গভীর। নারীমূর্ত্তি অচল। সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ। বোধ হলো, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। আমি সটান জেগে আছি। নানা চিন্তায় চিত্ত আকুল। নিমেষের জন্যও চক্ষের পাতা বুজ্‌বার ইচ্ছা হলো না। যেখানে যেখানে ঘোড়া বদলের আড্ডা, সেই সেই স্থানে অনেকটা দেরী হোতে লাগ্‌লো। দেখে শুনে আমি বেশ জেনেছি, বেশী রাত্রে ঘোড়া বদলে ঐ রকম অসুবিধাই হয়।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 44 MANICKTALA STREET, CACLUTTA

গাড়ী থামে, কামিনীর নিদ্রাভঙ্গ হয় না। দু তিন বার আমি নাম্‌লেম। হাত-পা ছড়িয়ে একটু একটু বেড়িয়ে এলেম। প্রথমবার কামিনী যেমন আমারে ব্যগ্রতা কোরে নিবারণ কোরেছিল, আর তেমন নিবারণ কোল্লে না। তাতেই বুঝ্‌লেম, কৃত্রিম নিদ্রা নয়, প্রকৃতই নিদ্রা।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। মনে কোল্লেম, কামিনীর হয় ত ক্ষুধা হয়েছে। আহা! আগে কেন সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই?—মনে মনে আত্মভৎ'সনা কোল্লেম। বাস্তবিক সেই নূতন ঘটনা দেখে অবধি নিজের আমার কিছুমাত্র ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না। চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছিল। সঙ্গিনীর ক্ষুধা আছে, চঞ্চলমনে সে কথাটা স্থানই পায় নাই;—চুক হয়েছে। আর একটী গ্রামে যখন গাড়ী থাম্‌লো,—ঘোড়াবদলের আবশ্যক হলো,—সেই খানে সেই সময়ে অবসর পেয়ে, আমি সঙ্গিনীকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"ক্ষুধা হয়েছে কি? 'কিছু খাবে কি?"

রমণী ধীরে ধীরে যেন একটু চোম্‌কে উঠ্‌লো। যথার্থই যেন ঘুম ভেঙে গেল। আমারে ধন্যবাদ দিয়ে বোল্লে, "ক্ষুধানাই,—আহারের ইচ্ছা নাই।"

গাড়ী ছেড়ে দিলে। সেইখানে আমার সঙ্গিনী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এখান থেকে রোমনগর কত দূর?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বোধ হয় আর দুঘণ্টার মধ্যে পৌঁছানো যাবে।"

রমণী আর একটীও কথা কইলে না। গাড়ীর ভিতর একটু সোজা হয়ে উঠে বোস্‌লো। আমিও সে আসন থেকে উঠে, গাড়ীর অন্য আসনে গিয়ে বোস্‌লেম। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "হাওয়া খাবার ইচ্ছা হয় কি?—সারাপথ ত গাড়ীমুদে আসা হোচ্ছে; হাওয়া খাবার ইচ্ছা হয় কি?"

সঙ্গিনীর সম্মতি বুঝে, একটী জানালার খড়্‌খড়ী নামিয়ে দিলেম। ক্ষণকালমধ্যে আবার যেন বোধ হলো, রমণী আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।—অল্প অল্প নিশ্বাস পোড়্‌ছে; একটু একটু হুঁ হুঁ শব্দও হোচ্ছে। বুঝ্‌লেম, সেটী তখন যেন প্রকৃত নিদ্রা। আমারও নিদ্রা এলো।—আমিও একটু ঘুমালেম। একটু পরেই জাগ্রত হয়ে অল্পে অল্পে চেয়ে দেখি, গাড়ীর ভিতর ঊষার আলো।

প্রথম প্রথম আমার মনে হোতে লাগ্‌লো, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম।—ক্রমে ক্রমে জান্‌লেম, স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক গাড়ীতে আমি একা নই। নিদ্রিত মূর্ত্তির প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম। পশ্চাৎ আসনে আমি,—সম্মুখ আসনে নিদ্রাভিভূতা রমণী অর্দ্ধশায়িনী। মৃদু বাতাসেই হোক, কিম্বা নিজের করস্পর্শেই হোক, কামিনীর মুখাবরণটী একটু সোরে গিয়েছিল।—গাত্রবস্ত্রও একটু শিথিল হয়ে পোড়েছিল। ঊষার আলো পরিষ্কার নয়,—অল্প আলো, অল্প অন্ধকার,—কতক যেন ছায়া ছায়া,—সমস্ত অবয়ব দেখা গেল না।—একটু একটু দেখ্‌লেম। চক্ষু দুটী নিমীলিত।—চক্ষের উপর ধনুকাকার ভ্রূযুগল যেন তুলি দিয়ে আঁকা।—পাণ্ডুগণ্ডে দীর্ঘ দীর্ঘ অলকদাম যেন কতই অযত্নে বিলুণ্ঠিত। ঠোঁট দুখানি রাঙা

টুক্‌টুকে। থুতিখানি অর্দ্ধচন্দ্রাকার।—অতি সুকোমল।—মুখখানি বাদামে। কপাল চওড়া চৌরস; —ঈষৎ উচ্চ।—গঠন মোলায়েম।—নাসিকা কতকাংশে গ্রীক কামিনীদের মত। বর্ণ কিছু ফিকে;—স্বভাবতই ফিকে।—তার উপর আবার ভয়ে-দুঃখে আরো ফিকে মেরে গেছে।—তা বোলে কিন্তু রোগীদের মত রোগাটে নয়। উষাকালে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু দর্শনেই আমি বোল্‌তে পারি, রমণী পরম রূপবতী।—বয়স অনুমান আঠারো উনিশ। কিছু কাহিল,—লোকে যাকে রোগা বলে, সে রকম রোগা নয়;—নারী অঙ্গে যেমন মানায়, সেই রকম কিছু কাহিল। পরিধান মলিন বসন। সে বসনে রূপ মাধুরীর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বসনে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধুরতা কমে না। মলিন বস্ত্র হোলেও, চেহারা দেখে আমি অনুমান কোল্লেম, সামান্যলোকের মেয়ে নয়, বড়ঘরে জন্ম।

রূপ আমি দেখ্‌লেম।—তখনো সে রমণী নিদ্রাভিভূতা।—তার পর পোনেরো মিনিট পরে, অল্পে অল্পে রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হলো।—তখন প্রভাত। গাড়ীর ভিতর বেশ আলো এসেছে। রমণী চেয়ে দেখ্‌লে।—আয়তলোচনা সুন্দরী।—সুদীর্ঘ কৃষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু অল্পে অল্পে উন্মীলিত হলো;—সুন্দর নয়নের দীপ্তি কিছু বিষণ্ণ;—বিষণ্ণ অথচ কোমলতা-পরিপূর্ণ। এতক্ষণ উভয়েই আমরা গাড়ীর ভিতর; --কিন্তু এতক্ষণের পর আমাদের চার চক্ষু একত্র হলো।

সপ্তবিংশ প্রসঙ্গ।

——oo——

রোম নগর।

সুন্দরী বিদেশিনী—লজ্জাবতী।—লজ্জার আবরণে অবনতমুখী।—অর্দ্ধশায়িনী ছিল, উঠে বোস্‌লো। কুমারীসুলভ লজ্জায় পুরুষের সমক্ষে কুমারীবদন যেমন অবনত হয়, সুন্দরীর সুন্দর মুখমণ্ডল তেমনি অবনত;—তাতেই আমি বুঝ্‌লেম, কামিনী কুমারী অবিবাহিতা। মনে মনে বড় লজ্জা পেলেম। প্রথম দর্শনের সময় সন্দেহ কোরেছিলেম, হয় ত কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী;—কিন্তু তা ত নয়।—সন্দেহ করাটা ভাল হয় নাই।—এ সিদ্ধান্তই বা কেন এলো?—কে আমারে একথা জিজ্ঞাসা কোরেছিল? রূপ দেখ্‌লেম সুন্দর,—লক্ষণে বুঝ্‌লেম কুমারী;—বাকী সমস্তই অন্ধকার। এইটুকু জেনেই কেমন কোরে স্থির হয়, সকলঙ্ক কি নিষ্কলঙ্ক?—পাপী কি নিষ্পাপ? রূপে সচর চর চরিত্রের পরিচয় হয় না।

ক্ষণকাল পরে সেরূপ সলজ্জভাব দূর হলো। কুমারীসুলভ লজ্জামাখা নয়নে

সুন্দরী আমার মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লে। মুহূর্ত্তমাত্র কটাক্ষপাত।—সে কটাক্ষের মানে কি?—আমার নয়নভাবের পরীক্ষা। কিছুপূর্ব্বে যে সব কথা তারে আমি বোলেছি, কথাগুলি আমার মনোনীত কি না, চক্ষে চক্ষু দিয়ে কামিনী যেন সেইটী অনুভব কোরে নিলে। ধীরে ধীরে আমি তারে বোল্লেম,—"ঘুমিয়ে কি একটু আরাম বোধ হয়েছে।" গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, রমণীকে আশ্বাস দিয়ে আমি বোল্লেম, "এসেছি আর কি?—পৌঁছেছি আর কি?—ঐ আমাদের অমরনগরী রোমনগরী দেখা যাচ্চে। হাঁ, এসেছি।—ঐ দেখ, অন্ধকার জলদস্তম্ভের মত সেণ্টপিটার ধর্ম্মমন্দিরের সমুচ্চ চূড়া ঐ দেখা যাচ্চে।" পলকমাত্র কোমল করপল্লব দুখানি অঞ্জলিবদ্ধ কোরে,অস্পষ্ট গদ্‌গদবচনে রমণী সহসা বোলে উঠ্‌লো, "ওঃ! তবে আমি রোমনগরী আবার দেখ্‌তে পাব?"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "নগরের কোন্ পাড়ায় তোমার যাবার ইচ্ছা? সেখানে উপস্থিত হয়ে, আমি কি তোমার আর কোন উপকার কোত্তে পারি?"

বিস্মিতনয়নে রমণী আমার মুখপানে চেয়ে রইল। সে দৃষ্টিপাতে কেবল দুঃখ প্রকাশ; আকারে কিছুই বুঝা যায় না;—সকলই যেন অনিশ্চিত। ভাব দেখে আমি বুঝ্‌লেম, নিরাশ্রয়—নিঃসহায়—নিঃসম্বল।—ঠিক যেন সেই ভাবেই চেয়ে রইল। কি যে তার মনে আছে, ভাব দেখে কিছুই বুঝা গেল না। দেখে আমার ভারী কষ্ট হোতে লাগ্‌লো। কখনও যেন দুঃখের বার্ত্তা শুনে না,—অকস্মাৎ নূতন বিপদে পোড়েছে,—নূতন কষ্ট ভোগ কোচ্চে,—ঠিক সেই রকম ফ্যাল্‌ফ্যালে চাউনি।

আমি বোল্লেম, "আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর। কি কোল্লে তোমার উপকার হয়, মন খুলে আমার কাছে বল। আমি তোমার বন্ধু।—বন্ধুর কাছে মনের কথা খুলে বোল্‌তে দ্বিধা কি?—লজ্জাই বা কি?"

সজলনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে দেখে, রমণী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "রোম নগরে তুমি বুঝি এই নূতন আস্‌ছো? রোমে বুঝি, তোমার পরিচিত লোক কেহই নাই?"

"নূতন আস্‌ছি বটে;—রোম আমার অপরিচিত;—আমিও রোমে অপরিচিত;—হাঁ, এ কথা সত্য, কিন্তু তা হলোই বা;—তাতে কোন বাধা হবে না। তোমার যা কিছু উপকার কোত্তে হয়, তা আমি পার্‌বো।—আমার সঙ্গে প্রচুর অর্থ আছে। মনে কোরো না কিছু,—ভাব যেন টাকাগুলি সমস্তই তোমার।"

পুনর্ব্বার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে আমার মুখপানে চেয়ে,—রমণী ধীরে ধীরে বোল্লে, "তুমি ইংরাজ;—সুতরাং প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান,—আমিও প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত।—তা যাক্‌,—সে কথা যাক্‌;—আমি বোল্‌তে—"

রমণী থেমে গেল। চক্ষে জল এলো।—রুমাল দিয়ে চক্ষু আবরণ কোল্লে;—মনের দুঃখে কেঁদে ফেল্লে।—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "তুমি আমার একটী উপকার কোরো! এ নগরে আমার কেহই নাই;—কেহই আমারে আশ্রয় দিবে না;—যাদের উৎপীড়নে আমি পালিয়ে এসেছি, তারা আমার বহু কষ্ট দিয়েছে;—আমার সঙ্গে কিছুই

নাই;—এককালেই আমি নিঃসম্বল! আঃ! একটী উপকার তুমি আমার কোত্তে পার;—তা ছাড়া, আমি আর কিছুই চাই না। উপকারটী কি জান?—কাহারো কাছে কিছু বোলো না। গতরাত্রে কোথায় তুমি আমারে দেখেছ,—কোথা থেকে আমি এসেছি,—কেমন কোরে এসেছি, জনপ্রাণীর কাণেও এ কথা তুলো না;—পরম সুহৃদের কাছেও না;—যাদের কাছে প্রাণের কথা বলা যায়, তাদের কাছেও——"

"ওঃ! সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।—কাহাকেও কিছু বোল্‌বো না। এ সব কি গল্প কর্‌বার কথা?—কেনই বা গল্প কোত্তে যাব? বল তুমি এখন, তোমার কি উপকার কোত্তে পারি? ভাল একটী হোটেল দেখে দিব কি?—সেখানে মায়ের মতন তারা—"

কতই যেন ভয় পেয়ে রমণী বোলে উঠলো, "না, না, না!—হোটেলে আমি যাব না; একটী যেমন তেমন জায়গায় লুকিয়ে থাকাই—"

বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "ভাবে বোধ হোচ্চে, রোম তোমার অচেনা নয়। তোমার একটী কথা শুনেই তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি।—তা আচ্ছা, তুমি যে রকম বাসা চাও, কোন্ পাড়ায় তা আমি সন্ধান কোরে দিব?"

রমণী খানিকক্ষণ কি চিন্তা কোল্লে। হঠাৎ যেন কি একটী আশায় আশ্বাসিত হয়ে, কতক উল্লাসে বোলে উঠ্‌লো, "হাঁ, হাঁ,—মনে পোড়েছে,—আছে একজন, আছে একজন; একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। ছেলে বেলা সে আমারে মানুষ কোরেছে।—সে আমার ধাত্রী ছিল।—ভারি স্নেহ আমার উপর।—আজিও সে যদি বেঁচে থাকে, তারি কাছে আমি যাব।—তারি বাড়ীতে থাক্‌বো।"

ধাত্রীর বাড়ী কোথায়, রমণীর মুখে তা শুন্‌লেম। সেইখানেই নামিয়ে দিব স্থির কোল্লেম। রমণী তখন ভাল কোরে মুখের ঘোম্‌টা টেনে দিলে। কোন দিকে একটুও ফাঁক থাক্‌লো না। সর্ব্বশরীরেও ভাল কোরে কাপড় জড়ালে। যেখানে থাম্‌তে হবে, গাড়োয়ানকে সে কথা বোলে দিলেম;—কেন থাম্‌তে হবে, গাড়োয়ানকে সে কথা বোল্লেম না। রমণী বোল্লে, "সে পাড়ায় কেবল গরিবলোকের বাস। একটীবারমাত্র দেখেই গাড়োয়ান সে জায়গা চিন্‌তে পার্‌বে না।"

আবার আমরা উভয়েই নীরব। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, ধাত্রী যদি সেখানে না থাকে,—কিম্বা যদি মোরেই গিয়ে থাকে, তা হোলে এ রমণী যাবে কোথা?—আমিই বা কোথা যেতে বোল্‌বো?—ভাব্‌ছি, রমণী একবার সেই সময় একটু উঁকি মেরে দেখে, ধীরে ধীরে বোল্লে, "এইখানেই তবে ছাড়াছাড়ি। ধাত্রী যদি নাও থাকে, তবুও আমি এই পাড়ায় অন্য বাসা খুঁজে নিতে পার্‌বো। তোমারে আর বোল্‌বোই বা কি, কি বোলেই বা কৃতজ্ঞতা জানাবো,—কথা খুঁজে পাচ্ছি না। যতদিন বাঁচ্‌বো, তোমার মহত্বের কথা ততদিন আমার হৃদয়ে জেগে থাক্‌বে। হাঁ,—কখনই আমি তোমার গুণের কথা ভুল্‌বো না।"

স্বর কেঁপে গেল,—কথা থেমে গেল;—ঘন ঘন নিশ্বাস পোড়্‌লো। গাড়ীও থাম্‌লো।

যেখানে থাম্‌লো, সেটা একটী সঙ্কীর্ণ সুঁড়ীরাস্তা;—ময়লা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। রমণী একখানি হাত বাড়িয়ে দিলে, সেই হাতখানি ধোরে নম্রস্বরে আমি বোল্লেম, "এই টাকাগুলি তুমি নিয়ে যাও।"—রমণী টাকা নিলে না। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে গেল। বিস্ফারিত মধুরনয়নে পলকমাত্র আমার পানে চেয়েই, ভোঁ ভোঁ কোরে হাঁটা দিলে; দেখ্‌তে দেখ্‌তে চক্ষের অন্তর হয়ে গেল।

আমি এখন কোথায় যাই?—হোটেলে যাওয়াই ভাল। যে হোটেলে যাব, গাড়োয়ানকে তার ঠিকানা বোলে দিলেম, গাড়োয়ান সেই পথে চোল্লো। ফ্লোরেন্স নগর পরিত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বে যে হোটেলে আমি ছিলেম, সেই হোটেলের কর্ত্তা রোমের যে হোটেলের কথা বোলেছিলেন, সেই হোটেলেই আমি চোল্লেম। সেখানে উপস্থিত হয়ে দস্তরমত বাসা পেলেম। হোটেলে তখন অনেক লোক। বেশীর ভাগে ফরাসী;—ইংরাজ, আর জর্ম্মণ। হোটেলে পৌঁছিয়েই আমি শুয়ে পোড়্‌লেম। ক্রমাগত বহুক্ষণ ডাকগাড়ীতে ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেম, তথাপি কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা হলো না। সেই অপরিচিতা রমণীর কথা ঠিক যেন স্বপ্নের মত ক্রমাগতই আমার মনের ভিতর উদয় হোতে লাগ্‌লো।

বেলা যখন প্রায় দুই প্রহর, তখন আমি বিছানা থেকে উঠ্‌লেম।—কিছু আহার কোল্লেম।—নগর দেখ্‌তে বেরুলেম। সেদিন আর কাহারো বাড়ীতে গেলেম না। কতশতবর্ষ পূর্ব্বে রাজা রমুলস যে নগর প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন, সেই নগরের রাজপথে ভ্রমণ কোত্তে কোত্তে মনে মনে আমার কত রকম বিস্ময়রসের আবির্ভাব হোতে লাগ্‌লো। ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, যে পথে আমি বেড়াচ্ছি, এক সময়ে সেই পথে কত কত খ্যাতনামা বড় বড় লোকে পরিভ্রমণ কোরে গেছেন। প্রাচীন—আধুনিক উভয়বিধ ইতিহাসেই সেই সব সুপ্রসিদ্ধ মহৎলোকের নাম পরিকীর্ত্তিত আছে। যে সব অট্টালিকার ধার দিয়ে আমি যাচ্ছি, সে সব অট্টালিকা তাঁরা দেখেন নাই;—কিন্তু যে সকল ভূমির উপরে সেই সব ইমারৎ, সে সমস্ত ভূমি একসময়ে সেই সব মহৎ লোকের পদস্পর্শে পবিত্র ছিল। মাথার উপর তাঁরা যে অনন্ত আকাশ দর্শন কোরে গেছেন, এখনো মাথার উপর সেই আকাশ।—যেখানে আমি বেড়াচ্ছি, এইখানেই কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটনা হয়ে গেছে। বিপক্ষের কবল থেকে,—অসভ্য গলজাতির হাত থেকে, যিনি আপনার স্বদেশকে উদ্ধার কোরেছিলেন, সেই মহাবীর কেমিলস হয় ত কতদিন পূর্ব্বে এই পথে বেড়িয়েছেন! স্বার্থপর ব্রুটসের নিষ্ঠুরতায়, অভিমানী মহাগর্ব্বিত রোমান্‌ ধনীলোকের কুচক্রে, যে মহাপুরুষ প্রজাবন্ধু জুলিয়স্‌ সিজর সংসারলীলা পরিত্যাগ কোরে গিয়েছেন, তিনিও এক সময়ে বিজয়ীদর্পে এই সকল পথে পরিভ্রমণ কোরেছেন। মহামতি পম্পে রাজ্যের প্রজাপ্রতিনিধি হয়ে,—রণক্ষেত্রে সেনাপতি হয়ে, সগৌরবে এই সকল পথে বিচরণ কোরেছেন। অহো! সেই একদিন আর এই একদিন! আরো কত শত অতীত কথা আমার স্মৃতিপথে উদয় হোতে লাগ্‌লো। নূতন—পুরাতন ইতিহাসে যত কিছু আমি পাঠ কোরেছি, স্তবকে স্তবকে সমস্ত কথাই মনে পোড়্‌তে

লাগ্‌লো। আমি বরাবর বোলে আস্‌ছি, অনাবশ্যক বাক্যব্যয়ে পাঠকমহাশয়ের ধৈর্য্য-হানি করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। চিন্তার কথা চিন্তাপথেই থাক্।

পরদিন সুপারিসচিঠীর পালা। কাউণ্ট লিবর্ণো আমারে দুখানি অনুরোধপত্র দিয়েছেন। একখানি কাউণ্ট তিবলির নামে,—আর একখানি সিগ্‌নর আবেলিনোর নামে। উভয়েই তাঁরা কাউণ্ট লিবর্ণোর অন্তরঙ্গ বন্ধু।—উভয়েই তাঁরা ইংরাজী ভাষা জানেন,—উভয়েই তাঁরা ইংরাজজাতিকে ভালবাসেন।—সেই কারণেই ঐ অনুরোধপত্র। একখানি ঠিকাগাড়ী ভাড়া কোরে, প্রথমে আমি তিবলিপ্রাসাদে উপনীত হোলেম। অতি সুন্দর বাড়ী।—গৃহসজ্জা, আর নানারকম শোভাপারিপাট্য দেখে, নগরের অপরাপর কুৎসিত স্থানের ছায়া আমি ভুলে গেলেম। লোকজন,—দাসীচাকর, বিস্তর। একজন আরদালী আমারে সঙ্গে কোরে লাইব্রেরীঘরে নিয়ে গেল। কাউণ্ট তিবলি সেখানে একাকী বোসে একখানি পুস্তক পাঠ কোচ্ছিলেন। দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী, কিন্তু মুখে যেন কিছু বিষাদমাখা। বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, কিছু রাগী মেজাজ। তাঁরে আমি সেই অনুরোধপত্র দিলেম। বিশেষ সমাদর পেলেম। বদনের রুদ্ধভাব তখন আর কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। আমার হস্তধারণ কোরে তিনি একখানি আসন দেখিয়ে দিলেন,—আমি বোস্‌লেম। পরিষ্কার ইংরাজীতে তিনি বোল্লেন, "পরিচয়ে বড় তুষ্ট হোলেম। উইলমট! তুমি রোম দেখ্‌তে এসেছ। এই অমরনগরের আচার-ব্যবহার অবগত হওয়া তোমার ইচ্ছা। বেশ বেশ!—সব আমি তোমাকে দেখাব। আমার পুত্র আজ এখানে অনুপস্থিত;—কাল আমি তাঁরে তোমার কাছে পাঠাব;—সব তিনি দেখাবেন। রাত্রে তুমি আমার এখানেই আহার কোরো। এক সঙ্গেই আহারাদি হবে।"

আমি ধন্যবাদ দিলেম। তিনি আমারে সঙ্গে কোরে, তাঁর চিত্রশালিকা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখ্‌লেম, অনেক প্রকার চমৎকার চমৎকার ছবি। একে একে সবগুলি তিনি আমারে ভাল কোরে দেখালেন। অপর এক গৃহে নানাপ্রকার ভাস্করী কারিকুরী দেখে আমি বড় সন্তুষ্ট হোলেম। তার পর ভোজনাগারে গেলেম। যেতে যেতে আমি মনে কোত্তে লাগ্‌লেম, শিল্পনৈপুণ্যের যতদূর উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বপ্নেও আমি কখনও ভাবি নাই, ঐ চিত্রশালায় অল্পক্ষণের মধ্যে তা আমি প্রত্যক্ষ কোল্লেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে দেশভ্রমণে প্রেরণ কোরে, সংসারজ্ঞানে পরিপক্ক কর্‌বার যুক্তি স্থির কোরেছিলেন; সার্থক তাঁর অভিলাষ! সার্থক আমার দেশভ্রমণ!

কাউণ্ট তিবলির সঙ্গে একত্রে আমি কিছু জল খেলেম। কথায় কথায় শুন্‌লেম, অনেকদিন হলো, তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, কেবল একটীমাত্র পুত্র আছেন। সেই পুত্রটীই তাঁর কাছে থাকেন। কথায় কথায় কাউণ্ট আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, রোমনগরে আর কাহারো নামে আমি অনুরোধপত্র এনেছি কি না?—হাঁ দিয়ে আমি সিগ্‌নর আবেলিনোর নাম কোল্লেম। নামটী শুনেই তাঁর মুখে তখন যেন কেমন

একপ্রকার বিকৃতভাব অঙ্কিত হলো।—ক্ষণস্থায়ীমাত্র। তার পর আর কিছুই নাই। আমি মনে কোল্লেম, তবে তা নয়, আমারই ভুল। কাউণ্ট আমার সঙ্গে সখ্যভাবে কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন। আমি তাঁর কাছে এপিনাইনের ডাকাতের গল্প তুল্লেম। সেই সূত্রে কাউণ্ট লিবর্ণোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব,—ছদ্মবেশে তিনি ডাকাতের দলে থাক্‌তেন, সে কথাও বোল্লেম। যে রকমে দস্যুসর্দ্দার মার্কো উবার্টিকে গ্রেপ্তার করা যায়,—যে রকমে কাউণ্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মার্কুইস কাসেনোর কারামুক্তি হয়,—যে রকমে পিতৃব্যের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন হয়, সংক্ষেপে সংক্ষেপে সব কথাই প্রকাশ কোল্লেম। কুমারী অলিভিয়ার প্রতি রাজপুত্রের প্রেমানুরাগের কথাও অপ্রকাশ রাখ্‌লেম না। যতদূর বল্‌বার, ততদূর বোল্লেম। আমি যে কখনো কাহারো চাকর ছিলেম, সে কথাটী ভাঙ্‌লেম না। কাউণ্ট লিবর্ণোর উপদেশও তাই ছিল। অনুরোধপত্রে যে সব কথা লেখা ছিল, কাউণ্ট তিবলি আমার মুখে তার বিশেষ বিবরণ শুন্‌তে চাইলেন, আমি বোল্লেম, তিনি মন দিয়ে শুন্‌লেন। শুনে তিনি আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। এই অবসরে দরজা খুলে একজন চাকর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে।—দিলে, রজতপাত্রে একখানা চিঠী। দিয়েই সে চোলে গেল। কাউণ্ট তিবলি তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলে চিঠীখানি পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। পোড়্‌তে পোড়্‌তে যেন তাঁর উদ্বেগ বাড়্‌তে লাগ্‌লো। চিঠীখানি টেবিলের উপর রেখে, একটু উত্তেজিতস্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, "মাপ কর উইলমট! মাপ কর উইলমট! মাপ কর! তোমার সঙ্গে কথা কোয়ে বড় সন্তুষ্ট হোচ্ছিলেম, হঠাৎ বাধা পোড়ে গেল। ঝঞ্ঝাট উপস্থিত।"

একটু সঙ্কুচিত হয়ে আমি বোল্লেম, "মি লর্ড! তবে ত আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার সময় নষ্ট কোচ্চি!"—এই কথা বোলেই আমি উঠে দাঁড়ালেম।

"না না—উইল্‌মট!—তা নয়।—"অমন কথা মনে কোরো না।"—এই কথা বোলেই কাউণ্ট মহোদয় মিত্রভাবে আমার করমর্দ্দন কোল্লেন;—আরো বোল্লেন,—"তা নয়; তোমাকে দেখে আমি বড়ই তুষ্ট হয়েছি,—কথা কোয়ে আমোদ পেয়েছি;—আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় হোলেম। সেই ঠিকাগাড়ীতে আরোহণ কোরে, সিগ্‌নর আবেলিনোর বাড়ীতে গেলেম। তিবলিপ্রাসাদ অপেক্ষা এ বাড়ীখানি আয়তনে ক্ষুদ্র। কিন্তু নূতন ধরণে নির্ম্মাণ করা। বাড়ীতে লোকজনও বেশী নাই। কেবল একজন উর্দ্দীপরা আরদালী এ ধার ও ধার কোরে বেড়াচ্চে।—দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, ইনি তত ধনী নন। কাউণ্ট তিবলির ঐশ্বর্য্য এ ব্যক্তির ঐশ্বর্য্যের দশগুণ।

আরদালী আমারে উপরে নিয়ে গেল। আমিও দু-তিন পা এগুলেম। দেখ্‌লেম, চিত্রকরের চিত্রাগার। একজন দীর্ঘাকার রূপবান্ যুবা ব্রুস দিয়ে দিয়ে আল্‌মারী ঝাড়্‌ছেন। আমাদের দেখ্‌তে পেয়েই, তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়ে, এগিয়ে এলেন। থতমত খেয়ে আমি দু-পা পেছিয়ে দাঁড়ালেম। মনে কোল্লেম, বিনা আহ্বানে উপস্থিত

হয়ে অন্যায় কোরেছি। সিগ্‌নর আবেলিনো তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, দরজায় চাবী দিলেন;—চাবিটী পকেটে রাখ্‌লেন। সক্রোধস্বরে আরদালীকে কি কথা বোলে ভৎ‍‌র্সনা কোল্লেন। কথা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অনন্তর তিনি আমারে শিষ্টাচারে অভিবাদন কোরে, একটী সুসজ্জিত বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। সেইখানে আমি অনুরোধপত্র দেখালেম। হাতের লেখা চিনেই তাঁর মুখখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। সানন্দকণ্ঠে তিনি উচ্চারণ কোল্লেন। "কাউণ্ট লিবর্ণো।"-- আগে আমি ভেবেছিমেল, রুক্ষভাব, শেষে দেখি, বেশ ঠাণ্ডা। মাথা নেড়ে তিনি আমারে একখানি আসন দেখিয়ে দিলেন।—আমি বোস্‌লেম। তিনি চিঠী পোড়্‌তে লাগ্‌লেন।

অর্দ্ধেক পড়া হোতে হোতেই আমার পানে চেয়ে, নম্রস্বরে তিনি বোল্লেন,—"আমার যদি কিছু অপ্রিয়ভাব দেখে থাকেন, ক্ষমা কোর্‌বেন। বার বার ঐ চাকরটাকে আমি বোলে রেখেছি, কাহাকেও যেন আমার চিত্রাগারে—"

বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম,— "ও কথা কেন মনে কোচ্চেন?—আমি তাতে কিছুই বিরুদ্ধ ভাবি নাই।"

তিনি সমাদরে আমার হস্তপেষণ কোল্লেন। পূর্ব্বে একটু রূঢ়ভাব হয়েছিল, সে জন্য যেন অনুতাপ কোত্তে লাগ্‌লেন।

সেখানেও আমি পরম সমাদর পেলেম। কাউণ্ট লিবর্ণো যেমন পরিষ্কার ইংরাজী কথা কন, ইনিও সেই রকম পরিষ্কার ইংরাজীতে আমার সঙ্গে আলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। চেহারা দেখ্‌লেম, অতি সুন্দর।—পরম রূপবান্‌। পূর্ব্বে বোলেছি, দীর্ঘাকার;—বয়স অনুমান চব্বিশ বৎসর। আবার আমার হস্তপেষণ কোম্নে, পত্রখানির দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কাউণ্ট লিবর্ণোর বন্ধু; আমারও বন্ধু। মনে করুন, এ ঘর আপনার।—আপ্‌নি, আমাকে চিত্রাগারে দেখেছেন, মনে কোর্‌বেন না, আমি ব্যবসায়ী চিত্রকর।—ওটী আমার সখ, আমি সখের চিত্রকর। আমার চাকর যদি অপর কাহাকেও হঠাৎ সে ঘরে নিয়ে যায়, কাজেই আমার রাগ হয়। ওটা আমার সখের কাজ।—কাউণ্ট লিবর্ণো যেমন সখের ডাক্তারী করেন, আমিও সেই রকমে মনের সখে চিত্র করি। ও কাজে আমি আমোদ পাই। আসুন, কিছু জল খাওয়া যাক্‌। সেই সঙ্গেই কথোপকথন চোল্‌বে।"

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম,—"এইমাত্র আমি কাউণ্ট তিবলির বাড়ী থেকে জল খেয়ে আস্‌ছি।"

সোজাকথাই আমি বোলে গেলেম। কথা শুনেই আবেলিনোর সুন্দরবদনে কেমন একরকম বিরাগলক্ষণ প্রকাশ পেলে। দেখে আমার বিস্ময়জ্ঞানও হলো;—কিছু কষ্টও পেলেম। বিস্ময়ের কারণ এই যে, তখন আমার মনে পোড়্‌লো, আবেলিনোর নাম শুনে কাউণ্ট তিবলিও অম্‌নি কোরে মুখ বাঁকিয়েছিলেন। ভাবে বোধ হলো, পরস্পরে হয় ত সখ্যসদ্ভাব নাই; উভয়ে হয় ত কোন রকম মনোবাদ আছে।

তখন থেকে উভয়ের কাছেই আমারে সাবধান হয়ে কাজ কোত্তে হবে, এই বুদ্ধিই স্থির কোরে রাখ্‌লেম। সিগ্‌নর আবেলিনোর প্রকৃত নাম ফ্রান্সিস্কো আবেলিনো। তিনি আমার কাছ থেকে উঠে গেলেন। একটী জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।—মিছামিছি যেন এদিক ও দিক উঁকি মেরে চাইলেন। আমি সে ঘরে উপস্থিত আছি, সে কথাটী যেন ভুলে গেলেন। আমার বড়ই কষ্ট হোতে লাগ্‌লো। কি কর্ম্মই কোরেছি! কেন আমি এঁর কাছে কাউণ্ট তিবলির নাম কোল্লেম!—আর তখন মুখ ফুটে কিছুই বোল্‌তে পাল্লেম না। কি বোলে ক্ষমা চাইব, তাও স্থির কোত্তে পাল্লেম না।—আবার ভাব্‌লেম, ঐ কথাটির জন্য যদি ক্ষমা চাই,—যা হবার তা ত হয়েই গেছে, আবার যদি নূতন কোরে তুলি, তা হোলে হয় ত আরও বেগতিক দাঁড়াবে,—আরও মন্দ হবে।

গবাক্ষের কাছ থেকে ফিরে এসে, সিগ্‌নর আবেলিনো ধীরে ধীরে আমারে বোল্লেন, "প্রিয়তম উইলমট! যদি কিছু বিরুদ্ধভাব ভেবে থাকেন, ক্ষমা কোর্‌বেন!"

আমি দেখ্‌লেম, আবেলিনোর মুখখানি যেন শুকিয়ে গেল। চক্ষু দেখে বুঝা গেল, জানালার কাছে যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন অশ্রুপাত কোরেছেন। মনোভাব গোপন কর্‌বার চেষ্টা কোচ্চেন, পাচ্চেন না।

"পুনঃপুন আমার কাছে ক্ষমা চাচ্চেন কেন?—দৈবাৎ আমি যদি কিছু—"

আবেলিনো সব কথা আমারে বোল্‌তে দিলেন না। আমার কাঁধের উপর হাত রেখে, বিষণ্নবদনে আমার মুখপানে চেয়ে, একটু থেমে থেমে তিনি বোল্লেন, "একটী কথা; কাউণ্ট লিবর্ণো যেমন কাউণ্ট তিবলির বন্ধু, আমারও তেম্‌নি বন্ধু। বাস্তবিক কাউণ্ট তিবলির বাড়ীতেই—তিবলিপ্রাসাদেই তস্করাজের ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, প্রথম পরিচয়,—প্রথম বন্ধুত্ব। এখন যে কিরূপ ঘটনা হয়েছে, তা তিনি জানেন না। তা যদি জান্‌তেন, অবশ্যই আপ্‌নাকে সাবধান কোরে দিতেন। যা হোক্, কাউণ্ট তিবলির নামেও আপ্‌নি অনুরোধপত্র এনেছেন, তা আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি। তা আচ্ছা, তাঁর কাছে কি আপ্‌নি আমার নাম কোরেছিলেন?"

"কোরেছিলেম।"

আবেলিনো ক্ষণকাল কি চিন্তা কোল্লেন। আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমার নাম শুনে তিনি কি বোল্লেন?"

"বোল্লেন না কিছু, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য একটু যেন মুখ বাঁকালেন। বিস্তরক্ষণ নয়, তখনি তখনি আবার যে সেই।"

"আর একটী কথা।"—কিয়ৎক্ষণ চুপ কোরে থেকে, ফ্রান্‌সিস্কো আবেলিনো আবার বোল্লেন, "আর একটী কথা;—ও সব কথায় আর কাজ নাই;—ও প্রসঙ্গটাই ছেড়ে দেওয়া যাক্। আমার ইচ্ছা এই, এর পর যখন—"

"বুঝেছি আপনার ইচ্ছা। আমিও সাবধান হয়েছি। তেমন কর্ম্ম আর হবে না; তাঁর কাছেও না,—আপনার কাছেও না।"

আবেলিনো আবার আমার হস্তমর্দ্দন কোল্লেন।—সখ্যভাবে আবার বোল্তে লাগ্লেন, "যে বেলাটুকু আছে, এতক্ষণ আপ্নি কি কোর্বেন?"—প্রশ্ন কোত্তে কোত্তে ঘড়ী দেখ্লেন। আবার ধূম্রা ধোল্লেন, "এই সবে বেলা তিন্টে। স্বচ্ছন্দে আমরা দু একখানা বাড়ী দেখে আস্তে পারি,—চিত্রশালা দেখ্তে পারি, যথেষ্ট সময় আছে। রাত্রে এইখানে আহার হবে। আর যদি কোথাও আপ্নার নিমন্ত্রণ—"

"না, আজ কোথাও নিমন্ত্রণ নাই।"

"বুঝেছি। যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে এসেছেন, তাঁদের কাছেই নিমন্ত্রণ হবার কথা। কেবল কাউন্ট লিবর্ণোর অনুরোধে নয়, আপনার নিজের গুণেও আপনি সকলের অনুরাগভাজন।"

ঘরে থেকে বেরিয়ে তিনি কাপড় ছাড়্তে গেলেন। দেরী হলো না,—ক্ষণকাল মধ্যেই ফিরে এলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা দুজনেই একসঙ্গে বেড়ালেম। রাত্রে এক সঙ্গে আহার কোল্লেম। আহারান্তে হোটেলে ফিরে এলেম। ফ্রান্সিস্কো আবেলিনোর সদ্ব্যবহারে আমার মনে পরম আনন্দ।

অষ্টবিংশ প্রসঙ্গ।

তিবলিকুমার।

রজনী প্রভাত। বৃথা কাজে এক বেলা কেটে গেল। বেলা দুই প্রহরের কিছু পূর্ব্বে, হোটেলের একজন খানসামা আমায়ে একখানা কার্ড এনে দিলে।—কার্ডে লেখা আছে, "ভাইকাউন্ট তিবলি।"—তৎক্ষণাৎ তাঁরে আমি আমার কাছে নিয়ে আস্তে বোল্লেম। তিনি এলেন। মনে মনে আমি যে রকম ভেবে রেখেছিলেম, সাক্ষাতে দেখ্লেম, সে রকম নয়;—কাউন্ট তিবলির পুত্র আকারপ্রকারে অন্য প্রকার। বয়স অনুমান বিংশতি বৎসর।—বেঁটে,—কাহিল, কিন্তু গঠন মন্দ নয়। মাথার চুলগুলি লোহিতবর্ণ;—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কটা চক্ষু,—দাঁতগুলি বেশ,—খুব জমকালো পোষাকপরা। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে, বিশেষ শিষ্টাচারে তিনি আমার পাণিপেষণ কোল্লেন;—উল্লাসিতস্বরে বোল্লেন,—"কাউন্ট লিবর্ণোর সখার সঙ্গে দেখা কোরে আমি বড় সুখী হোলেম।"

ইনিও বেশ ইংরাজী কথা কন। যদিও বড়লোকের মতন অহঙ্কার রাখেন,—বালকসুলভ চপলতাও আছে, কিন্তু এ দিকে শিষ্টাচার বেশ। দু-চার কথাতেই তাঁর সঙ্গে আমার সখ্যভাব জন্মালো;—কিন্তু একটু খোঁচ থাক্লো। তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা কোরে যেমন সুখী হয়ে এসেছি, তেমন ভাবটী জন্মালো না। ফ্রান্সিস্কো আবেলিনোর

সঙ্গে যেমন বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব জন্মেছে, তেমন বন্ধুত্বও জন্মালো না। আমি ভেবেছিলেম, তিবলিপুত্রের অবয়বে পিতৃ অবয়বের প্রতিবিম্ব দর্শন কোর্‌বো,—সে রকম কিছুই দেখ্‌লেম না। বংশলক্ষণের সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। পূর্ণ গাম্ভীর্য্যে পিতার চেহারা এক রকম,—পুত্র আর এক রকম।

ভাইকাউণ্ট বোল্লেন, "পিতা আপনার কাছে পাঠালেন,—পাঠাবেন বোলেছিলেন। এ নগরের যে যে স্থান আপনি দেখ্‌তে চান, আমিই সঙ্গে কোরে দেখাব।—আমার গাড়ী দরজায় হাজির, আসুন আপনি। যদিও এই প্রথম দেখা, কিন্তু সেটী আপনি ভুলে যান। মনে করুন, আমরা উভয়ে যেন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু।"

আমি উচিতমত উত্তর দিলেম। ভাইকাউণ্টকে পূর্ব্বে যে রকম গর্ব্বিত মনে কোরেছিলেম, কথার ভাবে সে রকম দেখ্‌লেম না। মনে মনে কিছু লজ্জিত হোলেম। মনে মনে বোল্লেম, বেশী ঘনিষ্ঠতা হোলে তাঁর সঙ্গে আরো বেশী বন্ধুত্ব হবে।

হোটেলের দরজায় পরমসুন্দর সুসজ্জিত শকট। সেই শকটে আমরা আরোহণ কোল্লেম। যে সব জায়গা পূর্ব্বে দেখি নাই, সেই সব জায়গা দেখ্‌তে চোল্লেম। ভাইকাউণ্ট অনেক রকমের অনেক কথা বোল্লেন। যাতে আমি আমোদ পাই, সেই ভাবের অনেক সামগ্রী দেখালেন। কিছুতেই আমার বেশী তৃপ্তি জন্মালো না।—বাড়ী দেখেও না, শিল্প দেখেও না। পিতার যেমন সুরুচি,—যেমন সুন্দর বিবেচনাশক্তি, পুত্রে তার কিছুই নাই। ফ্রান্‌সিস্কো আবেলিনোতে যে এক পবিত্রভাব প্রকাশ পায়, সে ভাবের ত কথাই নাই। সুশিক্ষা পেয়েছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু বুদ্ধি কম, শিক্ষার তাদৃশ ফল ফলে নাই। লক্ষণে বোধ হলো, তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। আমোদের স্থানে তিনি আমারে নিয়ে যাবার সঙ্কেত কোল্লেন, মনের ভাব আমি বুঝ্‌লেম,—চুপ কোরে গেলেম। যদি তিনি স্পষ্ট কোরে বোল্‌তেন,—আনাবেলের প্রতিমা হৃদয়ে ভেবে, সে পথে যেতে কখনই আমার মতি হতো না।

সে দিনের দেখাশুনা শেষ হলো, সন্ধ্যাও হয়ে এলো, গাড়োয়ানকে তিনি বাড়ী ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। পথে যেতে যেতে তিনি বোল্লেন, "আজ আপ্‌নি আমার অতিথি। কেন আমি বোল্লেম আমার অতিথি, তার কারণ আছে। কোন অনিবার্য্য কারণে পিতা আমার আজ প্রাসাদে অনুপস্থিত। একখানা জরুরী চিঠী পেয়ে, গতরাত্রেই তিনি স্থানান্তরে চোলে গেছেন। আপনি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন, তখনি তিনি সেই চিঠী পান। কেবল আমার আস্‌বার অপেক্ষায় একটু বিলম্ব হয়েছিল। কাউণ্ট লিবর্ণোর একটী বন্ধুর জন্য কিছু অনুরোধ করা,—সেই জন্যই বিলম্ব।—সেই বন্ধুই আপ্‌নি।"

তিবলিপ্রাসাদে গাড়ী পৌঁছিল। উভয়ে আমরা একটী মনোহর কক্ষে উপবেশন কোরে, নানারকম বাক্যালাপ কোত্তে লাগ্‌লেম। খানিক পরে একজন আরদালী এসে সংবাদ দিলে, "খানা প্রস্তুত।"

ভোজনাগারে যেতে যেতে ভাইকাউণ্ট বোল্লেন, "আজ আর অন্য কাহাকেও নিমন্ত্রণ

করি নাই। কেন না, প্রথম দিন দুজনেই খোসগল্প করা ভাল। পিতা বোলেছেন, আপনি ইতালিক ভাষা ভাল বুঝেন না। ফরাসীভাষা জানেন কি না, সেটী জিজ্ঞাসা কোত্তে তিনি ভুলে গেছেন। সেই জন্যই অপর লোককে আমি নিমন্ত্রণ করি নাই। যাঁদের ভাষা আপ্নি বুঝ্বেন না, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করায় সুখ হবে না। এখন আমি জান্তে পেরেছি, আপনি ফ্রেঞ্চভাষা জানেন। এবার আমি অপরাপর বন্ধুর সঙ্গে আপ্নার আলাপ কোরিয়ে দিব। ইতালিক ভাষা যতটুকু আপনার জান্তে বাকী আছে, আমি বেশ বুঝ্তে পাচ্চি, শীঘ্রই আপ্নি সেটুকু শিখে নেবেন।”

দুজনে আমরা আহারে বোস্লেম। প্রত্যেক আসনের পশ্চাতে এক একজন খানসামা দাঁড়িয়ে থাক্লো,—যা যখন দরকার, তখনি তাই জুগিয়ে দিতে লাগ্লো। আমরা পরিতোষরূপে ভোজন কোল্লেম। তিবলিপুত্র বিলক্ষণ আহার কোল্লেন;—পেটভরে ভাল ভাল মদ খেলেন। আমি অতি অল্পই খেলেম। বড়ঘরে জন্ম,—তরিবৎ ভাল, আদবকায়দা জানা আছে,—বেশী মদ খাওবার জন্যে আমারে তিনি পীড়াপিড়ি কোল্লেন না। বস্তুত দুজনের ভাগ তিনি একাই খেলেন। আহারাবসানে বিশেষ শিষ্টাচারে আমি বিদায় গ্রহণ কোল্লেম।

পূর্ব্বেই বোলেছি, যে হোটেলে আমার বাসা, সেই হোটেলে বিস্তর বিদেশীলোকের গতিবিধি। সুতরাং কাফিঘরে ইংরাজী,—ফরাসী,—জর্ম্মণ, এই তিন ভাষার নানারকম খবরের কাগজ থাকে। পরদিন প্রাতে হাজ্রেখানার সময় আমি একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ কোত্তে লাগ্লেম। কাগজের এক স্থানে দেখ্লেম, কতকগুলি বড়লোক সম্প্রতি ব্রিটিস পীয়ার উপাধি প্রাপ্ত হয়েছে। সেই সব নামের মধ্যে লর্ড একলেষ্টনের নাম। তিনি এখন আরল্ উপাধিপ্রাপ্ত। নামটী দেখেই আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক কথা মনে পোড়্লো। লর্ড এক্লেষ্টন এখন আরল্,—লেডী এক্লেষ্টন এখন কাউন্টেস। তাঁদের সম্বন্ধে,—আমার সম্বন্ধে—পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সব রহস্যব্যাপার ঘোটে গেছে,—ফ্লোরেন্স্ নগরে যা যা ঘোটেছে, পুনঃপুন সেই সব ঘটনাই আমার স্মৃতিপথে উদিত হোতে লাগ্লো।—ওঃ! কস্মিন্কালেও কি সে সব রহস্যের মর্ম্মভেদ হবে না?—লর্ড এক্লেষ্টন কি জন্য আমার সাংঘাতিক বৈরী?—কোন্ কুচক্রে কি রকমে তিনি দুরন্ত লানোভারকে জোগাড় কোরেছিলেন, সে ব্যাপারটা কি কখনও প্রকাশ পাবে না?—শান্তাত্রিনিতা সেতুর নিকটে লেডী এক্লেষ্টনের সঙ্গে আমার যে গুপ্ত কথোপকথন হয়েছিল,—চাকরী ছাড়িয়ে নিয়ে, আমার চিরদিনের ভরণপোষণের উপায় কোরে দিয়ে, তিনি আমারে সুখী কর্বার অঙ্গীকার কোরেছিলেন, সেই সময় সে কথাও আমার মনে পোড়্লো।

খবরের কাগজ পড়া হলো। কাপড় ছাড়্বার জন্য আমি হোটেলের শয়নঘরে যাচ্চি, সিঁড়িতে দুটী স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হলো। দেখেই চিন্লেম, সার আলেক্জন্দর করন্দেল,—লেডী করন্দেল। দেখ্বামাত্রেই তাঁরা আমারে চিন্লেন; আমিও তাঁদের চিন্লেম। বহুদিনের পর সাক্ষাৎ;—প্রথমেই বিস্ময়;—বিস্ময়ের সঙ্গে

পরস্পরের আনন্দ। সুন্দরী এমিলাইন আরো যেন কতই সুন্দরী হয়েছেন,—সার্ আলেক্‌জন্দরেরও লাবণ্যজ্যোতি বেড়েছে। তাঁরা উভয়েই আমারে যথোচিত সমাদর কোল্লেন। প্রথমশ্রেণীর হোটেলে সুসজ্জিতঘরে আমি রয়েছি, তাই দেখে তাঁরা অনায়াসেই বুঝ্‌তে পাল্লেন, অবস্থা ফিরেছে;—দেখে তাঁরা খুসী হোলেন। তাও যদি না হোতো, পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিলেম, সেই অবস্থাতেই যদি থাক্‌তেম, তা হোলেও তাঁদের কাছে আমার সমাদরের ত্রুটি হতো না। না বোলে না কোয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলেম, সেই কথা উত্থাপন কোরে, সার্ আলেক্‌জন্দর আমারে লজ্জা দিলেন না; সদয়ভাবে বোল্লেন, পালিয়ে যদি না আস্‌তেম, তিনি আমার ভাল কোত্তেন;—উন্নত-পদে প্রতিষ্ঠিত কোরে দিতেন। গতকথা নিষ্প্রয়োজন;—আমার পূর্ব্ববন্ধু উকীল ডক্সন কেমন আছেন, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্‌লেম, এখন তিনি বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ কোরেছেন; প্রচুর ধনের অধিকারী হয়েছেন;—সুখে আছেন,—ভাল আছেন। মৃদু হেসে লেডী করন্দেল বোল্লেন, “বৃদ্ধ দমিনী আর তাঁর বন্ধু সাল্টকোট এখন ইতালীতেই ভ্রমণ কোচ্চেন। ফ্লোরেন্সে দেখা হয়েছিল,—রোমে আস্‌বার কথা আছে, শীঘ্রই আস্‌তে পারেন।” সার্ আলেক্‌জন্দর গতরাত্রে রোমনগরে উপস্থিত হয়েছেন। আমার অবস্থা পরিবর্ত্তন কিসে হলো, সে কথা তাঁরা জিজ্ঞাসা কোল্লেন না;—তথাপি আমি আপনা হোতেই এপিনাইনের ডাকাতের দলের গল্প কোল্লেম;—তস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউকের ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত যে রকমে বন্ধুত্ব হয়েছে, সংক্ষেপে সংক্ষেপে সে কথাও জানালেম;—উভয়েই তাঁরা আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। সেই রাত্রে আমারে তাঁরা ভোজনের নিমন্ত্রণ কোল্লেন।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোল্লেম। তাঁদের কাছে বিদায় গ্রহণ কোরে, আপনার ঘরে গেলেম। পার পর ফ্রান্‌সিস্কো অবেলিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য বেরুলেম। তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। আরদালী সে দিন আমারে চিত্রশালায় নিয়ে গেল না। আমি বৈঠকখানায় বোস্‌লেম। আবেলিনো সেইখানে এলেন। তিনি তখন চিত্রশালায় ছিলেন, তাঁরই মুখে শুন্‌লেম। দুজনে আমরা একসঙ্গে নগর দেখ্‌তে বেরুলেম। পূর্ব্বে যে যে স্থান দেখা হয় নাই, সেই সব স্থান দেখ্‌লেম। একটী বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি, হঠাৎ দেখি, সেই বাড়ীর দরজায় ভাইকাউণ্ট তিবলি গাড়ী থেকে নাম্‌ছেন। কার সঙ্গে আমি বেড়াচ্ছি, দেখেই তাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠ্‌লো। আমার দিকে চেয়ে; পরিচিতভাবে একবার মাথা নেড়ে, মদগর্ব্বে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন।—সে চেহারায় যতটুকু গাম্ভীর্য্য থাকা সম্ভব, গর্ব্বিতভাবে ততটুকু গাম্ভীর্য্য দেখিয়ে গেলেন। আমি একবার আবেলিনোর দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম;—দেখ্‌লেম, তিনিও অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়েছেন;—মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এসেছে;—ঠোঁটে যেন রক্তবিন্দু নাই। সর্ব্বশরীর যেন কাঁপ্‌ছে। কোন কথা না বোলেই তিনি আমার একখানি হাত ধোল্লেন। হাতখানিও কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।—আমি বড় অসুখী হোলেম।

অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে, ফ্রান্‌সিস্কো সহসা চঞ্চলস্বরে বোলে উঠ্‌লেন, "দেখ উইলমট! এইমাত্র যা তুমি দেখ্‌লে, সে সম্বন্ধে আমার একটী কথা আছে;—কেবল একটী কথামাত্র। তিবলিপরিবারের সঙ্গে আমার যে একটু মনোবাদ, তাঁদের যেরূপ রেসারেসি, বাস্তবিক তাতে আমার কোন—"

"ও কথার উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। যে সব কথায় মনে অসুখ হয়, সে সব কথার আন্দোলন না করাই ভাল।"

"হাঁ, তা বটে,—তা বটে,—কিন্তু, আমার কোন দোষ নাই।—তা যা হোক, এখন আর ও কথায় কাজ নাই।"

প্রসঙ্গটী ছেড়ে দেওয়া গেল বটে, কিন্তু আবেলিনো অত্যন্ত দুঃখিত থাক্‌লেন। সন্ধ্যার সময় দুঃখিত চিত্তে তাঁর কাছে আমি বিদায় নিলেম। ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এ মনান্তরের কারণ কি?

নিশাকালে আলেক্‌জন্দর দম্পতীর সঙ্গে একত্রে আহার কোল্লেম। সে রজনী অতি-সুখেই অতিবাহিত হলো। পরদিন বেলা প্রায় দুইপ্রহরের সময় ভাইকাউন্ট তিবলি আমার হোটেলে এসে উপস্থিত। আমি দস্তুরমত খাতিরযত্ন কোল্লেম। তিনি অনেক রকম খোসগল্প জুড়ে দিলেন। কথার অবসরে একবার তিনি চমকিত হয়ে বোল্লেন, "ওহো হো! ভাল কথা!—কাল তোমার সঙ্গে দেখা হলো, ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে আলাপ কোল্লেম না, তার কারণ কিছু বুঝতে পেরেছ?" কথা আর না বাড়ে, সেই ইচ্ছায় আমি তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "সে কথা আর কেন তুল্‌ছেন?—কোন রকম অপ্রিয় কথায় বৃথা মন খারাপ করা কেন?"

"না না, একটু বলা চাই;—একটু না শুন্‌লে তুমি বুঝ্‌বে কি?—কথাটী কি জান, ঐ আবেলিনো আগে আগে আমাদের সঙ্গে——"

বারবার আমি বাধা দিলেম। বারবার তিনি জেদাজিদি কোরে ঐ কথাই তুল্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও শুন্‌বো না, তিনিও ছাড়্‌বেন না। গোঁ-ভরেই তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ঐ আবেলিনো আগে আগে আমাদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব রাখ্‌তো।—আমাদের বাড়ীতে যেতো,—পিতাও আদর-যত্ন কোত্তেন, আমিও খাতির কোত্তেম, এখন সে ভাবটা উল্‌টে গেছে। এখন আর বন্ধুত্ব নাই,—শত্রুভাব দাঁড়িয়েছে। তা হোক, আমাদের বিবাদ আমাদেরই আছে, তোমারি সঙ্গে বন্ধুত্ব থাক্;—আমাদেরও থাক্, তারও থাক্,—তোমার সঙ্গে সে বিবাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই।"

ও সব কথা আর শুন্‌তে না হয়, সেই অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি আমি বোল্লেম, "চলুন তবে বেড়িয়ে আসি। যে যে স্থান আমারে দেখাবেন বোলেছেন, চলুন দেখে আসি।"

যে গাড়ীতে তিনি এসেছিলেন, দুজনেই আমরা সেই গাড়ীতে বেরুলেম। নানাস্থান দর্শন কোরে, দুজনেই আমরা আমার হোটেলে ফিরে এলেম। তিবলিপুত্রকে ভোজের নিমন্ত্রণ কোল্লেম। খাদ্যসামগ্রী আয়োজন হলো, খেতে বোস্‌লেম। মদের উপরেই

তিবলিপুত্রের বেশী ঝোঁক। তাঁর নিজ বাড়ীতেও দেখেছি, আমার কাছেও দেখ্‌লেম। চোঁ চোঁ কোরে মদ খেতে আরম্ভ কোল্লেন। বেশ একটু নেসার আমেজ এসেছে, সেই সময় একবার ঢুলুঢুলুচক্ষে আমার মুখপানে চেয়ে, একটু রসিকতা কোরে বোল্লেন, "কি হে উইলমট!—কি হে! তুমি এমন জিনিস খাচ্চো না?—কেবল আমি একাই খাচ্চি, তুমি ত একটুও খাচ্চো না!"

"কেন খাব না?—এই দেখুন না, আপনি,—যতপাত্র আপনি খাচ্চেন, তত পাত্রই আমি গ্রহণ কোচ্চি।—খাব না কেন?"—বাস্তবিক সমস্ত পাত্রেই একটু একটু কোরে আমি চুমুক দিচ্ছি। তিনি মনের আনন্দে পান কোচ্চেন। নেসার ঝোঁকে আবেলিনোর কথাটাই পুনঃপুন তাঁর মুখে আস্‌ছে,—পুনঃ পুন আমি বারণ কোচ্ছি,—কোন একটা বাজে কথা তুলে, পুনঃপুন বারণ কোচ্ছি,—কোন একটা বাজে কথা তুলে, পুনঃ পুন বাধা দিচ্চি,—কিছুতেই তিনি ক্ষান্ত হোচ্চেন না।

কিসে কথাটা চাপা পড়ে?—অনেক রকমের অনেক কথা তুলতে আরম্ভ কোল্লেম। অমুক অট্টালিকাটী ভাল,—অমুক ছবিগুলি খুব ভাল,—ভাস্করী পুতুলগুলি খুব চমৎকার, নানারকমের নানা কথা বোল্‌ছি,—তাঁর মাথার ভিতর কেবল সেই কলহের কথাটাই দপ্‌দপ্‌ কোরে জ্বোলে উঠ্‌ছে। করি কি?—একটী বুদ্ধি খাটিয়ে বোল্লেম, "আর একটা বোতল আনাবো কি?"

ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেম। তথাপি বারবার সেই কলহের সূত্র ধোরে, ভাইকাউণ্ট তিবলি আমারে অসুখী কোত্তে লাগ্‌লেন। "এই বোতল এসেছে!" ব্যগ্রভাবে আমি বোল্লেম,—"এই দেখুন, নূতন বোতল। আসুন ঢালা যাক্‌। পার্ব্বণ দেখ্‌তে যাবার কথাটী আপ্‌নার মনে আছে ত?"

"বেশ মনে আছে। গতবৎসর এই পার্ব্বণের সময়েই আবেলিনোর সহিত আমাদের ভয়ানক মনান্তর ঘটে। তুমি আমি উভয়েই বন্ধু। তোমার—"

আবার ঐ কথাটা চাপা দিবার জন্য আমি বোল্লেম, সেদিন আপ্‌নার গাড়ীতে আমারে একটু স্থান দিবেন?"

"একটু স্থান কেন, যদি তুমি চাও, বারোটা স্থান দিতে পারি।—কিন্তু, বোল্‌ছিলেম কি জান?—সেই—"

"সরাপ হাজির যে!—ওসব কথা এখন কেন? বোতলটা সমাপ্ত কোত্তে হবে কি? না আবার বেড়াতে যাবেন?—নতুবা আর কি কোর্‌বেন?"—ইচ্ছা হলো বলি, ও কথাটা আপনি ছেড়ে দিন; কিন্তু পাছে কর্কশভাব প্রকাশ পায়, সেই জন্য বোল্লেম না। ভাইকাউণ্ট বোল্লেন, "হাঁ, বোতলটা সমাপ্ত করা চাই।"—কাজেও তাই আরম্ভ কোল্লেন। বেশ কোরে মদ খেলেন। রসিকতা কোরে বোল্লেন, "খাসা মদ!—তোমায় আমায় কথা,—চমৎকার মদ!—কথাটা কি জান?—সে চাষাটা—সেই আবেলিনোটা বলে কি না,—বুঝ্‌লে ত?—সেই চাষাটা বলে কি না,—আমার ভগ্নীকে—"

সহসা আমি সিউরে উঠ্‌লেম। পাশের দিকে চেয়ে, চঞ্চল বক্তাকে সচঞ্চলে বাধা দিয়ে বোল্লেম, "থামুন আপ্‌নি। আপনার—"

হোটেলের একজন খানসামা প্রবেশ কোল্লে। সংবাদ দিলে,—তিবলিপ্রাসাদ থেকে একজন চাকর এসেছে, ভাইকাউণ্টকে কোন বিশেষ কথা বোল্‌তে চায়।—বার্ত্তাবহকে তলব হলো;—সে এসে ভাইকাউণ্টের কাণে কাণে চুপি চুপি কি কথা বোল্লে। তিনিও তাড়াতাড়ি তার উত্তর দিয়ে, তারে বিদায় দিলেন। তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, দেখ মিত্রবর! বড় আপ্‌সোষ হোচ্চে, এখনি আমাকে যেতে হলো। বোতলটা আধা আধি থেকে গেল।—পিতা বাড়ীতে ছিলেন না,—সংবাদ পেয়েছিলেম, আস্‌তেও কিছু বিলম্ব হবে। এখন শুন্‌লেম, অকস্মাৎ তিনি ফিরে এসেছেন। যেতে হলো। শুন্‌লেম, ভারী দরকারী কথা।—এখনি যাওয়া চাই;—চোল্লেম।"

মদের গন্ধ একটু ঢাকা দিবার মৎলবে, একচুমুক সোডাওয়াটার খেয়ে, ভাইকাউণ্ট তিবলি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেশ একটু টোল্‌তে টোল্‌তে গেলেন।

ঊনত্রিংশ প্রসঙ্গ।

আবেলিনোর কাহিনী।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে হোটেলে আমি বোসে আছি।—একটা বিষম সমস্যা ভাব্‌ছি। তিবলিপুত্র কাল সন্ধ্যাকালে বোলে গেলেন, সিগ্‌নর আবেলিনো তাঁর ভগ্নীকে,—হাঁ, তাঁর ভগ্নীকে হয় ত বিয়ে কোত্তে চান। এটী কি রকম কথা?—ভাব্‌ছি, আবেলিনোর একখানি চিঠী পেলেম। চিঠী বলে, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ,—সাক্ষাৎ কর্‌বার প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ আমি উঠ্‌লেম। হোটেল থেকে আবেলিনোর বাড়ী প্রায় দেড় মাইল। পদব্রজেই চোল্লেম। যেতে যেতে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, কাণ্ডকার্‌খানা কি? ভাইকাউণ্ট বোলে গেলেন, "আবেলিনো একটা চাষা!"—ওঃ! কলহে সকলই হয়।—মনান্তরেই ভাবান্তর।—এমন সদালাপী,—এমন সামাজিক,—এমন সুশিক্ষিত, তাঁরে বোল্লেন, চাষা! মিত্রভাবে যিনি তিবলিপ্রাসাদে গতিবিধি কোত্তেন,—তস্কান রাজপুত্র যাঁর প্রিয়সখা, তিবলিপুত্র তাঁরে বোল্লেন,—"চাষা!"—কি আশ্চর্য্য!—আরও এক কথা!—ভাইকাউণ্টের ভগ্নী আছে, একথাও ত আমি প্রথম শুন্‌লেম। সত্যই কি কাউণ্ট তিবলির কন্যা আছেন? তাঁর নিজের মুখে ত শুনেছি, অনেকদিন স্ত্রীবিয়োগ,—কেবল একটীমাত্র পুত্র। এটী তবে কি কথা? কন্যা কি তবে মোরে গেছে?—ভাইকাউণ্ট বোল্লেন, কলহের সূত্র গত বৎসর।—সে কলহের উপলক্ষ সেই ভগ্নী।—ভগ্নী থাকা যদি সত্য হয়, এক বৎসরের ভিতরেই মোরেছে।—শোকচিহ্ন ধারণের নির্দ্দিষ্ট কালও হয় ত ফুরিয়েছে।

প্রদেশের বড়লোকেরা কেবল ছয়মাসমাত্র শোকচিহ্ন ধারণ করেন। ছমাস হয় ত অতীত হয়ে গেছে।—তাই কি হবে ?

এই সব ভাব্তে ভাব্তে আবেলিনোর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছিলেম। একটী ঘরে একখানি কৌচের উপর তিনি অর্দ্ধশায়িত। বদন বিবর্ণ।—চিন্তামলিন। আমায় দেখে একটু হাসিমুখে প্রফুল্লতা দেখাবার চেষ্টা কোল্লেন, কিন্তু প্রফুল্লতা আস্বে কেন ? ভিতরে ভিতরে চিন্তাবহ্নি জ্বোল্ছে।

আবেলিনো বোল্লেন, "প্রিয়মিত্র ! বড়ই দুঃখিত হোলেম, আজ আমি তোমার কাছে যেতে পারি নাই। যে সব মনোরম স্থান দেখে তুমি আমোদিত হও, সে সব জায়গায় তোমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাই, তেমন সামর্থ্যও আজ আমার নাই। তোমার কাছে মনের কথা গোপন কোর্বো কেন ? গত পরশ্ব যে ঘটনা হলো,—বুঝেছি তুমি, কি কথা আমি বোল্ছি ?"

"তবে ও কথা বোল্ছেন কেন ?"

"বোল্ছি কেন ?--সেই সব কথাই আগে মনে পড়ে। আমার অসুখে অপরকে অসুখী করা আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জন্মেছে। বন্ধুর কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ কোল্লে দুঃখের ভার অনেক লাঘব হয়।"

আমি বোল্লেম, "কাল রাত্রে ভাইকাণ্টউ আমার হোটেলে আহার কোরেছেন। আপ্নাদের ঐ বিরোধের কথা তোল্বার জন্য তিনি সদাই ব্যস্ত। বারবার আমি থামাবার চেষ্টা কোল্লেম,—"

"পাল্লে না ?—না ;—নিশ্চয় বুঝ্তে পাচ্চি, থামাতে তুমি পার নাই।—কথগুলো কি সব তিনি বোলেছেন ?"

"না।—সব না, গুটীকতকমাত্র।—তা যা হোক, ও সব কথা ছেড়ে দিন।"

"শুন্তে তোমার যদি কষ্ট হয়, তবে ছেড়ে দিচ্চি।—কিন্তু যদি আমার কষ্ট হবে বোলে তুমি সে সব কথা শুন্তে না চাও, তা হোলে আমি কেনই না বোল্বো ? কষ্ট আছে বটে, কিন্তু তোমার কাছে প্রকাশ কোল্লে সে কষ্ট অনেক কম হবে।"

"কিন্তু মনে করুন, কাউণ্ট তিবলি আমার বন্ধু ;--তাঁর পুত্রের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়েছে ; তাঁদের বাড়ীতে আমি আহার কোরেছি। তাঁরা আমারে সমাদর কোরেছেন।"

"কোরেছেন সত্য,—বন্ধুত্ব হয়েছে সত্য,—কিন্তু আমার গল্পটী শুন্লে সে বন্ধুত্ব তোমার যাবে না ;—সব ঠিক থাক্বে। বরং আমার প্রতি তোমার দয়া হবে। বোধ হয়, কিছুদিন তুমি রোমনগরে থাক্ছো। আমি মনে কোচ্চি, কথাগুলি তোমার শুনে রাখা উচিত। তাঁরা আমার প্রতি অন্যায় অসম্মান কোচ্ছেন।—আমার দেহ—মন উভয়ই দিন দিন অসুস্থ হয়ে উঠ্ছে। কথাগুলি শুন্তে তোমার বাধা কি ?—দুঃখের কথাগুলি বোল্তেই বা আমার দোষ কি ?"

আর আমি আপত্তি কোত্তে পাল্লেম না। বিশেষত ভাইকাউণ্টের মুখে যতটুকু

শুনেছি, তার শেষটুকু শোন্‌বার জন্যে মনে মনে কৌতূহল জন্মেছে। কিছুই বোল্লেম না; চুপ্ কোরে থাক্‌লেম।

আবেলিনো আরম্ভ কোল্লেন:—

"আমার পিতা সিবিটাবেচিয়া নগরে একজন সওদাগর ছিলেন। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র। তাঁর অর্থের অভাব ছিল না। তিনি আমারে যথোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিয়েছেন। আমার যখন আঠারো বৎসর বয়স, তখন কার্‌বারে লোক্‌সান হয়, পিতা দেউলে হন। মনের দুঃখে—অসম্ভ্রমে—অপমানে তাঁর শক্ত পীড়া জন্মে। সেই পীড়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি মাতৃহীন ছিলেম,—পিতৃহীন হোলেম। আমার এক পিতৃব্য আমাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ কোল্লেন। তিনি বিলক্ষণ ধনবান্ ছিলেন। আমার পিতার দুঃসময়ে তিনি যদি কিছু সাহায্য কোত্তেন,—পিতার মানসম্ভ্রম নষ্ট হতো না;—অকালমৃত্যুও ঘোট্‌তো না। তা তিনি কোল্লেন না। পিতৃব্য আমাকে ইংলণ্ডে পাঠালেন। লণ্ডনের এক সওদাগরী আফিসে আমি কাজকর্ম্ম শিখ্‌তে লাগ্‌লেম। ইতালীয় সওদাগরের আফিস। দুই বৎসর সেখানে আমি থাকি। সেইখানেই ইংরাজী ভাষা শিখি। একদিন আমি সংবাদ পেলেম, পিতৃব্যের মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং তাড়াতাড়ি আমাকে ইতালীতে ফিরে আস্‌তে হলো। কেন না, আমি তাঁর সমস্ত বিষয়বিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী। পিতৃব্য সিবিটাবেচিয়াতেই বাস কোরেছিলেন।—সিবিটাবেচিয়াতেই আমি উপস্থিত হোলেম; বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হোলেম। সব যদি আমি রাখ্‌তে পাত্তেম, তা হোলে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হোতেম। কিন্তু দেউলে অবস্থায় পিতার কলঙ্ক রোটেছিল। ঋণগ্রস্ত বোলে লোকের কাছে নিন্দাভাজন হয়েছিলেন;—পিতৃব্যের বিষয়াধিকারী হয়ে সমস্ত মহাজনকে আমন্ত্রণ কোল্লেম, মায়সুদ সকলের পাওনা টাকা পরিশোধ কোরে দিলেম। অনেক দেনা ছিল, পরিশোধ কোত্তে আমার অনেক গেল। যৎকিঞ্চিৎ যা থাক্‌লো, তাই আমার এখনকার সম্বল।"

আবেলিনোর হস্তধারণ কোরে সাধুবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম,—"ওঃ! আপনার চরিত্র অতি নির্ম্মল।"

"আমি আমার কর্ত্তব্য কাজই কোরেছি। তাতে আর আমার প্রশংসা কি? যা হোক্, কিছু দিন সিবিটাবেচিয়াতে থেকে, রোমনগরে আসি। এই বাড়ীতেই বাস করি। সকলের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়। অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়,—বড় বড় লোকের সঙ্গে জানাশুনাও হয়ে উঠে। সিবিটাবেচিয়ার সদাগরের পুত্র আমি, সে কথা কাহাকেও বলি নাই। কেহ সে পরিচয় জিজ্ঞাসাও করেন নাই। বিষয় পেলেম কোথা, সে পরিচয়ও কাহারো নিকট দিতে হয় নাই। রোমনগরের সমস্ত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়।—তাঁদেরই মধ্যে একজন কাউণ্ট অব তিবর্লি। যে সব কথা বোল্‌ছি, এসব হলো দুবৎসের কথা। সে সময়ে ভাইকাউণ্ট তিবুলির বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ। কাউণ্টের কন্যা ষোড়শবর্ষীয়া। কন্যার নাম আন্তোনিয়া।"

আন্তোনিয়া নামটী আমি সেই প্রথম শুন্‌লেম। নামটী উচ্চারণ কোরেই আবেলিনো কেমন একরকম উৎকণ্ঠিত হোলেন। আন্তোনিয়া বেঁচে আছে কি না, ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করি।—তখনি আবার সে ইচ্ছাকে দমন কোল্লেম। গল্পটী তিনি বোলে যাচ্ছেন, বোলে যান;—এসময় বাধা দেওয়া ভাল নয়। কিছুই জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। আবেলিনো বোল্‌তে লাগ্‌লেন:—

"হাঁ, ঠিক দুই বৎসর;—তিবলিপ্রাসাদে যে সময় আমি প্রথম পরিচিত হই, সেই সময় থেকে ঠিক দুই বৎসরের কথা। এক জন বড়লোকে আমারে পরিচিত কোরে দেন। আমিও যথেষ্ট আদর পাই। ভাইকাউণ্ট তখন একজন উদ্ধত বালক। আত্মগরিমা,—বৃথা গর্ব্ব,—বাচালতা, সর্ব্বপ্রকারেই চপল। বড়ঘরে জন্ম,—পিতাও অমায়িক ভদ্রলোক;—তাতেই কিছু কিছু শিক্ষা;—জনসমাজে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র ছিলেন না। কেন জানি না, প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই আমার প্রতি ভাইকাউণ্টের অত্যন্ত ঘৃণা।

"এই বার আন্তোনিয়ার কথা বলি। প্রথম রাত্রেই আন্তোনিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে আমি মোহিত হয়ে পড়ি। তুমি তাঁরে দেখ নাই, রূপ বর্ণনা কোরে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিতে পার্‌বো না;—রূপে আমি মোহিত হয়ে পোড়্‌লেম। প্রথম দর্শনেই প্রেমানুরাগ জন্মে। দিনকতক যায়,—মাস যায়,—কতমাস যায়, নিত্য নিত্য তিবলিপ্রাসাদে আমি যাওয়া আসা করি। কাউণ্ট লিবর্ণো সেই সময়ে রোমনগরে ছিলেন। তিনিও সর্ব্বদা তিবলিপ্রাসাদে গতিবিধি করেন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বোল্‌তে লজ্জা করে, আন্তোনিয়াকে দেখে পাছে তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন, আমার তখন সেই ভয় হয়েছিল। শেষে জান্‌তে পাল্লেম, তস্কানীর রাজপুত্র আমার প্রণয়প্রতিযোগী নন;—আমার পরমবন্ধু। আন্তোনিয়াও ভাবভঙ্গীতে আমার প্রতি অনুরাগিণী। তুমি জান্‌তে পেরেছ, আমি একজন চিত্রকর। কাউণ্ট তিবলি চিত্রবিদ্যা বড় ভালবাসেন। আপন প্রাসাদেও তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল চিত্রপট সংগ্রহ কোরে রেখেছেন। কোন্‌খানি ভাল, কোন্‌খানি মন্দ, আমাকে দেখাতেন;—বিচার কোত্তে বোল্‌তেন। কাউণ্ট লিবর্ণোও আমাদের কাছে থাক্‌তেন। আমি সব দোষগুণ বোলে দিতেম। দেখে শুনে আন্তোনিয়ার পিতা আমার প্রতি সমধিক স্নেহ জানালেন। আন্তোনিয়ার সঙ্গে সর্ব্বদাই আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়;—কতদিন গেল, প্রেমানুরাগের কথা একদিনও আমার মুখে প্রকাশ হলো না; কিন্তু ভাবে বুঝ্‌তেম, মনে মনে আন্তোনিয়া যথার্থই আমার প্রতি অনুরাগিণী।

"কিছুদিন রোমনগরে থেকে তস্কানরাজকুমার স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। তদবধি তাঁর সঙ্গে আমার অকপট বন্ধুত্ব। তিনি বিদায় হবার পর, যুবা ভাইকাউণ্ট নেপেল নগরে যাত্রা কোল্লেন। সেখান থেকে সিসিলিতে গেলেন। কিছুদিন বাহিরে বাহিরেই কাটালেন। সেই অবকাশে আন্তোনিয়ার সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ হয়। তার পিতাও তাতে উৎসাহ দেন। নির্জ্জনেও দেখা করি। তখনো পর্য্যন্ত বিবাহের

কথা উত্থাপন করি নাই। একদিন আন্তোনিয়ার সঙ্গে তিবলি উদ্যানে আমি ভ্রমণ কোচ্ছি, পশ্চিমাকাশে দিবাকর অস্ত যাচ্চেন, আকাশ নির্ম্মেঘ—পরিষ্কার;—চারিদিকে নানাজাতি পুষ্প বিকসিত হয়েছে,—পুষ্পগন্ধে চারিদিক আমোদিত;—অতি সুখময় স্থান; অতি সুখময় সময়। আন্তোনিয়া সেইদিন অনুরাগের কথা প্রকাশ করেন। যদিও আমি জান্তেম, আন্তোনিয়া আমার প্রতি অনুরাগিণী তথাপি যে আনন্দ তখন মনে হলো, সে কথা বল্‌বার নয়। সস্নেহে তাঁর হস্ত চুম্বন কোরে, প্রেমানন্দসাগরে আমি ডুব্‌লেম। জীবনে তেমন সুখ আমি আর কখনও অনুভব করি নাই। বার বার কতবার আন্তোনিয়াকে নিয়ে নির্জ্জনে আমি ভ্রমণ কোরেছি, কিন্তু তেমন সুখ একদিনও আমার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। ঘরে ফিরে এসেও সেই সুখে উন্মত্ত থাক্‌লেম। সত্য কি স্বপ্ন, কতবার তোলাপাড়া কোল্লেম। তখন আমার মন এম্‌নি হলো, আন্তোনিয়াকে না দেখে আমি থাক্‌তে পারি না। আমি আন্তোনিয়াকে ভালবাসি,—আন্তোনিয়া আমাকে ভালবাসেন;—আমি আন্তোনিয়ার পাণিগ্রহণে অভিলাষী,—আন্তোনিয়া আমাকে পাণিদানে অভিলাষিণী। অন্তরে অতুল আনন্দ।—প্রেমের কথা মুখে ব্যক্ত করা ভাল নয়, কিন্তু মন যারে চায়, তার কাছে প্রকাশে সুখ আছে।

"নিত্য নিত্য আন্তোনিয়ার সঙ্গে আমি দেখা করি। এই রকমে একবৎসর। আন্তোনিয়ার বয়ঃক্রম তখন সপ্তদশ বর্ষ। আর তবে বাধা কি? তাঁর পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করা স্থির কোল্লেম। আন্তোনিয়াকে সে কথা বোল্লেম। সলজ্জবদনে অবনতনয়নে আন্তোনিয়া সম্মতি দিলেন। কাউণ্ট তিবলির সঙ্গে আমি দেখা কোত্তে গেলেম। যখন গেলেম, তখন তিনি একা ছিলেন, মনের কথা খুলে বোল্লেম। যতক্ষণ বোল্লেম, প্রফুল্লবদনে ততক্ষণ তিনি সব কথাগুলি শুনলেন,—একটু নিমরাজীও হোলেন;—কেবল একটুখানি খুঁত রেখে বোল্লেন,"আন্তোনিয়ার একটী ধর্ম্মপিতা আছেন, তিনি আমাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তোনিও গ্রাবিনা। প্রচুর ধনের ঈশ্বর তিনি। কতবার তিনি আমারে বোলেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর আমার আন্তোনিয়া সমস্ত বিভবের অধিকারিণী হবে। সেই জন্যই মত লওয়া আবশ্যক।—তার জন্য তুমি কিছু ভেবো না, আমি যখন রাজী হোচ্চি, তখন অবশ্যই তিনি রাজী হবেন। এখন তিনি দেশে নাই; শীঘ্রই আস্‌বেন;—সমস্তই স্থির হবে। এখন তুমি যেমন এখানে যাওয়া আসা কোচ্চো,—দেখাসাক্ষাৎ কোচ্চো, সেই রকম কর। তোমাদের বিবাহ হোলে, আমিও পরমসুখী হব।

"কাউণ্ট তিবলির অঙ্গীকারে আমার মনের একটা ধন্দ কেটে গেল। আমি ভেবেছিলেম, তাঁরা বড়লোক,—তাঁরা ধনবান্, তাঁদের সঙ্গে তুলনায় আমি সামান্যলোক, হয় ত হতাশ হোতে হবে;—কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে সন্দেহ আমার ঘুচে গেল। যুবা ভাইকাউণ্ট আমাকে ঘৃণা করেন, তাঁর মতের সঙ্গে কোন সংস্রব থাক্‌লো না;—এটীও বড় সুখের বিষয়।—তদবধি আরো ঘন ঘন আন্তোনিয়ার সঙ্গে দেখা কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। প্রগাঢ় প্রেমে মানসিক ভাব,—অন্তরের সরলতা,—কিছুই আমার জান্‌তে বাকী

থাক্‌লো না। সেই সময় সেণ্টপিটার ধর্ম্মশালায় এক মহোৎসব।—স্বয়ং পোপ সেই উৎসবে সভাপতি।—কাউণ্ট তিবলি ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনাকে ঐ বিষয়ে চিঠী লিখেছিলেন।—তিনি উত্তর দিয়েছেন, ঐ উৎসবের সময় আস্‌বেন; তিবলিপ্রাসাদেই আহার কোর্‌বেন। আন্তোনিয়ার পিতা আমাকেও সেই রাত্রে নিমন্ত্রণ কোল্লেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে পূর্ব্বে আমার জানাশুনা ছিল না; সেই উপলক্ষে পরিচয় কোরিয়ে দিবেন, এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হলো।

"উৎসবদিন সমাগত। কাউণ্ট তিবলি, কুমারী আন্তোনিয়া, আর আমি, একসঙ্গে ধর্ম্মমন্দিরে গেলেম। উৎসব দেখে ঘরে ফিরে এলেম। নিশাকালে তিবলিপ্রাসাদে ভোজ। সেই নিশাকালেই আমার ভাগ্যের শেষ পরীক্ষা।—নিমন্ত্রণে গেলেম। অন্তরে আনন্দবেগ ধরে না। তথাপি সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু সংশয়। না জানি কি ঘটে;—না জানি আন্তোনিয়ার ধর্ম্মপিতা কি বলেন। যখন আমি উপস্থিত হোলেম, তখন দেখি, ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনা এসে উপস্থিত হয়েছেন;—কাউণ্ট তিবলি আর আন্তোনিয়া তাঁর কাছেই বোসে আছেন।—ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মাধ্যক্ষকে আমি দেখে এসেছি;—একটু দূরে ছিলেন, মুখখানি ভাল কোরে দেখ্‌তে পাই নাই; তখন দেখলেম, বেশ গম্ভীর; বেশ সাধুভাব; কিন্তু একটু একটু যেন গর্ব্ব প্রকাশ পায়। বয়স প্রায় আশী বৎসর;—কিন্তু দেখ্‌তে বেশ সবল,—সুস্থশরীর।—কাউণ্ট আমাকে নিকটে ডেকে পরিচয় দিয়ে দিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ আমাকে বেশ আদর অভ্যর্থনা কোল্লেন।—একটু পরেই ভোজের আয়োজন। সকলেই আমরা ভোজনগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। কেবল আমরা চারটী, আর কেহছিলেন না। আন্তোনিয়ার পাশেই আমি বোস্‌লেম। মনে মনে পূর্ণ উৎসাহ।"

আবেলিনো একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। খানিকক্ষণ চুপ কোরে থাক্‌লেন। তার পর আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন :—

"ভোজন সমাপ্ত হবার পর, কাউণ্ট তিবলি কন্যাকে সে খান থেকে একটু সোরে যেতে ইঙ্গিত কোল্লেন।—আন্তোনিয়া উঠে গেলেন। আমি তখন ভাব্‌লেম, এইবার বুঝি আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলো। বাস্তবিক কথাও ঠিক। কাউণ্ট তিবলি সস্নেহবচনে আমাকে বোল্লেন,—প্রিয় ফ্রান্‌সিস্কো! তোমার কাছে আমি যা অঙ্গীকার কোরেছি, ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভুকে সে সব কথা আমি বোলেছি;—তোমার গুণের কথাও বোলেছি। বংশমর্য্যাদাও প্রকাশ কোরেছি।" এই পর্য্যন্ত শুনতে শুন্‌তে আমি একটু চোম্‌কে উঠ্‌লেম।—বংশমর্য্যাদার কথা আমাকে তখন যেন কেমন কেমন লাগ্‌লো।—ঠিক সেই অবকাশে আন্তোনিয়ার সহোদর দরজার সম্মুখে উপস্থিত।—যে কথা হোচ্ছিল, সে কথা থেমে গেল। আমারও সন্দেহ বেড়ে উঠ্‌লো। যুবা ভাইকাউণ্ট চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিতার কথাগুলি শুনছিলেন। শুনে শুনে মুখ মুচ্‌কে মুচ্‌কে হিংসার হাসি হাস্‌ছিলেন।—সেই হাসি দেখে আমি দোমে গেলেম। পিতাকে তিনি অভিবাদন কোল্লেন;—ধর্ম্মাধ্যক্ষকে অভিবাদন কোল্লেন;—বক্রকটাক্ষে যেন রেগে রেগে আমার

দিকে একবার চাইলেন।—আমি সেলাম কোল্লেম, তিনি ভ্রূক্ষেপও কোল্লেন না। বিনীতভাবে কাউণ্ট বোল্লেন, 'এ কি ?—সিগ্‌নর আবেলিনো অচিরেই তোমার ভগ্নীপতি হবেন, তুমি এঁর সঙ্গে ভাল কোরে আলাপ কোল্লে না ?' পুত্র উত্তর দিলেন, 'শুনেছি সব ;—শুনেছি সব !—আমি বাড়ীতে ছিলেম না, এর ভিতর যে যে কাণ্ড ঘোটেছে, সব আমি শুনেছি,—ভগ্নীর মুখেই শুনেছি।'

"কাউণ্ট যেন একটু রাগত হোলেন।—ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিস্মিত। আমি যেন জড়বৎ নিস্তব্ধ। ভাইকাউণ্ট বোল্‌তে লাগ্‌লেন, 'পিতা! আমি ভেবেছিলেম, ভদ্রবংশে যার জন্ম নয়, তার সঙ্গে আপনি কন্যার বিবাহ দিবেন না। কিন্তু এ কি তবে ? সম্প্রতি আমি সিসিলি থেকে সিবিটাবেচিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ কোরে এসেছি। বেচিয়াবন্দরে যে কথা আমি শুনে এলেম, বলি শুনুন।'—এই পর্য্যন্ত বোলে কুটিল কটাক্ষে আমাকে নির্দ্দেশ কোরে, ভাইকাউণ্ট আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আচ্ছা,—এই ব্যক্তি নিজেই বলুক দেখি, বড় বড় মহাজনকে বিস্তর টাকা ফাঁকি দিয়ে সিবিটাবেচিয়ার একজন দেউলে সওদাগর পৃথিবী থেকে পালিয়েছে, এই ব্যক্তি নিজেই বলুক দেখি,—এ সেই প্রবঞ্চক দেউলে সওদাগরের পুত্র কি না ?

"ক্রোধে অভিমানে আসন থেকে লাফিয়ে উঠে, আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "হাঁ মি লর্ড! সিবিটাবেচিয়ার সওদাগরের পুত্রই আমি।—আমি প্রচুর ধনের অধিকারী হয়েছিলেম; কিন্তু পিতৃঋণ পরিশোধ কোত্তে প্রায় সমস্তই আমি ব্যয় কোরেছি। কাহারো কিছুমাত্র বাকী রাখি নাই।'—ভঙ্গী কোরে মাথা নেড়ে নেড়ে, ভাইকাউণ্ট বোল্লেন, হুঁ হুঁ হুঁ, এই দেখুন, আপনিই বোল্‌ছে দেলেলোকের ছেলে ;—নিজের মুখেই স্বীকার কোচ্ছে। আপনাদের কাছে মিথ্যাকথা বোল্‌তে পাচ্ছে না।'

"হায় হায়! কাউণ্ট তিবলি তখন ক্রোধারক্তনয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত কোল্লেন। আমি মিনতি কোরে বোল্লেম, 'আগাগোড়া সব কথা শ্রবণ করুন।' কাউণ্ট তিবলী আমার কোন কথাই শুন্‌লেন না ;—কথা বোল্‌তেই দিলেন না ;—রেগে রেগে বোল্লেন,—"শুন্‌বো আবার কি ?-বোল্‌বে আবার কি ?—যা শোন্‌বার, তা আমি শুন্‌লেম। তোকে বাড়ীতে আস্‌তে দেওয়াই গোড়ায় আমার দোষ হয়েছে।—এখনি আমি গালাগালি দিতেম, কিন্তু কি বোল্‌বো, যে দিন তুই আমার সাক্ষাতে আমার কন্যার বিবাহের কথা প্রস্তাব করিস্,—কে তুই, কি বৃত্তান্ত, কার ছেলে,—কিছুই আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, সেটা আমারই দোষ!' '—এই সব কথা বোলে, সক্রোধে তিনি আমারে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌তে হুকুম দিলেম। আমি ত একেবারেই হতজ্ঞান! সেই মুহূর্ত্তেই যেন পাগল হয়ে উঠ্‌লেম। বারবার মিনতি কোরে বোল্লেম,—আমার কথাগুলি শুনুন।—কিন্তু তিনি শুন্‌লেন না,—গ্রাহ্যই কোল্লেন না। আমি যেন তখন জ্ঞানশূন্য হয়ে পোড়্‌লেম,—ভাইকাউণ্টকে হিংস্র কাপুরুষ বোলে ধিক্কার দিলেম। কাউণ্ট তিবলি আরো রেগে উঠ্‌লেন। তিনি আমাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বোলে বিস্তর কটূক্তি

কোল্লেন। ভাইকাউণ্ট তখন যো পেলেন,—জোর পেলেন;—যা মুখে এলো, তাই বোলে আমাকে গালাগালি দিলেন। আমি তখন এম্‌নি মোরিয়া হয়ে উঠ্‌লেম যে, সেই হিংস্র কাপুরুষকে মারিমারি মনে হলো;—বেশী কথা কি, ঘুষী পর্য্যন্ত তুল্লেম। তখন স্মরণ হলো, আন্তোনিয়ার ভ্রাতা।—আর পাল্লেম না,—থেমে গেলেম। ধর্ম্মাধ্যক্ষ মধ্যবর্ত্তী হোলেন। গম্ভীরবদনে বোল্লেন, 'যদি তুমি মান চাও, তা হোলে বেরিয়ে যাও। যাঁরা তোমাকে নিকটে থাকৃতে দিচ্চেন না, কেন মিছে সেখানে থেকে তর্কবিতর্ক বাড়াও?'—তার পর কি হলো, কিছুই আমার মনে নাই।—কি অবস্থায়, কি রকমে, সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি,—তাও আমার মনে নাই;—তাও আমি জানি না।—বাস্তবিক তখন আমি ঠিক পাগল। তার পর যখন একটু প্রকৃতিস্থ হোলেম, তখন দেখ্‌লেম, নিজের বাড়ীতে এসেছি। এই এখন যে কৌচে বোসে আছি, এই কৌচেই বোসেছি; হাঁপাচ্চি,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছি,—বুক চাপ্‌ড়াচ্ছি,—মাথার চুল ছিঁড়্‌ছি,—বালকের মত ভেউ ভেউ কোরে কাঁদছি।"

ফ্রান্‌সিস্কো আবার চুপ কোল্লেন। তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে আমারও চক্ষে জল এলো। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আর কথা কইতে পাল্লেন না। অতীত স্মৃতি বড় কষ্ট দেয়।—বহুকষ্টে মনোবেগ সম্বরণ কোরে, ফ্রান্‌সিস্কো আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন :—

"কি বোল্‌বো প্রিয়বন্ধু, আমার তখনকার মনের অবস্থা প্রকাশ করি,—ভাষায় তেমন কথা খুঁজে পাচ্চি না। আন্তোনিয়া আমার গেল! আন্তোনিয়ালাভের আশা আমার চিরদিনের মত গেল! তা ত গেলই,—আশা ত ডুব্‌লোই;—তার উপর আবার অকথ্য অপমান,—প্রবঞ্চক—ভিক্ষুক—ছোটলোক!—চোরডাকাতের মত যেন আমাকে দূর দূর কোরে তিবলিপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলে! কাতরে কাঁদ্‌লেম,—কত যে অনুতাপ কোল্লেম,—কতই যে নৈরাশ্যসাগরে ভাস্‌লেম,—সে সব কথা মনে কোল্লে, এখনো যেন পাগল হোতে হয়। পরদিন আর কোথাও গেলেম না। কি করি?—উপায় কি?—এই ঘরের এধার ওধার পাইচারী কোল্লেম। কি কৌশলে একবার আন্তোনিয়ার দেখা পাই?—যে রকম গাঢ় প্রেমানুরাগ,—যদি দেখা পাই, আন্তোনিয়া অবশ্যই আমার সঙ্গে স্থানান্তরে পালিয়ে যেতে রাজী হবেন। সেই উপায় অবধারণ কোত্তে লাগ্‌লেম। বিভ্রান্ত হয়ে আর্শীতে মুখ দেখ্‌লেম। আপনার চেহারা দেখে আপনিই ভয় পেলেম। একরাত্রের মধ্যেই যেন ভূতের মত চেহারা হয়েছে। সমস্ত দিন কোথাও গেলেম না। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গে একটা লবেদা জড়িয়ে, তিবলিপ্রাসাদের নিকটে চোলে গেলেম। খানিকক্ষণ গাঢাকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, প্রাসাদের একজন পদাতিক বেরিয়ে এলো। সে আমার বেশ চেনা;—অত্যন্ত অনুগত;—আমাদের সব কথাই সে জানে। আমার প্রতি তার ভক্তিশ্রদ্ধাও আছে। যে মৎলবে বেরিয়েছি, তারি দ্বারা সুবিধা হোতে পারে;—সে আমার কাছে বক্‌সিসও পেয়েছে;—তারি দ্বারা কাজ হবে বিবেচনা কোল্লেম।—আরো এক সুপারিস্।—সেই পদাতিকের সহোদরা ভগ্নী কুমারী আন্তোনিয়ার

প্রধানা কিঙ্করী। আমি একখানা চিঠী লিখে নিয়ে গিয়েছিলেম। পদাতিককে সেই চিঠীখানি দিলেম। সে তার ভগ্নীর হাত কোরে সেখানি আন্তোনিয়াকে দিলে। কতকক্ষণে জবাব আসে, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেম। একঘণ্টার মধ্যেই জবাব এলো। কোমলতাপূর্ণ—প্রেমপূর্ণ—বিষাদপূর্ণ প্রত্যুত্তর। চিঠী দেখে চিঠীর উপরেই আমি অশ্রুবিসর্জ্জন কোল্লেম। ভগ্নহৃদয়ে তবু একটু প্রবোধ পেলেম। চিঠীপত্র লেখার সুবিধা হলো। পদাতিককে বোল্লেম, কুমারী আন্তোনিয়া যদি কোনরকমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্তে পারেন,—তোমরা যদি তার কোন রকম উপায় কোত্তে পার, তোমাকে আর তোমার ভগ্নীকে দুজনকেই আমি চাকরী দিব;—নিজের কাছেই রাখবো। পদাতিক রাজী হলো। প্রাণাধিকা আন্তোনিয়ার দ্বিতীয় পত্রে আমি অবগত হোলেম, শক্ত পাহারা। -পিতা ভ্রাতা উভয়েই সদাসর্ব্বদা তাঁরে নজরে নজরে রাখেন। পালাবার সম্ভাবনা কম। কে বলে কম?—আমার মন তখন তা শুনবে কেন?—দ্বিতীয়-পত্রে আমিও লিখলেম, পলায়নে মত আছে কি না? উত্তর পেলেম, সম্পূর্ণ মত। আনন্দের সীমা নাই। হৃদয়ের প্রণয়িনী আমার সঙ্গে পালাবেন।—পরদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি একখানি চারঘোড়ার ডাকগাড়ী ভাড়া কোল্লেম। তিবলি-নিকেতনের খিড়কীর বাগানের ফটকে গাড়ীখানা দাঁড়ালো। সেই পদাতিক খিড়কীর বাগানের চাবী সংগ্রহ কোর্‌বে অঙ্গীকার কোল্লে। তারাও ভাইভগ্নীতে আমাদের সঙ্গে পালাবে স্থির হলো। রোমের সীমা ছাড়িয়ে তস্কানরাজ্যে পালাবো।—অতি শীঘ্রই পৌঁছিব। সেইখানেই পুরোহিত ডেকে শুভবিবাহ সমাধা কোর্‌বো। তার পর কাউণ্ট লিবর্ণো মধ্যস্থ হয়ে, আন্তোনিয়ার পিতার সঙ্গে আমাদের সন্ধি কোরে দিতে পার্‌বেন।

"গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালো। কত আহ্লাদ,—কত ভয়,—কত উৎসাহ,—কত সংশয়, তখন আমার মনের ভিতর একত্র। হায় হায়!—ভাগ্যই সর্ব্বত্র বলবান্। তত আশায় কত বিঘ্ন! বাগানের ফটকের ধারে লুকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি,—প্রাচীরের অপর দিক থেকে অকস্মাৎ একজনের কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ কোল্লে। আমার সেই উপকারী পদাতিকের কণ্ঠস্বর। সে জিজ্ঞাসা কোচ্চে, 'সিগ্‌নর আবেলিনো! তুমি কি ওখানে আছ?'—দারুণ সংশয়ে আমি উত্তর কোল্লেম—'হাঁ—হাঁ,—আছি,—আছি!' সভয়কণ্ঠে পদাতিক আবার বোল্লে,—'পালাও—পালাও! শীঘ্র পালাও!—সব প্রকাশ হয়ে পোড়েছে!—সকলেই জান্‌তে পেরেছে!—আমাদের কোন দোষ নাই;—শীঘ্র পালাও!'—আবার সেই পদাতিকের নাম ধোরে আমি ডাকলেম, কোন উত্তর পেলেম না। সে সেখানে ছিল না;—পালিয়েছে। কি করি?—গাড়ী বিদায় কোরে দিলেম। ঠিক যেন আধমরা হয়ে ঘরে ফিরে এলেম। পরদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় সেই পদাতিক আমার বাড়ীতে এলো। তারিমুখে আমি সব কথা শুনলেম।—আন্তোনিয়া আর তাঁর সহচরী পালাবার জন্য সাজগোজ কোরেছিলেন। পদাতিক নিজে জানালার চাবি সংগ্রহ কোরেছিল। সমস্তই ঠিক্‌ঠাক হয়েছিল, ভাগ্যদোষে সব ভেসে গেল!

তার ভগ্নী যখন খবর দিতে এলো, তখন সে গুঁড়ি মেরে গুড়ি মেরে, দরজার চাবী খুল্‌তে গেল।—সহসা যুবা ভাইকাউণ্টের গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেলে। তিনি, তখন আন্তোনিয়াকে ধম্‌কাচ্ছিলেন। একটু পরেই কাউণ্ট নিজে এসেও সোরগোল আরম্ভ কোল্লেন। পদাতিকের মুখে আরো শুন্‌লেম. সেই দিন প্রাতঃকালে ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনা তিবলিপ্রাসাদে এসেছিলেন। ঝাড়া দুঘণ্টাকাল কাউণ্টের সঙ্গে কি সব পরামর্শ কোরে, শেষে আন্তোনিয়াকে তাঁদের কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন;—কি কি কথা বোলেছেন, পদাতিক তা জানে না। একটু পরে গাড়ী প্রস্তুত কর্‌বার হুকুম হলো। ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে লেডী আন্তোনিয়া চোলে গেলেন। শোকে,—দুঃখে, নৈরাশ্যে, অধীর হয়ে, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'কোথায়?—কোথায় চোলে গেলেন?' পদাতিক উত্তর কোল্লে, 'তা আমি ঠিক জানি না। কেবল এইটুকু জানি, গাড়ী প্রথমে ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাড়ীতেই গেল। সেখান থেকে ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিজের গাড়ীতে, তাঁর নিজের দুজন চাকর সঙ্গে দিয়ে, তাঁকে তিনি আর কোথায় চালান কোরেছেন।'

"হতাশের উপর হতাশ! খানিকক্ষণ পদাতিককে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেম না। যেন চৈতন্যশূন্য হয়ে থাক্‌লেম। তার পর একটু চৈতন্য পেয়ে, তাড়াতাড়ি আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম। সে বোল্লে, 'আমাদের প্রভু কাউণ্ট তিবলি আমাকে আর আমার ভগ্নীকে তলব করেন। আমরা হাজির হই। তিনি আমাদের বলেন, 'তোরা এই কুচক্রের মধ্যে ছিলি, কিন্তু তোদের ক্ষমা করা গেল। খবরদার! একথার বিন্দুবিসর্গও যেন প্রকাশ না পায়।'—কাজেই আমরা স্বীকার কোরেছি, আপনাকে খবর না দিলেই নয়, সেই জন্যই লুকিয়ে আপনার কাছে ছুটে আস্‌ছি।'

"যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়ে, পদাতিককে বিদায় কোরে, পাগলের মত আমি বাড়ী থেকে ছুটে বেরুলেম। যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করি, গাড়ী কোন্ দিকে গেল? কেহই কিছু বোল্‌তে পারেন না। ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাড়ীতে ছুটে গেলেম। চাকর-দরোয়ানকে ঘুষ কবুল কোল্লেম। তারা বোল্লে, কোচ্‌মানের প্রতি কিরূপ হুকুম হয়েছে, কেহই সে কথা শোনে নাই,—কেহই সে কথা জানে না। হতাশে সেখান থেকে বেরিয়ে, পথের দুধারি ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম। কেহই কিছু উত্তর দিতে পাল্লে না। আত্মহত্যার ইচ্ছা হলো।—আপনা আপনি প্রবোধ মান্‌লেম।—হায় হায় হায়! আমার প্রাণপুতুলী!—হায় আমার প্রেমপুতুলী!—আজ একবৎসর হলো, আমার প্রেমপুতুলী আন্তোনিয়া হারিয়েছে! প্রিয় উইলমট!—হায় হায়! আন্তোনিয়া হারিয়েছে!—কোথায় গেছে.—কোথায় আছে, কেহই আমার কাণে সে বার্ত্তা আনে না! ফরাসীরাজ্যের সুরম্যনিবাসে,—কিম্বা রুসিয়ার বনবাসে আমার আন্তোনিয়া লুকিয়েছে,—কাহারো মুখে সে কথা আমি শুন্‌তে পাই না! হায় হায়! হারিয়েছে! হারিয়েছে!—কিন্তু প্রিয়তম! আমার মন থেকে হারায় নাই,—আমার প্রাণ থেকে হারায় নাই;—স্মৃতি থেকে হারায় নাই! আমার স্মৃতিপটে প্রেমময়ী আন্তোনিয়ার

প্রেমপ্রতিমা আঁকা!—হাঁ, আঁকা;—চিরজীবনের জন্য আঁকা!—না,—কেবল স্মৃতিপটে আঁকা না, আমার আন্তোনিয়া একখানি চিত্রপটে—”

আঃ!—আবেলিনো তবে হয় ত তাঁর প্রেমপ্রতিমার চিত্রপটখানি আমারে দেখাবেন। সেই উৎসাহে আমি গুঞ্জনধ্বনি কোল্লেম, “আঃ!—তবে বোধ হয় আপনার মনে কিছু—”

“হাঁ।—আন্তোনিয়া যখন পিতৃগৃহে ছিলেন, তখন,—যখন চোলে গেলেন, তখন, যখন সেই দারুণ বিচ্ছেদ ঘটে, তখন,—তখন আমি আত্মহারা হয়েছিলেম!—ক্রমশই যখন দিন গত হোতে লাগ্‌লো,—সপ্তাহ গত হোতে লাগ্‌লো,—মাস গত হোতে লাগ্‌লো, তখন,—একটু যেন ধাক্কা সাম্‌লালেম। তখন মনে কোল্লেম, দুঃখের সঙ্গেও সুখমাখা; বিষাদের সঙ্গেও প্রমোদমাখা। যা কিছু আমার চিত্রনৈপুণ্য জন্মেছে, চিত্রপটে প্রেমপ্রতিমা চিত্র কোরে, সেইটুকু আমি দেখাব। বিষাদ যখন অসহ্য হবে, চিত্রপটে সেই প্রতিমা নয়নভরে আমি দেখ্‌বো। এঁকেছি;—এঁকেছি উইলমট!—আমার হৃদয়প্রতিমা আমি চিত্রপটে এঁকেছি!—বিস্তর পরিশ্রম কোরেছি,—প্রেমের নিদর্শন দেখিয়েছি,—যতটুকু পেরেছি, ততটুকু ছায়া।—সে নিদর্শন অমূল্য! হায় হায় হায়! আন্তোনিয়া আমার জন্মের মত হারিয়েছে!”

“না না!”—বিষাদে আমি বোলে উঠ্‌লেম, “না না! অত হতাশ হবেন না। আশা-রজ্জু ধরুন। প্রণয়ের নামই হোচ্চে আশা।—জীবনে আপনি অসৎ কার্য্য কিছুই করেন নাই;—পরমেশ্বর কেন আপনাকে দণ্ড দিবেন?—দুঃখ আসে,—বিপদ পড়ে,—সে কেবল আমাদের পরীক্ষার জন্য। যে সুখ আমরা আশা করি, সেই সুখনিকেতনে প্রবেশের জন্যই,—প্রবেশে প্রস্তুত হবার জন্যই দুঃখবিপদের সৃষ্টি। দুঃখও চিরদিন থাকে না;—বিপদও চিরস্থায়ী নয়। পরিণামে সুখ আসে। ইচ্ছাময় করুণাময় জগৎপিতার মঙ্গলময়ী ইচ্ছাই এই।”

বিস্মিতনয়নে আমার নয়ন নিরীক্ষণ কোরে, পূর্ণ অভিনিবেশে আবেলিনো আমার কথাগুলি শুন্‌লেন। স্তম্ভিতকণ্ঠে বোল্লেন, “প্রিয়বন্ধু! তুমি আমার তপ্তহৃদয়ে আশাবারি সিঞ্চন কোল্লে। কিন্তু ভাই! এ আশা ফলবতী হবে কিসে?—আমি জান্‌তে পাচ্চি, যে প্রেমে আন্তোনিয়া আমারে বেঁধেছেন, সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক্‌; পিতার কাছে আন্তোনিয়ার মুখে তেমন কথা কখনই প্রকাশ পায় নাই।—তেমন নির্ঘাত বাক্যের একটা বর্ণও না। তা আমি জান্‌ছি;—বেশ জান্‌ছি,—বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি,—কিন্তু ভাই, তথাপি,—তথাপি জিজ্ঞাসা করি, সে আশা ফলবতী হবে কিসে?”

“ঈশ্বর ফলবতী কোর্‌বেন। দুর্দ্দিন ঘোটেছে, শুভদিন অবশ্যই আস্‌বে।—মুহূর্ত্তকাল ভাবনা করুন,—মুহূর্ত্তকাল,—প্রিয়মিত্র!—মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করুন। যে কথা আমি বোল্‌ছি, আপনার নিজের স্মৃতিই সে কথায় সায় দিবে। সচরাচর দেখা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপরমাণু কত কত বড় বড় কাণ্ড প্রসব করে। যে ভাব কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করা যায়

না, মানুষ আবার তাহাই প্রত্যক্ষ দেখে।—যে কথা,—যে কার্য্য, প্রথমে যৎসামান্য বোধ হয়, পরিণামে সেটা আবার কতবড় গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। আজ যদি আপনার প্রণয় নিরাশা-কোয়াসায় আচ্ছাদিত হয়ে থাকে,—আজ যদি আপনার প্রণয় নিবিড় অন্ধকার মেঘে ঢাকা পোড়ে থাকে,—কাল আবার সূর্য্যোদয় হবে,—কাল আবার দশদিক হাস্‌বে, কাল আবার প্রণয়সংসার আলো হবে;—হর্ষবিকাসে আপনার হৃদয় প্রফুল্ল হবে। সেই জন্য বোল্‌ছি হতাশ হবেন না,—হতাশ হোতে নাই। সমস্তই জগদীশ্বরের হাত,—জগদীশ্বরের প্রতি নির্ভর করুন।—স্মরণ রাখ্‌ন, প্রণয়ই আশা;—প্রণয়ই ধর্ম্ম।"

"তাই ত উইলমট!—তুমি যে দেখ্‌ছি,বড় পাকা পাকা কথা বোল্‌ছো!—বয়সে তুমি ছেলেমানুষ, কিন্তু কথাগুলি প্রাচীন বিজ্ঞের মত। আঃ! বুঝেছি এখন,—বুঝেছি, বুঝেছি!—নিজে তুমি হয় ত প্রেমব্রতে ব্রতী। তোমারও প্রণয় প্রথমে হয় ত প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল; তুমি আশা অবলম্বন কোরেছিলে,—আশার উপর বিশ্বাস রেখেছিলে, সেই আশা এখন পূর্ণ হবার আশ্বাস পেয়েছ।"

"হাঁ, সত্যই তাই। প্রেমব্রতে ব্রতী আমি। আমি ভালবেসেছি;—ভালবাসা শিখেছি;—ভালবাসি। আশা রাখি, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখি;—আশা রাখি, ঈশ্বর কখনই আমারে পরিত্যাগ কোর্‌বেন না। আর এক সময় আমি আমার জীবনকাহিনী আপ্‌নারে শোনাবো। এখন সে কথা থাক্। আপনি বোল্লেন, আপনি আপনার প্রেমের নিদর্শন রেখেছেন। আপনি—"

"হাঁ, একদিন তা তুমি দেখ্‌তে পাবে;—আজ না;—না প্রিয়বন্ধু! আজ না। যত সব গত কথা মনে কোরে, আজ আমি বড়ই কাতর হয়ে পোড়েছি। স্মৃতি আমারে বড়ই যন্ত্রণা দিচ্চে। হৃদয়ে এখন আর অন্য বেগ কিছুই সহ্য হয় না। আজ আর তুমি জেদ কোরো না। আর একদিন আমি মনের স্ফূর্ত্তিতে তোমারে আমার চিত্রশালিকা দেখাবো। একটী কথা বোলে রাখি।—যে দিন তুমি প্রথমে আমার বাড়ীতে এলে, সেই দিন তখন আমি আমার প্রিয়তমা আন্তোনিয়ার রূপখানি ভাব্‌ছিলেম;—ছবিখানিতে যেটুকু বাকী ছিল, সেইটুকু সমাপ্ত—"

"ওঃ!—তবে ত আমি বড় কাজেই বাধা দিয়েছি! ওঃ! তা যদি আমি জান্‌তেম, তত বড় পবিত্র কাজে আপনি তখন ব্রতী, তা যদি আমি জান্‌তেম, তা হোলে—"

"না না;—ওকথা বোলো না। সে দিন আমার শুভদিন!—তোমার সঙ্গে মিলনে আমি পরম সুখী হয়েছি।"

দুঃখের কথা গল্প কোরে বোল্লেও, দুঃখ উথ্‌লে উঠে। ফ্রান্‌সিস্কো আবেলিনো নিজের প্রেমকাহিনীতে দুঃখকাহিনী যত দূর বর্ণনা কোল্লেন, তাতে অবশ্যই তাঁর অন্তরে ব্যথা লাগ্‌লো। অবশ্যই তখন তিনি কিয়ৎক্ষণ একাকী নির্জ্জনে থাক্‌তে ইচ্ছা করেন; এই ভেবে, সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে, সেখান থেকে তখন আমি বিদায় হোলেম।

—

ত্রিংশ প্রসঙ্গ।

——oo——

যা দেখেছি তাই।

হোটেলে ফিরে যাচ্চি।—কত কথাই ভাব্‌ছি। আবেলিনোর মুখে যে সব কথা শুনে এলেম, চিন্তার মধ্যে সেইটীই প্রধান। উঃ! ফ্রান্সের বড়লোকেরা কত বড় অহঙ্কৃত! সাধারণ সামাজিক লোকের সঙ্গে কতই তফাৎ! অধিক কি, গণনীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীকেও তাঁরা ছোটলোকের দলে গণনা করেন!—হোতে পারে,—এমন কুসংস্কারও থাক্‌তে পারে, সমান ঘর না হোলে মেয়ের বিয়ে দেন না, কুটুম্বিতা করেন না, এটাও নিতান্ত দোষ বোলে ধরা যায় না। তা ছাড়া, কাউণ্ট তিবলির শরীরে অনেক গুণ।—ঐ একটা অভিমান,—আর কিছু আত্মম্ভরিতা আছে বোলে, তত বড় লোকের সাধুগুণের অপলাপ করা উচিত হয় না। কিন্তু তাঁর ছেলেটার উপর আমার বড় ঘৃণা জন্মালো। কেবল অহঙ্কারী বোলে ঘৃণা নয়,—যে যে কীর্ত্তি তাঁর দেখা গেল, যে যে বিদ্যার পরিচয় তিনি দিলেন, তা দেখে কার না ঘৃণা হয়?—গর্ব্বিত,—গোঁয়ার,—বিবেচনা-শূন্য,—তার উপর আবার সাঙ্ঘাতিক হিংস্র। বাস্তবিক, যুবা ভাইকাউণ্টের উপর আমার অতিশয় অশ্রদ্ধা হলো। তা যা হোক্, আন্তোনিয়া কোথায় গেল?—এরা কি তারে পৃথিবীর কোন নির্জ্জনদেশে লুকিয়ে ফেল্লে?—পিতার বড় আদরিণী কন্যা, একবৎসর সেই কন্যার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি; তাঁর পিতা হয় ত সেই দুঃখেই সর্ব্বক্ষণ অমন বিষণ্ন। এই সব ভাবনা আমার অন্তরে।

অপরাহ্লে প্রায় দুটোর সময় আমি হোটেলে পৌঁছিলেম। হোটেলের কাফিঘরে ইংরাজী ফরাসী খবরের কাগজ থাকে। কাফিঘরে আমি কাগজ পোড়্‌তে গেলেম। প্রবেশমাত্রেই দেখ্‌লেম, দুজন খানসামা সেই ঘরের অপর প্রান্তে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। সে ধারে একটী টেবিলে দুটী ভদ্রলোক বোসে আছেন। একজন খানসামার হাতে কেবল মদের বোতল, অপরের হাতে বিবিধ সামগ্রীপূর্ণ ভোজনপাত্র। খানার সুবাসে ঘর আমোদিত। প্রথম দর্শনে সে দুটী ভদ্রলোককে আমি চিন্‌তে পাল্লেম না। খানসামা যখন টেবিলের উপর মদের বোতল ধোরে দিলে, তখন একটী পরিচিত স্বর শুনে আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। স্বর বোল্‌ছে, "ঠিক ঠিক!—এই ঠিক!—দেখ সাণ্টকোট!—এখানকার জিনিস কেমন, এসো একবার দেখা যাক।"

পরিচিত কণ্ঠস্বর।—হাঁ!—আমার পূর্ব্বপরিচিত দমিনী সেখানে উপস্থিত। স্কটলণ্ডের দমিনী ক্লকম্যানন। তাঁর সম্মুখের আসনে বন্ধুবর সাণ্টকোট। দমিনীর বয়স তখন অন্যূন পঁয়ষট্টি বৎসর। চেহারা কিন্তু বেশ আছে।—ইঞ্চমেথ্‌লিনে প্রথম

আমি যখন তাঁরে দেখি, চেহারা ঠিক সেই রকমই আছে, কিছুমাত্র বদল হয় নাই। ঠিক সেই রকম নূতন ধরণের পরচুল ;—মুখ সেই রকম গোল,—একটু চ্যাপ্টা ;—নানা রঙে শ্বেতদাড়ী ঢাকা।—যেমন মোটা তেম্নি আছেন,—রোগা নন। সাল্টকোটও যেমন তেম্নি আছেন। পোষাকের পারিপাট্যও সেই রকম।

দমিনীর নিকটে অগ্রসর হয়ে আমি বোল্লেম, "বাঃ! তোমাকে দেখে আজ আমি বড় খুসী হোলেম। সার আলেক্জন্দর করন্দেলের মুখে খবর পেয়েছি, তোমরা ইতালীতে এসেছ ;—বন্ধু সাল্টকোটও——"

কে আমি, প্রথমে ঠিক বোত্তে না পেরেও, বেশ প্রফুল্লভাবে আমার হস্তধারণ কোরে, দমিনী বোলে উঠ্লেন, "ঠিক ঠিক!—এখন আমি তোমাকে চিন্তে পাচ্ছি!—ঠিক ঠিক! তুমি আমার বন্ধু! ওঃ! তুমি সেই টমাস স্যাঙ্ক পিণ্ডেল!—আমার কালেজ বন্ধু কোয়াসডেনের লেয়ার্ডের ভাইপো হও তুমি!—না না, ভাইপো নয়,—তুমি তার খুড়ো হও!—কেন না, তুমি তার ঠাকুরদাদা হোতে পার না!"

হো হো শব্দে হেসে, সাল্টকোট বোল্লেন, "ছি দমিনী!—কি বোল্‌ছো তুমি? এ ছোক্‌রার বয়স এখনো কুড়ীর বেশী হয় নি, এর মধ্যে তুমি একে ঠাকুরদাদা বোল্লে?—হো হো!—"

মস্ত একটিপ্ নস্য গ্রহণ কোরে, দমিনী তখন বোল্লেন,—"ঠিক ঠিক!—এখন আমি চিনেছি, সেই ছোঁড়াগুলো যখন আমার কোর্ত্তার লাঙ্গুলে ক্যাটেলগ বেঁধে দিয়েছিল,—যিনি ছাড়িয়ে দেন,—তিনিই এই!—কোর্ত্তার লাঙ্গুলেই বটে,—শূকরের লাঙ্গুল হোতে পারে না ;—কেন না, তা আমি কখনও পরি——"

সাল্টকোট বোল্লেন, "না দমিনী, জান না। একবৎসর পূর্ব্বে হলবরণের হোটেলে যাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, সেই তিনি।—হাঁ;—তিনিই বটে।" এই কথা বোলে এম্‌নিভাবে সাল্ট্‌কোট আমার হস্তমর্দ্দন কোল্লেন, হাতে বেদনা হয়ে গেল। সাল্টকোট বোল্লেন,—"বোসো উইলিএম! উইলমট!—আঃ!—তাই ঠিক!—উইলমট!"

দমিনী বোল্লেন, "ঠিক ঠিক!—জস্যুয়া উইলমট!—না, না, জস্যুয়া হোতে পারে না!—কেন না,—আমি কেবল একজন মাত্র জস্যুয়াকে চিনি। তার নাম হোচ্চে জস্যুয়া—ড্রমাল্ড নক।—ভেড়া চুরি কোরে জেলে গিয়েছিল!—যিনি এখন আমাদের কাছে উপস্থিত, ইনি যে কখনও ভেড়া চুরি কোরেছেন, এমন ত বোধ হয় না।—এখন আমার মনে হোচ্চে,—জোসেফ উইলমট।—হাঁ!—তুমি জোসেফ উইলমট!—সার আলেক জন্দর করন্দেলের সঙ্গে দক্ষন যখন পালায়, তুমিই তার মূলী—"

গম্ভীরগর্জ্জনে সাল্টকোট বোলে উঠ্লেন, "ও কি দমিনী?—কি বোল্‌তে কি বোল্‌ছো? ও কথাই তোমার—"

'ঠিক ঠিক্!—বিধবা গ্রেব্‌কেট যখন জানালা থেকে পোড়ে যায়, কোথায় পোড়্‌লো,

দেখ্‌তে গিয়ে, সেই বেরালটীও যখন পোড়ে যায়, তখন আমি ঠিক ঐ কথাই বোলেছিলেম। না না!—এটা ঠিক নয়;—বেরালটাই পোড়েছিল!—গ্লেনবকেট পড়ে নাই!—বকেট তখন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিলো!"

পুনর্ব্বার হাস্য কোরে সাল্‌টকোট বোল্লেন,—"থাক্! উইলমট!—দমিনীর ও সব কথা ধোরো না। সার আলেক্‌জন্দরের সঙ্গে ডঙ্কন প'লিয়েছে;—দমিনী বোল্‌ছে, দামনীকেই বোল্‌তে দাও.—সুন্দরী এমিলাইন সার্ আলেকজন্দরের সঙ্গে পলায়ন করেন, এ কথা কে না জানে?—থাক্ সে কথা, তুমি বোসো,—কিছু জল খাও।" দমিনীও প্রতিধ্বনি কোল্লেন, —"ঠিক ঠিক!—বোসো!—কিছু জল খাও!"

জলখাবার কথায় ভোজনের কথা এসে পোড়্‌লো। সেই প্রসঙ্গে দুজনে নানারকম রসিকতা কোল্লেন। দমিনী মনের উল্লাসে কত জায়গায় কতলোকের নাম কোল্লেন। গ্যালোগেটের বেলী আউল্‌হেড,—এডিনবরার বিধবা গ্লেনবকেট, সান্তিমাকিবেল;—এই রকম কত উদ্ভট উদ্ভট নাম ছড়াছড়ি কোল্লেন,—অভ্যাসই তাঁর সেই রকম,—কতবার তাঁর মুখে বিধবা গ্লেনবকেটের হরেক রকম গুণকীর্ত্তন আমি শুনেছি। দমিনীর রসিকতার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি চৌচাপটে ভোজনে বোস্‌লেন। উত্তম আহার কোত্তে পারেন,—বেশ মদ খেতে পারেন। পানাহার চোল্‌তে লাগ্‌লো, হাসি-খুসীও চোল্‌তে লাগ্‌লো। সেই অবকাশে সাল্‌টকোট আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কত দিন তুমি এখানে এসেছ উইলমট?—অনেক দিন, না?—অ্যাঁ?—আমরা সবে এইমাত্র পৌঁছেছি। এ হোটেলে কি পোর্টসরাপ পাওয়া যায়?—সেরি পাওয়া যায়?"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনারা তবে এখনো গ্রাণ্ডকাথিড্রাল দেখেন নাই?"

"না।—এখনো দেখি নাই।—বিছানায় ত ছারপোকা নাই?"

এই রকম রহস্যের পর, খাওয়ার জিনিসসম্বন্ধে ইংরাজী পুডিঙের কথা,—হুইস্কি মদের কথা,—আরো আলাংপালাং কত কথা,—কত কথার ওড়নপাড়ন হলো, কোন কথাই আমি মন দিয়ে শুন্‌লেম না। আপন মনেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "চিত্রশালিকা দেখেছেন?—যাদুঘর দেখেছেন?—অন্যান্য শিল্পচাতুরী দেখেছেন?"—সে সব কথার উত্তর পেলেম না। দমিনী কেবল বিধবা গ্লেনবকেটের কথা নিয়েই পাগল। দশ রকম মদের নাম,—জিন সরাপের নাম,—মাংসরুটীর নাম, এই সব তাঁর তখনকার গল্পসর্ব্বস্ব। লোকদুটী সরল প্রকৃতি। চরিত্রও পরিষ্কার। আমারে মদ খাওয়াবার জন্যে তাঁরা পীড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন; দিনের বেলা মদ খাই না বোলে, আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিলেম,—তাঁদের অনুরোধে কেবল এক বোতল সোডাওয়াটার মিশিয়ে, এক গেলাস সরাপ মুখে দিলেম। তাতেই তাঁরা সুখী হোলেন।

জলযোগের পর, দমিনীকে আর সাল্‌টকোটকে সঙ্গে কোরে, রোম সহরের ভাল ভাল বাড়ী দেখাতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব কোচ্চি, একটী লোক প্রবেশ কোল্লে। সে ব্যক্তি একজন ফরাসী বার্ত্তাবহ। বেশ ইংরাজী কথা বোল্‌তে পারে। একসঙ্গেই এসেছে,

দমিনী আর সান্‌টকোট বিদেশীভাষা জানেন না, কি রকমে তবে বিদেশভ্রমণ কোচ্চেন ? প্রথমে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল। কিন্তু ঐ ফরাসী বার্ত্তাবহ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে, ইণ্টারপ্রিটারের কাজ কোরে আস্‌ছে। সে ব্যক্তি উপস্থিত হোলে, আমি তাঁদের অপেক্ষায় থাক্‌লেম না,—রাত্রে একসঙ্গে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরে, কাফিঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলেম।

বেলা তিনটে। আবার আমি রাজপথে। বিশেষ কোন কাজ ছিল না। মিছে কাজেই ঘুরে বেড়াচ্ছি;—যে দিকে পা চলে, সেইদিকেই যাচ্ছি। এ রাস্তা ছেড়ে ও রাস্তা, সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা,—এই রকমে পথে পথেই বেড়াচ্ছি। দোকানঘরের জানালায় উঁকি মার্‌ছি,—পুরাতন গির্জ্জার ভগ্ন অট্টালিকার কারিকুরী দেখ্‌বার জন্য, এক এক জায়গায় একটু একটু দাঁড়াচ্ছি;—এই রকমে বেড়াতে বেড়াতে বাস্তবিক আমি পথ হারালেম। কোথায় এসে পোড়েছি,—কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। কিন্তু সেজন্য কোন ভাবনা হলো না। জান্‌তেম, যখন ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌বো, ঠিকাগাড়ী ডাক্‌বো, হোটেলের নাম বোলে দিব,—ঠিক ঠিকানায় গাড়োয়ান আমারে পৌঁছে দিবে। মনে ত সেই ধারণা;—কিন্তু পথ ক্রমশই সঙ্কীর্ণ। যত অগ্রসর হই, ততই সঙ্কীর্ণ। ক্রমে ক্রমে নগরের একপ্রান্তভাগে গিয়ে উপস্থিত হোলেম।

সঙ্কীর্ণপথে একখানা ঔষধের দোকানের পাশ দিয়ে আমি যাচ্চি, দোকানখানা দেখেই, রোমিও-জুলিয়েটের আপথিকারীর দোকানের কথা মনে পোড়্‌লো। হঠাৎ ইংরাজীকথা শুন্‌তে পেলেম। যেতে যেতে থোম্‌কে দাঁড়ালেম।

একটী স্বর বোল্‌ছে, "দেখ টম! যদিও এই আমাদের যৎকিঞ্চিৎ শেষ সম্বল, তা বোল্লে কি হয়? আহা বেচারা যদি বাঁচে,—এতেই তুমি অষুধ কিনে দাও। একদিন না খেলে, আমরা কিছু মোর্‌বো না। স্বচ্ছন্দে আমরা উপোস কোরে থাক্‌বো। আহা! সেই মেয়েটী—যদি চিকিৎসা না হয়,—আহা! তা হোলেই সে মোরে যাবে! তুমি দাও, অষুধ এনে দাও।—পরশুদিন ত আবার তুমি মাইনে পাবে;—তাতে আর—

"আচ্ছা জেন! যা তুমি বোল্‌ছো, তাই হবে।"

যারা কথা কোচ্ছে, তাদের আমি দেখ্‌তে পেলেম। একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক। পরিচয়—পুরুষটী ছুতোরের কাজ করে। তার পায়জামার পকেটে একটী সূত্রধরের যন্ত্র দেখা যাচ্ছিল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। স্ত্রীলোকটীর বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়ত্রিস বৎসর। ঠিক বুঝ্‌লেম, সূত্রধরের স্ত্রী। দেখ্‌তে বড় সুশ্রী নয়;—পরিধানবস্ত্রও খুব ভাল নয়;—কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মুখখানিতে দয়ামায়ামাখা। দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা হৃদয়ের দয়ার সৌন্দর্য্যই বেশী। তারা সেই ঔষধের দোকানে প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছে, আমি তাঁদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। সেই দোকানে ডাক্তারী ঔষধ বিক্রয় হয়। সম্মুখে গিয়েই আমি বোল্লেম, "বাধা দিলেম, মনে কোরো না কিছু। যা তোমরা বলাবলি কোচ্ছিলে, সব আমি শুনেছি।"

সূত্রধর টুপীস্পর্শ কোল্লে, স্ত্রীলোকটীও মাথা নোয়ালে। একজন স্বদেশী লোকের সঙ্গে দেখা হলো, মনে মনে তারা যেন বড়ই খুসী।

ব্যগ্রস্বরে আমি বোল্লেম, "তোমাদের উপর আমি বড় প্রীত হয়েছি, সাধুপ্রকৃতি বুঝ্‌তেপেরেছি। শুধু কেবল মুখে প্রশংসা কোচ্ছি না, যে সৎকার্য্যে ব্রতী হয়েছ, আমিও তাতে যোগ দিতে চাই। সেটী কি আমাদের কোন দেশস্থ লোক?"

"না মহাশয়! দেশস্থ নয়;—ইতালীবাসিনী।"

সূত্রধরের ঐ উত্তরে তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি বোল্লে,—"তা হোলোই বা;—দেশী বিদেশী তফাৎ কি?—একদেশে জন্ম না হোক্, স্ত্রীজাতি ত বটে!"

রোমাঞ্চিতকলেবরে হর্ষবিস্ময়ে সূত্রধরের স্ত্রীর মুখপানে আমি চাইলেম। তার সাধুভাবের বহুৎ বহুৎ তারিফ কোল্লেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে স্ত্রীলোকটী কে?" জিজ্ঞাসা কোরেই তৎক্ষণাৎ মনে হলো, আগেকার কাজ আগে চাই। পরিচয় এখন থাক্। এই ভেবেই আবার বোল্লেম, "ঔষধটা আগেই লওয়া যাক্। তার পর সব কথা শোনা যাবে। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র আছে কি?"

"আছে।—একজন ডাক্তার আমরা এনেছিলেম, তিনি দয়া কোরে দেখে গিয়েছেন। ভিজিট গ্রহণ করেন নাই;—ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়েছেন। ইংলণ্ডে যেমন ডাক্তারেরা ঔষধ দেয়, এ দেশে তেমন দেয় না। দোকান থেকে ঔষধ নিতে হয়। এই দেখুন ব্যবস্থাপত্র।"—প্রেসক্রিপ্‌সনপত্রখানি আমি নিলেম। দোকানের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। দোকানী সেইখানি পোড়ে দেখ্‌লে।—ইতালিক ভাষায় আমার সঙ্গে কথা কইলে। আমি তখন কিছু কিছু ইতালিক ভাষা শিখেছিলেম। ভাল কইতে পারি না, বুঝ্‌তে পারি।—দোকানীকে সে কথা বোল্লেম না। এক রকম কোরে বুঝিয়ে, ঔষধের মূল্য জিজ্ঞাসা কোল্লেম। সূত্রধর আমার চেয়ে ইতালিকভাষা ভাল জান্‌তো। সে আরো ভাল কোরে দোকানীকে বুঝিয়ে দিলে। ঔষধ প্রস্তুত হলো। আমি দাম দিলেম। সূত্রধর বোল্লে, "পরম ভাগ্য! এসময় আপনার দেখা পেলেম!—অষুধের দাম যত, তত আমি ভাবি নাই; বাস্তবিক তত আমার কাছে ছিলই না।"

দোকান থেকে আমরা বেরুলেম! পথে সূত্রধর আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আমরা যেখানে থাকি, সেইখানে কি আপনি যাবেন? রোগী সেই বাড়ীতেই আছে। বাড়ীর কর্ত্রীর কাছে সে যদি একজনের নাম না কোত্তো, তা হোলে আমি নিশ্চয় মনে কোত্তেম, হয় ত বেয়ারাম হবামাত্রই—কে তাকে পথে বার কোরে দিয়েছে;—কিম্বা হাসপাতালেই পাঠিয়েছে। রোমাণ হাসপাতালের ব্যবস্থা বড় ভাল নয়; আমরাই তাকে চিকিৎসা করাচ্ছি।"

সূত্রধরদম্পতী একখানা সামান্য বাড়ীর দরজার কাছে থাম্‌লো! চমকিত হয়ে আমি ভাব্‌লেম, সে বাড়ী আমার নিতান্ত অচেনা নয়। পরক্ষণেই মনে একটা ভয়ানক সংশয় উপস্থিত হলো। বিদ্যুৎগতিতে রাস্তাটার আগাগোড়া একবার দেখে নিলেম।

বামে দক্ষিণে বাড়ীগুলির প্রতি নজর দিলেম। সংশয় দূরে গেল,—স্থির প্রত্যয় দাঁড়ালো। ত্বরিতস্বরে বোল্লেম, "শীঘ্র চল, শীঘ্র চল!—রোগীটীকে আমি একবার দেখ্‌তে চাই।"

তারা আমার আকস্মিক মনোভাব বুঝ্‌তে পাল্লে না, কোন কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লে না, তাড়াতাড়ি একটা অপ্রশস্ত অন্ধকার পথ দিয়ে,—অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে, দোমহলায় আমায় নিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটী আস্তে আস্তে একটী ঘরের দরজা খুল্লে। ঘরটী ছোট, সেই ঘরের ভিতর একটী সামান্য শয্যার উপর একটী স্ত্রীলোক শুয়ে আছে। মুখখানি দেখেই আমি শিউরে উঠ্‌লেম। অজ্ঞাতকুলশীলা যে সুন্দরী যুবতীকে ডাকগাড়ীতে তুলে, পথ থেকে আমি রোমনগরে এনেছি, এই কামিনীই সেই! অস্ফুটস্বরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ওঃ পরমেশ্বর! সত্যই কি সেই?"

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপনি কি এরে চেনেন?—এর কিছু পরিচয় কি জানেন?"

"কিছু কিছু জানি।—অতি অল্পমাত্র।—তাও যদি নাই হতো;—সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই যদি হতো, তা হোলেও এ অবস্থাতে সাহায্য করা অবশ্যই উচিত। ঘুমুচ্চে;—আহা! জাগাবো না।" এই কথা বোলেই আমি ঘরের চৌকাঠের উপর থেকে বাহিরে একটু সোরে দাঁড়ালেম।

কি করা কর্ত্তব্য, ক্ষণকাল চিন্তা কোরেই সেটী অবধারণ কোল্লেম। পথে যখন গাড়ী কোরে আনি, কোন পরিচয় পাই নাই;—নাম পর্য্যন্ত বলে নাই। পথে যখন নামিয়ে দিই, কামিনী তখন ভেবেছিল, আর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ না হয়;—ভেবেছিল, হবেও না।—সেই জন্যই কিছু বলে নাই। গাড়ী থেকে নেমে কোথায় যাবে, সে স্থানটী পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাতে বলে নাই। দৈবাৎ সেই মূর্ত্তি আমি দেখ্‌তে পেলেম। আমি এসেছি,—রোগের চিকিৎসার আনুকূল্য কোচ্চি, রমণী যাতে সেটী জান্‌তে না পারে, অন্ততঃ তখনি তখনি জান্‌তে না পারে, সেইটীই আমার আসল মৎলব।

সূত্রধরের পত্নীকে আমি চুপি চুপি বোল্লেম, "তুমি গিয়ে ওষুধ খাওয়াও।—ডাক্তার যেমন যেমন বোলে গেছেন, সেই রকম ব্যবস্থা কর। আমি এখানে এসেছি, সে কথা কিছুই বোলো না। তুমি রোগীর কাছে যাও, আমি তোমার স্বামীর সঙ্গে কিছু পরামর্শ করি।—টাকাতে যত দূর হোতে পারে, এই দুঃখিনীকে আরাম কর্‌বার জন্য তার চেষ্টা আমি অবশ্যই কোর্‌বো;—সে জন্য তোমাদের কিছুমাত্র চিন্তা নাই।"

আমার কথা শুনে স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই পরস্পর মুখ চাওয়াচারি কোল্লে। তাদের মনে যেন বিস্ময়ের সঞ্চার হলো। তৎক্ষণাৎ আমি সেভাবটী বুঝ্‌লেম। ব্যগ্রভাবে বোল্লেম, "যা তোমরা মনে কোচ্চো, তা ঠিক। অমন ত হয়েই থাকে। সে জন্য আমি কিছু মনে কোচ্চি না;—কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জেন,—মাথার উপর জগদীশ, ঐ যুবতীর প্রতি আমার কিছুমাত্র কুভাব নাই;—যুবতী নিষ্কলঙ্ক সতী;—মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা।"

সূত্রধরদম্পতীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। প্রথমে তাদের মনে যে

সন্দেহ হয়ে উঠেছিল, সে জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইলে। পূর্ব্বেও যা বোলেছি, তখনো সেই কথা বোলে আমি তাদের প্রবোধ দিলেম।

স্ত্রীলোকটী রোগীকে ঔষধ খাওয়াতে গেল। তার স্বামীর সঙ্গে আমি তাদের নিজের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। ঘর দেখেই বুঝ্‌লেম, তারা গরিব;—বড়ই দুরবস্থা। একটু সুরাহা এই; শুন্‌লেম তাদের সন্তানসন্ততি কিছুই হয় নাই।

সূত্রধরের মুখে শুন্‌লেম, পাঁচ ছয় দিন হলো, অতি প্রত্যুষে ঐ যুবতী সেই বাড়ীতে পৌঁছেছে। যে গাড়ীতে এসেছিল, তৎক্ষণাৎ সে গাড়ী চোলে গেছে। যুবতী এসেই একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিল। অনেক দিন হলো, সেই বৃদ্ধা কোন দূরদেশে, একজন বড়লোকের বাড়ীতে ধাত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে চলে গেছে। খবর শুনে যুবতী বড় কাতরা হয়। অবশেষে যেমন তেমন হোক, একখানি ঘর চায়। নামও বলে নাই,—কোন কথার জবাবও দেয় নাই। গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কস্মিন্‌কালেও জানাশুনা নাই।—যুবতীর সঙ্গে কোন জিনিসপত্রও ছিল না; টাকা কড়িও ছিল না। কিন্তু অঙ্গীকার কোরেছে, যা কিছু খরচপত্র হবে,—যা কিছু ঋণ হবে, সমস্তই পরিশোধ কোরে দিবে। চেহারা দেখে কর্ত্রী বুঝ্‌লেন, ছোটঘরের মেয়ে নয়। বাসা দিতে রাজী হোলেন। বাসা পাবার পরেই জ্বরবিকার দাঁড়ায়;—প্রলাপ বোক্‌তে আরম্ভ করে। সূত্রধরদম্পতীরা দয়া কোরে সেবাশুশ্রূষা কোচ্চে,—দিবারাত্রি নিকটে থাক্‌ছে, একদণ্ড কাছ ছাড়া হোচ্চে না। ক্রমশই পীড়ার বৃদ্ধি। রোমনগরে তার কোন আত্মীয় স্বজন আছে কি না, কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না। কাজে কাজেই সূত্রধর একজন ডাক্তার এনে দেখিয়েছে। প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ লিখিয়ে নিয়েছে।

সূত্রধরের নাম টমাস্‌ ব্লান্‌চার্ড। অনেকদিন ইটালীতে আছে। লণ্ডনের একজন ইংরাজ লর্ড একটা বাগানবাড়ী প্রস্তুত করেন, সেই বাড়ী সাজাবার জন্য ছুতারের আসা। কার্য্য সমাধা হবার পর, সে ব্যক্তি রোমেই থেকে যায়। সুদক্ষ ইংরাজ মিস্ত্রী সেখানে থাক্‌লে যথেষ্ট উপার্জ্জন হবে, এই ভেবেই থেকে যায়।—একজন কণ্ট্র্যাক্টারের একটী কিঙ্করীকে বিবাহ করে। উপার্জ্জনের আশা সফল হলো না। কাজকর্ম্ম অল্প হয়ে পোড়্‌লো,—বেতনও দিন দিন কোমে গেল। দেশে ফিরে যাবারও সুবিধা হলো না; খরচপত্রের অভাব।—কাজে কাজেই কষ্টে শ্রেষ্ঠে রোমনগরে বাস কোচ্চে। এতদূর দুরবস্থাতেও সেই দুঃখিনী যুবতীর জন্য তারা কিছু কিছু খরচ কোচ্চে।

যুবতীর সঙ্গে কি প্রকারে কোথায় আমার দেখা, সূত্রধরকে সে কথা কিছুই আমি বোল্লেম না। তৎক্ষণাৎ আবার ডাক্তার ডাক্‌তে বোল্লেম। ডাক্তারের দর্শনী ফী অগ্রিম দিলেম। ক্ষণকালমধ্যেই সে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো। দর্শনীর টাকা আমি দিয়েছি, সেইটী জান্‌তে পেরে, টাকাগুলি তিনি পকেটে ফেল্লেন;—শিষ্টাচার জানালেন, মনোযোগ দিয়ে রোগী দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। যেন ভাল রকম চিকিৎসা হয়, তাচ্ছিল্য না হয়, ঔদাস্য না হয়,—প্রচুর পুরস্কার দিব,"—ডাক্তারকে এই রকম আশ্বাস দিয়ে সেখানে

থেকে আমি একটু সোরে এলেম। সঙ্গে যতগুলি মোহর ছিল, সূত্রধরের পত্নীকে সমস্তই দিলেম। প্রয়োজন হোলে আরো দিব, অঙ্গীকার কোল্লেম। "আমি এখানে এসেছি, চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা কোরেছি,—রোগীর ঘুম ভাঙ্লে,—রোগীর চৈতন্য হোলে, এ কথার বিন্দুবিসর্গও তার কাছে তোমরা গল্প কোরো না।"—বারবার নিষেধ কোরে দিলেম। পতি-পত্নী উভয়কেই নিষেধ কোল্লেম। অভাগিনীর ঘরটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরে, নূতন নূতন জিনিষপত্র কিনে, সবরকমে সুব্যবস্থা কোত্তে বোল্লেম। খরচের জন্য চিন্তা নাই;—যত খরচ হয়, সমস্তই আমি দিব, এই কথা বোলে, তাদের মন নরম কোল্লেম। কোন সূত্রে আমার কথা না উঠে, সেই ইঙ্গিত স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আবার তাদের সাবধান কোল্লেম। ডাক্তার যদি আমারে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, রমণীর কোন্ পরিচয় আমি জানি কি না,—জান্‌বার জন্য যদি আগ্রহ দেখান, আমার পরিচয় যদি জান্‌তে চান, সেই শঙ্কায় সেখানে আর বেশীক্ষণ থাক্‌লেম না। সত্বর হয়ে হোটেলে ফিরে চোল্লেম। রোগী যেন আমার কথা কিছুই জান্‌তে না পারে, ফিরে আস্‌বার সময়, বিশেষ সাবধান কোরে, আবার সেই কথা বোলে এলেম।

একত্রিংশ প্রসঙ্গ।

——oo——

এ আবার কি ?

পথে একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া কোল্লেম;—হোটেলে চোল্লেম। চিন্তাভারে হৃদয় ভারী। রমণী পীড়িতা।—কে এ রমণী ? পথে পেয়েছি।—পথে ছেড়ে গেছি; এখন এই বিপদ। রমণী যে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে, সে বাড়ী কার ? যাদের উৎপীড়নে পালিয়েছে, তারাই বা কে ? তেমন সুন্দরী কামিনীর তেমন দুরবস্থা কেন ? সংসারে তার কি কেহই নাই ? রোমনগরে বৃদ্ধা ধাত্রী আছে,—কেবল তারই অন্বেষণে কি রোমে এসেছে ? সে ধাত্রী ত দেশে নাই। তবে কেন এ রমণী এখানে ?—রোমে আস্‌বার জন্য ততদূর ব্যগ্রতাই বা কেন জানিয়েছিল ? কেবল কি সেই ধাত্রী দেখবার জন্য ?—এমন ত বোধ হয় না। অবশ্যই মনে মনে আর কিছু অভিপ্রায় ছিল। এখনো হয় ত আছে। কিন্তু কি সেই অভিপ্রায় ?—কে বোল্‌তে পারে ? হঠাৎ পীড়া;—সে অভিপ্রায় সিদ্ধির আপাততঃ সমূহ ব্যাঘাত। কিছুই জান্‌বার উপায় নাই। দেখা যাক, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

হোটেলে পৌঁছিলেম। স্মরণ হলো, দমিনী আর সাল্‌ট্‌কোটের নিমন্ত্রণ। যে কাণ্ড দেখে এলেম,—যে ভাবনায় মন চঞ্চল, সে সময়ে কি নিমন্ত্রণের আমোদ-আহ্লাদ

ভাল লাগে? মনে কোল্লেম, চুপি চুপি আপনার ঘরে যাই;—চুপি চুপি আপনার ঘরেই ভোজনের আয়োজনের হুকুম দিই। খান্‌সামাকে দিয়ে বোলে পাঠাই,—তাঁদের কাছে গিয়ে বলুক, আমার অসুখ:—ভাব্‌লেম, কিন্তু ভাবনায় ফল হলো না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছি, সিঁড়ির মাঝখানেই সেই দুটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। সাল্‌টকোট চঞ্চলহস্তে আমার হাত ধোরে, ব্যগ্রভাবে বোল্লেন, "এই বুঝি তোমার শীঘ্র আসা?—খানা যে তৈয়ারী! কেবল হাতমুখ ধোবার সময় পাবে, এইটুকুমাত্র বাকী। আমরা এতক্ষণ ছট্‌ফট কোচ্ছিলেম। ভাব্‌ছিলেম, কোথায় বুঝি কি বিশেষ কাজে আট্‌কা পোড়েছে;—কিম্বা হয় ত কোনরকম আমোদ-প্রমোদেই মেতে গেছে;—বাস্তবিক বোল্‌ছি, বড়ই ভাবনা হয়েছিল।"

দমিনী বোল্লেন, "ঠিক ঠিক! ঠিক তাই! আমার বন্ধু সাল্টকোট একঘণ্টা ধোরে ভাব্‌ছিলেন। ঘণ্টা কি?—না, না, হয় ত ঘণ্টা নয়, একমিনিট ধোরে ভাব্‌ছিলেন। রোসো রোসো, আমি বিবেচনা করি। ঘণ্টা কি মিনিট, এখনি আমি তোমাকে তা বোল্‌ছি। আমার যেন মনে পোড়্‌ছে, একদিন আমি বিধবা গ্রেন্‌বকেট্‌কে যে কথা—"

অর্দ্ধসমাপ্ত পাগলামী কথায় বাধা দিয়ে, সাল্‌টকোট খানার বন্দোবস্তের কথা তুল্লেন। শীঘ্র শীঘ্র আমারে হাত ধুতে বোল্লেন। আমি প্রস্তুত হয়ে এসে ভোজনে বোস্‌লেম। খেতে খেতে রসিক দমিনী কতরকম রসিকতার গল্পই কোত্তে লাগ্‌লেন। কোন কথার ছন্দও নাই, বন্ধও নাই, মানেও নাই। মন ভাল থাক্‌লে আমোদ-আহ্লাদ বেশ হোতো, দোমিনীর মজার মজার কথাগুলিও হয় ত ভাল লাগ্‌তো, তত উৎকণ্ঠার সময় কি সে সব কথা ভাল লাগে? বিরক্ত হোতে লাগ্‌লেম।

আহার সমাপ্ত হবার অতি অল্পই বাকী, এমন সময় হোটেলপ্রাঙ্গনে একখানা গাড়ীর চাকার ঘর্ঘরশব্দ শুন্‌তে পেলেম। একটু পরেই একজন খান্‌সামা একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সেই ঘরে এনে উপস্থিত কোল্লে। ফরাসী ভাষায় সেই স্ত্রীলোককে বোল্লে, "আপনি ততক্ষণ এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার থাক্‌বার ঘরের বন্দোবস্ত কোরে আস্‌ছি।"—স্ত্রীলোক ফরাসী কথা বুঝ্‌লেন না;—মাতৃভাষায় কথা কইলেন;—আমাদের ভোজঘরেই অপেক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন। স্ত্রীলোকটীর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর। অতিশয় মোটা;—বিদ্‌ঘুটে মোটা। মুখখানা লাল টক্‌টকে। গায়ে অনেক রকম শাল-দোশালা জড়ানো। যেখানে অগ্নিকুণ্ড, তারই নিকটে একখানা চেয়ারের উপরে তিনি বোস্‌লেন। চেয়ার জান্‌তে পাল্লে, ঠিক যেন একটা হাতী বোস্‌লো। সেই স্ত্রীলোকের মুখের দিকে আমি চেয়ে ছিলেম। হঠাৎ চক্ষু ফিরিয়ে নিয়ে, অন্যদিকে চেয়েছি, দমিনীর দিকে কটাক্ষপাত হলো। তাঁর মুখ দেখেই আমি অবাক। কোন দিকেই দৃষ্টি নাই;—সেরকম ফ্যাল্‌ফেলে চাউনি নাই;—আলাৎ পালাৎ বুকুনি নাই; কেবল অনিমেষনয়নে সেই স্ত্রীলোকের দিকে পুত্তলীবৎ অচল!—বোধ হোতে লাগ্‌লো, যেন, চেয়ার থেকে উঠে সেই স্ত্রীলোকের কাছেই ছুটে যান, এমনি ইচ্ছা।

"ব্যাপারটা কি ? দমিনি ! ব্যাপারটা কি ?—বিধবা গ্লেন্‌বকেট্‌কে ধ্যান কোরে তুমি যে এককালে পাষাণ হয়ে গেলে!"—চমকিতভাবে সাল্‌টকোট দমিনীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

দমিনী তড়াক কোরে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেন।—বোধ হলো যেন, লোহার আসনে কে তখন আগুন জ্বেলেছে;—আসন পুড়ে লাল হয়ে এসেছে,—সে আসন কেহই স্পর্শ কোত্তে পারে না;—ঠিক যেন সেই রকম তপ্তলৌহের জ্বালায় দমিনী লাফিয়ে উঠ্‌লেন। সাল্‌টকোটের কথায় উত্তর দিলেন, "ঠিক ঠিক! যা বোলেছ, তাই ঠিক!"—উত্তর দিয়েই সেইরকম জ্বলন্ত উৎসাহে ঘরের অন্য দিকে ছুটে গেলেন। ছুটে গিয়েই লালমুখীর লাল মুখে চুম্বন!—গলা ধোরে আকর্ষণ!—চুম্বনের শব্দ ঘরময় প্রতিধ্বনি!—সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার শব্দ। সে শব্দে চুম্বনের শব্দ ঢাকা পোড়ে গেল! সে শব্দের সৃষ্টি কোল্লেন সেই লালমুখী স্থবিরা। দমিনী ওষ্ঠস্পর্শে শব্দ তুলেছিলেন;—লালমুখী কঠিন করপল্লবের শব্দে সেই শব্দ ফিরালেন! সজোরে দমিনীর গণ্ডে এক বিশাল চপেটাঘাত!—দমিনী থতমত খেয়ে আড় হয়ে পোড়্‌লেন। স্ত্রীলোকটী চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। ঠিক সেই সময়ে আর একটী মোটা সাহেব সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। তাঁর বগলে একটা কাপড়ের পুঁটুলি,—হাতে একটা ছাতা স্থূলাঙ্গী বনিতার ক্রন্দন শুনে, সেইগুলো ঝুপ কোরে মাটিতে ফেলে, সেই ঘরে দৌড়ে এলেন। দমিনীকে তাড়া কোরে মাত্তে গেলেন। আমি আর সাল্‌টকোট ছুটে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়ালেম। সাল্‌টকোট সেই বিবিকে ঠাণ্ডা কোত্তে লাগ্‌লেন। ক্রোধমত্ত সাহেবটীকে আমি থামালেম।

বিবিকে সম্বোধন কোরে সাল্‌টকোট বোল্লেন, "দেখ মা! ওর কথা কিছু ধোরো না। দোষ কাকে বলে, তা ও জানে না। দুগ্ধপোষ্য শিশুও যা, আমাদের দমিনীও তা।"

"চুমো খেলে যে?"—লালমুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লালমুখী গম্ভীরস্বরে রেগে রেগে বোল্লেন, "চুমো খেলে যে?"

হাস্য গোপন কোরে সাল্‌টকোট বোল্লেন, "তা খেলেই বা!—তাতে দোষ কি? সুন্দরী, স্ত্রীলোক দেখ্‌লে মনে স্ফূর্ত্তি আসে,—আদর কর্‌বার ইচ্ছা হয়; সেই আদরের নিদর্শনই হোচ্চে চুম্বন।"

লালমুখী বোল্লেন,—"না, শুধু তাই নয়;—এর ভিতর কিছু আছে। হয় ত ভুলেছে। কাকে ভুলে কাকে মনে কোরে আমাকে——"

বিকটমুখে গালে হাত বুলুতে বুলুতে, আম্‌তা আম্‌তা কোরে দমিনী বোল্লেন, "ঠিকঠিক, ঠিক!—ঠিক ঐ কথা!— তুমি কি তবে গ্লেন্‌বকেট নও?—ঠিক সেই রকম চেহারা!—চেহারার এমন মিল আর কোথাও আমি দেখি নাই! তবে গ্লেন্‌বকেট মোরেছে,—ভূত হয়েছে;—তুমিই সেই ভূত!—কিন্তু না না! তাই বা কেমন কোরে হবে?—তুমি ত ভূত নও;—ভূতে কি অমন কোরে বজ্রের মতন চড় মাত্তে পারে?"

বিবিকে সম্বোধন কোরে সাল্টকোট বোল্লেন, "কথাটা কি জানেন,—আমার এই বন্ধুটী বুড়ো হয়েছেন,—নজর কিছু কম হয়েছে,—দূরের জিনিস ভাল কোরে দেখ্‌তে পান না;—তার উপর এইমাত্র খানা খেয়েছেন, ঝাপ্‌সাচক্ষেও আরো ঝাপ্‌সা ধোরেছে, এই মাত্র দোষ।—তা আমিই বন্ধুর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কোচ্চি।"

স্থূলাঙ্গী রক্তবদনী তখন একটু নরম হয়ে বোল্লেন, "না না, তোমাকে আর ও কথা বোল্‌তে হবে না;—বুঝেছি আমি এখন, আর তাতে কোন দোষ ধোচ্ছি না।"

ঝড় থেমে গেল। সাল্টকোট তখন একটু রসিকতা কোরে বোল্লেন, "ওঃ! তা আমি ভাবি নাই!—চুমো খেলে কোন মেয়েমানুষ মরে, কিম্বা মোরেছে, এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কোথাও দেখি নাই!"

একদিকের তাল ঠাণ্ডা হলো। আমিও এ দিকে সেই অবকাশে রাগান্ধ পতিকে ঠাণ্ডা কোল্লেম। বৃদ্ধ দমিনী আম্‌তা আম্‌তা কোরে ক্ষমা চাইলেন। খান্‌সামাও এসে দেখা দিলে; নূতন যাঁরা এসেছেন, তাঁদের ঘর ঠিকঠাক হয়েছে, সেই সংবাদ জানালে। নূতন অভ্যাগতেরা স্ত্রীপুরুষে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আপনাদের আসনে গিয়ে বোস্‌লেম। দমিনী তখন সাহস পেয়ে বোল্লেন, "আমারি পাগ্‌লামী বটে!—মাগীটা ঠিক যেন বিধবা গ্লেন্‌বকেট।—হতোও তাই ঠিক; দোষের মধ্যে গ্লেন্‌বকেট মোরে গেছে!"

সে তর্কে দমিনীর জিত হলো। দমিনীর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। আমাদেরও খোষগল্প থাম্‌লো। আমি তখন আপনার ঘরে প্রস্থান কোল্লেম।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের কিছু পূর্ব্বে, আমি তিবলিপ্রাসাদে যাচ্চি, একটা গলীর মোড়ে কর্ত্তা তিবলির সঙ্গে দেখা হয়ে পোড়্‌লো। তিনিও পদব্রজে আস্‌ছিলেন। যেন কোন বিশেষ দরকারী কাজে ব্যস্ত, তেমনি তাড়াতাড়ি চোলেছেন;—আমি টুপী খুলে সেলাম কোল্লেম। কিছু বলি বলি মনে কোচ্ছি, তিনি হঠাৎ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কটমটচক্ষে আমার দিকে চাইলেন। ঘৃণাপূর্ণ সক্রোধ কটাক্ষ। একবারমাত্র ঐ রকমে চেয়েই, হন্ হন কোরে তিনি চোলে গেলেন। ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অবাক হয়ে কাঠের পুতুলের মতন সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। শেষে একটা সংশয় আমার মনে উদয় হলো। আমি সামান্য সামান্য চাক্‌রী কোরেছি, কোন সূত্রে সেই কথা হয় ত ইনি জান্‌তে পেরেছেন,—না জান্‌তে পেরে, একজন চাকরের সঙ্গে মিত্রবৎ ব্যবহার কোরেছেন, সেই জন্যই হয় ত রাগ। মনে মনে সেইটাই ধারণা হলো। কেন তিনি অমন কোরে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে সে কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে হয়েছিল। হঠাৎ ঐ ভাবটা মনে এলো, আর গেলেম না।—বড়ই অপমান বোধ হলো। তিবলিপ্রাসাদে যাচ্ছিলেম, সে সংকল্প ত ত্যাগ কোল্লেম;—গেলেম না। অন্য পথে চোল্লেম। ধীরে ধীরে যেতে লাগ্‌লেম। ক্ষুণ্ণমনকে ফুল্ল কর্‌বার জন্য মনে মনে বোল্লেম, "আশ্চর্য্য কি? আবেলিনোর ইতিহাস যে রকম শুনেছি; তাতে এক রকম বুঝাই

হয়েছে, লর্ড তিবলি গর্ব্বমদে যেন দিয়াশলাই!—অল্প ঘর্ষণেই আগুন জ্বলে! হয় ত আমার পূর্ব্ব হীনাবস্থা জান্‌তে পেরেছেন,—সেই ছল পেয়ে এককালে উন্মত্ত।—এটা আর আশ্চর্য্য কি?"

মনের আগুন মনেই চেপে রাখ্‌লেম। সহজে চিত্তবেগ দমন কোত্তে পাল্লেম না। আরো এক ঘণ্টাকাল পথে পথে বেড়ালেম। মনে সুখ নাই;—কিছুই যেন ভাল লাগ্‌ছে না;—চঞ্চলচিত্তে অনেক পথ ঘুরে বেড়ালেম। শেষে স্থির কোল্লেম, আবেলিনোর কাছে যাই, তাঁর সঙ্গে কথোপকথনেও কথাটা ভুলে যেতে পার্‌বো, মনে মনে এই আশ্বাস। সেই দিকেই চোল্লেম।—যাচ্ছি, পথেই ভাইকাউণ্ট তিবলির সঙ্গে দেখা। সুসজ্জিত শকটে তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গাড়ীখানা যেন আমার নজরেই পড়ে নাই, সেই ভাবে পাশ কাটিয়ে অন্যধারে দাঁড়াই, প্রথমেই এইটী মনে হলো। শেষে আবার তখনই স্থির কোল্লেম,—এত লজ্জাই বা কিসের? জীবনে এমন কাজ কিছুই আমি করি নাই, যাতে কোরে লজ্জা পেতে হয়। কোন দোষের দোষী নই, চাক্‌রী কোরে যদি খেয়ে থাকি, সেটাই বা অগৌরবের কি?—কেনই বা লজ্জা পাব?"

এই ভেবে চিত্ত দৃঢ় কোল্লেম। সরাসর সোজাপথেই যেতে লাগ্‌লেম। গাড়ী আমার সম্মুখে পৌঁছিল। সটান ভাইকাউণ্টের মুখপানে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম। ভাব্‌লেম, মুখামুখী যা কিছু ঘট্‌বার, প্রথমেই তা ঘোট্‌বে। ভাইকাউণ্ট হয় ত নিজেই সে কথা তুল্‌বেন।—আমার সঙ্গে চোকাচোকি হবামাত্র, গর্ব্বিত তিবলিপুত্র ফিট্‌ক গাড়ীর উপর সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন।—ভয়ঙ্কর ক্রোধ!—কোচম্যানের হাত থেকে চাবুক গাছটা টেনে নিলেন। গাড়ীর উপর থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পোড়্‌লেন। এত চকিতমাত্রে সেই চাবুকের বাঁট দিয়ে সবলে দুবার আমারে প্রহার কোল্লেন। এর, চকিতে প্রহার, আমি তাঁরে নিবারণ কর্‌বার সময় পেলেম না।

"পাজি! ভণ্ড! বদ্‌মাস!—প্রবঞ্চক!—ছোটলোক!—" প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে সক্রোধগর্জ্জনে এই কটী কথা তাঁর রসনা থেকে নির্গত হলো। মহাক্রোধে মুখখানা রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

মুহূর্ত্তমধ্যেই কার্য্যশেষ। মুহূর্ত্তমধ্যেই চাবুকগাছটা তাঁর হাত থেকে আমি কেড়ে নিলেম।—বাঁ হাতে তাঁর গলার বগ্‌লসটা টেনে ধোরে, ডান হাতে সেই চাবুকের বাড়ী সপাসপ্ চার ঘা।—চাবুকগাছটা তাঁর পিঠেই ভেঙে ফেল্লম! তিনি যেন তখন বাঘের মত আমার দিকে রুকে এলেন। আমি তাঁকে সবলে ঠেলে ফেলে দিলেম। ভাঙা চাবুকগাছটা ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁর গায়ে ছুড়ে মাল্লেম। তিনি আর অগ্রসর হোতে সাহস পেলেন না। আমার প্রতিজ্ঞাও বুঝ্‌লেন;—আমার পরাক্রমও বুঝ্‌লেন। রাগে যেন ফিকে মেরে গেলেন। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গাড়ীর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। যে সব লোক এই কাণ্ড দেখ্‌লে, তারা কেহই আমারে দোষ দিলে না;—অনেকেই বরং তারিফ কোত্তে লাগ্‌লো। আমি তখন ধীরে ধীরে সেখান থেকে চোলে যেতে

লাগ্‌লেম। ছুটে পালাবো কেন?—আমি কাপুরুষ নই,—ক্ষমতা থাকে, আবার আসুন; সেইটা দেখানই তখন আমার মৎলব ছিল। ভাইকাউন্ট আর এগুলেন না। লাফ দিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটে চোল্লো। পথে আমি একজন সুপরিচ্ছদধারী সুপুরুষ ইতালিক ভদ্রলোককে সেই সময় দেখ্‌তে পাই। তিনি দ্রুতপদে আমার নিকটে এলেন। আমার হস্তধারণ কোরে এমন কতকগুলি কথা বোল্লেন, প্রথমে আমি সে সকল কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ কোত্তে পাল্লেম না। যা কোরেছি, বেশ কোরেছি;—সেইটাই যেন তিনি সাব্যস্ত কোল্লেন; কেবল সেইটুকুমাত্রই হৃদয়ঙ্গম হলো। ইতালিকভাষা আমি ভাল বুঝ্‌তে পারি না, সেইটী অনুমান কোরে, শেষে তিনি ফ্রেঞ্চকথা কইলেন। মুখপানে চেয়ে আমি জানালেম, তাঁর আসল কথার ভাবার্থ আমি বেশ বুঝেছি।

ইতালিক বোল্লেন, "যা কোরেছ, কথাটা অনেকদূর যাবে। ভাইকাউন্ট তিবলি অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী যুবা। তোমার নামে হয় ত নালিস হবে।—যদি হয়, আমাকে খবর দিও। আমি সাক্ষ্য দিব। আদালতে আমার সাক্ষ্যবাক্য নিতান্ত ভেসে যাবে না।"

এই সব কথা বোলে, ইতালিক ভদ্রলোকটী, তাঁর নামের কার্ডখানি আমারে প্রদান কোল্লেন। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছিলেম,—বোল্‌তে দিলেন না;—শুন্‌লেন না। কার্ডখানি আমি দেখ্‌লেম,—মার্কুইস অব স্পলেটো।

সিগ্‌নর আবেলিনোর বাড়ীতে তখন আর গেলেম না। মনে মনে আমি অসুখী, দেখেই তিনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন;—কত কথাই জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। তিনি যেমন পরিবারের বিষনয়নে পোড়েছেন, আমিও তেমনি তাঁদের ঘৃণার পাত্র হয়েছি, টা শুনে অবশ্যই তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন. সেটা ভাল নয়;—গেলেম না।

যে পথে যাচ্ছিলেম, সে পথ থেকেও ফির্‌লেম। যে গলীতে সেই অজ্ঞাত যুবতী রুগ্নশয্যায় শুয়ে আছেন, সেই দিকেই চোল্লেম। সহজেই পথ চিন্‌তে পাল্লেম।—সেই বাড়ীখানিও চিন্‌লেম। প্রবেশ কোল্লেম। যে ঘরে সূত্রধর থাকে, সেই ঘরের দরজা ঠেল্লেম। সূত্রধরের স্ত্রী দ্বার খুলে দিলে। তার স্বামী তখন কাজে গিয়েছিল। সেই স্ত্রীলোকের মুখে আমি শুন্‌লেম, রোগী একটু ভাল আছে, একটু একটু জ্ঞান হয়েছে; কিন্তু তখনো কথা কইতে পারে না। "আপনি টাকা দিয়ে গিয়েছেন, সেই টাকাতে আমরা ঘরের জিনিসপত্র,—বিছানাপত্র সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরে দিয়েছি,—একটু চৈতন্য হবার পর,—অভাগিনী সেই সব দেখে, চমকিতচক্ষে আমার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলো। সব জিনিস আমরা নূতন কিনেছি, কেবল যে বিছানাটীতে সে শুয়ে আছে, সেইটী বদলানো হয় নাই। বিছানার চাদর;—মশারী, তা আমরা নূতন কোরে দিয়েছি। দেখে দেখে অভাগিনী বিস্ময়ান্বিত হলো। খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে সুকোমল কৃষ্ণনেত্র দুটী কৃষ্ণনেত্রপল্লবে তৎক্ষণাৎ ঢেকে ফেল্লে।—প্রায় সারারাত্রি আমি তার কাছে বোসে ছিলেম। আমরা একজন ধাত্রী রেখে দিয়েছি।

আপনি আস্‌বার একটু আগে সেই ঘরে আমি গিয়েছিলেম। দেখে এলেম, অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ডাক্তার সর্ব্বদাই এসে দেখে যাচ্ছেন। বোলেছেন, আর কোন ভয় নাই, কল্যই জ্ঞান হবে,—শীঘ্রই আরাম হবে।”

সূত্রধরের পত্নীকে আমি যথোচিত সাধুবাদ দিলেম ;—আরো কিছু টাকা তার হাতে দিলেম ;—তার অর্দ্ধেকগুলি তারে নিজে খরচ কোত্তে বোল্লেম।—সহজে গ্রহণ কোত্তে রাজী হলো না, অনেক বোলে কোয়ে জোর কোরে গছালেম। কাল আবার আস্‌ছি বোলে সেখান থেকে বিদায় হোলেম। রোগীর কাছে আমার নাম কোন মতে যাতে প্রকাশ না পায়, সে জন্য আবার ভাল কোরে সাবধান কোরে দিয়ে এলেম।

হোটেলে এলেম। বেলা তখন প্রায় তিনটে। ফটকের ভিতর প্রবেশ কোচ্চি, হঠাৎ দুজন পুলিসপ্রহরী এসে আমারে গ্রেপ্তার কোল্লে !

দ্বাত্রিংশ প্রসঙ্গ।

—oo—

ফৌজদারী মোকদ্দমা।

পুলিসের লোকে আমারে গ্রেপ্তার কোল্লে। কোন কথাই আমি জিজ্ঞাসা না। পুলিসের লোকেদের একটী কথাও বোল্লেম না। ঘটনা দেখে আশ্চর্য্য হলো না। ব্যাপারটা কি, তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌লেম। মার্কুইস স্পলিটোর মুখে অবধি, মকদ্দমার জন্য আমি প্রস্তুতই ছিলেম। পুলিসের লোক যখন আমারে ধরে, ঠিক সেই সময়ে দমিনী আর সাল্‌টকোট তাঁদের সমভিব্যাহারী ফরাসী বার্ত্তাবহের সঙ্গে সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন। বিস্মিতনয়নে দমিনী আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাল্‌টকোট প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, রোমনগরের সমস্ত পুলিস একত্র হোলেও আমারে ধোরে নিয়ে যেতে দিবেন না। তাড়াতাড়ি ব্যস্তসমস্ত হয়ে, তিনি তাঁর জামার বোতামগুলো চড়্‌চড় কোরে খুলে ফেল্লেন। খুব জোরে টুপীটা মাথার উপর বোসিয়ে দিলেন।—সক্রোধে দস্তানাপরা হস্ত মুষ্টিবদ্ধ কোরে, পুলিসপ্রহরীদের ঘুষিয়ে দিবার উপক্রম কোল্লেন।

শশব্যস্তে আমি বোলে উঠ্‌লেম, “স্থির হোন্, সাল্‌টকোট, স্থির হোন!—এরকম যদি আপনি করেন, ভাল কোত্তে গিয়ে মন্দ দাঁড়াবে।”

সাল্‌টকোট জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “তবে আমরা কোর্‌বো কি ?”

দমিনী বোলে উঠ্‌লেন, “ঠিক ঠিক ঠিক !—বেলি আউলহেড যদি এখানে থাক্‌তো, ভারী বেয়োয়া ম্যাজিষ্ট্রেট—ভারী—”

সাল্‌টোকটকে সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, "আপনাদের বার্ত্তাবহকে আপনি মার্কুইস স্পলিটোর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন; তাঁর কাছে খবর দিন,—পুলিস আমারে ধোরেছে। সামান্য মারপিটের মকদ্দমা। আগে আমি মারি নাই। যা যা কোত্তে হয়, মার্কুইস তা বিবেচনা কোর্‌বেন।"

হোটেলের চাকর লোকজন ফটকে এসে উপস্থিত হলো। রাস্তার লোকেরাও কেহ কেহ সেইখানে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপার কি, জান্‌বার জন্য সকলেই সমুৎসুক। ফরাসী বার্ত্তাবহ আমার কথা শুনে, সকলকে বোলে বুঝালে, "মারপিটের মকদ্দমা। ঘটনাটা কিছুই নয়।" এই কথা বোলেই, মার্কুইসের কার্ডখানি আমার হাত থেকে নিয়ে, বার্ত্তাবহ তৎক্ষণাৎ গন্তব্যস্থানে প্রস্থান কোল্লে।

একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া করা হলো। পুলিসের লোকের সঙ্গে সেই গাড়ীতে আমি উঠ্‌লেম। দমিনী আর সাল্‌টকোট সঙ্গে যাবার জন্য দৃঢ়পণ কোল্লেন। তখনি যদি আমারে জেলে নিয়ে যায়, তা হোলে তাঁরা উচিতমত পরাক্রম দেখাবেন। পুলিসের লোকেরা বেশ শিষ্টাচার জানালে। মার্কুইস স্পলিটোর নিকটে আমি লোক পাঠালেম দেখে, তারা যেন আরও নরম হলো।

প্রায় পোনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ীখানা একজন ভদ্রলোকের ফটকে গিয়ে দাঁড়ালো। সেইখানে আমি নাম্‌লেম। লোকেরা আমারে উপর ঘরে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দমিনী আর সাল্‌টকোট। একটী ক্ষুদ্র কক্ষে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। একজন বৃদ্ধ কেরাণী সেই ঘরে বোসে লেখাপড়া কোচ্ছিলেন। একজন প্রহরী তাঁর হাতে একখানা কাগজ দিলে। সেখানা আমার গ্রেপ্তারীর ওয়ারিণ। কেরাণীসাহেব অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ফারিতনয়নে আমার পানে তাকিয়ে থাক্‌লেন। তার পর এক টিপ নস্য গ্রহণ কোরে, ওয়ারিণের পিঠে কি কথা লিখে দিলেন। প্রহরী আমারে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেটা যে মাজিষ্ট্রেটের ঘর, কোন লক্ষণে তা বুঝা গেল না। মধ্যস্থলে কাঠগড়া; তার একধারে বৃহৎ একটা টেবিলের সাম্‌নে একটী আধবয়সী লোক বোসে আছেন। লোকটীর পাশে তিবলিপুত্র ভাইকাউণ্ট তিবলি। একধারে ভাইকাউণ্টের কোচম্যান দণ্ডায়মান। ভাইকাউণ্ট আমার দিকে হিংসাপূর্ণ বিশাল কটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লেন। ঘৃণাপূর্ণকটাক্ষে আমিও সেই কটাক্ষের শোধ দিলেম। একজন চাপ্‌রাসী আমারে কাঠগড়ার কাছে যেতে ইঙ্গিত কোল্লে। সেখান থেকে মাজিষ্ট্রেট আর ফরিয়াদীর মুখ আমি বেশ দেখ্‌তে পেলেম। মাজিষ্ট্রেট একবার ঘণ্টাধ্বনি কোল্লেন,—সেই আহ্বানে একটা পাশদরজা খুলে একজন রোগা খর্ব্বাকার বৃদ্ধলোক প্রবেশ কোল্লেন। ইংরাজীভাষায় তিনি আমায় বোল্লেন,—"আমি ইণ্টারপিটার। মাজিষ্ট্রেটকে ফরিয়াদী বোলেছেন,—তুমি ইতালিক ভাষা জান না, সেই জন্যই আমি এসেছি।"

কেরাণীটীও সেই সময় সেই ঘরে এলেন। ইণ্টারপিটারকে তিনি শপথ করালেন। ভাইকাউণ্ট হলফ কোল্লেন না।—বিনা হলফেই ইতালিক ভাষায় এজেহার দিতে লাগ্‌লেন।

অল্প অল্প আমি বুঝ্‌লেম। প্রকৃত ঘটনাটা কতদূর শাখাপল্লবে বেড়েছে,—রকম রকম কতই অলঙ্কার পেয়েছে,—একটু একটু অনুভব কোল্লেম। সাক্ষী তলব হলো। মূল সাক্ষী ভাইকাউন্টের কোচ্‌ম্যান। কোচ্‌ম্যানকেও হলফ পড়ানো হলো না। কোচ্‌ম্যানও মনিবের এজেহারমত জবানবন্দী দিলে;—তাও আমি অল্প অল্প বুঝ্‌লেম।

ইণ্টারপিটার বোল্লেন,—"সব কথা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বোল্‌ছি। তোমার কি জবাব আছে, বোল্‌তে পার।"

এই সময় পরিষ্কার ইংরাজীতে আমারে সম্বোধন কোরে, ভাইকাউণ্ট বোল্লেন, "একটী কথা। তোমার হৃদয়ে যদি বিন্দুমাত্র মানসম্ভ্রমের রেখা থাকে, কি সূত্রে আমাদের বিবাদের উৎপত্তি, সে কথাটী প্রকাশ কোরো না। কেবল সাফ সাফ বিবাদের কথাটীই বোলে যাও।"

উদাসভাবে আমি বোল্লেম,—"কি বোল্‌বো, কি না বোল্‌বো, তার জন্য আমি অঙ্গীকারবদ্ধ হোতে পারি না। তুমিই আগে চড়াও হয়েছ;—তুমিই আগে নালিস কোরেছ। আমি কেবল সত্যকথায় সাফাই দিব।"

গম্ভীরস্বরে ভাইকাউণ্ট বোল্লেন, "সাবধান!—আপনার মান আপনি খুইও না! তিবলিবংশের নামেও কলঙ্ক দিও না!"

আমি উত্তর কোল্লেম না। মনে মনে কিন্তু আশ্চর্য্যবোধ হলো। পূর্ব্বে আমি সামান্য চাকর ছিলেম, সেই কথা তাঁরা শুনেছেন, সেই কারণেই ভাইকাউণ্ট তিবলি আমার শত্রু। পূর্ব্বসূত্র উত্থাপন কোত্তে নিবারণ কোচ্ছেন। উঃ!—ইতালীয় বড়লোকদের দাম্ভিকতা কতদূর!

ইণ্টারপিটার আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ভাইকাউণ্ট তিবলি তোমার নামে নালিস কোরেছেন। তাঁর নালিস এই যে, তুমি জোসেফ উইলমট, তাঁদের পিতাপুত্রের প্রতি কোনরূপ অমর্য্যাদা হয়েছে, তা তুমি বুঝেছ;—তা তুমি জান;—জেনে শুনেও তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোত্তে অভিলাষী হয়েছিলে। শেষে সব কথা প্রকাশ পেয়েছে। কাউণ্ট তিবলি আজ প্রাতঃকালে পথে তোমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে চোলে গেছেন। একটু পরেই ভাইকাউণ্টের সঙ্গে তোমার দেখা হয়। ঘৃণা কোরে তাঁর দিকে তুমি কুটিলনয়নে চেয়ে দেখ; তাই দেখে তিনি গাড়ী থেকে নেমে আসেন; তুমি সেই সময় তাঁর কোচম্যানের হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে, বেহিসাবী মার মেরেছ। এই পর্য্যন্ত এজাহার। কোচম্যানও ঠিক সেই এজাহারের মর্ম্মে জবানবন্দী দিলে। এখন জবাব কর।"

আমি বোল্লেম, "দুই কথাতেই আমার জবাব আছে। ভাইকাউণ্ট তিবলি নিজে কোচম্যানের হাত থেকে চাবুক নিয়ে প্রথমে আমারে প্রহার করেন, অকথ্যকথায় গালাগালি দেন। কোন দোষের দোষী আমি নই, বিনাদোষে প্রহার। তখন আমি কি করি, কাজেই চাবুকগাছটা কেড়ে নিয়ে, সেই চাবুক ভাইকাউণ্টের পিঠে

আমি ভেঙেছি। শুধু তাই বা কেন?—যে কেহ ঐরকমে আমারে অপমান কোর্বে, তাকেই আমি ঐ রকম শিক্ষা দিব।"

ইণ্টারপিটার আমার কথাগুলি মাজিষ্ট্রেটকে বুঝিয়ে দিলেন। মাজিষ্ট্রেটের উপদেশে তিনি আমারে আবার বোল্লেন, "সাবধান! সাবধান! ভালরকম প্রমাণ দিতে না পাল্লে কিছুতেই তোমার কথা আদালতে গ্রাহ্য হবে না। মাজিষ্ট্রেট মনে কোচ্ছেন, এই যে দুটীলোক তোমার সঙ্গে এসেছেন, এরাই হয় ত——"

ইণ্টারপিটারকে থামিয়ে, দমিনী ব্লকর্ম্যানন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বোলে উঠ্লেন, "ঠিক ঠিক ঠিক!—আমি যা জানি, বোল্‌ছি, মাজিষ্ট্রেটকে বুঝিয়ে বল। আমি এঁকে ভাল জানি, এঁর নাম জোসেফ,—জস্যুয়া নয়,—কেন না, এক জস্যুয়া ছাড়া বেশী জস্যুয়া আমি জানি না। ভেড়াচুরীকরা অপরাধে সেই জস্যুয়া কয়েদ হয়। আমার মনে পোড়্‌ছে, গ্যালোগেটের মাজিষ্ট্রেট বেলি আউলহেড কেমন কোরে সেই রকম বিচার কোরেছিলেন। তুমি দয়া কোরে তোমার মাজিষ্ট্রেটকে বল, বেলি আউল-হেডের দৃষ্টান্ত অনুসারে উনি——"

দমিনী আর বলবার অবকাশ পেলেন না। পেছোন থেকে সাল্‌টকোট তাঁর কাপড় ধোরে টান্‌লেন। এত জোরে টান্‌লেন যে, বৃদ্ধ দামিনী যেন হুড়াহুড়ি কোরে মাটীতে পোড়ে যান। বাস্তবিক তপড় পড় হোলেন। ভাইকাউণ্ট তিবলি বেশ ইংরাজী বুঝ্‌তে পারেন। দমিনীর এলোমেলো কথায় বিস্ময়াপন্ন হোলেন, ইণ্টারপিটারও বিস্ময়াপন্ন হয়ে মাথা নাড়্‌লেন। সে মাথানাড়ার মানে কি?-মানে এই যে, দমিনীর কথা তিনি একটীও বুঝ্‌তে পাল্লেন না।"

দমিনীকে সম্বোধন কোরে সাল্‌টকোট বোল্লেন, "থামো তুমি দমিনি! যা বোল্‌তে হয়, আমিই বোল্‌ছি।"—এই কথা বোলে ইণ্টারপিটারকে সম্বোধন কোরে, সাল্‌টকোট বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, মাজিষ্ট্রেটকে বল, আমি—আমার নাম সাল্‌টকোট,—নিবাস স্কটলণ্ড,—আমি এই জোসেফ উইলমটের পরিচিত বন্ধু। একটী কথায় যা আমি বোল্‌বো, ইটালীর সমস্ত ভাইকাউণ্ট হলফান জবানবন্দীতেও সে কথা খণ্ডন কোত্তে পার্‌বেন না। ফরিয়াদী ভাইকাউণ্ট যদি তর্ক কোত্তে চান, আসুন, আমার সঙ্গেই তর্ক করুন;—এই মাজিষ্ট্রেট তাঁর সাক্ষী হোতে পার্‌বেন। আমার পরামর্শ এই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হস্তমর্দ্দন করুন। তার পর আমরা হোটেলে যাব, সেখানে আমি এমন গরম গরম পঞ্চরং চালাবো যে, যার যত বৈরিতা,—যার যত আক্রোশ, সমস্তই সেই পঞ্চরঙের হ্রদে ডুবে যাবে।"

পঞ্চরঙের কথা উচ্চারণ কোরেই, ইণ্টারপিটারের মুখের দিকে চেয়ে, সুরসিক সাল্‌ট-কোট খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লেন। সাল্‌টকোটের বক্তৃতাটী মাজিষ্ট্রেটকে বুঝিয়ে দিবার জন্য তাঁকে আর সে অবস্থায় একটুও কষ্ট পেতে হলো না। কেন না, সহসা সেই মজ্‌লিসে মার্কুইস স্পলিটো উপস্থিত। পশ্চাতে সেই বার্ত্তাবহ। মাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপিটার,

উভয়েই নবাগত মার্কুইসকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোল্লেন। ভাইকাউণ্ট তিবলির মুখ শুকিয়ে গেল। আসনের উপর বোসেই তিনি ছট্‌ফট কোত্তে লাগ্‌লেন। রাজপথ রঙ্গভূমে আমাদের যখন মহাযুদ্ধের অভিনয়, মার্কুইস স্পলিটো সে রঙ্গভূমে তখন উপস্থিত ছিলেন, ক্রোধান্ধ মদগর্ব্বিত ভাইকাউণ্ট হয় ত সেটী দেখেন নাই। যদিই দেখে থাকেন, তিনি যে আমার পক্ষে সাক্ষী হয়ে উপস্থিত হবেন, এটী হয় ত ভ্রমেও মনের মধ্যে ভাবেন নাই। ফৌজদারী আদালতের সাক্ষীমঞ্চে মার্কুইসের প্রবেশ, তাঁর পক্ষে অবশ্যই অপ্রত্যাশিত। মার্কুইস স্পলিটোকে সম্মুখে দেখে, বাস্তবিক তিনি ছট্‌ফট কোত্তে লাগ্‌লেন।

মার্কুইস স্পলিটো আমারে চিন্‌লেন। চিন্‌বার চিহ্নস্বরূপ মিত্রভাবে আমারে নমস্কার কোরে আমার পাশে বোস্‌লেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গৌরব কোরে যে আসন দিলেন, সে আসনে বোস্‌লেন না। আমার পাশে বোসে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লেন। আমি আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। ভাইকাউণ্টের মুখখানা ফেঁসাটে হয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাম্‌ড়াতে লাগ্‌লেন। একবার যেন কেঁপে কেঁপে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লেন। বোধ হলো যেন, আসন থেকে লাফিয়ে পড়েন আর কি!—মার্কুইস যে সব কথা বোল্‌ছেন, সে সব কথা নয়, সে সব কথা মিথ্যা,—হয় ত সেইরূপ দর্প দেখাবার উপক্রম, প্রতিবাদ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা,—কিম্বা হয় ত একটা রফারফির মতলব। মকদ্দমাটা হয় ত উঠিয়ে নেবার চেষ্টা। এজেহারে ভুল হয়েছে, সবকথা ঠিক হয় নাই, সেইটুকু হয় ত স্বীকার কর্‌বার বাসনা।

মার্কুইস বেশী কথা বোল্লেন না। তিন চার কথায় সেরে দিলেন। কিন্তু যতটুকু বোল্লেন, একেবারে চূড়ান্ত। ম্যাজিষ্ট্রেটের বদন গম্ভীর হলো,—চক্ষু গম্ভীর হলো, তিনি জনান্তিকে ভাইকাউণ্ট ফরিয়াদীকে চুপি চুপি কি গুটীকতক কথা বোল্লেন। গাড়োয়ানকে আবার তলব হলো। গাড়োয়ানের তখন কেবল আম্‌তা আম্‌তা ভরসা! কি বোল্‌তে কি বলে, কি ভাবে,——হতভম্বা দিশেহারা! ম্যাজিষ্ট্রেটের জেরারও তখন ধুম বড়।

আসন থেকে লাফিয়ে উঠে, আমার পানে চেয়ে, আমারে সম্বোধন কোরে, তত বড় মকদ্দমায় ততবড় ফরিয়াদী ভাইকাউণ্ট তিবলি তখনকার স্বরে তখন বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বোধ করি, আমি কিছু বাড়াবাড়ী করেছি। কেন না,—এই কাজটা,—স্বধু কেবল এই কাজটাই ধরা যাক্‌,—রাগবাড়াবার আর যত সব কাণ্ডকারখানা, সে সব এখন ছেড়ে দাও। স্বধু কেবল এই কাজটার জন্য তোমার কাছে মাপ চাওয়াই আমার ভাল হোচ্চে। তুমি কিন্তু এটা মনে রেখ, যে কাজ তুমি কোরেছ, তাতে কোরে তোমার উপর আমার ভয়ানক রাগ হোতে পারে কি না?—তা যাক্‌, সে সব কথা এখানে যতই না বলা যায়, ততই ভাল। সেই জন্যই বোল্‌ছি, সাধ কোরে আর বেশী লোক জানাজানি না হয়, লোকে এই কথাটা তুলে, আমোদ কোরে পাড়ায় পাড়ায় হাসি-মস্করার গল্প কোরে না বেড়ায়। তাই করাই ভাল হোচ্চে না?—আমি ত বলি তাই করাই ভাল। তুমি অবশ্যই রাজী

হবে;—কেনই বা না হবে?—অন্তশন্ত ক্যাঁসাতে আর কাজ কি?—এই পর্য্যন্ত মিট্‌মাট কোরেই ফেলা যাক্‌।"

কি উত্তর দেওয়া যায়, প্রথমত কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। অল্প অল্প আত্মাভিমানও উপস্থিত হলো। আমার নিজের পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশ কোত্তে ইচ্ছা হলো না। সে সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ কোল্লেম না। একটু চিন্তা কোরে বোল্লেম, "হাঁ, আপনি যেরূপ দীর্ঘ বক্তৃতা কোল্লেন, তাতেই বুঝা গেল, আপনি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কোচ্চেন। বিশেষ না জেনে না শুনে, খামকা একটা কুৎসিত কাণ্ড কোরে ফেলেছেন, চারা কি, এই পর্য্যন্ত মিটমাট হয়ে যাওয়াই ভাল।"

ইণ্টারপিটার আমার কথাগুলি হাকিমকে বুঝিয়ে দিলেন। আমার দিকে ফিরে, মার্কুইস্‌ স্পলিটো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ভাইকাউণ্ট যে রকম ক্ষমাপ্রার্থনা কোল্লেন, তাতে তুমি সন্তুষ্ট হোলে ত?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! এই পর্য্যন্তই ভাল। মকদ্দমা আর বেশীদূর চালাবার আমার ইচ্ছা নাই। এ মকদ্দমা যদি আমার নিজের দেশে হতো,—ফরিয়াদী পক্ষে যেরূপ ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা এজেহার,—মিথ্যা জবানবন্দী প্রকাশ পেলে, এ মকদ্দমা যদি ইংলণ্ডে হতো, তা হোলে ভারী বিভ্রাট দাঁড়াতো;—মাজিষ্ট্রেট কখনই এ রকমে মকদ্দমা উঠিয়ে নিতে দিতেন না।"

মার্কুইস্‌ স্পলিটো বোল্লেন, "বুঝেছি, ভিতরে কিছু আছে। ভাইকাউণ্টের সঙ্গে তোমার কোন রকম গুহ্য মনোবাদের সূত্র থাকৃতে পারে, তাতেই উনি হঠাৎ রাগের মাথায় এই কাজটা কোরে ফেলেছেন। কি সেই গুহ্যসূত্র, তা আমি জান্‌তে চাই না। বাস্তবিক উপসর্গটা এইখানে শেষ হওয়াই উচিত বটে।"

মাজিষ্ট্রেটের মুখে হুকুম শুনে, ইণ্টারপিটার আমারে তর্জ্জমা কোরে বুঝিয়ে বোল্লেন, "তুমি খালাস পেলে।"

আমার প্রতি সদয় হয়ে মার্কুইস্‌ স্পলিটো এ মকদ্দমায় যতদূর সহায়তা কোল্লেন, তজ্জন্য আমি তাঁকে শত শত সাধুবাদ দিলেম। আত্মপ্রশংসা শ্রবণে অনিচ্ছু হয়ে মার্কুইস্‌ বোল্লেন, "ওসব কথা কেন? আমার কর্ত্তব্য কার্য্যই আমি কোল্লেম।"—এই কথা বোলেই মিত্রভাবে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, মার্কুইস্‌ স্পলিটো বিচারালয় থেকে বেরিয়ে গেলেন। দমিনী আর সাল্‌টকোটের সঙ্গে আমি তখন হোটেলে ফিরে গেলেম। সাল্‌টকোট সেইদিন আমারে পঞ্চরং মদ খাওয়াবার জন্যে বিস্তর জেদাজিদি কোল্লেন। সহজে আমি সে অনুরোধ ছাড়াতে পাল্লেম না। আমিও খাব না, তিনিও ছাড়্‌বেন না;—অনেককষ্টে ক্ষান্ত কোল্লেম।

সেই অপরিচিতা যুবতীটী রুগ্নশয্যাশায়িনী। কেমন আছে, জান্‌বার জন্য পরদিন বেলা দুইপ্রহরের সময় সেই বাড়ীতে আমি গেলেম। সূত্রধর আর তার স্ত্রী তখন খেতে বোসেছে। তাদের মুখে শুন্‌লেম, যুবতী আরাম হয়েছে,—জ্ঞান হয়েছে,

কথাবার্ত্তা কইতে পাচ্চে। শুনে আমার অন্তরে যেমন বিস্ময়, তেম্নি আনন্দ। আরামের সংবাদ শুন্‌লেম বটে, কিন্তু যুবতী নিজের পরিচয়ের কথা কিছুই ভাঙে নাই, নামটী পর্য্যন্ত বলে নাই। তার আপ্‌নার লোক কোথাও কেহ আছে কি না, সেটুকু পর্য্যন্ত না। সে মনে কোরেছে, ঐ সূত্রধরের যত্নেই আরোগ্য লাভ,—সূত্রধরের খরচেই পরিষ্কার গৃহসজ্জা।

সূত্রধরের পত্নী আমারে বোল্লে, "ভিতরের কথা কি, বোধ হয় শীঘ্রই প্রকাশ পাবে। আসল কথা কি, তা আমরা বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো না। আমরা স্ত্রীপুরুষে সমস্ত উপকার কোরেছি, এইটী মনে কোরে, তিনি আমাদের কাছে যে রকম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, শুনে আমার বড় লজ্জা হোচ্চে। করি কি?—বলি কি? আপ্‌নি এক কাজ করুন্। যখন এতদূর কোল্লেন, তখন আর একটী উপকার করুন্। যুবতীর সঙ্গে দেখা করুন্, অভাগিনীর কোথাও কোন আত্মীয়লোক আছে কি না, জিজ্ঞাসা করুন্; পত্র লেখা—"

পরামর্শে বাধা পোড়ে গেল। সেই বৃদ্ধা ধাত্রী অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে, সেই অবসরে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লে। চঞ্চলচক্ষে চাইতে লাগ্‌লো;—ইতালিকভাষায় সূত্রধরদম্পতীকে কি গোটাকতক কথা বোল্লে।

সবিস্ময়ে সূত্রধর বোলে উঠ্‌লো, "ঐ যা!—যা ভেবেছি, তাই! বোলে ফেলেছে! এই বৃদ্ধা ধাত্রী অসাবধানে কি বোল্‌তে কি বোলেছে! যদিও—"

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি কি?—কি বোলেছে?"

"একটুখানি।—যদিও সব কথা বলে নাই, কিন্তু যেটুকু বোলেছে, সেইটুকুই যথেষ্ট। আমরা কিছু করি নাই, পশ্চাতে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আছেন,—তিনিই সব খরচপত্র দিয়েছেন,—অথচ গা ঢাকা—"

আবার আমি ব্যস্ত হয়ে মহা আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা, আচ্ছা, যুবতী তাতে কি বোল্লে?"

"যুবতী অত্যন্ত উতলা হোলেন। যদি শীঘ্র সংশয়ভঞ্জন করা না হয়, রোগ আবার বেড়ে উঠ্‌তে পারে। কে সেই ইংরেজ ভদ্রলোক, যুবতী প্রায় হাজারবার ধাত্রীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা কোরেছেন। ধাত্রী তাঁর কোন কথার উত্তর দিতে পারে নাই। ধাত্রী আপ্‌নাকে এই সবে নূতন দেখ্‌লে। কোন্ দেশে আপ্‌নার নিবাস, তাপর্য্যন্ত পূর্ব্বে জান্‌তো না।"

একটু অসুখী হয়ে আমি বোল্লেম, "বুড়ী ত তবে বড়ই কাঁচা কাজ কোরেছে। যাও শীঘ্র! শীঘ্র তাঁরে শান্ত কর। যত কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন, তাতে তুমি কেবল এইমাত্র উত্তর দিও, জোসেফ উইলমট।"

সূত্রধরের পত্নী রোগীর ঘরে গেল। পোনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে ব্যগ্রভাবে বোল্লে, "যুবতী আপ্‌নার সঙ্গে দেখা কোত্তে চাচ্চেন। আপ্‌নি একবার চলুন।

যেরকম চঞ্চলা দেখ্‌লেম, আপ্‌নি যদি না যান,—দেখা যদি না করেন, সন্দেহ যদি না ঘুচান, বড়ই মন্দ হবে।”

যুবতীর আর আমার উভয়েরই সম্ভ্রমরক্ষার অনুরোধে সূত্রধরপত্নীকে আমি বোল্লেম, “তবে তুমিও আমার সঙ্গে চল।”

“হাঁ, যাচ্ছি, তিনিও ঐ কথা বোলে দিয়েছেন।”

সূত্রধরের পত্নীর সঙ্গে আমিও রোগীর ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। বিছানাতে মশারি ফেলা। মশারির ফাঁক দিয়ে একখানি সুন্দর হস্ত আমার দিকে বিস্তৃত হলো। সেই হাতখানি আমি ধোল্লেম। সুকোমল সূক্ষ্মস্বরে যুবতী বোল্লেন, “মিষ্টার উইলমট! তোমার কাছে আমি বিস্তর উপকারঋণে ঋণী। তুমিই আমার প্রাণ দিলে!—তোমার সততার কাছে আমি আরও দশসহস্র-গুণে ঋণী।”

যুবতীও ফরাসীভাষায় কথা কইলে, আমিও ফরাসী ভাষায় উত্তর দিলেম, “সিগ্‌নোরা! আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা কোচ্চি, এমনটী তুমি মনে কোর না। তুমি কেমন আছ, দেখ্‌তে আসা, সেটীও—”

“না।”—বাধা দিয়ে যুবতী বোল্লে, “না, তা আমি মনে করি না। এই হিতৈষিণী স্ত্রীলোকটী সব কথা আমারে বোলেছেন। আমার বেয়ারামের খবর পেয়ে কি অবস্থায় তুমি এখানে এসেছিলে, সব আমি শুনেছি।—এখন বল দেখি উইলমট! সেই কথা ভেবেই আমার বড় উৎকণ্ঠা হোচ্চে। বল দেখি এখন, আমার পীড়ার সংবাদ পেয়ে অবধি তুমি আমার স্বজনবর্গের কোন অনুসন্ধান কোচ্চো কি না?”

“না সিগ্‌নোরা! তা আমি করি নাই। কি সূত্রেই বা অনুসন্ধান কোর্‌বো? যদিও সূত্র পেতেম, তা হোলেও আমি অন্বেষণ কোত্তেম না। কেন না, আমি জানি, সেটা তোমার ইচ্ছা নয়।”

“হাঁ হাঁ, সে কথা তবে তুমি ভুল নাই? যে অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা, সে কথা তবে তোমার মনে আছে? বেশ!—বেশ! কোথা থেকে আমি এসেছি, সে কথা যদি তখন তোমারে আমি বোল্‌তেম, তা হোলে তুমি ভয় পেতে। হয় ত সেই খানেই আবার আমারে রেখে আস্‌বার জন্য জেদাজেদি কোত্তে। সেই জন্য কিছুই বলি নাই। তস্কানীর সীমা ছাড়িয়ে রোমরাজ্যের সীমায় যখন এসে পৌঁছ্‌লেম, তখন আর তোমার শঙ্কার কারণ কিছুই থাক্‌লো না। আমিও একরকম নিশ্চিন্ত; তথাপি কিন্তু সে কথাটা তোমার জানা—”

ভাবার্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম কোত্তে না পেরে, আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কথাটা কি? কোথায় তুমি ছিলে?—কোথা থেকে পালিয়েছ? আমি বোধ করি, সেই বাড়ী থেকেই পালিয়ে এসেছ। গাড়ী থেকে সেই বাড়ীর ছায়ামাত্র আমি দেখেছি। উঃ! তখন যে অন্ধকার! স্পষ্ট কি কিছু দেখা যায়?”

“আঃ! তবে তুমি কিছু অনুমান কোত্তেও পার নাই? বেশ হয়েছে!—বেশ হয়েছে।

এখন আর তোমার কাছে সে কথা আমি গোপন রাখ্‌বো না। যে বাড়ী থেকে আমি পালিয়ে এসেছি, সে বাড়ীখানা—সে বাড়ীখানা—একটা—একটা ধর্ম্মশালা!—মঠ!”

“মঠ?”—সবিস্ময়ে আমি প্রতিধ্বনি কোল্লেম, “মঠ? ওঃ! তবে কি তুমি এই নবীনবয়সে তপস্বিনী?”

“না না, তপস্বিনী কেন? সেখানে আমি নূতন প্রবেশ কোরেছিলেম;—রীতিনীতি শিখ্‌ছিলেম। শিক্ষা হবার পর হয় ত জোর কোরে আমারে সেই দলে ভর্ত্তি কোরে নিতো। কেন না, সেখানকার লোকেরা আমার উপর বড়ই নির্দ্দয়। তারা জান্‌তো, হৃদয়ে আমি দারুণ যাতনা ভোগ কোচ্চি। যাতনা যাতে আরো বাড়ে, সেই চেষ্টাই তাদের ছিল। তারা আমারে কতই যন্ত্রণা দিত,—গালাগালি দিত, পীড়ন কোত্তো। ওঃ! আমি দুর্ভাগিনী!—বিষম দুর্ভাগিনী! আমার দুঃখের কথা ভাষাকথায় ব্যক্ত করা যায় না। সে অবস্থায় যদি আমি আর কিছু বেশীদিন থাক্‌তেম, তা হোলে হয় ত আমারে আত্মঘাতিনী হোতে হতো। মঠের একজন দাসী আমারে বড় ভালবাস্‌তো। তারই কৌশলে আমি পালাতে পেরেছি। মঠে আমি যে পোষাক পোত্তেম,তা পোরে যদি পালাতেম, তা হোলে অবিলম্বেই ধরা পড়্‌বার ভয় ছিল। দাসী দয়া কোরে তার একশুট কাপড় আমারে দিয়েছিল, তাই পোরেই আমি পালাই।”

সূত্রধরপত্নী এইখানে থামিয়ে দিলে;—সে বোল্লে, “রোগী অনেক বেশীকথা বোল্‌ছেন, এত কাহিলের উপর অত বকা ভাল নয়, আরও অসুখ বাড়্‌বে।”—আমিও ভাব্‌লেম, ঠিক কথা। যদিও আরও কিছু শোন্‌বার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন আর সেরূপ আগ্রহ জানালেম না। যুবতীকে বোল্লেম, “এখন তবে আর না। এখন আর তুমি বেশী বোকো না;—কষ্ট হবে।”

“কাল তবে তুমি আবার আস্‌বে?”—কোমলস্বরে ব্যগ্রতা কোরে যুবতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লে, “কাল তবে তুমি আবার আস্‌বে? ঠিক কোরে বোলে যাও,—অঙ্গীকার কোরে বোলে যাও, কাল তবে আবার আস্‌বে? আমি তোমারে সব কথা বোল্‌বো।”

আমি উত্তর কোল্লেম, “হাঁ, কাল আমি আস্‌বো।”

আবার মশারির ভিতর থেকে সুন্দর হাতখানি বেরুলো। মিত্রভাবে সেই হস্ত স্পর্শ কোরে, আমি বিদায় গ্রহণ কোল্লেম। যতক্ষণ সেখানে ছিলেম,—যতক্ষণ কথাবার্ত্তা কইলেম, যুবতীর মুখখানি একবারও দেখ্‌তে পাই নাই।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে সিগ্‌নর আবেলিনোর আবাসাভিমুখে আমি চোল্লেম। যুবতীর মুখে যে যে কথা শুনে এলেম, সারাপথ মনে মনে কেবল সেই সব কথাই আলোচনা। কল্য আবার আরো নূতন নূতন কথা শুন্‌বো, মনোমধ্যে অদ্ভুত কৌতূহল।

আবেলিনোর বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। একটী ঘরে বোসে তিনি তখন পুস্তক পাঠ কোচ্ছিলেন। বদন পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ। আমারে দেখে একটু প্রফুল্লতা দেখালেন। খানিকক্ষণ দুজনে আমরা অন্য অন্য কথা আলাপ কোল্লেম। ভাইকাউন্ট তিবলির

সঙ্গে আমার মোকদ্দমা, সে কথাটার কিছুই উল্লেখ তিনি কোল্লেন না। আমি ম কোল্লেম, হয় ত জানেনও না। আমিও ইচ্ছা কোরে কিছু বোল্লেম না। আবেলিনে কাছে তিবলিপরিবারের নাম করাও আমার আর ইচ্ছা ছিল না।

কথার অবসরে আবেলিনো গদ্গদকণ্ঠে আমারে বোল্লেন, "মনে আছে, সে দি আমি তোমাকে বোলেছিলেম, একখানি চিত্রপট দেখাবো। প্রিয়বন্ধু উইলমট! প্রা প্রাণে যারে আমি ভালবাসি, তার ছবিখানি আমি স্বহস্তে চিত্র কোরেছি।—যতটু ক্ষমতা, ততটুকু দেখিয়েছি। নকলটী দেখ্‌লেই তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে, আসল রূপে সৌন্দর্য্য কত।"

এইরূপ ভূমিকা কোরে, আবেলিনো আমারে সঙ্গে কোরে চিত্রশালায় নিয়ে গেলেন চিত্রশালাটী অতি সুন্দর। দেয়ালের গায়ে নানারকম নূতন নূতন ছবি টাঙানো কটাক্ষপাতমাত্রেই পরিচয় হয়, সুনিপুণ চিত্রকরের চিত্রকরা। বাস্তবিক সকলগুলি তাঁর স্বহস্তে চিত্রিত। কতকগুলি অসমাপ্ত,—কতকগুলি অর্দ্ধচিত্রিত,—কতকগুলি অংশচিত্রিত,—নানারকম ছবি ঠাঁই ঠাঁই সাজানো রয়েছে। যেটী দেখ্‌তে এলেম, সে দেখ্‌তে পেলেম না।

"এইখানে আছে।"—এই কথা বোলে আবেলিনো একটী ছোট ঘরের দরজা খুল্লেন সেই ঘরে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। একখানি ফ্রেমের উপর আবেলিনোর প্রেমপ্রতিমা চিত্রপট। স্মৃতিপটে যে প্রতিমা অহরহ চিত্রিত, সেই প্রতিমাই সেই ঘরে সযত্নরক্ষিত ছবিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত কোরেই সহসা আমি বিস্ময়ধ্বনি কোরে উঠ্‌লেম। চিত্রক মুখখানি দেখেই আমি চিন্‌লেম, তিবলিকুমারী আন্তনিয়ার সুন্দর মুখ। যে যুবতীকে আমি ডাকগাড়ীতে তুলে রোমনগরে এনেছি, সেই সুন্দরীপ্রতিমার চিত্রিত প্রতিমা!

ত্রয়স্ত্রিংশ প্রসঙ্গ।

—oo—

নিশাসঙ্কট।

ঠিক তাই!—দর্শনমাত্রেই চিন্‌লেম। আমার মুখে বিস্ময়ধ্বনি শুনেই ফ্রান্সিস্কো আবেলিনো হঠাৎ চোম্‌কে উঠ্‌লেন। তাঁর নয়নযুগল তখন আমার নয়নে নির্নিমেষ। মনে মনে তিনি যেন স্থির কোল্লেন, আসল ছবির যেন কিছু কিছু আমি জানি। চিত্রপট দেখে আমি বিস্ময় প্রকাশ কোল্লেম, এমনটী তিনি বুঝ্‌লেন না। তিনি বুঝ্‌লেন, আসল বস্তুটাই যেন অগ্রেকার দেখা। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি ও উইলমট? তুমি অমন কোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লে যে? কথাটা কি? দোহাই ঈশ্বরের, বল আমাকে!"

"ঐ যুবতীকে আমি দেখেছি!—ঐ যুবতীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে!—ঐ যুবতীকে আমি চিনি!"

"তুমি দেখেছ?—তুমি চেনো? তবে কি সে আজিও পৃথিবীতে আছে? সে তবে কোন রকম যন্ত্রণা পাচ্চে না? ওঃ! কোথায়?—কোথায় দেখেছ?—কোথায় বাস কোচ্চে?—বল আমাকে!—এখনই আমি তার কাছে ছুটে যাব!"

আমি তাঁর একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিতে না দিতে, আবেলিনোর বদনে কেমন একরকম চিন্তা আবরণ ঢাকা পোড়্‌লো। বিজড়িতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "ওঃ! আছে তবে?—বন্দিনী নয়?—আচ্ছা, যদি বন্দিনী নয়, তবে আমাকে পত্র লেখেন না কেন? তবে কি আর সে ভালবাসা নাই? এটাও কি সম্ভব? তাঁর পিতা আমাকে চিঠী লিখেছিলেন, কুমারী তাঁর পায়ে ধোরে মাপ চেয়েছেন। সেই কথাই কি তবে সত্য?"

কথার উপর কথা,—প্রশ্নের উপর প্রশ্ন;—উত্তর কর্‌বার অবকাশ পাওয়াই আমার ভার হয়ে উঠ্‌লো। একটু অবকাশ পেয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "প্রিয় আবেলিনো! আপ্‌নি নিশ্চিন্ত থাকুন্। মনে ভাবুন, আপ্‌নি সুখী—"

"ওঃ! ধন্য!—ধন্য! সহস্র ধন্যবাদ তোমাকে!"—এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ফ্রান্‌সিস্কো আবেলিনো মনোবেগে অধীর হয়ে, একখানি আসনের উপর বোসে পোড়্‌লেন। আশায়—আনন্দে—সংশয়ে, তাঁর সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হোতে লাগ্‌লো। সুন্দর কপোলে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত।

আমি অতিশয় কাতর হোলেম। কাতরতার সঙ্গেও আনন্দ। প্রেমিকের হৃদয়কে আশ্বাস-অমৃতে সজীব করা আমার সাধ্যায়ত্ত, সেই ধারণাতেই আনন্দ। আবার বিষাদ উপস্থিত। আন্তনিয়ার পীড়ার সংবাদটী কেমন কোরে বলি?

কিয়ৎক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে, কম্পিতস্বরে আবেলিনো বোল্লেন, "এখন আমি ঠাণ্ডা হয়েছি। এখন তুমি যা বোল্‌তে চাও, স্বচ্ছন্দে বল।"

ক্রমে ক্রমে—ধীরে ধীরে—সাবধানে সাবধানে লেডী আন্তনিয়ার বৃত্তান্ত যতটুকু আমি জানি, একে একে ততটুকু প্রকাশ কোল্লেম;—বোল্লেম, "লেডী আন্তনিয়া রোমরাজ্যেই আছেন। সংপ্রতি অত্যন্ত পীড়া হয়েছিল, দস্তুরমত চিকিৎসা হয়েছে, এখন আরাম হয়েছেন। আর কোন চিন্তা নাই।"

পীড়ার সংবাদে আবেলিনো আবার কাঁদ্‌লেন;—মুহূর্ত্তকাল বিলাপ কোল্লেন; তখনই তখনই আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। আবার আমার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হলো। আবেলিনো বোল্লেন, "এখনই তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল!"—প্রবোধবাক্যে আমি তাঁরে আশ্বাস দিলেম। সুখ-দুঃখ উভয়েরই অধিক বেগ ভাল নয়, বিশেষ কুমারী এখন অত্যন্ত কাহিল। সে অবস্থায় এখন যদি এককালে বেশী উল্লাসে উন্মত্ত হন, প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। তিনিও সেটী বুঝ্‌লেন।

অকস্মাৎ দর্শনেচ্ছা পরিত্যাগ কোরে, আবার তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন কোরে তুমি তাঁরে জান্‌লে ?—কোথায় কি অবস্থায় দেখা পেলে ?"

আমি তখন সব কথা খুলে বোল্লেম। পীড়ার সময় টাকা দিয়ে উপকার কোরেছি, প্রসঙ্গানুরোধে সে কথাটীও চেপে রাখ্‌তে পাল্লেম না। উল্লাসে আবেলিনো আমারে আলিঙ্গন কোল্লেন।

এখন করা যায় কি ? যে ধর্ম্মশালায় লেডী আন্তনিয়া বদ্ধ ছিলেন, যেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন, সেই ধর্ম্মশালা তস্কানরাজ্যের এলাকায়। লেডী আন্তনিয়া এখন রোমে। রোমের আইন অনুসারে রোমের পুলিস এখন আর কিছুই কোত্তে পারেন না,—কুমারীকেও ধোত্তে পারেন না, পলায়নে আমি সাহায্য কোরেছি, আমারেও কিছু বোল্‌তে পারেন না। এলাকা স্বতন্ত্র। কিন্তু কুমারীর পিতামাতা সকলই কোত্তে পারেন। কন্যাকে তাঁরা ধোরে নিয়ে যেতে পারেন,—আটক কোত্তে পারেন, যা ইচ্ছা, তাই পারেন। সে ক্ষমতা তাঁদের আছে।

এই সব কথা হোচ্চে, এমন সময় একটী কথা আমার স্মরণ হলো। আমি বোল্লেম, "যেদিন আমি রোমনগরে আসি, তার পরদিন প্রথমেই কাউণ্ট তিবলির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাই। দুজনে বোসে আছি, এমন সময় একখানা চিঠী এলো। কাউণ্ট বাহাদুর সেই চিঠী পেয়ে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, সেই চিঠীখানা হয় ত ধর্ম্মশালা থেকেই এসেছিল। কন্যার পলায়নসংবাদ তাতে লেখা ছিল, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কেন না, সেই রাত্রেই তিনি বিশেষ কাজের দরকার বোলে বাড়ী থেকে চোলে যান। তাঁর পুত্রের মুখেই আমি সে কথা শুনি। হঠাৎ এমন বিশেষ কাজটাই বা কি ? নিশ্চয়ই কন্যার অন্বেষণ। হঠাৎ আবার ফিরে আসেন। বোধ হয়, কোন সূত্র পেয়ে থাক্‌বেন। আমি তাঁর কন্যাকে গাড়ী কোরে এনেছি, সেইটী হয় ত তিনি জেনেছিলেন। সেই কারণেই আমার উপর তাঁর আক্রোশ। সেই কারণেই আমার প্রতি ভাইকাউণ্টের দুর্ব্ব্যবহার। মাজিষ্ট্রেটের কাছে কথার আভাসে যে রকম তিনি ব্যক্ত কোরেছেন, তাতেই আমি বুঝেছি, ঐ কারণটাই মূলকারণ। স্পষ্ট অভিপ্রায় তখন আমি বুঝ্‌তে পারি নাই।"

সবিস্ময়ে আবেলিনো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ সব তোমার কি কথা ?—প্রিয় মিত্র ! তোমার প্রতি কাউণ্টের আক্রোশ,—তোমার প্রতি ভাইকাউণ্টের দুর্ব্যবহার,—মাজিষ্ট্রেটের কাছে কথা, এ সব কথার মানে কি ?"

তখন আমি ফৌজদারী মকদ্দমার কথা প্রকাশ কোল্লেম। কাউণ্টের ঘৃণা—আমাদের মারপিট, তখন আমি সব বোল্লেম। পূর্ব্বে আমি ভেবেছিলেম, কিছুদিন আমি পরের চাক্‌রী কোরেছি, সেই কথাই বুঝি তাঁরা শুনেছেন।—তা নয়। ছোট ছোট চাক্‌রী কোরেছি, আবেলিনোর কাছে সেইদিন সে কথা প্রকাশ করি। সেইদিন তিনি আরও অধিক উল্লাসে আমাদের পরস্পর বন্ধুত্ব পাকাপাকি কোরে নিলেন। খানিকক্ষণ পরে

বোল্লেন, "আন্তনিয়া এখন কোথায় আছেন, কাউণ্ট তিবলি হয় ত সেটী জানেন না। যদি জান্‌তেন, তা হোলে অবশ্যই সেখানে যেতেন,—সেখান থেকে সোরিয়ে আন্‌তেন; নিজবাড়ীতেই নিয়ে যান্ কিম্বা অপর কোথাও পাঠান, যা হয় একটা ব্যবস্থা কোত্তেন; সন্ধান তিনি জানেন না।"

আর একটা কথা আমার মনে পোড়্‌লো। আমি বোল্লেম, "কাউণ্ট তিবলি জান্‌তে পেরেছেন, আপ্‌নার সঙ্গে আমার সখ্যভাব জন্মেছে। তাঁর পুত্রও সেটী জেনেছেন। তাতেই তাঁরা হয় ত মনে কোরে থাক্‌বেন, আপ্‌নার পক্ষ হয়েই লেডী আন্তনিয়াকে আমি গাড়ীতে তুলে এনেছি,—পলায়নে সাহায্য কোরেছি। হয় ত এমনও মনে কোত্তে পারেন, এখানে আন্তনিয়া কোথায় আছেন, কি রকম পরামর্শ হোচ্চে, আমার অপেক্ষা আপ্‌নিই তা ভাল জানেন।"

উৎকণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি আবেলিনো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার পশ্চাতে ত গুপ্তচর লাগে নাই? দেখেছ কি তেমন কোন লোক?"

"না;—সেরকম কিছুই না। আপ্‌নি কি কিছু দেখেছেন?"

"আমি ত দুদিন ঘরের বাহির হই নাই। প্রেমাঙ্কুরের কাহিনীটী তোমার কাছে ব্যক্ত কোরে অবধি আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে। আজিও এখনো পর্য্যন্ত বাড়ীর বাহির হই নাই। কিন্তু বোধ হোচ্চে যেন, গুপ্তচর লেগেছে।"

আমি বোল্লেম,—"আমার বোধ হয়, আন্তনিয়ার পিতা গুপ্ত অনুসন্ধানের জন্য পুলিসের লোক ভেজিয়েছেন। সাবধান থাকা উচিত। যে কোন কাজ কোত্তে হয়, সাবধানে করাই ভাল। আপ্‌নার এখন ইচ্ছা কি?"

"আমার ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্র আন্তনিয়াকে বিবাহ করা। যত শীঘ্র সুবিধা হয়, তত শীঘ্রই এই শুভকার্য্য সম্পাদন করা। আন্তনিয়া কি রাজী হবেন না?—কেন হবেন না? আমি জানি, আন্তনিয়া আমাকে অকপটে ভালবাসেন। এই তুমিই ত বোল্‌ছো, রোমনগরে আন্‌বার জন্য তোমার কাছে কতই ব্যগ্রতা জানিয়েছিলেন। আর কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তাঁর ইচ্ছা নয়, তাও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আমিও যেমন আন্তনিয়া ভাব্‌ছি, আন্তনিয়াও তেমনি আমাকে ভাব্‌ছেন। এই তুমিই ত বোল্লে, কাল আবার তোমাকে যেতে বোলেছেন। কাল হয় ত আমারই কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। তুমি বোলো, আমাকে তুমি জান।—তুমি বোলো, আমি তোমার বন্ধু। আরো বোলো, শীঘ্রই আমি সাক্ষাৎ কোত্তে যাব।"

কথাগুলি মন দিয়ে শুনে, শেষে আমি বোল্লেম, "সে সব ত ঠিক হবে, কিন্তু বাস্তবিক আমার পশ্চাতে কোন গুপ্তচর লেগেছে কি না, সেই দিকে ভালরকম দৃষ্টি রাখা চাই। আজ রাত্রে আপ্‌নি আমার হোটেলে আহার কোর্‌বেন। যখন যাবেন, ভাল কোরে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌বেন। কোন দুষ্টলোক ছদ্মবেশে পাছু লেগেছে কি না। তেমন তেমন যদি বুঝেন, তারই মত উপায় করা যাবে।"

আবেলিনো সম্মত হোলেন। আমিও বিদায় হোলেম। বাড়ী থেকে বেরিয়েই অতি সাবধানে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লেম। কোন দিকেই গুপ্তচরের কোন নিদর্শন পেলেম না। তথাপি,—জানি কি, যদি কোথাও কেহ থাকে, সোজাপথে গেলেম না, ইচ্ছা কোরেই বাঁকা বাঁকা পথে যেতে লাগ্‌লেম। কোনপথে উত্তরমুখে যাই, কোন পথে দক্ষিণমুখে আসি;—কেহ পাছু নিয়েছে, তেমন লক্ষণ কিছুই দেখ্‌লেম না। হোটেলে পৌঁছিলেম। দমিনী আর সাল্‌টকোট তখনও নগরভ্রমণ কোচ্চেন, হোটেলে ফিরে আসেন নাই। আমি হোটেলে এসে আহারের আয়োজন কোত্তে বোল্লেম। আবেলিনো ঠিক সময়ে উপস্থিত হোলেন। তিনিও কোন গুপ্তচর দেখেন নাই। আহার কোত্তে কোত্তে আমরা পরামর্শ কোল্লেম, তথাপি সাবধান হয়ে কাজ করা ভাল। আবেলিনো খুব ভোরে উঠ্‌বেন, ভোরেই অশ্বারোহণে নগরের বাহিরে একটী গ্রামে চোলে যাবেন। সেখান থেকে একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া কোরে, গুপ্তভাবে আবার নগরে প্রবেশ কোর্‌বেন। যে গলীতে আন্তনিয়া আছেন, বেলা দুই প্রহরের সময় সেই গলীর একটা কাফিঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোর্‌বেন। আমি কি কোর্‌বো? বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে আন্তনিয়ার ঘরে চোলে যাব। ধীরেসুস্থে তাঁকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোল্‌বো, আবেলিনো অতি নিকটেই আছেন, সাক্ষাৎ কোত্তে অভিলাষী।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। আবেলিনো বাড়ী যাবেন। এগিয়ে দিবার জন্য তাঁর সঙ্গে আমি খানিকদূর গেলেম। হোটেল থেকে যখন বেরুলেম, তখন যেন বোধ হলো, একজন লোক ঝুলন্দার টুপী মাথায় দিয়ে আস্তে আস্তে চোলে যাচ্ছে। টুপীর আবরণে মুখ ঢাকা পোড়ে গেছে। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, ধীরে ধীরে সেই দিকেই সে চোলেছে। একবারমাত্র দেখ্‌লেম। আবার ফিরে দেখি, আর নাই। আমরা যাচ্ছি, এক একবার থোম্‌কে থোম্‌কে দাঁড়াচ্ছি,—যেন কোন খোসগল্পই কোচ্চি,—চারিদিকে চাচ্ছি, কিন্তু সে লোককে আর দেখ্‌তে পেলেম না।

আবেলিনো বোল্লেন, "এখনো ঠিক বলা যায় না। এ রাজ্যের গুপ্তপুলিস বড় চতুর, গুপ্তপুলিসের গোয়েন্দারাও বিলক্ষণ হুঁসিয়ার। নিজে তারা গাঢাকা হয়ে অন্য লোকের সন্ধান করে। এখানকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, দৈবশক্তিপ্রভাবে গুপ্ত পুলিসের গোয়েন্দারা মানুষের অদৃশ্য হয়ে থাকে।"

এই রকম গল্প কোত্তে কোত্তে আমরা অনেকদূর এগুলেম। আবেলিনোর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হয়ে আমরা ছাড়াছাড়ি হোলেম। তিনি বাড়ী গেলেন, আমি হোটেলের দিকে ফির্‌লেম। তিন্‌টে চার্‌টে সামান্য গলী পার হয়ে আস্‌তে হয়। এক একটা গলী অতিশয় অন্ধকার। সে দিক্‌টেতে কেবল ইতরলোকের বাস। আমি কিন্তু ভয় পেলেম না। যদিও নিরস্ত্র, তথাপি আমার মনে তখন চোরডাকাতের ভয় এলো না। কেন না, যতদিন আমি রোমনগরে আছি, রাস্তায় দাঙ্গাহাঙ্গামা কোথাও দেখি নাই। ইতরলোকের পাড়া কেন বোল্লেম, গলীটার গতিক দেখেই মনে যেন কিছু কিছু

সন্দেহ আসে; সেই জন্যই কিছু অনুমান। রোমের গলীঘুঁজি আমি ভাল কোরে চিনেছি। রাত্রিকালে পথে পথে ভ্রমণ করাও আমার অভ্যাস হয়েছে। যাচ্ছি,—একটা সংকীর্ণ সুঁড়িপথে প্রবেশ কোচ্চি, হঠাৎ মানুষের কলরব শুনতে পেলেম। কারা যেন জোরে জোরে কথা কোচ্চে। একটু পরেই দুম্ কোরে একটা মানুষপড়া শব্দ পেলেম। সন্দেহ হলো। ভোঁ ভোঁ কোরে সেই দিকেই দৌড়ুলেম। অন্ধকার, তথাপি সেই অন্ধকারের ভিতর দেখ্‌লেম, একজন মানুষ মাটীতে পোড়ে আছে, দুটো লোক হুমড়ি খেয়ে সেই লোকটীর জামাজোড়া টানাটানি কোচ্চে। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, তারা চোর। চোরেরা মনে কোল্লে, আমিও একজন চোর; আমিও যেন তাদের কাছেই যাচ্ছি। প্রথমে তারা কিছু বোল্লে না। যখন আমি নিকটবর্ত্তী হোলেম, তখন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে আমার দিকে লাফিয়ে এলো;—একজন আমার বামহস্তের উপর একখানা ছোরা মাল্লে। গায়ে লাগ্‌লো না, জামার একটা আস্তীন ছিঁড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সেই বদ্‌মাসের হাত থেকে ছোরাখানা আমি কেড়ে নিলেম। বিদ্যুতের মত দ্রুতবেগে তার বুক তেগে ছোরা বসালেম। ভয়ঙ্কর চীৎকার কোরে লোকটা মাটীতে পোড়ে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন বাঘের মত গর্জ্জন কোরে আমারে আক্রমণ কোত্তে এলো। আমি মনে কোল্লেম, এই বারেই বুঝি আমার প্রাণ গেল। ভগবান্ রক্ষা কোল্লেন। যে লোকটাকে ছোরা মেরে আমি ভূশায়ী কোরেছিলেম, দ্বিতীয় চোরটা সেই লোকটার গায়ে হোঁছট খেয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পোড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আমি তার পিঠের উপর চেপে বোস্‌লেম। তার ছোরাখানা কেড়ে নেবার অগ্রেই লোকটা আমার দক্ষিণ বাহুতে সজোরে সেই ছোরার বাড়ী প্রহার কোল্লে। হুহু শব্দে রক্ত পোড়্‌তে লাগ্‌লো। আমি যেন খেপে উঠ্‌লেম। ধাঁ কোরে ছোরাখানা কেড়ে নিলেম। সেই ছোরার বাঁটের বাড়ি খুব জোরে তার কপালে আঘাত কোল্লেম। ঠিক সেই সময়েই একদল পুলিসের লোক সেইখানে উপস্থিত। লোকটার গায়ের উপর থেকে আমি উঠ্‌ছি, কিছুই আর দেখ্‌তে পেলেম না। হঠাৎ যেন মূর্চ্ছা;—ভোঁ ভোঁ কোরে মাথা ঘুরে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লেম।

যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখ্‌লেম, হোটেলে আমার নিজের বিছানাতেই আমি শুয়ে আছি। দমিনী আর সাল্‌টকোট আমার কাছে বোসে, মুখের দিকে চেয়ে আছেন। একটু তফাতে আর একটী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। প্রথমে আমার বোধ হলো, রাত্রে যা যা ঘোটেছে, সমস্তই স্বপ্ন। আবেলিনোকে আহার করিয়ে এইখানেই আমি শুয়ে আছি। উঠে বস্‌বার চেষ্টা কোল্লেম, সাল্‌টকোট নিষেধ কোল্লেন। তখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, স্কন্ধদেশে বেদনা। যে ভদ্রলোকটী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। চুপ্ কোরে শুয়ে থাকতে বোল্লেন। ইতালিকভাষাতেই কথা কইলেন। যখন দেখ্‌লেন, আমি ইতালিক বুঝি না, তখন ফ্রেঞ্চভাষা ধোল্লেন। এইখানে বলা উচিত, ইতালীর সুশিক্ষিত লোকেরা প্রায় সকলেই মাতৃভাষার মত ফ্রেঞ্চভাষা কইতে পারেন।

রক্তপাত হয়েছে, ভয় নাই কিছু, শীঘ্রই আরাম হবে।”—সেই ভদ্রলোকটী অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার, একথা বলাই বাহুল্য। কে আমারে হোটেলে রেখে গেল, ডাক্তারকে সেই কথা জিজ্ঞাসা কোরবো মনে কোচ্চি, সেই সময় তিনি নিজেই আমারে সেই দাঙ্গার কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। পাঠকমহাশয়কে যেমন বোলেছি, ডাক্তারকেও সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক বোল্লেম। দমিনী আর সাল্‌টকোট, ফরাসীকথা বুঝতেন না, তাঁদের বুঝাবার জন্য আবার ইংরাজী কোরেই সেই কথাগুলির পুনরুল্লেখ কোল্লেম।

সাল্‌টকোট বোল্লেন, “পুলিসের সে চাপ্‌রাসী তোমাকে এখানে রেখে গিয়েছে, হোটেলের চাকরদের সে বোলেছে, দাঙ্গা হয়েছে। তুমি বেশ বীরত্ব দেখিয়েছ। হোটেলের চাকরেরা সেই কথা আমাদের বার্ত্তাবহকে বলে। বার্ত্তাবহের মুখেই আমরা শুনেছি।”

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “তা ত হলো, কিন্তু যে ভদ্রলোকটীকে ডাকাতের হাত থেকে আমি বাঁচাতে গিয়েছিলেম, তাঁর খবর কি? তারা কি তাঁকে মেরে ফেলেছে? না তিনি কেবল অজ্ঞান হয়েছিলেন?”

সাল্‌টকোট উত্তর দিলেন, “একটুখানি আমরা শুনেছি। তিনি মারা পড়েন নাই।”

আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “আমি কোথায় থাকি, পুলিসের লোকেরা তা কি কোরে জান্‌লে?”

ডাক্তারসাহেব আর বেশীকথা কইতে দিলেন না। সাল্‌টকোট বোল্লেন, “সারারাত তিনি আমার কাছে বোসে থাক্‌বেন. দমিনীও থাক্‌তে চাইলেন; কিন্তু তাঁদের থাক্‌তে হলো না। ডাক্তারসাহেব হোটেলের একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে আমার ধাত্রী নিযুক্ত কোরে দিলেন। সেই ধাত্রীই আমার কাছে থাক্‌লো। শীঘ্রই আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। পরদিন যখন জাগ্‌লেম, তখন বেলা প্রায় নটা। বেশ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা হয়েছিল, হাতের বেদ্‌নাটা অনেক কম বোধ হলো; প্রায় দশভাগের একভাগ।

ডাক্তার এলেন, ক্ষতস্থান দেখ্‌লেন, বদন প্রফুল্ল হলো। আমি বুঝ্‌লেম, গতিক ভাল। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, উঠ্‌তে পারি কি না? তিনি নিষেধ কোল্লেন। তখনকার মত ব্যবস্থা কোরে দিয়ে তিনি চোলে গেলেন;—বোলে গেলেন, বৈকালে আস্‌বেন। ডাক্তার বিদায় হবার পর, দমিনী আর সাল্‌টকোট আমারে দেখ্‌তে এলেন। মাথা ধোরেছে বোলে তাঁদের আমি বিদায় কোরে দিলেম। চক্ষু বুজে থাক্‌লেম। ঘুমিয়েছি মনে কোরে ধাত্রীও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি একাকী। বিছানা থেকে উঠ্‌লেম। দাঁড়াতে পারি কি না, দেখ্‌লেম। পাল্লেম।—আহ্লাদ হলো। দুর্ব্বল;—আবার শুলেম;—শুয়ে শুয়ে ঘড়ী দেখ্‌লেম। বেলা দশটা। উঃ! তবে ত আর সময় নাই। আবেলিনোকে ত সংবাদ দেওয়া হয় না। আন্তনি য়ার কাছে কথা দিয়ে এসেছি,—আজ হলো না, কাল যাব, তাই বা কি কোরে হয়? আবেলিনো চোলে গিয়েছেন। আমারে দেখ্‌তে না পেলে কতই উদ্বিগ্ন হবেন, কতই যাতনা পাবেন! করি কি? লেডী আন্তনিয়াই বা ভাব্‌বেন কি?—যেতে হবে।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে না। দাঁড়াতে ত পেরেছি, তবে আর কি? যা হয় হবে, যাবোই যাবো। আর একঘণ্টা শুয়ে থাক্‌লেম। আবার উঠ্‌লেম,—আবার শুলেম ; শুয়ে শুয়ে প্রস্থানের উপায় চিন্তা কোচ্চি. আস্তে আস্তে দরজা খুলে ধাত্রী প্রবেশ কোল্লে। দেখ্‌লে আমি জেগে আছি।, একটী ভদ্রলোককে সঙ্গে কোরে নিয়ে এলো। দেখেই আমি চিন্‌লেম, সেই ফৌজদারী আদালতের ইণ্টারপিটার। ইণ্টারপিটার আমারে সেলাম কোরে ধীরে ধীরে বিছানার কাছে এলেন ;—শীঘ্র শুধ্‌রে উঠ্‌বো বোলে আশা দিলেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্‌নি এখানে এখন কেন এসেছেন? কাল রাত্রে কি কি ঘটনা হয়েছে, তাই জান্‌বার জন্য মাজিষ্ট্রেট আপ্‌নাকে পাঠিয়েছেন বুঝি?"

"না মহাশয়! ঠিক তাই না। সেই যে দুজন ডাকাত, যাদের একজনকে আপ্‌নি ছোরা মেরে অজ্ঞান কোরেছিলেন, সব কথাই তারা কবুল করেছে।"

আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লোকটা মারা পোড়্‌বে কি?"

"না মহাশয়! বেঁচে গেছে।"

"আর একজন?"

"ওঃ! সে কেবল মূর্চ্ছা গিয়েছিল। দুজনেই এখন আসামী ;—দুজনেই হাজতে আছে। ভারী শক্ত সাজা পাবে।"

দুজনের একজনও আমার হাতে মরে নাই, শুনে আমি সন্তুষ্ট হোলেম। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যে লোকটীকে আমি রক্ষা কোত্তে গিয়েছিলেম,—তিনি যিনিই হোন, ডাকাতেরা হয় ত তাঁরে খুন কোরে ফেল্‌তো, লুঠপাট ত নিশ্চয়ই কোত্তো, আমি রক্ষা কোত্তে গিয়েছিলেম, তিনি কেমন আছেন?"

ইণ্টারপিটার বোল্লেন, "পুলিসের লোক উপস্থিত হবার পর যা যা ঘোটেছে, সেই কথাগুলি আমার মুখে শুন্‌লেই সব আপ্‌নি বুঝ্‌তে পার্‌বেন। মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি জন্য আমাকে আপ্‌নার কাছে পাঠিয়েছেন, তাও বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

"বোলে যান।—কিন্তু সংক্ষেপে বোল্‌বেন। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল। বেশী কথা শোন্‌বার শক্তি নাই।"

ইণ্টারপিটার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "গতরাত্রে রাস্তায় জন দুই তিন বদ্‌মাস লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিসের লোকেরা সেই সংবাদ পেয়ে, সেই দিকে পাহারায় থাকে। হঠাৎ একটা উচ্চ চীৎকারধ্বনি শুনতে পায়। সেই চীৎকারে——"

"ওঃ! আমার মনে হয়েছে। যে ডাকাতটা প্রথমে আমারে ধোরেছিল, যার বুকে আমি ছোরা মেরেছিলেম, তারই সেই চীৎকার!"

ইণ্টারপিটার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ, সেই চীৎকার শুনে পুলিসের লোকেরা সেইখানে দৌড়ে গেল। যা কোত্তে গেল, আপ্‌নিই তা নির্ব্বাহ কোরেছিলেন। বদ্‌মাসদের উত্থানশক্তি ছিল না। আপ্‌নি তখন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কোরেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এক জন পুলিস প্রহরী তার হাতলাণ্ঠনের আলোতে

আপ্‌নার মুখ দেখ্‌তে পায়;—দেখেই চিন্‌তে পারে। ভাইকাউন্ট তিবলির নালিসী মকদ্দমায় যে দুজন প্রহরী আপ্‌নাকে গ্রেপ্তার কোত্তে এসেছিল, সেই ব্যক্তি তাদেরই মধ্যে একজন। সে আপ্‌নাকে চিন্‌লে। তৎক্ষণাৎ গাড়ী কোরে হোটেলে রেখে গেল। অপর প্রহরীরা ঘটনাস্থলেই থাক্‌লো। ডাকাতের হ্যাঁপাজতে রাখা তাদের এক কাজ, আর সেই ভদ্রলোকটী অচেতন হয়ে পথে পোড়ে ছিলেন, তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া আর এক কাজ। একজন প্রহরী আপ্‌নাকে যেমন চিন্‌লে, অপরাপর প্রহরীরা সেই ভদ্রলোকটীকেও তেমনি চিন্‌লে,—যত্ন কোরে বাড়ীতে দিয়ে এলো। বাড়ীতে যখন পৌঁছিলেন, তখনো তিনি অজ্ঞান। প্রহরীরা অতি সংক্ষেপে তাঁর বাড়ীর চাকরদের কাছে উপস্থিত ঘটনার কথা কিছু কিছু বোলে এসেছিল। ডাকাত দুটোকে সেই মুহূর্ত্তেই হাজতে দেওয়া হয়। যে লোকটা ছোরা খেয়েছিল, সে ভেবেছিল বাঁচ্‌বে না, কাজেই সমস্ত কথা কবুল কোরেছে। ওঃ! আপ্‌নি যথার্থই বীরপুরুষ। আপনার—”

“ও সব কথা আপ্‌নি রাখুন।”—বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, “ও সব কথা আপ্‌নি রাখুন। বাহাদুরী আমি চাই না। আমি কেবল কর্ত্তব্য কার্য্যই সম্পাদন কোরেছি।”

“হোতে পারে কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু কথাটা বড় সাধারণ নয়।—যার তার কর্ম্ম নয়। একজন মানুষের জীবন রক্ষা কোত্তে নিরস্ত্র হয়ে ডাকাতের নিকট ছুটে যাওয়া, সামান্য কথার কথা নয়। সকলে কি এমন পারে? তা যা হোক, আপ্‌নি দেখ্‌ছি বড় অধৈর্য্য হোচ্চেন। আসল কথাগুলি বোলে যাই। প্রায় এক ঘণ্টা হলো, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ভদ্রলোকটীর কাছ থেকে একখানি পত্র পান। যে ভদ্রলোকটীকে ডাকাতে ধোরেছিল, তাঁরই কথা আমি বোল্‌ছি। কে তিনি, সে পরিচয়টী সকলের কাছে তিনি দিতে চান না। গতরাত্রে ছদ্মবেশে সেই পাড়ায় তিনি বেরিয়েছিলেন। তত বেশী রাত্রে কেন বেরিয়েছিলেন, তিনিই তা জানেন;—প্রকাশ কোত্তে চান না। মাজিষ্ট্রেটকে লিখেছেন, আদালতে তাঁকে হাজির হোতে না হয়,—নামটীও সংবাদপত্রে ছাপা না হয়, অথচ মকদ্দমার বিচার চলে, এই তাঁর অনুরোধ। মাজিষ্ট্রেট্‌কে তিনি আরো লিখেছেন, যে বীরপুরুষ তাঁকে রক্ষা কোরেছেন, তাঁর কাছে উচিতমত কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। সেই বীরপুরুষ আপনি। আমি এসেছি কেন, এখন বলি শুনুন। আমাকে মধ্যবর্ত্তী কোরে, মাজিষ্ট্রেট্‌কে আপ্‌নি লিখে জানাবেন, সেই মহৎকার্য্যের কিরূপ পুরস্কার পেলে আপ্‌নি খুসী হন। যদি টাকা চান, সেই ভদ্রলোক একহাজার গিনি পুরস্কার দিতে প্রস্তুত;—যদি কোন জিনিস উপহার চান, মহামূল্য উপহার আস্‌তে পারে;—যদি বেশী বেতনের চাকরী চান, মুখের কথা খুল্লেই তা পাবেন। আরও যদি——”

“যথেষ্ট!—যথেষ্ট!”—চঞ্চলভাবে বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, “যথেষ্ট!—যথেষ্ট! যে যৎকিঞ্চিৎ উপকার আমি কোরেছি, তার জন্য ও রকম পুরস্কার দিতে হয় না। কথাটা হোচ্চে এই,—যে ভদ্রলোকের কথা আপ্‌নি বোল্‌ছেন, কে তিনি, তা কি আমি কিছুই জান্‌তে পার্‌বো না?”

"গতিক ত সেই রকম। নাম আপনি পাবেন না। আমি অবশ্যই নাম জানি, তাঁকেও চিনি, কিন্তু শপথ কোরেছি, বোল্‌বো না।"

"আমিও তা জিজ্ঞাসা কোচ্চি না। ততটা কৌতূহলও আমার নাই। আপনি শপথ ভঙ্গ করুন, এমন অনুরোধও আমি করি না। কথা হোচ্ছে এই, যাঁর জন্যে আমি নিজের জীবনকে সঙ্কটে ফেলেছিলেম, তাঁর পরিচয়টুকু আমি পেলেম না, এই বড় দুঃখ;—এটা আমার পক্ষে অপমান। গতিকে আমারে মনে কোরে নিতে হয়, যাঁর জন্যে জীবন পণ কোরেছিলেম, তিনি সেরূপ উচ্চপ্রকৃতির লোক নন। তিনি হয় ত ভাল মৎলবেও—"

"সে কি মহাশয়?"—চঞ্চলকণ্ঠে ইন্টারপিটার বোল্লেন, "সে কি মহাশয়? মিনতি কোচ্চি, কথাটা শুনেই অমন বিবেচনা কোর্‌বেন না। তিনি সর্ব্বাংশেই নিষ্কলঙ্ক।"

অনেক ভেবে চিন্তে আমি বোল্লেম, "তবে তাই;—আপনি যা বোল্‌ছেন, তবে তাই। থাকুন তিনি গোপন। অবশ্যই তিনি একজন বড়লোক, আমি একজন সামান্য লোক, আমার কাছে তিনি নাম প্রকাশ কোর্‌বেন কেন? পরিচয়ই বা দিবেন কেন? শীঘ্রই তিনি আমার কথা ভুলে যাবেন।"

"তা নয়।"—অস্থির হয়ে ইন্টারপিটার বোল্লেন, "তা নয়। মাজিষ্ট্রেটকে তিনি যে পত্র লিখেছেন, তাতে বিশেষ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন আছে। তিনি আপনার নাম চেয়েছেন, আপনার নামটী তিনি চিরদিন যত্ন কোরে হৃদয়ে স্মরণ রাখ্‌বেন;—ঈশ্বরের কাছে আপনার কল্যাণ প্রার্থনা কোর্‌বেন। কি রকমে আপনার কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা জানাবেন, আপনার মুখে সেই কথা শুনে, মাজিষ্ট্রেট সেই চিঠীর উত্তর দিবেন। সেই সঙ্গে আপনার নামটীও পাঠানো হবে।"

সকৌতূহলে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে তিনি আমার নামপর্য্যন্ত জানেন না?"

"না;—কেমন কোরে জান্‌বেন? কে বোল্‌বে? নিজে তখন তিনি অজ্ঞান; পুলিসপ্রহরীরা তাঁর বাড়ীর চাকরদের কাছে বেশী কথা কিছুই বলে নাই। ওঃ! ভাল কথা! ভাল কথা! একটা কথা আমি বোল্‌তে ভুলেছি।—আপনিও ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত, সে কথাটী ছেড়ে গেছি।"

"বলুন তবে;—কথাটা সায় করুন।"

ইণ্টারপিটার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "মাজিষ্ট্রেটের কাছে যে চিঠী এসেছে, আপনি কিরূপ পুরস্কার ইচ্ছা করেন, তা তিনি জান্‌তে চান। আপনি কি দরের লোক,—কি অবস্থার লোক, তা তিনি জানেন না। যদি আপনি ধনবান্ হন, টাকা দরকার না থাকে, অপরের দান লওয়া যদি আপনি অগৌরব মনে করেন,—বেশী বেতনের চাকরীতেও যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তা হোলে আপনি কি চান,—কি হোলে আপনি তুষ্ট হন, কি হোলে আপনার মান বজায় থাকে, যথাসাধ্য সেইরূপ ব্যবস্থা কোত্তেও তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক অনুরাগী। বিবেচনা কোত্তে যদি সময় চান, বিবেচনা করুন। আমি আপনার আজ্ঞাবহ, যখন অনুমতি কোর্‌বেন, তখনই আস্‌বো। আপনার মুখের কথা পেলে,

মাজিষ্ট্রেট তবে সে চিঠীর উত্তর দিবেন। আর একটী কথা;—যাঁর উপকার আপ্‌নি কোরেছেন, তিনি এখানকার একজন বড়লোক। আপ্‌নি যা চাইবেন, তার অন্যথা হবে না। তিনি যা দিবেন, ভালই দিবেন। মিনতি করি, তত বড় সম্ভ্রান্ত লোককে আপ্‌নি অকৃতজ্ঞ মনে কোর্‌বেন না।"

খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে অবশেষে আমি বোল্লেম, "ওঃ! তাড়াতাড়ি আমি কি কথা বোলে ফেলেছি, বড়ই অন্যায় হয়েছে;—বড়ই দুঃখিত হোলেম, সে কথা আপ্‌নি আর কাহারো কাছে বোল্‌বেন না।"

ইণ্টারপিটার বোল্লেন, "সে কি? আপ্‌নার মত সাহসী বীরপুরুষের যাতে কিছু অপকার হয়, আমার মুখে কি তেমন কথা প্রকাশ পাবে?—কখনই না, কখনই না। কস্মিন্‌কালেও কাহারো কোন অপকার আমি করি নাই।"

ইণ্টারপিটারকে সাধুবাদ দিয়ে, শেষে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, আমি বিবেচনা কোর্‌বো। এখন আর আমি বেশী কথা বোল্‌তে পাচ্ছি না। সময়ে আমি আপ্‌নাকে ডেকে পাঠাবো। দেখুন, ঐ তাকের উপর আমার টাকার থলিটী আছে, অনুগ্রহ কোরে পেড়ে দিন ত।"

ইণ্টারপিটার বুঝ্‌লেন, আমি তাঁরে পারিতোষিক দিতে চাই। প্রফুল্লবদনে সেলাম কোরে, থলিটী তিনি পেড়ে দিলেন, আমি তাঁরে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেম। তিনি বিদায় হোলেন।

আমি ঘড়ী দেখ্‌লেম। বেলা এগারোটা। ধাত্রী প্রবেশ কোল্লে। হোটেলের যে খানসামা ফ্রেঞ্চভাষা জানে, ধাত্রীকে দিয়ে তারে আমি ডেকে পাঠালেম। সে এসে আমার কাপড় ছাড়িয়ে দিলে,—হাতে একটা বাড়্‌ বেঁধে দিলে, আমি হোটেল থেকে বাহির হবার জন্য প্রস্তুত হোলেম। খানসামা গাড়ী আন্‌তে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বোল্লে, গাড়ী এসেছে। ধাত্রী আবার প্রবেশ কোল্লে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি দেখে, মাতৃভাষায় বিড়্‌ বিড়্‌ কোরে কত কি বোক্‌লে। দুই এক কথায় আমি তারে থামিয়ে দিলেম। আস্তে আস্তে সিঁড়ির রেল ধোরে ধোরে আমি নীচে নাম্‌লেম। আর দুতিনজন দাসী-চাকরের সঙ্গে আমার দেখা হলো, তারা সকলেই বিস্ময়াপন্ন। ডাক্তার বিছানা থেকে উঠ্‌তে বারণ কোরেছেন, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি;—বিস্ময়ের কথাই বটে। শুন্‌লেম, তারা বলাবলি কোল্লে, মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কথা। তারা মনে কোল্লে, কে আমারে মেরেছে, মাজিষ্ট্রেটের কাছে আমি তারই এজেহার দিতে যাচ্ছি। বেশ বিবেচনা কোল্লে। ফটকে ঠিকাগাড়ী হাজির, গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেম, "ফৌজদারী আদালতে চল!" গাড়ীতে বোসে রাস্তার বামে দক্ষিণে আমি বারবার উঁকি মাত্তে লাগ্‌লেম;—কোনদিকে চর আছে কি না? দুটো তিনটে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে, গাড়োয়ানকে আমি থাম্‌তে বোল্লেম। গাড়োয়ান থাম্‌লো। আমার কাছে নেমে এলো। তখন আমি তাকে বোল্লেম, "ফৌজদারী আদালতে যেতে হবে না। অমুক গলীতে চল।" পাঠকমহাশয়

বুঝ্‌বেন, কুমারী আন্তনিয়া যে গলীতে থাকেন, তখন আমি গাড়োয়ানের কাছে সেই গলীর নাম কোল্লেম।

আগে আমাদের পরামর্শ ছিল,—আবেলিনো বোলে দিয়েছিলেন, বাঁকাপথে নানা দিকে যাওয়া,—পথে তিন চারবার গাড়ী বদল করা। তখন আমি ডাঁকাতের হাতে আহত হই নাই, পরামর্শমত কাজ কোত্তে পাত্তেম। এখন আমি অপারক। সে কথাই স্বতন্ত্র। সময়ও আর নাই। নিজেও অত্যন্ত ক্ষীণ,—অত্যন্ত দুর্ব্বল। গাড়ী থেকে বারবার নামা-উঠা করি,—এ গাড়ী ও গাড়ী করি, শক্তি নাই। যা ঘোটবে, ঘটুক্, সোজাপথেই আমি আন্তনিয়ার আবাসপথে চোল্লেম।

গলীর নাম বোলেছি; কোন্ বাড়ীতে যেতে হবে, গাড়োয়ানকে সে কথা বলি নাই। গলীতে প্রবেশ কোরেই গাড়োয়ান গাড়ী থামালে। সেইখানেই আমি নাম্‌লেম। ভাড়ার অধিক পুরস্কার দিয়ে গাড়োয়ানকে আমি বিদায় কোল্লেম। খানিকক্ষণ দাঁড়ালেম;—চকিতনয়নে চারিদিকে চাইলেম। সে রাস্তায় তখন দুটী তিনটী লোক যাওয়া আসা কোচ্ছিলো, চেহারা দেখে বুঝ্‌লেম, তরো কখনই গুপ্তচর হোতে পারে না। যে দোকানে প্রথমে ঔষধ লওয়া হয়, সেই দোকানে গিয়ে আমি উপস্থিত হোলেম। একটু বিশ্রাম কর্‌বার দরকার,—কোন রকম বলকারক ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন। ঔষধ খেলেম;—বেরুলেম;—চারিদিক চাইতে চাইতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলেম। সূত্রধর তখন কাজে বেরিয়ে গিয়েছে, তার স্ত্রী রন্ধন কোচ্ছিল। আমার শুষ্ক মুখ,—হাতে পটীবাঁধা, আস্তে আস্তে চোল্‌ছি, তাই দেখে সূত্রধরপত্নী সবিস্ময়ে শিউরে উঠ্‌লো। দুকথায় আমি তারে শান্ত কোল্লেম। শুন্‌লেম, আন্তনিয়া অনেক ভাল আছেন। দেখা কোত্তে গেলেম। ধাত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো;—সূত্রধরপত্নী আমার সঙ্গে থাক্‌লো।

গৃহমধ্যে অগ্নিকুণ্ডসমীপে একখানি সুন্দর আসনে লেডী আন্তনিয়া বোসে আছেন। কটাক্ষপাতমাত্রেই আমি বুঝ্‌লেম, রোগে তাঁর লাবণ্য হানি করে নাই। আমারে দেখেই তাঁর বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। আমি দেখ্‌লেম, কুমারীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কুন্তল জাল স্তরে স্তরে—গুচ্ছে গুচ্ছে বিলম্বিত হয়ে, স্কন্ধদেশ অতিক্রম কোরে, পৃষ্ঠদেশে ঝুলুছে। বোধ হলো যেন, সহস্র সহস্র দাঁড়কাকের পালকে নির্ম্মাণকরা একটী বালিশ। সেই কৃষ্ণকেশ-বালিশের উপর আন্তনিয়ার সুন্দর মুখমণ্ডল শোভমান। কৃষ্ণনয়নার নয়ন জ্যোতি কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। আমার মুখপানে চেয়ে সুন্দরী একটু হাস্‌লেন। স্নেহাস্পদ সহোদরকে দেখে স্নেহময়ী সহোদরার মুখে যেমন হাসি আসে, সেইরূপ অমায়িক স্নেহমাখা হাসি। কিন্তু তখনই তখনই সেই মধুর হাস্যের অন্তর্ধান। হাস্যের সঙ্গে অধরোষ্ঠে যে একটু আরক্ত আভা এসেছিল, অকস্মাৎ সেটুকুও বিলুপ্ত। সেই সময় হঠাৎ আমার হাতের উপর তাঁর চক্ষু পোড়্‌লো। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা;—চেহারা মলিন, দাঁড়াতে কষ্ট হোচ্ছে, সেই ভাব দেখে কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল। সবিস্ময়ে সচঞ্চলে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি?"—সচঞ্চলে আমিও সংক্ষেপে উত্তর দিলেম, "এই এই ব্যাপার।"

উত্তর দিলেম বটে, কিন্তু আবেলিনোকে রাত্রিকালে পথে এগিয়ে দিতে এসে, ঐ সব ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়েছে, সে কথাটী ভাঙ্লেম না।

সূত্রধরপত্নী ঘরের জানালার উপর বোস্লো, আমি একখানা চৌকী টেনে নিয়ে, আন্তনিয়ার সম্মুখে বোস্লেম। কুমারী আমার হস্ত ধারণ কোল্লেন,—স্নিগ্ধনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে থাক্লেন,—"হাতখানি শীঘ্রই ভাল হবে,—বড় একটা বেশী আঘাত নয়,—শীঘ্রই সেরে যাবে,—"এইরূপ অনেক কথা বোলে, আশ্বাস প্রকাশ কোল্লেন। পরিশেষে একটু থতিয়ে থতিয়ে বোল্তে লাগ্লেন, "তা—তা না হয়,—আজ না হয়ে,—আজ না হয়—ঘরেই—বিছানাতেই—তা না হয়,—কালই—আহা! কেবল আমারই জন্য—তোমার এই বিপদ! ওঃ! তোমার কি মহত্ব! আর আমি?—আমি কেবল আত্মগরজেই স্বার্থপর!"

"না না, না সিগ্‌নোরা! আমার জন্য কোন চিন্তা কোর্‌বেন না। আমার বেশ শক্তি আছে। আমি বেশ এসেছি। আজ এই সময় আপ্‌নার সঙ্গে দেখা কোত্তে আ্‌বো, সেটা আমার কতই উৎসাহ;—কতই আহ্লাদ! এতে আমার কিছুই অসুখ হবে না। বড় একটী সুখের খবর আমি এনেছি। বিশেষ গুরুতর প্রয়োজনেই আজ আমার আসা;—না এলেই নয়।"

লেডী অন্তনিয়া আমার ঐ সব কথা শুনে নির্নিমেষলোচনে ক্ষণকাল আমার মুখপানে পুতুলের মত চেয়ে থাক্লেন। ভাব বুঝ্‌তে পেরে, আমিও তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "ভাবুন সিগ্‌নোরা! আমি আপ্‌নার সহোদর। সহোদরার যৎকিঞ্চিৎ উপকারে সহোদরের যেমন বিমল আনন্দ, আপ্‌নার সম্বন্ধে আমারও তাই। আপ্‌নি উতলা হবেন না, শান্ত হোন। অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা উপলক্ষে দৈবযোগে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কখনই আমি অত ব্যস্ত হয়ে কোন কথা জান্‌বার জন্য কাহারো কাছে কোন কৌতূহল দেখাই নাই।"

সচকিতে সলজ্জবদনে আন্তনিয়া বোলে উঠ্‌লেন, "কি!—কি! তুমি কি আমার গুহ্যবৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছ? কিছু কিছুও কি জেনেছ?"

"উতলা হন কেন? যা বোল্‌তে এসেছি, এখনই শুন্‌তে পাবেন। স্থির হোন! আপ্‌নারে যদি—"

কম্পিতস্বরে সলজ্জভাবে আমার কথায় বাধা দিয়ে, সুন্দরী কুমারী একটু থেমে থেমে বোল্লেন, "ভাই! প্রিয় উইলমট! আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্চি, তুমি আমার পরিচয় হয় ত আরও কিছু—"

"লেডী!"—আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বোল্লেম, "লেডী! অত উতলা হোচ্চেন কেন? বারবার বোল্‌ছি, উতলা হবেন না। যে ভয় আপ্‌নি কোচ্চেন, সে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। আমার মুখে বরং সুখের কথাই শুন্‌বেন। অত অস্থির হোলে আবার অসুখ হবার সম্ভাবনা। হাঁ, সব আমি জানি, সে কথা সত্য, যাঁর প্রতি

আপ্নার আন্তরিক অনুরাগ, তিনি যে আপ্নার অনুরাগের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। সেই সুখের কথাই বোল্‌তে এসেছি।"

আন্তনিয়া কথা কইলেন না। আমার কথায় তাঁর অন্তরে যে বিপুল আনন্দের উদয়, তাঁর নয়ন সে আনন্দের পরিচয় দিয়ে দিলে। হৃদয় ভেদ কোরে সুদীর্ঘ এক বিশাল নিশ্বাস তাঁর নাসারন্ধ্রে বিনির্গত হলো। কপোলবাহী আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো। করযোড়ে—নীরবে যেন জগৎপিতাকে ধন্যবাদ দিলেন। ঠোঁট দুখানি একটু একটু নোড়্‌লো। সূত্রধরপত্নী তাই দেখে মনে কোল্লে, আমি কোন আহ্লাদের খবর বোলেছি। কিন্তু কি যে সেই শুভসংবাদ, সেটুকু সে বুঝ্‌লে না। আমরা দুজনে ফরাসী-ভাষায় কথা কোচ্ছিলেম, সরলা সূত্রধরবনিতা ফরাসীভাষা জানে না। আন্তনিয়ার মুখের ভাব দেখে এম্‌নি সকরুণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো, মনে মনে আনন্দ হয়েছে, সেটী আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। তেমন হিতৈষিণী নারীকে একটু কিছু বুঝিয়ে না বলাও তখন ভাল হয় না, সুতরাং ইংরাজী কোরে তারে আমি বোল্লেম, "কাল এখান থেকে গিয়ে এমন কতকগুলি কথা আমি শুনেছি, তা শুনে এই সুন্দরী কুমারীর অশান্ত মনে শান্তির উদয় হবে। সেই শুভ সংবাদই আজ আমি এনেছি।"

সুকোমল মৃদুগুঞ্জনে লেডী আন্তনিয়া আমারে বোল্লেন, "ভাই! কি বোলে যে আমি তোমার এত গুণের কৃতজ্ঞতা জানাবো, তা আমি ঠাউরে উঠ্‌তে পাচ্চি না। প্রথম সাক্ষাৎ অবধি তুমি আমার পরম উপকারী বন্ধুর কাজ কোচ্চো। বহুকাল বেঁচে থাক্‌লেও সহোদরাস্নেহে এ সকল উপকারের শোধ দিতে আমি পারবো না।"

আন্তনিয়ার মনের ভাব আমি বুঝ্‌লেম। কথাটী ফেলি ফেলি,—ফেল্‌চি না। অধিক দুঃখের কথা,—অধিক আনন্দের কথা, অল্পে অল্পেই ভাঙ্‌তে হয়। অল্পে অল্পেই আমি এক একটী কোরে সূত্র তুল্‌তে লাগ্‌লেম। সমসূত্রপাতে লেডীর মুখপানে চেয়ে আমি বোল্লেম, "তা হাঁ, আপ্‌নি ও কথা বোল্‌ছেন,—কিন্তু আমি যে আজ কি আনন্দ উপভোগ কোচ্চি, সে কথা আমি মুখে বোল্‌তে পাচ্চি না। বেশী কথা কি বোল্‌বো, যিনি আমার প্রিয়বন্ধু আবেলিনোর প্রাণে গাঁথা, তাঁর যৎকিঞ্চিৎ উপকারেও—"

বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে সুন্দরী আন্তনিয়া নীরবে ক্ষণকাল আমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেন। মুখে কথা ফুট্‌লো না। অবকাশ না দিয়েই তৎক্ষণাৎ আবার আমি বোল্লেম, "আরও আমার কিছু বল্‌বার আছে। আপ্‌নি শান্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌বেন ত?—মনোবেগ দমন কোত্তে পার্‌বেন ত? স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শ্রবণ করবার শক্তি হবে ত? যদি আমি—তাঁরে—এখানে—আজ—কিম্বা—কিম্বা—কাল—যদি আমি তাঁরে এখানে নিয়ে আস্‌বার উপায় কোত্তে পারি, শান্তভাবে সাক্ষাৎ কোত্তে পার্‌বেন ত?"

আনন্দ উৎসাহের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, কুমারী আন্তনিয়া চঞ্চলভাবে বোলে উঠ্‌লেন, ওঃ! ও কথা আবার তুমি জিজ্ঞাসা কোচ্চো? ভাই! তোমারে আমি সহোদর বোলেছি, তোমার কাছে আমার লজ্জা কি? আবেলিনোকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ যে কতদূর

ব্যাকুল, আমার প্রাণই তা জানে! আবেলিনোকে একবার চক্ষে দেখ্‌তে পেলে, আমার সমস্ত রোগ আরাম হয়ে যাবে ;—বল পাবো,—শক্তি পাবো,—স্ফূর্ত্তি পাবো, পরমসুখে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু আর একটী কথা!"—মুখখানি অবনত কোরে কুমারী ধীরে ধীরে বোল্লেন, "আর একটী কথা। আমার পিতা—আমার ভ্রাতা—"

"তবে আপ্‌নি বুঝেছেন?"—সানন্দে শশব্যস্তে কুমারীকে এই কথা বোলে, আমি বোল্‌তে যাচ্ছিলেম, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙে গেছে। বোল্‌তে যাচ্ছিলেম, কিন্তু বোল্লেম না। মনে কোল্লেম, সে কথা শুনে কুমারী বড়ই কষ্ট পাবেন। কাজ কি? এখন সে সব কথার দরকারই বা কি? এই ভেবে আমি তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "হাঁ, তাঁরা সব ভাল আছেন।"

চিন্তাকাতরকণ্ঠে কুমারী বোলে উঠ্‌লেন, "তবে তাঁরা শুনেছেন? আমি যে ধর্ম্মশালা থেকে পালিয়ে এসেছি,এ কথা তবে তাঁরা শুনেছেন? হাঁ,—অবশ্যই এ সংবাদ পেয়েছেন। সেখানকার মঠেশ্বরী যিনি, তিনি অবশ্যই জানিয়েছেন। একদিকে অসূয়া, এক দিকে ধর্ম্মশালার নিয়ম পালন। মঠেশ্বরী অবশ্যই তখনি তখনি আমার পিতাকে লিখে—"

"এখন আর ও সব কথা কেন? সুখের সংবাদ দিতে এসেছি, সুখের কথাই বলি। কাল আপনার কাছ থেকে বিদায় হয়ে, আমার প্রিয়বন্ধু আবেলিনোর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোত্তে যাই। তাঁর চিত্রশালায় একখানি চিত্রপট দেখি। চিত্রপটে কার মুখখানি দেখি, সে কথাটী কি আপ্‌নাকে বোল্‌তে হবে? দেখ্‌বামাত্রই আমি চিনেছি, সে কথাটীও কি বল্‌বার আবশ্যক হবে? লেডী আন্তনিয়া! এখন বলুন, আপনার ইচ্ছার উপরেই এখন সমস্ত সুখের আশা নির্ভর কোচ্চে। এখন আপ্‌নি বলুন, ক মিনিটের মধ্যে ফ্রান্‌সিস্কো আবেলিনোকে আপ্‌নি এখানে হাজির চান?"

তিবলিকুমারীর চন্দ্রবদনে তখন যে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দরেখা দেখা দিল, সে কথা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। যে কথা আমি বোল্লেম, তাতে তিনি কি উত্তর দেন, তা আর শ্রবণ কর্‌বার আবশ্যক হলো না। তাঁরে নিরুদ্বেগে শান্ত হয়ে থাক্‌বার অনুরোধ কোরেই, তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে আমি বেরুলেম। সূত্রধরপত্নীও আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরুলো। ধাত্রীকে আন্তনিয়ার ঘরে ডেকে দেওয়া হলো। সূত্রধরবনিতাকে তখন আর বিশেষ কথা কিছুই বল্‌বার অবকাশ হলো না। অবিলম্বে সমস্তই শুন্‌তে পাবে, সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র বোলে আমি সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লেম।

একক্ষণে রাস্তায়। হাতের বেদনার কথা যেন একেবারেই ভুলে গেলেম। হন্ হন্ কোরে চোল্‌তে লাগ্‌লেম। সুখময় পুনর্ম্মিলনের উল্লাসে রাস্তায় যেন আমি ছুটে ছুটেই চোল্লেম। তত দুর্ব্বল শরীর, কিন্তু ভ্রূক্ষেপও কোল্লেম না। আবেলিনো কাফি-ঘরে আছেন, পথে দুর্ব্বৃত্ত গুপ্তচর থাক্‌তে পারে, সে কথাটা আমার মনেই ছিল না। যখন কাফিঘরের নিকটে এসে উপস্থিত হোলেম, তখন সেই কথাটা মনে পোড়্‌লো। চকিতনয়নে চারিদিকে চাইলেম, কেহ কোথাও নাই। কাফিঘরে প্রবেশ কোল্লেম।

আবেলিনো আমার জন্য বড়ই চঞ্চল হয়েছিলেন, ছুটে গিয়ে সাক্ষাৎ কোল্লেম। রাত্রের মধ্যে যে কত কাণ্ড হয়েছে, কিছুই তিনি জানতেন না। আমারে নিকটে দেখে,—হাত-বাঁধা দেখে, তখন জানতে পাল্লেন। আন্তনিয়ার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য অধৈর্য্য, তথাপি সেটা যেন তুচ্ছজ্ঞান কোরে, আমারেই শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। বন্ধুত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আঘাত ত বড় শক্ত লাগে নাই? ডাক্তার কি বোলেছেন? শীঘ্র আরাম হবে ত? এমন অবস্থায় বাড়ী থেকে বেরিয়েছ,—কতই কষ্ট হোচ্চে, এতে আরও বাড়্‌বে না ত?"

সংক্ষেপে সব কথার উত্তর দিয়ে, আমি তাঁরে আশ্বস্ত কোল্লেম। উভয়ে একসঙ্গে কাফিঘর থেকে বেরুলেম। চেহারা দেখে সন্দেহ হয়, তেমন লোক রাস্তায় কেহই ছিল না। প্রিয়মিত্র আবেলিনোর প্রাণাধারটী যেখানে, সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম। সূত্রধরবনিতাকে সঙ্গে দিয়ে আবেলিনোকে আন্তনিয়ার কক্ষে পাঠালেম। তাঁরা গেলেন; আমি অন্য ঘরে থাক্‌লেম।

আবেলিনো গেলেন। তিনি প্রবেশ কর্‌বামাত্র উভয়ের রসনায় যে অপূর্ব্ব আনন্দ ধ্বনি উচ্চারিত হলো, পূর্ণানন্দে তফাৎ থেকে, তা আমি শুন্‌লেম। আমার কর্ণে সেই আনন্দধ্বনি যেন সুমধুর বাদ্যধ্বনি বোধ হোতে লাগ্‌লো। সে আনন্দ অতুল! মনে মনে বোল্লেম, "আহা! এবার যেদিন আবার আনাবেলের সঙ্গে আমার দেখা হবে, সেদিনও এই রকম আনন্দপ্রবাহে আমি পরম সুখে সাঁতার দিব!"

অন্তরে অন্তরে এইরূপ আনন্দ কল্পনা কোচ্চি, হঠাৎ সিড়িতে অনেকলোকের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। তখনই মনে কোল্লেম, অমঙ্গল!—ভয়ানক অলক্ষণ! চঞ্চলপদে সিঁড়ির সম্মুখে ছুটে গেলেম;—গিয়েই দেখি, কুমারী আন্তনিয়ার পিতা,—আন্তনিয়ার ভ্রাতা, সঙ্গে তিন চারি জন পাহারাওয়ালা।

তিবলিপুত্র ভাইকাউণ্ট তিবলি ঠিক যেন বাঘের মত আমার দিকে লাফিয়ে এসে, গভীর গর্জ্জনে বোলে উঠ্‌লেন, "বদ্‌মাস্! —পাজি!—ধড়ীবাজ! এইবার তোরে ধোরেছি! দুজনকেই ধোরেছি!"

"সোরে যাও তুমি!"—তদ্রূপ গভীরগর্জ্জনে আমিও বোল্লেম, "সোরে যাও তুমি! যদিও আমার হাত খোঁড়া, তবু তোমাকে আমি আজ এমন শিখান শিখাবো,—সেদিন যেমন শিক্ষা দিয়েছি, তেম্নি আবার এম্নি শিখান শিখাবো, শীঘ্র ভুল্‌তে পার্‌বে না।"

আন্তনিয়ার গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হলো। আবেলিনো বেরিয়ে পোড়্‌লেন। তিনিও পদশব্দ পেয়েছিলেন,—জোর জোর কথা শুন্‌তে পেয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়্‌লেন। তাঁর মুখখানি তখন অত্যন্ত বিবর্ণ।—শরীর বিকম্পিত। মিনতি কোরে তিনি কাউণ্ট তিবলিকে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এখানে যদি আপনারা এ রকম গোলমাল করেন, তা হোলে আপনার মেয়েটী বাঁচ্‌বে না! বড় সঙ্কট পীড়া হয়েছিল, বাঁচ্‌বার আশা ছিল না;—এই সবে একটু একটু আরাম হোচ্চেন।"

কন্যার পীড়ার সংবাদে কাউণ্ট তিবলি শঙ্কিত হয়ে উঠ্লেন। মনে মনে ব্যথা পেলেন। ক্ষণকাল চুপ কোরে থেকে, কম্পিতকণ্ঠে,—কম্পিত অথচ নরমগরমস্বরে আবেলিনোকে কি গুটীকতক কথা বোল্লেন। ক্ষুব্ধনয়নে আবেলিনো আমার মুখপানে চাইলেন। তাঁদের উভয়ের মনোভাব বুঝ্তে পেরে, তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "হাঁ, হাঁ, আমি বুঝেছি। এ বাড়ীতে গোলমাল কোত্তে দেওয়া হবে না। পুলিসওয়ালাদের সঙ্গে স্বইচ্ছাতেই আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

শশব্যস্তে আমার হস্ত আকর্ষণ কোরে, ব্যগ্রভাবে ফ্রান্সিস্কো বোল্লেন, "এমন মহত্ত্ব দেখি নাই!—যেমন মহত্ত্ব, তেমনি ঔদার্য্য! এমন নিঃস্বার্থ বন্ধু জগতে অতি বিরল!"

একজন পুলিসপ্রহরী সেই সময় কাউণ্ট তিবলিকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এখন আপ্নার কি আজ্ঞা?"—কাউণ্ট একটু চিন্তা কোরে উত্তর দিলেন, "ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তনিয়ো প্রাবিনার বাড়ীতে নিয়ে যাও!"

আবেলিনো তখন ইংরাজী ভাষায় বোল্লেন, "আমি আর আমার প্রিয়বন্ধু জোসেফ উইলমট দুজনেই আমরা সরাসর ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রাসাদে চোল্লেম। পুলিসের লোকেরা যেন চোরডাকাতের মত রাস্তা দিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে না যায়,—সে রকম অপমান না করে, তাই আমাদের ইচ্ছা;—আমরা আপনারাই যাচ্চি।"

আবেলিনোকে সম্বোধন কোরে, যৌবনোদ্ধত দাম্ভিক ভাইকাউণ্ট ব্যঙ্গস্বরে বোল্লেন, "তোমার মত লোকের কথায় আমার পিতা বিশ্বাস কোর্বেন না।"

পুত্রকে ধমক দিয়ে, কাউণ্ট তিবলি সক্রোধে বোল্লেন, "তুমি চুপ কোরে থাক!"—আমাদের উভয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে বোল্লেন, "হাঁ, সিগ্নর আবেলিনো!—হাঁ, মিষ্টার উইলমট!—হাঁ, তোমাদের উপর আমার অত্যন্ত রাগ। সেটা কিছু মিথ্যা কথা নয়। তবুও তোমাদের উপর দয়া কোরে আমি বোল্ছি, বেশী বাড়াবাড়ি কোর্বো না, সেই জন্যই মাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির কর্বার হুকুম না দিয়ে, ধর্ম্মাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেম। তোমাদের প্রার্থনাই শুন্লেম। যাও!—চোলে যাও! পাহারাওয়ালারা তফাতে তফাতে তোমাদের সঙ্গে যাবে।"

হুকুম শুনে,—ভাবভঙ্গী দেখে, ক্রোধান্ধ কাউণ্ট তিবলি মহোদয়কে আবেলিনো বোল্লেন, "মি লর্ড! আপনি তবে এইখানে খানিকক্ষণ থাক্বেন? দেখ্ছি আপনার ইচ্ছাই তাই। লেডী আন্তনিয়ার সঙ্গে আপনি দেখা কোর্বেন। থাকুন, কিন্তু আমার নিবেদন, এই কুমারীকে কোন কটুকথা বোল্বেন না। তা যদি বলেন,—তত যদি নির্দ্দয় হন, কন্যাটীকে আর পাবেন না! আন্তনিয়া যদি পৃথিবী থেকে চোলে যান, তখন আর কার উপর আপ্নি ক্রোধ প্রকাশ কোর্বেন?"

তাদৃশ সকরুণ মিনতিতেও কাউণ্ট তিবলি কর্ণপাত কোল্লেন না। আবেলিনো ব্যস্তহস্তে রুমালে নেত্রমার্জ্জন কোরে, তাড়াতাড়ি আমার হস্তধারণ কোল্লেন। দুজনে একসঙ্গে আমরা উপর থেকে নেমে এলেম। পথে আমরা উভয়েই নীরব। আবেলিনো দুঃখের ভাবনা

ভাবতে লাগ্‌লেন। আমিত অন্য ভাবনায় বিহ্বল; —বন্ধুকে আশ্বাস দিবার,—প্রবোধ দিবার কোন কথাই অন্বেষণ কোরে পেলেম না। কাজে কাজে উভয়েই আমরা নীরব। পথে একখানা ঠিকাগাড়ী জুটে গেল। সেই গাড়ীতে আরোহণ কোরে আমরা গ্রাবিনাপ্রাসাদে চোল্লেম।

অনেকক্ষণ পরে মৌনভঙ্গ কোরে, কাতরস্বরে আবেলিনো বোল্লেন, "আহা! অভাগিনী আন্তনিয়া যেন এই দুঃখের নৈরাশ্যে হতাশ্বাস না হন! আহা! পরমেশ্বর তাই করুন্! সঙ্কট ত মহাসঙ্কট!—ভয়ানক বিপদ!"

কথার ভাব বুঝে তখনি আমি বোল্লেম, "আন্তনিয়াও বুঝেছেন। যে জন্যে আপ্‌নি ভয় পাচ্ছেন,—যে জন্য আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সব তিনি বুঝেছেন।"

"তার আর সন্দেহ কি?"—আবেলিনো বোল্লেন, "তার আর সন্দেহ কি? যখন আমি বেরিয়ে আসি, আন্তনিয়া তখন যেন প্রকৃত বীরাঙ্গনার ভাব ধারণ কোল্লেন। তাদৃশ কোমলপ্রাণে যে এতদূর বীরত্বভাব আছে, সেটী আমি জান্‌তেম না। তত রুগ্ন দুর্ব্বল অবস্থাতেও দেখ্‌লেম যেন, মূর্ত্তিমতী বীরাঙ্গনা! কিন্তু আমার ভয় হোচ্চে, সে সাহস বেশীক্ষণ থাক্‌বে না।—অসম্ভব;—সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে সাহস দূরে যাবে। সরলা এখনই আবার নিরাশার পীড়নে গভীর বিষাদসাগরে ভাস্‌বেন।"

আবেলিনো দুই হাতে মুখ ঢাক্‌লেন। ক্ষণকাল বিষাদে নীরব,—নিস্পন্দ। গ্রাবিনা-প্রাসাদে গাড়ী গিয়ে থাম্‌লো। তখনো পর্য্যন্ত আমরা নীরব। একটু পরেই পুলিসের লোকেরা এসে পৌঁছিল, ফটকের দরোয়ানের সঙ্গে কি কথা বলাবলি কোল্লে, দরোয়ান আমাদের সঙ্গে কোরে, বিস্তৃত প্রাঙ্গনপারে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বোসিয়ে রাখ্‌লে। জানালার বাহিরে প্রহরীরা পাহারা দিতে লাগ্‌লো। দুঃখবিষাদে অবসন্ন হয়ে, আবেলিনো ঘরের এক কোণে একখানা চেয়ারের উপর মাথা হেঁট কোরে বোসে থাক্‌লেন। আমি নিকটে গিয়ে সাহস অবলম্বন কোত্তে বোল্লেম। তিনি কেবল আমার হস্ত পেষণ কোল্লেন;—কথা কইলেন না। তাঁর পাশেই আমি বোস্‌লেম। সান্ত্বনাবাক্যে নানারকম প্রবোধ দিতে লাগ্‌লেম।

নানাপ্রকার উত্তেজনার পর ভগ্নচিত্ত ফ্রান্‌সিস্কো আবেলিনো অকস্মাৎ গাঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লেন;—চকিতস্বরে বোল্লেন, "তাই ত, আমি হোলেম কি? কোচ্চি কি? কুমারী আন্তনিয়া তেমন বীর্য্যবতী, আমি কি না একজন কাপুরুষের মত ভয় পাচ্চি? না না, তা হবে না। আন্তনিয়ার মত আমিও সাহস দেখাবো;—তেমনি ধৈর্য্যধারণ কোর্‌বো। কিন্তু ভাই!—কিন্তু প্রিয়বন্ধু! বিপদ্ বড় সহজ নয়। রোমরাজ্যে যে এক বিচারালয় আছে, সে বিচারালয়ে ন্যায়ান্যায় বিচার বড় কম। ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনা সেই বিচারালয়ের একজন বিচারপতি।"

শঙ্কিতহৃদয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে বিচারালয়ের নাম?"

"নামও বড় ভয়ানক! ধর্ম্মচ্যুত লোকের দমনার্থ আদালত। উঃ! সে আদালতে যা যা হয়, উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ সভ্যতা তার কাছে তিলমাত্রও স্থান পায় না!"

চতুস্ত্রিংশ প্রসঙ্গ।

কি দোষে দোষী ?

আদালতের নাম শুনেই আমার রোমাঞ্চ।—শরীরের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। পুস্তকে পাঠ কোরেছিলেম, রোমরাজ্যে ঐ রকম বিচারালয় আছে। অনেকদিনের কথা, সেটা প্রায় স্মরণই ছিল না। রোমরাজ্যে এসে অবধি,—তাই বা কেন, ইটালীতে এসে অবধি, ঐ প্রকার আদালতের কথা কাহারও মুখে শুনি নাই,—চিন্তাও করি নাই। আবেলিনোর মুখে শুনেই আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল। আগে আগে ঐ প্রকার আদালতের আসামীদের যন্ত্রণার সীমা ছিল না। আজও সেই রীতি আছে, তাই ভেবে আমি ভয় পেলেম, এমন কথাও নয়;—বুকে জাঁতাপেষা,—নখের মুড়ে মুড়ে প্রেক মারা,—লোহার জুতা প্রহার করা, ভাঁটা ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে মাথায় মারা,—মধুমোড়া বাঁধা,—কপীকলে টানা, জলে ডুবিয়ে রাখা, আসামীদের উপর এই প্রকার কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তাই ভেবেই ভয় পেলেম, সে কথাও নয়;—যে সকল কারাগারে কয়েদী থাকে, সে সকল কারাগার বাস্তবিক পৃথিবীর নরকনিবাস!—জীবন্ত কবর! সেই সব কথা মনে কোরেই আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌লো। অনেকক্ষণ একটীও কথা কইলেম না।

আবেলিনো অত্যন্ত বিষাদিত। নানাপ্রকারে আমি তাঁরে প্রবোধ দিতে লাগ্‌লেম। প্রায় একঘণ্টা বোসে থাক্‌লেম, কেহই সে ঘরে এলো না। একঘণ্টা পরে একজন লোক এসে একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গেল। ঘরটী দস্তুরমত সাজানো। কিন্তু ভাল কোরে দেখ্‌বার উপায় ছিল না। জানালার গায়ে খুব মোটা মোটা পর্দ্দা ফেলা;—ভারী ভারী সোণালীর ঝালর;—দিনমানে সূর্য্যের আলো প্রবেশ কোত্তে পারে না। ঘরের অনেকদূর পর্য্যন্ত অন্ধকার। যেদিকে প্রবেশের দ্বার, সেদিক্‌টে আরও অন্ধকার। আবেলিনো আর আমি সেই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম;—হঠাৎ ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম না।—দেখ্‌লেম, একটী লোক ঘরের একধারে একখানি কৌচের উপর শুয়ে আছেন। মনে কোল্লেম, তিনিই ধর্ম্মাধ্যক্ষ। পূর্ব্বে তাঁরে দেখেছি, তাতেই ওরকম মনে কোল্লেম, এমনটী কেহ বিবেচনা কোর্‌বেন না;—পূর্ব্বে কখনই আমি তাঁরে দেখি নাই। পোষাক দেখে বিবেচনা কোল্লেম, ধর্ম্মাধ্যক্ষ। আর একটী লোক সেই ঘরে। যে কৌচে ধর্ম্মাধ্যক্ষ শুয়ে আছেন, তারই পাশে বড় একখানি চেয়ারে সেই লোকটী বোসে আছেন। কে তিনি?—বলা বাহুল্য, তিনিই কাউণ্ট তিবলি। একে ত ঘর অন্ধকার, তাতে আবার আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার অনেকটা তফাতে তাঁরা দুজন। উভয়েরই মুখের ভাব আমাদের অপ্রত্যক্ষ থাক্‌লো। ধর্ম্মাধ্যক্ষের মুখখানি যেন গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। কৌচের

মাথার উপর বিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ, ধারে ধারে পর্দ্দা। মুখের উপর ছায়া পোড়েছে, মুখখানি দেখা গেল না।

কাউন্ট তিবলি ফ্রেঞ্চভাষায় আমাদের উভয়কে বোস্‌তে বোল্লেন। ফ্রেঞ্চভাষায় কথা কবার কারণ এই যে, আমি ইতালিক জানি না, ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনা ইংরাজী জানেন না; উভয়েই বুঝ্‌তে পারি, সেই অভিপ্রায়েই ফরাসীকথা।

দরজার ধারেই আমরা দাঁড়িয়ে ছিলেম, সেইখানেই দুখানি আসনে আমরা বোস্‌লেম। কথাবার্ত্তা কিছুই নাই। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ।—গৃহ নিস্তব্ধ।—গভীর নিস্তব্ধ। আমাদের উভয়ের মনে নিদারুণ সংশয়।

কাউন্ট তিবলি প্রথমে মৌনভঙ্গ কোল্লেন। তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কন্যার সঙ্গে আমি দেখা কোরেছি। সব কথা শুনেছি। আন্তনিয়া আমাকে সব কথা বোলেছে। মিষ্টার উইলমট! আমি বড়ই দুঃখিত হোচ্চি, পূর্ব্বে এ সব বুঝ্‌তে পারি নাই। যে অবস্থায় যেখান থেকে তুমি আমার কন্যাকে গাড়ী কোরে তুলে এনেছ,—তার প্রতি যতদূর স্নেহমমতা দেখিয়েছ,—সাংঘাতিক পীড়ার সময় যত উপকার কোরেছ, কেঁদে কেঁদে আন্তনিয়া সব কথা আমাকে বোলেছে। ওঃ! আমি ভেবেছিলেম, তুমি বুঝি আবেলিনোর আগেকার বন্ধু,—অনেক দিনের জানাশুনা,—আবেলিনোর সঙ্গে যোগ কোরেই হয় ত আন্তনিয়াকে ধর্ম্মশালা থেকে বাহির কোরে এনেছ। তাই ভেবেই সেদিন পথে তোমাকে দেখে ঘৃণা কোরে আমি মুখ বেঁকিয়ে গিয়েছিলেম। বাস্তবিক আমার রাগ হয়েছিল। তোমাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা বোলে আমার দুর্ব্বোধ পুত্র যে রকম গা-জুরী কোরেছিল,—আদালত পর্য্যন্ত মকদ্দমা তুলেছিল, তেমন ইচ্ছা আমার ছিল না। তার উপর আমি বরং বিরক্তই হয়েছি।—থাক্ সে কথা;—এখন তুমি হয় ত মনে কোত্তে পার, আমার তেমন সন্দেহের কারণ কি? তুমি যে আমার কন্যাকে রাত্রিকালে গাড়ী কোরে এনেছ, আমি সে গুহ্যকথা কেমন কোরে জান্‌লেম? মঠ থেকে আন্তনিয়া পালিয়েছে, এই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি আমি বাড়ী থেকে চোলে যাই; নানাস্থানে নানালোকের কাছে অন্বেষণ করি; কেহই কিছু সন্ধান বোল্‌তে পারে না। শেষকালে সব ডাকগাড়ীর অনুসন্ধান করি। তুমি যে গাড়ীতে এসেছিলে, সেই গাড়ীর গাড়োয়ানকে পাই। তারই মুখে শুনি, ঘোমটা দেওয়া একটী মেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পালিয়ে আস্‌ছিল,—মুখও দেখায় না,—পরিচয়ও দেয় না, কথাও কয় না। তুমি দয়া ভেবে সেই মেয়েটীকে গাড়ীতে তুলে লও। কে সে, তা তখন তুমি জান্‌তে না।—এতদিনও জান্‌তে না, কাল সব জেনেছ, তাও আমি শুনেছি। মিষ্টার উইলমট! তোমাকে আমি দোষী বোলে ভেবেছিলেম, এখন দেখ্‌ছি, তোমার মহত্ত্ব অতুল্য। আবেলিনোর সঙ্গে তোমার কিছুমাত্র যোগাযোগ ছিল না। আগে ভেবেছিলেম, আবেলিনোর সঙ্গে যোগ কোরেই,—আবেলিনোর পরামর্শেই আন্তনিয়াকে তুমি রোমে এনেছ! এখন জান্‌লেম, সেটা আমার মস্ত ভুল। আবেলিনো সে সব কথার কিছুই জানে না। আমার কন্যার বিপদসময়ে কায়িক শ্রমে,—অর্থসাহায্যে যত উপকার তুমি কোরেছ,

আন্তনিয়া সব আমাকে বোলেছে। তুমি সাধু,—তুমি মহৎ,—তুমি নিঃস্বার্থ পরোপকারী। তোমার প্রতি বিস্তর অন্যায় কোরেছি। সে জন্য এখন আমাকে অনুতাপ কোত্তে হোচ্চে। ব্যগ্রতা করি, সে সব কথা তুমি ভুলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব হয়েছিল, এখন আবার সেই বন্ধুত্ব সজীব হলো। পূর্ব্বকথা কিছু মনে কোরো না।"

দুঃখিতচিত্তে এই সব কথা বোলে, কাউন্ট তিবলি আরও বোল্লেন, "আন্তনিয়াকে রোমে এনে সর্ব্বদা তুমি দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে যাও, সেটা আমি মনে করি নাই। আবেলিনো যাতায়াত করে, তাই আমি ভেবেছিলেম;—গুপ্তপুলিসে খবর দিয়ে গুপ্তচর রেখেছিলেম। তোমাকে ধর্‌বার জন্যে নয়, আবেলিনোকে ধর্‌বার জন্য। পুলিসের গুপ্তচর আজ আমাকে সন্ধান বোলে দেয়, বেলা দুই প্রহরের সময় আবেলিনো সেই রাস্তার এক কাফিঘরে লুকিয়েছে, তুমি সেইখানে দেখা কোত্তে গিয়েছ। সেই খবর পেয়েই আমরা পিতাপুত্রে পুলিস সঙ্গে কোরে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেম। হারানিধি আমি পেয়েছি,—তোমারও মহত্বের পরিচয় পেয়েছি;—আন্তনিয়ার পলায়নে আবেলিনোর কিছুমাত্র যোগাযোগ ছিল না, তারও প্রমাণ পেয়েছি। এখন আমার ভ্রম ঘুচে গেছে। এসো বন্ধু!—হাত দেও!—পূর্ব্বকথা ভুলে গিয়ে, বন্ধু বোলে আমাকে সম্ভাষণ কর!"

আমি নিকটবর্ত্তী হয়ে বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে দিলেম। আরক্তবদনে গর্ব্বিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে, কাউন্ট তিবলি দু-পা হোটে গেলেন;—তাচ্ছিল্যভাবে বোল্লেন, "কি ? বাঁহাত ?"

"আমার হাত কাটা। কেন?—সে কথা ত আমি বোলেছি। আপ্‌নার পুত্র যখন আমারে তাড়া কোরে আসেন, তখনই ত আমি বোলেছি, আমার হাত খোঁড়া।"

"ওঃ! সে কথা আমি শুনি নাই;—বুঝ্‌তে পারি নাই। তাই ত! তোমার হাতে পটী বাঁধাই ত দেখ্‌ছি। কেন?—কেন? হয়েছে কি?"

গতরাত্রের রাহাজানী হাঙ্গামার কথা সংক্ষেপে আমি বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। ধর্ম্মাধ্যক্ষ সহসা যেন চোম্‌কে উঠে, চকিতনয়নে চেয়ে থাক্‌লেন;—শুয়ে ছিলেন, ধীরে ধীরে উঠে বোস্‌লেন। সাগ্রহবচনে আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "ওঃ! তুমি? তোমার কাছেই কি আমি জীবনঋণী?—তুমিই কি আমার জীবন রক্ষা কোরেছ?"

সবিস্ময়ে আমিও বোলে উঠ্‌লেম, "আপ্‌নি? আপ্‌নাকেই কি আমি ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছি? ওঃ! আমার পরম ভাগ্য! ঈশ্বর কৃপা কোরেছেন!"

কাউন্ট তিবলিকে সম্বোধন কোরে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বোল্লেন, "তোমাকেও আমি এ কথা বলি নাই। কিছুই তুমি জান্‌তে না পার, সেই জন্যই এই অন্ধকার ঘরে দরবার কোরেছি। আমার কপালে এখনও জখমের দাগ আছে। যাতে তুমি সেটী দেখ্‌তে না পাও, সেই অভিপ্রায়েই ঘরটী অন্ধকার কোরে রেখেছি।"

আমার বিস্তর প্রশংসা কোরে, পুনঃপুন আমারে সাধুবাদ দিয়ে, ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় তৎসম্বন্ধে আরও অনেক কথা বোল্‌তে লাগ্‌লেন। অবশেষে কাউন্ট তিবলি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আন্তনিয়ার এখন কি করা যায়?"

গম্ভীরবদনে ধর্ম্মাধ্যক্ষ উত্তর দিলেন, "আবার তাকে আমি ধর্ম্মশালায় পাঠাবো।"

সংশয়-বিস্ময় ছাপিয়ে উঠ্‌লো। আমার বন্ধু আবেলিনো নৈরাশ্যসাগরে ভাস্‌লেন। আশা-ভরসা সমস্তই উড়ে গেল! আমিও কেঁপে উঠ্‌লেম। কাউন্ট তিবলি বোল্লেন, "আবেলিনোর যা কিছু বলবার থাকে,—"

"একটী কথাও না।"—গম্ভীরস্বরে বাধা দিয়ে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বোল্লেন, "একটী কথাও না। কোন কথাই আমি শুন্‌বো না। আন্তনিয়াকে এখনই আমি ধর্ম্মশালায় পাঠাব।"

আমি দেখ্‌লেম, বিষম বিভ্রাট। এত যত্ন—এত কষ্ট—এত বিপদ, সমস্তই দেখ্‌ছি নিষ্ফল হয়। কি করি? আবেলিনো'ত মাথা হেঁট কোরে বোসে থাক্‌লেন,—জগৎসংসার অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। আমার একটা উপস্থিতবুদ্ধি যোগালো। একটী হাঁটু ভূমে পেতে, একটী হাঁটু উঁচু কোরে, করযোড়ে ধর্ম্মাধ্যক্ষকে আমি নিবেদন কোল্লেম, "ধর্ম্মাশ্রয়! আপ্‌নার কাছে আমার একটীমাত্র প্রার্থনা। আমি একটী ভিক্ষা চাই। আপনি অঙ্গীকার কোরেছেন, আমাকে একটী বর দিবেন।"

"বর?"—বিস্ময়-কুটিল ভঙ্গীতে কাউন্ট তিবলি বোলে উঠ্‌লেন, "বর? কি বোল্‌ছো তুমি? পাগল হোলে না কি? কারে কি বল? কি বোল্‌তে কি বোল্‌ছ?—অহো! অনেক রক্তপাতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।"

চঞ্চলভাবে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বোল্লেন, "না—না, সমস্তই সত্যকথা। ইনি একটীও মিথ্যা বোল্‌ছেন না। এঁর নাম আমি জান্‌তেম না।—জান্‌বার জন্য চেষ্টা কোরেছি,—আজই জান্‌তে পাত্তেম, দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল। বর দিবার কথাই আছে বটে।"

এইখানে যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বকথা প্রয়োজন। হোটেলে আমার কাছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ইন্টারপিটার যান। কোন অজ্ঞাত বড়লোকের প্রাণরক্ষার হেতু হয়েছি আমি, সেই বড়লোক আমারে নানাপ্রকার পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করেন, ইন্টারপিটার সেই সব কথা আমারে বলেন। আমি বিবেচনা করবার সময় চাই, সেই সব কথা আমার মনে হলো। ত্রস্তস্বরে ধর্ম্মাধ্যক্ষকে আমি বোল্লেম, "ধর্ম্মপ্রতিপালক! সমস্ত কথাই আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, যে সূত্রে যেমন যেমন আপনি চেষ্টা কোরেছিলেন, সেই সূত্রেই হয় ত অবগত হয়েছেন, আপনার অঙ্গীকারে কোন চূড়ান্ত প্রত্যুত্তর আমি দিই নাই। এখন শুভ অবসর উপস্থিত, সেই বরটী আমি এখন প্রার্থনা করি।"

"কি চাও বল!—তোমার কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌লেম। যা তোমার ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কোত্তে পার।"

সাগ্রহে আমি উত্তর কোল্লেম, "আর কিছুই আমি চাই না, আপনার ধর্ম্মকন্যা আন্তনিয়াকে আমার বন্ধু আবেলিনোর হস্তে সম্প্রদানে সম্মতি দান করুন।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা কোরে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বোল্লেন, "তোমার অনুরোধ, আর আমি অস্বীকার কোত্তে পাল্লেম না। ঈশ্বরের মনে যা আছে, তাই হোক্। এসো আবেলিনো! করযোড়ে আমার কাছে এসে বোসো! আশীর্ব্বাদ করি।"

আবেলিনো করযোড়ে জানু পেতে বোস্‌লেন, তাঁর মস্তকে হস্তার্পণ কোরে, অর্চ্চনীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ আশীর্ব্বচন প্রয়োগ কোল্লেন। বিবাহে সম্মতি প্রদান।

আমাদের হৃদয়ে অতুল আনন্দ। নিরাশা-কুয়াসা চকিতমাত্রেই দূরগত, আশার আশ্বাসে উভয়েরই হৃদয় পরিপূর্ণ!

আনন্দের উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হোতে না হোতে, কাউন্ট তিবলির সুসজ্জিত শকট আরোহণে কুমারী আন্তনিয়ার কাছে আমি ছুটে গেলেম। ধীরে ধীরে পূর্ব্বের মত সাবধানে সাবধানে তাঁর কাছে এই শুভসংবাদ ভাঙ্‌লেম। পিতা তাঁর সমস্ত দোষ মার্জ্জনা কোরেছেন, একরাত্রি অবসানেই আবার তিনি পিতৃনিকেতনে স্থান পাবেন,—আবাব পূর্ব্ববৎ স্নেহ পাবেন,—আদর পাবেন,—মনের মত পতি পাবেন, সেই শুভসংবাদ দিয়ে, আবার আমি হোটেলে চোলে গেলেম। পরদিন অপরাহ্নে কুমারী আন্তনিয়া পিতৃভবনে যাত্রা কোল্লেন। সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি দূর হয়ে গেল, আমার মাথা থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। সপুত্র কাউণ্ট তিবলি হোটেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এলেন। পূর্ব্বের অপ্রিয় ঘটনার পুনরুল্লেখ কোরে, বিস্তর অনুতাপ কোল্লেন, প্রায় একঘণ্টা আমার কাছে থাক্‌লেন তিবলিপ্রাসাদে আমারে আহারের নিমন্ত্রণ কোরে, পিতাপুত্রে বিদায় হলেন। ভাইকাউণ্ট যখন যান, তখন আমার কাছে অপরাধ স্বীকার কোরে, অকপট মিত্রভাবে বিদায় গ্রহণ কোল্লেন। দমিনী আর সাণ্টকোটকে চৌকাঠের বাহিরে চুপি চুপি কি কথা বোলে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে ফ্রান্সিস্কো আবেলিনো আমারে দেখ্‌তে এলেন। তাঁর মুখে আমি অনেক নূতন কথা শুন্‌লেম। তাঁর উপর তিবলিপরিবারের আর কিছুমাত্র মনোমালিন্য নাই,—বিবাহের কথা অবধারিত,—বন্ধুত্বের পুনঃস্থাপন,—সেই সহৃদয় সূত্রধরদম্পতী কাউণ্ট তিবলির অনুগ্রহে বড়মানুষ হয়ে গেছে,—জীবনে আর তাদের পরিশ্রম কোরে খেতে হবে না, কন্যার দুঃখের দশায় আশ্রয়দাতা, তজ্জন্য কাউণ্ট তিবলি সেই সূত্রধরকে প্রচুর সম্পত্তি,—নগদ টাকা দান কোরেছেন। তাদের আর কোন কষ্টই নাই।

শুনে আমি বড় সুখী হোলেম। অনেকক্ষণ উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কইলেম;—আবেলিনোও সুখী, আমার হৃদয়ও আনন্দে পরিপূর্ণ। আবেলিনো বিদায় হোলেন, আমি নিরুদ্বেগে নিশাযাপন কোল্লেম।

পরদিন আমার শরীর অনেক সুস্থ। তিবলিপ্রাসাদে নিমন্ত্রণে যেতে পারি কি না, ডাক্তারের পরামর্শ চাইলেম, ডাক্তার অনুমতি দিলেন। যুবা ভাইকাউণ্ট নানারকম ফলফুল নিয়ে আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ কোল্লেন। ফুলের তোড়াগুলির কারিকুরী দেখে আমি নিশ্চয় বিবেচনা কোল্লেম, কুমারী আন্তনিয়ার সুন্দর হস্তের রচনা। কুমারী তখন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ কোরেছেন। অনেকক্ষণ থেকে ভাইকাউণ্ট বিদায় হোলেন। দমিনী আর সাণ্টকোট প্রায় সর্ব্বদাই আমারে দেখ্‌তে আসেন, নানাপ্রকার মজার মজার গল্প করেন, সে দিনও এলেন। অনেকক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনে দিবাকাল আমি মনের সুখে অতিবাহিত কোল্লেম।

সন্ধ্যাকালে দস্তুরমত পোষাক পোরে, নিমন্ত্রণে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত হোলেম। হাতের পটীবাঁধনটা খুলে ফেল্লেম। খানিকক্ষণ পরে হোটেলের একজন চাপরাসী এসে খবর দিলে, কাউণ্ট তিবলির গাড়ী হাজির। নেমে গিয়ে আমি গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেম। প্রবেশ কোরেই চোম্‌কে উঠলেম। গাড়ীর ভিতর একজনের উচ্চ হাস্যকলরব শুনে, তৎক্ষণাৎ আমি চিন্‌লেম, বন্ধু দমিনী আর সাণ্টকোট। তখনই মনে হলো, যুবা ভাইকাউণ্ট এই দুটী বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ কোরে গিয়েছিলেন। গাড়ীর ভিতর বিলক্ষণ হাসিতামাসা চোল্‌তে লাগ্‌লো। বিধবা গ্লেন্‌বকেটের অপরূপ কাহিনী তুলে, দমিনী নানাপ্রকার মজা কোত্তে লাগ্‌লেন। হাস্‌তে হাস্‌তে সাণ্টকোট বোল্লেন, "গ্লেন্‌বকেটের মজা কি এখনও তোমার বাকী আছে? ভাই, তুমি কি খেলাই খেলালে! আর একজনকে গ্লেন্‌বকেট মনে কোরে, আচ্ছা মজাটাই কোল্লে!—হদ্দমুদ্দ নাকাল হোলে! কেমন, মনে আছে ত?—নূতন বকেটের চপেটাঘাত?"—দমিনী হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

গাড়ী তিবলিপ্রাসাদে পৌঁছিল। সুন্দর সুন্দর আলোকমালায় বিভূষিত একটী পরম সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। সপুত্র তিবলিবাহাদুর পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা কোল্লেন। দেখ্‌লেম, ফ্রান্‌সিস্কো আবেলিনোও সেখানে উপস্থিত। পার্শ্বে সুশীলা কুমারী সুন্দরী আন্তনিয়া। একটু একটু কাহিল আছেন,—মুখখানি হাসি হাসি,—সর্ব্বশরীরে যেন আনন্দলহরীর খেলা;—কাহিল শরীরেও অপরূপ রূপলাবণ্যের ছটা;—নিরানন্দবিগমে আনন্দের অভ্যুদয়। সুন্দরী ধীরে ধীরে আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, সহাস্যবদনে আমাদের সমাদর কোল্লেন। সুখের জ্যোতি যেন ঘরময় ছড়াছড়ি। পরস্পর বন্ধুত্বের বিনিময়। আবেলিনোর সঙ্গে যুবা ভাইকাউণ্ট হাসিমুখে স্নেহালিঙ্গন কোল্লেন, তাঁর পিতাও আবেলিনোকে সখ্যভাবে আদর অভ্যর্থনা কোল্লেন, কোন অংশেই কিছুমাত্র নিরানন্দ থাক্‌লো না।

আহারাদি সমাপ্ত হলো। অবকাশমতে কাউণ্ট তিবলি আমারে একধারে সোরিয়ে নিয়ে, জনান্তিকে বোল্লেন, "সমস্তই শুভ, সমস্তই মঙ্গল। সিবিটাবেচিয়া নগরে আমি পত্র লিখেছিলেম,—লোক পাঠিয়েছিলেম,—সন্ধান জেনেছি, আবেলিনো যা বোল্‌ছেন, সমস্তই সত্য। তিনি নিঃসন্দেহই সমস্ত পিতৃঋণ পরিশোধ কোরেছেন। সে চিঠির আমি উত্তর পেয়েছি, আর আমার কিছুমাত্র বাধা নাই,—সংশয়ও নাই। আপনাদের বংশগৌরব বিবেচনা কোরে, আবেলিনোর প্রতি আমি তাচ্ছিল্য কোরেছিলেম, এখন সে জন্য বড় দুঃখিত হোচ্চি। মানুষের বিবেচনা সকল সময়ে ঠিক হয় না। মানুষ হঠাৎ যেটা প্রতিকূল মনে করে, পরিণামে সেটা সর্ব্বাংশেই অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়ই এমন হয়। সংসারের গতিই এই রকম।"

বিনীতভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "বড়ই সুখের কথা। বড়ই খুসী হোলেম। এখন আপ্‌নি আবেলিনোকে ভাল কোরে চিন্‌তে পেরেচেন,—নিজের ত্রুটিটুকুও বুঝেছেন, পরম সুখের কথা।"

কাউণ্ট তিবলি আরও বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আবেলিনোর জন্য কিছু করা চাই। পিতৃঋণ পরিশোধ কোরে, আবেলিনো এখন কিছু দুরবস্থায় ঠেকেছেন। যাতে কোরে সৌভাগ্যের অবস্থা ফিরে আসে, তার চেষ্টায় আমি আছি। আন্তনিয়াকে আমি অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে যৌতুক দিব। তা হোলেই তাঁরা সুখে থাকৃতে পার্‌বেন। হাঁ, ভাল কথা;—ধর্ম্মাধ্যক্ষ আমাকে একটী কথা বোলে দিয়েছেন। কাল বেলা দুটোর সময় তুমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কোরো। তিনি তোমাকে দেখা কোত্তে বোলেছেন।"

অঙ্গীকার কোরে আমি বিদায় হোলেম। সুখের নিশি সুখে সুখেই অতিবাহিত হলো। পরদিন বেলা ঠিক দ্বিতীয় ঘটিকার সময় গ্রাবিনাপ্রাসাদে আমি উপস্থিত হোলেম। গ্রাবিনা মহোদয় মিত্রভাবে আমারে পরম সমাদর কোল্লেন। কিঞ্চিৎ জল যোগের অনুরোধ কোল্লেন;—যেন কতদিনেরই পরিচিত বন্ধু, সেই ভাবে অকপটে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন। উত্তম উত্তম উপাদেয় বস্তু আমি আহার কোল্লেম। ধর্ম্মাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমার কাছে তুমি আর কি উপকার প্রত্যাশা কর?"—আমি উত্তর কোল্লেম, "যা আমার প্রত্যাশা, তা ত পরিপূর্ণ হয়েছে। লেডী আন্তনিয়ার সঙ্গে আবেলিনোর বিবাহ হবে, ইহা অপেক্ষা এখানে আর অধিক প্রত্যাশা আমি কিছুই রাখি না।"

ধর্ম্মাধ্যক্ষ বোল্লেন, "কোন কাজকে অর্দ্ধসমাপ্ত রাখ্‌তে যাঁরা ভালবাসেন না, আমিও তাঁদেরই মধ্যে একজন। আমারও প্রকৃতি সেই রকম। তুমি অনুরোধ কোরেছিলে, সেই জন্যই সে বিবাহে আমি সম্মতি দিয়েছি,—নতুবা দিতেম না;—কোন গতিকেই না। তা যা হোক, একবার যখন বোলেছি, তখন আর নয় হবার নয়। যা হবার, তা হয়ে গেছে। এখন যাতে সেই নবদম্পতী চিরসুখী হোতে পারে, তার কিছু উপায় করা চাই;—কোর্‌বোও আমি তা। আমার বরাবর ইচ্ছা, আন্তনিয়াকে সুখী করা। আমি ঐশ্বর্য্যবান। আন্তনিয়া আমার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। আমিও আর বেশীদিন বাঁচ্‌বো না। পিতার কাছেও আন্তনিয়া প্রচুর যৌতুক পাবে। তা হোক, স্ত্রীর ধনে স্বামী বড়মানুষ হয়, এটাও বড় লজ্জার কথা। আবেলিনোকে অন্য প্রকারে কিছু দান করা আমার ইচ্ছা। এ বিবাহে যা আমি যৌতুক দিব, সে যৌতুকটা আবেলিনোই পাবেন। মিষ্টার উইলমট! এই পুলিন্দাটী গ্রহণ কর। এই পুলিন্দায় দলীল আছে। আমার নিজের উকীল প্রস্তুত কোরে দিয়েছেন। এই দলীলেই আবেলিনোর ঐশ্বর্য্য। আবেলিনোকে এই পুলিন্দাটী দিও। এই দেখ, আর একটী পুলিন্দা। রোমরাজ্যমধ্যে বড়লোকে সামান্যলোকে অনেকটা তফাত।—একপক্ষে অহঙ্কার, একপক্ষে হীনতা। সমান ঘর না হোলে করণকারণ চলে না। এই দেখ, আর একটী পুলিন্দা। যে ব্যক্তি কুমারী আন্তনিয়ার পাণিগ্রহণের অধিকারী, সেই ব্যক্তির একটা কিছু সম্ভ্রমের উপাধি থাকা দরকার। আমি তাঁকে কাউণ্ট উপাধি প্রদান কোচ্চি;—ঠিক আমি প্রদান কোচ্চি না, আমার উপরোধে ধর্ম্মাত্মা পোপ স্বয়ং এই উপাধি দান কোচ্চেন। এপুলিন্দাটীও আবেলিনোকে

তুমি দিও।—উপাধিটী গ্রহণ কোত্তে বোলো। তা হোলেই সকল দিকে সুবিধা হবে, কাহারও মানগৌরব খাটো হবে না। এখন জিজ্ঞাসা করি, পুলিন্দা দুটী নিয়ে যেতে তোমার কোন আপত্তি নাই?"

"আপত্তি?—আপত্তি কি মর্ড? আপত্তি দূরে থাক, অকপট আনন্দ! আপনি আমারে এই পরমানন্দ প্রদান কোল্লেন, তজ্জন্য আপনারে শত শত ধন্যবাদ!"

সবেমাত্র আমি ঐ কটী কথা বোলেছি, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে একটী অদ্ভুতাকৃতি বৃদ্ধলোক প্রবেশ কোল্লেন। তাঁর বয়স প্রায় আশীবৎসর। তাঁরে দেখে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম কোচ্চি, ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনা ইঙ্গিতে আমারে একটু অপেক্ষা কোত্তে বোল্লেন;—বৃদ্ধের প্রবেশে সসম্ভ্রমে আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোল্লেন। অত বড় প্রতাপশালী ধর্ম্মাধ্যক্ষ,—তিনি যাঁরে দেখে আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন, সে লোক বড় সামান্য না হবেন;—অবশ্যই বড়লোক, আমিও দাঁড়ালেম। তার পর আবার তিন জনেই বোস্‌লেম। আমি মনে কোল্লেম, কে ইনি? হয় ত ইনিই এই রোমরাজ্যের ধর্ম্মপোষক পোপ। গ্রাবিনার সহিত সেই বৃদ্ধের নানাপ্রসঙ্গে কথোপকথন হোতে লাগ্‌লো। সম্ভাষণের ভাবে বুঝ্‌তে পাল্লেম, পোপ নন, আর কোন বড়লোক। শুন্‌লেম, সেই বৃদ্ধের জন্মভূমি হলাণ্ড। তিনি প্রচুর ধনের ঈশ্বর, অথচ নিজে উদাসীন সন্ন্যাসীর মত থাকেন। সাত আটটী ভাষা জানেন; সকল ভাষাতেই সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। প্রকৃতি অতি ঠাণ্ডা। যখন তিনি শুন্‌লেন, আমি ইংরাজ, তখন তিনি ইংরাজী ভাষাতেই কথা আরম্ভ কোল্লেন। প্রায় একঘণ্টা থেকে তিনি বিদায় হোলেন। যাবার সময় আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরে গেলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনা তাঁরে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে তিনি আমার সাক্ষাতে ঐ বৃদ্ধের আরও নানাপ্রকার পরিচয় দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লোকটী কে? নাম কি?"

পরিচর পেলেম, বৃদ্ধের নাম বাবা রুদান। জেসুইট্‌দলের দলপতি। মনে কোরে রাখ্‌লেম, বাবা রুদান।

পঞ্চত্রিংশ প্রসঙ্গ।

কারাগহ্বর।

গ্রাবিনাপ্রাসাদ থেকে বিদায় হোলেম। শীলকরা পুলিন্দা-দুটী গ্রহণ কোরে, সর্ব্বাগ্রেই আবেলিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেম। স্থূল স্থূল কথায় পরিচয় দিয়ে, পুলিন্দা-দুটী তাঁর হাতে আমি অর্পণ কোল্লেম। প্রথমে তিনি গ্রহণ কোত্তে রাজী হোলেন না। তিবলি পরিবারের প্রদত্ত উপহার নয়, তাঁদেরও প্রদত্ত পদবী নয়, সেই কথাটী বুঝিয়ে দিয়ে, তাঁরে আমি রাজী কোল্লেম। অবশেষে তিনি গ্রহণ কোল্লেন। আমিই সর্ব্বপ্রথমেই আবেলিনোকে নূতন কাউণ্ট বোলে সম্ভাষণ কোল্লেম।—অন্তরে প্রীতি পেলেম। খানিকক্ষণ সেইখানে থেকে উল্লাসিত অন্তরে হোটেলে ফিরে এলেম।

এসেই দেখি, সেই ফৌজদারী আদালতের ইণ্টারপিটার। কি অভিপ্রায়ে তিনি এসেছেন, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম। এদিক ওদিক একটু ভূমিকা কোরে, তিনি উত্তর দিলেন, "মামলা মকদ্দমার কথা নয়, অন্য কারণ আছে। রাত্রে রাহাজানীর মুখে যে দুজন গুণ্ডাকে আপ্নি জখম কোরেছিলেন, তাদের বিচার হোচ্চে, তারা একবার আপ্নার সঙ্গে দেখা কোত্তে চায়।"

"কি? ডাকাতের সঙ্গে দেখা করা? ডাকাত আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চায়?" বিরক্তভাবে ঘৃণা জানিয়ে, ইণ্টারপিটারকে আমি এই কথা বোল্লেম।

ইণ্টারপিটার বোল্লেন, "মন্দভাব আপ্নি কিছু মনে কোর্‌বেন না। বিস্তর মিনতি কোরে তারা আমাকে বোলেছে। তাদের সঙ্গে আপ্নার জানাশুনা আছে, সে রকম ভাব তারা জানায় না। কি একটী বিশেষ কথা তারা জানাবে, তারা বলে, সেই কারণেই তাদের সাক্ষাৎ কর্‌বার আকিঞ্চন।"

আমি অনেকক্ষণ চিন্তা কোল্লেম। আমার কাছে ডাকাত্‌দের এমন কি বিশেষ কথা? যাই হোক,—ডাকাত তারা,—ডাকাতের সঙ্গে যোগাযোগ,—বাস্তবিক যদি কিছু দরকারী কথাই থাকে, ক্ষতি কি? ভয়ই বা কি?—একবার দেখা করায় দোষই বা কি? সম্মত হোলেম। কোথায় তারা আছে, কোথায় দেখা হবে, জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্‌লেম, হাজতে আছে। একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া কোরে, ইণ্টারপিটারের সঙ্গে আমি হাজতঘরে চোল্লেম,—উপস্থিত হোলেম। ডাকাতের সঙ্গে দেখা কোত্তে যাচ্চি,—মোরিয়া ডাকাত, আমার উপর আক্রোশও জন্মেছে, কি জানি কি করে, ইণ্টারপিটারকে বোলে, গারদের রক্ষকের কাছ থেকে এক জোড়া গুলিপোরা পিস্তল চেয়ে নিলেম। ইণ্টারপিটারকে সঙ্গে আস্‌তে বোল্লেম, তিনি অসম্মত হোলেন। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে কি আমি একাই যাব? আমি ত ইতালিক ভাষা জানি না। তারা ত ইতালিক ছাড়া অন্য

কথা কবে না। ভেবেছিলেম, আপ্‌নি সঙ্গে যাবেন ;—আপ্‌নি বোল্‌ছেন, যাবেন না ; কি কোরে আমি তবে তাদের কথা বুঝ্‌বো ?”

ইণ্টারপ্রিটার বোল্লেন, “তারা ফরাসীভাষা জানে ;—আপ্‌নি ইংরাজ, তাও তারা জানে ;—ফরাসীতেই কথা কবে।”

আর আমি দ্বিরুক্তি কোল্লেম না। একাকী হাজতগারদে প্রবেশ কোত্তে চোল্লেম। গারদের দরজার বাহিরে বন্দুক ঘাড়ে কোরে দুজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। আমি প্রবেশ কর্‌বার পর দরজাটা তারা টেনে দিলে ;—বন্ধ কোল্লে না, খোলাই থাক্‌লো। ঘরটা খুব লম্বা, ওসার বড় কম, একটা মিট্‌মিটে আলো আছে, তাতে সব ভাল কোরে দেখা যায় না। একধারে শিকুলি বাঁধা ডাকাত দুজন বোসে আছে। নিকটে গিয়েই আমি বোল্লেম, “তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চাও ?”

একজন ডাকাত উত্তর কোল্লে, “হাঁ মহাশয় ! আপনার গুণের কথা আমরা সব শুনেছি। আপ্‌নার অতুল বীর্য্য,—অতুল পরাক্রম। একটী গুহ্যকথা আপ্‌নাকে বোল্‌তে চাই।”

“গুহ্যকথা ?”—সচকিতে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “গুহ্যকথা ?—তোমাদের আবার গুহ্যকথা কি ? অবিলম্বেই তোমাদের প্রাণ যাবে, এসময় তোমাদের কোন কথা গোপন রাখ্‌বার দরকারই বা কি ?”

যে ডাকাত প্রথমে কথা কয়েছিল, সেই ব্যক্তিই উত্তর কোল্লে, “আমাদের নিজের নয়, আপ্‌নার সেটী জানা দরকার।”

“আমার ? আমার গুহ্যকথা তোমরা কি জান ? কে তোমরা ?”

“আমরা ডাকাত। মার্কো উবার্টির দলে আমরা ছিলেম।”

পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে, তাড়াতাড়ি আমি বোল্লেম, “ওঃ ! এখন বুঝ্‌তে পেরেছি। আচ্ছা, বল দেখি গুহ্যকথাটা কি ?”

“আপ্‌নার স্বদেশী দর্‌চেষ্টার নামে এক ব্যক্তি, তাকে আপ্‌নি চিনেন ?”

সবিস্ময়ে আমি উত্তর কোল্লেম, “হাঁ হাঁ, তার হয়েছে কি ?”

ডাকাত আবার বোল্লে, “আর একজনের নাম লানোভার, তাকে আপ্‌নি চিনেন ?”

মনে তখন আমার ভয়ানক সন্দেহ। ব্যগ্রভাবে বোলে উঠ্‌লেম, “বেশ চিনি ;—ভাল চিনি। হয়েছে কি ?—কোরেছে কি ?”

ডাকাত ধীরে ধীরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “আজ দিনকতক হলো, রোমরাজ্যে আস্‌বার পূর্ব্বে, একদিন আমরা ম্যাগ্‌লিয়ানো সহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, একটা ভাঙাবাড়ীর ধারে দর্‌চেষ্টারকে দেখ্‌তে পাই। দর্‌চেষ্টার একটা গিরিগুহায় থাক্‌তো ;—অনেক রাহাগীর লোককে আমাদের হাতে ধোরিয়ে দিয়েছিল। তার কাছে অনেক টাকা আছে। আমরা বড় কষ্টে পোড়েছি। মনে কোরেছিলেম, সে আমাদের অসময়ে কিছু উপকার কোর্‌বে, তার কাছে কিছু চাইলেম। সে আমাদের ভিকারী বোলে অগ্রাহ্য কোল্লে ;—বোল্লে, আমাদের জানেও না, চিনেও না। আরও বোল্লে, তার নামও দর্‌চষ্টার নয়। আমাদের

ভারী রাগ হলো। যেমন কোরে পারি, তারে জব্দ কোত্তে হবে, সেই অবধি সেই চেষ্টায় ফিত্তে লাগ্‌লেম।"

সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তার পর কি হলো?"

"তার পর, একদিন আমরা ঐ রকমে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি, সেই কুঁজো বুড়ো লানোভার সেই ভাঙাবাড়ীটার পাঁচিল বেয়ে বেয়ে উঠ্‌ছে। ওঃ! তখন আমরা বুঝ্‌লেম, দুজনেই সেইখানে জুট্‌বে। জুট্‌লেও তাই।—লানোভার আর দরচেষ্টার, দুজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কত কথাই বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো। দুজনেই ইংরাজ, ইংরাজী কথায় পরামর্শ চোল্‌তে লাগ্‌লো, কিছুই আমরা বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অনেকক্ষণ পরামর্শ কোল্লে। ভাবে বুঝ্‌লেম, কুমন্ত্রণা। কথা বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কেবল গুটীকতক নাম মনে কোরে রেখেছি।"

সচঞ্চলে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি কি নাম?"

"প্রথমে আপ্‌নার নিজের নাম। দরচেষ্টার,—লানোভার, দুজনেই রাগে রাগে হিংসায় হিংসায় অনেকবার আপ্‌নার নাম কোল্লে। ভাবে বুঝ্‌লেম, আপনার উপরেই লানোভারের বেশী জাতক্রোধ।"

"হাঁ, তা হোতে পারে। আর কার কার নাম?"

"একটী নাম হেসেল্‌টাইন। রসুন, আরও মনে কোচ্চি। কি যেন—"

দ্বিতীয় ডাকাত এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল, সে এই সময় প্রথম কথা কইলে। লোকটা ভুলেছে দেখে, সে মনে কোরে দিলে, "আর একটা নাম একলেষ্টন।"

সন্দেহ-বিস্ময়ে আরও অস্থির হয়ে, আমি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কল্লেম, "আর কোন নাম তোমরা শুনেছ?"

প্রথম ডাকাত বোল্লে, "শুনেছি।—বেশ নামটী!—ভারী মিষ্ট নাম! কুঁজোটা যদিও কর্কশগলায় বিশ্রী কোরে উচ্চারণ কোরেছিল, নামটী কিন্তু খুব চমৎকার! কি নামটী ভাল,—

দ্বিতীয় ডাকাত আবার মনে কোরে দিলে, "আনাবেল।"

"ওঃ! আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম। পাপিষ্ঠ নরাধম! নরাকার পিশাচ!—তা আচ্ছা, আর কারও নাম কোরেছিল?"

"না। আর আমরা শুনি নাই; কিন্তু দেখ্‌লেম, তাদের ভারী রাগ। সেই বৃদ্ধ ইংরাজকে লানোভার যখন আমাদের হাতে ধোরিয়ে দেয়,—চাতুরী কোরে আপ্‌নি যখন তাঁদের খালাস কোরে দেন, তার পর লানোভরের যে রকম আপ্‌শোষ,—যে রকম আস্ফালন,—যে রকম হাত চাপ্‌ড়ানো, সে সব কথা আর—"

"তা ত জানাই আছে। তার আস্ফালন ত হবেই!—তার পর কি হলো? আর কিছু তোমাদের বল্‌বার আছে?"

"বেশী না। দুটোতে যখন ছাড়াছাড়ি হয়, লানোভার তখন সিবিটাবেচিয়ার নাম কোল্লে। সিবিটাবেচিয়া একটা সহর। আপ্‌নি হয় ত জান্‌তে পারেন, এখান থেকে

বেশী দূরও নয়। লানোভার সেই সহরের নাম কোল্লে। আহ্লাদে ঢোক গিলে গিলে, সেই সময় ফ্রেঞ্চভাষায় দর্‌চেষ্টার বোল্লে, একপক্ষ পরে, সোম্‌বারে সিবিটাবেচিয়া সহরে দুজনের দেখা হবে।"

"আর কিছু শুনেছ ?"

"না।"

"কে কোথায় গেল ?"

"দুপথে দুজন বেরুলো। আমরা ভেবেছিলেম, দর্‌চেষ্টারের ঘাড়ে লাফিয়ে পোড়ে, টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু পাল্লেম না। হঠাৎ একদল ঘোড়সওয়ার সেই খানে এসে পোড়্‌লো, আমরাও—"

"বুঝেছি, বুঝেছি ! সোমবার তবে তারা দুজনেই সিবিটাবেচিয়ায় উপস্থিত হবে। আচ্ছা, সেটা কোন্‌ সোমবার, তা তোমরা ঠিক মনে কোরে বোল্‌তে পার ?"

ডাকাত বোল্লে, "আগামী সোমবার। যেদিনের পরামর্শ, তার পর মাঝে একটা সোমবার গিয়েছে, আগামী সোমবার পক্ষ পূর্ণ।"

আমি তখন মনে মনে গণনা কোল্লেম, আজ বৃহস্পতিবার। যথেষ্ট সময় আছে। যে কোন কুচক্রই তাদের থাক, অবশ্যই জান্‌তে পার্‌বো। ডাকাতদের সম্বোধন কোরে বোল্লেম, "আচ্ছা, তোমরা যে আপ্‌না হোতে এই খবরটী আমাকে দিলে, ভালই কোল্লে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমার কাছে কি চাও ?"

ডাকাত উত্তর কোল্লে, "আমরা সব শুনেছি। আপ্‌নি একজন মানীলোক। অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আপ্‌নার বন্ধুত্ব হয়েছে। অনেকেই আপ্‌নার কথা রাখেন। পথে যে লোকটীকে আমরা ধোরেছিলেম, গতিকে বোধ হোচ্চে, তিনি একজন বড়লোক। কেন না, আদালতের দরজা বন্ধ কোরে, গোপনে আমাদের বিচার হোচ্চে। যিনি ফরিয়াদী, তাঁর নাম প্রকাশ হোচ্চে না। গতিকে বুঝ্‌তে পাচ্চি, এবার আমাদের প্রাণ যাবে। আপ্‌নি যদি অনুগ্রহ কোরে কোন উপায়ে আমাদের প্রাণরক্ষা কোত্তে পারেন, চিরদিন আমরা আপ্‌নার দাস হয়ে থাক্‌বো।"

আমি দেখ্‌লেম, খবরটা যেরকম পাওয়া গেল, সেটা যথার্থই আমার পক্ষে পরম উপকারী। ডাকাত হোক্‌ আর যাই হোক্‌, এদের জন্য কিছু করা চাই। এইরূপ ভেবে, তাদের বোল্লেম, "পরের হাতের কাজ, আমি বিচারকর্ত্তা নই। চেষ্টা কোরে দেখ্‌বো, তোমাদের কথা আমি ভুলে থাক্‌বো না।"

আর তারা কি বলে, শোন্‌বার অপেক্ষা না কোরেই, হাজতগারদ থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। যাঁর কাছে পিস্তল নিয়েছিলেম, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না, ইণ্টারপিটার সম্মুখে ছিলেন, তাঁরই হাতে পিস্তলদুটী ফিরিয়ে দিলেম। ইণ্টারপিটারকে যথেষ্ট পারিতোষিকও দিলেম। গাড়ীখানা তফাতেই দাঁড়িয়ে ছিল, চঞ্চলগতিতে সেই গাড়ীর ভিতর গিয়ে উঠে বোস্‌লেম।—হুকুম দিলেম, "তিবলিপ্রাসাদে চালাও।"

আধঘণ্টার পথ। গাড়ীতে বোসে আনুপূর্ব্বিক আমি চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম। পাপিষ্ঠ লানোভার আবার নূতনচক্র সৃজন কোচ্চে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে—আনাবেলকে, আনাবেলের জননীকে আবার কোন নূতন ফ্যাঁসাতে ফেল্‌বে। আমারেও আবার বিপদ্‌গ্রস্ত কোরবে। দর্‌চেষ্টারকে জুটিয়েছে। দুই পিশাচ একত্র! কাণ্ডখানা কি? শুন্‌লেম, লর্ড এক্‌লেষ্টনের নাম কোরেছে।—এর মানে কি? লর্ড এক্‌লেষ্টন কি তবে এ চক্রেরও গোড়া?—কিম্বা লানোভার নিজেই? তা হোলেই বা এক্‌লেষ্টনের নাম কেন? তাঁরেও কি তবে এই ফাঁদের ভিতর জড়াবে? ওঃ! চিন্তার উপর চিন্তা এসে, আমার অন্তরাত্মাকে যেন ঘোরতর মেঘমালায় আচ্ছন্ন কোরে ফেল্লে। হায় হায়! কতদিনে যে এ দুর্যোগের অবসান হবে,—প্রকৃতিসুন্দরী যে কতদিনে হাসিমুখে আমার পানে মুখ তুলে চাইবেন, তা ত আর আমার মনে আসে না। যা করেন পরমেশ্বর! আনাবেল! আমার প্রাণময়ী আনাবেল! ওঃ! ভয় কি? আমি তোমারে বাঁচাবো! যত বড় বিপদ কেন উপস্থিত হোক্ না, অবশ্যই তোমারে আমি রক্ষা কোরবো। যাঁরা যাঁরা তোমার আপ্‌নার,—যাঁরা যাঁরা তোমার প্রিয়তম, ঈশ্বর-কৃপায় তাঁদের সকলকেই আমি রক্ষা কোর্‌বো! আর বড়জোর আট মাস বাকী, তোমাদের সব নিরাপদে উদ্ধার কোরে, আট-মাস পরে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে তোমারে আমি চেয়ে নিব!

আরও এক কথা মনে পোড়্‌লো। ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনা কেন সেদিন তত রাত্রে ছদ্মবেশে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন? গোপনে ডাকাতদের বিচার হোচ্চে শুনে, সেই কথাটী আমার মনে এলো। কাউণ্ট তিবলির সাক্ষাতে নির্জ্জনে তিনি বোলেছেন, উপাসকসম্প্রদায়ে আজকাল অত্যন্ত কদাচার প্রবেশ কোরেছে। সেই রকমের একটা মকদ্দমা উপস্থিত। মাননীয় গ্রাবিনা একজন বিচারপতি। সে মকদ্দমার বিচারটীও গুপ্তবিচার। রাত্রে আদালত বসে। গ্রাবিনা মহোদয় রাত্রিকালে ছদ্মবেশে বিচার কোত্তে যান। কি এমন মকদ্দমা? রোমরাজ্যে কতই অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড দেখ্‌ছি, এমন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সভ্যরাজ্যে এখনও এত উপসর্গ?

কতখানাই ভাব্‌লেম। গাড়ী গিয়ে তিবলিপ্রাসাদে পৌছিল। বেলা পাঁচটা; সন্ধ্যাকাল। ভোজনের সময় নিকটবর্ত্তী। এ সময় গিয়ে দেখা কোর্‌বো কি না? ভাব্‌লেম; কিন্তু যে রকম জরুরী কাজ, সে ভাবনাটা গ্রাহ্যই কোল্লেম না। সরাসর উপরে গিয়ে দেখা কোল্লেম। কাউণ্ট তিবলি,—ভাইকাউণ্ট তিবলি,—লেডী আন্তনিয়া, কাউণ্ট আবেলিনো, চারিজনে সেই ঘরে বোসে আছেন। চারি মুখেই পূর্ণ সমাদর। কাউণ্ট তিবলি আমারে দেখে বড়ই খুসী হোলেন। অমায়িকস্বরে বোল্লেন, "বন্ধুত্বের কাজই ত এই!—বেশ হয়েছে! তুমি যে এখানে নেমেছ, এ সময় আমাদের কাছে এসেছ, বড়ই প্রীত হোলেম। বসো! এসো! একসঙ্গেই আহারাদি করা যাক।"

তৎক্ষণাৎ আমি চঞ্চলস্বরে উত্তর কোল্লেম, "এ সময় আমি অনাহূত আস্‌তেম না। হঠাৎ একটা বিপদের কথা শুন্‌লেম, হঠাৎ আমারে কিছুদিনের জন্য রোমনগর ছেড়ে

স্থানান্তরে যেতে হোচ্চে। নিতান্ত আবশ্যক, না গেলেই নয়।" সংক্ষেপে কেবল এই কটী কথা বোল্লেম, ডাকাতদের সঙ্গে দেখা কোরেছি, তাও বোল্লেম, কিন্তু তারা যে পূর্ব্বে মার্কো উবার্টির দলে ছিল, সেই গুহ্য কথাটুকু ভাঙলেম না।

চমকিতভাবে কাউণ্ট তিবল্লি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কবে যেতে চাও ?"

"আজ রাত্রেই।——সিবিটাবেচিয়া এখান থেকে বিশ মাইলের বেশী নয়, এই রাত্রেই——।"

"রাত্রে যাওয়া বিফল। যেতে যেতেই ত ভোর হবে। আমার ইচ্ছা, আজ ভোরেই তুমি যেও। তুমি বোল্‌ছো,—ডাকাতদের মুখে শুনেছ, লানোভার সেখানে সোমবার যাবে। আজ শুক্রবার, এখনো দেরী আছে। আজ তুমি থাক। সিবিটাবেচিয়ার একজন প্রধান জজের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, তাঁর নামে আমি অনুরোধপত্র দিব, তিনি তোমাকে যথেষ্ট সমাদর কোর্‌বেন, তাঁরই বাড়ীতে তুমি থাক্‌তে পাবে। কিন্তু দেখো, সাবধান!' এই পর্য্যন্ত বোলে ঈষৎ হেসে, কাউণ্টবাহাদুর বোল্লেন, "সাবধান! সেই জজের একটী পরমসুন্দরী ভাইঝি আছে, তাকে দেখে যেন মোহিত হয়ে যেও না। তা যা হোক্, আজ রাত্রিটা এইখানে থেকে যাও, একসঙ্গেই আহারাদি করা যাক্।"

আমি মাথা হেঁট কোরে থাক্‌লেম। তিনি আমারে রাত্রিটী থাক্‌তে অনুরোধ কোল্লেন, লঙ্ঘন কোত্তে পাল্লেম না, কাজেই থাক্‌তে হলো। একসঙ্গেই আহার কোল্লেম। আহারান্তে জনান্তিকে চুপি চুপি কাউণ্ট মহোদয়কে বোল্লেম, "ডাকাতদের প্রার্থনা। ডাকাতেরা আমার উপকার কোরেছে, গুহ্য সন্ধান বোলে দিয়েছে, আমার কাছেও কিছু উপকার চায়, যৎকিঞ্চিৎ দণ্ডলাঘবের প্রার্থনা।"

আন্তনিয়ার পিতা প্রসন্নবদনে আমার মুখপানে চেয়ে, মিষ্টবাক্যে বোল্লেন, "বৎস উইলমট! যে কোন ব্যক্তি তোমার উপকার করে, আমিও তার কাছে উপকার-ঋণে বাধ্য। তোমার সঙ্গে আমার এমনি অভিন্ন বন্ধুত্ব। তা আচ্ছা, ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনাকে আমি এ কথা জানাবো। বিচারপতিদের কাণে কাণে যদি তিনি একটী কথা বোলে দেন, ইঙ্গিতে যদি অনুরোধ করেন, সমস্তই ঠিক হবে।"

কাউণ্ট মহোদয় লাইব্রেরীঘরে চিঠী লিখ্‌তে গেলেন, চিঠীখানি হাতে কোরে একটু পরেই ফিরে এলেন। সিবিটাবেচিয়ার প্রধান জজ সিগ্‌নর পর্টিসির নামেই অনুরোধপত্র। আমি পরম পুলকিত হোলেম। পত্রখানি গ্রহণ কোরে, সকলের কাছে বিদায় হয়ে, তিবলিপ্রাসাদ থেকে আমি বেরুলেম।

ষট্‌ত্রিংশ প্রসঙ্গ।

রূপবান গ্রীক।

রাত্রি বড় বেশী হয় নাই। সকাল সকাল আমি বেরিয়েছি। প্রত্যুষেই যাত্রা, ডাকগাড়ীর বন্দোবস্ত করা চাই,—কাহিল শরীর, একটু নিদ্রাও আবশ্যক, সেই জন্যই তিবলিনিকেতন থেকে একটু সকাল সকাল বেরিয়েছি। হোটেলে উপস্থিত হোলেম। হঠাৎ চোলে যাব, দমিনীর সঙ্গে,—সাণ্টকোটের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। আমি ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। সেই ঘরে তাঁদের উভয়কে দেখ্‌তে পেলেম। দুজনেই তাঁরা তখন আহারে বোসেছেন। সে রাত্রি তাঁরা কেবল দুজন নন, কাছে দেখ্‌লেম, একটী পরমসুন্দর অপরিচিত অতিথি। তেমন রূপবান্ যুবা জন্মাবধি আমি কখনো দেখি নাই। বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর। গঠন অতি সুন্দর। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর;—মুখখানি পূরন্ত;—ঠোঁট দুখানি কোমল; অল্প অল্প গোঁফের রেখা;—ঠিক যেন তুলি দিয়ে আঁকা;—অতিসুন্দর কৃষ্ণরেখা!—দাড়ী নাই,—গালপাট্টা নাই, কিছুই নাই। সুন্দর মুখমণ্ডলে একগাছিও লোমের চিহ্ন নাই; এম্নি সুন্দর ক্ষৌরীর তারিফ। মস্তকের কেশগুলি যেমন সুচিক্কণ, তেমনি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। কিছু লম্বা লম্বা,—কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া। কতকগুলি কেশ সুন্দরী কামিনীর অলকদামের ন্যায় কুঞ্চিতভাবে উভয় কপোলে বিলম্বিত। গোঁফের মত ভ্রূযুগলও যেন তুলি দিয়ে আঁকা। চক্ষুদুটী যেমন বড়, তেমনি কালো।—অপূর্ব্ব জ্যোতিঃপূর্ণ। দেহ কিছু কাহিল, কিন্তু সর্ব্বাবয়ব বেশ মানানসই। মুখখানি দেখ্‌লেই ভক্তির উদয় হয়;—অসাধারণ বুদ্ধিমান বোলে বোধ হয়। চেহারা দেখে আমি অনুমান কোল্লেম, হয় গ্রীক, না হয় লিবণদ্বীপনিবাসী।

"ঠিক—ঠিক—ঠিক!" আমারে দেখেই দমিনী বোলে উঠ্‌লেন, "ঠিক—ঠিক—ঠিক!" এই আমাদের বন্ধু উইলমট! তিন ছিলেম, চার হোলেম।" সাণ্টকোট আমারে আহারের অনুরোধ কোল্লেন। একটু পূর্ব্বেই আমি আহার কোরে গিয়েছিলেম, আহার কোল্লেম না, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এক টেবিলে বোস্‌লেম। যেন কিছু কিছু খাচ্ছি, সেই রকমে এটা ওটা সেটা এক একবার স্পর্শ কোত্তে লাগ্‌লেম।

সাণ্টকোট আমারে পাশের দিকে একটু সোরিয়ে নিয়ে, জনান্তিকে চুপি চুপি বোল্‌তে লাগলেন, "ঐ উনি আমাদের আজ নূতনবন্ধু। চমৎকার রূপ! এমন লোক প্রায় দেখা যায় না। ইংরাজী,—ফরাসী,—ইতালিক,—জর্ম্মণ,—লাটিন,—গ্রীক, সকলরকম ভাষাই উনি জানেন। খাসা লোক! খোসগল্প বড় ভালবাসেন। গ্রীক উনি। বেড়াতে যাচ্ছেন, কাল্ সকালেই যাবেন। কি সেই জায়গাটা,—এমন বিশ্রী নাম মনেও থাকে না;—রোসো রোসো, মনে করি! বন্ধুটীর নিজের নামটী কি ভাল,—দূর হোক্, তাও মনে পড়ে না!—তা যাক্, বেশ ভদ্রলোক! যখন এলেন, দমিনী এক টিপ্ নস্য দিলেন, সেই সূত্রেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ। আমাদের সঙ্গে মদ খেলেন;—মজার মজার খোস্‌গল্প কোল্লেন; একসঙ্গে আহার কোত্তেও রাজী হোলেন।"

সাণ্টকোট আমারে ঐ সব পরিচয় দিচ্ছেন, রূপবান্ গ্রীক সেই অবকাশে হাস্‌তে হাস্‌তে দমিনীর মজার মজার গল্প শুন্‌তে লাগ্‌লেন। দমিনী সে রাত্রে কতই অদ্ভুত অদ্ভুত নাম, অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গার কথা আরম্ভ কোল্লেন, সে রকম কথা তাঁর মুখে প্রায়ই শুনা যায় না। আমি দেখ্‌লেম, গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে রূপবান্ অতিথি এক একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছেন। অসভ্যের মত আমি হয় ত সাণ্টকোটকে তাঁরই পরিচয় জিজ্ঞাসা কোচ্চি, এইটী পাছে তিনি মনে করেন, তাই ভেবে পরিচয়ের দিকে আমি আর কাণ দিলেম না। সাণ্ট-কোট সেই সময় নবাগত অতিথির দিকে চেয়ে, আমার পরিচয় দিয়ে বোল্লেন, "এটী আমাদের বন্ধু, অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ;—জোসেফ উইলমট।"

"ঠিক—ঠিক !—"—দমিনী বোলে উঠ্‌লেন, "ঠিক—ঠিক !—জুহুয়া নয়,—জুহুয়া নয়, যে ব্যক্তি ভেড়া চুরী—"

পাছে আবার সেই ভেড়াচুরির ভয়ানক গল্প উঠে, সেই ভয়ে ব্যস্ত হয়ে, সাণ্টকোট বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ, এটী আমাদের বন্ধু ;—এঁর নাম জোসেফ উইলমট।" অতিথিকে নির্দ্দেশ কোরে, আমার দিকে ফিরে বোল্লেন, "এই ভদ্রলোকটীর নাম সিগ্‌নর কান—পান—জ্ঞান—"

নামটী স্মরণ কোত্তে না পেরে,—কিম্বা উচ্চারণে অক্ষম হয়ে, সাণ্টকোট মিনতিপূর্ণ-নয়নে অতিথির নয়নপানে চেয়ে রইলেন। চক্ষুই যেন মিনতি কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, আপ্‌নার নামটী আপ্‌নিই বলুন।"

ঈষৎ হাস্য কোরে নবীনবন্ধু বোল্লেন, "আমার নাম কেনারিস্,—কন্‌ষ্টাণ্টাইন কেনারিস্। আমি আপনাদের আজ্ঞাবহ।"—এই পরিচয় দিয়ে, বিশেষ শিষ্টাচারে তিনি আমারে অভিবাদন কোল্লেন।

আমি তখন আর চুপ্ কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না। সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "কি! কেনারিস্? এটী ত দেখ্‌ছি, মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম! আপনি কি তবে সেই সুবিখ্যাত পোতাধ্যক্ষ কেনারিসের কেহ হন?"

"পোতাধ্যক্ষ কেনারিস্ আমার খুড়া হন।"—সসম্ভ্রমে সগৌরবে কেনারিস্ এই এই রকম পরিচয় দিলেন। অতবড় লোকের ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি, মুখে ব্যক্ত কর্‌বার সময় সেই রকম সগর্ব্ব মর্য্যাদার ভাব জানালেন। সেখানে সে অবস্থায় খাটেও তা।

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলেম। কেনারিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোত্তে বড়ই অভিলাষ হলো। তত বড় ঘরের বংশধর তিনি, বন্ধুত্বে অবশ্যই ফল আছে, সেইটী স্থির কোরে, আনুরক্তি আরম্ভ কোল্লেম। কেনারিস্ যথার্থই ইংরাজীভাষায় সুপণ্ডিত। আধঘণ্টা কথা কোয়ে আমি জান্‌তে পাল্লেম, অনেকদেশের অনেক খবর তাঁর জানা আছে। গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বিনয়-বিনম্রভাব। তিনি আমারে যেন সমতুল্য ব্যক্তি মনে কোত্তে লাগ্‌লেন। অবশেষে বোল্লেন, "বড়ই দুঃখিত হোচ্চি, কাল সকালেই আমাকে এখান থেকে চোলে যেতে হবে। তা না হোলে, আপ্‌নাদের সঙ্গে দশদিন বেশ সুখসচ্ছন্দে থাক্‌তে পাত্তেম।"

"ঠিক—ঠিক—ঠিক!—" দমিনী বোলে উঠ্‌লেন, "ঠিক—ঠিক—ঠিক! এই কথা শুনে আমার মনে পোড়েছে, একদিন আমি আমার বন্ধু টিণ্টস্ কোয়াসেডের লেয়ার্ডকে বোলেছিলেম, 'যেদিন আমি হঠাৎ বেলী আউলহেডকে,—বিবি আউলহেডকে, আর ছোট ছোট আউলহেডগুলোকে,—সর্ব্বশুদ্ধ এগারটা আউলহেড,—সকলকে সঙ্গে কোরে নিমন্ত্রণ খেতে যাই।—হাঁ,—হঠাৎ গিয়ে পোড়েছিলেম,—অবশ্যই অকস্মাৎ; কেন না, তিনি আমাদের সকলকেই কিছু নিমন্ত্রণ করেন নাই। হোতেও পারে না তা;—কেন না, সবেমাত্র তাঁর সে দিন দুখানি মটনচপ পুঁজি!"

কথায় কাণ না দিয়ে, কেনারিসের দিকে নেত্রপাত কোরে, সাণ্টকোট জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে সত্যই কি আপনি কাল চোলে যাচ্ছেন?"

কেনারিস্ বোল্লেন, "হাঁ, নিশ্চয়। ডাকগাড়ী বন্দোবস্ত কর্‌বার হুকুম দিয়েছি।"

কথাটা শুনে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ওহো! তাই ত! ভুলে রয়েছি। আমারেও একখানা ডাকগাড়ী কাল প্রত্যূষে—"

"তুমি?"—সচকিতে আমার মুখপানে চেয়ে, সাণ্টকোট বোলে উঠ্‌লেন, "তুমি? তুমিও আমাদের ফেলে চোলে যাচ্ছো?"

"বেশী দিনের জন্য নয়,—শীঘ্রই আবার ফিরে আস্‌ছি;—হঠাৎ একটা বিশেষ প্রয়োজনে সিবিটাবেচিয়ায় যাওয়া দরকার।"

ভীমগর্জ্জনে কেমন একপ্রকার বিকট উচ্চারণে, সাণ্টকোট উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, "সিবিটাবেচিয়া? কেন?—ইনিও সেই জায়গাতেই ত—"

একটু মধুর হাসি হেসে, কেনারিস্ বোল্লেন, "হাঁ, আমিও সেইখানে যাব।"—সেই মধুর হাসি অতি অপূর্ব্ব হাসি! কেনারিসের ওষ্ঠের মত সুন্দর সুকোমল ওষ্ঠেই সেইরূপ মধুর হাসি ভাল মানায়। সেই রকম হাসি হেসে, কন্‌ষ্টাণ্টাইন কেনারিস বোল্লেন, "হাঁ, আমি সিবিটাবেচিয়ায় যাচ্ছি। মিষ্টার উইলমট! তুমিও সেই বন্দরে যাচ্ছো, বড়ই আহ্লাদের কথা। আমি বিদেশী,—অপরিচিত; যদি কিছু মনে না কর, তা হোলে তুমিও আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই—"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তা হোলে ত ভালই হয়। দুজনেই আমরা খরচ দিব। আর এদিকেও দেখ্‌ছি সুবিধা, আমারও অতি প্রত্যূষে যাওয়া দরকার।"

সাণ্টকোট তাড়াতাড়ি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তবে দেখ, দমিনি! তুমি, আমি, দুজনেই আমরা ভোরে উঠ্‌বো, আহারাদির আয়োজন কোর্‌বো। সকাল সকাল এইখানেই আহার কোরে এঁরা যাবেন।"

"ঠিক ঠিক!"—বৃহৎ এক টিপ নস্য গ্রহণ কোরে, দমিনী ধুয়া ধোল্লেন, ঠিক ঠিক! ভোরে উঠার কথা যদি বোল, বলি শোন। বিধবা গ্লেনবকেটের বাড়ীতে যখন আমি থাকৃতেম, সেই সময় একদিন অসাধারণ জোরে বিছানা থেকে গোড়িয়ে গোড়িয়ে আমি পোড়ে যাই। আমার মাথাটা ফুটবাথের উপরে গিয়ে পড়ে।—না! মাথা না!

মাথা কেমন কোরে হবে ? কোন মানুষ কখনো মাথা দিয়ে বিছানা থেকে নামে না। পায়ের গোড়ালিটা ঠেকেছিল। আমি তখন—"

দমিনীর খেয়ালী কথা তৎক্ষণাৎ চাপা দিয়ে, সাণ্টকোট অন্যকথা তুল্লেন। আর অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা হলো, তার পর আমি তাঁদের তিন জনকে অভিবাদন কোরে, আপনার কামরায় শুতে গেলেম।

সাণ্টকোট আর দমিনী পূর্ব্বরাত্রের কথামত পরদিন প্রত্যূষেই আমাদের উভয়কে দস্তরমত ভোজন করালেন। ডাকগাড়ী এসে উপস্থিত হলো। কেনারিস্ আর আমি উভয়ে গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেম। হোটেলের ফটক পার হয়ে গাড়ী যখন ছুট্‌তে লাগ্‌লো, রাস্তার অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত সাণ্টকোটের আশীর্ব্বাদের উচ্চধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ কোত্তে লাগ্‌লো।

রাত্রিকালে রূপ দেখেছি। গাড়ীতে বোসে দিনমানে ভাল কোরে দেখ্‌লেম। কনষ্টাণ্টাইন কেনারিস্ যথার্থই পরম রূপবান্। তেমনি রূপেই রমণীজনের মন মজে। গাড়ীর ভিতর বড় একটা বেশী কথা হলো না। রোমনগরের উঁচু নীচু—ভাঙাচোরা পাথুরে রাস্তায় গাড়ীখানা খন্ খন্—ঝন্ ঝন্ কোরে ছুট্‌তে লাগ্‌লো, কথা কবার সুবিধা হলো না। গলিরাস্তা ছাড়িয়ে যখন আমরা সিবিটাবেচিয়ার বড় রাস্তা ধোল্লেম, তখন বেশ স্বচ্ছন্দে কথোপকথন চোল্‌তে লাগ্‌লো।

অল্পক্ষণের পরিচয়েই কেনারিসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জন্মাল। । চেহারাতে দোষ গুণের ছায়া পড়ে। কেনারিসের যেমন সুন্দর চেহারা, প্রকৃতিও সেইরূপ সুন্দর। কথায় কথায় জান্‌তে পাল্লেম, তিনি ধনবান্। শিশুকালে মাতৃপিতৃহীন হয়েছেন, কিন্তু কখনও কোন কষ্ট পান নাই। সর্ব্বপ্রকারেই সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন। চিন্তা ছাড়া মানুষ নাই, একটী নিগূঢ় চিন্তায় কেনারিস্ মাঝে মাঝে কিছু বিমর্ষ বিমর্ষ থাকেন। অল্প আলাপে মনের কথা টেনে লওয়া সহজ কথা নয়। তিনি নিজমুখেই ভাঙলেন, একটী সুন্দরী রমণীর প্রণয়শৃঙ্খলে বাঁধা,—প্রাণে প্রাণে অনুরাগ, বিবাহ হয় নাই, পাছে সেই বিবাহে কোন বিঘ্ন ঘটে, সেই আশঙ্কায় মধ্যে মধ্যে ম্রিয়মাণ।

কথাবার্ত্তা শুনে, মুখের ভাব দেখে, সাহসা আমি বোলে উঠ্‌লেম, বুঝ্‌তে পেরেছি।"

একটু যেন বিস্ময় প্রকাশ কোরে কেনারিস্ বোল্লেন, "পেরেছ ? বুঝ্‌তে তবে পেরেছ ? তুমিও কি তবে প্রেমের তত্ত্ব জান ?"

"হাঁ, আমিও প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধা। কিন্তু আপ্‌নি যেমন এখনো সংশয়কষ্টে ভুক্তভোগী; আমার প্রণয় সে রকম সংশয়মিশ্রিত নয়। প্রণয়সংকল্পে আমি আশ্বস্ত।"

কেনারিস্ বিস্মিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। আমার কথা শুনে যেন তাঁর মনে এক প্রকার অসূয়ার উদয় হলো। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। ধীরে ধীরে বোল্লেন, "সংশয়টা যদিও আমার অমূলক, কিন্তু সংসারের যেরূপ গতি, তাতে অবশ্যই মনে মনে ভয় হয়। মানুষ আগে থাকৃতে কোন বিষয়ের ভালমন্দ জানতে পারে না।

আশা আছে সত্য, কিন্তু হঠাৎ এমন কোন প্রকার অভাবনীয় বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হোতে পারে, তাতে আমার সেই উজ্জ্বল আশা এককালে নির্ব্বাপিত হয়ে যাওয়া সম্ভব!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমাঙ্কুর যদি যথার্থই বদ্ধমূল হয়, তা হোলে কখনই নিষ্ফল হয় না।"

কেনারিস্ বোল্লেন, "শোন আমার কথা। প্রেম আমার চক্ষে যেন একটী স্বপ্নবৎ পদার্থ। স্বপ্নে যেমন স্বর্গসুখ অনুভব হয়, নিদ্রাবস্থায় সময়ে সময়ে আমরা যেমন কত প্রকার সুখস্বপ্ন দেখি, প্রণয়ের আশায় মনে মনে সুখানুভব করাও সেইরূপ; সংসারে প্রেমের আশাও একপ্রকার সুখস্বপ্ন।"

আমি বিস্ময়াপন্ন। কেনারিসের মুখের দিক থেকে আমি চক্ষু ফিরিয়ে নিতে পাল্লেম না। সহসা তাঁর প্রফুল্ল বদনখানি ক্ষণকালের জন্য যেন মেঘাবৃত হয়ে পোড়্লো। সংসারের প্রণয়ের কথা উত্থাপন কোরে, তাঁরে আমি আমার মনের মত আশ্বাস প্রদান কোত্তে লাগ্লেম। আমার আশ্বাসবাক্যেও তিনি যেন মনস্থির কোত্তে পাল্লেন না।

ক্ষণকাল উভয়েই আমরা নীরব। আমি আমার প্রাণাধিকা আনাবেলকে চিন্তা কোত্তে লাগ্লেম, কেনারিস্ তাঁর আশার ধন প্রেমপ্রতিমার ধ্যানে নিমগ্ন।

অনেকক্ষণ নীরব। সে প্রসঙ্গ আর না চলে, সেই অভিপ্রায়ে অন্যকথা পাড়্বার অছিলায়, খানিকক্ষণ পরে কেনারিস্ হঠাৎ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি বেশী দিন সিবিটাবেচিয়ায় থাক্বে?"

"তা আমি এখন ঠিক বোল্তে পারি না। যে কাজে যাচ্ছি, সে কাজটা কি রকমে কতদূর দাঁড়ায়, তারও ঠিক নাই। কাজের গতিক যেমন হবে, তাই দাঁড়াবে।"

সংক্ষেপে এইমাত্র উত্তর দিলেম। কেনারিসের সঙ্গে যদিও আমার বন্ধুত্ব জন্মেছে, তথাপি তাঁর কাছে তখন আমি অন্তরের কথা প্রকাশ কোল্লেম না। নূতন সাক্ষাৎ। তিনি আমার অপরিচিত, তাঁর কাছে ঘরাও কথা ভাঙাও আপাতত উচিত বোধ কোল্লেম না। একটু যদি কিছু ভাঙি, অনেক কথা এসে পোড়্বে। তিনি হয় ত কত কথাই জিজ্ঞাসা কোর্বেন। সব কথার উত্তর দিতে গেলে, নিজের জীবনকাহিনী তুল্তে হবে, যাদের সঙ্গে আমার সংস্রব, প্রসঙ্গের অনুরোধে তাদের কথাও এসে পোড়্বে। লানোভারের সঙ্গে আমার কি রকমে জানাশুনা,—দর্‌চেষ্টারকে আমি কি রকমে চিন্লেম, কারা তারা,—লানোভার কি জন্য সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে বিপদে ফেল্তে চায়, সার মাথু হেসেল্‌টাইনই বা কে, সে সব কথার পরিচয় না দিলে চোল্বে না, এই সব ভেবে চিন্তে সে বিষয়ের কিছুই আমি ভাঙ্লেম না।

কেনারিস্ বোল্লেন, "তা আচ্ছা, যত দিন থাক, তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই আমার দেখা সাক্ষাৎ হবে। যদি, তুমি কোন একটী হোটেলে—"

"সে কথা ঠিক বলা যায় না। সিবিটাবেচিয়ার একজন বড়লোকের নামে আমি একখানি সুপারিস চিঠী এনেছি। তাঁরই বাড়ীতে আমার থাকা হবে কি না, সে কথা ত—"

কথা কইতে কইতে কথা বন্ধ হয়ে গেল। সহসা সম্মুখে এক শোচনীয় দৃশ্য ! সিবিটাবেচিয়ার কাছাকাছি আমরা এসে পোড়েছি। পথে দু তিনবার ঘোড়া বদল হয়েছে। আর দশ মাইল গেলেই ঠিকানায় পৌঁছানো যায়। সবেমাত্র আমরা একটা নূতন রাস্তার মোড় ফিরেছি, দেখ্‌লেম, একজন ঘোড়সওয়ার ভয়ানক বিপদাপন্ন ! ঘোড়াটা ক্ষেপেছে, অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী যেন ঝড়ের মুখে ঘূরছে ! খুব জোরে লাগাম টেনে ধোচ্চে, সপাসপ শব্দে ঘোড়ার পিটে চাবুক মাচ্চে। ভাব দেখে বোধ হলো, লোকটীর ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নাই। ঘোড়াও লাফাচ্চে, সওয়ারও টানাটানি কোচ্চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘোড়াটা অত্যন্ত ক্ষেপে উঠ্‌লো, সওয়ারটী ধুপ্‌ কোরে ভূতলে পোড়ে গেল ! ঘোড়াটা তার পায়ের উপর চেপে পোড়্‌লো !

আমাদের শকটচালক ঘোড়ার রাস টেনে ধোল্লে, গাড়ী থাম্‌লো। কেনারিস্ আর আমি দুজনেই তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পোড়্‌লেম। দেখি, ঘোড়াটা সটান পোড়ে গেছে ; সওয়ারের উরু চেপে পোড়েছে। ঘোড়াও উঠ্‌তে পাচ্চে না, সওয়ারও উঠ্‌তে পাচ্চে না।

আমরা দুজনে ধরাধরি কোরে, লোকটীকে আস্তে আস্তে ঘোড়ার নীচে থেকে টেনে বাহির কোল্লেম। লোকটী দারুণ যাতনায় চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। কি কথা বোল্লে, কিছুই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—কেনারিস্ বুঝ্‌লেন, তিনি আমারে বুঝিয়ে দিলেন, 'সওয়ার বোল্‌ছে, তার পা ভেঙে গেছে।'

লোকটীকে আমরা বাহির কোল্লেম, কিন্তু ঘোড়া উঠ্‌তে পাল্লে না। অশ্ববিদ্যায় কেনারিসের পাণ্ডিত্য ছিল। ভূশায়ী অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা কোরে, বিমর্ষ বদনে তিনি বোল্লেন, "আহা! মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে! এ ঘোড়া বাঁচ্‌বে না!"—আহত সওয়ারকে কি দুটী একটী কথা বোলে, তিনি আমারে বোল্লেন, "তা ভিন্ন আর উপায় কি? যার ঘোড়া, তারও মত হয়েছে। জীবনান্ত না হোলে এই অবলাজীবের যন্ত্রণার শেষ হবে না। তুমি এই লোকটীর কাছে একটু থাক, আমি আস্‌ছি।"—এই কথা বোলে, আমাদের গাড়ীর আসনের নীচে থেকে একটা পিস্তল বাহির কোরে, কেনারিস সেই আহত অশ্বের মস্তক লক্ষ্য কোল্লেন; ঠিক তেগে গুলী কোল্লেন। তৎক্ষণাৎ সেই অবলাজীবের জীবনের সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেল।

কেনারিস্ আবার আমাদের কাছে এলেন, ভূশায়ী সওয়ারের অবস্থা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। যথার্থই তার উরুদেশের একখানা হাড় ভেঙে গিয়েছিল। করা যায় কি?—আস্তে আস্তে ধরাধরি কোরে, তারে আমরা আমাদের গাড়ীতে তুলে নিলেম,—শুইয়ে রাখ্‌লেম। কেনারিস্ গাড়ীর ভিতরেই বোস্‌লেন। ভিতরে আর স্থান থাক্‌লো না; কাজে কাজে আমি কোচবাক্‌সে উঠ্‌লেম।

যে লোকটীকে আমরা আহত অবস্থায় গাড়ীতে তুলে নিলেম, সে লোকটীর চেহারা কেমন, যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। চেহারা ভাল নয়;—মুখখানা রোদপোড়া; চুল কালো; যেন মোটা মোটা শলা;—ঝাড়ালো গালপাট্টা;—লম্বা চাঁপদাড়ী। আকারে বেঁটে;—খুব মোটা সোটা;—বেআড়া মোটা। তত বড় মোটালোক পাগ্‌লা ঘোড়ায় সওয়ার হোলেই বিপদ ঘটে। বিশেষতঃ ঘোড়ায় চড়া তার আগে অভ্যাস ছিল না। তারে যেন আমি সমুদ্রের নাবিক বোলেই অনুমান কোল্লেম। বড় বড় নাবিকের বদনে যেমন সরলতা প্রকাশ পায়, সে লোকটীর তেমন নয়। মুখশ্রী কদাকার,—দেখ্‌লেই ভয় হয়। বড় আঘাত লেগেছে, বড়ই যাতনা পাচ্ছে, বিশ্রী চেহারাটা মনে না কোরে, তার প্রতি বরং আমার দয়ার সঞ্চার হলো।

সপ্তত্রিংশ প্রসঙ্গ।

---০*০---

সিবিটাবেচিয়া।

প্রয়োজন হোলেই সুবিধা হয় না। লোকটী যেখানে ঘোড়া থেকে পোড়েছে, সেখান থেকে সিবিটাবেচিয়া পর্য্যন্ত সারা পথে কোন একটা ছোট সহর কিম্বা ভাল গণ্ডগ্রাম নাই। যেমন তেমন ডাক্তার পাওয়াও দুর্ঘট। সিবিটবেচিয়ায় না পৌঁছিলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত হওয়া দুর্ঘট। বরাবর আমরা সিবিটাবেচিয়াতেই চোল্লেম। কেনারিসের সঙ্গে সে সময় আমার আর বেশীকথা কবার অবসর থাক্‌লো না। মাঝে মাঝে এক্‌ একবার গাড়ীর ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে, কেনারিস আমারে দুটী একটী কথা বোল্লেন,—লোকটী কেমন আছে, কি কোচ্চে, মাঝে মাঝে কেবল সেই টুকুই শুন্‌তে পেলেম, এই পর্য্যন্ত।

বেলা যখন প্রায় দুই প্রহর, তখন আমাদের গাড়ী সিবিটাবেচিয়ায় পৌঁছিল। বন্দরের নিকটেই একটা সরাই। সেই সরাইখানায় পৌঁছিবার জন্য কেনারিস্‌ আমাদের শকট-চালককে হুকুম দিয়েছিলেন। কেন না, সেই সরাইখানায় ঐ আহত ঘোড়সওয়ারের বাসা। সরাইখানায় বরাবর গাড়ী পৌঁছিল; ধরাধরি কোরে লোকটীকে সেই সরাইখানার ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। যে ঘরে তার বাসা, সেই ঘরেই তারে শুইয়ে রাখ্‌লেম। ডাক্তার আন্‌তে লোক গেল, আমরা খানিকক্ষণ সেইখানে থাক্‌লেম। দুজন ডাক্তার এলেন। তাঁরা বোল্লেন, আঘাত বাস্তবিক গুরুতর, উরুদেশের হাড় ভেঙে গেছে! ডাক্তারেরা অস্ত্র কোরে দিলেন। তাতে যে কোন বিশেষ যন্ত্রণা বোধ হলো, তেমন কিছু আমরা অনুভব কোল্লেম না। অস্ত্র কর্‌বার পর, আহত ব্যক্তি একে একে কেনারিস্‌কে আর আমারে অভিবাদন কোল্লে,—আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দিলে,—নাবিকদলে যতদূর ভদ্রতা সম্ভব, সেই রকম ভদ্রতা জানালে,—কি ভাষায় কথা কইলে আমি বুঝ্‌তে পার্‌বো, কেনারিস্‌কে জিজ্ঞাসা কোল্লে। কেনারিসের মুখে পরিচয় পেয়ে, অশুদ্ধ ফ্রেঞ্চভাষায় আমারে ধন্যবাদ দিতে লাগ্‌লো।

সরাইখানার যে ঘরে সেই ব্যক্তির বাসা, সেই ঘরটী আমি ভাল কোরে দেখ্‌লেম। অনেক রকম নাবিক-আনা পোষাক। সেই সকল পোষাকের ভিতর একজোড়া পায়জামা, একটা কোট,—একটী টুপী, সাঁচ্চা গোটাদার। খুব বড় বড় দুটী পিস্তল, দুটী ছোট ছোট পিস্তল,—প্রকাণ্ড একখানা তলোয়ার,—একখানা ক্ষুদ্র তলোয়ার,—পরিষ্কার চামড়ার কোমরবন্ধ। মেজের উপর অনেকগুলি নক্সা, একটা কম্পাস, আর কতকগুলি অঙ্কবিদ্যার যন্ত্র। দেখেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, লোকটী নাবিক। গৃহমধ্যে যে সকল নিদর্শন দেখা গেল, তাতে কোরে অনুমান কোল্লেম, কোন ভাল জাহাজের কাপ্তেন।

কাল এসে দেখে যাব অঙ্গীকার কোরে, সরাইখানা থেকে আমরা বেরুলেম। রাস্তায় এসে কেনারিস আমারে বোল্লেন, "হাঁ, তখন তুমি কি বোল্‌ছিলে? হঠাৎ ঐ দুর্ঘটনা দেখে কথাটা চাপা পোড়ে গিয়েছিল, তোমার সব কথা আমার শুনা হয় নাই। এখন বল দেখি, তুমি এখন যাবে কোথায়?"

আমি উত্তর কোলেম, "এখন ত মনে কোচ্চি, আপ্‌নি যে হোটেলে থাক্‌বেন, সেই হোটেলেই——"

"বেশ কথা।"—এই কথা বোলেই কেনারিস গাড়োয়ানকে কি হুকুম দিলেন,—গাড়ীর উপর লাফ দিয়ে উঠ্‌লেন, আমিও উঠ্‌লেম। গাড়ীতে বোসে তিনি আমারে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যার নামে তুমি সুপারিস চিঠী এনেছ, তাঁর বাড়ীতে যদি থাক্‌বার সুবিধা না হয়, তা হোলে এক হোটেলেই দুজনে থাকা যাবে।—বেশ জায়গা, কোন কষ্ট হবে না।"

"সে ত ভালকথাই বটে। আপ্‌নি যেখানে থাকেন, সেখানে একসঙ্গে থাক্‌তে পেলে, আমি ত বরং সুখেই থাক্‌বো। তা যা হোক্, একটী বিষয়ে আমার বড় কৌতূহল রয়েছে। যে লোকটী ঘোড়া থেকে পোড়ে গেল, কে সে?"

"ওঃ! সে কথা আমি বোল্‌তে ভুলেছি। তার নাম নোটারাস। এই বন্দরে তার জাহাজ আছে, সেই জাহাজের কাপ্তেন ঐ নোটারাস্।"

"বাণিজ্যজাহাজ?"

"সে কথা ঠিক বলে নাই। বাণিজ্যজাহাজই হবে। লোকটী ত গ্রীক। তা হয় ত তুমি বুঝ্‌তেই পেরেছ। বেশী পরিচয় দিতে হবে না;—কিন্তু এটী মনে রেখ, ও লোকটীকে গ্রীকজাতির নমুনা মনে কোরো না।"

একটু চিন্তা কোরে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, জাহাজের কাপ্তেন যদি, তবে সেখানে সেরকম গোটাদার সাঁচ্চা পোষাক রয়েছে কেন?"

"সত্য, আমিও তা দেখেছি। কথাটা কি জান, কৃষ্ণসাগরে যে সকল সদাগরী জাহাজ যাওয়া আসা করে,—ইটালীর সমস্ত বন্দরে যে সমস্ত বাণিজ্যতরীর আমদানী, সেই সব জাহাজের কাপ্তেনেরা মাঝে মাঝে বেশ সৌখীন পোষাক পরে। সমাজের বড় বড় লোক যেমন খোসপোষাকে,—ভোগবিলাসে মত্ত থাকে, ঐ সব কাপ্তেনেরাও প্রায় সেই রকম করে। তা যাক, ঐ স্থূলাকার কুৎসিতদর্শন কাপ্তেন নোটারাস্ সংপ্রতি এই বন্দরে এসেছে। ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নাই। সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গেই খেলা করা অভ্যাস। এখানকার বন্দরে এসে ঘোড়া চড়্‌বার খেয়াল হলো।—হলো ত হলো,—একটা পাগ্‌লা ঘোড়াতেই সওয়ার হলো। গ্রহ বিগুণ, কাজেই ঐ দুর্ঘটনা। নিজে ত খোঁড়া হলো, তার উপর আবার ঘোড়াটী পর্য্যন্ত গেল। কাপ্তেন নোটারাস্ আর শীঘ্র ঘোড়ায় চড়্‌বার সাধ কোর্‌বে না। এই যে;—হোটেলে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি।"

আমরা নাম্‌লেম। আমাদের সিন্দুক-বাক্স হোটেলের ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। ডাকগাড়ী বিদায় কোরে দিলেম। বহুদূর ভ্রমণে অত্যন্ত ক্ষুধা হয়েছিল, আমরা আহারে বোস্‌লেম।

আহারের সময় নানাবিষয়ের নানাপ্রকার কথোপকথন চোল্‌তে লাগ্‌লো। শেষে আমি বোল্লেম, "যাঁর নামে চিঠী এনেছি, তাঁর কাছে আগে যাওয়া চাই। তা না হোলে, কি আমি কোরবো, কোথায় থাক্‌বো, কিছুই বন্দোবস্ত করা হোচ্চে না।"

কেনারিস বোল্লেন, "আমিও একটী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাব। সিবিটা-বেচিয়ার সমস্ত রাস্তাঘাট আমি ভাল চিনি। তুমি এখানে নূতন এসেছ, এসো, যেখানে তুমি যাবে, সঙ্গে কোরে দেখিয়ে দিয়ে আসি। কার কাছে যাবে?"

"এই দেখুন।" এই কথা বোলে তৎক্ষণাৎ কাউন্ট তিবলিদত্ত অনুরোধপত্রখানি তাঁরে আমি দেখালেম।

"সিগ্‌নর পর্টিসি?" সবিস্ময়ে কেনারিস্ বোলে উঠ্‌লেন, "সিগ্‌নর পর্টিসি?" এই কথা বোলেই চমকিত। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁর বদনমণ্ডলে যেন কেমন একপ্রকার বিরাগলক্ষণ দেখা দিলে। গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "আমিও সিগ্‌নর পর্টিসির বাড়ীতে যাব।"

সহসা আমার মনে এক সংশয় উপস্থিত হলো। আমার মুখ দেখেই কেনারিস্ হয় ত সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বোল্লেন, "এখন তবে হয় ত তুমি জান্‌তে পাচ্ছো; গাড়ীতে যাঁর কথা আমি বোল্‌ছিলেম, যেটী আমার হৃদয়মন্দিরের প্রণয়প্রতিমা, সেটী যে কে, এখন হয় ত তা তুমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছো।"

ক্ষণকালমাত্র বিরাগলক্ষণটী মুখে দেখে, আমার যে সন্দেহ হয়েছিল, ঐ কথা শুনে সেই কথা আবার স্মরণ হলো। অকস্মাৎ যেন কিছু ঈর্ষাভাব। অমূলক আশঙ্কা। পূর্ব্বেই তাঁর কাছে আমি বোলে রেখেছি, আমি ত প্রেমশৃঙ্খলে বন্দী।

সদয় মিত্রতার অনুরাগে কেনারিস্ বোল্লেন, "এসো, একসঙ্গেই সেইখানে যাওয়া যাক্। আমি সঙ্গে থাক্‌লে, তোমার এ অনুরোধটীর উপরে বরং আরও কিছু জোর দাঁড়াবে। বেলা হয়েছে। চল, একসঙ্গেই যাই।"

আমরা হোটেল থেকে বেরুলেম। উভয়ে হাতধরাধরি কোরে যেতে লাগ্‌লেম। মৃদু হেসে কেনারিস্ বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ উইলমট! তোমাকে দেখে আমার হিংসা হয়েছে, এমনটী তুমি মনে কোরো না। কেন না, তুমি বোলেছ, অপর একটী সুন্দরীর প্রেমে তুমি অনুরাগী। তা যদি না হতো, আর লিয়োনোরাও যদি আমার প্রতি অকপট অনুরাগিণী না হোতেন, তা হোলে হয় ত আমি তোমাকে আমার প্রণয়ের প্রতিযোগী বোলে সন্দেহ কোত্তেম। কেন না, তোমার চেহারা অতি সুন্দর। এমন চেহারা দেখ্‌লেই স্ত্রীলোকের মন ভুলে যায়।"

এই রকম পরিহাসের পর, কনষ্টান্টাইন কেনারিস্ সুন্দরী লিয়োনোরার রূপ,—গুণ, ব্যবহার,—চরিত্র, সমস্তই আমার কাছে পরিচয় দিলেন। পাঠক বুঝ্‌তে পাল্লেন, কেনারিসের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমার নাম কুমারী লিয়োনোরা।

কথা কইতে-কইতে কেনারিস্ একটু থাম্‌লেন। সেইখানেই রাস্তা শেষ। রাস্তার ধারে বৃক্ষশ্রেণী। নিকটে জনমানব নাই। একটু যেন ম্লানবদনে নিমেষমাত্রে কেনারিস

আমার দিকে চাইলেন। পরক্ষণেই আকাশের দিকে নয়ন তুলে, রবিকরপ্রভাসিত—নির্ম্মেঘ, নিষ্কলঙ্ক ইতালীর পরিষ্কার নীল আকাশ দর্শন কোল্লেন। বিষাদস্বরে বোল্লেন, "ঐ দেখ, সুপরিষ্কার গগনচন্দ্রাতপ। কোথাও বিন্দুমাত্র শুভ্রমেঘের রেখাও নাই। ঐ অনন্ত গগন নিখুঁত নীলবর্ণ। কিন্তু প্রিয় মিত্র! আকাশের ঐ হাসিমুখ কি চিরদিন সমান থাকে? এখনই হয় ত ঝড় উঠ্‌তে পারে,—এখনই হয় ত ঘোর কৃষ্ণমেঘমালায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন কোত্তে পারে,—কোথা থেকে আসে, মানুষে তা জানে না,—আকাশের কার্য্য, আকাশই তা জানে। এখনই হয় ত আমাদের মাথার উপর গভীর বজ্রনিনাদে প্রকৃতিসুন্দরী কথা কইতে পারেন, এখনই হয় ত চপলাচমকে আকাশের নয়নে ক্রোধাগ্নি বর্ষণ হোতে পারে, কি যে হোতে পারে, তা কার্ মনে আছে? ঐ ত নির্ম্মল আকাশ,—ঐ ত মেঘশূন্য পরিষ্কার,—ঐত সুতীব্র সূর্য্যরশ্মি, কিন্তু এখনই হয় ত প্রচণ্ড প্রলয়ে মানবসংসার ছারখার হয়ে যেতে পারে! এ সকল দেখে শুনেও কি মানুষ কোন বিষয়ে সংশয়শূন্য হয়ে থাক্‌তে পারে? যে সুন্দরী আশা আমার চক্ষের কাছে এখন সুন্দর প্রভা বিকাশ কোচ্চে, চক্ষের নিমেষে কি সে সুন্দরী আশা মেঘে ঢেকে যেতে পারে না?"

কি উত্তর দিব, ভেবে পেলেম না। কেনারিস্ যে যে কথা বোল্লেন, সমস্তই সত্য। আমার মনেও কুতর্ক উপস্থিত। লানোভারের কুচক্রে যদি আমি আনাবেলকে হারাই, হৃদয়ের আশা বলবতী হবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ যদি সমূলে উন্মূলিত হয়ে যায়, তা হোলেই ত আমার চতুর্দ্দিক অন্ধকার! হঠাৎ সেই সাংঘাতিক কথাটী মনে কোরে, আমি যেন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে থাক্‌লেম।

মৃদু হাস্য কোরে কেনারিস্ বোল্লেন, "কেমন?—কথাটা লেগেছে ত?—থাক্ ও কথা; আর না। নিকটে এসে পোড়েছি। হাসিখুসী করাই ভাল; ও সব দুঃখের ভাবনা এখন দূরে থাক্। স্ফূর্ত্তি দেখাও।"

কেনারিস্ বোল্লেন, নিকটে এসে পেড়েছি। বাস্তবিক সম্মুখে একখানি বাড়ী। সহরের বাহিরে কিছু উচ্চ ভূমির উপর সেই বাড়ীখানি নির্ম্মিত।—আয়তনে খুব বড় নয়, কিন্তু দেখ্‌তে অতি সুশ্রী। ধারে ধারে উদ্যান,—উদ্যানে নানাজাতি লতাকুঞ্জ। চতুর্দ্দিকে নীচু নীচু প্রাচীর;—প্রাচীরের মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার রেল; অতি সুন্দর দৃশ্য। ফেব্রুয়ারি মাস,—ইতালিপ্রদেশে নূতন বসন্তের অভ্যুদয়,—সমস্ত তরুলতা সজীব। আকাশ নির্ম্মল,—আকাশের হাসিমুখ,—পৃথিবীও হাস্যমুখী! অট্টালিকার গাড়ীবারাণ্ডা থেকে নগরের বন্দরটী বেশ দেখা যায়। দূরে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রীড়া কোচ্চে। ছাদের উপর দাঁড়ালে, সে শোভা অতি রমণীয়!—ভাবুকের নয়নরঞ্জন!

উদ্যানমধ্যে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। কেনারিস্ আমারে সেই উদ্যানমধ্যে পরম সুন্দর উদ্ভিদ্‌ভাণ্ডার দেখালেন। নানাজাতি সুন্দর সুন্দর ফুল,—উত্তম উত্তম ফল,—দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য তরুলতা, সমস্তই অতি রমণীয়। আয়নার ফাঁক দিয়ে সমস্ত পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। দেখে আমি কেনারিস্‌কে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সিগনর পর্টিসি কি নিজে

ঐ রকম ফুলফল বড় ভালবাসেন ? তাঁর সুন্দরী ভাইঝিটীও কি এই সব বস্তু ভালবাসেন ? দুজনেরই কি সমান অনুরাগ ?”

“হাঁ, জজের ঐ রকম অনুরাগ বটে, কিন্তু লিয়োনোরা সমস্ত দুর্ল্লভ বস্তু ভালবাসেন।”

বাটীর দরজায় গিয়ে আমরা পৌঁছিলেম। সুন্দর পরিচ্ছদধারী একজন আরদালী এসে আমাদের অভিবাদন কোল্লে। কেনারিসকে দেখে কেবল সম্ভ্রম দেখালে, এমন নয়, বাড়ীর সকলেই কেনারিস্‌কে ভালবাসেন,—সেখানে তাঁর যথেষ্ট খাতির, সেই জন্যই তাঁর প্রত্যাগমনে আরদালী সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ কোল্লে। আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। ঠিক বড় লোকের বাড়ীর মত সাজানো নয়, কিন্তু যা কিছু আছে, সমস্তই সুন্দর ;—সমস্তই নয়নের প্রীতিকর। পিয়ানো,—বীণা,—বাঁশী,—আরও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র সেই গৃহের ইতস্তত সুসজ্জিত। সুন্দরী লিয়োনোরা সংগীতবিদ্যায় আমোদিনী, চিত্রবিদ্যায় প্রমোদিনী, কেনারিসের মুখে কতক কতক পরিচয় আমি পূর্ব্বেই পেয়েছিলেম, নিদর্শন দেখে প্রত্যক্ষেও তার সুন্দর পরিচয় পেলেম।

যখন আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম, তখন সে ঘরে কেহই ছিল না। একটু পরেই একটী সুন্দরী যুবতী প্রবেশ কোল্লেন ;—অবশ্যই শুনেছিলেন, কেনারিস্‌ একা আসেন নাই, সঙ্গে একটী বন্ধু আছেন, সুতরাং কুমারীসুলভ সলজ্জভাবেই সেই সুন্দরী গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। সেই সুন্দরীই কেনারিসের হৃদয়পুতলী, কুমারী লিয়োনোরা। সানন্দদর্শন !—উভয়ের দর্শনালাপে পরমানন্দ প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। কুমারী যে রকমে কথা কইতে লাগ্‌লেন,—যে রকমে অভ্যর্থনা কোল্লেন, তাতে কোরে আমি স্পষ্ট বুঝ্‌লেম, লিয়োনোরার গুণের কথা কেনারিস্‌ ইতিপূর্ব্বে যা যা বোলেছেন, সমস্তই সত্য,—সমস্তই আড়ম্বরশূন্য ;—কিছুই অত্যুক্তি নয়।

কন্‌ষ্টান্টাইন কেনারিস্‌ পরম রূপবান্‌ ; কুমারী লিয়োনোরাও পরম রূপবতী। লিয়োনোরা শ্যামাঙ্গী। ইতালিতে শ্বেতাঙ্গী কামিনী অতি অল্পই নয়নগোচর হয়। শ্যামাঙ্গীর সুন্দর দেহে সর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিদ্যমান। মুখখানি অতি সুন্দর ;—ঠোঁট দুখানি পাত্‌লা পাত্‌লা ; সুন্দর ভ্রূযুগল চক্ষের উপর যেন চিত্রকরা ;—চক্ষু দুটী বড় বড়, বেশ টানা,—পক্ষ্মতারকা গভীর কৃষ্ণবর্ণ। লিয়োনোরা কিছু দীর্ঘাকার ;—কিছু কাহিল, কিন্তু গঠনের এম্‌নি পারিপাট্য, পদনখ থেকে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত বেশ মানানসই। অবয়বে কিছু মাত্র খুঁত পাওয়া যায় না। লিয়োনোরা কৃষ্ণকুন্তলা। সুমার্জ্জিত পরিষ্কার কৃষ্ণ কেশরাশি গ্রীকপ্রথামত মস্তকের পশ্চাদ্দিকে কবরীবদ্ধ। কেনারিস্‌কে অভ্যর্থনা কর্‌বার সময়, লিয়োনোরা একটু হাস্‌লেন। সেই হাসির সময় ওষ্ঠাধরে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ পেলে। দন্তগুলি যেন মুক্তাপাতি। কণ্ঠস্বর যেন বীণাস্বর। কেনারিস বোলেছিলেন, লিয়োনোরা সুন্দরী ; তেমন সুন্দরী প্রায় চক্ষে ঠেকে না। কথা ঠিক ! আনাবেল আমার অন্তরে জাগেন, আমার নয়নে আনাবেল অতুল সুন্দরী,—আনাবেলকে যদি আমি ক্ষণকালের জন্য একটু অন্তরে ঢেকে রাখি, তা হোলে আমিই কেনারিসের মনের কথার সাক্ষী। লিয়োনোরা সুন্দরী ;—সর্ব্বনয়নেই

সর্ব্বাংশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। একবারমাত্র সেই রূপের দিকে চেয়েই আমি মনে মনে বোল্লেম, লিয়োনোরার অপরূপ রূপের কথা প্রেমপিঞ্জরবদ্ধ কেনারিস্ কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেন নাই।

আমার পরিচয় দিয়ে, কেনারিস্ তখন লিয়োনোরাকে বোল্লেন, "এটী আমার বন্ধু, এঁর নাম উইলমট। ইনি কেবল আমার বন্ধু নন, তোমার পিতৃব্যেরও অভিনব বন্ধু। আমার সঙ্গে এসেছেন বোলেই আমি এ কথা বোলছি, এমন মনে কোরো না, রোমের একজন বড়লোকের কাছ থেকে অনুরোধপত্র এনেছেন।"

সুমধুর বীণাস্বরে প্রফুল্লবদনে লিয়োনোরা বোল্লেন, "বড় সন্তুষ্ট হোলেম, এখানে কিছুমাত্র অনাদর হবে না,—নিজের বাড়ী বিবেচনা করুন্। কাকা এখন বাইরে গিয়েছেন, এখনই আস্‌বেন। যে কথা আমি বোল্লেম, তাঁরও সেই কথা।"

কুমারীকে সাধুবাদ দিয়ে সেই অনুরোধপত্রখানি আমি টেবিলের উপর রাখ্‌লেম। সংক্ষেপে বোল্লেম, "কাউন্ট তিবলি এই পত্রখানি দিয়েছেন।"

মধুরস্বরে লিয়োনোরা বোল্লেন, "বটে!—কাউন্ট তিবলি আমার কাকার একজন পরম বন্ধু,—অনেক দিনের বন্ধু। তাঁর চিঠী আপ্‌নি এনেছেন, তিনি পরম সন্তুষ্ট হবেন। আপ্‌নি এখানে পরম সমাদর পাবেন। ঐ যে তিনি আস্‌ছেন।"

লিয়োনোরার মুখের কথা শেষ হোতে না হোতে, একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। তিনিই সিগ্‌নর পর্টিসি। বয়স ষাটের উপর। কিন্তু শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ;—যুবালোকের মত সতেজ,—সোজা;—বয়োধর্ম্মে নত হয়ে পড়েন নাই। গায়ের মাংস কোথাও একটুও লোল হয় নাই, একটীও দাঁত পড়ে নাই। চক্ষুও বিলক্ষণ সতেজ। দেখ্‌লেই বোধ হয়, চিরদিন শারীরিক সুনিয়ম রক্ষা কোরে এসেছেন, তত বয়সেও নিতান্ত বৃদ্ধ বোলে অনুমান হয় না। ব্যবহারেও অতি অমায়িক। কথাবার্ত্তায় বিশেষ সারল্য প্রকাশ পায়। যে কথা বলেন, তার ভিতর কোন প্রকার মারপ্যাঁচ থাকে না। অতি সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতি। তত অল্পক্ষণ দর্শনে প্রকৃতির সরলতা আমি কিরূপে বুঝ্‌লেম, কেহ হয় ত এরূপ মনে কোত্তে পারেন; কিন্তু মানুষের চেহারাতে আর ব্যবহারে প্রথম দর্শনেই কতক কতক বুঝ্‌তে পারা যায়, সরল কি কপট।

সিগ্‌নর পর্টিসি সস্নেহ মিষ্টবচনে কেনারিস্‌কে অভ্যর্থনা কোল্লেন। তার পর আমার দিকে ফিরে, আমার নাম শুনে,—কাউন্ট তিবলির কাছ থেকে অনুরোধপত্র এনেছি, পরিচয় পেয়ে সমাদরে তিনি আমার হস্তমর্দ্দন কোল্লেন। একটু পূর্ব্বে কুমারী লিয়োনোরা যে কথা বোলেছিলেন, তাঁর মুখেও বাস্তবিক সেই রকম আদরের কথা শুন্‌লেম। প্রথমদর্শনে খানিকক্ষণ এ কথা সে কথার পর, পত্রখানি তিনি পাঠ কোল্লেন। পত্রপাঠ সমাপ্ত হোলে, একবার ভ্রাতুষ্কন্যার দিকে, একবার কেনারিসের দিকে, রক্তনয়নে কটাক্ষপাত কোরে, ঈষৎ হেসে তিনি আমারে বোল্লেন, "অনেকদিনের পর এঁদের দুজনের দেখা হয়েছে, যদিও খুব বেশী দিন নয়, তবু অনেক,—নির্জ্জনে কিছুক্ষণ বাক্যালাপের ইচ্ছা হোচ্চে; এসো আমরা অন্য ঘরে যাই।"

সলজ্জবদনে লিয়োনোরা নম্রমুখী। কেনারিস প্রফুল্লনয়নে সুন্দরীর সেই সলজ্জভাব দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেন। জজবাহাদুর আমারে সঙ্গে কোরে লাইব্রেরীঘরে নিয়ে গেলেন সিগ্‌নর পর্টিসি আমার সঙ্গে বরাবর ফ্রেঞ্চ্‌ ভাষাতেই কথা কইতে লাগ্‌লেন। পূর্ব্বেই আমি একস্থানে বোলেছি, ইতালীর সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই ফ্রেঞ্চভাষা জানেন। আমারে আসন গ্রহণ কোত্তে বোলে, তিনি স্বয়ং একখানি আসন গ্রহণ কোল্লেন। তাঁর কাছেই আমি বোস্‌লেম। তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কাউন্ট তিবলির পত্রের ভাবে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, কোন একটী বিশেষ দরকারী কাজের জন্য তুমি এখানে এসেছ। অনেক ভেবে চিন্তে,—অনেক সাবধান হয়ে, সে কাজটী করা উচিত। বেশ কথা;—আমার দ্বারা যা কিছু উপকার হোতে পারে, আমি আহ্লাদপূর্ব্বক তা কোত্তে প্রস্তুত আছি। আমি এখানকার একজন বিচারক। সহরের সমস্ত পুলিস আমার তাঁবে, যতদূর সাধ্য, আমি চেষ্টা কোর্‌বো। যাতে তোমার উপকার হয়, আমা হোতে তার কিছুমাত্র ক্রটি হবে না।"

আমি ধন্যবাদ দিলেম। আমার নিজের কতক কতক পরিচয়ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রকাশ কোল্লেম। যে কাজে এসেছি, সেই কাজের অনুরোধে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন,—তাঁর কন্যা,—তাঁর দৌহিত্রী,—লানোভার,—দর্‌চেষ্টার,—সকলেরই কিছু কিছু পরিচয় দিলেম। আরও আমি বোল্লেম, "যদি আমারে গোপনে থেকে কার্য্য নির্ব্বাহ কোত্তে হয়, তার যদি কোন সুবিধা ঘটে, তা হোলেই কিছু ভাল হয়। একান্তই যদি প্রকাশ না হোলে না চলে, প্রকাশ্যরূপে আমারে যদি দেখা দিতে হয়, তাতেও আমি পেছু পা নই।"

জজসাহেব মনোযোগ দিয়ে আমার সব কথা শুন্‌লেন। কথা সমাপ্ত হোলে তিনি বোল্লেন, "বুঝেছি, কথাটা অপ্রকাশ্য। আচ্ছা, আমার মুখে কেহই কিছু শুন্‌তে পাবে না, সেপক্ষে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো; কিন্তু তোমাকে আমার গুটীকতক কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে। এপিনাইন পর্ব্বতের ডাকাতের দল থেকে সপরিবার সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে তুমি উদ্ধার কোরেছিলে, সেটা কতদিনের কথা?"

"প্রায় তিনমাস।"

"আচ্ছা, সেখান থেকে তাঁরা কোন্ দিকে গেলেন, তা তুমি কিছু জান্‌তে পেরেছিলে?"

"না।"

"আচ্ছা, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর কোরে কাজ করা বড় শক্ত। অনুসন্ধান জান্‌তে হবে। বিশেষ সন্ধান না পেয়ে, এমন কাজে হাত দেওয়া হবে না। তুমি বোল্‌ছো, লানোভার আর দর্‌চেষ্টার লর্ড একলেষ্টনের নাম কোরেছে। আচ্ছা, পূর্ব্বের যেরূপ ঘটনা শুন্‌লেম, তাতে কোরে তোমার উপর লর্ড একলেষ্টনের আক্রোশ থাক্‌লে থাক্‌তে পারে, কিন্তু সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে কি? তাঁকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য লর্ড একলেষ্টন কি জন্য লানোভারকে কুপরামর্শ দিবেন, তার হেতু তুমিও কিছু জান না। আচ্ছা, শোন, আমি কি কোত্তে চাই।" এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু চিন্তা কোরে, জজবাহাদুর বোল্লেন, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আছেন কি না, তার তত্ত্ব আমি জান্‌বো।

লর্ড একলেষ্টন কোথায়, সেটীও জানবার উপায় কোরবো। লানোভার আর দরচেষ্টারের যে রকম চেহারা তুমি বোল্লে, সেই চেহারার লোক সিবিটাবেচিয়ায় পদার্পণ করবামাত্র তৎক্ষণাৎ যাতে আমি সংবাদ পাই, পুলিসের উপর জোর হুকুম দিয়ে রাখ্‌বো। আরও আমি কিছু বেশী কোত্তে চাই। ইতালীর সমস্ত বড় বড় সহরে অবিলম্বেই আমি পত্র লিখ্‌বো, সার্ মাথু হেসেলটাইন এখন কোন্ প্রদেশে অবস্থিতি কোচ্চেন। ফল কথা এই হোচ্ছে, যাতে কোরে তোমার কার্য্যটী সিদ্ধ হয়, যাতে কোন বিপদ না ঘটে, সে বিষয়ে আমি ক্ষণমাত্রও অমনোযোগী থাক্‌বো না।"

আবার আমি জজ সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেম। তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ,—বাড়ীতে রেখে যত্ন করি, সেইটীই আমার একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু এখনকার যেরূপ গতিক, তাতে কোরে সেটী আমি পাচ্ছি না। লানোভার যদি শোনে,—দরচেষ্টার যদি জান্‌তে পারে, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ আছে,—তুমি আমাকে জান, এমন কথাও যদি তারা সন্দেহ করে, তা হোলে কিছু গোলযোগ হবে।—সদাসর্ব্বদা তারা সাবধান থাক্‌বার চেষ্টা কোরবে;—লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে। তোমার সঙ্গে আমার আলাপ, ঘুণাক্ষরেও একথা যদি তারা না জানে, অথচ তোমাকে যদি সিবিটাবেচিয়ায় দেখ্‌তে পায়, তা হোলে তারা মনে কোর্‌বে, নানাস্থান বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তুমি এ নগরে এসে পোড়েছ; তাতে তারা কোনরকম ভয় পাবে না। কিন্তু এটী তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি যখন ভিতরে থাক্‌লেম, তখন তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই,—তারা তোমার কিছুই কোত্তে পার্‌বে না।—ভয়ানক ভয়ানক কুতর্কে ফিরে বেড়ালেও তোমাকে তারা কাবু কোত্তে পার্‌বে না। আপাতত একটা হোটেলে গিয়ে তুমি থাক। সিগ্‌নর কেনারিস্ যে হোটেলে থাকেন, সে হোটেলেও তুমি থেকো না।—তাঁর সঙ্গে দেখাও কোরো না। তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে, এ কথাও যেন কেহ জান্‌তে না পারে। কেন না, কেনারিস্ আমার আত্মীয়, সকলেই এ'কথা জানে। তফাৎ তফাৎ থাকাই ভাল। সর্ব্বপ্রকারেই বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। কথায় কথায় তোমার সঙ্গে আমি অনেক ঘরাও কথা এনে ফেল্‌ছি। যে কাজের জন্য তুমি এসেছ, তোমার নূতনবন্ধু কেনারিস্‌কেও সে সব কথা জানানো তোমার ইচ্ছা নাই, আমিও নিষেধ করি। তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে তুমি থাক্‌বে না, তিনি হয় ত মনঃক্ষুণ্ণ হোতে পারেন। তুমি সে কথা তাঁরে কিছুই বোলো না, যা বোল্‌তে হয়, আমিই বোল্‌বো।"

সিগ্‌নর পর্ট্টিসির সৎপরামর্শে আমি সম্মত হোলেম। কেনারিস্ আর লিয়োনোরা যে ঘরে, জজ বাহাদুর আবার সেই ঘরে আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলেন। বসন্তকাল, সমস্ত জানালা খোলা,—ঘরের ভিতর থেকেই বাহিরের শোভা সুন্দর দেখা যায়। জজসাহেব আমারে সঙ্গে কোরে গাড়ীবারাণ্ডায় নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে প্রকৃতির অপরূপ শোভা নয়নগোচর হয়। নিকটে নিকটে সুন্দর সুন্দর নিকেতন,—সুন্দর সুন্দর উদ্যান, সমস্তই তাঁর নিজের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবগুলি তিনি আমারে দেখাতে লাগ্‌লেন।

গাড়ীবারাণ্ডা থেকে নগরের বন্দরটী বেশ দেখা যায়। বন্দরে অনেক জাহাজ নঙ্গরকরা। জজের মুখে আমি শুন্‌লেম, নানাদেশের নানাজাতি এই বন্দরে বাণিজ্য করে। নানাজাতির বাণিজ্যতরী সেই বন্দরে বাঁধা। একটী দূরবীণ নিয়ে সিগ্‌নর পর্টিসি বন্দরের জাহাজগুলি ভাল কোরে দেখ্‌লেন। তার পর সে দূরবীণটী আমার হাতে দিলেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সবগুলিই কি বাণিজ্যজাহাজ ?"

"হাঁ।—সেদিন একখানা অষ্ট্রীয় মানোয়ার এসেছিল। আজিও সেখানা নঙ্গর করা আছে কি না, তাই আমি দেখ্‌ছিলেম। দেখ্‌লেম, সেখানা নাই।"

"সামুদ্রিক ব্যাপারে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। কোন্ জাহাজ ভাল, কোন্ জাহাজ মন্দ, তাও আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু ঐ যে একখানি পরমসুন্দর জাহাজ দেখা যাচ্চে, ওখানি বড় চমৎকার ! তলাটা সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। গড়ন এমনি সুন্দর, অনেকক্ষণ চেয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে। যেমন সুন্দর মাস্তুল, যেমন সুন্দর রসারসী, সর্ব্বপ্রকারে তেমনি সুদৃশ্য। জাহাজের ভালমন্দ জানি না ত কিছু, তথাপি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, বন্দরের সমস্ত জাহাজের মধ্যে ঐ খানিই ভাল !"

"হাঁ, আমিও তা দেখেছি। মাস্তলগুলি একটু একটু হেলা, পালদড়ীগুলি বেশ চিত্রবিচিত্র করা ;—অতি সুন্দর জাহাজ। প্রায় হপ্তাখানেক হলো, ঐ জাহাজ এ বন্দরে এসেছে। কোথাকার জাহাজ, কি বৃত্তান্ত, কতবার জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হয়েছিল, যখন সহরে থাকি, জিজ্ঞাসা কোত্তে ভুলে যাই।"

"ও জাহাজে কোন্ রাজ্যের নিশান ? আমি ত চিন্‌তে পাচ্ছি না।"

মৃদু হেসে জজসাহেব বোল্লেন, "তোমার নবীনবন্ধু কেনারিস্ এ কথার উত্তর দিতে পারবেন। কেন না, তাঁর নিজের পিতৃবাই ঐ পতাকা——"

"ওঃ ! তবে আমি বুঝেছি।—গ্রীকজাহাজ ;—গ্রীকনিশান। ভাব দেখে ত বাণিজ্যতরী বোধ হয় না। যদি ইংরেজের পতাকা থাক্‌তো, তা হোলে আমি মনে কোত্তেম, হয় ত কোন বড়লোকের সমুদ্রভ্রমণের বিলাসপোত। ওখানি কি গ্রীকগবর্ণমেন্টের ?"

"না।—তা হোলে আর একটী রাজপতাকা থাক্‌তো। তা ত নাই।"—এই কথা বোলে বৈঠকখানা থেকে কেনারিস্‌কে তিনি বারাণ্ডায় ডাক্‌লেন।—জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার জাতির পতাকাশোভিত ঐ ছবির মত ক্ষুদ্র তরীখানি তুমি কি দেখেছ ? কিসের জাহাজ, তা কি তুমি জান ?"

কেনারিস্ সহাস্যবদনে উত্তর কোল্লেন, "আপ্‌নার ভ্রম হোচ্চে। আমি ত তিন হপ্তা সিবিটাবেচিয়ায় ছিলেম না। আজ সবে নেপেল থেকে ফিরে এসেছি।"

জজসাহেব বোল্লেন, "সত্য, জাহাজখানি হপ্তাখানেক হলো, এ বন্দরে এসেছে।—বড় জোর দশদিন। অতি চমৎকার জাহাজ না ?"

কেনারিস্ দূরবীণ ধোল্লেন। খানিকক্ষণ দেখে দেখে অবশেষে বোল্লেন, "হাঁ মহাশয় ! অতি সুন্দর। আমি বোধ করি, যে সকল ভাল ভাল বাণিজ্যপোত কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্য

করে, ওখানি তারই মধ্যে একখানি। আমার পিতৃব্য একদিন গল্প কোরেছিলেন, কৃষ্ণসাগরে যে সব জাহাজ গতিবিধি করে, সেই সব জাহাজ অপূর্ব্ব প্রণালীতে বিনির্ম্মিত। হঠাৎ কোথাও ঝড় উঠ্‌লে ওসব জাহাজ মারা পড়ে না। হাঁ হাঁ, ওখানি কৃষ্ণসাগরের বাণিজ্যতরী, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

লিয়োনোরাও সেই সময় গাড়ীবারাণ্ডায় দেখা দিলেন। জজসাহেব বোল্লেন, "দেখ উইলমট! তুমি এখানে এসেছ, বড়ই সুখের বিষয়, থাক্‌তে পাচ্চো না, বড়ই অসুখের কথা; কিন্তু সন্ধ্যার এদিকে তোমায় আমি ছেড়ে দিচ্ছি না। তোমার কার্য্যটী সুসিদ্ধ হোলে, অবশ্যই সুসিদ্ধ হবে; তার পর তোমাকে বাড়ীতে এনে রেখে, এ ক্ষোভ আমি মিটাব।"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম," তবে কি সুসিদ্ধ হবে?—এটী কি আপ্‌নি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কোচ্চেন?"

"খামকা কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করা আমার অভ্যাস নয়। তবে এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে পারি, চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তুমি হতাশ হয়ো না।"

সন্ধ্যার পর পর্টিসিনিকেতনেই আমার আহারাদি হলো। সকলেই একসঙ্গে ভোজন কোল্লেম। রাত্রি দশটার পর কেনারিসের সঙ্গে আমি বাহির হোলেম। ফটকের ধারে সস্নেহে আমার হস্তধারণ কোরে, জজসাহেব চুপি চুপি বোল্লেন, "তুমি কি কোচ্চ,—আমি কি কোচ্চি, গোপনে পরস্পরের সেটী জান্‌বার উপায় অবশ্যই আমি অবধারণ কোরে রাখ্‌বো। আশা করি, তুমি কৃতকার্য্য হও,—কার্য্য সফল হোক্‌,—স্বচ্ছন্দে নিরাপদে—মনের সুখে, আবার তুমি আমার বাড়ীতে এসো, আমোদপ্রমোদে সকলেই আমরা সুখী হব।"

অষ্টত্রিংশ প্রসঙ্গ।

কস্‌মো।

রাজপথে কেনারিস্‌ আর আমি। খানিকক্ষণ উভয়েই আমরা নিস্তব্ধ। লিয়োনোরার সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হলো, কেনারিস্‌ তারই আলোচনায় নিমগ্ন, কিসে বিপদুদ্ধার হোতে পারি, সেই চিন্তায় আমি অন্যমনস্ক। খানিকদূর গিয়ে সরল সখ্যভাবে কেনারিস্‌ বোল্লেন, "জজের মুখে শুনে এলেম, কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে তুমি স্বতন্ত্র হোটেলে থাক্‌ছো। তিনি আমারে আরও বোলে দিলেন, কিছুদিনের জন্য তোমার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতেরও প্রয়োজন নাই। বুঝেছ আমার কথা? যদিও আমার বয়স বেশী নয়, তথাপি সংসারের প্যাঁকচক্র আমি অনেক বুঝেছি। অপরের গূঢ়কার্য্যের মর্ম্মভেদ কোত্তে কদাচ আমার কৌতুক জন্মে না। আপাতত কেন আমাদের তফাৎ তফাৎ থাকা দরকার,

সেটী আমি তোমাকে খুলে বোল্‌তে পাল্লেম না, সেজন্য তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না। ভাই! তোমাকে আমি বোলে রাখি, কাজের গতিকে যদি তোমার কখনো সখার সাহায্য প্রয়োজন হয়,—কিছুই কোত্তে হবে না, কন্‌ষ্টাণ্টাইন কেনারিস্‌কে সংবাদ দিও,—ডেকে পাঠিও, কেনারিস্‌ কায়মনোযত্নে তোমার উপকারে আস্‌বে।"

কেনারিসের সাধুব্যবহারে আমি আপ্যায়িত হোলেম। সখাভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেম। সে সব কথা ছেড়ে দিয়ে, লিয়োনোরাকে আমি কেমন দেখ্‌লেম,—বন্ধু কেনারিস্‌ ব্যগ্র আগ্রহে সেই কথাই আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি উত্তর দিলেম, "পূর্ব্বে যা যা আপ্‌নি বোলেছিলেন, চক্ষে দেখ্‌লেম, তার চেয়েও বেশী। এখন বলুন দেখি, পৃথিবীতে আপ্‌নি পরম সুখী কি না?"—কেনারিস্‌ বোল্লেন, "সুখী বটে।"—বোল্লেন তিনি সুখী, শুন্‌লেম তিনি সুখী,—কিন্তু অকস্মাৎ চোম্‌কে উঠ্‌লেম;—অকস্মাৎ একটী চাপা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ কোল্লে। নিশ্বাসটী কেনারিস্‌ চেপে রাখ্‌বার চেষ্টা কোরেছিলেন, পাল্লেন না;—সুখের নিশ্বাস নয়,—আনন্দের নিশ্বাস নয়, শ্রেয়াংশে বহ্বিঘ্ন, সেইরূপ কোন বিঘ্নকল্পনা কোরেই অকস্মাৎ বিষাদের বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। হাঁ, আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম।—চমৎকৃত হোলেম। বন্ধুর দুঃখে আমার হৃদয়ে অকস্মাৎ দুঃখের উদয় হলো। কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না।

যে হোটেলে কেনারিস্‌ থাকেন, সেই হোটেলে পৌঁছিলেম,—তিনি থাকলেন, আমি বিদায় হোলেম। কোন্‌ হোটেলে আমার থাকা ভাল, সিগ্‌নর পর্টিসি সে হোটেলের নাম বোলে দিয়েছিলেন, সেই হোটেলেই আমি গেলেম। সেইখানেই নিশাযাপন কোল্লেম। সিগ্‌নর পর্টিসির পরামর্শ ছাড়া সেখানে কোন কাজ আমি কোর্‌বো না,—মনে মনে সেইটীই আমার সুস্থির সংকল্প।

পরদিন শনিবার। সকালে আমি বেড়াতে বেরুচ্চি, হোটেলের একজন খান্‌সামা এসে বোল্লে, "আপ্‌নি কি একজন চাকর চান?"

চমকিত হয়ে আমি কিছু বলি বলি মনে কোচ্চি, হঠাৎ মনে হলো, এর ভিতর কিছু আছে। প্রথমে কিছুই বোল্লেম না। খানসামা আবার বোল্লে, "একটী লোক এসেছে। ভাল সুপারিস এনেছে। আপনার পরিচিত একজন বড়লোকের সুপারিস।"

লোকটীকে আমি ডাকৃতে বোল্লেম। একটু পরেই একটী লোক আমার সম্মুখে উপস্থিত হলো। অতি ধীর, নম্রপ্রকৃতি, মুখ গম্ভীর। খানসামা চোলে গেল। লোকটী আমার নিকটে এসে ফরাসীভাষায় বোল্লে, "সিগ্‌নর পর্টিসি আমারে পাঠিয়ে দিলেন। আপাতত আপনার কাছেই আমি চাক্‌রী কোর্‌বো।"

আমি বোল্লেম, "এর চেয়ে বেশী সুপারিস আর কি চাই? কি কাজে তুমি——"

প্রশ্ন না শুনেই লোক উত্তর কোল্লে, "গুপ্তপুলিসের চর আমি।"

"ওঃ! আমিও তাই ভেবেছিলেম। কিন্তু সহরের লোকে কি তোমাকে চেনে না? এই হোটেলের লোকেরা কি তোমাকে চিন্‌তে পার্‌বে না? সকলে কি বিস্ময়—"

বাধা দিয়ে সেই লোক বোল্লে, "সে পক্ষে কোন চিন্তা নাই। সিবিটাবেচিয়ায় আমি থাকি না, এখানকার লোক আমি নই। সম্প্রতি দিনকতক হলো এখানে এসেছি। এ সহরের কেহই আমাকে চেনে না। কেবল সিগ্‌নর পর্টিসি চেনেন, আর আপ্‌নি এখন চিন্‌লেন। রোমরাজ্যের অষ্টিয়ানগরে আমি থাকি। টাইবার নদীর প্রবেশমুখেই সেই সহর, এ কথা আপ্‌নাকে বলাই বাহুল্য। একটা বিশেষ কাজের অনুরোধে আমি এখানে এসেছি। সেটা যে কি কাজ, তা আপ্‌নাকে বোল্‌বো না। গত রাত্রে আপ্‌নি যখন পর্টিসির নিকট থেকে চোলে আসেন, তার পর—বেশী রাত্রে জজের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোত্তে যাই। আপাতত আপনার কাছে থাক্‌বার জন্য তিনি আমারে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে তাঁর দুই মৎলব। এক হোচ্চে, আপ্‌নার সংবাদ তাঁকে দেওয়া, তাঁর সংবাদ আপনাকে দেওয়া। দ্বিতীয় কথা হোচ্চে, কোন দুষ্ট লোকের কুচক্রে আপ্‌নি বিপদে না পড়েন, সদাসর্ব্বদা কাছে থেকে আপ্‌নাকে রক্ষা করা। আমার নাম কস্‌মো। আমি আপ্‌নার চাকর হয়ে থাক্‌বো। বাস্তবিক কে আমি,—কি আমি, কেহই কিছু জানতে পারবে না। আর একটী কথা বোলে রাখি।—রাত্রে যদি আপ্‌নি কোথাও বেড়াতে যান, আমাকে না বোলে যাবেন না। আমি আপ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে যাব;—তফাতে তফাতে থাক্‌ব;—একটু কিছু সন্দেহ হোলেই চক্ষের নিমেষে নিকটে গিয়ে হাজির হব।"

আমি বোল্লেম, "তোমার পরামর্শমতই আমি চোল্‌বো। আমার যা কিছু উপকার তুমি কোর্‌বে, তার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে আমি কৃপণ হব না।"

কস্‌মো সেলাম কোল্লে;—ধীরে ধীরে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "যে কাজের জন্য আমি এসেছি, সেইটী আমার আসল কাজ। সে কাজও বাজাবো, আপ্‌নার কাছেও থাক্‌বো; দুইই আমি পারি। সকল দেশেই প্রবাদ আছে, এক ঢিলে দুই পাখী মারা। আমিও বাস্তবিক তাই পারি। আর একটী কথা,—শুনে হয় ত আপ্‌নি বিস্মিত হবেন, আপ্‌নার দ্বারা আমার অভীষ্ট কার্য্যেরও সাহায্য হোতে পার্‌বে।"

"সত্য?—কি রকম সাহায্য?"

"মাপ করুন্, এখন আমি সে কথা বোল্‌বো না। আপ্‌নি ছেলেমানুষ;—আপনার—"

"তবে কি তুমি মনে কোচ্চো, আমি নির্ব্বোধ?—আমি কি অসাবধান?"—মনে মনে অপমান বোধ কোরে, কিঞ্চিৎ রুক্ষ বাক্যে কস্‌মোকে আমি এই কথা বোল্লেম। অপমান-বোধে একটু যেন ক্রোধের সঞ্চারও হলো।

সসম্ভ্রমে বিনম্রস্বরে কস্‌মো উত্তর কোল্লে, "তা নয়;—তা মনে কোর্‌বেন না। আপ্‌নাকে অপমান কর্‌বার মৎলব আমার নয়। যখন আপ্‌নি ভাল কোরে আমাকে জান্‌তে পার্‌বেন, তখন বুঝ্‌বেন, বহু দিনের বহু দর্শনে আমি বিলক্ষণ হুঁসিয়ারী শিক্ষা কোরেছি। কিন্তু মাপ কোর্‌বেন, অসময়ে দেখা কোরেছি। আপ্‌নি বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন, হঠাৎ এসে বাধা দিয়েছি। চলুন, আমিও আপ্‌নার সঙ্গে যাব। এ সহরের অনেক জায়গা আমি দেখেছি। আপ্‌নি যে যে জায়গা দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন, সব আমি দেখাতে পার্‌বো। কাল থেকে

আকাশে মেঘ কোরে রয়েছে; বোধ হয় বৃষ্টি হবে। আপনার ওভারকোট আর ছাতাটী আমি নিয়ে যাচ্ছি।—চলুন।"

দেখ্‌লেম, কস্‌মো একজন বিচক্ষণ লোক।—বিলক্ষণ হুঁসিয়ার,—বিলক্ষণ চতুর, কাজ কর্ম্মে দূরদর্শী। যা কিছু বলে, যা কিছু করে, এক একটা উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। যেটা ধরে, সিদ্ধ না কোরে শীঘ্র নিরস্ত হয় না। কেবল সরলপ্রকৃতি দেখেই আমি ঐরূপ বিবেচনা কোল্লেম, তাও না, বুঝ্‌লেম, তীক্ষ্ণবুদ্ধিও আছে,—ক্ষমতাও আছে।

হোটেল থেকে আমি বেরুলেম। আমার জামা আর ছাতা নিয়ে, কস্‌মো সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো। প্রথমত সরকারী বাড়ীগুলি দেখা হলো। সেই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু তিন ঘণ্টা অতীত হয়ে গেল। বন্দরের নিকটবর্ত্তী হোলেম। বন্দরের নিকটেই কাপ্তেন নোটারাসের সরাই। কাল এসে দেখে যাব বোলে এসেছি, সেই কথাটা তখন স্মরণ হলো। একবার ইচ্ছা হলো দেখে যাই;—তখনই আবার ভাব্‌লেম, কেনারিস যদি ওখানে থাকেন? এ সময় দেখা কোত্তে যাওয়াটা নির্ব্বোধের কাজ হবে। আপাতত কেনারিসের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ করা নিষেধ।

কাছে এসে টুপী ছুঁয়ে,—চাকর যেন মনিবের কাছে সম্ভ্রম দেখায়, সেইরূপ সম্ভ্রম দেখিয়ে, কস্‌মো হঠাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপনি ভাবছেন কি? যা ভাবছেন, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কাপ্তেন নোটারাস্‌কে দেখ্‌তে যাবেন কি না, তাই আপ্‌নি ভাব্‌ছেন।"

কস্‌মো আমার মনের কথা কেমন কোরে বুঝ্‌তে পাল্লে? চমকিত হয়ে বোল্লেম, "ঠিক তাই,—ঠিক ধোরেছ। তুমি কেমন কোরে জান্‌লে?"

"আমি শুনেছি। সিগ্‌নর পর্টিসি একথা শুনেছেন। কাল রাত্রে আপ্‌নিই বলুন কিম্বা কেনারিসই বলুন, তিনি এ কথা শুনেছেন। গত রাত্রে আরও পাঁচ কথার সঙ্গে তিনি এ কথা আমাকে বোলেছেন।—তা যান না,—তাতে আর দোষ কি?"

"তবে যাই। তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও, শীঘ্রই আমি ফিরে আসছি।"—সরাইখানার দিকে ফিরেছি, হঠাৎ কস্‌মো আমার হাত ধোল্লে। বোধ হলো যেন দাঁড়াতে বোল্লে। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আবার কি?"

কস্‌মো বোল্লে, "রোগী দেখ্‌তে যাচ্ছেন, কিছু বোলে আস্‌বেন।—একটা ফুলের তোড়া, কিছু কিছু সুপক্ক ফল,—দুই একটা মোরব্বা,—কিম্বা কিছু কিছু মাংস, কাপ্তেনকে আপনি পাঠিয়ে দিবেন, এ কথাটী বোলে আস্‌বেন। সরাইখানায় ওসব জিনিস পাওয়া যায় না। আপনার হোটেলে অনায়াসেই সংগ্রহ হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ওসব কেন? ওসব কথা আমি কেন বোল্‌বো?"

"রোগী দেখ্‌তে গেলে ওসব দিতে হয়।"—এইরূপ উত্তর দিয়ে, কস্‌মো যেভাবে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো, স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম, বিশেষ কোন মৎলব আছে। উত্তর কোল্লেম, "আচ্ছা, তবে তাই;—যা তুমি বোল্‌ছো, তাই হবে।" কস্‌মো আর কিছু বোল্লে না। আমি সরাইখানায় প্রবেশ কোল্লেম।

যে ঘরে কাপ্তেন নোটারাস, সেই ঘরে উপস্থিত হবামাত্র, কাপ্তেন আমারে সম্ভবমত অভ্যর্থনা কোল্লে। সচরাচর নাবিকলোকের যতটুকু ভদ্রতা থাকা সম্ভব, তার মুখে তখন আমি সেইরূপ ভদ্রতার চিহ্ন দেখ্‌লেম। মুখখানা স্বভাবতই কদাকার,—দেখ্‌লেই ঘৃণা হয়, রাগ হয়,—ভয় হয়। তাতে আবার ক্ষৌরী হয় নাই, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কোচ্চে, মুখের চেহারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা আমি মনে কোল্লেম না। রুগ্নশয্যাশায়ী, অবশ্যই সহানুভূতি জানালেম। কাপ্তেন নোটারাস অনেক আপ্‌সোষ কোত্তে লাগ্‌লো। কখনও ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নাই,—পাগলামী কোরে কেন ঘোড়ায় চোড়েছিল, তাতেই এই বিপদ ঘোট্‌লো, এই সব কথা বোলে বিস্তর দুঃখ প্রকাশ কোল্লে। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডাক্তারেরা কি বোলে গেলেন?" শীঘ্র শীঘ্র জাহাজ খুলে চোলে যাবার ইচ্ছা ছিল, বাধা পোড়ে গেল, বিকৃতবদনে নোটারাস এই কথা বোল্লে।

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যতদিন তুমি আরাম না হও, জাহাজখানি ততদিন কি বন্দরে থাক্‌বে? অথবা তোমারে ফেলেই চোলে যাবে?"

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, নোটারাস বোল্লে, "কাজের গতিকে কি দাঁড়াবে, কে বোল্‌তে পারে?—যেমন দাঁড়ায়, তাই হবে।"

সেই ঘরের জানালা দিয়ে সমস্ত বন্দরটী বেশ দেখা যায়। জানালার কাছে অগ্রসর হয়ে আমি কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোন্ জাহাজখানি তোমার?"

"বরাবর চক্ষু চালাও!—যত জাহাজ বন্দরে আছে, সব দেখ;—কোন্‌খানি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, বেছে লও;—রং দেখে বিচার কোরো না,—কতকগুলো জাহাজে নানারকম চিত্র-বিচিত্র দেখে ভুলে যেয়ো না;—ভাল কোরে দেখ, কোন্‌খানি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর,—কোন্‌খানি তীরের মত জলের উপর দিয়ে——"

"তবে আমি চিনেছি। ঐ ছোট জাহাজখানিই তোমার।—তলা কালো,—হেলা মাস্তুল, কাল আমি ঐখানি দেখে বিস্তর তারিফ কোচ্ছিলেম। সেখানে"——বোল্‌ছিলেম যেন, সিগ্‌নর পর্টিসির গাড়ীবারাণ্ডা থেকে দেখেছি;—স্মরণ হলো, জজের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে, কাহাকেও সে কথা বলা হবে না। কোথা থেকে দেখেছি, সে কথা বোল্লেম না। কেনারিস্‌কেও সিগ্‌নর পর্টিসি বোলে দিয়েছেন, আমার মুখে সিগ্‌নর পর্টিসির নাম জনপ্রাণীও যেন না শুনে; যেখানে আমার নাম হবে, সে সঙ্গে সেখানে তাঁর নাম যেন না উঠে। সুতরাং সাবধান হোলেম।

নোটারাস বোল্লে, "যে জাহাজখানির তুমি প্রশংসা কোচ্চো, সেই জাহাজেরই কাপ্তেন আমি।—কেমন, অতি চমৎকার জাহাজ নয়? সব জাহাজের চেয়ে চমৎকার নয়? ঠিক যেন একটী পাখীর মত জলের উপর ভাস্‌ছে না?"

"হাঁ, অতি সুন্দর জাহাজ। অমন সুন্দর জাহাজের কাপ্তেন তুমি, অবশ্যই তুমি ভাগ্যবান। তা আচ্ছা, তোমরা কি কৃষ্ণসাগরেই বাণিজ্য কর?"

"হাঁ, কখন কখনও ইতালীর বন্দরেও আসি। সেই জন্যই এখানে এসেছি।"

"আচ্ছা, সিগ্‌নর কেনারিস কি আজ তোমাকে দেখ্‌তে এসেছিলেন ? আমি বুঝেছি, তিনি তোমার স্বদেশী। কার কথা বোল্‌ছি, বুঝেছ ?—কাল যিনি আমার সঙ্গে—"

"ওঃ! তাঁর নাম কেনারিস ? সত্য না কি ? বোধ হয় তিনি সেই—"

"হাঁ,—সেই সুবিখ্যাত পোতাধ্যক্ষ কেনারিসের ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি।"

"না, তিনি এখনও আসেন নাই। বোধ হয় এখনি আস্‌বেন। হায় হায়! তেমন সুন্দর জাহাজ ছেড়ে, গ্রহদোষে আমি এই কদর্য্যস্থানে পোড়ে রয়েছি! হায় হায়!"

কস্‌মোর কথা তখন আমার মনে পোড়্‌লো। কাপ্তেনকে আমি কিছু ফলফুল উপহার দিতে চাইলেম। কাপ্তেন যেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হলো।

অবকাশমতে দেখা কোরবো বোলে, তখন আমি বিদায় হোলেম। কস্‌মো যেখানে অপেক্ষা কোচ্ছিল, সেইখানে এসে জুট্‌লেম। কস্‌মো জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কাপ্তেনকে কেমন দেখ্‌লেন ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "কাল সবে পোড়ে গিয়েছে, আরাম হবার অনেক বিলম্ব। বিশেষত লোকটা কিছু অস্থির।—ভারী অধৈর্য্য হয়েছে। তাতেই বোধ হয়, আরও দেরী হবে। দেখ, কেমন সুন্দর জাহাজ;—ঐ জাহাজের কাপ্তেন ঐ নোটারাস।"

চেয়ে দেখ্‌তে হয়, ঠিক যেন সেই ভাবেই উদাসনয়নে কস্‌মো সেই জাহাজখানির প্রতি একবার কটাক্ষপাত কোল্লে। সঙ্গে সঙ্গেই আমারে বোল্লে, "আমি যা বোলে দিয়েছিলেম, তা বোলেছেন কি ?"

"হাঁ, কিন্তু কেমন এক রকম অভদ্রতা কোরে কাপ্তেনটা—"

"ও কথা মনে কোত্তে নাই।"—বাধা দিয়ে কস্‌মো বোল্লে, "ও কথা মনে কোত্তে নাই। ওরা সব মূর্খ,—অসভ্য। বাইরে যা দেখায়, সেটা ওদের মনোগত নয়। লোকে ওদের প্রতি সদয় ব্যবহার কোল্লে, তা ওরা বুঝ্‌তে পারে। তাই ত! আপনি যে একদৃষ্টে জাহাজখানার দিকে চেয়ে রয়েছেন। এতই কি মনে ধোরেছে ?"

"নাবিকের চক্ষে কেমন দেখায়, তা আমি জানি না, তথাপি আমি যেন দেখ্‌ছি, অতি সুন্দর,—অতি চমৎকার আদর্শতরণী!"

"আপ্‌নি কি তবে ঐ জাহাজখানি ভাল কোরে দেখ্‌তে চান?—জাহাজের উপর উঠ্‌তে কি ইচ্ছা হয় ? এখন ত আমাদের যথেষ্ট অবকাশ, সন্ধ্যাকালে এক জায়গায় আমার যাবার দরকার আছে, কাপ্তেনকে যে ফলফুল দিবার কথা বোলেছি, সেইগুলি আন্‌তে হবে।" কস্‌মো তখন সিগ্‌নর পর্টিসির বাড়ীর কথাই উল্লেখ কোল্লে।

আমি বোল্লেম, "জাহাজে ওঠ্‌বার কথা তুমি বোল্‌ছো, ইচ্ছা আছে,—কৌতূহলও হোচ্চে, কিন্তু ওরা হয় ত যেতে দিবে না।"

"বোধ হয় দিতে পারে। কাপ্তেন আহত; যে লোক এখন কাপ্তেনের কাজ কোচ্চে, সে আপনাকে যেতে দিতে অস্বীকার কোর্‌বে, এমন ত বোধ হোচ্চে না। দেখা যাক্‌, চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

আমি কি বলি,সে কথা শোন্‌বার অপেক্ষা না কোরেই কস্‌মো একজন মাঝিকে ডাক্‌লে। জেটীর ধারে খানকতক বাহাত্তুরী কাষ্ঠের উপর শুয়ে পোড়ে, মাঝি তখন উপর দিকে পা ছুড়্‌ছিল;—পায়ে জুতা ছিল না, খালি পা। কস্‌মোর ডাক শুনেই ছুটে নৌকার কাছে গেল। আমরাও আস্তে আস্তে সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। নৌকায় উঠে বোস্‌লেম। মাঝি সন্ সন্ শব্দে নৌকা বাইতে আরম্ভ কোল্লে। যতই নিকটে যেতে লাগ্‌লেম, জাহাজখানি ততই সুন্দর দেখাতে লাগ্‌লো। ভাল জাহাজ কখনও আমি দেখি নাই, এমন কথা নয়, দুরাত্মা লানোভার যখন আমারে অজ্ঞান কোরে কুলিজাহাজে তুলে দেয়, তখনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। সে জাহাজখানাও খুব ভাল। সেখানার হাল,—পাল,—মাস্তল,—দড়া দড়ী, সমস্তই যেন আমি এখনো চক্ষের উপর দেখ্‌তে পাচ্ছি। তা হোক, এ জাহাজখানি তার চেয়েও ভাল। ক্রমশ দেখে দেখে মনে মনে বিস্তর তারিক কোত্তে লাগ্‌লেম।

আমাদের নৌকাখানা জাহাজের পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো। নীলবর্ণ জামাপরা, লাল টুপী মাথায়, একজন গ্রীকনাবিক জাহাজের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে, তার মাতৃভাষায় কি কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। ইতালিকভাষায় কস্‌মো তার উত্তর দিলে। নাবিকটা এক বার মাথা নাড়্‌লে। নৌকার উপরেই আমাদের একটু অপেক্ষা কোত্তে বোল্লে;—বোলেই সোরে গেল। সেই রকম পোসাকপরা আরও চার পাঁচ জন নাবিক নিস্তব্ধ হয়ে জাহাজের পাশ থেকে সচমকে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। লোকগুলি দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী। সেই দিকে দৃষ্টিপাত কোরে কস্‌মোকে আমি বোল্লেম, "আগে বুঝ্‌তে পারি নাই, এখন বুঝ্‌তে পাচ্চি, এ জাহাজে কামান থাকে। কামান বসাবার ছিদ্রগুলি যদিও এখন বন্ধ, কিন্তু স্পষ্ট স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্চে।"

এমনি উদাসভাবে অগ্রাহ্য কোরে কস্‌মো এই কথার উত্তর দিলে যে, সে প্রসঙ্গ তুল্‌তে আর আমার ইচ্ছা হলো না।

ক্ষণকালমধ্যে একজন চাঁলাক রকম আফিসার জাহাজের সিঁড়ির কাছে এসে, ইতালিক-ভাষায় কথা কইতে লাগ্‌লো। আমার দিকে চেয়ে কস্‌মো সেই সব কথার উত্তর দিলে। জাহাজ দেখ্‌তে আমার ইচ্ছা আছে, সেই কথা জানালে। আফিসর ইতস্ততঃ কোর্‌তে লাগ্‌লো। কস্‌মো তখন বোল্লে, কাপ্তেন নোটারাসের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, এইমাত্র তাকে আমি দেখে আস্‌ছি। এ কথা শুনেও সে ব্যক্তি হঠাৎ ভালমন্দ কিছুই বোল্লে না। আর একজন আফিসর সেই সময় নিকটে এসে উপস্থিত হলো, তার সঙ্গে কি পরামর্শ কোল্লে। শেষকালে কস্‌মোকে আবার কি জিজ্ঞাসা কোল্লে;—কস্‌মো নিজে কে, সেই পরিচয় জান্‌তে চাইলে। কস্‌মো বোল্লে, সে আমার চাকর। আরও খানিকক্ষণ কি বিবেচনা কোরে, আগেকার আফিসার লোকটা আমাদের ডেকের উপর উঠ্‌তে ইসারা কোরে জানালে। সিগ্‌নর পর্টিসির গাড়ীবারাণ্ডা থেকে দূরবীণ দিয়ে যখন আমি দেখি,—তীরে দাঁড়িয়ে ভাল কোরে যখন দেখি, তখন বোধ হয়েছিল, ছোট জাহাজ; কাছে গিয়ে দেখ্‌লেম, ছোট নয়, বিলক্ষণ সুপ্রশস্ত;—যেমন লম্বা, তেম্‌নি চওড়া।

ডেকের উপর আমরা উঠ্‌লেম। প্রথমেই মনে হয়েছিল, যুদ্ধজাহাজ;—সে অনুমান ঠিক। দেখ্‌লেম, জাহাজের উপর ছোট ছোট আটটা কামান রয়েছে। ছিদ্রপথ থেকে বাহির কোরে রেখেছে। ছিদ্রগুলি বন্ধ কোরে দিয়েছে। যুদ্ধজাহাজের গায়ে যেমন শাদা শাদা ডোরা থাকে, সেরকম দাগ কিছুই ছিল না, কিন্তু বাহির দিকে সমস্তই কালো। সেই জন্যই তফাৎ থেকে দেখ্‌লে যুদ্ধজাহাজ বোলে স্থির করা কঠিন। জাহাজে কোন প্রকার বাণিজ্যদ্রব্য ছিল না। কাপড়ের গাঁট,—গমের বস্তা,—অথবা মদের পিপে, কিছুই ছিল না। সচরাচর বাণিজ্য-জাহাজে নাবিকদের যেরূপ কলরব,—ছুটাছুটি,—হুড়াহুড়ি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে রকমের কোন চিহ্নই নাই। সকলেই নিস্তব্ধ,—সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যে লোকটী প্রথমে আমাদের সঙ্গে কথা কয়, পরিচয় পেলেম, সে ব্যক্তি কাপ্তেন নোটারাসের প্রতিনিধি। ডেকের উপর আমি উঠ্‌লে পর, সে বেশ শিষ্টাচারে আমারে অভিবাদন কোল্লে। কস্‌মো আমার সঙ্গে। লোকটী অভিবাদন কোল্লে বটে, কিন্তু জাহাজ দেখাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো না। যেখানকার মানুষ, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। কস্‌মো কিন্তু নাছোড়বান্দা। নূতন কাপ্তেনকে কস্‌মো আবার আরও কি কি কথা বোল্লে। তাই শুনে সে ব্যক্তি আমার দিকে ফিরে, বোলে উঠ্‌লো, "আঃ! আমি শুন্‌লেম, আপ্‌নি ফরাসীভাষা জানেন। তবে আর গোলমাল কি?—আপ্‌নার চাকর যদি আগে আমাকে সে কথা বোল্‌তো, তা হোলেই ঠিক হতো।"

ফরাসীতেই আমি উত্তর দিলেম, "হাঁ, আমি ফ্রেঞ্চকথা কইতে পারি। কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে বোধ হোচ্চে, জাহাজখানি আমারে দেখাতে তুমি কিছু সন্দেহ কোচ্চো। বোধ হয়, তোমাদের নিয়ম——"

সবটুকু না শুনেই নূতন কাপ্তেন বোল্লে, "আপ্‌নি ইংরাজ, আপ্‌নার চাকরের মুখে সে পরিচয় আমি পেয়েছি। দেশভ্রমণের সাধ কোরে ইটালীতে আপ্‌নি বেড়াতে এসেছেন। সত্য কি?"

এই প্রশ্ন কোরেই প্রশ্নকর্ত্তা আমার মুখের কথা শুন্‌বার জন্যেই যেন কুটিলনেত্রে—এক-দৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থাক্‌লো। আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, সত্য।"

"কাপ্তেন নোটারাসের সঙ্গে কি আপ্‌নার জানাশুনা আছে?"

"তোমার কাপ্তেনের সঙ্গে যখন আবার দেখা হবে, তারই মুখে শুন্‌তে পাবে, কাল যখন তিনি ঘোড়া থেকে পোড়ে যান, উইলমট নামে কোন ইংরাজ সেই সময় তাঁকে রক্ষা কর্‌বার চেষ্টা কোরেছিল কি না? তাঁকেই এ কথা জিজ্ঞাসা কোরো। এইমাত্র ঐ সরাইখানায় আমি তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।

"আচ্ছা, জাহাজ আপ্‌নি দেখ্‌বেন, তাঁর কাছ থেকে একটা হুকুমনামা লিখিয়ে আন্‌লেন না কেন?"

"তখন আমার এ অভিপ্রায় ছিল না। তা যা হোক, জাহাজ দেখাতে তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে,—তোমরা যদি কিছু অসুবিধা বিবেচনা কর, তা হোলে—"

"না—না, আর কিছু বোল্‌তে হবে না। আসল কথা আপ্‌নাকে আমি বলি। কথাটা কি জানেন, কাপ্তেন নোটারাসের মেজাজ বড় কড়া। অচেনা লোককে জাহাজে উঠ্‌তে দিতে তাঁর বারণ আছে। দিনকতককের জন্য আমি কাপ্তেন হয়েছি, এ কথা সত্য, কিন্তু আমাদের কাপ্তেনের স্বভাব—"

আমি দেখ্‌লেম, জাহাজে আমি উঠি, সে ব্যক্তির ইচ্ছাই ছিল না। ভাবগতিক দেখে মনের অভিমানে একটু রুক্ষস্বরে আমি বোল্লেম, "তবে কি আমাদের যেতে দিতে তুমি ভয় পাচ্চো ? তা যদি হয়, তবে বল, এখনই আমরা ফিরে যাচ্ছি।"

"না—না, তা কেন ? যা আমার বল্‌বার ছিল, তা আমি বোলেছি। প্রথমে যে অভদ্রতা কোরেছিলেম, তার জন্য ক্ষমা চাচ্চি। আসুন আপ্‌নি ;—আমার সঙ্গে আসুন। সব আমি দেখাচ্চি।"

বাস্তবিক আগেকার অভদ্রতার দরুণ নূতন কাপ্তেন অত্যন্ত লজ্জিত হলো। তখন বেশ নরম হয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লো। আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। খানিকদূর যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবে কামানগুলোর দিকে একবার কটাক্ষপাত কোরে, নূতন কাপ্তেন প্রথমেই বোল্লে, "দেখুন, কাজে কাজেই জাহাজে আমাদের কামান রাখ্‌তে হয়। আমাদের দেশের কতকগুলো দুষ্টলোক আমাদের উপর বড়ই দৌরাত্ম্য করে। সমুদ্রপথে বিদেশীলোকের উপরেও—"

সন্দিগ্ধভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে কি তুমি বোম্বেটেদের কথা বোল্‌ছো ?"

"হাঁ মহাশয় ! বোম্বেটে। সচরাচর আমরা লিবণদ্বীপে বাণিজ্য করি। কৃষ্ণসাগরেও"—

সচকিতে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আমি ভাব্‌তেম, বোম্বেটের হাঙ্গামার কাল অতীত হয়ে গেছে ;—বোম্বেটে দমনের জন্য ফরাসী ইংরাজী মানোয়ার সদাসর্ব্বদাই ভূমধ্যসাগরে ভ্রমণ করে। কথাটা কি সত্য নয় ?"

"না মহাশয় ! আরও শুনুন। সেই সব বোম্বেটেরা টিউনিসের সুবাদারের প্রজা। সর্ব্বদাই তারা গ্রীকজাহাজ আক্রমণ করে। ঐ কাজ করবার জন্যই যেন সুবাদারের কাছে সনন্দ পেয়েছে, ঠিক সেই রকম জোর !'

"ওঃ ! তুমি আমারে অবাক্‌ কোরে দিলে। আমি ভেবেছিলেম, গ্রীক জাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখ্‌বার জন্য সুলতান অবশ্যই তাঁর সুবাদারকে বাধ্য কোরে রেখেছেন।"

"না মহাশয় ! তা নয়। তুর্কমানেরা কখনই আমাদের ছাড়্‌বে না ;—কখনই ক্ষমা কোর্‌বে না। তারা এখন স্বাধীন হয়েছে, আর আমাদের গ্রাহ্যও করে না। তা যাক্‌, থাক্‌ সে কথা, আপ্‌নি আসুন। কেবিন দেখ্‌বেন আসুন।"

আমরা নাম্‌তে লাগ্‌লেম। কেবিনের সিঁড়িগুলি দিব্য সুন্দর সুন্দর পরিষ্কার কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। ধারে ধারে অতি সুন্দর পিতলের রেল। কেবিনটীও পরিপাটীরূপে সাজানো। ভাল ভাল বেত্রাসন,—তার উপর মখ্‌মলমোড়া ছোট ছোট টুল,—টেবিল,—কার্পেট, পর্দ্দা, এই রকম নানাপ্রকার সাজগোজ। কি আশ্চর্য্য ! বাণিজ্যজাহাজে ভোগবিলাসের

এত সামগ্রী থাকে, তা আমি জান্তেম না। আর একটী ছোট কেবিনের দরজা খোলা ছিল, সেই দিকে নজর দিয়ে আমি দেখ্লেম, একখানি পরমসুন্দর কৌচের উপর চমৎকার শয্যা। কাপ্তেন আমারে বোস্তে বোল্লে, কৌচের উপর আমি বোস্লেম। কাপ্তেন তখন সঙ্কেত কোরে কস্মোকেও একখানি টুল দেখিয়ে দিলে। বিনা আহ্বানে প্রবেশ কোরেছে বোলে, কস্মো জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্লো। কাপ্তেন যেন একটু বিরক্ত হলো। প্রথমেই অভদ্রতা কোরেছে, সেই কথা মনে কোরে, তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা ঢাকা দিয়ে ফেল্লে;—একটু একটু সরাপ দিয়ে আমাদের আতিথ্য কোল্লে;—আপ্‌নিও খেলে,—আমারেও দিলে, টেবিলের উপর আর একটী গেলাস রেখে, কস্মোর দিকে ইঙ্গিত কোল্লে।

কেবিনের চারিধার আমি ভাল কোরে চেয়ে দেখ্তে লাগ্লেম। যত বড় জাহাজ, তাতে কোরে ঐ কেবিনটাই যে জাহাজের শেষ, তা ঠিক বোধ হলো না। পেছনদিকে চেয়ে দেখ্লেম, সেদিকেও একটা দরজা।

কাপ্তেন আমার মনের ভাব বুঝ্লে। ঈষৎ হেসে বোল্লে, "জাহাজের অর্দ্ধেকও আপনি এখনও দেখেন নাই।"—এই কথা বোলেই সেই প্রতিনিধি কাপ্তেন আসন থেকে উঠে, সেই পাশদরজা খুলে দিলে। অগ্রসর হলো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। দেখ্লেম, সেটা আরও বড় কেবিন;—আরও ভাল রকমে সাজানো। প্রকৃত প্রাচ্যবিলাসের যে রকম উপকরণ, সেই কেবিনে তার স্পষ্ট নিদর্শন দেখ্লেম। একটী ক্ষুদ্র টেবিলের উপর অনেকগুলি রূপার বাসন; কড়িকাষ্ঠে রূপার দীপাধার; পশ্চাদ্দিকে তিনটী ছোট ছোট গবাক্ষ। সে রকম গবাক্ষ রাখ্বার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বোধ হলো। সেইখানে দেখ্লেম, তিনটী ছোট ছোট পিত্তলের কামান। লম্বে দু ফিটের বেশী নয়, কিন্তু ছিদ্রমুখ বিলক্ষণ প্রশস্ত। দুই কেবিনের মধ্যস্থলে ডেকের উপর থেকে পালকাষ্ঠ নেমেছে। তারই চতুর্দ্দিকে অনেক প্রকার বন্দুক। সমস্তই পরিষ্কার, সমস্তই সুন্দর।

ঘরের শোভাপারিপাট্য দেখে দেখে কাপ্তেনকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এইটী বুঝি কাপ্তেনের কেবিন?"

"হাঁ, কাপ্তেনের কেবিন।"

তখন আমার আর একটী কথা মনে পোড়্লো। কাপ্তেন নোটারাস বোলেছিল, "তেমন সুন্দর জাহাজ ছেড়ে এই জঘন্য সরাইখানায় পোড়ে রয়েছি!"—কথাটা বাস্তবিক ঠিক। এমন সুন্দর থাক্বার স্থান যার, সে একটা কদর্য্যস্থানে থাকে, অবশ্যই আপসোষ হোতে পারে। এইরূপ আমি ভাব্লেম। কিন্তু কেন যে, কাপ্তেন নোটারাস আহত অবস্থায় এখানে না থেকে কদর্য্য সরাইখানায় রয়েছে, তার কারণ কিছু বুঝা গেল না;—তার মৎলব কিছু স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

এ কেবিনেও কস্মো আমাদের সঙ্গে এসেছিল। আমার যেমন কৌতূহল,—জিনিসপত্র দেখেদেখে আমি যেমন তারিফ কোচ্চি, কস্মোর মুখের ভাব সে রকম নয়। কস্মো যেন

কিছুই দেখ্‌ছে না,—কিছুই শুনছে না। কেবল এক জায়গায় স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে আছে; ভাবভঙ্গী যেন এক রকম ছাড়াছাড়া।

জাহাজের আর আর স্থান কাপ্তেন আমাদের দেখাতে লাগ্‌লো। আবার আমরা ডেকের উপর উঠ্‌লেম। যে দিকের ঘরে নাবিকেরা থাকে, সেই দিকে চোল্লেম। সে দিক্‌টীও দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আগে আমি জন পাঁচ ছয় নাবিককে ডেকের উপর দেখেছিলেম, ঘরের ভিতর কমবেশ কুড়ীজনকে দেখ্‌তে পেলেম। বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হলো। বাণিজ্যজাহাজে এত নাবিক কেন? কাপ্তেন যেন আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পাল্লে। তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, পূর্ব্বে আমি বোম্বেটের উৎপাতের কথা বোলেছি, সেইজন্যই এ জাহাজে বেশী লোকজন রাখ্‌তে হয়।"

নাবিকগুলিকে আমি কিছু মদ খেতে দিতে চাইলেম। কাপ্তেন একটু হেসে বোল্লে, "খুসী হয়ে দিতে চাচ্চেন, দিন, কিন্তু দরকার ছিল না।"—সর্দ্দার নাবিকের হাতে আমি একটী গিনি দিলেম। সে লোকটী হাত পেতে নিলে, কিন্তু কোন রকম সাড়াশব্দ কোল্লে না;—পেয়ে খুসী হলো, এমন লক্ষণও কিছুই দেখালে না। কাপ্তেনের সঙ্গে আমরা ফিরে চোল্লেম। যতক্ষণ দেখ্‌লেম,—যা কিছু দেখ্‌লেম, তাতে ত বাণিজ্যপোতের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মাল বুঝি সব তোমরা চালান দিয়েছ? নূতন মাল বোঝাই কর্‌বার বুঝি অপেক্ষা কোচ্চো?"

"হাঁ, দুই এক দিনের মধ্যেই সব ঠিক্‌ঠাক্ হবে। কিন্তু নোটারাস শয্যাগত, জাহাজ ছাড়্‌বার বোধ হয় বিলম্ব হয়ে পোড়্‌লো।"

এই রকম কথোপকথন কোত্তে কোত্তে আমরা জাহাজের মুখের কাছে এসে পোড়্‌লেম। যখন আসি, তখন একবার বক্রকটাক্ষে পশ্চাতে চেয়ে দেখি, দুজন গ্রীকনাবিক সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন আমারে দেখে ক্ষণকালমাত্র যেন মুখ বাঁকালে, দাঁত খিচুলে। ঠিক তাই কি না, ভাল কোরে জান্‌বার জন্য আবার আমি তাদের দিকে চাইলেম। চোখোচোখি হবামাত্র তৎক্ষণাৎ তারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আপ্‌না আপ্‌নি যেন ভাঁড়ামো কোচ্চে, সেই ভাব দেখালে।

নূতন কাপ্তেনকে ধন্যবাদ দিয়ে জাহাজ থেকে আমরা নাম্‌লেম। নৌকায় আরোহণ কোল্লেম, নৌকা ছেড়ে দিলে।

খানিকদূর গিয়ে কসমো আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "জাহাজখানি কেমন দেখ্‌লেন? গতিক কি রকম বোধ করেন?"

"নূতন কাপ্তেন যদি প্রথমে অভদ্রতা না দেখাতো,—শেষে যদিও মাপ চেয়েছে, তথাপি আগে যদি অভদ্রতা না কোত্তো, তা হোলে অনুপম আনন্দ অনুভব কোত্তেম।"

গম্ভীরবদনে একটু যেন নীরসকণ্ঠে কস্‌মো বোল্লে, "কামান আছে দেখেছেন?"

"হাঁ, দেখেছি। কিন্তু কাপ্তেন যে কথা বোল্লে, তা ত শুনেছ?"

"হাঁ, শুনেছি।"

সচকিতে কস্‌মোর মুখপানে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম। মুখ যেমন, তেম্‌নিই প্রশান্ত, কিন্তু কণ্ঠস্বরে কিছু বৈচিত্র্য অনুভূত হলো। মুখে কিছু বোল্লেম না। আবার জাহাজখানির দিকে আমি ফিরে চাইলেম। এক জোড়া বড় বড় প্রস্তরস্তম্ভের মধ্যস্থল দিয়ে জাহাজের শোভা দেখা যাচ্ছে। মনে কেমন এক রকম সন্দেহের উদয় হলো। সন্দেহটাকে পাকিয়ে তোল্‌বার ইচ্ছা হলো না। কেন না, যদি মিথ্যা হয়,—তাদের যদি অন্য কোন ভাল মৎলব থাকে, তা হোলে ত বিশ্রী সন্দেহটা বড়ই দোষের কথা। কস্‌মো আর কোন কথাই বোল্লে না। তীরের পোস্তায় এসে নৌকা লাগ্‌লো, ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে, নৌকার মাঝিকে বিদায় কোল্লেম,—আমরা তীরে নাম্‌লেম,—হোটেলে চোল্লেম।

ঊনচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

হোটেল।

মনে মনে সংশয়। সে সংশয় কস্‌মো কিছুই জান্‌তে পাল্লে না। তার নিজের মনে কি থাক্‌লো, তাও আমি জানি না। সন্ধ্যাকালে কস্‌মো একবার সিগ্‌নর পর্টিসির বাড়ীতে গেল;—কাপ্তেন নোটারাসকে ফলফুল উপহার দিবার কথা, সেই সব জিনিস নিয়ে এলো; হোটেল থেকে কিছু কিছু সুস্বাদু মাংস সংগ্রহ কোল্লে; সেইগুলি হাতে কোরে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। বোলে গেল, "এক ঘণ্টা পরে ফিরে আস্‌ছি। যতক্ষণ না আসি, ঘর থেকে আপনি বেরুবেন না।"—এই কথা বোলেই কস্‌মো বেরিয়ে গেল। ইঙ্গিতের ভঙ্গীতে আমি বুঝ্‌লেম, কস্‌মো যেন আমারে ঐ রকম হুকুম দিয়েই চোলে গেল। কস্‌মো কাজের লোক;—ঐ রকম হুকুম কর্‌বার তার অধিকার আছে;—সে আমার ভালর চেষ্টাই কোচ্চে, তাতে আবার সিগ্‌নর পর্টিসির সুপারিস। হোটেলের ভিতর নিজের ঘরেই আমি থাক্‌লেম। কিসে সময় কাটে?—একখানি পুস্তক খুলে পোড়্‌তে বোস্‌লেম। মন সে দিকে স্থির হবে কেন? দিনের বেলা যে যে ঘটনা হয়েছে,—সেখানে যা যা আমি কোরেছি, সর্ব্বক্ষণ মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। যে বিপদের বার্ত্তা পেয়ে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়েছি, সে চিন্তা ত আমার নিত্যসহচরী।

ক্রমাগত কত কথাই ভাব্‌ছি। হঠাৎ দরজার বাহিরে একটী পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ কোল্লে। আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। যে স্বর শুন্‌লেম, সেটী লর্ড এক্‌লেষ্টনের কণ্ঠস্বর।

প্রথমে মনে কোল্লেম, ছুটে গিয়ে লর্ডবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করি। তখনই তখনই আবার ভাব্‌লেম, কস্‌মো বারণ কোরে গিয়েছে। কস্‌মোর পরামর্শ না শুনে সে অবস্থায় হঠাৎ কোন কাজ করা আমার উচিত কি না? পূর্ব্বসংকল্প ত্যাগ কোল্লেম। ধীরে ধীরে আসন থেকে উঠ্‌লেম। আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটী একটু ফাঁক কোল্লেম;—এক

ইঞ্চিমাত্র ফাঁক। কথাগুলি স্পষ্ট শুনা যায়, সেই রকমে কাণ খাড়া কোরে থাক্‌লেম। লর্ড একলেষ্টন ঐ হোটেলেই বাসা কোত্তে ইচ্ছা করেন, কিম্বা কাহারও সঙ্গে দেখা কোত্তে এসেছেন, শীঘ্রই চো'লে যাবেন, সেইটুকু জানাই তখন আমার দরকার।

"হাঁ, ঐ ঘর হোলেই আমার বেশ হবে।"—এই কটী কথা আমার কর্ণগোচর হলো। স্পষ্ট বুঝ্‌লেম, লর্ড এক্‌লেষ্টন। তাঁর পত্নীও সেই কথায় সায় দিলেন। লর্ড এক্‌লেষ্টন আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "টমাস্‌! শীঘ্র যাও, এই ঘর হোলেই ঠিক হবে;—যাও, আমাদের সব জিনিসপত্র এইখানে আনো।"

লর্ড বাহাদুরের একজন সহচর ভৃত্যের নাম টমাস্‌। তারই প্রতি ঐ হুকুম। পদশব্দে বুঝ্‌লেম, একজন লোক তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চোলে গেল। লর্ড এক্‌লেষ্টন ইতালিক-ভাষায় আহারাদির আয়োজনের হুকুম দিলেন, একটু একটু ভাবার্থ আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। তার পর অন্য দিকের একটা ঘরের দরজা বন্ধ হলো, শব্দ পেলেম। আবার আমি আসনে বোস্‌লেম;—ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। যে হোটেলে আমি আছি, লর্ড এক্‌লেষ্টন সস্ত্রীক সেই হোটেলেই বাসা কোত্তে এলেন। এটা কি দৈবাতের কথা কিম্বা লর্ড এক্‌লেষ্টন আবার আমারে বিপদে ফেল্‌বার নূতন ষড়যন্ত্র কোচ্ছেন, সেই জন্যই খুঁজে খুঁজে এলেন, এই কথাই ঠিক?—কি যে ঠিক, কিছুই আমি বিবেচনা কোত্তে পাল্লেম না। দারুণ সংশয়ে মন অস্থির হোতে লাগ্‌লো। ঘড়ী দেখ্‌লেম। রাত্রি আটটা। আধ ঘণ্টা হলো, কস্‌মো বেরিয়েছে, কাপ্তেন নোটারাসের হোটেলে গেছে। একঘণ্টার জন্য গেছে। আর আধঘণ্টা পরেই ফিরে আস্‌তে পারে। বুঝ্‌লেম, কিন্তু ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। বহুকষ্টে আর আধ ঘণ্টা কাটালেম। কস্‌মো এলো না। অস্থিরচিত্তে কস্‌মোর মুখ চেয়ে চেয়ে আরও আধঘণ্টা অতিবাহিত কোল্লেম, কস্‌মো এলো না। আর আমি ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাল্লেম না, অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো। লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য আমার হৃদয়ে তখন জ্বলন্ত আগ্রহ। অস্থির হয়ে উঠ্‌লেম। ধাঁ কোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেম। হোটে-লের একজন চাকর এসে উপস্থিত। আমার নামের কার্ডখানি সেই চাকরের হাতে আমি দিলেম। বোলে দিলেম, শীঘ্র গিয়ে লর্ড এক্‌লেষ্টনকে দাও।"

চাকর চোলে গেল। ক্রমশই আমার উদ্বেগ বৃদ্ধি। মনের উদ্বেগে আমি যেন তখন ছট্‌ফট কোত্তে লাগ্‌লেম। হয় ত আমার আহ্বান হবে, এক একবার সেইটী মনে কোচ্চি, এক একবার মনে হোচ্চে, আহ্বানের অগ্রেই ছুটে গিয়ে দেখা করি। মুহুর্মুহু ভাব্‌ছি, হঠাৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত;—লর্ড এক্‌লেষ্টন আমার সম্মুখে।

সসম্ভ্রমে আসন থেকে আমি উঠে দাঁড়ালেম। সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা কোল্লেম। তিনি যেন আকস্মিক বিস্ময়ে বিস্তম্ভিত। যে অবস্থায় তখন আমি আছি, সেই সুখের অবস্থা দেখেই যেন তাঁর বিস্ময়। ফ্লোরেন্স্‌ নগরে যখন দেখা হয়েছিল, তখনকার যে অবস্থা, তার চেয়েও এখন, আমার উন্নত অবস্থা। ক্ষণকাল তিনি নীরবে আমার মুখপানেই চেয়ে থাক্‌লেন;—আমিও নীরব।

"তুমি কি আমাকে কিছু বোল্‌তে চাও জোসেফ ?"—চকিতমধ্যে আত্মসংযম কোরে, গম্ভীরবদনে বিকম্পিতস্বরে লর্ড এক্‌লেষ্টন বাহাদুর আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি আমাকে কিছু বোল্‌তে চাও জোসেফ ?"

"একটী কথা জিজ্ঞাসা ।"—মনের আবেগে আমারও কণ্ঠস্বর কাঁপ্‌লো । কম্পিতকণ্ঠে আমি উত্তর কোল্লেম, "একটী কথা জিজ্ঞাসা । কথাটী—কথাটী—"

"বল,—বল,—বোলে যাও । কি কথাটী তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কোত্তে চাও ?"

ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "বিস্তর কষ্ট আমি পেয়েছি,—বিস্তর নিগ্রহ ভোগ কোরেছি । আবার আমার ভয় হোচ্চে, আপ্‌নি না কি আবার আমারে সেই রকমে—"

"বার বার ঐ কথা !—যখনই দেখা হয়, তখনই ঐ কথা ! বার বার আমার দুর্নাম ! এখন আবার তুমি কিসের ভয় পাচ্চো ?"

"ঠিক্ আমি বোল্‌তে পাচ্চি না মি লর্ড ! কেবল এইটুকুমাত্র বোল্‌তে পারি, আমার মনের সেই সংশয় আবার নূতন হয়ে—"

"কেন ?—আবার এ রকম নূতন সন্দেহ কেন ?—ফ্লোরেন্সে আমি কি তোমায় বলি নাই, তোমার মাথার একগাছি চুলও আমি—"

"তা আপ্‌নি বোলেছেন মি লর্ড ! তাতে আমার বিশ্বাসও হয়েছিল । আপ্‌নার পত্নী সেই অঙ্গীকারে সায় দিয়েছিলেন, তাতেই আমার আরও অধিক বিশ্বাস ।"

"তবে ?—তবে আর এর উপর কথা কি ? ও কথার উপর তবে আবার তুমি কি চাও ? বল্ জোসেফ ! অমন কোচ্চো কেন ? সন্দেহ ছেড়ে দেও !—ভাল কোরে বল ! আমার উপর আবার তোমার সন্দেহ হোচ্চে কেন ? সেই লানোভার কি আবার—"

"হাঁ মি লর্ড ! সেই লানোভার ! সেই লানোভার আবার আমারে ফাঁদে ফেল্‌বার যোগাড়ে বেড়াচ্চে !"

আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে, বিস্ফারিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, লর্ডবাহাদুর বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "শোন জোসেফ ! ধর্ম্মত আমি বোলছি, আমার উপর তোমার যে সন্দেহ, সেটা সম্পূর্ণ অমূলক । কিছুই আমি জানি না । লানোভারের সঙ্গে ইতিমধ্যে একবার আমার দেখা হয়েছিল বটে,—সেটা আজ প্রায় তিনহপ্তার কথা, দৈবাৎ দেখা । লেগ্‌হরণ নগরে—"

বিস্ফারিতনয়নে আমিও লর্ডবাহাদুরের মুখপানে চেয়ে, তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সেখানে কি আমার কথা উঠে নাই ?"

লর্ডবাহাদুর আবার একটু কাঁপ্‌লেন । আবার যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন । মুখখানি একবার শাদা হয়ে গেল, তখনই আবার রাঙা হয়ে উঠ্‌লো । সেই ভাব দেখে আমার পূর্ব্ব-সংশয়টা আরও যেন সজীব হয়ে দাঁড়ালো । পুনর্ব্বার আত্মসংযম কোরে লর্ডবাহাদুর সরল ভাবে বোল্লেন, "হাঁ, তোমার কথা উঠেছিল । কিন্তু আমি শপথ কোরে বোল্‌তে পারি, আমার মুখ দিয়ে কোন মন্দকথা বাহির হয় নাই । লানোভারকে আমি কোন কুপরামর্শ দি নাই । লনোভারও কোন দুষ্টমৎলবের কথা বলে নাই ।"

মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা কোরে, বিষম আগ্রহে সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মি লর্ড! সত্যই কি সে লোকটা আমার মামা?"

"সে ত বারবার ঐ কথাই বলে!"

"সে ত বলে, কিন্তু আমার বুকের ভিতর কে যেন বোলে দেয়, সে আমার মামা নয়; সে আমার কেহই নয়! আরও আমার বুকের ভিতর কে যেন কথা কয়, আমি যে কে, কেন যে আমার এত বিপদ,—কেন যে আমার এমন দুরবস্থা, আপনি ইচ্ছা কোল্লে, সে সব কথা নিঃসংশয়ে আমারে বোলে দিতে পারেন।"

লর্ডবাহাদুর অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। একটীও কথা কইলেন না। হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে অবশেষে বোল্লেন, "কেন তুমি আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছো, তা কি সত্য কোরে তুমি আমাকে বোল্‌বে না?"

"লেগ্‌হরণে লানোভারের সঙ্গে আপ্‌নার কি কি কথা হয়েছিল, লানোভার কি বোলেছিল, তাও ত আপনি আমারে বোল্‌ছেন না?"

গর্ব্বিত ভাবে বুক ফুলিয়ে, দাঁড়িয়ে, লর্ড বাহাদুর একটু উগ্র স্বরে বোল্লেন, "তোমার কাছে আমাকে কাজের নিকাস দিতে হবে, তা আমি জান্‌তেম না; এখনও পর্য্যন্ত জানি না!"

"ঢের হয়েছে মি লর্ড! আপনি তবে চুপ কোরেই থাকুন! পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিরূপ ঘটনা স্মরণ কোরে, আপনার প্রতি আমার যেরূপ সন্দেহ দাঁড়াচ্চে, আপনার মুখে সত্যকথা না শুন্‌লে কিছুতেই সে সংশয় ভঞ্জন হবে না।—কিছুতেই আপনি আমারে নিবারণ কোত্তে পার্‌বেন না। যে দৈবশক্তির ছায়ায় এতদিন আমি আশ্রয় পেয়ে আস্‌ছি, এখনও আমি সেই শক্তিবলে রক্ষা পাব। সেই শক্তি এখনও আমার আশ্রয় হবে। আরও মনে করুন, ফ্লোরেন্স-নগরে আপনাকে আমি বোলে রেখেছি, লানোভার যদি ফের আমার সঙ্গে বজ্জাতি খেলে, তা হোলে নিশ্চয়ই আমি তারে পুলিসের হাতে——"

"লানোভার কোথায়?"—অকস্মাৎ ব্যগ্রভাবে লর্ডবাহাদুর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "লানোভার এখন কোথায়? সে যে এখন কি কোরে বেড়াচ্চে, যথার্থ বোল্‌ছি, তার কিছুই আমি জানি না। আমি যদি তাকে বারণ করি, তাতে যদি তোমার উপকার হয়, এমন তুমি বিবেচনা কর, তা হোলে অবশ্যই তা আমি কোর্‌বো।—হাঁ, ধর্ম্মত বোল্‌ছি, অবশ্যই কোর্‌বো। বল দেখি, সে এখন কোথায়? অবশ্যই তাকে আমি বারণ কোরে দিব। সে আর তোমার কেশস্পর্শও কোত্তে পার্‌বে না।"

বোল্‌তে যাচ্ছিলেম, আপনি নিজমুখেই কবুল কোল্লেন, লানোভারের উপর আপনার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব;—বলি বলি মনে কোরেছিলেম, কিন্তু দেখ্‌লেম, লর্ডবাহাদুরের ঐ সকল কথায় কিছুমাত্র কপটতা নাই। আমার প্রতি সদয় হয়ে, ভালকথা বোল্‌ছেন, রাগিয়ে দিবার দরকার নাই। এইটী বিবেচনা কোরে স্বধু কেবল এই কথাটী বোল্লেম, "লানোভার এখন কোথায়, তা আমি জানি না।"

একটু চিন্তা কোরে লর্ডবাহাদুর পুনর্ব্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "লানোভার কি জন্য আমার সঙ্গে লেগ্‌হরণে দেখা কোত্তে গিয়েছিল, বলি শুন। পথে দৈবাৎ দেখা হয়। তার পর আমার হোটেলে গিয়ে দেখা করে।—কিছু টাকা ধার চায়। তখন আমার সঙ্গে তত টাকা ছিল না,—রাত্রিও হয়েছিল, ব্যাঙ্ক থেকে এনে দিবার সুবিধা হলো না, কাল দিব বোল্লেম, লানোভার থাক্‌তে পাল্লে না। সে বোল্লে, বড় জরুরী দরকার, অবিলম্বে অন্যস্থানে যেতে হবে। কি যে দরকার, তা সে বোল্লে না। যাবার সময় বোলে গেল, অমুক জায়গায় পাঠিয়ে দিবেন। কি সে জায়গাটী ভাল,—ঠিক স্মরণ হোচ্ছে না;—হাঁ হাঁ, মনে হয়েছে,—ম্যাগ্‌লিয়ানো।"

"ম্যাগ্‌লিয়ানো?" সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ম্যাগ্‌লিয়ানো? হাঁ, সে নগর আমি বেশ জানি। তার পর কি হলো?"

"যে টাকা সে চায়, পরদিন ম্যাগ্‌লিয়ানো সহরে সেই টাকাগুলি আমি পাঠাই। এই পর্য্যন্তই আমি জানি।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, গম্ভীরবদনে লর্ডবাহাদুর আরও বোল্লেন, "এত কথা তোমার কাছে আমি কেন বোল্‌ছি জান? মিছামিছি আমার উপর না কি তুমি দোষ দিচ্ছো, সেটী তোমাকে ভাল কোরে বুঝিয়ে দিতে চাই। লানোভারের সঙ্গে এখন আমার আর কোন সংস্রবই নাই।"

যতক্ষণ তিনি কথা কইলেন, ততক্ষণ অনিমেষনয়নে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লেম। কোন রকম কপটতার চিহ্ন পেলেম না। নীরবে অনেকক্ষণ চিন্তা কোল্লেম। ম্যাগ্‌লিয়ানো সহরেই লানোভারের সঙ্গে দরচেষ্টারের দেখা। লানোভার সেইখানেই লর্ড একলেষ্টনের নাম কোরেছিল। সেটা কেবল ঐ টাকার কথাই হবে। সার্ মাথু হোসেল্‌-টাইনের বিরুদ্ধে লানোভার যে সকল কুচক্র সৃজন কোচ্চে, তিনি তার কিছুই না জান্‌তে পারেন। মুখেও বোল্‌ছেন, আমার উপর তাঁর রাগ নাই। টাকা ধার করা ছাড়া, লানোভারের আর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। ভেবেচিন্তে আমি স্থির কোল্লেম, কথাগুলি তবে সত্য হোতে পারে।

"এখন বুঝ্‌তে পাল্লে?"—আমার মুখপানে চেয়ে লর্ডবাহাদুর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখন সব বুঝ্‌তে পাল্লে? গতকথা মনে কোরে কেন আর আমার দুর্নাম দাও? বাস্তবিক বোল্‌ছি, কিছুই আমি জানি না। যাতে তোমার ভাল হয়, সেই ইচ্ছাই আমার।"

আরও কিছু তিনি বোল্‌তেন, মাঝখানে আমি উত্তর কোল্লেম, "যে সব কথা আপনি বোল্‌ছেন, সমস্ত কথাগুলিই সত্য বোলে বিশ্বাস করাই আমার ইচ্ছা।"

"আঃ! তবে তোমার ইচ্ছা হোচ্চে, আমাকে ভাল লোক বোলে ঠাওরাও!—তা আচ্ছা, তোমার এমন সুখের অবস্থা কেমন কোরে হলো? এমনি সুখে তুমি থাক, বাস্তবিক সেইটীই আমার ইচ্ছা। কি রকমে হলো?"

"দেখুন মি লর্ড। জগৎসংসারে আমি নির্ব্বান্ধব নই।"—সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়েই পর পর, কত কথাই যে আমি মনে কোল্লেম, তা আমার মনে মনেই থাক্‌লো। সংক্ষেপে

ম্রিয়মাণ হয়ে সহসা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মি লর্ড! আমার সত্য পরিচয় কি এজন্মে প্রকাশ হবে না? আমি যেন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, আপনিই সব জানেন,—আপনিই সব বোল্‌তে পারেন। কেন বলেন না?"

আবার লর্ড একলেষ্টনের মুখ ম্লান হয়ে গেল। আবার তাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। যেন কোনপ্রকার আকস্মিক আতঙ্কে, চঞ্চলনয়নে তিনি আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। মহাঝটিকার পর প্রকৃতির শান্তভাব ধারণ কোত্তে যত সময় লাগে, লর্ড একলেষ্টনের আত্মসংযমে তখন ততটুকু সময়ও লাগ্‌লো না।— ম্লানবদনে—ম্লাননয়নে,—কম্পিতস্বরে তিনি বোল্লেন, "দেখ উইলমট! বরাবর আমি তোমাকে বোলে আস্‌ছি, তুমি একটা ভয়ানক ভ্রমে পতিত হয়েছ,—কিছুতেই সে ভ্রম দূর হোচ্চে না;—থেকে থেকে যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছো!"

মুহূর্ত্তমধ্যেই আমি নিরাশাসাগরে ডুব্‌লেম। লর্ডবাহাদুর আমার হস্তধারণ কোরে পূর্ব্ববৎ কম্পিতস্বরে বোল্লেন, "তা যা হোক্‌ জোসেফ! তুমি সুখে থাক, সেটী আমার বাস্তবিক আন্তরিক ইচ্ছা।"

অস্পষ্টস্বরে আমি বোল্লেম, "আপনারে ধন্যবাদ। আপনি আমার মঙ্গলকামনা করেন, শুনে বড় সুখী হোলেম।"

হঠাৎ আর একটা কথা স্মরণ হলো। পাদ্‌রী হাউয়ার্ড আর সুন্দরী এদিথা কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

গম্ভীরস্বরে লর্ডবাহাদুর উত্তর কোল্লেন, "তাঁরা ভাল আছেন। তাঁদের দুজনের এখন সৌভাগ্যের অবস্থা।—বিষয়বিভবও যথেষ্ট।"

"সৌভাগ্যের অবস্থা?"—সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যাঁরে আমি তখন দুঃখিনী কুমারী এদিথা বোলে জান্‌তেম, তাঁর এখন সৌভাগ্যের অবস্থা?"

"হাঁ, দেল্‌ময়রপ্রাসাদ এখন তাঁদের। যখন আমি একলেষ্টন উপাধি পাই,—একলেষ্টনের বিষয়াধিকারী হই, তার অল্পদিন পরেই দেল্‌ময়রপ্রাসাদ আর দেল্‌ময়রের যাবতীয় সম্পত্তি, সমস্তই আমি তাঁদের সমর্পণ কোরেছি। আমার সহোদরের মৃত্যুর পর, এদিথাকে সুখী কর্‌বার ইচ্ছা আমার মনে বলবতী হয়। দেল্‌ময়রের সম্পত্তি দান কোরেই আমি নিশ্চিন্ত হই নাই, তাঁদের উপকারের জন্য নগদ টাকাও অনেক দান কোরেছি। এদিথা সুখী হোলে তুমি মনে মনে তুষ্ট হও, তা আমি জান্‌তেম, সেই জন্যই এত ঘরের কথা তোমার কাছে পরিচয় দিলেম।"

এই সব পরিচয় দিয়ে, লর্ডবাহাদুর অবশেষে আরও বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! তুমি যাতে সুখী হও, তাই আমার ইচ্ছা। যাতে তোমার অনিষ্ট হয়, সে ইচ্ছা আমার নয়। আবার আমি ধর্ম্মত বোল্‌ছি, তোমার মাথার একগাছি কেশেরও আমি অপকার কোর্‌বো না। তুমি আমার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা কোরেছ, সে কথা কি আমি ভুল্‌তে পারি?—যাঁর প্রাণরক্ষা কোরেছ, তিনিও কি তা ভুল্‌তে পারেন?"

এই কথার পর তিনি আর বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়ালেন না। সাগ্রহে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার চিন্তাতরঙ্গে ভাস্‌লেম। একটু পরেই কস্‌মো এসে উপস্থিত হলো।

কস্‌মোকে দেখেই তাড়াতাড়ি আমি বোল্লেম, "লর্ড একৃলেষ্টন এই হোটেলে আছেন; তিনি এখানে সস্ত্রীক এসেছেন।"

"তা আমি জানি। আমিও আপনাকে ঐ কথা বোল্‌তে যাচ্ছিলেম।"

"হাঁ, লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। লানোভারের কুচক্রে এখন যে তাঁর যোগাযোগ নাই, লানোভার কোথায়, তাও তিনি জানেন না। তাঁর কথাবার্ত্তার ভাবে সেটী আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি;—বিশ্বাস হয়েছে।"

কস্‌মো জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপনি কি ইচ্ছা কোরে তাঁর সঙ্গে দেখা কোরেছেন?"

"হাঁ, ইচ্ছা কোরেই। কথাটা জান্‌বার জন্যে আমি আর ধৈর্য্যধারণ কোত্তে—"

সবটুকু না শুনেই ধীরে ধীরে কস্‌মো বোল্লে, "আপনিই জানেন;—লর্ড এক্‌লেষ্টনের কথায় প্রত্যয় জন্মে কি না, আপনিই তা বুঝ্‌তে পারেন। কেন না, তাঁর কথা আমি কিছুই জানি না;—তাঁকে চিনিও না। আপনি যদি ভাল বুঝে থাকেন, তা হোলেই ভাল, ওটা হোচ্চে আপনার নিজের কাজ;—আমার নয়। এতে যদি কোন কুঘটনা——"

অধৈর্য্য হয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "শোন কসমো! তোমার পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ আমি কোর্‌বো না। তবে যদি এমন ঘটনা হয়, নিজে কিছু জান্‌তে পারি, এমন যদি কিছু সুবিধা পাই, কাজের গতিকে তা আমি জেনে রাখ্‌বো। তোমাকে না জানিয়ে কোন কাজে হাত দিব না। কাপ্তেন নোটারাসের সঙ্গে দেখা কোরেছ তুমি?"

"কোরেছি। আপনি যে সব উপহার তাকে পাঠিয়েছিলেন, সে জন্ম ধন্যবাদ দিয়েছে।"

"আমি তার জাহাজ দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, সে কথা কি সে জান্‌তে পেরেছে?"

"পেরেছে।"

"আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লে না?"

"জাহাজখানি আপনি কেমন দেখ্‌লেন, তাই জান্‌তে চাইলে। আমি বোলে এসেছি, আপনি ভারী সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

"কোন মন্দ মৎলবে আমরা যাই নাই, সে কথাও বোলেছ?"

"আবশ্যক বুঝি নাই।—দরকার কি? কাপ্তেন যখন নিজে সে কথা কিছু তুল্লে না, তখন আপনা হোতে গায়ে পোড়ে আমি বোল্‌তে যাব কেন?"

এই সব পরিচয় দিয়ে, কস্‌মো আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আবার আমি চিন্তায় নিমগ্ন। লানোভারের নূতন কুচক্রে লর্ড একৃলেষ্টনের যোগ নাই, তবে কি দয়্‌চেষ্টারের সঙ্গে যোগ থাকা সম্ভব?—না, তা ত কখনই হোতে পারে না। যখন আমি এন্ফিল্‌ডের রেজেষ্টীর ছেঁড়া পাতাখানা দিতে যাই, লর্ডবাহাদুর তখন দয়্‌চেষ্টারের উদ্দেশে "পাপিষ্ঠ নেমক্‌হারাম" বোলে ঘৃণা প্রকাশ কোরেছিলেন। এখন যে সেই তিনিই আবার সেই পাপিষ্ঠ

দর্‌চেষ্টারের কোন ষড়যন্ত্রের ভিতর থাক্‌বেন, এটা ত কিছুতেই বিশ্বাস্য নয়। কেবল লানোভারের টাকা ধার কর্‌বার কথাই ম্যাগ্নলিয়ানোর ভাঙাবাড়ীর কাছে বলাবলি হয়েছিল, সেই উপলক্ষেই লর্ড একলেষ্টনের নাম প্রকাশ;—তা ছাড়া আর কিছুই না। আরও কত দিনের কত কি ভয়ানক ভয়ানক কথা আমার মনে এলো, শয়নকাল পর্য্যন্ত কেবল সেই সব কথাই ভাব্‌লেম।

রাত্রি এগারোটা বাজ্‌বার অল্পই বাকী, এমন সময় আমি শয়ন কোল্লেম;—ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। আমার নিজের জন্মবৃত্তান্ত গাঢ় অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন। কখনও কি আমি সে তত্ত্ব জান্‌তে পার্‌বো না? মেঘমালা কি উড়ে যাবে না?—এ জন্মে কি আমি জনকজননীর স্নেহময় ক্রোড়ে সুখী হোতে পাব না? যতক্ষণ জেগে থাকি, ততক্ষণ ঐ সব ভাবনা ভাবি। নিশাকালে নিদ্রাবস্থায় সেই সব স্বপ্ন দেখি। হোটেলে শুয়ে আছি,—চক্ষে নিদ্রা এসেছে;—নিদ্রা যাচ্ছি। সহসা যেন স্বপ্নে বোধ হলো, সম্মুখে একটী নারীমূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি যেন আমার মুখের কাছে মুখ এনে, চুপি চুপি কি সব কথা বোল্‌ছেন;—স্নেহমাখা কথা। বোধ হলো যেন, তাঁর ঠোঁট দুখানি অল্পে অল্পে আমার মুখে ঠেক্‌লো।—অতি ধীরে ধীরে স্পর্শ। পাছে আমি জেগে উঠি, সেই জন্যই যেন সাবধান। আবার যেন বোধ হলো, এক ফোঁটা চক্ষের জল টপ কোরে আমার গালে পোড়্‌লো। নারীমূর্ত্তি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মুখের কাছে মুখ নীচু কোরে, সমভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন। তাঁর মুখখানি আমি দেখ্‌তে পেলেম না। অস্পষ্ট একটু ছায়া যেন মনে আছে, মুখখানি অতি সুন্দর। স্বপ্নের গতিকে এমন অনুমান প্রায়ই হয়ে থাকে। আবার যেন বোধ হলো, আমার মুখের উপর তিনি মুখ দিলেন;—সস্নেহে ঘন ঘন চুম্বন কোল্লেন। আগে বোলেছি, এক ফোঁটা চক্ষের জল,—না না,—এক ফোঁটা নয়, টপ্‌ টপ্‌ কোরে অনেক বার—অনেক বিন্দু অশ্রু আমার মুখের উপর পতিত হলো। ঘুমের ঘোরে আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম;—ধরি ধরি মনে কোরে হাত বাড়ালেম। কোথাও কিছু নাই! স্বপ্নবশে মনে হলো যেন, জননীর আদর,—জননীর স্নেহ;—কিন্তু হায় হায়! কোথায় আমার জননী? উল্লাসে আলিঙ্গন কোত্তে গেলেম, পেলেম না। হায় হায়! শূন্যগৃহে অন্ধকারে বাতাস আলিঙ্গন কোল্লেম! হতাশে ডুব্‌লেম! ঘরটী ঘোর অন্ধকার! অন্ধকারে বোধ হয়েছিল, মুহূর্ত্তমাত্র আমি যেন বসনের খস্‌ খস্‌ শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলেম;—ঘরের কপাট বন্ধ কর্‌বার শব্দও যেন আমার কাণে এসেছিল। স্বপ্নের কথা কিছুই বলা যায় না।

হতবুদ্ধি হয়ে ক্ষণকাল আমি শয্যার উপর বোসে থাক্‌লেম। একবার মনে কোল্লেম, ছুটে গিয়ে দরজার কাছে দেখে আসি, ব্যাপারখানা কি? বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে ছুটে গেলেম;—বাহিরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম। ঘোর অন্ধকার! সমস্তই নিস্তব্ধ! কেহ কোথাও নাই। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে ফেল্লেম।—তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখ্‌লেম। রাত্রি একটা। আবার বিছানায় এলেম। মন অতিশয় চঞ্চল। মনে মনে বোল্লেম, তবে কি এটা স্বপ্ন?—সমস্তই কি স্বপ্ন?

শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। মন যেন বোল্‌তে লাগ্‌লো, স্বপ্ন নয়, সত্য। হৃদয়-তন্ত্রে গুপ্তস্বর যেন বাজ্‌লো, সমস্তই সত্য। হায় হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! দিনের বেলা যে সব কথা চিন্তা করা যায়, নিশাকালে স্বপ্নে সেই সব কথা মনে আসে,—চিন্তার বস্তু সম্মুখে দাঁড়ায়, এ কথা কে না জানে? স্বপ্নকে সত্য বোলে বিশ্বাস করা, এ কথা শুনে কে না হাস্‌বে? সেটাও বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু তথাপি,—তথাপি সেই কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ—ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করা শব্দ, পুনঃপুন যেন সজাগ হয়ে মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। গালে হাত বুলিয়ে দেখ্‌লেম, ভিজে। তা দেখেও দারুণ সংশয় উপস্থিত।—না না,—আমি হয় ত নিজেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেঁদেছি;—আমারই চক্ষের জলে গণ্ডস্থল অভিষিক্ত! স্বপ্নের কুহক!

ও সকল স্বপ্নের কথায়,—মানসিক চিন্তার কথায়, পাঠককে এখানে আর আমি বেশী বিরক্ত কোর্‌বো না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে আবার আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। নিদ্রার আর কোন ব্যাঘাত হলো না। এক ঘুমেই রাত্রি প্রভাত। প্রভাতেও ঘন ঘন স্বপ্নের কথা মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। সমস্তই মিথ্যা বোলে মনে কোল্লেম। তার পর দেখ্‌লেম, রাত্রে আলো জ্বেলেছি, তার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। সেটা যদি না দেখ্‌তেম, তা হোলে আদৌ ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে উঠেছিলেম কি না, সেটা পর্য্যন্ত মনে কোত্তে পাত্তেম না।

চত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

সুন্দরী তরণী।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন বেলা আটটা। শয্যাত্যাগ কোরেই কাপড় ছেড়ে আমি সহরে বেড়াতে বেরুলেম। সে দিন রবিবার। চতুর্দ্দিকে ঠন্ ঠন্ শব্দে ভজনালয়ের ঘণ্টা বাজ্‌ছে। আমি বন্দরের দিকে চোল্লেম। কস্‌মো সঙ্গে নাই। বেড়াতে আসবো, সে কথাও তারে বলি নাই। বন্দরের পোস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সেই গ্রীকতরণীখানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেম, জাহাজের কাছ থেকে একখানা নৌকা ছাড়্‌লে। দু জন বলবান্ দাঁড়ী খুব জোরে দাঁড় বাইতে আরম্ভ কোল্লে। যে সরাইখানায় কাপ্তেন মোটারাস্ থাকে, সেই দিকে আসতে লাগলো। যতই নিকটবর্ত্তী হলো, ততই আমি সেই দাঁড়িদের নৈপুণ্য দেখে চমকিত হোতে লাগ্‌লেম। নৌকাখানা ধারের কাছে এলো। যে দুজন্ সহকারী কাপ্তেনকে জাহাজে আমি দেখে এসেছি, তাদের মধ্যে একজন হাল ধোরে বোসেছে। নৌকাখানা তীরে লাগ্‌লো। মাঝি আর চার জন নাবিক জেটীর উপর উঠ্‌লো;—উঠেই আমারে দেখ্‌তে পেলে। বোলেছি, ঐ মাঝি একজন সহকারী কাপ্তেন। শিষ্টাচারের খাতিরে তারে আমি সেলাম কোল্লেম। যে রকম বিরক্তভাবে সে আমারে

প্রত্যভিবাদন কোল্লে, বাস্তবিক তা দেখে আমার বিস্ময় জন্মালো। নাবিকেরাও যেভাবে আমার দিকে চাইলে, তাতেও স্পষ্ট বুঝা গেল, ঘৃণা আর অবিশ্বাস। আশ্চর্য্য! জাহাজ থেকে কাল যখন নেমে আসি, তখনও একজন পেছন দিকে মুখ ভেঙ্‌চেছিল, সে কথাটাও সেই সময় মনে পোড়লো।

বিস্মিত হোলেম। কেন এরা এমন করে? ওখানা কি তবে বাণিজ্যতরী নয়? নাবিকদের কি কোন কুমৎলব আছে? আমারে কি গোয়েন্দা মনে কোরেছে? নাবিকদের দিক থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়ে, আবার সেই জাহাজের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কোল্লেম। অনেকক্ষণ দেখে দেখে নানাসংশয় উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো। আবার সে দিক থেকে চক্ষু ফিরালেম। নাবিকেরা তীরে উঠেছে, কোথায় যায়, জান্‌বার ইচ্ছা হলো। যে হোটেলে কাপ্তেন নোটারাস, সেই হোটেলের ভিতরেই তারা প্রবেশ কোচ্চে দেখলেম। ফিরে আসি মনে কোচ্চি, আর একবার সেই জাহাজের দিকে চক্ষু পোড়্‌লো। হঠাৎ জাহাজের গায়ে একটা দাগ দেখ্‌তে পেলেম। ঢালা কৃষ্ণবর্ণ ছিল, হঠাৎ একটা নূতন ছিদ্র। কাল দেখে এসেছি, সমস্ত ছিদ্রমুখই বন্ধ, তখন দেখি, একটা মুখ খোলা।

ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেম না। মুখ ফিরিয়ে চোলে আস্‌বার উপক্রম কোচ্চি, হঠাৎ দূরে দেখি, বৃহৎ একখানা বজ্‌রা। সে বজ্‌রায় অনেক লোক। অন্যূন ত্রিশজন সৈনিক-পুরুষ, দশজন দাঁড়ীমাঝি। প্রভাতের সূর্য্যকিরণে সৈনিকদের বন্দুকের ডগা চক্‌মক্ চক্‌মক্ কোচ্চে। এ বজ্‌রা যায় কোথা? প্রথমে কিছু অনুমান কোত্তে পাল্লেম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। বজ্‌রা খুব ধীরে ধীরে আস্‌ছে। ইতিপূর্ব্বে যে ছোট নৌকাখানা এসেছে, তার দাঁড়ীমাঝি সাতজন। পাঁচজন নেমে গেছে, দুজন নৌকাতে আছে। তারাও দুজনে নৌকার উপর দাঁড়িয়ে উঠে, একদৃষ্টে সেই বজ্‌রার দিকে চেয়ে রইলো;—কোন্ দিকে যায়, দেখ্‌তে লাগ্‌লো। আবার আমি সেই সরাইখানার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। একখানা ডুলী আস্‌ছে। চারজন গ্রীকনাবিক সেই ডুলীখানা কাঁধে কোরে আন্‌ছে। সহকারী কাপ্তেন ডুলীর ধারে ধারে ধীরে ধীরে চোলে আস্‌ছে। কাপ্তেন নোটারাস্‌কে জাহাজে নিয়ে যাচ্চে; তৎক্ষণাৎ আমি সেটী অনুমান কোল্লেম। আরও খানিকক্ষণ সেই জেটীর উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। নোটারাস্ কেমন আছে, দেখে যাব, জিজ্ঞাসা কোরে যাব, সেইটীই আমার ইচ্ছা।

ডুলী এসে নিকটে পৌঁছিল। জেটীর উপর ডুলীখানা নামালে। ডুলীর ভিতর কাপ্তেন নোটারাস্। মুখখানা একেই ভয়ানক, তার উপর আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। ডুলীর নিকটে আমি উপস্থিত হবামাত্র, নাবিকেরা আমার দিকে বারবার ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষনিক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লো। যে ব্যক্তি হাল ধোরে ছিল, সে ব্যক্তির মুখে ভয়ানক ক্রোধের চিহ্ন, ভয়ানক ঘৃণা,—ভয়ানক আক্রোশ। কোন দিকেই আমার ভ্রূক্ষেপ নাই;—দেখেও যেন দেখ্‌ছি না। বেশ সুস্থিরভাবে নিকটবর্ত্তী হোলেম;—নম্রস্বরে কাপ্তেন নোটারাস্‌কে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এত শীঘ্র শীঘ্র তুমি সরাইখানা ছেড়ে যাচ্ছো?"

কেমন একরকম ভয়ানক হিংসার হাসি হেসে, কাপ্তেন বোলে উঠ্‌লো, "তুমি কি বোধ কর, অতি শীঘ্র ?"—আমারে ঐ কথা বোলেই, জাতিভাষায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নাবিকদের প্রতি নোটারাস কি হুকুম দিলে।

কিছু গর্ব্বিতবচনে আমি বোল্লেম, "দেখ্‌ছি, তোমরা আমারে অবিশ্বাস কোচ্ছো। এটা তোমাদের অত্যন্ত ভুল। কোন কু অভিপ্রায়ে তোমাদের জাহাজে আমি যাই নাই। কৌতুকবশে গিয়েছিলেম। তোমরা এমন বিরুদ্ধভাব ভাব্‌বে, এটা যদি জান্‌তেম, তা হোলে কখনই আমি যেতেম না।"

কাপ্তেন নোটারাস্ একটীও কথা বোল্লে না। আবার সেইরকম হিংসার হাসি হাস্‌লে। নাবিকদের ভাবভঙ্গি তখন আরও ভয়ানক। গতিকে বোধ হলো যেন, তারা আমারে টেনে হিঁচ্‌ড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে চায় ;—কিম্বা হয় ত হাত-পা বেঁধে জাহাজে তুলে নিয়ে যেতে চায় ! আমিও আর কোন কথা বোল্লেম না। ভোঁ ভোঁ কোরে চোলে যেতে লাগ্‌লেম। ডুলীখানার দিকে আর ফিরেও চাইলেম না। সঙ্গে যারা আছে, তাদের দিকেও আর মুখ ফিরালেম না। বন্দর মেরামতের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি পাথর পোড়ে ছিল, তারই আড়ালে আমি এসে পোড়্‌লেম। নাবিকেরাও আমারে দেখ্‌তে পেলে না, আমিও আর তাদের দেখ্‌তে পেলেম না। প্রস্তরস্তূপের অন্য ধার পর্য্যন্ত গিয়েছি, হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধোরে ডাক্‌লে।

ফিরে চেয়ে দেখি, কস্‌মো। ভাবে বোধ হলো, কস্‌মো এতক্ষণ ঐ পাথরের আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিল। নিকটে আমারে দেখেই বোলে উঠলো, "এ কি পাগলামী ? বারণ কোরেছি, একা বেরুবেন না, তথাপি—"

সবিস্ময়ে চকিতভাবে আমিও জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন ?—কেন ? হয়েছে কি ? কোন বিপদ ঘোটেছে না কি ?"

বেশ প্রশান্তভাবে—প্রশান্তস্বরে কস্‌মো উত্তর কোল্লে, "বিপদ ত চারদিক থেকেই আস্‌তে পারে। বিপদক্ষেত্রে বিপদের অসম্ভাবনা কি ?—ভিন্ন ভিন্ন মৎলবে ভিন্ন ভিন্ন লোকে আপনাকে বিপদগ্রস্ত কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে পারে।"

"তবে তুমি ল্যানোত্তারের দলের কথা বোল্‌ছো না ?"

"না, এখন আমি তাদের কথা বোল্‌ছি না।"

"তবে কি তুমি গ্রীকনাবিকদের কথা বোল্‌ছো ?"

"তাই।"

"কেমন কোরে জান্‌লে ?"

"কাল যখন আপনি জাহাজ দেখ্‌তে যান, তখন কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তা থাক্‌লে জাহাজে আপনাকে নিয়ে যেতেম না। আজকের গতিক বড় ভাল নয়।"

"কেন ভাল নয় ?"—কস্‌মোর বিজটিল কথার ভাবার্থ ভাল কোরে বুঝতে না পেরে, চমকিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আজকের গতিক কেন ভাল নয় ?"

"কাল যখন আপনি জাহাজে যান, গ্রীকেরা তখন ভেবেছিল, শুধু কেবল সখ কোরেই আপনি দেখ্‌তে গেছেন; কিন্তু আজ—আজ তারা ভেবে নিয়েছে, গোয়েন্দা!"

"গোয়েন্দা?—মনের ঘৃণায়—দারুণ অপমানে, সগর্ব্বে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কি! গোয়েন্দা?—হাঁ, আমারও তাই বোধ হয়। তুমি কি কোরে জান্‌লে?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, আর খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে, কস্‌মো জিজ্ঞাসা কোল্লে, জাহাজখানাকে এখন আপ্‌নি কি মনে কোচ্চেন?"

একটু চিন্তা কোরে আমি উত্তর কোল্লেম,"কালকের যে রকম ভাবগতিক দেখে এসেছি, আর এইমাত্র ঐ সকল লোকের যেরূপ সন্দিগ্ধভাব দেখ্‌লেম, তাতে কোরে বোধ হোচ্চে, জাহাজখানা হয় ত বোম্বেটেজাহাজ!"

সুস্থিরবদনে কস্‌মো বোল্লে, "আমি তা জানি।"

উঃ! বোম্বেটেজাহাজে আমি উঠেছিলেম! মনে কোরেই গাটা কেঁপে উঠ্‌লো। সক্রোধ সন্দিগ্ধবচনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আগে থাক্‌তেই কি তুমি এ কথা জান্‌তে?"

"সন্দেহ ছিল অনেক দিন;—নিশ্চয় জান্‌তে পেরেছি কাল।"

"হাঁ, এখন বুঝ্‌তে পাচ্চি। শুক্রবার রাত্রে যখন তুমি প্রথমে আমার কাছে এলে, তখন তুমি বোলেছিলে, আমার দ্বারা তোমার কিছু উপকার হবে। সেই উপকার বুঝি এই? তুমি আমার সঙ্গে যেতে পাবে, সেই জন্যই বুঝি আমারে জাহাজ দেখাবার লোভ দেখিয়েছিলে? কাপ্তেন নোটারাসকে ফলফুল দিবার অঙ্গীকার কোত্তে বলা,—নিজে সেইগুলি হাতে কোরে নিয়ে যাওয়া, এ সকল কাণ্ডও বুঝি——"

"হাঁ মহাশয়! যা আপনি বোল্‌ছেন, সমস্তই সত্য।"

পূর্ব্বকথাগুলি আমি রেগে রেগে বোলেছিলেম। মনের ঘৃণায় আমার বড় অনুতাপ উপস্থিত হয়েছিল; কিন্তু কস্‌মো আমার কথায় অপ্রতিভ হলো না। পরিষ্কার জবাব দিলে, জাহাজখানার স্বরূপ জান্‌বার জন্যই কৌশল কোরে সে আমারে জাহাজে তুলেছিল। বিরক্ত ভাব জানিয়ে আমি বোল্লেম, "এখন আর চারা কি? যা হবার তা ত হয়ে গেছে। উঃ! হোক্ তারা বোম্বেটে, কিন্তু এ রকম লুকাচুরি খেলা আমি বড়ই ঘৃণা করি। তা আচ্ছা, কিসে তারা সন্দেহ কোল্লে?"

কস্‌মো উত্তর কোল্লে, "আগাগোড়া ভেবে দেখুন না, প্রথমে ত জাহাজে উঠ্‌তে দিতেই আপত্তি। তা আপনি দেখেছেন। তার পর, গতরাত্রে কাপ্তেন নোটারাসের কাছে আমার উপহার নিয়ে যাওয়া—"

নোটারাস্‌কে তুমি যে সব কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলে, সেই সূত্র ধোরেই বুঝি আরও সে বুঝেছে?—যে সব লোকের কু-মৎলব থাকে,—যারা দুষ্টু লোক,—যারা দাগী লোক, অতি তুচ্ছ কথাতেও তাদের সন্দেহটা—"

"তার সন্দেহ কি? কিন্তু আমার কিছু দোষ গ্রহণ কোর্‌বেন না। আপনাকে উপলক্ষ না কোল্লে ত কাজটী আমার সিদ্ধ হতো না। একা ত আমি কিছুতেই যেতে পাত্তেম না।

আপনার যেরূপ প্রকৃতি, তাতে কোরে জেনেশুনে আপনি আমার সাহায্য কোত্তে যেতেন না। সেই জন্যই ঘোরফের কোরে, একটু কৌশল অবলম্বন করা। আমি ইটালীবাসী। যদি একা যেতেম, কখনই তারা আমাকে জাহাজে উঠ্‌তে দিত না। আপনি ইংরেজ, আমোদ কোরে দেশভ্রমণ কোচ্চেন, তাই শুনেই যেতে দিলে। আমি আপনার চাকর হয়ে গেছি, সেই খাতিরেই আমিও যেতে পেলেম। আরও ধরুন, দৈবাৎ নোটারাসের সঙ্গে আপনার জানাশুনা হয়, সেই সূত্রেই নোটারাসের সঙ্গে আমার দেখা কর্‌বার সুবিধা ঘটে। তা যা হোক্, এত শীঘ্র ওরা সন্দেহ কোরে ফেল্‌বে, তা আমি ভাবি নাই। সন্দেহ হয়েছে বোলেই নোটারাস এত শীঘ্র জাহাজে চোল্লো।"

যেখানে দাঁড়িয়ে এই সব কথা হয়, সেখানে আর পাথরের আড়াল ছিল না। সেখান থেকে আবার সেই জাহাজখানা আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছিলেম। খানিকক্ষণ জাহাজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে, কস্‌মোকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখন তুমি ঠাউরেছ কি? পুলিসে কি খবর দিয়েছ?"

"খবর দেওয়া বৃথা। দেখুন না, জাহাজখানা কেমন জায়গায় আছে। সব জাহাজের মাঝখানে নঙর কোরেছে। যদি গোলাগুলী চালানো যায়, অপরাপর জাহাজের বড় বড় মাস্তুলে আগুন লাগ্‌বে। বোম্বেটেরা জেনেছে, গোলাগুলী চালিয়ে এ অবস্থায় কেহ তাদের কিছু কোত্তে পার্‌বে না। গোলযোগ হোতে হোতেই পাল তুলে পালিয়ে যাবে। একটা-মাত্র নঙর। দেরী হবার সম্ভাবনা নাই। যদিও নঙর তোল্‌বার সময় না পায়, নঙরের বাঁধন খুলে দিয়েই জাহাজ ছেড়ে দেবে।"

আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ঐ যে বড় বজ্‌রাখানা আস্‌ছে, ওখানা কি? বজ্‌রাতে সব সৈন্য আছে। ওরা কি ঐ বোম্বেটেজাহাজখানাকে———"

"বোম্বেটেরা ও কথাকে উপহাসে উড়ায়। বজ্‌রা যদি শত্রুভাবে তাদের জাহাজের কাছে উপস্থিত হয়,—জাহাজের ডেকের উপর থেকে নাবিকেরা পাথর ফেলে, পাথর চাপা দিয়ে, বজ্‌রাখানাকে একেবারে অতলজলে তোলিয়ে দিবে!"

আর একটা কথা স্মরণ কোরে, হঠাৎ আমি বোল্লেম, "প্রায় এক ঘণ্টা হলো, জাহাজের একটা কামানছিদ্র খুলে রেখেছে।"

"হাঁ, তাও আমি দেখেছি। সঙ্কেত দেখাচ্চে। কাপ্তেন নোটারাসের নৌকাখানা আটক কর্‌বার অভিপ্রায়ে বজ্‌রার সৈনিকেরা যদি চেষ্টা করে, চক্ষের নিমেষে জাহাজের একটা গোলা ঐ বজ্‌রাকে ডুবিয়ে ফেল্‌বে। বজ্‌রার সেনাদের সে মৎলব নাই। বন্দী নিয়ে যাচ্চে। ঐ দেখুন না, বজ্‌রার মুখ অন্য দিকে ফিরেছে। কাপ্তেন নোটারাসের নৌকা নির্ব্বিঘ্নে জাহাজের দিকে যাচ্ছে। আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, আসুন, হোটেলে যাই। জাহাজের নাবিকেরা দূরবীণ দিয়ে ঘন ঘন আমাদের দেখ্‌ছে। আমরা যদি বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, আরও সন্দেহ বাড়্‌বে। মোরিয়া লোক ওরা, হয় ত ও নিগুলী কোর্‌বে।"

আমরা হোটেলের দিকে চোল্লেম। পথে যেতে যেতে কস্‌মো বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এ জাহাজখানা মাসকতক ধোরে ইটালীর সমুদ্রে সমুদ্রে ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্চে। কিছুদিন হলো, একখানা অষ্ট্রীয় রণতরী ঐ বোম্বেটেজাহাজকে———"

"যুদ্ধ হয়েছিল না কি ?"

"না, যুদ্ধ নয়। রণতরীতে একটা কামান ছোড়া হয়। বোম্বেটে জাহাজের কি কি দলীল-পত্র আছে, তাই দেখ্‌বার জন্য মানোয়ারের একজন কাপ্তেন যায়। কাগজপত্র ঠিকঠাক। তথাপি সেই কাপ্তেনের সন্দেহ জন্মে ;—সন্দেহ কেবল সন্দেহই থাকে। গ্রেপ্তার কর্‌বার কোন উপায় হয় না। কাল আপনি জাহাজেই শুনে এসেছেন যে, বোম্বেটেরা কখনো কখনো ভূমধ্যসাগরে দেখা দেয়।—সচরাচর লিবণদ্বীপেই বেড়ায়। গত দুই বৎসর কিছু বেশী বাড়াবাড়ী হয়েছে। রাতারাতিই লুটপাট করে। বোধ করুন, গ্রীস,—তুর্ক,—ফ্রান্স, ইংলণ্ড,—স্পেন, অথবা অন্য কোন রাজ্যের বাণিজ্যতরী লিবণদ্বীপে অথবা কোন নিকটবর্ত্তী বন্দরে প্রবেশ কোল্লেই, বোম্বেটেজাহাজ সঙ্গ লয়। বোম্বেটেজাহাজে সুন্দর সুন্দর রং দেওয়া থাকে। যদি তুর্কির বাণিজ্যজাহাজ হয়, বোম্বেটেজাহাজে গ্রীক রং লাগায়। গ্রীক-বাণিজ্যপোত হোলে বোম্বেটেজাহাজে তুর্ক-রং মাখায়।"

সচকিতে সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রং বদল করে কেন ?"

"শুনুন্ না বলি। ঘন ঘন রং বদল। বহুরূপী গিরগিটী যেমন দণ্ডে দণ্ডে নূতন নূতন বর্ণ দেখায়, ঐ রকম বোম্বেটেজাহাজেও ঠিক তাই। সময় লাগে না। দিনের বেলা দেখুন, অতি উত্তম চিত্রবিচিত্র শাদা ধপ্‌ধপে পাল, কেহই কিছু সন্দেহ কোত্তে পারে না ; যখন্ প্রয়োজন পড়ে, তখন রাতারাতি সব পরিষ্কার। একবার একখানা তুর্কজাহাজকে দেখ্‌তে পেয়ে গ্রীকবর্ণ ধারণ করে। তখন দিনমান। নিশাকালে আর একমূর্ত্তি ধোরে, সেই তুর্কজাহাজে ডাকাতী করে। কিছু দিন হলো, ঐ রকমে একখানা অষ্ট্রীয় জাহাজ লুঠ কোরেছে। দিনমানে এক ভাব, নিশাকালে ভাবান্তর। প্রায় দুই বৎসরকাল একখানা বোম্বেটেজাহাজ সাগরে সাগরে বেড়াচ্চে। কিছুতেই কেহ সেখানা গ্রেপ্তার কোত্তে পাচ্চে না। কাগজপত্র দেখ্‌তে চান, ঠিক দেখাবে। ডেকের উপর উঠ্‌তে চান, আপত্তি কোরবে না। কেবিনের ভিতর নিয়ে যেতে সর্ব্বদাই আপত্তি। স্পষ্ট সন্দেহ কিছুই নাই,—কেবিনের ভিতর যেতে দেওয়া না দেওয়া কাপ্তেন লোকের ইচ্ছাধীন, কেহই সে বিষয়ে জোর কোত্তে পারে না। জাহাজখানা গ্রীসদেশের একজন বিখ্যাত সওদাগরের, এই কথা বোলেই যেখানে সেখানে পার পেয়ে যাচ্চে ; ফলে কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, সহজে নির্ণয় হয়ে উঠ্‌ছে না। টাইবার নদীর তীরবর্ত্তী অষ্টিয়ানগরে ঐ জাহাজখানা ঝড়ে উড়ে পোড়েছিল। অষ্টিয়া পুলিসের পরামর্শেই আমি এই কাজে ব্রতী হয়েছি। প্রকাশ পেয়েছে, ঐ জাহাজের নাম এথেনী। অষ্ট্রীয় রণতরী টাইরল ঐ জাহাজের সন্ধানে আছে। দুই একবার তদন্তও কোরেছে। বিশেষ প্রমাণ না পেয়ে ধোত্তে পাচ্চে না। এথেনীর ভয়ে ভূমধ্যসাগরে অপরাপর বাণিজ্যতরী প্রায়ই বিপদাপন্ন। স্বরূপা এথেনী এইবার আমার হাতে পোড়েছে।

বড় বড় সওদাগরেরা চাঁদা কোরে পুরস্কার ঘোষণা কোরেছেন। আমার ত ধ্রুব বিশ্বাস, সে পুরস্কার আমারই হস্তগত। শুন্‌লেম, এথেনী এখন সিবিটাবেচিয়ায় এসেছে, সেই খবর পেয়েই আমি এখানে এসেছি। পুরস্কারের টাকায় চিরজীবন আমি সুখে কাটাতে পারবো, জীবনে আর আমাকে চাক্‌রী কোরে খেতে হবে না। এ নগরে আমি প্রায় একহপ্তা আছি;—সন্ধানে সন্ধানে আছি। আসল কাজ এ পর্য্যন্ত কিছুই হয়ে উঠে নাই। অবশেষে এখানকার প্রধান জজ সিগ্‌নর পর্টিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার সঙ্কল্প করি,—সাক্ষাৎ কোত্তে গিয়েওছিলেম। পরশু রাত্রে আপ্‌নারা যখন সে বাড়ী থেকে বিদায় হন, তারই একটু পরে আমি জজের সঙ্গে দেখা কোত্তে যাই।—পরামর্শ করি। সেই রাত্রে সিগ্‌নর পর্টিসি জান্‌তে পারেন, জাহাজখানার প্রতি কতদূর সন্দেহ। তাঁরই মুখে শুনি, নগরের পুলিস অকৃতকার্য্য। এথেনীর কাপ্তেন যে গ্রীক কারমের নাম করে, সেই কারমে বিশেষ সংবাদ না জেনে, জাহাজখানাকে আটক কোত্তে পুলিসের ক্ষমতা হোচ্চে না। আমাকে তিনি বিশেষ সাবধানে সতর্ক থাক্‌তে বোলে দিয়েছেন। সেই রাত্রে কথায় কথায় আপনার কথা উঠে। ছদ্মবেশে আমি আপনার কাছে চাক্‌রী কোত্তে রাজী হই। মনে মনে স্থির করি, যে সংকল্পে এসেছি, কাজের গতিকে যদি সুবিধা হয়, আপ্‌নাকে উপলক্ষ কোরে, সেই সংকল্প আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধ কোর্‌বো।"

কস্‌মোর মুখপানে চেয়ে আমি বোল্লেম, "তাই তুমি কোরেছ। আগে তোমার এ মৎলব জান্‌তে পাল্লে, হয় ত আমি জাহাজ দেখ্‌তে যেতেম না। তা যা হোক্, এতদিন কেবল সন্দেহে সন্দেহেই ঘূরে বেড়াচ্ছিলে, একবারমাত্র জাহাজের উপর উঠেই কি কোরে জান্‌লে, ওখানা বোম্বেটেজাহাজ?"

কস্‌মো উত্তর কোল্লে, "আর কি জান্‌তে বাকী থাকে? সাধারণ বাণিজ্যজাহাজে কি কাপ্তেনের কেবিন ও রকম রাজার মত কেহ সাজিয়ে রাখে? সাধারণ বাণিজ্যজাহাজের কাপ্তেন কি কখনো ও রকম ভাল ভাল সিংহাসন,—জড়াও কাজ করা বারকোস,—রূপার দীপদান,—সাঁচ্চা পোষাক,—ভাল ভাল রেশম,—দামী দামী মখ্‌মল,—রাশীকৃত রূপার বাসন রাখ্‌তে পারে? বাণিজ্যজাহাজে কি অত ঐশ্বর্য্য কেহ দেখায়?—সচরাচর বাণিজ্যজাহাজে কি অত সব নাবিক লোকজন থাকে?"

আমারও সংশয় জন্মিল। একটু চিন্তা কোরে বোল্লেম, "যতক্ষণ তুমি জাহাজে ছিলে, ততক্ষণ আমি দেখেছি, তুমি যেন কতই অন্যমনস্ক;—কিছুই যেন দেখছো না;—তবে তুমি একে একে সমস্তই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে——"

"সমস্তই!"—গম্ভীর ভাবে কস্‌মো উত্তর কোল্লে, "সমস্তই!—যেখানে যা আছে; সমস্তই আমি দেখেছি। বেশী কথা কি, নাবিকদের মদ খেতে যখন আপ্‌নি টাকা দিলেন, তখন তারা যে রকম তাচ্ছিল্য কোরে সেই বক্‌সিস গ্রহণ কোল্লে, তাও আমি দেখেছি। যাদের পকেটে সাঁচ্চা গোটার পাট্টা, তারা কি সামান্য বক্‌সিসের দিকে নজর রাখে? আরও শুনুন, আমরা যখন চোলে আসি, একটা লোক পেছন থেকে আপ্‌নার দিকে মুখ ভেঙ্‌চেছিল,

তা পর্য্যন্ত আমি দেখেছি। সমস্ত দেখে শুনে, সমস্ত সন্দেহ আরও দূর হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় বুঝেছি, ওখানা বোম্বেটেজাহাজ।"

"তবে সেই জন্যই বুঝি একটা ছল কোরে কাপ্তেন নোটারাসের কাছে সেই সব—"

"সেই সব ফলফুলের কথা বোল্‌ছেন?—ঠিক তাই!' উপহারসামগ্রী নিয়ে গেলেম কেন, কাপ্তেনের কাছে দুদণ্ড বোস্‌তে পাব;—পাঁচটা কথা কইতে পার্‌বো। বিদেশী আমি, সকলের কাছেই অচেনা, বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসাও কোচ্চি না, কোন প্রকার কুমৎলবও দেখাচ্চি না, এইটী বুঝে, কাপ্তেন আমার কাছে অনেক কথা বোল্‌তে পারে, সেই কারণেই ঐ ছল। এথেনী আমরা দেখে এসেছি, নোটারাস সে কথা শুনেছে। দেখ্‌লেম, বিলক্ষণ সন্দিগ্ধ ভাব। তার সন্দেহ দেখেই আরও আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। আর কোথায় যায়? এথেনী আমি ধোরেছি। কিছুতেই আর পালাতে পার্‌চে না।"

"আর একটী কথা আমার জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে। এখন তুমি জান্‌তে পেরেছ, ভূমধ্যসাগরের বোম্বেটে জাহাজ আর ঐ এথেনী জাহাজ দুইই এক;—বেশ কথা;—এখন কথা হোচ্চে, কিরূপে গ্রেপ্তার কোত্তে চাও?"

"গ্রেপ্তার কর্‌বার উপায় কোরেছি। ফলফুল আন্‌বার জন্য যখন আমি সিগ্‌নর পর্টিসির বাড়ীতে যাই, তাঁকে তখন সব কথা খুলে বোলেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ দূরবর্ত্তী সমস্ত বন্দরে লোক পাঠিয়েছেন। অষ্ট্রীয় রণতরী টাইরল, এখন কোন্ বন্দরে আছে, অবিলম্বে সেই সন্ধান জানা হবে। টাইরল অবিলম্বেই এখানে এসে পৌঁছিবে। এত সব ঘরের খবর আপনার কাছে বোল্‌ছি, তার কারণ আছে। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার কোরেছেন। আপনি আমার সঙ্গে না থাক্‌লে, কখনই আমি এথেনীতে আরোহণ কোত্তে পাত্তেম না। এখন আমার মিনতি এই, যতদিন প্রকাশ কর্‌বার সময় না আসে, ততদিন এ কথাটী আপনি ধর্ম্মত গোপন রাখবেন। আপনার জন্য আমি কি কোর্‌বো, সে কথাও বোল্‌ছি। প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, যতদিন আপনার বিপক্ষপক্ষকে কাবু কোত্তে না পারি, ততদিন আমি আপনাকে পরিত্যাগ কোরে যাব না।"

কথাগুলির নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম কোরে আমি বোল্লেম, "গোপন রাখবার কথা কি আমারে শিখিয়ে দিতে হবে? অবশ্যই আমি গোপন রাখ্‌বো। আগে তোমার মৎলব না জেনে তোমার সঙ্গে আমি জাহাজে গিয়েছিলেম, তাতেই তোমার উপকার হয়েছে, দুরন্ত বোম্বেটে জাহাজ ধরা পোড়্‌বে, ভালই হয়েছে। কুকার্য্য কোরেছি বোলে এখন আর আমার আক্ষেপ হোচ্চে না। কিন্তু এখন তুমি ঠাওরাচ্চো কি? কাপ্তেন নোটারাস শয্যা থেকে উঠ্‌তে পারে না; তেমন অবস্থাতেও তাড়াতাড়ি সরাই ছেড়ে জাহাজে চোলে গেল। মৎলবটা কি বুঝেছ ত? আমার বোধ হয়, তাড়াতাড়ি নঙর তুলে পালাবে।"

"তাও কি বড় সোজা কথা? টাইরল বিলক্ষণ দ্রুতগামী রণতরী। পালভরে যেন উড়ে যায়। এটা ত ছোট সমুদ্র।—কতই বা ওসার? এখানে যে একখানা জাহাজ অম্‌নি অম্‌নি ভোগা দিয়ে পালাবে, এমন কি কখনও সম্ভব হোতে পারে? সুপ্রশস্ত আটলাণ্টিক, অথবা

সুবিস্তার প্রশান্তমহাসাগরের বিশাল বক্ষেও অনায়াসে পালাতে পারে না, মনে কোল্লেই কি এখান থেকে পালাতে পারে ?—কখনই না, কখনই না !—এথেনীকে আমি ধোরেছি ! পুরস্কারের টাকা আমারই। কিন্তু দেখুন, দেখুন, এথেনী এখনও নির্ভয়ে সুস্থির। বিষমাখানো, লোকভুলানো রূপ দেখিয়ে, সুন্দরী এথেনী এখনও এই জলের উপর পাখীর মত ভাস্‌ছে ;—পালদণ্ডের কাছে একজনও লোক নাই ;—একজনও নাবিক রসারসী টান্‌চ্চে না ;—জাহাজ ছাড়্‌বার কোন উদ্যোগই নাই। বাতাসও অনুকূল আছে ;—তথাপি এথেনী নিশ্চেষ্ট,—নিশ্চল। কাপ্তেন্ নোটারাসের যদি সন্দেহ জোম্মে থাকে,—যদি পালাবার মৎলব থাকে, তা হোলে এতক্ষণে অবশ্যই আয়োজন কোত্তো। কিন্তু দেখুন দেখি, কিছুই না। আধঘণ্টা পূর্ব্বে যেখানে আমরা দেখে এসেছি, ঠিক সেইখানেই রয়েছে ;—ইঞ্চমাত্রও নড়ে নাই। তবে যদি আপ্‌নি বলেন, নোটারাস্ এত শীঘ্র জাহাজে গেল কেন ?—তার মানে আছে। সাবধান হবার জন্য। শীঘ্র শীঘ্র পালাতে হয়, যদি এমন ঘটনা ঘটে, কাপ্তেন উপস্থিত থাক্‌লে তৎক্ষণাৎ পাল তুলে দিতে পার্‌বে। আমার পক্ষেই ভাল ;—নোটারাস্ যে এখনও ওরকম দুঃসাহস দেখাচ্ছে,—এখনও স্থির হয়ে আছে, আমার পক্ষেই ভাল ; সেটা কেবল তারই পতনের জন্য।"

যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথোপকথন কোচ্ছিলেম, সেখান থেকে বন্দরটী বেশ দেখা যায়। কস্‌মো এক একবার জাহাজের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে, আবার আমার দিকে ফিরে ফিরে কথা কোচ্চে। আমি আরও কিছু বোল্‌বো বোল্‌বো মনে কোচ্চি, এমন সময় কস্‌মো সহসা তাড়াতাড়ি সজোরে আমার হাত ধোরে টেনে, উত্তেজিতস্বরে চুপি চুপি বোলে উঠ্‌লো, "এই যে সেই লানোভার !"

আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। পাপিষ্ঠ কুঁজোটা তখন নিকটের আর একটা রাস্তার মোড় থেকে বেরুচ্ছে। আমার দিকে চাইতে না চাইতেই কস্‌মোকে টেনে নিয়ে, আমি একজন বড়লোকের ফটকের খিলানের পাশে লুকিয়ে পোড়্‌লেম।

একচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

রবিবার সায়ংকাল।

হোটেলে উপস্থিত হোলেম। উপস্থিত হয়েই শুন্‌লেম, লর্ড একক্লেষ্টনদম্পতী হঠাৎ সেখান থেকে চোলে গেছেন! কাণ্ডখানা কি ? যে হোটেলে আমি আছি, সে হোটেলে বেশী দিন তাঁরা থাক্‌তে ইচ্ছা কোল্লেন না, এইটী আমি মনে মনে অবধারণ কোল্লেম। একটু সাহস হলো। লর্ড একক্লেষ্টন্ আমারে বোলেছেন, লানোভার যদি কিছু ষড়যন্ত্র

কোরে থাকে, তিনি তার কিছুই জানেন না ;—তিনি নিজে আমার কোন অনিষ্ট কোরবেন না। সে অঙ্গীকার যদি সত্য না হবে, তা হোলে এত তাড়াতাড়ি সিবিটাবেচিয়া থেকে চোলে যাবেন কেন? গুপ্ত ষড়যন্ত্রে গুপ্ত যোগাযোগ যদি থাক্‌তো, মিষ্টকথায় ভুলিয়ে আমারে অসাবধান রাখ্‌বার মৎলবে, অবশ্যই কিছুদিন তিনি এখানে থাকৃতেন। তাঁদের হঠাৎ প্রস্থানে আশ্বাস পেলেম, কুমৎলব নাই ;—যা তিনি বোলেছেন, সমস্তই সত্য।

আহার কোত্তে বোসেছি, এমন সময় একজন খানসামা এসে একখানা চিঠী দিলে। বোল্লে, লেডী এক্‌লেষ্টনের দাসী দিয়ে গেছে। হস্তাক্ষর আমি চিন্‌তেম, তাড়াতাড়ি খাম খুলে চিঠীখানি আমি পোড়্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। চিঠীতে লেখা ছিল ঃ—

"ভয় নাই জোসেফ! ভয় নাই! লর্ড এক্‌লেষ্টন তোমার কিছুমাত্র অপকার কোরবেন না। এখন তাঁর প্রতি সন্দেহ করা তোমার ভুল। ধর্ম্মপ্রমাণে আমি বোল্‌ছি, তিনি তোমার মস্তকের একগাছি কেশও ছিন্ন কোর্‌বেন না। মনে কর, তুমি আমার প্রাণরক্ষা কোরেছ, ফ্লোরেন্স নগরে তোমার উপকার কর্‌বার জন্য কতই ব্যগ্রতা আমি দেখিয়েছি, সে সব কথা তুমি মনে রেখো। কিছুমাত্র কপটতা নাই। লানোভার আবার যে কেন তোমার উপর দৌরাত্ম্য কর্‌বার ষড়্‌যন্ত্র কোচ্চে, আমার স্বামী তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। যদি তুমি নিশ্চয় জানতে পেরে থাক, সত্য সত্যই লানোভার কুচক্র কোরেছে, তবে আর কেন এখানে থাক? অবিলম্বে সিবিটাবেচিয়া ছেড়ে, কি জন্য দূরদূরান্তরে চোলে না যাও? এখন ত তোমার আর অর্থের অভাব নাই, তুমি ভাগ্যবান্ হয়েছ। তোমার সুখের অবস্থা দেখে বাস্তবিক আমার অন্তরে বিপুল আনন্দ জন্মেছে।

"তোমার মঙ্গলে আমি আমোদিনী হোচ্চি, এটা তুমি আশ্চর্য্য ভেবো না। আবার আমি মনে কোরে দিচ্চি, নিজের প্রাণের মায়ায় বিসর্জ্জন দিয়ে, বীরপুরুষের মত তুমি আমার জীবন রক্ষা কোরেছ। সেটী কি ভোল্‌বার কথা জোসেফ?

"আমি তোমারে এই পত্র লিখ্‌ছি, আমার স্বামী এ কথা জানেন না। দেখ জোসেফ! পত্রখানি পুড়িয়ে ফেলো ;—পড়া হোলেই আগুনে দিও। যদিও স্বামীর অজ্ঞাতে গোপনে এই চিঠী আমি লিখ্‌লেম, কিন্তু মনে জেনো, আমি তোমার চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী——

ক্লারা এক্‌লেষ্টন।"

প্রমাণের উপর প্রামাণ। লর্ড এক্‌লেষ্টন এবারে লানোভারের কুচক্রে নিশ্চয়ই নির্লিপ্ত। শ্রীমতীর উপদেশমতে চিঠীখানি আমি দগ্ধ কোরে ফেল্লেম। রেখে দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর উপদেশে অবহেলা কোত্তে পাল্লেম না। পত্রখানি পাঠ কোরে, পর পর বিস্তর পূর্ব্বকথা আমার মনে পোড়্‌লো। এখানে সে সব কথার পুনরুল্লেখ কোরে, পাঠকমহাশয়কে কষ্ট দিব না।

লানোভার এসেছে। কস্‌মোর কাছে অঙ্গীকার কোরেছি, তার পরামর্শ ভিন্ন হোটেল থেকে আমি নোড়্‌বো না। লানোভার কোথায় বাসা নিয়েছে,—তার কি রকম পাস্ আছে, এই সকল তত্ত্ব কস্‌মো যতক্ষণ জানৃতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত হোটেল ছেড়ে কোথাও

আমি যাব না। কস্‌মো নিকটে নাই, ঘরে আমি একা। জানালা থেকে বন্দর দেখা যায়, সেই দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। যেখানকার এথেনী, সেইখানেই আছে। নঙ্গর তোল্‌বার,—পাল তোল্‌বার, কোন চেষ্টাই নাই। প্রায় দুঘণ্টা পরে কস্‌মো ফিরে এলো। কি কথা বলে, শোন্‌বার জন্য আমি ব্যগ্রভাবে তার মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেম।

কস্‌মো বোল্লে, "জেনে এলেম, লালোভার গত রাত্রে সিবিটাবেচিয়ায় পৌঁছেছে। রাত্রি তখন অনেক। যে গলীর মোড় থেকে তাকে আমরা বেরুতে দেখ্‌লেম, সেই গলির ভিতর ছোট একটা সরাইখানায় বাসা নিয়েছে। পাসের বন্দোবস্ত সব ঠিক। মিথ্যা নাম ধারণ করে নাই,—মিথ্যা পরিচয় দেয় নাই, তার প্রতি পুলিসের সন্দেহ হবার কোন কারণই ত দেখ্‌ছি না। সে রকম যদি কিছু সূত্র পেতেম, এখনই তাকে আমরা খাড়া খাড়া গ্রেপ্তার কোরে ফেল্‌তেম;—কথাটী কইতে দিতেম না।"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখন তবে কোর্‌বে কি ?"

কস্‌মো উত্তর কোল্লে, "আপাতত কোত্তে চাই এই, দুই একদিন আপনার কাছ থেকে আমি সোরে যাব। কেন না, আপনি যে রকম শুনে এসেছেন, সেই রকম গুপ্ত পরামর্শ অনুসারে দস্যুচেষ্টার কাল আস্‌বে। কাল হোচ্চে সোমবার। এখন আমি আপনার চাকর হয়েছি—উর্দ্দী পোরেছি, উর্দ্দীটা খুলে রাখ্‌বো;—শাদা পোষাকেই নগরে যাব; লালোভার যে সরাইখানায় বাসা নিয়েছে, আপাতত সেইখানেই বাসা কোর্‌বো। আপনি কিন্তু কোথাও যাবেন না। এখন আমি চোল্লেম;—যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি, ততক্ষণ আপনি হোটেলেই থাকুন।"

কস্‌মো চোলে গেল। একাকীই আমি বোসে বোসে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। কত ভাবনাই যে মনে আসতে লাগ্‌লো, একটাও স্থির দাঁড়ালো না। কতক্ষণ গেল, সময় আর কাটে না। মনে কোল্লেম, একখানা পুস্তক পাঠ করি। তাও কি পারি ? মন কি ঠিক হয় ? কি দেখি,—কি পড়ি, কিছুই ধারণা হয় না। থেকে থেকে কেবল পূর্ব্বাপর অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথাই মনে পড়ে।

রাত্রি যখন প্রায় নটা, সেই সময় হোটেলের একজন চাকর আমার কাছে এলো। হাতে একখানা কার্ড দিলে;—মুখে বোল্লে, একটী ভদ্রলোক দেখা কোত্তে চান। কার্ডে দেখ্‌লেম, কেনারিসের নাম। কৌতুকী হয়ে উঠ্‌লেম। সঙ্গে কোরে আন্‌তে বোল্লেম। হঠাৎ মনে হলো, হয় ত সিগ্‌নর পর্টিসির নিকট থেকে তিনি কোন সংবাদ এনেছেন। তা না হোলে, সে রকম নিষেধ সত্বে কখনই তিনি আস্‌তেন না।

কেনারিস্‌ প্রবেশ কোল্লেন। জোরে জোরে বাতাস হোচ্ছিল,—বাতাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা, সেই জন্য কেনারিস্‌ একটা কৃষ্ণবর্ণ লবেদা গায়ে দিয়ে এসেছেন। মস্তকে রক্তবর্ণ গ্রীক টোপ। চেহারা বড় চমৎকার খুলেছে। সভ্যভাবে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, কেনারিস্‌ সেই লবেদাখানি খুলে ফেল্লেন;—টুপীটা খুলে ঘরের ভিতর ছুড়ে ফেলে দিলেন। জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কাছে আমার গা ঘেঁসেই বোস্‌লেন। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তাঁর মুখখানি

ঈষৎ আরক্ত আভায় রঞ্জিত হয়েছে। পরমসুন্দর পুরন্ত মুখখানি,—আরক্তরাগে সেই মুখখানি তখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

সিগ্‌নর পর্টিসির আশীর্ব্বাদ জানিয়ে,—কুমারী লিয়োনোরার শুভসংবাদ দিয়ে, কেনারিস আমার সঙ্গে নানা কথা আলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর তখনকার সরল অমায়িক ভাব দেখে, নূতন বন্ধুত্বের আমোদে আমি পুলকিত হোলেম। কেন আমি সিবিটাবেচিয়ায় এসেছি, সিগ্‌নর পর্টিসি হয় ত ভাবী জামাতাকে সে কথা কিছু বোলে থাক্‌বেন, সেইটী মনে কোরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি কি কিছু শুনেছেন? কি কাজের জন্য আমার এখানে আসা, জজমহোদয় কি সে কথা আপনাকে কিছু বোলেছেন?"

উদারভাবে কেনারিস উত্তর কোল্লেন, "কিছুই না। অপরের কথা অপরকে বলা তাঁর অভ্যাস নয়। তবে যে সকল কথা সচরাচর সামাজিক কথোপকথনে না বাধে, সেই সব কথাই তাঁর মুখে শোনা যায়। তা ওকথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চো? সেই সব কথা জান্‌বার জন্যই আমি যেন এখানে এসেছি, তাই বুঝি তুমি মনে———"

অন্তরে ব্যথা পেয়ে বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "না না, তা আমি ভাবি নাই, তা ভাববো কেন?"—বিশেষ কিছু বলি বলি ভাব্‌ছি, হঠাৎ মনে হলো, নিজে আমি এখন কর্ত্তা নই, সিগ্‌নর পর্টিসির উপদেশ আছে, সাবধান থাকা;—গূঢ়কথা কাহাকেও কিছু না বলা। দ্বিতীয়ত সুচতুর কস্‌মো আমার জন্য বিস্তর পরিশ্রম কোচ্চে। তার পরামর্শ না নিয়েও কোন কাজ করা, কিম্বা কাহাকেও কিছু বিশেষ কথা বলা উচিত হয় না। লর্ড এক্‌লেষ্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছিলেম, কস্‌মো জান্‌তো না, সে জন্য কতই ভৎর্সনা কোরেছে। সেই সব ভেবেচিন্তে চুপ কোরে গেলেম।

কিছু আমি ভাব্‌ছিলেম,—কিছু যেন বোল্লেম না, কেনারিস সেদিকে নজরই দিলেন না। অন্য প্রসঙ্গে অন্যকথা পাড়্‌লেন। আমি সরাপ আন্‌বার হুকুম দিলেম। কেনারিস চুরটের বাক্‌স বাহির কোল্লেন, হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "দুজনেই আমরা আইবুড়ো, এসো, বোসে বোসে চুরট খাওয়া যাক্!"

হাতে কোরে নিতে হলো। যদিও চুরট আমি বড় একটা খাই না, তথাপি বন্ধুর অনুরোধে একটী আমি গ্রহণ কোল্লেম। একথা সে কথা পাঁচ কথার পর, কেনারিস একটু থেমে থেমে, রসিকতা কোরে, আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ সহরে ত আমোদের বস্তু কিছুই নাই; এ দুদিন তুমি কোচ্চো কি?"

"আজ সকাল থেকে কোথাও আমি যাই নাই; কিন্তু কাল—"

"ওঃ! হাঁ হাঁ, কাল তোমার কথা আমি শুনেছি বটে। সেই যে লোকটার পা ভেঙে গেছে, তাকে দেখ্‌তে যাব বোলে এসেছিলেম কি না, কাল তাই দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।"

আমি একটু শিউরে উঠ্‌লেম। নোটারাস আমারে গুপ্তচর ভেবেছে, সেই কথাটা মনে পোড়্‌লো। তখন কিছু ভাঙলেম না। সোজাসুজি বোল্লেম, "হাঁ হাঁ, আমিও কাল তাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।"

"হাঁ, তাঁকে তুমি কতকগুলি ভাল ভাল খাবার সামগ্রী পাঠিয়ে দিয়েছ; নোটারাস সে কথা আমাকে বোলেছে। তুমি চোলে আস্‌বার একঘণ্টা পরেই আমি যাই।"

"তার পর আর দেখা হয়েছে?"

"না;—তার পর আর দেখা হয় নাই।"—চুরট খেতে খেতে এম্‌নি অন্যমনস্কভাবে কেনারিস ঐ উত্তর দিলেন, তাতে আমি বুঝ্‌লেম, তিনি যেন ওটা কোন কাজের কথা বোলেই গ্রাহ্য কোল্লেন না। কিয়ৎক্ষণ চুপ কোরে থেকে, আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আজও বেলা দুপ্রহরের পূর্ব্বে একবার সেই সরাইখানায় গিয়েছিলেম, দেখ্‌তে পেলেম না। শুন্‌লেম, জাহাজে চোলে গিয়েছে। প্রাণাধিকা লিয়োনোরাকে দেখ্‌বার জন্য মন বড় চঞ্চল, কে আর জাহাজে যায়,—দূর হোক্, সে কথা আর মনেই কোল্লেম না। দেশের লোক বিপদাপন্ন,—তত্ত্বতাবাস করা উচিত, সেটা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু যখন শুন্‌লেম, সরাই থেকে জাহাজে যাবার শক্তি পেয়েছে, তখন অবশ্যই একটু ভাল আছে, তবে আর সে সময় তত কষ্ট স্বীকার কেন করি?"

জাহাজখানা আমি দেখে এসেছি, সেই কথাটা বলি বলি মনে কোল্লেম, কস্‌মোর সতর্কতা মনে পোড়্‌লো, বোল্লেম না। কিন্তু মনে কিছু কষ্ট হলো। বন্ধুর কাছে কোন বিষয় গোপন করা, বিশেষতঃ যিনি আমার কাছে কোন কথা গোপন কোচ্চেন না, তাঁর কাছে সামান্য একটা কথা গোপন রাখা, অবশ্যই কষ্টকর। করি কি? অবস্থা তখন যে রকম, তাতে কোরে কাজেই সে কথাটা চেপে রাখ্‌তে হলো।

চুরটের ধোঁয়া উড়িয়ে, কেনারিস আবার সেই সূত্রের ধুয়া তুল্লেন। ঢোক গিলে গিলে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কাল একবার নোটারাসের কাছে যাব। দুটী কারণ আছে।—কেমন আছে দেখে আস্‌বো, আর তার সেই জাহাজখানি একবার দেখ্‌বো।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমার এই কৌতূহল দেখে তুমি কি আশ্চর্য্য বিবেচনা কোচ্চো?"

একটু থতমত খেয়ে আমি বোল্লেম, "না—না,—আশ্চর্য্য না;—কিন্তু——"

কেনারিস তখন আর একটা চুরট ধরাচ্ছিলেন, আমি যে একটু থতমত খেলেম, সে দিকে তাঁর নজর এলো না। সমভাবেই তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোমাকে আমি বোলেছি, একজন বিখ্যাত গ্রীকপোতাধ্যক্ষের ভাইপো আমি। কাকার সঙ্গে অনেকবার জাহাজে জাহাজে বেড়িয়েছি। জাহাজ দেখ্‌তে আমি বড়ই ভালবাসি। কাল আমি নোটারাসের জাহাজখানা দেখ্‌ছিলেম। বোধ হলো, বড়ই সুন্দর———"

"তার আর সন্দেহ কি? তেমন সুন্দর জাহাজ কখনও আমি দেখি নাই।"

"কাল কি তবে আমার সঙ্গে যাবে? জাহাজখানা দেখে আস্‌বে?—ইচ্ছা হয় কি?" আলস্যভঙ্গীতে চেয়ারের গায়ে ঠেস্ দিয়ে, হেলে পোড়ে, কেনারিস আমারে ঐরূপ প্রশ্ন কোল্লেন। প্রশ্ন কোরেই আবার কি ভেবে, তৎক্ষণাৎ বোল্লেন, "না, না, তোমার গিয়ে কাজ নাই;—তোমাতে আমাতে একসঙ্গে কোথাও যাওয়া এখন নিষেধ, সেটা আমি ভুলে

যাচ্ছিলেম। আচ্ছা, আমি একাই যাব। কাল বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বেই যাব। নিত্য প্রভাতে আমি পর্টিসিপ্রাসাদে যাই, সে কথা তুমি জান ;—সেখানে যাবার আগেই জাহাজখানা দেখে আস্‌তে ইচ্ছা করি।"

আর কেন তবে গোপন রাখি? কেনারিস কাল যাবেন, অবশ্যই শুন্‌বেন আমার কথা, আর ত গোপন রাখা বিফল ;—গোপন করাতে বরং দোষ আছে ; এই ভেবেই বোল্লেম, "জাহাজখানা আমি দেখে এসেছি।"

"আঃ!—সত্য?—কখন্?—নোটারস্ ত আমাকে সে কথা বোল্লে না! ও সব লোক শিষ্টাচার জানে না। আমাকেও জাহাজ দেখ্‌তে নিমন্ত্রণ কোল্লে না। যা হোক্ কিন্তু, যাব আমি একবার। তুমি ত দেখে এসেছ। কেমন?—সত্যই কি দেখ্‌বার জিনিস? না চারদিকেই ছড়াছড়ি,—লোকজনের ছুটাছুটি,—চেঁচাচেঁচি,—ধুলো,—ময়লা,—আবর্জ্জনা, চারদিকেই সেই সব ছড়াছড়ি? বাস্তবিক সখ্ কোরে দেখবার যোগ্য কি?—বাহির থেকে যেমন সুন্দর দেখায়, ভিতরেও কি সেই রকম?"

"আপ্‌নার তাক লেগে যাবে! যা আপ্‌নি ভাব্‌ছেন, তা নয়। শুন্‌তে পাচ্চি, সওদাগরী জাহাজ, কিন্তু জাহাজে সওদাগরী জিনিসের নামমাত্রও নাই। দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেন রাজারাজ্‌ড়াদের হাওয়া খাবার জাহাজ। জন্মাবধি দু তিনখান জাহাজের বেশী আমি চড়ি নাই।—যে বাষ্পীয় তরণীতে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে আসি, সেই ষ্টীমারখানা ধোরে সর্ব্বশুদ্ধ তিনখানা।"

"আমিও ও বিষয়ে মূর্খ!"—এই কথা বোলে, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, কেনারিস্ আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, "সামুদ্রিক ব্যাপারে আমার পিতৃব্য কত বড় দক্ষলোক, কোন অংশেই তাঁর সেই দক্ষতাগুণে আমি অধিকারী হোলেম না!"

"হাঁ, তাই ত বোধ হোচ্চে!"—ঈষৎ হেসে আমি বোল্লেম, "যে রকম কথা আপ্‌নি বোল্‌ছেন, তাই শুনেই ত আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। আপ্‌নি বোল্‌ছেন, মাল বোঝাই নোঙ্‌রা জাহাজ ;—তা যদি হবে, তা হোলে কি অমন সোলার মত জলের উপর ভাস্‌তে পারে? অতদূর জেগে থাক্‌বে কেন?—অত ভারী বোঝাই থাক্‌লে, তলাটা জলের ভিতর অনেকদূর ডুবে থাক্‌তো।"

উদাসীনভাবে চুরটের ছাই ঝেড়ে, ঈষৎ হেসে কেনারিস্ বোল্লেন, "আমি ত দেখ্‌ছি, আমার চেয়ে তুমি ও বিষয়ে বেশ পণ্ডিত! আমি ও কথাটা মনেই ভাবি নাই! তা যা হোক্, কাপ্তেন নোটারাস্ অমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সরাই ছেড়ে, একখানা কদর্য্য ব্যবসায়ী জাহাজের অপ্রশস্ত নোঙ্‌রা অন্ধকার কেবিনের ভিতর কেন গেল?"

বোলেছি ত, দেখ্‌লেই আপ্‌নার তাক্ লেগে যাবে। কাল যখন আপ্‌নি যাচ্ছেন, দেখ্‌তেই পাবেন, কাপ্তেন নোটারাস্ কেমন সুন্দর কেবিনে রাজার মত থাকে। কিন্তু কথাটা যখন উঠ্‌লো, তখন একটা কথা আমার বোল্‌তে ইচ্ছা হোচ্চে। আপ্‌নি কিন্তু অন্যায় কোরে আমার প্রতি কোন রকম কুভাব—"

"কুভাব?—তোমার উপর? বল কি উইলমট? তুমি আমাকে আশ্চর্য্য কোরে দিলে! আমার চক্ষে তোমার উপর কোন প্রকার কুভাব ঠেক্‌বে? এমন অসম্ভব কথাও কি মনে কোত্তে আছে? থাক্ তবে, ও কথার প্রসঙ্গেই আর কাজ নাই।"

"না, না,—থাক্‌বে না;—আপ্‌নি যে আমারে অমন সুনয়নে দেখেছেন, সেজন্য আপ্‌নাকে সহস্র ধন্যবাদ। আমি বোল্‌ছিলেম কি,—বেশী কথা না, গুটীকতক কথা শুনলেই আপ্‌নি আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌বেন। কাপ্তেন নোটারাস্‌কে দেখে এসে, সমুদ্রতীরে জেটীর ধারে আমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেম;—দূর থেকে সেই জাহাজখানি দেখে, মনে মনে তারিফ কোচ্ছিলেম। সম্প্রতি আমি একজন চাকর রেখেছি। সেই সময় সেই চাকরটী গিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়। জাহাজখানি আমারে দেখিয়ে আন্‌বে বোলে, আমার চাকর একখানা নৌকা ডেকে আন্‌লে। সেই নৌকায় আরোহণ কোরে, দুজনে আমরা জাহাজ দেখ্‌তে গেলেম। বাস্তবিক বোল্‌ছি,—ধর্ম্মত বোল্‌ছি, শুদ্ধ কেবল কৌতূহল ছাড়া আমার অন্য অভিপ্রায় ছিল না। জাহাজ ত দেখে এলেম। আজ সকালে আবার যখন সমুদ্রতীরে হাওয়া খেতে যাই, সেই সময় দেখি, কাপ্তেন নোটা-রাস্‌কে জাহাজের নাবিকেরা ডুলী কোরে নিয়ে যাচ্ছে। জেটীর কাছে ডুলীখানা যখন নামালে, কৌতুকবশে সেইখানে তাকে আমি দেখ্‌তে গেলেম। নোটারাস্ বিকট ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকালে। একজন নাবিক ঘৃণার দৃষ্টিতে কট্‌মট্ কোরে আমার পানে চেয়ে রইলো। অপরাপর লোকেরাও আমারে দেখে রাগে রাগে দাঁত খিচুলে। তারা কি আমার উপর কোন রকম সন্দেহ——"

বিস্মিত চমকিতভাবে আমার মুখপানে চেয়ে, কেনারিস্ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার উপর সন্দেহ? কি এমন সন্দেহ তাদের জন্মাতে পারে?"

"সেই কথাই ত আমি বোল্‌ছি;—সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা কোচ্চি। কাল আপ্‌নি যাচ্ছেন, নোটারাস্ যদি সে রকম কথা কিছু তুলে, আপ্‌নি তারে বুঝিয়ে বোল্‌বেন, আমার উপর তাদের যদি কোন সন্দেহ জন্মে থাকে,—দোহাই বোল্‌ছি,—বোল্‌বেন আপ্‌নি, বাস্তবিক সেটা অকারণ;—সম্পূর্ণ অমূলক।"

"কেবল এই কথাই তুমি বোল্‌তে চাচ্ছো? এইটুকুর জন্যে অত কথা বোল্‌তে যাব কেন? নোটারাস্ যদি আমার কাছে ও রকম কথা কিছু তোলে, ঘৃণা কোরেই উড়িয়ে দিব। তোমার চরিত্র আমি জেনেছি, তোমার উপর কোন লোকের কোন সন্দেহই আস্‌তে পারে না।—তবে হাঁ,—তবে এক কথা আছে। তুমি না বোল্‌ছিলে, তুমি এক জন চাকর সঙ্গে কোরে জাহাজে উঠেছিলে?—সে কি কোন রকম বেয়াতুবী কোরেছে? অসভ্যের মত—এটা ওটা দেখ্‌বার জন্যে, সে কি কোন রকম ফাজিল চালাকী দেখিয়েছিল? চাকরেরা প্রায় সর্ব্বদাই—"

বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "তা মনে কোর্‌বেন না। আমি যে চাকরটী পেয়েছি, সেটী বেশ ঠাণ্ডা। কোন উৎপাত নাই;—অতি ভদ্র।"

"বা! তবে ত বেশ! লোকটী তবে ত পেয়েছ ভাল! আমি কিন্তু জানি, ইতালীপ্রদেশে ঐ রকম চাকরেরা,—সকলে না হোক্, অনেকেই অনেক প্রকার নষ্টামী কোরে থাকে; ভয়ানক প্রবঞ্চক;—ভয়ানক প্রতারক; ভারী ধূর্ত্ত!"

"এ লোকটী তেমন নয়। কোন রকমেই সন্দেহ আস্‌তে পারে না। বিশেষ,—একজন সম্ভ্রান্ত বড়লোকের সুপারিসে তারে আমি পেয়েছি।"

একটু গম্ভীরবদনে কেনারিস্ বোল্লেন, "তবে সেটা নাবিকদেরই ভ্রম।"—এই কটী কথা বোলেই, ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা কোরে, তিনি আবার ধীরে ধীরে বোল্লেন, "নোটারাস্ হয় ত মাশুল ফাঁকি দিয়েছে, সেটা পাছে কেহ জান্‌তে পারে, প্রকাশ পেলে পাছে বিপদ ঘটে, সেই জন্যই হয় ত সন্দেহ।"

"আচ্ছা, তাই যদি হয়, তা হোলেই বা আমার উপর সন্দেহ কোর্‌বে কেন?"

"ওটা তুমি কিছু মনে কোরো না। সামান্যলোক তারা, শুন্‌লেই কেবল হাসি পায়। তা আচ্ছা, কাল যদি আবার আমি জাহাজ দেখ্‌তে যাই, নোটারাস্‌কে ভাল কোরে বুঝিয়ে দিব। বোধ হয়, যাব না। তোমার উপর যারা সন্দেহ করে, তাদের সঙ্গে আর দেখা কোত্তে যেতে আমার ঘৃণা হয়। যদিই যাই, কি চরিত্রের লোক তুমি, সে বিষয়ে তার আমি চোক ফুটিয়ে দিব। ও সকল তুমি মনে কোরো না। এখন আমি বিদায় হোতে পারি। এক ঘণ্টার জন্যে এসেছিলেম, তোমাকে পেলে শীঘ্র উঠ্‌তে ইচ্ছা হয় না;—দুঘণ্টা হয়ে গেল; আর এখানে বিলম্ব কোর্‌বো না, আমি চোল্লেম।"

কেনারিস্ পুনর্ব্বার লবেদা গায়ে দিলেন,—টুপীটা ফেলে দিয়েছিলেন, আবার তুলে মাথায় দিলেন,—আর একটা চুরট ধরালেন, মিষ্ট সম্ভাষণে আমার হস্ত পেষণ কোরে বিদায় হোলেন। সে দিন তাঁর সঙ্গে কথোপকথন কোরে, আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব কোল্লেম। জাহাজের সব কথাই তাঁরে বোলেছি, কেবল কস্‌মোর গুহ্যকথাটীর ছন্দাংশও প্রকাশ করি নাই। আমিও যে বুঝ্‌তে পেরেছি, জাহাজখানা কি, কোন লক্ষণে সেটীও কিছু জানাই নাই। কেনারিস্‌ও হয় ত সেই জাহাজের প্রকৃত পরিচয় জানেন না, সেইটীই আমার তখন বিশ্বাস। কস্‌মোর মুখে সিগ্‌নর পর্টিসি যতদূর জান্‌তে পেরেছেন, সে কথাও তিনি কেনারিস্‌কে বলেন নাই। সিগ্‌নর পর্টিসি বিশেষ চতুর লোক। যে সব গুহ্যকথা তিনি মনে মনে রাখ্‌তে ইচ্ছা করেন, পরম বিশ্বাসপাত্র হোলেও সে সব কথা তিনি কাহারও কাছে ভাঙেন না।

দ্বিচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

কাফিঘর।

কস্‌মো বোলেছে, লানোভার একটা ক্ষুদ্র সরাইখানায় বাসা নিয়েছে। সেই সরাই-খানা একপ্রকার কাফিঘর।—পথিকলোকের কাফি খাবার আড্ডা। যে দিনের কথা আমি বোল্লেম, সে দিন রবিবার। পরদিন সোমবার। এই সোমবারে সিবিটাবেচিয়া নগরে লানোভারের সঙ্গে দর্‌চেষ্টারের দেখা হবার কথা। কস্‌মোর পরামর্শমতে একাকী আমি হোটেলেই বোসে আছি। আজ সোমবার, না জানি কি ঘটে, সর্ব্বক্ষণ সেই চিন্তায় অন্তঃকরণ বিকল। অন্যমনস্কে যা কিছু আহার কোল্লেম, কিছুই আস্বাদন পেলেম না। কি যে কোচ্চি, সেদিকে মনই ছিল না;—যে গবাক্ষ থেকে বন্দর দেখা যায়, সেই গবাক্ষে আমি বোসে আছি। এথেনী জাহাজ যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই আছে। শীঘ্র শীঘ্র ছেড়ে যাবে, তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

ক্রমশই বেলা হোচ্চে। একবেলা কেটে গেল। দুইপ্রহর হলো, কস্‌মো ফিরে এলো না। অপরাহ্ন সমাগত। তিনটে বাজে বাজে, এমন সময় কস্‌মো এসে উপস্থিত। চঞ্চল-পদে দ্রুতগতি কস্‌মো আমার সম্মুখে। তাড়াতাড়ি উত্তেজিত হয়ে কস্‌মো আমারে বোল্লে, "আসুন,—আসুন,—শীঘ্র আসুন!—এক মুহূর্ত্তও আর দেরী কোর্‌বেন না। শীঘ্র আসুন! গতিকে বুঝ্‌তে পাচ্চি, সমস্তই মঙ্গল!"

তাড়াতাড়ি টুপী মাথায় দিয়ে, আমি কস্‌মোর সঙ্গে বেরুলেম। কস্‌মো আর একটীও কথা বোল্লে না। এত তাড়াতাড়ি আমারে টেনে নিয়ে চোল্লো যে, কারণ বল্‌বার সময়ই পেলে না। হোটেলের একটা গুপ্তদরজা দিয়ে আমরা বেরুলেম। সদররাস্তায় গেলেম না। যে সব পথে লোকজন কম চলে, সেইরূপ গলীঘুঁজি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কস্‌মো আমারে নিয়ে চোল্লো। খানিকদূর গিয়ে, একখানা ছোট রকম দরজীর দোকান দেখ্‌তে পেলেম। দুজনেই আমরা সেই দোকানে প্রবেশ কোল্লেম। দরজী তখন সেকেলে ধরণের একজোড়া পায়জামা সেলাই কোচ্ছিলো। আমাদের দেখেই সে কাজটা ফেলে রাখ্‌লে, কস্‌মোর দিকে একবার চেয়ে, ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়্‌লে, আমাদের দুজনকেই সঙ্গে কোরে একটা ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরের পশ্চাতে একটা খুদ্র দ্বার। সেই দরজা খুলে দরজী আমাদের আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। কস্‌মো সেই সময় দরজীর হাতে একটা মোহর দিলে। ভাবে বুঝ্‌লেম, ঘুষ। কিন্তু কিজন্য ঘুষ, সেটুকু বুঝ্‌লেম না।

কস্‌মো একটা নীচু প্রাচীর লঙ্ঘন কোরে, আর একটা বাড়ীতে পোড়্‌লো। আমিও সেই ক্ষণে তার অনুসরণ কোল্লেম। দ্বিতীয় বাড়ীর পশ্চাদ্দ্বার উন্মুক্ত। একজন স্ত্রীলোক

বেরিয়ে এলো। তার চাউনি দেখেই বুঝ্লেম, ঐ দরজীর মত সেই স্ত্রীলোকটীও কস্মোর বশীভূত। সেই স্ত্রীলোক চুপি চুপি কস্মোকে কি গুটীকতক কথা বোল্লে। আমার দিকে ফিরে কস্মো বোল্লে, "যথেষ্ট সময় আছে।"

ঘরের এক ধারে উভয়ে আমরা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাক্লেম। কস্মো বোল্লে, "দেখুন, ও ধারেও একটা ঘর। মাঝে কেবল একটা সামান্য প্রাচীর;—একখানা ইটগাঁথা পর্দ্দামাত্র। ভাল কোরে কাণপেতে থাকুন, আমি পাশের ঘরে যাই। সেইখান থেকে কথা কই, দেখুন, আপ্নি কিছু শুন্তে পান কি না।"

তাই আমি কোল্লেম। কস্মো যে সব কথা বোল্তে লাগ্লো, স্পষ্ট স্পষ্ট সমস্তই আমি শুন্তে পেলেম। কস্মো ফিরে এলো। আমি বোল্লেম, "বেশ শুনা যায়।"

"তবে আসুন, আমরা এখন অন্যকথা কই। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেই, চুপ্ কোর্বেন।"—এই কথা বোলেই কস্মো সেই ঘরের দরজায় চাবী দিলে।

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ব্যাপার কি? এ সব কোচ্চো কেন? আমরা কি তবে সেই কাফিঘরে—"

"হাঁ, এই সেই কাফিঘর। এইখানেই লানোভারের বাসা। এইখানেই ষড়যন্ত্র! দর্চেষ্টারও এইখানে এসে জুটেছে।"

"আঃ! দর্চেষ্টার তবে এসেছে?"

"শুনুন্ না বলি। এই ঘরের পাশেই লানোভার থাকে। কাল সমস্ত দিন প্রায়ই এখানে উপস্থিত ছিল না। কোথায় গিয়েছিল,—কি কোরেছিল, আমি সন্ধান করি নাই, দরকার কি? এইখান থেকেই সব সন্ধান হবে। দরজীকে হাত কোরেছি,—এই কাফিঘরের ঐ স্ত্রীলোকটীকেও বাধ্য কোরেছি,—মনে কোল্লেই আস্তে পারি, মনে কোল্লেই বেরিয়ে যেতে পারি। কি জন্য এসব জোগাড়, তা আপ্নি বুঝেছেন? আমি ইংরাজীকথা বুঝ্তে পারি না। দর্চেষ্টারের সঙ্গে লানোভার অবশ্যই ইংরাজীতে কথা কইবে, আপ্নি সেইগুলি শুন্বেন, সেই জন্যই আপ্নাকে এখানে আনা। লানোভার কাল রাত্রে সকাল সকাল এখানে ফিরে এসেছে।—এসেই ঘুমিয়ে পোড়েছিল। আজ প্রাতঃকালে এই গৃহকর্ত্রীকে সে বোলেছে, "আর একজন ইংরেজ আস্বেন। আমি যদি তখন উপস্থিত না থাকি, তাঁরে বোল্বেন, বৈকালে তিনটে চার্টের ভিতরেই আমি ফিরে আস্বো।"—এই কথা বোলেই লানোভার বেরিয়ে গেছে। আমাদের কি কি কোত্তে হবে, ঐ স্ত্রীলোকের দ্বারা আমি সব জোগাড়যন্ত্র কোরে রেখেছি। তিন্টে বাজ্বার কিছু পূর্ব্বে, লানোভারের সেই ইংরাজ লোকটী এসে পৌঁছেছে। নাম বোলেছে, দর্চেষ্টার। লানোভার কোথায়, জিজ্ঞাসা কোরেছিল,—লানোভারের যেমন উপদেশ, ঠিক সেইরূপ উত্তর পেয়েছে। দর্চেষ্টার বোল্লে, "তবে আমার সিন্দুক এইখানেই থাক, কেন না, হয় একদিন হয় ত থাক্তে হবে, না হয় ত লানোভারের সঙ্গে দেখা কোরেই এখনই চোলে যাব। নিশ্চয় কিছুই নাই।" কাফিঘরে দর্চেষ্টার স্থান পেয়েছে,—শয়নঘর পেয়েছে, বস্বার ঘর পায় নাই। তাতেই আমি বুঝেছি,

লানোভারের ঘরেই তাদের পরামর্শ হবে। দরচেষ্টার এখন বেরিয়ে গেছে,—সহর দেখ্‌তে গেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্‌বে বোলে গেছে। এ সহরে আর কখনও সে আসে নাই, সহরের পথঘাট দেখ্‌তে চায়;—তাই দেখ্‌তেই বেরিয়েছে। সেই খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আমি আপ্‌নাকে আন্‌তে গিয়েছিলেম।"

কস্‌মোর মুখপানে চেয়ে আমি বোল্লেম, "দরচেষ্টার এবারে তবে নাম ভাঁড়ায় নাই? লানোভারও যেমন ঠিক নামে পরিচয় দিচ্চে, দরচেষ্টারও তবে তাই?"

"হাঁ, দুজনেই এবার পরিচয়ে সাঁচ্চা। দরচেষ্টারের পাস কি রকম, সেটী আমাদের অবশ্যই জানা চাই। বোধ হোচ্চে, আমাদের কিছু বেশী পরিশ্রম কোত্তে হবে। কেন না, ভাবগতিকে আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, বদ্‌মাসেরা সদাসর্ব্বদা সতর্ক;—সকল বিষয়েই তারা বিশেষ সাবধান হয়ে বেড়াচ্চে।"

একটু চিন্তা কোরে আমি বোল্লেম, "দরচেষ্টার অনেক দিন প্রদেশবাসী। পূর্ব্বে তোমাকে আমি বোলেছি, প্যারিসে জুয়াচুরী কোরে, সে আমারে ফাঁকি দিয়েছিল, তার পর এপিনাইন পর্ব্বতারণ্যে সন্ন্যাসী হয়ে বোসেছিল;—ভয়ঙ্কর সন্ন্যাসী। দুরন্ত ডাকাত মার্কো উবার্টির দলের সঙ্গে যোগ কোরেছিল!"

কট্‌মটচক্ষে চেয়ে কস্‌মো বোল্লে, "ওঃ! দুরাত্মাকে যদি আমরা তস্কানরাজ্যের সীমানার ভিতর দেখ্‌তে পেতেম, তা হোলে সেই মুহূর্ত্তে জন্মের মত তার দফা রফা কোরে দিতেম! যা হোক, এইবার দেখা যাবে!—লানোভারও রক্ষা পাবে না, দরচেষ্টারেরও নিস্তার নাই। রোমরাজ্যে দুজনেই তারা উচিত শাস্তি পাবে। হাঁ, ভাল কথা;—যে গ্রীক যুবা আমাদের সিগ্‌নর পর্টিসির ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ কোর্‌বেন স্থির হয়েছে, তিনি না কি গতরাত্রে আপ্‌নার সঙ্গে দেখা কোত্তে এসেছিলেন?"

"হাঁ, সেই কথাই আমি তোমাকে বোল্‌তে যাচ্ছিলেম।"—বোলেই একটু হেসে, আবার আমি বোল্লেম, "সেজন্যেও তোমার কাছে আমাকে লাঞ্ছনা খেতে হবে না কি?"

"না!—আমি জানি, জজসাহেবের সম্মতিক্রমেই তিনি এসেছিলেন। তাতে কোন দোষ হোতে পারে না। আমি যে আপ্‌নাকে হোটেলের ভিতর নির্জ্জনে থাক্‌তে বোলেছিলেম, সেটা কেবল ঐ দুটো লোকের জন্য। লানোভার কিম্বা দরচেষ্টার, কেহ আপ্‌নাকে দেখ্‌তে না পায়,—সিগ্‌নর পর্টিসির সঙ্গে আপ্‌নার পরিচয় আছে, কিম্বা তাঁর কোন আলাপী লোক আপনাকে জানে, এটা যাতে তারা জান্‌তে না পারে, সেই জন্যই সাবধান করা। এখন আমাদের জানা চাই, লানোভারের ষড়্‌যন্ত্রটা কি রকম?—সিবিটাবেচিয়ায় তার জানাশুনা লোক কে কে আছে?—কোন্ কোন্ লোককেই বা গোয়েন্দা রেখেছে? মানুষ যখন অনুমানের উপর নির্ভর কোরে কাজ করে,—এই আমরা এখন যে রকম কোচ্চি, এমন অবস্থায় সর্ব্ব প্রকারেই সাবধান থাকা দরকার। কোথায় কি হয়, সমস্তই খবর রাখা আবশ্যক। সকলগুলো কাজে লাগ্‌তে না পারে, কিন্তু তা বোলে কোন বিষয়েই অবহেলা করা ভাল নয়। সিগ্‌নর জেনারিসের কথা মতো।

প্রয়োজন হোলে আহ্লাদপূর্ব্বক তিনি আপ্‌নার সাহায্য কোর্‌বেন। তিনি লোক ভাল; তাঁর অন্তঃকরণ ভাল। সিগ্‌নর পর্টিসির মুখে সে সব পরিচয়ের কথা আমি শুনেছি। বিশেষতঃ আপ্‌নার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব।"

"হাঁ, যা তুমি বোল্লে, সব কথাই সত্য; তথাপি কিন্তু আমি কেনারিসের কাছে আমাদের গুপ্ত কথা কিছুই ভাঙি নাই।"

"বেশ কোরেছেন। অল্প দিনের জানাশুনা, ঘরাও কথায় কাজ কি? চুপ করুন!" সহসা স্তম্ভিতস্বরে কস্‌মো বোলে উঠ্‌লো, "চুপ করুন! ঐ বুঝি আস্‌ছে! সিঁড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্চি।"

আমি কাণ পেতে শুন্‌লেম। চুপি চুপি কস্‌মোকে বোল্লেম, "হাঁ হাঁ, পায়ের শব্দ হোচ্চে! শব্দেই আমি বুঝেছি; দর্‌চেষ্টার আস্‌ছে।"

দরচেষ্টার এলো। ইতালিকভাষায় সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি কথা কইলে। স্ত্রীলোক তার উত্তর দিলে। কস্‌মো আমার কাণে কাণে বোল্লে, "আর কিছুই না, লানোভার ফিরে এসেছে কি না, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চে।"

আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।—হুম্ হুম্ গুম্ গুম্ শব্দ। লানোভার আস্‌ছে। এইবার পরামর্শ হবে। যে ঘরে এলো, আস্তে আস্তে তারা সেই ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলে। খন্ খন্ ঝঞ্চন আওয়াজে লানোভার বোল্লে, "বাঃ! ঠিক ত এসেছ!"

"টাকার খাতিরে সব জায়গায় আমি ঠিক থাকি! ম্যাগ্‌লিয়ানো নগরে যে টাকা আস্‌বার কথা তুমি আমাকে বোলেছিলে, এসেছে কি?—পেয়েছ কি?"

"হাঁ, হাঁ, পেয়েছি বৈ কি! লর্ড একলেষ্টন কথা রাখ্‌তে জানেন;—যা বলেন, তাই করেন। তা যদি না পেতেম, তা হোলে এ কাজটা সিদ্ধ করা ভার হয়ে উঠ্‌তো। এমন কি, হয় ত হতোই না! জানই ত, আমাদের আগেকার ফন্দীটা সেই বদ্‌মাস ছোঁড়া জোসেফ উইলমট এককালে মাটী কোরে—'

"আঃ! বদ্‌মাস ছোঁড়াই বটে!—ভয়ানক ফিচেল,—ভয়ানক বদ্‌মাস!—সেই ছোঁড়াই ত তত বড় প্রতাপশালী ডাকাতের দলটা—"

"থাক্ থাক্! সে সব কথার বিচার কোত্তে আমরা এখানে আসি নাই! হাতের কাজটা যাতে ফোস্‌কে না যায়, সে ছোঁড়া আবার যাতে অনুকসন্ধান না পায়, তাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। এখন তুমি আমাকে বোল্‌তে চাও কি?"

দর্‌চেষ্টার উত্তর কোল্লে, "সেই ম্যাগ্‌লিয়ানোতে তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়। যেমন তুমি বোলেছিলে, সেই মতই আমি লেগ্‌হরণ সহরে——"

"ছদ্মবেশেই গিয়েছিলে?"

"ওঃ! তা আর বোল্‌তে?—আমার মত ছদ্মবেশ ধোত্তে কে জানে? যখন যেমন ছদ্মবেশ, তারই উপযুক্ত তিন চার রকম পাস সংগ্রহ কোরেছি;—ভিন্ন ভিন্ন নামেই ভিন্ন ভিন্ন পাস!—সে সব দেখ্‌লে——'

বাধা দিয়ে লানোভার বোল্লে, "ও সব যাক্,—বাজে কথা ছেড়ে দাও ;—কাজের কথা বল। সেখানে গিয়ে তুমি কোল্লে কি ?"

"সমস্তই ;—যা তুমি বোলেছিলে, সমস্তই কোরেছি।—লেগ্ হরণে গেলেম,—যাদের তল্লাস করি, তাদের সকলকেই সেখানে দেখ্লেম,—তারা যে হোটেলে ছিল, সেই হোটেলে বাসা নিলেম,—তাদের সঙ্গে আলাপ কোল্লেম,—সেই বুড়ো লোকটী আমার উপর ভারী সদয়,—ভারী খুসী,—তারে আমি————"

ব্যগ্রভাবে লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এখনও কি তারা সেইখানে আছে ?"

"হাঁ, এখনও।"

"কত দিন থাক্‌বে ?"

"বেশী দিন না, দিনকতক থেকেই ইংলণ্ডে ফিরে যাবে। মার্কো উবার্টির দলের কাণ্ড-কারখানার পর, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন পীড়িত হয়ে পড়ে। পীড়া যদি না হতো, তা হোলে এতদিন কবে তারা ইংলণ্ডে ফিরে যেতো।"

"সব আমি জানি।"—চঞ্চল হয়ে লানোভার বোল্লে, "সব আমি জানি। এখন আমি যে যে কথা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও।—তুমি বোল্‌ছো, সেই বুড়োর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছ। সত্য কি ?"

"সত্য না ত কি মিথ্যা ?—পাকা বন্ধুত্ব বেঁধে গেছে !'

"আর তারা ?—সেই আনাবেল আর তার মা ?"

"তারা সকলের সঙ্গে কথা কয় না। কিন্তু আমার কাছে বেশ মন খুলে আলাপ—"

"একসঙ্গে কোন দিন বেড়াতে বেরিয়েছিলে ?—একসঙ্গে জলপথে বেড়াবে, এমন কিছু প্রস্তাব কোরেছিলে ?"

"কোরেছি বৈ কি ;—বেড়িয়েছি বৈ কি ! কতবার আমি তাদের তিনজনকে নিয়ে গাড়ী চোড়ে হাওয়া খেয়েছি। দুবার আমি নৌকা কোরে জলে বেড়াবার অনুরোধ কোরে-ছিলেম ; সমুদ্রের হাওয়া লাগ্‌লে সব অসুখ সেরে যাবে, এই কথা বোলে সার্ মাথুকে লোয়িয়েছিলেম,—জলপথে বেড়িয়েছিলেম। তারা আমার খেলার পুতুল হয়েছে ! যা বলি, তাই করে ! বুড়ো আমাকে এক রাত্রে নিমন্ত্রণ কোরে খাইয়েছিল।"

"খুব ভাল !—খুব ভাল !"—আহ্লাদে খিল্ খিল্ কোরে হেসে, লানোভার বোল্লে, "খুব ভাল ! তোমাকে আমি আচ্ছা খুসী কোর্‌বো !- এখন বল দেখি, এবার যখন লেগ্ হরণে যাবে, তখন তাদের নৌকা কোরে আন্‌তে পার্‌বে ?"

"কেন পার্‌বো না ? সে ত হয়েই আছে ! হাতের মাছ !"

"উত্তম !—অতি উত্তম ! তা আচ্ছা, সে ছোঁড়াটার কিছু খবর পেয়েছ ? তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবার পর, সে দুরন্ত উইলমট্‌টাকে কি তুমি দেখেছ ?"

"না, কোথাও কিছু সন্ধান পাই নাই। তা না পাই, পাখীগুল্লো হাত কোরেছি ! সার্ মাথু; বিবি লানোভার,—আনাবেল বৈণ্টিঙ্ক, তিনজনেই————"

"আঃ! এত দিনের পর ছুঁড়ীটা তবে সত্যনাম পেয়েছে! তা পেলেই বা!—আমি সেটা তৃণজ্ঞানও করি না! হাঁ, বোলে যাও।—তার পর কি হলো? কোন চিঠীপত্রের সন্ধান পেয়েছ? গোপনে আনাবেলের নামে কি কোন চিঠীপত্র গিয়েছে?"

"কিছুই না। ডাকহরকরা যখন আস্‌তো, তখন আমি তর্কে তর্কে থাক্‌তেম। সমস্ত চিঠীগুলো দরোয়ানের ঘরে রাখ্‌তো, একে একে সবগুলোর শিরোনাম আমি পোড়ে দেখ্‌তেম;—বোল্‌তেম, আমার নিজের একখানা চিঠী পাওয়া যাচ্ছে না, তাই অন্বেষণ কোচ্চি। বেশ জান্‌তে পেরেছি, জোসেফ উইলমটের কোন চিঠী সেখানে যায় নাই।"

"উত্তম!—তা হোলেই ভাল। সেই ছোঁড়াকেই আমার বেশী ভয়। তারি ধড়ীবাজীতে আমার সমস্ত ফিকির নষ্ট হোচ্চে! সেই চক্রভেদী বদ্‌মাসটা———"

"তা আমি বুঝেছি। যে তাল ফোস্কে গেছে,—চক্রভেদী উইলমট সেবার তোমার যে ক্ষতি কোরেছে, তাতে কোরে তার উপর তোমার মর্ম্মান্তিক রাগ থাক্‌বেই ত!"—এই পর্য্যন্ত বোলেই খিল্ খিল্ কোরে হেসে, দর্‌চেষ্টার আবার বোল্লে, "উঃ! ধন্য তোমার ক্ষমতা! লর্ড এক্‌লেষ্টনকে আচ্ছা বাধ্য কোরেছ! এক কথাতেই হাজার পাউণ্ড!"

একটু উগ্রস্বরে লানোভার বোলে উঠ্‌লো, "ওসব কথার জন্যে তোমাকে আমি এখানে আস্‌তে বলি নাই। যে কাজে ডাকা, তারই কথা কও।"

"ওঃ! আচ্ছা—আচ্ছা, তারিই কথা বোল্‌ছি;—তারি কথাই ত আসল কথা!—বল দেখি, এখন আমাকে কি কি কোত্তে হবে?"

"কেন? লেগ্‌হরণে চোলে যাও!"

"সেখানে গিয়ে কি তোমাকে চিঠী লিখ্‌বো?"

"না না, অমন কাজ কোরো না! লেখাপড়ার ভিতর যেতে নাই। জন্মাবধি নানা-রকম ঘটনা দেখে শুনে, চূড়ান্ত সতর্কতা আমি শিখেছি। বুড়ো হেসেল্‌টাইনকে ভাল কোরেই একবার দেখ্‌তে হবে। টাকা আমি হাত কোর্‌বো। কিন্তু তারা যদি একবার ইংলণ্ডে গিয়ে বসে, তা হোলেই সব বেহাত হয়ে যাবে। বাইরে বাইরে থাক্‌তে থাক্‌তেই কাজ হাসিল করা চাই। সত্বর হও!—সত্বর হও! বেলা সাড়ে চা[illegible] পাঁচটার সময় আর একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার।" [illegible] আসি না[illegible]

দরচেষ্টার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কোথায়?—এইখানে?"

"হাঁ, এইখানে;—এই ঘরেই। এখন স্থির হয়ে শুন, যা যা কোত্তে হবে। লেগ্‌হরণে চোলে যাও! সেই হোটেলেই যেও। আর্‌ও ভাল কোরে বন্ধুত্ব পাকিও। চিঠীপত্র লেখা যদি আবশ্যক হয়, সাইকারে লিখো।* আমিও সাইফার চালাবো। কেহই কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তোমাকে আমি যে সব কথা লিখ্‌বো, তার প্রণালী তোমাকে বোলে দিচ্ছি, মনে

* সঙ্কেতবাক্যে পত্র লেখা। বর্ণ ঠিক থাকে, শব্দ বিভিন্ন প্রকার, মানে হয় না। যে লেখে, যাহাকে লেখে, কেবল তাহারাই বুঝিতে পারে।

রেখো। পরের হাতে পোড়লেও,—চিঠীবিলির গোলমাল হোলেও, কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। হায় হায়! মার্কো উবার্টিতে আমাতে যদি সাইফার চালাচালি কোত্তেম, তা হোলে সেই চক্রভেদী জোসেফ উইলমট পিস্তোজা হোটেলে আমার পকেটবহি দেখে কিছুমাত্র ছন্দাংশও বুঝ্‌তে পাত্তো না!"

এই সব কথার পর, সেই দুটো বদমাস এত চুপি চুপি পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌লো, একটী কথাও আমি শুন্‌তে পেলেম না। ভাবে কেবল এইটুকু বুঝ্‌লেম, দুরাচার লানোভার সাইফার অক্ষরে দর্‌চেষ্টারকে যে সব গুপ্তচিঠী লিখ্‌বে, তার কোন্ কোন্ কথার কি কি অর্থ, সেইগুলি বুঝিয়ে দিলে। আমি কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। নিশ্বাসরোধ কোরে কথাগুলি শুন্‌লেম;—শব্দজ্ঞানের ক্ষমতা আমার যতদূর,ততদূর প্রয়াস পেলেম, সমস্তই বিফল হলো। কিছুমাত্র জান্‌তে পারা গেল না।

আর চুপি চুপি কথা নাই। বেশ বড় বড় কোরে লানোভার মুক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এখন সব বুঝ্‌তে পেরেছ ত?"

"বেশ পেরেছি। যে রকম খোলসা কোরে তুমি বোল্লে, ছোট ছোট ছেলেরাও বুঝ্‌তে পারে। ওরকম কোরে বুঝিয়ে না দিলে, সাইফার চিঠীর মর্ম্মভেদ করে, কার সাধ্য?"

"উত্তম! তবে আর কি?—আর কেন বৃথা কালক্ষেপ? যাও চোলে লেগ্‌হরণে। সেই খানেই চিঠী পাবে;—সাইফারের চিঠী;—বুঝেছ ত? যা যা করা উচিত, সব আমি সাইফারে লিখে পাঠাব। এই নও,—আরও তোমার খরচপত্রের টাকা দিচ্চি। আরও কিছু আগামী দিচ্চি;—কাজটা হাসিল হোলে, যত টাকা পাবে, তার অগ্রিম বায়না এই।"

যে ঘরে পরামর্শ হোচ্ছিল, সেই ঘরের টেবিলের উপর মোহরগণনার শব্দ হলো, কস্‌মো আর আমি উভয়েই শুন্‌তে পেলেম। অবশেষে দর্‌চেষ্টার বোল্লে, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমার বন্ধু। আমা হোতে তোমার এ কার্য্য অবশ্যই সাধন হবে;—হবেই হবে। সাধ্যমতে ত্রুটি কোরবো না।"

দর্‌চেষ্টার নেমে গেল। লানোভার সেই ঘরেই থাক্‌লো। ইঙ্গিতে কস্‌মোকে আমি জানালেম, যা কিছু শোনা হলো, সমস্তই চূড়ান্ত।

সিঁড়িতে আবার পায়ের শব্দ। দর্‌চেষ্টার নেমে গেল, আর একজন সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত। লানোভার ফ্রেঞ্চকথা আরম্ভ কোল্লে। ঝন্‌ঝন্‌স্বরে বোল্লে, "আসুন, আসুন! আপনার কথাই আমি ভাব্‌ছিলেম। কাপ্তেন নোটারাস্ অঙ্গীকার কোরেছেন, ঠিক পাঁচটার সময় আপ্‌নি আস্‌বেন। ঠিক এসেছেন!"

নূতন লোক উত্তর কোল্লে, "কাজের সময় সব আমাদের ঠিক।"

যে লোকটী লানোভারের সঙ্গে কথা কইলে, সে ব্যক্তি অপর আর কেহই নয়, কাপ্তেন নোটারাসের সহকারী প্রতিনিধি। কণ্ঠস্বরেই নিশ্চয় আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। কস্‌মোকে আর আমাকে যে ব্যক্তি এথেন্‌্নী জাহাজ দেখিয়েছিল, সেই ব্যক্তি।

ত্রিচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

—•✻•—

কুচক্র প্রবল।

গুপ্ত পরামর্শ শ্রবণ কোরে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হলো। কত প্রকার মনোভাব একত্র, প্রকাশ কর্‌বার সময় পেলেম না। হঠাৎ কাপ্তেন মোটায়াসের নাম শুনে, আকস্মিক আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌লেম। ভেবেছিলেম, বোম্বেটেদের কথা বুঝি চাপা পোড়ে গেছে, তখন দেখ্‌লেম, তা নয়;—সেই দুরন্ত বোম্বেটের সঙ্গে দারুণ বোম্বেটে লানোভারের যোগ! ওঃ!,

যে পাপাত্মা একবার সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে সপরিবারে ভয়ঙ্কর মার্কো উবার্টির দলে ধোরিয়ে দিয়েছিল, সে এখন এই দুরন্ত বোম্বেটেদের হাতে আবার তাঁদের ধোরিয়ে দিবার মন্ত্রণা কোরেছে ! এটা কি বড় বিচিত্র কথা ? ওঃ ! এথেনী জাহাজের মোহিনী মূর্ত্তি দেখে, তখন আমি যে কথা মনে করি নাই, সেই দারুণ কথাটা এখন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠ্‌লো ! থর্ থর্ কোরে কেঁপে উঠলেম। আমার আনাবেল আবার দুর্দ্দান্ত বোম্বেটের হাতে ধরা পোড়বেন !—মাতা মাতামহের সঙ্গে মহাবিপদে ঠেক্‌বেন !

লানোভারের সঙ্গে সহকারী কাপ্তেনের ফরাসী ভাষায় কথোপকথন হোচ্চে। কস্‌মো আর এবার অজ্ঞ নয়, দুজনেই আমরা সব কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি। লানোভার গ্রীকভাষাও জানে না, ইতালিক ভাষাও জানে না ; সুতরাং ফরাসী ভাষায় কথা।—হঠাৎ কাপ্তেন নোটারাসের নাম শুনে, আমার মত কস্‌মোও একটু কেঁপে উঠলো। আমার মত কস্‌মোও বুঝতে পাল্লে, দুরন্ত লানোভারের কুচক্রে বোম্বেটে কাপ্তেনের যোগাযোগ !

নূতন লোকের সঙ্গে লানোভারের কথোপকথন চোল্‌তে লাগ্‌লো। লানোভার তাকে রোস্‌তে বোল্লে। সহকারী কাপ্তেন বোল্লে, "নোটারাসকে তুমি কাপ্তেন বোলে স্থির কোরেছ। তবে তোমার মনে মনে ধারণা এই যে, নোটারাস হয় ত সত্যসত্যই এথেনী জাহাজের কাপ্তেন ; কিন্তু—"

সবিস্ময়ে লানোভার বোলে উঠ্‌লো, "কেন ?—তা কি তিনি নন ? নোটারাস কি তবে কাপ্তেন নন ? নেপেল্‌ উপসাগরে যখন আমি তাঁকে প্রথম দেখি, তখনও দেখেছি তাই, আজও দেখ্‌লেম তাই।"

"হাঁ, সে কথা সত্য। নেপেল্‌ উপসাগরে দেখেছো, এখনও দেখছো, নোটারাস ঐ জাহাজের কাপ্তেন, এ কথা সত্য ;—মাসকতক তিনি ঐ কাজ কোচ্চেন। আসল কাপ্তেন কিছুদিন এখন আমোদ কোরে বেড়াচ্চেন। ক্রমাগত দেড় বৎসর কাল ভয়ানক পরিশ্রম কোরে, এখন কিঞ্চিৎ আরাম কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে।"

"আসল কাপ্তেন কে তবে ?"—ব্যগ্রভাবে লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আসল কাপ্তেন কে তবে ?—সে কথা তবে আগে আমাকে কেহ বলে নাই কেন ?"

"তোমার শেষের কথার উত্তরটাই আগে দিই। সচরাচর আমরা বেশী কথা কই না। কেবল কাজের কথাটুকু প্রকাশ কোত্তেই আমরা অভ্যস্ত। জাহাজে যিনি যখন কর্ত্তা থাকেন, তিনিই তখন অন্যলোকের কাজের কথা শুনেন। নেপেল্‌ উপসাগরে যাঁরে তুমি কাপ্তেন দেখেছিলে,—যাঁর সাক্ষাতে কাজের কথা বোলেছিলে, তিনি শুনেছিলেন, উত্তরও দিয়েছিলেন। অন্য কথা তোল্‌বার প্রয়োজনও হয় নাই। এই ত তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব। প্রথম প্রশ্ন হোচ্চে, আসল কাপ্তেন কে তবে ?—এ প্রশ্নের উত্তর এখন তুমি পাবে না ;—এখনও সময় হয় নাই।"

লানোভার বোল্লে, "আমি ত সুপারিস চিঠী এনেছিলেম। সে সুপারিসও ত একজন গ্রীকের। মার্কো উবার্টির দলের একজন গ্রীক—"

"হাঁ, সেই গ্রীক আগে আমাদের জাহাজে কাজ কোত্তো বটে, সমুদ্রপথে ভ্রমণ করা তার ভাল লাগ্‌লো না, স্থলপথে দস্যুবৃত্তি করাই তার ইচ্ছা হলো; সেই জন্যই এপিনাইন পর্ব্বতে মার্কো উবার্টির দলে মিশেছিল।"

লানোভার বোল্লে, "হাঁ, তা হোতে পারে; কিন্তু সেই গ্রীক যে সুপারিস চিঠী আমাকে দেয়, তার শিরোনাম ছিল, কাপ্তেন হুরাজো। নেপেল্‌ উপসাগরে নোটারাস সেই চিঠী খুলেন, তাতেই আমি ভেবেছিলেম, তিনিই কাপ্তেন হুরাজো। সুন্দরী এথেনী যেমন সময়ে সময়ে বর্ণ বদল করে, আমি ভেবেছিলেম,—হবেও বা;—এথেনীর কাপ্তেনও হয় ত সময়ে সময়ে নাম বদল করেন।"

"না, না, তা নয়;—আমাদের আসল কাপ্তেনের নামই হোচ্চে হুরাজো। নোটারাস তাঁর প্রধান সহকারী, আমি দ্বিতীয় সহকারী। কিন্তু দেখ লানোভার! সব আমরা জানি। হুরাজোর মত সাহসী কাপ্তেন সচরাচর দেখা যায় না।"

"আপনি না এইমাত্র বোল্লেন, এখনো সময় হয় নাই? এ কথায় আমি কি বুঝবো? নোটারাসের সঙ্গে আমার যেরূপ বন্দোবস্ত হয়েছে, কাপ্তেন হুরাজো কি সেটা রদ কোরে দিবেন? কিম্বা সেই বন্দোবস্তটা পাকাবার জন্যই আপনি এখানে এসেছেন?"

"তোমার শেষের কথাটাই ঠিক। পাকাতেই আমি এসেছি। কাপ্তেন নোটারাস তোমাকে বোলেছিলেন, সব কথার জবাব দিয়ে, সন্ধ্যাকালে তোমার কাছে একজন লোক পাঠাবেন। কাপ্তেন হুরাজো শীঘ্রই জাহাজে আস্‌বেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না কোরে, নোটারাস তোমার শেষ কথার জবাব দিতে পারেন না, এখন সব পরামর্শ ঠিকঠাক হয়েছে; সেই জন্যই আমি এসেছি।"

লানোভার বোল্লে, "ওঃ! এখন আমি আপনার কথা বুঝ্‌লেম। নোটারাসের মতেই কাপ্তেন হুরাজোর মত। বুঝ্‌লেম, আপনাদের কর্ত্তাই হোচ্চেন হুরাজো। তা আচ্ছা, কাপ্তেন হুরাজো কি এ কথা পূর্ব্বে জান্‌তেন না!"

"কিছু কিছু শুনেছিলেন;—নোটারাসের উপরেই সমস্ত ভার দিয়ে রেখেছিলেন; বিশেষ কথা পূর্ব্বে শুনেন নাই। আজ সব শুনেছেন।"

"যত টাকা আমি দিব বোলেছি, কাপ্তেন হুরাজোর তাতে মত আছে ত?"

"তা আছে। তুমি বোলেছ, তোমাদের ইংরাজী টাকার হিসাবে ৫০০ পাউণ্ড। অগ্রিম দিতে হবে অর্দ্ধেক, কাজ সমাধা হয়ে গেলে বাকী অর্দ্ধেক।"

"হাঁ, সেই কথাই ত আমি স্বীকার কোরেছি। তবে ত সব ঠিকঠাক হয়েছে। আপনাদের জাহাজ ছাড়বে কবে?"

"কাল রাত্রি দুই প্রহরের সময়। তুমিও ত আমাদের সঙ্গে যাবে?"

"হাঁ;—আস্‌বো কখন?"

"কাপ্তেন হুরাজো ত ঠিক দুইপ্রহর রাত্রে আস্‌বেন। দুঘণ্টা পূর্ব্বে তুমি এসো। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে তুমি কোন সংবাদ পাবে না। বিশেষ সাবধান থাক্‌তে হবে; কেন

না, খবর পাওয়া গেছে, সেই অষ্ট্রীয় রণতরী টাইরল আমাদের পেছু লেগেছে। একবার এসে ধোরেছিল, আবার আস্‌ছে। বিবেচনা কর, ভেবে দেখ, এখন আমাদের কতদূর সাবধান হওয়া দরকার।"

একটু যেন ভয় পেয়ে, লানোভার বোল্লে, "কাজের সময় টাইরল যদি এসে পড়ে, তা হোলে কি কোন বিপদ ঘোট্‌বে?"

"এথেনীর বিপদ ত পদে পদেই আছে। এথেনীর বিপদ ঘোট্‌লেই যারা যারা এথেনীতে থাক্‌বে, সুতরাং তাদেরও বিপদ্। কিন্তু আমাদের কাপ্তেন ডুরাজো যখন ডেকের উপর এসে দাঁড়াবেন, তখন—"

আহ্লাদে—মুখ ভারী কোরে, লানোভার বোল্লে, "বুঝেছি—বুঝেছি! ডুরাজোর দক্ষতা আর তাঁর সাহসের কাছে কোন বিপদের আশঙ্কা থাক্‌বে না।"

"কিছুই না!—তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের নোটারাস নাবিক ভাল বটে, কিন্তু কাপ্তেন ডুরাজোর যে সকল মহৎ মহৎ গুণ আছে, নোটারাসে তা নাই। বিশেষতঃ ঘোড়া থেকে পোড়ে, নোটারাস এখন একরকম অকর্ম্মণ্য। নোটারাস এত শীঘ্র শীঘ্র জাহাজে যেতেন না, হঠাৎ একটা সন্দেহ দাঁড়িয়েছে। জাহাজে গোয়েন্দা উঠেছিল।"

সবিস্ময়ে লানোভার বোলে উঠ্‌লো, "সত্য?—কৈ?—গোয়েন্দা?—কৈ,—নোটারাস ত সে কথা আমারে কিছু বলেন নাই?"

"সে কথা আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বোলেছি। যার তার কাছে আমরা সকল কথা ভাঙি না। তুমি যখন আমাদের সঙ্গেই আস্‌ছো,—জাহাজেই যখন থাক্‌ছো, তখন আর তোমার কাছে গোপন রাখ্‌বো কেন? আসল কথা খুলে বোল্লেম। জাহাজে গোয়েন্দা উঠেছিল। বিপদ ঘট্‌বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

"কিসে নোটারাসের সন্দেহ জন্মালো?"

"সেটা দৈবাতের কথা। একজন যুবা ইংরেজ—"

"কি? যুবা ইংরেজ?—তার নাম কি?"

"তার নাম উইলমট।"

"উইলমট?"—জলদগর্জ্জনে লানোভার বোলে উঠ্‌লো, "উইলমট? কি সর্ব্বনাশ! সে আবার এখানে?"—সেই সময় আমি শুন্‌তে পেলেম, লানোভার সজোরে সেই ঘরের টেবিলের উপর এক মুষ্ট্যাঘাত কোল্লে।

সহকারী কাপ্তেন শিউরে উঠ্‌লো। চকিতস্বরে বোল্লে, "কেন? কি বোল্‌ছো তুমি? সত্যই কি সে লোকটা গোয়েন্দা?"

"ভারী গোয়েন্দা!—তার স্বভাবই ঐ! যে কাজের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, তার ভিতরেও সে গোয়েন্দাগিরী করে! তার মত ফিচেল ছোক্‌রা কোথাও আমি দেখ্‌তে পাই না। এমন কোন দুষ্কর্ম্মই নাই যে, সে ছোঁড়া তা কোত্তে না—"

"তবে সত্যই কি গোয়েন্দা? আমরা ত ভেবেছিলেম, তা সে না হবে। উইলমট এই সিবিটাবেচিয়ায় বেড়াতে এসেছে। শুন্‌লেম, তার কিছু কাজও আছে। এখানকার প্রধান জজ সিগ্‌নর পর্টিসির নামে সুপারিস্ চিঠী এনেছে। বাস্তবিক এখেনী যে কি, সিগ্‌নর পর্টিসি সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রাখেন না। তবে এমনটা কেন হবে?—অসম্ভব।—হাঁ, অবশ্যই অসম্ভব। সিগ্‌নর পর্টিসি আমাদের উপর কোন সন্দেহই রাখেন না।"

সহসা লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "উইলমটটা কোরে গেল কি?"

একজন চাকর সঙ্গে কোরে জাহাজে গিয়েছিল। প্রথমে সহজে আমরা যেতে দিই নাই, শেষে অনেক বিবেচনা কোরে যেতে দিয়েছিলেম। ভেবেছিলেম, কৌতুকবশেই জাহাজ দেখ্‌তে এসেছে। এখনও পর্য্যন্ত আমাদের সেই বিশ্বাস।"

"তবে যে বোল্‌ছেন সন্দেহ হয়েছে?"

"হাঁ, জাহাজ থেকে তারা চোলে যাবার পর আমাদের মনে একটা খট্‌কা লাগে। বাস্তবিক কি কাজের জন্য উইলমট সিবিটাবেচিয়ায় এসেছে, তা আমরা জান্‌তে পাচ্চি না। তার আসাতে আমাদের যে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি আছে, এমন ত বোধ হয় না। রোম থেকে সে এসেছে। রোমে কিছুদিন—"

ভয়ানক ক্রোধে লানোভার বোলে উঠ্‌লো, "আমার কথা তবে জান্‌তে পেরেছে। যখন আমি যে চেষ্টা করি, সে ছোঁড়া উপরপড়া হয়ে তাতেই এসে বাগ্‌ড়া দেয়! ভারী তুখড়!—ভারী বদ্‌মাস্!—ছোঁড়াটা এখন কোথায়?"

"সিবিটাবেচিয়ায়।"

শব্দ পেলেম, লানোভার যেন আসন থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লো। গর্জ্জন কোরে বোল্লে, "তবে এইবার আমি তাকে—"

"আরে থামো—থামো! আগে দেখা যাক, ব্যাপারখানা কি?—ব্যস্ত হও কেন? জোসেফ উইলমটটা কে?—তুমি তাকে কেমন কোরে জান্‌লে?—সত্যই কি বদ্‌মাস? কে সে?—সে কি খুব ধনী লোক?"

"ধনীলোক নয়;—এখন বোধ হয়, কোনরকমে কিছু সংগ্রহ কোরেছে, তাতেই লাফালাফি কোরে বেড়ায়। বেশী দিন তার সঙ্গে আমার জানাশুনা নয়; তথাপি এরিই ভিতর সে আমাকে হায়রাণ কোরে ফেলেছে!—বিস্তর কষ্ট দিয়েছে! সে ছোঁড়া বলে, আমি তার মামা! বাস্তবিক তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নাই! আপনার সঙ্গে যেমন নিঃসম্পর্ক, তার সঙ্গেও তাই। ছোঁড়াটার গলায় পাথর বেঁধে আপনাদের জাহাজের উপর থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে পাল্লে খুব ভালই হয়! কি বলেন আপনি?—এই পরামর্শই ভাল নয়?—কি বলেন?—তাই কি করা যাবে?"

"মিষ্টার লানোভার!"—কিঞ্চিৎ ক্রোধে কাপ্তেন উত্তর কোল্লে "মিষ্টার লানোভার! আমরা ওরকম খুনে লোক নই! অকারণে কোন লোককে আমরা প্রাণে মারি না! আত্মরক্ষার জন্য অমন কাজ করা যেতে পারে,—সম্মুখযুদ্ধও করা যেতে পারে, তা ছাড়া ও রকমে মানুষমারা—"

"না না,—সেকথা আমি বোল্‌ছি না'। হঠাৎ বড় রাগ হয়ে উঠ্‌লো, তাই বোল্‌ছিলেম। মাপ কৃরুন্‌ আপনি। ছোঁড়াটা পদে পদে আমাকে মাজেহাল পেরেসান কোচ্চে! আরও কি জানেন, কাজের গতিকে আমি তার হাতের ভিতর পোড়েছি। ছোঁড়াটা মরেও না! তার আমি বিস্তর উপকার কৌরেছি, আমি ইংলণ্ডে উপস্থিত হোলে সে তখন তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। ফের যদি শত্রুতা দেখায়, এ বার আমি তার বিলক্ষণ শোধ তুল্‌বো!—সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইনকে বেনামী চিঠী লিখ্‌বো;—লেডী কালিন্দীর কথা ভেঙে দিব.—না, তা হোলে সে বুঝ্‌তে পার্‌বে,—আমাকেই ঠাওরাবে;—তা করা হবে না;—বুড়ো হেসেল্‌টাইন হয় ত তার প্রতি দয়া কোরে—"

সবিস্ময়ে কাপ্তেন বোল্‌তে লাগ্‌লো, "কি সব কথা তুমি বোল্‌ছো?—আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি হয় ত মনে কোচ্চো, সব আমি জানি,—কে কালিন্দী, কে বুড়ো, কিসের চিঠী,—তুমি যেমন জান, আমিও হয় ত তেমনি, কিন্তু—"

একটু কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে লানোভার বোল্লে, "ভারী রাগ হয়েছে,—রাগে যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। আপনি আমাকে মাপ কোর্‌বেন।"

"হাঁ, বেশী বোল্‌তে হবে না, একটু একটু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি। তোমার উপর জোসেফ উইলমটের শত্রুতা থাক্‌তে পারে, আমাদের সঙ্গে তার কি? তা যাক্‌, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে রকম বন্দোবস্ত কোচ্চো, এসব কথা কি আর কাহা-কেও তুমি বোলেছ? কোন সূত্রে উইলমট যদি একথা জান্‌তে পেরে থাকে, তোমার কাজের অছিলায় আমরা এ বন্দরে এসেছি, তাই ভেবে সে যদি আমাদের জাহাজে এসে থাকে, সে কথা ভয়ানক;—তা হোলে অবশ্যই বোল্‌তে হবে, নিশ্চয়ই গোয়েন্দা। বোলেছো কি কিছু?—ভেঙেছ কি কারো কাছে কিছু? বল,—সত্য কোরে বল। কোন কথা গোপন রেখো না। তা যদি হয়, তবে আমরা তোমার উপকার কোত্তে অগত্যা নারাজ। তুমি অন্য চেষ্টা দেখ্‌তে পার। তোমার জন্য আমরা সাধ কোরে বিপদের ফাঁদে পা দিতে—"

"ধর্ম্মত বোল্‌ছি, কারো কাছে কোন কথা ভাঙি নাই। আমার জন্য আপনারা কোন বিপদে পোড়্‌বেন না; সেজন্য কোন চিন্তা নাই,—সে ভয় কিছুই নাই। আমি কত বড় সাবধানী লোক, তা আপ্‌নি জানেন না।"

"তবে তুমি যা ইচ্ছা, তাই কর। যে রকমে উইলমটকে হাত কোত্তে পার,—জব্দ কোত্তে পার, তার চেষ্টা দেখ। আমরা যে কাজ স্বীকার কোরেছি, তা আমরা কোরে দিব।"

"হাঁ, হাঁ, সেই ভাল। উইলমটকে যা কিছু কোত্তে হয়, আমিই তা কোর্‌বো। সে থাকে কোথায়, তা কিছু আপনারা জানেন?"

"জানি।"—সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়ে, সেই ব্যক্তি আমার বাসার কথা বোলে দিলে। যে হোটেলে আমি থাকি, সেই হোটেলের নাম কোল্লে। আরও বোল্লে, "আর আমার বেশী কথা বল্‌বার নাই। অগ্রিম আড়াই শ পাউণ্ড এখনই তুমি আমাকে দেও। কাল রাত্রি দশটার সময় জাহাজে যেও।"

একটু পরেই পাশের ঘরে স্বর্ণমুদ্রাগণনার শব্দ পাওয়া গেল। কস্‌মোও শুন্‌লে, আমিও শুন্‌লেম। কাপ্তেন যখন বিদায় হোতে চাইলে, লানোভার তাড়াতাড়ি বোল্লে, "দাঁড়ান একটু, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। যেদিকে আপনি যাবেন, আমারও পথ সেই দিকে। আপনার সঙ্গে গিয়ে স্থির কোর্‌বো, সেই বদ্‌মাস ছোঁড়াটা কোন্ হোটেলে থাকে।"

"না, না,—তা হবে না, আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। লোকে যদি আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে, সব গোলমাল হয়ে যাবে। আমি আগে যাই, মিনিট্ দশেক পরে তুমি যেও।"—এই সব কথা বোলেই কাপ্তেন বিদায় হলো। ক্ষণকাল পরেই লানোভার ঘণ্টাধ্বনি কোল্লে। কাফিঘরের কর্ত্রী এসে দেখা দিলে। লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "দর্‌চেষ্টার কি চোলে গেছে?"—বুড়ী উত্তর কোল্লে, "হাঁ।"

রাত্রের খানা তৈয়ারির হুকুম দিয়ে, লানোভার সেই ঘরের ভিতর খানিকক্ষণ পাইচারী আরম্ভ কোল্লে। বুড়ী বেরিয়ে গেল। পিঞ্জরমধ্যে বন্যপশু যেমন ছট্‌ফট্ করে, ঘরের ভিতর দশমিনিট কাল সেই রকমে ছট্ ফট্ কোরে বেড়িয়ে, লানোভার গুম্ গুম্ শব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। দর্‌চেষ্টারের সঙ্গে লানোভারের ইংরাজীতে যে সব কথা হয়েছিল, সংক্ষেপে কস্‌মোকে তার মর্ম্ম আমি বুঝিয়ে দিলেম। কাপ্তেনের সঙ্গে লানোভারের যে সব কথা হলো, তা আর বুঝিয়ে দিতে হলো না। কেন না, পূর্ব্বেই বোলেছি, কস্‌মো ফ্রেঞ্চভাষায় অপণ্ডিত ছিল না।

আমার কথা সমাপ্ত হোলে,—কস্‌মোকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখনকার কর্ত্তব্য কি? লানোভারকে কি গ্রেপ্তার করা যাবে?"

"একা আমি এ কথার জবাব দিতে পারি না। বিশেষ বিবেচনা না কোরে, কোন কাজ করাই ভাল নয়। সিগ্‌নর পর্টিসির পরামর্শ লওয়া আবশ্যক। এখন ত আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পারেন;— যান সেইখানে;— শীঘ্র যান। আমিও ছুটে হোটেলে যাই। লানোভারের আগেই আমি উপস্থিত হব। সে যদি আপনার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে, এম্‌নি ভাবে উত্তর দিব, তাতে হয় ত সে আর বেশী সতর্ক থাক্‌বে না। সেই অবকাশে আমরাও ওদিকে জজের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, যথাকর্ত্তব্য স্থির কোর্‌বো।"

"তাঁদের তবে কি হবে? তাঁরা তবে কি কোরে এ সব কথা জান্‌বেন? এখনই কি আমার লেগ্‌হরণে——"

"স্থির হোন, ধৈর্য্যধারণ করুন, যথেষ্ট সময় আছে। পর্টিসির বাড়ীতেই আমি ডাক-গাড়ী নিয়ে যাব, আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হোলেই আপনি রওনা হবেন। এখন আপনি অবিলম্বে জজসাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।"

এইরূপ উপদেশ দিয়েই, কস্‌মো দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরুলো। আমিও সেইরূপ গুপ্তপথে বেরুলেম;—সিগ্‌নর পর্টিসির বাড়ীর দিকে চোল্লেম। পথে আমার বিস্তর ভাবনা। দু ঘণ্টার মধ্যে কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুন্‌লেম। দর্‌চেষ্টার এখন লেগ্‌হরণ হোটেলে হেসেল্‌টাইনপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা কোরেছে। দুরাত্মা

লানোভারের দুষ্ট মৎলব হাসিল্ করবার জোগাড় কোচ্চে।—তাই কোস্তেই গেছে। আসল মৎলবটা কি? বৃদ্ধ হেসেল্‌টাইনকে,—আমার প্রিয়তমা আনাবেলকে,—বৃদ্ধ হেসেল্‌টাইনের কন্যাকে বোম্বেটের হাতেই ধোরিয়ে দিবে। সেই ভাবনায় কতই যে উদ্বেগ, কতই যে চাঞ্চল্য,—কতই যে হৃৎকম্প, আমিই তা অনুভব কোল্লেম। তত শঙ্কার ভিতরেও একটুখানি আনন্দ। লানোভারের মুখেই প্রকাশ পেলে, লানোভার আমার মামা নয়! পাঠক মহাশয় জানেন, এই সংশয় বরাবর আমার মনে। যে দিন তাকে দেলমরপ্রাসাদে প্রথম দেখি,—যে দিন সে আমার মামা বোলে পরিচয় দেয়, সেই দিন থেকেই আমার মনে ঐ সন্দেহ বদ্ধমূল। দারুণ সংশয় ছিল, কুঁজোটা আপ্‌না হোতেই বহুদিনের পর সে সংশয়টা ভঞ্জন কোরে দিলে। আঃ! লানোভার আমার মামা নয়!—আঃ! একটা ভয়ানক রহস্যের মর্ম্মভেদ হলো! করযোড়ে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম।

পথে যেতে যেতে আমার আর এক চিন্তা। গ্রীকবোম্বেটেরা আমার এত পরিচয় কোথায় পেলে? সিগ্‌নর পর্টিসির সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হয়েছে;—তাঁর নামে আমি সুপারিস চিঠী এনেছি, কোন বিশেষ কাজের জন্য আমি এখানে এসেছি, এসব গুহ্যকথা তারা কেমন কোরে জান্‌লে? কাল ভেবেছিল, আমি গোয়েন্দা, আজ ভাব্‌ছে আর একরকম। কাণ্ডখানা কি?

আঃ! একটা কথা মনে পোড়্‌লো। নিশ্চয়ই কেনারিস্ আজ নোটারাসের সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েছিলেন। তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি গোয়েন্দা নই। তিনিই হয় ত বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি আমার নিজের কাজে সিবিটাবেচিয়ায় এসেছি। তাই হয় ত ঠিক হবে। কিন্তু তাই বা কেমন কোরে ঠিক? সিগ্‌নর পর্টিসির সঙ্গে আমার আত্মীয়তা, এটা ত প্রকাশ করবার কথা নয়। কেনারিস্ ত সে কথা ভালই জানেন। বোম্বেটেদের কাছে সে কথা তিনি কেন বোল্‌বেন?—না, সে কথা তিনি বোল্‌বেন না। তবে কে?—যদি তিনি নন, তবে সে কথা তাদের বোল্লে কে? এথেনীখানা যে কি, কেনারিস সে কথা জানেন না। উঃ! সেটা ত ভাল কথা নয়। স্বচ্ছন্দে তিনি সাহস কোরে জাহাজ দেখ্‌তে গেলেন। যদি কোন বিপদ ঘটে?—না, ভাল কথা নয়, জানিয়ে দিতে হবে। কস্‌মোকে আমি বোল্‌বো, কস্‌মো যেন সে কথা আজ রাত্রে কেনারিস্‌কে ভাল কোরে সোম্‌জে দেয়। আহা! সেই সদাশয় গ্রীকযুবার প্রতি আমার সখ্যভাব জন্মেছে। বিপদের মুখে তাঁরে সাবধান করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। আহা! যদি তিনি বোম্বেটের হাতে বিপদে পড়েন, সুশীলা লিয়োনোরার দশা কি হবে? বোম্বেটেরা যদি তাঁকে জাহাজে ধোরে রাখে, অনেক টাকা দাবী কোর্‌বে;—অনেক টাকা খালাসী সেলামী না পেলে ছেড়ে দিবে না;—সেটাও ত কম বিপদ নয়! আজ রাত্রে কেনারিস্‌কে সতর্ক কোত্তে হবেই হবে। তাঁর নিজের খাতিরে, সিগ্‌নর পর্টিসির খাতিরে,—কুমারী লিয়োনোরার খাতিরে, ধর্ম্মত আমি অবশ্যই তাঁরে সাবধান কোরে রাখ্‌বো।

কেনারিস বিপদে পোড়্‌বেন, সেই অলক্ষণসূচক চিন্তাটাও আমার প্রাণে সহ্য হলো না। একবার ভাব্‌লেম, নোটারাস্ হয় ত কিছু না বোল্‌তে পারে। কেন না, নোটারাস্ যখন

ঘোড়া থেকে পড়ে, কেনারিস তখন যথেষ্ট সাহায্য কোরেছেন। নোটারাস কিছু না বোল্‌তে পারে; কিন্তু কাপ্তেন ডুরাজো,—শুনেছি তিনি ভয়ানক লোক, তিনি ত দয়া কোর্‌বেন না। সেরূপ সততা ত কাপ্তেন ডুরাজোর মনেই আস্‌বে না। ওঃ! বোম্বেটের আবার সততা! কোন্ পাগল এমন কথায় বিশ্বাস কোর্‌বে?

অনেক চিন্তা একত্র। কেনারিস্‌কে সতর্ক কোর্‌বো,—লানোভারের কুচক্র থেকে আনাবেলকে বাঁচাব,—বিশ্বাসঘাতকতার চক্রে আগুন দিব, লানোভার এইবারে যাতে উচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তারও উপায় কোর্‌বো। এইসব কথা চিন্তা কোত্তে কোত্তে, পর্টিসিপ্রাসাদের ফটকে এসে পৌঁছিলেম।

চতুশ্চত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

জজ।

আমি পর্টিসিপ্রাসাদে উপস্থিত। সিগ্‌নর পর্টিসি বৈঠকখানায় বোসে আছেন। নিকটে ভ্রাতুষ্পুত্রী লিয়োনোরা। কেনারিস্ সেখানে নাই। আমারে দেখেই জজসাহেব বিবেচনা কোল্লেন, কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত। আমিও বুঝিয়ে দিলেম তাই। তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কস্‌মো কোথায়?"

"আস্‌ছে।"

এই প্রসঙ্গে লিয়েনোরাকে উপলক্ষ কোরে, দুটী একটী আমোদের কথা উঠ্‌লো। আমি বোল্লেম, "কস্‌মো আস্‌ছে। বিশেষ পরামর্শ প্রয়োজন।"—জজসাহেব বোল্লেন, "তবে ত দেখ্‌ছি, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপার! স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে বিষয়কর্ম্মের কথা বলা আমার অভ্যাস নয়। তা বোলে লিয়োনোরাকে আমি অনাদর কোচ্চি না। বিশেষত—"

মধুরবদনে মধুর হাসি খেলিয়ে, লিয়োনোরা বোল্লেন, "আমার কাকার ঐ গুণটী বড়! একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিষয়কর্ম্মের কথাও অপর বন্ধুর কাছে কিছু ভাঙেন না।"

গম্ভীরবদনে জজসাহেব বোল্লেন, "চিরদিন আমার ঐ রকম অভ্যাস। আমি ত বুঝি, ঐরূপ করাই ঠিক।"

একজন খানসামা এসে সংবাদ দিলে, খানা প্রস্তুত। ভোজনাগারে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। আহারাদি হয়ে গেল, টেবিলের উপর ফল সাজানো হলো। কুমারী লিয়োনোরা সেই অবকাশে সে ঘর থেকে সোরে গেলেন। জজসাহেবের সঙ্গে আমার কোন বিষয়কর্ম্মের কথা হবে,—কুমারীর সাক্ষাতে হবে না, সেই জন্যই পিতৃব্যকে অভিবাদন কোরে, ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

"আচ্ছা, কস্‌মো আসুক্।"—একটু চিন্তা কোরে, জজসাহেব বোল্লেন, "কস্‌মো আসুক। দুবার কেন? এখন আমরা যা যা বোল্‌বো, কস্‌মো এলে আবার সেই সব কথা তুলতে হবে, তাতে কাজ কি? সে পরামর্শ এখন থাক্।"—কোন কোন কথা জজের কাছে আমি ভেঙেছি;—সেই সূত্র ধোরে তিনি বোল্লেন, "তবে ত দেখ্‌ছি, আজ রাত্রেই তোমার লেগ্‌হরণে যাওয়া চাই;—দুরাত্মা দর্‌চেষ্টারকে ধরা চাই। তাকে আমরা তস্কানীর ফৌজদারী আদালতে গ্রেপ্তার কোরিয়ে দিব। লানোভার আর ঐ সব বোম্বেটেদের ভাগ্যে কি আছে, আমরাই তার মীমাংসা কোর্‌বো।"

জজসাহেব এই সব কথা বোল্‌ছেন, এমন সময় একজন চাকর এসে তাঁর হাতে একখানা চিঠী দিলে। চিঠীখানি তিনি তৎক্ষণাৎ খুল্লেন। চিঠীতে অল্প কথাই লেখা ছিল, কথাগুলি পাঠ কোরে, তিনি আমারে বোল্লেন, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন এ পর্য্যন্ত লেগ্‌হরণে আছেন কি না, কাফিঘরের মন্ত্রণা শুনে,তা যদি তুমি ঠিক জান্‌তে না পেরে থাক, আমিই তোমাকে জানাচ্ছি। তোমাকে আমি বোলেছিলেম, ইটালীর সমস্ত বড় বড় নগরে আমি লোক পাঠাব,—গুটীকতক খবর জান্‌বো। একটী খবর জানা গেল। লেগ্‌হরণ থেকে সংবাদ এসেছে, সার মাথু হেসেল্‌টাইন সপরিবার সেইখানেই আছেন। লর্ড একলেষ্টন-দম্পতীও সম্প্রতি সেইখানে গিয়ে "

"লর্ড একলেষ্টনকে আমার হোটেলেই আমি দেখ্‌তে পেয়েছিলেম। হঠাৎ দেখা হয়েছিল। পরশু দিন যখন—"

"হাঁ, তাও আমি জানি। কস্‌মো সব বোলে গেছে। তা যদি আমি না শুন্‌তেম, লর্ড একলেষ্টন এ সহরে এসেছেন, তোমাকে আমি সংবাদ দিতেম। লানোভার এসে পৌঁছেছে, তাও আমি শুনেছি;—কাল সকালেই শুনেছি। যে আফিসে পথিক লোকের পাস্ দেখা হয়, সেই আফিস থেকেই সে সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে। যেখানে যখন যা হোচ্চে,—ছোট বড় সকল কথাই ঠিক ঠিক সময়ে আমার কাণে আস্‌ছে। বোম্বেটেদের গ্রেপ্তার কর্‌বার কথা,—বুঝ্‌লে কি না, আমি ত বোধ করি, তারা আমার হাতের ভিতর;—অবিলম্বেই ধরা পোড়্‌বে। অষ্ট্রীয় রণতরী টাইরল কোথায় আছে, জান্‌বার জন্য বড় বড় বন্দরে লোক পাঠিয়েছি। সংবাদ আসে নাই, টাইরল কিন্তু শীঘ্রই এখানে এসে পৌঁছিবে।"

"আপনি কি ইতিমধ্যেই এথেনীকে গ্রেপ্তার কর্‌বার জোগাড় কোত্তে চান?"

"না, সে রকম একটু কিছু সূত্র জান্‌তে পাল্লেই, বোম্বেটেরা নঙর তুলে পালাবে। কাল রাত্রি পর্য্যন্ত যাতে এখানে থাকে, আমাদের পরামর্শের কথা,—জোগাড়যন্ত্রের কথা, কিছুই যাতে জান্‌তে না পারে, তারই উপায় কোত্তে হবে। এর মধ্যে যদি টাইরল এসে না পৌঁছে,—আস্‌তে আর বেশী বিলম্বও হবে না।"

এই রকম কথোপকথনপ্রসঙ্গে মন্দ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাল রাত্রে আপনি কি সিগ্‌নর ফেনারিসকে আমার কাছে—"

জজসাহেবের বদন গম্ভীর হলো। আমারে বাধা দিয়ে তিনি বোল্লেন, "আমি বড়ই দুঃখিত হোচ্চি, আজ রাত্রেই তুমি চোলে যাচ্ছো;—অবশ্যই যাওয়া দরকার। কিন্তু আমি কেনারিসের আগ্রহ দেখে, কল্যই শুভবিবাহের দিন স্থির কোরেছি।"

সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কল্যই?"

"হাঁ, কল্যই। কিন্তু লিয়োনোরা এখন কেনারিসের সঙ্গে যাচ্ছেন না, আমার কাছেই থাক্‌ছেন। আজ প্রাতঃকালে কেনারিস্ তাঁর পিতৃব্যের এক জরুরী চিঠী পেয়েছেন, শীঘ্রই এথেনস্ নগরে যাওয়া আবশ্যক। কাল রাত্রে কেনারিস্ এখান থেকে চোলে যাবেন! প্রায় দেড়মাস এখানে আস্‌বেন না। বিবাহ কল্যই হবে। বেশী সমারোহ হবে না, সময় সংক্ষেপ, একপ্রকার গোপনেই বিবাহ হবে।"

রাত্রি সাড়ে আটটা। কস্‌মো এসে উপস্থিত। সর্ব্বপ্রথমে আমারে সম্বোধন কোরে, কস্‌মো বোল্‌তে লাগ্‌লো, "কাফিঘর থেকে বিদায় হয়ে, বরাবর আমি হোটেলে চোলে গেলেম। লানোভার সেখানে যায় নাই। যদি যায়,—আপ্‌নার কথা যদি জিজ্ঞাসা করে, হোটেলের চাকরেরা কি উত্তর দিবে, তা আমি শিখিয়ে দিয়ে এসেছি। আপ্‌নার জিনিস-পত্র সব প্যাক কোরে রেখেছি। সিগ্‌নর পর্টিসি আপনার লেগ্‌হরণযাত্রায় সম্মতি দিবেন, তা আমি জানি। রাত্রি দশটার সময় ডাকগাড়ী এসে পৌঁছিবে। সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে, হোটেল থেকে আমি বেরুলেম। রাস্তায় লানোভার আমার গা ঘেঁসে চোলে গেল। আমি তার দিকে চেয়ে চেয়ে থাক্‌লেম। উদ্দেশ্য কি, স্থির কোত্তে না পেরে, মানুষ যেমন এদিক ওদিক্ চায়,—থোম্‌কে থোম্‌কে দাঁড়ায়, লানোভার ঠিক সেই রকমে চোলেছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখ্‌লেম। গতিকে বোধ হলো, হোটেলেই যাবে; আপ্‌নার সঙ্গে দেখা কোর্‌বে;—কেন আপ্‌নি সিবিটাবেচিয়ায় এসেছেন, জান্‌বার চেষ্টা পাবে। ভাব বুঝে আবার আমি হোটেলের দিকে ফিরে গেলেম। যেন কিছুই দরকার নাই, কিছুই যেন খবর রাখি না, ঠিক সেই ভাবে ফটকের ধারে পাইচারী কোত্তে লাগ্‌লেম। ঠিক সেই সময় লানোভার গিয়ে উপস্থিত হলো। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "উইলমট কোথায়?"

"আমাকে দেখিয়ে দিয়ে দরোয়ান উত্তর দিলে, 'এই যে উইলমটের চাকর।'—কুটিল নেত্রে লানোভার আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। আমি সসম্ভ্রমে নমস্কার কোল্লেম। লানো-ভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, 'উইলমট ঘরে আছে?'—আমি উত্তর দিলেম, না মহাশয়! এখন এখানে উপস্থিত নাই;—নিমন্ত্রণ আছে, বেরিয়ে গেছেন। এখনই আস্‌বেন;—আজ রাত্রেই আমরা সিবিটাবেচিয়া থেকে চোলে যাব।"

"সত্য?"—মহা আহ্লাদে লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "সত্য? কোথায়?—কোথায়? উইলমট কোথায় যাচ্ছে?"

"আমি উত্তর কোল্লেম, সামান্য একটী কাজের জন্য সিবিটাবেচিয়ায় এসেছিলেন, সে কাজ হয়ে গেছে, আজ রাত্রেই রোমে ফিরে যাবেন।"

"লানোভারের মুখখানি যেন আহ্লাদে কেঁপে উঠ্‌লো। দরোয়ানও সেই সময় আমার পূর্ব্বশিক্ষামত আমার কথার পোষকতা কোর্‌লে। লানোভার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "মিষ্টার উইলমট আমার পরম আত্মীয়। তাঁরই মুখে শুন্‌তে পাবে,—দুজনে আমাদের বিলক্ষণ সদ্ভাব;—বিলক্ষণ হৃদ্যতা। তা আচ্ছা, যে কাজের জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন, সে কাজটী ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়েছে?'

"সম্পূর্ণ।—আমি উত্তর কোল্লেম, সম্পূর্ণরূপে সুচারু। কাজটা এমন কিছু নয়, তাঁর একজন দেশস্থ লোক জুয়াচুরী কোরে, তাঁর কতকগুলি টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, সেই টাকাগুলি আদায় কর্‌বার জন্যই তাঁর এখানে আসা। তা পাওয়া হয়েছে।"

'বেশ!'—লানোভার বোল্লে বেশ! শুনে আমি খুসী হোলেম। উইলমট আমার বন্ধু, তিনি এখানে এসেছেন শুনে, একবার দেখা কোত্তে এসেছিলেম মাত্র;—বিশেষ কাজ কিছুই না। আরও একটা কথা ছিল,—আমাদের উভয়েরই বন্ধু সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন। উইলমট তাঁর কোন সংবাদ পেয়েছেন কি না, সেই কথাটীও জান্‌বার দরকার ছিল। তুমিই বোধ হয়, সে কথার জবাব দিতে পার।'

"সসম্ভ্রমে আর একটা সেলাম দিয়ে, আমি উত্তর কোল্লেম, আমি নূতন নিযুক্ত হয়েছি। বেশীদিন তাঁর কাছে চাকরী কোচ্চি না, কিন্তু ঐ নামটী তাঁর মুখে আমি শুনেছি।—হাঁ হাঁ, স্মরণ হোচ্চে, কিছুদিন হলো, সার্ মাথু হেসেলটাইনকে তিনি এপিনাইনপর্ব্বতের এক হাঙ্গামা থেকে উদ্ধার কোরেছিলেন। শুনেছি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন সপরিবার ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন। এই পর্য্যন্ত আমি জানি।'

"লানোভার আমার হাতে একটী রৌপ্যমুদ্রা প্রদান কোল্লে;—দিয়েই ফিক্ ফিক্ কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে, ভোঁ ভোঁ কোরে চোলে গেল;—খবরটা শুনে বোধ হয়, ভারী খুসী হলো। লানোভারকে আমি ভোগা দেখিয়েছি! এখন আমরা ধীরেসুস্থে উপস্থিত বিষয়ের যথা কর্ত্তব্য অবধারণ কোত্তে পার্‌বো।"

কস্‌মোর চতুরতার প্রশংসা কোরে জজসাহেব বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোমার বুদ্ধি, তোমার বিবেচনা,—তোমার দূরদর্শিতা,—তোমার দক্ষতা, যে রকম আমি দেখ্‌ছি, তাতে কোরে বিফল হবার শঙ্কা নাই;—নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হবে।"—কস্‌মোকে এই সব কথা বোলে, আমার দিকে ফিরে, গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "দেখ উইলমট! তুমি অবিলম্বে লেগ্‌হরণে চোলে যাও। দুরাত্মা দর্‌রেষ্টারের বজ্জাতি ভেঙে দাও। ডাকাত মার্কো উবার্টির দলে ছিল, সেই সংবাদ দিয়ে, তস্কান পুলিসের হাতে ধোরিয়ে দাও।"

এই সব কথা হোচ্চে, এমন সময় কেনারিস্ এসে উপস্থিত। যে ঘরে আমরা আছি, সে ঘরে এলেন না, উপরের যে ঘরে লিয়োনোরা, বরাবর সেই ঘরে চোলে গেলেন। সেই অবসরে জজসাহেবকে আমি বোল্লেম, "ভাল কথা মনে পোড়েছে। সিগ্‌নর কেনারিসের সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা আমি বোল্‌তে চাই। এখন সে কথা থাক্, আপনি যেরূপ আজ্ঞা কোচ্চেন, সেইগুলিই আগে স্থির হোক্।"

সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি আপ্‌নার জামাই হবেন। য়োম্বেটে জাহাজে গতিবিধি করা,—বোম্বেটে লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা, বড়ই বিপদের কথা। এ অবস্থায় তাঁকে সতর্ক কোরে দেওয়াতে আমার কি অমত হোতে পারে?"

গম্ভীরবদনে সিগ্‌নর পাট্রিসি বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে তাই করা যাবে;—উইলমট যখন এ কথা তুলেছেন, তখন উইলমটই তাঁকে বোল্‌বেন। দেখ উইলমট! তুমি উপরঘরে যাও। যা বোল্‌তে হয়, তাঁকে গিয়ে বল। আমি এ দিকে কাল রাত্রের বন্দোবস্তের জন্য কস্‌মোর সঙ্গে পরামর্শ ঠিকঠাক করি।"

জজের অনুমতি পেয়ে, বরাবর আমি উপরঘরে চোলে গেলেম;—দেখ্‌লেম, কেনারিস্‌ আর লিয়োনোরা পাশাপাশি বোসে আছেন। উভয়ের বদনেই নবীন প্রেমানুরাগের আনন্দ-চিহ্ন বিকাশ পাচ্ছে। আমারে দেখেই হাস্‌তে হাস্‌তে আসন থেকে উঠে, কেনারিস্‌ আমারে সাদরে প্রিয়সম্ভাষণ কোল্লেন। লিয়োনোরা হয় ত মনে কোল্লেন, নির্জ্জনে আমাদের কিছু কথা আছে, কিম্বা হয় ত বিবাহের কথা আমি শুনেছি, তাই ভেবে একটু লজ্জা হলো, ধীরে ধীরে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অবকাশ পেয়ে কেনারিস্‌কে আমি বোল্লেম, "বড়ই আনন্দের কথা। আপ্‌নার সুখের দিন সমাগত। এই শুভসংবাদে আমি যার পর নাই সুখী হয়েছি।"

প্রসন্নপুলকিতবদনে আমার হস্ত ধারণ কোরে, কেনারিস্‌ বোল্লেন, "আমাদের সুখের কথায় তুমি যে সুখী হবে, এটী ত ধরা কথা।"—প্রসন্নবদনে এই কটী কথা বোল্লেন বটে, তথাপি তখনও যেন একটী বিষাদের দীর্ঘনিশ্বাস আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে। তত সুখের সংবাদে কেন বিষাদের উদয়, কৌশলে আমি সেটী জিজ্ঞাসার উপক্রম কোল্লেম, পাশকথা পেড়ে তিনি চাপা দিয়ে ফেল্লেন। অনন্তর আমি বিদায় চাইলেম। শুনে, তিনি বড় দুঃখিত হোলেন। বিবাহের সময় আমি উপস্থিত থাক্‌বো না, অবশ্যই তিনি অসুখী হোতে পারেন, কিন্তু বিশেষ কার্য্যানুরোধে অকস্মাৎ স্থানান্তরে যেতে হোচ্চে, সেই কথা বোলে আমি প্রবোধ দিলেম। শুভপরিণয়ে উভয়ে তাঁরা চিরসুখী হোন, আন্তরিক আনন্দ জানিয়ে, আমি অভিনন্দন কোল্লেম। কেনারিস্‌ বোল্লেন, "সত্য বটে, সুখের সোপানে আমি আরোহণ কোরেছি, কিন্তু তবুও যেন এক একবার প্রাণ আমার কেমন কেমন কোরে উঠ্‌ছে। বালকের মত,—স্ত্রীলোকের মত, এক একবার আকুল হয়ে পোড়্‌ছি। কিন্তু হাঁ, আপাতত তুমি ঐ সব বুঝ্‌তে পার্‌বে না। থাক্‌, শুনি এখন তোমার কথা। তুমি যে এত শীঘ্র সিবিটাবেচিয়া থেকে চোলে যাচ্চো, কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই ত?"

"না, সে রকম কিছু নয়। যে কাজের জন্য এসেছি, সেই কাজের অনুরোধেই এত তাড়াতাড়ি যাওয়া। এখন আমি আপ্‌নাকে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা শুনাতে চাই। কোন কোন লোকের সঙ্গে আপ্‌নি যেরূপ আত্মীয়তা কোচ্চেন,—আপ্‌নি আমার বন্ধু, আপনি আমারে বন্ধু বোলে স্বীকার কোরেছেন, আপ্‌নাকে আমি বন্ধু বোলে গৌরব করি, সেই জন্য আপনাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক কোরে রাখা আমার—"

চমকিতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে, কেনারিস্ সহসা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কি? কি বোল্‌ছো তুমি?"

"নোটারাসের প্রতি আপ্‌নি অসীম অনুগ্রহ দেখাচ্চেন। সে কিন্তু সে অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র নয়। বেশী কথা কি বোল্‌বো, নোটারাস্ একজন বোম্বেটে!"

বিস্ময়ে,—আরক্তবদনে কেনারিস্ বোলে উঠ্‌লেন, "কি? বোম্বেটে?"

"হাঁ, বোম্বেটে;—নিশ্চয়ই বোম্বেটে! যে জাহাজের কাপ্তেন সে, সেখানাও বোম্বেটে জাহাজ! দুই বৎসর ধোরে ভূমধ্যসাগরে ডাকাতী কোরে ঘূরে বেড়াচ্ছে!"

"উঃ! কি পাপিষ্ঠ! উঃ! এ ভয়ঙ্কর কথা যদি আমি জান্‌তেম,—কিছুমাত্র সন্দেহও যদি হতো, তা হোলে—"

"তা আমি জানি। কথাটা শুনেই আপ্‌নি যে ঘৃণাক্রোধে জ্বোলে উঠ্‌বেন, তা আমি জান্‌তেম। কিন্তু একটী সুবিধা হয়েছে। জাহাজখানাকে গ্রেপ্তার কর্‌বার জোগাড় হোচ্চে। হাঁ হাঁ, ভাল কথা;—আপনাকে আমি বোল্‌তে ভুলেছি, নোটারাস ও জাহাজের কাপ্তেন নয়। প্রকৃত কাপ্তেন হোচ্চে দুরাজো। কাল রাত্রি দুই প্রহরের সময় সেই কাপ্তেন দুরাজো নিশ্চয়ই পুলিসের হাতে ধরা পোড়্‌বে।"

সবিস্ময়ে কেনারিস বোলে উঠ্‌লেন, "বল কি? তুমি যে আমারে অবাক্ কোরে দিলে। ছি ছি ছি! গ্রীকজাতির নামে এমন দুঃসহ কলঙ্ক?—লোকগুলো এত বড় বদ্‌মাস? কিন্তু তুমি এ সব কি কোরে জান্‌লে?"

"জান্‌লেম?—সত্যকথা বোল্‌তে কি, কালরাত্রে যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে যান, তখনও আমি ওকথা জান্‌তেম; কিন্তু কথাটা না কি কেবল আমার নিজের কথা নয়, সেই জন্যই তখন বলি নাই। অষ্ট্রীয়া থেকে একটী সুচতুর লোক এসেছে, সে এখন সিগ্‌নর পর্টিসির নিকুটেই আছে। তাঁদের দুজনের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, এখন আমি আপ্‌নাকে সতর্ক কোচ্চি।"

"তবে ত জাহাজখানা দেখ্‌তে গিয়ে বড় কুকর্ম্মই আমি কোরেছি! আজ সকালেও আবার গিয়েছিলেম। তুমি জাহাজ দেখ্‌তে গিয়েছিলে, বাস্তবিক তোমার কোন কুমৎলব ছিল না, নোটারাসকে সে কথা আমি ভাল কোরে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি।"

"ধন্যবাদ!—ধন্যবাদ! তারা মনে কোরেছে, আমি গোয়েন্দা! উঃ! কি ঘৃণার কথা! আপ্‌নি যে তাদের সংশয়ভঞ্জন কোরে দিয়ে এসেছেন, তাতে কোরে আপ্‌নার কাছে আমি পরম বাধিত হয়ে থাক্‌লেম। এখন একটী গুহ্যকথা বলি শুনুন। যে লোকটী এখন আমার চাকর হয়ে রয়েছে, বাস্তবিক সে লোকটী অষ্ট্রিয়ানগরের গুপ্তপুলিসের ছদ্মবেশী ইন্‌স্পেক্টর। আমারে উপলক্ষ কোরে, সে ব্যক্তি গ্রেনী জাহাজে উঠেছিল। যে বিশেষ কার্য্যের জন্য আমার এ নগরে আসা, সেই কাজে কিছু সহায়তা কর্‌বার জন্যই সে এখন আমার চাকর সেজে রয়েছে;—সাধ্যমত চেষ্টা কোচ্চে। সেই কাজের জন্যই আজ তাড়াতাড়ি আমারে লেগ হরণে যেতে হোচ্চে।"

"ওঃ! তবে তুমি লেগ্‌হরণে যাচ্চো? আমি ভেবেছিলেম, আমি যে পথে যাব, হয় ত তুমিও সেই পথে যাবে। আমি যাব কাল।—একসঙ্গে—"

"অসম্ভব! একসঙ্গে যাওয়া হোতে পারে না। ব্যাপার বড় শক্ত দাঁড়িয়েছে। আমার আসল উদ্দেশ্যে মহাসঙ্কট উপস্থিত কর্‌বার জন্যই এ বন্দরে এথেনী জাহাজের প্রবেশ। দুরাত্মাদের কুচক্র ভঙ্গ কর্‌বার উদ্দেশেই আমি লেগ্‌হরণে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, আমার দ্বারা কি তোমার কোন উপকার হোতে পারে? তা যদি হয়, আদেশ কর। আমার বন্ধুত্ব কদাচ বাতাসে উড়ে যায় না;—আমার বন্ধুত্ব শুধু কেবল মুখের কথায় বন্ধুত্ব নয়, কাজে আমি বন্ধুত্বের পরিচয় দেখাতে পারি।"

"তা আমি জানি।"—ব্যগ্রভাবে আমি বোল্লেম, "তা আমি জানি;—কিন্তু উপস্থিত ব্যাপারে আপনার কোনরূপ কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হোচ্চে না। সেই যে পুলিসের লোকটীর কথা আমি বোল্লেম, তারই কৌশলে,—তারই বুদ্ধিচাতুর্য্যে, আমার এ কাজটী সিদ্ধ হবে। বোম্বেটে-দের ধর্‌বার জন্য অষ্ট্রীয় রণতরী টাইরলকে খবর দিতে লোক গেছে। বাতাস যদি অনুকূল থাকে, টাইরল অবশ্যই কাল এসে এ বন্দরে পৌঁছিবে। কাল রাত্রে কাপ্তেন দুরাজো জাহাজে এসে উঠ্‌বে, এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির। সে এখন সিবিটাবেচিয়ায় নাই;—কাল আস্‌বে। অগ্রে তাকেই গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্য কস্‌মোর সঙ্গে জজসাহেব পরামর্শ কোচ্চেন।"

কথা হোচ্চে, এমন সময় গাড়ীর চাকার শব্দ আমার শ্রবণগোচর হলো। শশব্যস্তে আসন থেকে উঠে, সচকিতস্বরে আমি বোল্লেম, "ঐ বুঝি আমার ডাকগাড়ী এলো;—ঐ গাড়ীতেই আমি যাব। এখন তবে বিদায়!"

"একটু থাকো, একটু থাকো! আমিই তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আস্‌ছি।"

এই অবসরে কুমারী লিয়োনোরা সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। এখনি আমি চোলে যাচ্ছি, সেই কথা শুনে, কুমারী অত্যন্ত বিস্মিত হোলেন। কেন যাচ্ছি, বুঝিয়ে বল্‌বার অবকাশ পেলেম না। শুভবিবাহে উভয়ে তাঁরা সুখী হোন, ঈশ্বরের নাম কোরে, সেই কামনা জানিয়ে, কেনারিসের সঙ্গে উপর থেকে আমি নেমে এলেম। ভোজনাগারে প্রবেশ কোল্লেম। ফটকে এসে ডাকগাড়ী দাঁড়িয়েছে। একজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে, সদর দরজার কাছে এসে, এক জন চাকরের হাতে একখানা চিঠী দিলে। বোলে দিলে, গোপনীয়। সিগ্‌নর পর্টিসির, নামে শিরোনামা। জজসাহেব সবে চিঠীখানি পেয়েছেন, ঠিক সেই সময় আমরাও গিয়ে সেইখানে উপস্থিত। সহাস্যবদনে মস্তক সঞ্চালন কোরে, জজসাহেব ভাবী জামাতাকে অভ্যর্থনা কোল্লেন। চিঠীখানি খুল্লেন।

পত্রপাঠ সমাপ্ত হবার পর, আমাদের দিকে চেয়ে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "—ভারী দরকারী চিঠী। টাইরল জাহাজের কাপ্তেন লিখেছে। টাইরল এদিকে শীঘ্র শীঘ্র আস্‌ছে। সেই কাপ্তেন স্থলপথে একজন লোক পাঠিয়েছে, তারই মুখে বিশেষ খবর পাওয়া যাবে। কাপ্তেন দুরাজোর চেহারা সেই কাপ্তেন জান্‌তে পেরেছে। সেই চেহারা ধোরেই দুরাজোকে আমরা গ্রেপ্তার কোত্তে পার্‌বো, সেই অভিপ্রায়েই লোক আস্‌ছে। কাপ্তেন দুরাজো

জাহাজে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই সহরের মধ্যে যদি আমরা গ্রেপ্তার কোরে ফেল্‌তে পারি, তা হোলে জাহাজের লোকেরা একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পোড়্‌বে;—আপনা হোতেই ধরা দিবে। স্থলপথে যে লোক আস্‌ছে, কাল প্রাতঃকালেই সে এসে পৌঁছিবে। তারি কাছেই কাপ্তেন স্থরাজোর চেহারা লেখা কাগজ আছে।"

"তবে ত ভারী দরকারী চিঠীই বটে!"—কস্‌মো,—কেনারিস্‌,—আমি, তিনজনেই এক-বাক্যে ঐ কথা বোলে আনন্দ প্রকাশ কোল্লেম। অবশেষে আমি বোল্লেম, "তবে আর কি? খোস্‌খবর ত পাওয়া হলো,—তবে আর আমি বিলম্ব কোর্‌বো না।"—এই কথা বোলে জজসাহেবের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেম। কস্‌মোকে বোল্লেম, "লেগ্‌হরণে পৌঁছিয়েই তোমাকে আমি চিঠী লিখ্‌বো। যত উপকার তুমি আমার কোচ্চো, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ! বোম্বেটে জাহাজ ধরা পোড়্‌লে, যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"—কস্‌মোকে এই কথা বোলে, কেনারিসের উদ্দেশে আমি বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম, "প্রিয়তম কেনারিস্‌! আপ্‌নার কাছে আমি এখন—"

বোল্‌তে বোল্‌তেই থেমে গেলেম। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, কেনারিস্‌ সে ঘরে নাই!

জজসাহেব বোল্লেন, "এইমাত্র তিনি বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় নিকটেই আছেন; দরজার কাছেই বোধ হয় তোমার অপেক্ষা কোচ্চেন।"

জজসাহেবকে,—কস্‌মোকে অভিবাদন কোরে, ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। বরাবর সদরদরজার কাছেই গেলেম। বারাণ্ডার আলোতে দেখ্‌লেম, আমার গাড়ীখানার কাছে কেনারিস্‌ দাঁড়িয়ে আছেন। শশব্যস্তে আমি নিকটবর্ত্তী হোলেম তিনি প্রসন্নবদনে বোল্লেন, "এসেছ, বেশ!—ঘোড়াগুলি কেমন, তাই আমি দেখ্‌ছি। বেশ বলবান্‌ ঘোড়া; শীঘ্র শীঘ্রই পৌঁছিতে পার্‌বে। ইটালীর পথে এমন ঘোড়া প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।"

উৎসাহ পেয়ে, সানন্দকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "যত শীঘ্র পৌঁছিতে পারি, ততই মঙ্গল। এখন তবে বিদায় হোলেম!" আবার একটু চুপি চুপি বোল্লেম, "এবার ফিরে এসে, আপ্‌নার মুখেই যেন শুন্‌তে পাই, আপ্‌নারা সর্ব্বপ্রকারেই সুখী হয়েছেন।"

"সহস্র ধন্যবাদ!"—মিষ্টবচনে কেনারিস্‌ বোল্লেন, "সহস্র ধন্যবাদ! তুমিও যে কাজে যাচ্চো, সেই কাজটী যেন নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হয়।"

কেনারিসের কাছে বিদায় গ্রহণ কোরে, গাড়ীর উপর আমি লাফিয়ে উঠ্‌লেম, অশ্ব-চালক চাবুক হাঁকৃরালে, গাড়ী সবেগে গড়্‌গড়্‌ শব্দে বেরিয়ে চোল্লো।

পঞ্চচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

ঘোর অন্ধকার রজনী।

অন্ধকারে গাড়ীর ভিতর আমি বোসে আছি।—নিশ্চিন্ত বোসে নাই, কার্য্যসিদ্ধির ভাবনা ভাব্‌ছি। লেগ্‌হরণ সহর তস্কানরাজ্যের এলাকা। লেগ্‌হরণের প্রকৃত নাম লিবর্ণো। সিবিটাবেচিয়া থেকে সোজাপথে প্রায় এক শত ত্রিশ মাইল উত্তরে লেগ্‌হরণ। রাস্তাটী সমুদ্রতীর দিয়ে বেঁকে বেঁকে গিয়েছে; স্থতরাং পোনেরো মাইল বেশী যেতে হয়। ধরুন্‌, এক শত পঁয়তাল্লিশ মাইল। চার্‌ঘোড়ার গাড়ী, রাস্তাও ভাল, সঙ্গে আমার অর্থও যথেষ্ট। গাড়োয়ানকে প্রচুর পুরস্কার দিতে পার্‌বো, তা হোলেই শীঘ্র শীঘ্র পৌছিব। ঘন্টায় যদি দশ মাইল যায়, তা হোলে পোনেরো ঘন্টার মধ্যেই লেগ্‌হরণে উপস্থিত হোতে পার্‌বো। পাঁচ ঘন্টার পথ যেতে যেতেই হয় ত দর্‌চেষ্টারকে ধোত্তে পার্‌বো।—নাই বা পাল্লেম, তাতেই বা আমার ক্ষতি কি? কাল রাত্রি তুই প্রহরের এদিকে ত জাহাজখানা ছাড়্‌ছে না;—এত তাড়াতাড়িই বা কি? দর্‌চেষ্টার যদি চারঘোড়ার গাড়ীতে রওনা না হয়ে থাকে, তা হোলে ত নিশ্চয়ই আমি তার আগেই পৌছিব। তস্কানরাজ্যসীমার মধ্যে সেই তুরাচার ছদ্মবেশী পাষণ্ডটাকে দেখ্‌তে পেলে, তৎক্ষণাৎ আমি পুলিসের হাতে ধোরিয়ে দিব। যেরকম বেশ বদল করুক্‌ না কেন, আমার চক্ষে তার বদ্‌মাইসী ধরা পোড়্‌বেই পোড়্‌বে।

উদ্বেগে,—উৎসাহে, কৌতুকে, এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোলেছি, পর্টিসিপ্রাসাদ থেকে গাড়ীখানা খানিকদূর এগিয়ে গেছে, হঠাৎ যেন গাড়ীখানা হেলে পোড়্‌লো। একদিকের চাকা তুখানা যেন একটা উঁচু জায়গায় ঠেক্‌লো;—গাড়ীখানা কাত হয়ে পোড়্‌লো। দূর থেকে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা চিকুর চঞ্চনার মত শ্রবণবধিরকারী বংশিধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হলো। কোথা থেকে কে যেন বাঁশী বাজিয়ে দিলে। চক্ষের নিমেষে গাড়ীখানা উল্টে পোড়্‌লো! আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লেম!

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন আমার একটু একটু চৈতন্য হলো, তখন যেন বুঝ্‌লেম, কারা আমারে ধরাধরি কোরে নিয়ে যাচ্ছে। তিন জন লোক। তুজন আমার মাথার দিকটা ধোরেছে, একজন পা ধোরে নিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃ উঁচু থেকে নীচুতে নাম্‌ছে। একটু একটু চেয়ে দেখ্‌লেম, ঘোর অন্ধকার,—ভয়ানক ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! কোথাও কিছু দেখা যায় না। গায়ে যেন লবণাক্ত শীতল বায়ু স্পর্শ হোচ্চে। বোধ হলো, সমুদ্রের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।—কারা তারা?—একবার মনে হলো স্বপ্ন, তার পর বুঝ্‌লেম, মাথায় কেমন এক রকম বেদনা। তখন বুঝ্‌লেম, সত্যই গাড়ীখানা উল্টে পোড়েছে। এরা হয় ত আমার বন্ধুলোক, আহত অবস্থায় যত্ন কোরে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেই কিন্তু নিস্তব্ধ।—কাহারও

মুখে কথা নাই। আর একবার চেয়ে দেখ্‌লেম। ঐ তিনজন ছাড়া, আরও দুতিনজন লোক আমার পাশে পাশে নীরবে চোলে আস্‌ছে। ভয়ানক নিস্তব্ধ!

তখন আমি একটু একটু ইতালিকভাষা বোল্‌তে শিখেছি। ইতালিকভাষায় ধন্যবাদ দিয়ে, সেই সব লোককে আমি গুটীকতক কথা বোল্লেম। কেহই কিছু উত্তর দিলে না। তখন আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। কেন ভয়,—কিসের ভয়, তা আমি তখন জান্‌তে পাল্লেম না। আবার কথা কইলেম। প্রথমে ইতালিক, তার পর ফ্রেঞ্চ, অত্যন্ত ভয়ে শেষকালে ইংরাজীতে সম্ভাষণ কোল্লেম;—মিনতি কোত্তে লাগ্‌লেম;—জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তারা কে, কেনই বা আমারে ধোরেছে? কোথায় বা নিয়ে যাচ্ছে?—আমি তাদের কোরেছি কি? অন্য কোন লোককে ধোত্তে ভুলে ত আমারে ধরে নাই? বার বার এই সকল কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। কেহই কিছু উত্তর দিল না। পূর্ব্ববৎ গভীর নিস্তব্ধ! যে লোক আমার পা ধোরে নিয়ে যাচ্ছিলো, একটানে সেই লোকের হাত থেকে পা দুখানা ছাড়িয়ে নিয়ে, অন্ধকারে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেম। তখনও জনপ্রাণীর মুখে কথা নাই; কিন্তু লোকেরা নিশ্চেষ্ট থাক্‌লো না। দড়ী দিয়ে তারা আমার হাত-পা বেঁধে ফেল্লে;—চক্ষু বেঁধে ফেল্লে। মহাতঙ্কে আমি তখন বুঝ্‌লেম, দুরন্ত বোম্বেটেদের হাতে পোড়েছি! সমুদ্রের কিনারায় নৌকা ছিল, ধরাধরি কোরে লোকেরা আমারে সেই নৌকার উপর তুল্লে। ভোঁ ভোঁ শব্দে নৌকা বেয়ে চোল্লো। তখনও পর্য্যন্ত কাহারও মুখে বাক্য নাই!

আমার মনে তখন ভয়ানক সন্দেহের আবির্ভাব। ভাব্‌লেম, একবার খুব জোরে টানাটানি কোরে দেখ্‌বো, কোন রকমে যদি তাদের হাত ছাড়াতে পারি,—পালাবার যদি কিছু উপায় কোত্তে পারি, চেষ্টা কোরে দেখ্‌বো। সাধ্য কি!—হাতগুলো যেন লোহার হাত! চেষ্টা করা বৃথা। চুপ কোরেই থাক্‌লেম। একজন লোক একখানা তলোয়ার বাহির কোল্লে। পালাবার যদি চেষ্টা করি, তখনই কেটে ফেল্‌বে, সেই রকম ভয় দেখালে। সাংঘাতিক ভয়ে আমি বিহ্বল!

যা ভেবেছি, তাই! লোকেরা আমারে বন্দী অবস্থায় সেই বোম্বেটেজাহাজে নিয়ে তুল্লে! তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে, একজন লোক কথা কইলে। সঙ্গীলোকেদের কি হুকুম দিলে। স্বরে আমি বুঝ্‌লেম, যে ব্যক্তি আমারে সঙ্গে কোরে এথেনী জাহাজ দেখিয়েছিল, কাফিঘরে লানোভারের সঙ্গে যে ব্যক্তি পরামর্শ কোরেছিল, সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর।

দুজন নাবিক তখন আমার বাঁধন খুলে দিলে। তাদের দলপতি তখন ফ্রেঞ্চভাষায় আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "সাবধান! যদি এখানে জোরজবুরী কোত্তে চাও, সমুচিত প্রতিফল পাবে! যদি ঠাণ্ডা হয়ে থাক, আমরাও ঠাণ্ডা থাক্‌বো। বুঝে কাজ কর!"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম, "কেন তোমরা আমারে—"

"চোপ্‌রাও!"—মহাক্রোধে গম্ভীর গর্জ্জনে সেই সহকারী কাপ্তেন আস্ফালন কোরে বোলে উঠ্‌লো, "চোপ্‌রাও! আমি আমাদের কাপ্তেনের হুকুমমতে কাজ কোচ্চি। যা বলি, তাই কর! আমার সঙ্গে এসো!"

বোম্বেটের হাতে উইলমট বন্দী।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। সে ব্যক্তিও আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌লো। জাহাজের একটী ক্ষুদ্র কেবিনের ভিতর সে আমারে নিয়ে গেল। ফরাসীভাষায় সে আমারে বোল্লে, "এইখানেই তোমায় থাক্‌তে হবে;—বিনা হুকুমে বেরুতে পাবে না;—ডেকে উঠ্‌বার সিঁড়ির ধারে তলোয়ারের খাপ খুলে শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে;—বিনাহুকুমে যে কেহ বাহিরে যাবার উপক্রম কোর্‌বে, তৎক্ষণাৎ গর্দ্দান নিবে! এ জাহাজের কেহই কাপ্তেনের হুকুম অমান্য কোত্তে পারে না;—যেমন হুকুম, তেম্‌নি কাজ। সাবধান! যেমন দেখাবে, তেম্‌নি দেখ্‌বে! ভালমানুষ হয়ে থাক, আমরাও ভালমানুষ আছি। জারিজুরী দেখাতে চাও, আমরাও তার ওষুধ জানি! অকারণে তোমাকে কষ্ট দিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। এখানে তোমাকে আমরা মেরে ফেল্‌বো কি বাঁচিয়ে রাখ্‌বো, সে কথা এখন ঠিক কোরে বোল্‌তে পাচ্চি না। খাদ্যসামগ্রী সমস্তই এখানে প্রস্তুত পাবে। যা কিছু তোমার দরকার, এ ঘরে কিছুরই অভাব হবে না।"

এই সব কথা বোলে, তাচ্ছিল্যভঙ্গীতে সেলাম কোরে, সে লোক তখন কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে রাখ্‌লে;—বাহিরে চাবী দিলে না।—চাবী দিবার দরকারই বা কি? সম্মুখেই খাপখোলা শান্ত্রী পাহারা, বেরুলেই কাট্‌বে! তবে আর চাবী কেন? খোলা কেবিনে আমি বন্দী থাক্‌লেম। একটু পরে আর একজন নাবিক সেইখানে প্রবেশ কোল্লে। আমার জিনিসপত্রগুলি রেখে গেল। একটীও কথা বোল্লে না। আমার লেগ্‌হরণযাত্রার জন্য কস্‌মো যে জিনিসগুলি ডাকগাড়ীতে তুলে দিয়েছিল, সেই জিনিসগুলিই বোম্বেটেজাহাজের কামরায় হাজির। কেবিনটী বেশ সাজানো। কোন জিনিসের অভাব নাই। মখ্‌মলমোড়া কৌচ। দিনের বেলা সেই কৌচে উপবেশন; রাত্রিকালে সেই কৌচেই শয়নের শয্যা। চারিদিকে আরও নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর আস্‌বাব। একটী তাকের উপর ফরাসী,—ইতালিক ও গ্রীকভাষার নানাবিধ পুস্তক। দেয়ালের গায়ে একখানি বেহালা ঝুলানো। সমস্তই ফিট্‌ফাট। বন্দীদশা না হয়ে তখন যদি আমার সখের স্ফূর্ত্তির সময় হতো, বাস্তবিক তা হোলে আমি সেখানে পরমসুখে সময়যাপন কোত্তে পাত্তেম। সময় তেমন নয়, বুকের ভিতর চিন্তানল প্রবল!

একটা কথা মনে হলো। আমার অঙ্গবস্ত্রে বোম্বেটেরা হাত দিয়েছে কি না? যখন অজ্ঞান ছিলেম, তখন কোন জিনিসপত্র চুরী কোরেছে কি না? অন্বেষণ কোরে দেখ্‌লেম, কিছুই যায় নাই। ঘড়ী আছে,—টাকা আছে,—পকেটবই আছে,—বরাতী হুণ্ডী,—উদ্বৃত্ত ব্যাঙ্ক নোট, সমস্তই ঠিক আছে, কিছুই যায় নাই। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি তখন আসল চিন্তায় নিমগ্ন হোলেম। জিনিসপত্র যায় নাই, প্রাণও যাবে না;—এরা আমারে মেরে ফেল্‌বে না;—এখনকার কথার ভাবেও বুঝেছি, কাফিঘরে লানোভার যখন আমার গলায় পাথর বেঁধে সাগরের জলে ফেলে দিবার কথা তুলেছিল, তখনও শুনেছি, সহকারী কাপ্তেন রেগে উঠেছিল। অকারণে তারা মানুষ মাত্তে চায় না। আমি তাদের কিছুই করি নাই, আমারে তারা মার্‌বে না। বন্দী কোল্লে! হায় হায়! বন্দী কোরেই

আমার সব আশা নষ্ট কোল্লে! সার্ মাথ হেসেল্‌টাইন কিছুই জান্‌তে পাল্লেন্ না! ইঙ্গিতেও কিছুমাত্র সতর্ক কোত্তে পাল্লেম না! হায় হায়! তাঁদের দশা কি হবে? আমার আনাবেলের কি হবে? হায় হায়! আমার প্রাণময়ী আনাবেল কি এখন জলদস্যু বোম্বেটের হাতে ধরা পোড়বেন?

সে চিন্তার পার নাই! সঙ্গে সঙ্গে আরও চিন্তা। লানোভার বুঝেছে, কস্‌মো বোলেছে, আমি রোমে যাচ্ছি। লানোভার সে কথায় বিশ্বাস কোরেছিল। শেষে হয় ত শুনেছে, রোম নয়, লেগ্‌হরণ। তাই জান্‌তে পেরেই বোম্বেটের দলে খবর দিয়েছিল, বোম্বেটেরা আমারে বেঁধে এনেছে;—কয়েদ কোরেছে! গাড়ী উল্‌টে পড়াটা বোধ হয় দৈবাতের কথা নয়,—আগে ভেবেছিলেম দৈবাৎ;—তখন বুঝ্‌লেম, তা নয়। গাড়োয়ানকে ঘুষ দিয়ে বশ কোরেছিল! সে ব্যক্তি জেনেশুনেই আমারে বিপদ্‌গ্রস্ত কোরেছে! দুরাত্মা লানোভারই সর্ব্ব অনর্থের মূল!

হায় হায়! কস্‌মোর সব ফন্দীফিকির উড়ে গেল! বোম্বেটে জাহাজ ধোত্তে এসেছে, সে যত্নও কি বিফল হয়ে গেল? অষ্ট্রীয় রণতরী আস্‌বে,—কাপ্তেন দুরাজোকে গ্রেপ্তার কোর্‌বে,—লানোভারকে গ্রেপ্তার কোর্‌বে, সে সম্ভাবনাও কি ফুরালো? হায় হায়! হলো কি? দয়াময় কেন এমন কোল্লেন? ভাব্‌তে ভাবতে ভাব্‌লেম, কাপ্তেন দুরাজো জাহাজে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই সহরের ভিতর তাকে গ্রেপ্তার কর্‌বার পরামর্শ আছে। তা যদি হয়, তা হোলেও বরং অনেকটা সুবিধা দেখ্‌ছি। কাপ্তেন ধরা পোড়্‌লে, এথেনী জাহাজ কাজে কাজেই অষ্ট্রীয় পরাক্রমে আত্মসমর্পণ কোর্‌বে। তা হোলেই ত হলো! জাহাজ যদি যায়, লানোভার তবে আর কোর্‌বে কি? এ রকম ধড়ীবাজীতে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কিছুই অনিষ্ট হবে না।

ঘোর অন্ধকার মেঘের ভিতর উষার আলো যেমন একটু একটু দেখা যায়, ঘোর দুর্ভাবনার ভিতরেও আমার মনে তখন ঐরূপ একটু একটু আশা উদ্দীপ্ত। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন সম্মুখে একগাছি তৃণ দেখ্‌তে পেলে, প্রাণের আশায় আঁকুপাঁকু কোরে, সেই তৃণগাছটী ধরে, তখন আমার মনের আশাও ঠিক সেই প্রকার তৃণস্বরূপ।

ভাবছি, কেবিনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো। একটী পরমসুন্দর গ্রীকবালক অতি সুন্দর পোষাক পোরে, প্রশান্তবদনে কেবিনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। হাতে একখানি সুপ্রশস্ত রূপার রেকাব, রেকাবের উপর নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী। রূপার চামচ,—রূপার কাঁটা,—রূপার গেলাস,—জড়াও কাজ করা রুমাল,—তিন রকম মদ, সমস্তই উপাদেয়। ছেলেটীর বয়স ষোল বৎসরের বেশী নয়। রেকাবখানি টেবিলের উপর রেখে, ধীরে ধীরে সেই বালক আমারে বোল্লে, "রেকাবের উপর যে রূপার ঘন্টাটী আছে, সেইটী বাজালেই আমি আস্‌বো;—যা যখন দরকার হবে, দিয়ে যাব।"—এই কথা বোলেই বালক বেরিয়ে গেল। আহার করি, তেমন অবস্থা তখন আমার নয়! তথাপি বেঁচে থাকা চাই, যৎকিঞ্চিৎমাত্র আহার কোল্লেম! ঘন্টা বাজালেম। সেই বালক আবার এসে সম্মুখে হাজির।

ছোক্‌রাটী স্বীয়হস্তে আমার ভোজনপাত্র, পানপাত্র, সমস্ত পরিষ্কার কোরে নিয়ে গেল। আমি শয়ন কোল্লেম। দুর্ভাবনার সময় নিদ্রা বড় উপকারিণী। কবিরা বলেন, নিদ্রার নাম বিরামদায়িনী। অতি মধুময় বাক্য!—নিদ্রার ক্রোড়ে তপ্তপ্রাণ জুড়ায়!—শয়নমাত্রেই আমার নিদ্রা এলো, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পোড়্‌লেম।

ষট্‌চত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

এথেনী।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেম, মনে নাই। ঝন্‌ঝন্‌ খন্‌খন্‌ কর্কশ আওয়াজে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। পাশের কামরায় লানোভারের কণ্ঠস্বর। কাফিঘরে যে লোকের সঙ্গে লানোভারের পরামর্শ হয়, তারেই সম্বোধন কোরে লানোভার বোল্লে, "সেলাম!"

প্রথমে কি কি কথা হয়েছিল, সে লোকটাই বা কি কথা বোলেছিল, কিছুই আমি শুনতে পাই নাই। আমার কামরায় বাতি জ্বোলছিল, ঘড়ী দেখ্‌লেম। রাত্রি একটা। এক ঘণ্টা আমি ঘুমিয়েছি। কেন না, যখন শুয়েছিলেম, তখন রাত্রি দুই প্রহর। লানোভার জাহাজে এসেছে। একখানি তক্তামাত্র ব্যবধান। একদিকে আমি, একদিকে লানোভার। লানোভারের আসল মৎলব কি, সেটুকু অবগত হওয়া, বোধ হলো যেন কত বড়ই মহাসাগর পার! কোন কথা বোলে তারে ভয় দেখাই, তেমন সুবিধাও কিছুই হলো না।

কথা ছিল, পরদিন রাত্রি দশটার সময় লানোভার বোম্বেটে জাহাজে উঠ্‌বে। আজ তবে কেন এলো?—এ প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা কোত্তে হয় না। আমার নামেই তার ভয়। বোম্বেটের হাতে আমি বন্দী হয়েছি, তবে আর লানোভার সরাইখানায় থাক্‌বে কেন? নির্ভয়ে জাহাজে এসে উঠেছে। আমাদের মন্ত্রণার কথাটা হয় ত তার কাণে উঠে থাক্‌বে; তারে গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্য, জজসাহেবের সঙ্গে কন্‌মোর পরামর্শ হয়েছে, কোনগতিকে হয় ত সেটা সে শুনেছে। সেই জন্যই সাবধান হলো। তা যদি হয়,—সে পরামর্শের কথা যদি সে শুনে থাকে, তবে কি দুরাজোকে গ্রেপ্তার কর্‌বার মন্ত্রণাও শুনেছে? হায় হায়! তবে ত আমার সমস্ত আশাই ফুরালো! ঝাড়া দুঘণ্টা আমি বিছানা থেকে উঠ্‌তে পাল্লেম না। সটান জেগে থাক্‌লেম। দারুণ চিন্তায় অন্তর্দ্দাহ হোতে লাগ্‌লো।

বেলা যখন ছটা, তখন আমি বিছানা থেকে উঠ্‌লেম। কাপড় ছাড়্‌লেম। এক ঘণ্টা পরে, সেই রজতঘণ্টার ধ্বনি কোল্লেম। গ্রীকবালক তৎক্ষণাৎ প্রবেশ কোল্লে। এসেই অম্‌নি তৎক্ষণাৎ আবার ফিরে গেল। দুমিনিটের মধ্যে সেই রূপার থঞ্চেতে আমার হাজ্‌রেখানার উপকরণগুলি নিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সহকারী কাপ্তেন। সেলাম কোরে সে আমারে বোল্লে, "যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হোচ্চে, তা যদি তোমাকে ভাল না লাগে, কি খেতে চাও বল, তাই তুমি পাবে।"—যে সমস্ত উপাদেয় বস্তু আমার সম্মুখে, তার অতিরিক্ত সুখাদ্য সামগ্রী পৃথিবীতে আর কি আছে, সুতরাং আর কিছু আমি চাইলেম না। তারা চোলে গেল। একটু পরেই লানোভার সেই কামরা থেকে বেরুলো। বেলা তখন প্রায় আটটা। সেই সময় আবার আমি ঘণ্টা বাজালেম। বালক তৎক্ষণাৎ এসে বাসনগুলি নিয়ে গেল। সহকারী কাপ্তেন আবার এলো।

অভ্যাসমত রুক্ষস্বরে, অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বিনম্রভাবে, সে ব্যক্তি বোল্লে, "দেখ উইলমট! তোমার প্রতি কোন দুর্ব্ব্যবহার করা আমাদের ইচ্ছা নয়। কেবল ইচ্ছার কথাই বা কেন বলি, আমাদের উপর সে রকম হুকুমই নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর, ডেকের উপর হাওয়া খেতে যেতে পার।"

সেই সততাটুকু দেখে, লোকটীকে দস্তুরমত সেলাম কোরে, তার সঙ্গে আমি ডেকের উপর উঠ্‌লেম। যা বোলেছিল, তাই। দরজার কাছে খাপখোলা শান্ত্রী। কটিবন্ধে বড় বড় দুই পিস্তল। সিঁড়ির মাথার কাছে সেই অস্ত্রধারী প্রহরী গদিয়ানী চেলে এদিক্ ওদিক্ পাইচারী কোচ্চে। সঙ্গী লোকটী আমারে বোল্লে, "জাহাজের আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত

স্বচ্ছন্দে তুমি বেড়াতে পার। যদি দেখ, জাহাজের কাছে কোন নৌকা আস্‌ছে, তৎক্ষণাৎ সে ধার থেকে অন্য ধারে সোরে যেও। ঐ রকম নৌকা দেখে যদি চেঁচাচেঁচি কর, তা হোলে আর হাওয়া খাবার হুকুম পাবে না।"

অবনতবদনে আমি সেলাম কোল্লেম। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেম। প্রহরী তখন ঘাঁটি ছেড়ে, একটু তফাতে তফাতে আস্‌তে লাগ্‌লো। পাছে আমি মরিয়া হয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সেই জন্যই সঙ্গে সঙ্গে পাহারা থাক্‌লো, অসংশয়ে সেটী আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাল্লেম।

পূর্ব্বে বোলেছি, জাহাজের কামান বসাবার ছিদ্রগুলি সব বন্ধ ছিল। তখন দেখ্‌লেম, সবগুলি খোলা। মুখে মুখে কামান পাতা। পালদণ্ডের নীচে অনেকগুলো বন্দুক সাজানো। আরও খানকতক তলোয়ার,—পিস্তল,—ছোরা,—বর্শা, ইত্যাদি অনেক প্রকার অস্ত্র সেইস্থানে সুসজ্জিত। দেখ্‌লেই ভয় হয়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সব দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। দেখ্‌ছি আর ভাব্‌ছি। অষ্ট্রীয় রণতরী টাইরল যদি ঠিক এই সময় মুখামুখী এসে পড়ে, তবে কি এথেনীর সঙ্গে তার যুদ্ধ হবে?

আবার সেই সহকারী কাপ্তেনের চক্ষে আমার চক্ষু পোড়্‌লো। সে ব্যক্তি তখন জাহাজের অপর ধারে বেড়াচ্ছিল। আমার মনে মনে কি হোচ্চে, সে যেন তা অনুমান কোরে নিলে। ঈষৎ ঘৃণার হাসি সেই ব্যক্তির ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল। পলকমাত্র সে হাসিটুকু আমি দেখ্‌লেম। আবার যখন তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, তখন দেখি, সে একটা দূরবীণ নিয়ে সরাসর দক্ষিণ দিকে চেয়ে রয়েছে। সেই দিক দিয়েই টাইরল জাহাজের আস্‌বার কথা। দূর থেকে পাল নিশান দেখা যায় কি না, তাই সে দেখ্‌ছে, সেইটী আমি ভাব্‌লেম। আবার ভাল কোরে দেখে দেখে বুঝ্‌লেম, তা নয়;—সমুদ্রের দিকে চেয়ে নাই, কিনারার দিকে চেয়ে রয়েছে।

ডেকের উপর দশবারোজন নাবিক নীরবে,—নিঃশব্দে,—বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। বাকী সব কোথায় গেল? নীচের কামরায় যদি না থাকে,—কম ত নয়,—সর্ব্বশুদ্ধ বিশ পঁচিশ জন; নীচের কামরায় যদি না থাকে, তবে হয় ত অন্য কোন কাজে বেরিয়ে গেছে। আমি এধার ওধার পাইচারী কোরে বেড়াচ্ছি। উত্তর দিক থেকে বাতাস বোচ্চে। উত্তুরে হাওয়াটা সতেজ থাক্‌লেই ভাল হয়। কেন ভাব্‌লেম ভাল হয়?—উত্তুরে হাওয়া থাক্‌লে, যদিও টাইরলের পৌঁছিতে বিলম্ব হবে,—হোক্, উত্তুরে বাতাসে এথেনীও মনে কোল্লেই লেগহরণের দিকে যেতে পার্‌বে না। যত দেরী হয়, ততই ভাল।

একদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, অন্যদিকে আমি পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ দেখ্‌লেম, লানোভার। লানোভার তখন অন্য ধারে ছিল,—ধীরে ধীরে চোলে আস্‌ছিল;—হাত দুখানা পিঠের দিকে;—সেই বিকট মুখখানা যেন ভৌতিক আনন্দে রক্তবর্ণ! দশকথা শুনিয়ে দিবার অভিপ্রায়ে, হন্ হন্ কোরে আমি লানোভারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পেছন দিক্ থেকে কে আমার কাঁধের উপর হাত দিলে। আমি থোম্‌কে দাঁড়ালেম। চেয়ে দেখি,

সেই সহকারী কাপ্তেন। সে ব্যক্তি চুপি চুপি আমারে সাবধান কোরে দিলে, "দেখ উইলমট! স্মরণ আছে;—এ জাহাজের কোন লোক যদি আগে তোমার সঙ্গে কথা না কয়, এমন অবস্থায় যেচে তুমি কাহারও সঙ্গে কথা কইতে পাবে না।"

রুক্ষস্বরে আমি বোল্লেম, "তবে দেখ্ছি, সর্ব্বপ্রকারেই আমি তোমাদের বন্দী!"

"যেমন ভালমানুষটী আছ, যেমন শান্ত হয়ে বাধ্য আছ, এরকম যদি না থাক, তা হোলে আরও ভাল রকমেই বন্দী হবে!"

আমি উত্তর কোল্লেম না। অন্যদিকে চোলে গেলেম। যেতে যেতে বুঁজোটার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে কটাক্ষপাত কোল্লেম;—বুঝ্লেম, সে তখন আমার দিকে চেয়ে ছিল না; ধীরে ধীরে জাহাজের মাথার দিকে যাচ্ছে। আবার খানিকক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে দেখি, লানোভারটা জাহাজের পালদণ্ডের কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চক্ষে একখানা হাত আড়াল দিয়ে, সমুদ্রের কিনারার দিকে চেয়ে রয়েছে। সহকারী কাপ্তেন দূরবীণ দিয়ে যে দিক্‌টে দেখ্ছিল, লানোভারও সেই দিক্‌টা দেখ্ছে। ভঙ্গীক্রমে আমিও একবার সেই দিকে চাইলেম। দেখ্লেম, সমুদ্রবক্ষে,—অনেকটা তফাতে একটা কালো দাগ। খানিকক্ষণ পরে আবার দেখ্লেম। তখন বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। একখানা নৌকা আস্‌ছে। জনকতক দাঁড়ী খুব জোরে জোরে দ্রুত বেয়ে আস্‌ছে। তখন বুঝ্লেম, ওরা দুজনে তবে এতক্ষণ ঐ নৌকাখানাই দেখ্ছিল। কি একটা কাণ্ড আছে। জান্‌বার ইচ্ছা হলো, ডেকের উপরেই থাক্‌লেম। কি যে আমি দেখ্ছি, কেহ কিছু বুঝ্‌তে না পারে, সেই ভাবে সাবধান হয়ে থাক্‌লেম। জাহাজের একজন সারেঙ পালদড়ী বেয়ে বেয়ে, মাস্তলের উপর উঠ্‌লো। সেইখান থেকে দূরবীণ দিয়ে নৌকাখানা দেখ্‌তে লাগ্‌লো। সেই সারেঙও আমার চেনা। তারেও আমি প্রথম দিন এথেনী জাহাজে দেখে গিয়েছি। লোকটা আবার নেমে এলো; সহকারী কাপ্তেনকে কি কথা বোল্লে;—দুজনেই আহ্লাদ প্রকাশ কোল্লে। ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না। লানোভারও সেই সময় ছুটে তাদের কাছে গেল। আমি আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্লেম, লানোভারের মুখখানা আহ্লাদে যেন আরও বিকটশিকট হয়ে উঠ্‌লো। জাহাজের লোকদুটী কিন্তু দিব্য সুস্থির।

আমি বেড়াচ্ছি। কেহই নিবারণ কোচ্চে না। দেখ্লেম, এথেনী জাহাজে অনেকগুলো নঙর। কেবল একটা নঙর ফেলা আছে। ভাব দেখে সহজেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, মনে কোল্লেই ধাঁ কোরে নঙর তুলে পালিয়ে যেতে পারে। অস্ত্রসজ্জা যে রকম দেখ্লেম, মুহূর্ত্তমধ্যে যুদ্ধ বাধাতেও পেছুপা নয়। উপর দিকে চেয়ে দেখ্লেম। ফর্ ফর্ শব্দে গ্রীক-পতাকা উড়্‌ছে। সুন্দর সুন্দর বাঁকানো মাস্তুল অতি চমৎকার শোভা বিকাশ কোচ্চে। জাহাজখানি ঠিক যেন পাখীর মত জলের উপর ভাস্‌ছে। দেখে শুনে মনে কোল্লেম, কাপ্তেন তুরাজো যদিও বোম্বেটে লোক, কিন্তু তার রুচি অতি সুন্দর। এথেনী জাহাজের সমস্ত প্রণালীই অতি সুন্দর।

নৌকাখানা ক্রমশই নিকটবর্ত্তী। নৌকার দাঁড়ীমাঝিদের ভিতর একজনকে আমি দেখ্‌লেম, তার চেহারা অপ্‌লাপর নাবিকদের মত নয় ;—বোধ হলো, তাদের দলেরই নয়। বর্ণ স্থন্দর,—চুল কটা,—সর্ব্বাঙ্গে একটা আল্‌খাল্লা ঢাকা, নূতন ধরণের লোক।

নৌকাখানা জাহাজের কাছে এলো। মাঝি তাড়াতাড়ি জাহাজের ডেকের উপর উঠ্‌লো। যে নূতন লোকটীর কথা আমি বোল্‌ছিলেম, সে লোকটীও সঙ্গে সঙ্গে এলো। কাছে এলে ভাল কোরে দেখ্‌লেম, স্থন্দর চেহারা। মুখে যেন ক্রোধঘৃণা মাখা। ভাবে বোধ হলো, সে লোকটীও কয়েদী। কিন্তু কে সে? কেনই বা তারে জাহাজের উপর নিয়ে এলো ?—কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

সহকারী কাপ্তেন গর্ব্বিতভাবে সেই নূতন লোকটীর কাছে গেল।—লোকটী তাচ্ছিল্য-ভঙ্গীতে গর্ব্বিতভাবে সেলাম কোল্লে;—বুকে হাত বেঁধে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো;—রেগে রেগে কি দুই একটা কথা বোল্লে;—ভাষা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না,—বোধ হলো যেন জর্ম্মণ। সহকারী কাপ্তেনও সে ভাষা বুঝ্‌তে পাল্লে না ;—ফরাসীভাষায় বোল্লে, "যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা কইতে চাও, ফ্রেঞ্চভাষায় কথা কও।"

ফরাসীভাষাতেই সেই লোকটী বোল্লে, "দেখ্‌ছি ত তোমরা সমুদ্রের বোম্বেটে। তোমার দলস্থ দস্যুরা স্থলপথে ডাকাতী করে কেন ? কেন আমাকে ধোল্লে ?—কেন তোমরা আমার জিনিসপত্র চুরী কোল্লে ?—কেন আমাকে বন্দী কোরে জাহাজে নিয়ে এলে ?"

সক্রোধে সহকারীকাপ্তেন বোল্লে, "তুমি যে দেখ্‌ছি কর্ত্তার মত হুকুম চালাচ্ছো! ওরকম তেজীয়ানী ছাড়, তবে আমি তোমার কথার জবাব দিব। এ তোমাদের টাইরল জাহাজ নয়, একথা যেন মনে থাকে! তুমি এখন এথেনী জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে——"

"হাঁ হাঁ,—বোম্বেটেজাহাজের ডেকের উপর আমি উঠেছি, তা আমি জানি!—বোম্বেটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তাও আমি জান্‌ছি!"

"ফের যদি ও রকম বেয়াদবী কর, উচিত প্রতিফল পাবে!"

নির্ভয়ে সেই লোকটী উত্তর কোল্লে, "তোমার ধম্‌কানীতে আমি ভয় করি না! এখন তোমাদের হাতে আমি পোড়েছি, যা ইচ্ছা তাই কোত্তে পার। তোমরা যে দুরন্ত বোম্বেটে, সে কথা আমি বোল্‌তে ছাড়্‌বো না। যার কাছে তোমাদের উচিত শিক্ষা হবে, তার পৌঁছিবার আর বড় বেশী দেরী নাই। আমার প্রতি কোন রকম দৌরাত্ম্য কোল্লেই, হাতে হাতে ফল ভুগ্‌তে হবে। তোমাদের কাপ্তেন কোথায়? তুমি ত কাপ্তেন নও ;—কাপ্তেনের চেহারাও আমার কাছে লেখা আছে।"

বোধ হয়, পাঠকমহাশয় এখন চিন্‌তে পাল্লেন, এই নূতন লোকটী কে? অষ্ট্রীয় রণতরী টাইরলের কাপ্তেন ইত্যগ্রে বিশেষ সংবাদ লিখে, সিগ্‌নর পর্টিসির কাছে স্থলপথে যে দূত পাঠিয়েছিলেন, এই সেই অষ্ট্রীয় দূত।

বন্দী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমাদের কাপ্তেন কোথায়?"—সহকারী কাপ্তেন কিছুই উত্তর কোল্লে না ;—একটু সোরে গিয়ে, নৌকার সারেঙের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ চুপি চুপি

কি পরামর্শ কোল্লে। সারেঙ তার হাতে কতকগুলি জিনিসপত্র দিলে। সেই সকল জিনিসের সঙ্গে একটা শীলকরা পুলিন্দা।

অষ্ট্রীয় দূতকে সম্বোধন কোরে, সহকারী কাপ্তেন বোল্লে, "এই নিন্ মহাশয়!—এই নিন্ আপনার ঘড়ী,—এই নিন্ আপনার টাকা,—এই নিন্ আপনার চাবী,—এই নিন্ আপনার পকেটবই,—আপনার সঙ্গে যা কিছু ছিল, সমস্তই আপনি গ্রহণ করুন্।"

"আর ঐ পুলিন্দাটী?"

"ওঃ! এই পুলিন্দা? সিগ্নর পর্টিসির নামে যে পুলিন্দার শিরোনাম, তারই কথা আপনি বোল্‌ছেন?"—এইরূপ উত্তর দিতে দিতে, গম্ভীরবদনে সেই পুলিন্দার মোড়ক খুলে, সহকারী কাপ্তেন একখানা চিঠী বাহির কোল্লে;—নীরবে মনে মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো।

ক্রোধারক্তনয়নে, আরক্তবদনে অষ্ট্রীয় দূত বোল্লেন, "গোপনীয় চিঠী তুমি খুল্লে?—তা হবেইত!—তোমাদের মত লোকের কাছে এ ছাড়া আমি আর কি প্রত্যাশা কোত্তে পারি?"

"কিছুই না!"—পূর্ব্ববৎ গম্ভীরবদনে গর্ব্বিতভাবে সহকারী কাপ্তেন এই কটী কথা বোল্লে;—আবার চক্ষু পাকিয়ে পাকিয়ে, দূতের পানে চেয়ে চেয়ে, যেন একটু বিদ্রূপস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ভারী ফন্দী খাটিয়েছিলে তোমরা! এখন দেখ্‌লে ত? সব আমরা জান্‌তে পেরেছি;—সব আমরা উড়িয়ে দিয়েছি! আমাদের কাপ্তেন ডুরাজো একজন মহা বীরপুরুষ;—কখনই তোমরা তাঁকে হাত কোত্তে পার্‌বে না;—এথেনীও তোমাদের টাইরনের কাছে পতাকা নীচু কোর্‌বে না! এখন আপ্‌নি এক কর্ম্ম করুন!—আপনি আমাদের বন্দী;—জাহাজের যে কেবিনে আপ্‌নাকে কয়েদ থাক্‌তে হবে, সেইখানে গিয়েই আপনি বিশ্রাম করুন্।"

বন্দী দেখ্‌লেন, তখন আর ক্রোধ প্রকাশ,—উঁচুকথা বলা, কিম্বা নরম কথা বলা, সমস্তই বিফল; সুতরাং কাজে কাজেই তিনি একজন নাবিকের সঙ্গে জাহাজের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। আর একজন নাবিক তাঁর বাক্সটী নিয়ে সঙ্গে চোল্লো।

তখনই তখনই প্রধান মাস্তুলের মাথায় একটা সঙ্কেতপতাকা দেখা গেল। তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌লেম, কাপ্তেন ডুরাজো তবে সহরে এসে পৌঁছেছে। অষ্ট্রীয় দূত বন্দী, ঐ সঙ্কেতে কাপ্তেনকে এরা সেই কথাটা জানালে। হায় হায়! তবে আর আমার কি ভরসা থাক্‌লো! কাপ্তেন ডুরাজোকে গ্রেপ্তার করবার জন্য, কন্‌মোর সঙ্গে পরামর্শ কোরে, সিগ্‌নর পর্টিসি যে চমৎকার কৌশল কোরেছিলেন, সে কৌশলটীও বোধ হয় বিফল হয়ে গেল!

ডেকের উপরেই আমি আছি। সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা। বেড়াচ্ছি, ভাব্‌ছি,—অন্তর্ব্বেদনায় ছট্‌ফট্ কোচ্ছি, সেই সময় হঠাৎ দেখ্‌লেম, লানোভার চক্ষু ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে, কতই আহ্লাদে, আমার দিকে হিংসাকটাক্ষ বর্ষণ কোচ্ছে। আমি যেন দেখেও দেখ্‌লেম না;—কোন রকমে কিছু বুঝ্‌তে পারি, কেহ সেটী জান্‌তে পারে, তেমন লক্ষণও কিছু দেখালেম না; আপনার মনেই বেড়াচ্ছি। আগাগোড়া সমস্ত কথাই মনে পোড়্‌ছে। মনের ভিতর আতঙ্কও হোচ্ছে। সব এরা জান্‌তে পেরেছে! একে একে আমাদের সমস্ত

আশা এরা নষ্ট কোরে দিচ্ছে! আমি লেগহরণে যাচ্ছিলেম,—এঃ দশা! কোথায় আমি এখন এথেনী জাহাজে বন্দী! লানোভার সন্ধ্যার পর জাহাজে উঠবে, সেই কথাই স্থির ছিল, দিনের বেলাই এসে উঠ্‌লো! তারে গ্রেপ্তার করবার পথও রুদ্ধ হলো! এথেনীর লোকেরা এখন লানোভারের রক্ষক! অষ্ট্রীয় দূত পার্টিসিপ্রাসাদে যাচ্ছিলেন, তিনিও এখন এথেনী জাহাজে বন্দী! চেহারা দেখে গ্রেপ্তার করবার মন্ত্রণা, সেই চেহারার কাগজখানাও এখন বোম্বেটে লোকের হস্তগত! তবে আর তুরাজো কি কোরে ধরা পোড়্‌বে? কাপ্তেন তুরাজো যখনই ইচ্ছা, তখনই এসে নির্ব্বিঘ্নে, সচ্ছন্দে জাহাজে উঠবে;—কেহই কিছু জান্‌বে না!—এই সকল চিন্তায় আমার হৃদয় যেন জর্জ্জরিত হোতে লাগ্‌লো। বোম্বেটেরা আমার সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল কোরে দিলে!

অনেকক্ষণ ডেকের উপরেই বেড়ালেম। বেলা যখন একটা, তখন সেই সুন্দর ছোক্‌রা চাকরটী সেইখানে এসে খবর দিলে, খানা প্রস্তুত। যদিও ক্ষুধা ছিল না, তথাপি আমি তার সঙ্গে কেবিনে ফিরে গেলেম। যৎকিঞ্চিৎ আহার কোল্লেম। নিকটে কেহই থাকলো না। একঘন্টা পরে, সেই ছোক্‌রা চাকরটী আবার এসে, সসম্ভ্রমে আমারে বোল্লে, "যদি ইচ্ছা হয়, আবার আপ্‌নি ডেকের উপর যেতে পারেন।—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসতে পারেন।"

তাই আমি কোল্লেম। ডেকের উপর উঠ্‌লেম। অস্ত্রধারী প্রহরী সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌লো। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি বেড়ালেম। সন্ধ্যার পর কেবিনে প্রবেশ কোল্লেম। বেলা একটা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর কোন নূতন ঘটনা উপস্থিত হলো না। অষ্ট্রীয় দূতের সঙ্গেও আর দেখা হলো না। কেবিনের ভিতরে শক্ত পাহারা দিয়ে তাঁরে তারা কয়েদ রাখ্‌লে, কিম্বা তিনি নিজেই ডেকে উঠ্‌তে নারাজ হোলেন, তা আমি ঠিক বোল্‌তে পারি না।

রাত্রে আমার আহারের জন্য বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী উপস্থিত হলো। যতক্ষণ আহার কোল্লেম, ছোক্‌রা চাকরটী ততক্ষণ আমার কাছেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। একটীও বাজেকথা বোল্লে না, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। পাছে আমার ডেকের উপর বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়, সেই শঙ্কায় আমি নীরব।

আহারের পর কেবিনের ভিতরেই বোসে থাক্‌লেম। কিসে সময় কাটে?—মনে কোল্লেম, পুস্তকপাঠ করি। মনে কোল্লে কি হয়? পুস্তকপাঠে তখন মন যাওয়াই অসম্ভব। দশদিকে মন ঘুচ্চে। ছাপার অক্ষরের উপর তখন মনস্থির রাখা বড়ই বিভ্রাটের কথা! সময় আর যায় না। রাত্রি যেন কত বড়ই বোধ হোতে লাগ্‌লো। মনে হলো যেন, রাত্রি দুই প্রহর। ঘড়ী দেখ্‌লেম, সবেমাত্র দশটা। শয়ন কর্‌বার ইচ্ছা হলো না। নিশা দুই প্রহরে কাপ্তেন তুরাজো জাহাজে উঠ্‌বে;—যেমন উঠ্‌বে, অমনি জাহাজ ছেড়ে দিবে!—তখনও আমার একটু একটু আশা,—সব আশা ত গিয়েছে, তখনও তবু একটু একটু আশা;—নগরের ভিতরেই হয় ত কাপ্তেন তুরাজো ধরা পোড়্‌তে পারে। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বোসে থাকাই স্থির কোল্লেম। মনের ভিতর কত ভাব্‌না, সে সব ভাবনার পরিচয় দিবার সময় নাই। ঘন ঘন ঘড়ী দেখ্‌ছি। শেষে দেখ্‌লেম,

দুই প্রহরের আর দেরী নাই। জাহাজে সমস্তই চুপ চাপ। যে ঘরে আমি থাকি, তারই পাশের কেবিনেই লানোভারের বাসা। তত রাত্রি পর্য্যন্ত লানোভার শুতে এলো না। রাত্রি ঠিক দুই প্রহর। হঠাৎ নৌকার সারেঙ উচ্চনিনাদে পোঁ পোঁ শব্দে একটা বাঁশী বাজিয়ে দিলে। এথেনীবক্ষে সেই বংশীধ্বনির প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো। তখনই তখনই নঙরের কলে নঙর তোলার শব্দ শুনতে পেলেম। ডেকের উপর নাবিকেরা সব ছুটাছুটি আরম্ভ কোল্লে;—গুম্ গুম্ দুম্ দুম্ কোরে বেড়াতে লাগ্‌লো। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চঞ্চল;—জাহাজ ছাড়্‌বার জন্য উদ্‌যোগী। জন দুই তিন লোক ডেকের উপর থেকে নেমে এলো; বড় কেবিনে প্রবেশ কোল্লে; চুপি চুপি পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌লো।—এত চুপি চুপি কথা, কিছুই শুনা গেল না। একটু পরে, আমার কেবিনের দরজায় কে যেন ঠুক্ ঠুক্ কোরে ঘা মাল্লে। চোম্‌কে উঠে, আসন থেকে আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেম। ভয় হোতে লাগ্‌লো, সেই ভয়ানক কাপ্তেন দুরাজো বুঝি আমারে শাসাতে আস্‌ছে! নিরাপদে দুরাজো এখন জাহাজে এসে পৌঁছেছে, কস্‌মোর সমস্ত ফিকির ভেসে গেছে, কিছুতেই আমি তখন আত্মসংযম কোত্তে সমর্থ হোলেম না।

লোকটীকে প্রবেশ কোত্তে বোল্লেম। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো। আনন্দহিল্লোলে চীৎকারধ্বনি কোরে, সম্মুখে আমি লাফিয়ে পোড়্‌লেম। আমার চক্ষের সম্মুখে আমার প্রিয়বন্ধু কনষ্টান্টাইন কেনারিস্!

সেই রূপবান্ গ্রীকের তখন প্রবাসযাত্রীর পোষাক পরা। বিজয়গৌরবে বদনমণ্ডল প্রফুল্ল। মুখ দেখে আমি মনে কোল্লেম, লিয়োনোরাকে বিবাহ কোরেছেন, সেই সুখে, সেই আমোদেই প্রমোদিত। সুশীতল নৈশসমীরণসেবনেও মুখজ্যোতিঃ উজ্জ্বল হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক কনষ্টান্টাইন কেনারিসকে তেমন সুশ্রী আর এক দিনও আমি দেখি নাই! আশার উপদেশে মনে কোল্লেম, কেনারিস্ হয় ত আমারে উদ্ধার কোত্তে এসেছেন। কেন না, তাঁরে আমি বন্দীর মত দেখ্‌লেম না। সানন্দে নিকটবর্ত্তী হয়ে, মুক্তকণ্ঠে বোল্লেম, "আসুন, আসুন, প্রিয়তম কেনারিস্! বড়ই বিপদগ্রস্ত আমি! আপ্‌নি এখানে কেমন কোরে এলেন?—আমার কথা এখন থাক্, তত স্বার্থপর আমি নই, আপ্‌নার সুখের দিন সমাগত। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপ্‌নি এখন পরম সুখী, আপ্‌নি তবে—"

"হাঁ, সুখের দিন সমাগত।"—সানন্দকণ্ঠে কনষ্টান্টাইন বোল্লেন, "হাঁ, প্রিয়মিত্র! লিয়োনোরা এখন আমার!"

"আঃ! তবে ত আপ্‌নি এখন সম্পূর্ণ সুখী! এ সংবাদে আমি যে কত সুখী হোলেম, অন্তরাত্মাই তা অনুভব কোচ্চেন। এখন বলুন,—বলুন আপ্‌নি, আমি যে এখানে কয়েদ, তা আপ্‌নি কেমন কোরে জান্‌লেন? আপ্‌নি কি আমায় বাঁচাতে পার্‌বেন? সে ক্ষমতা কি আপ্‌নার আছে? না এখানকার পুলিসের হাতে—"

"কে? এথেনী?"—স্মিতবদনে কেনারিস বোলে উঠ্‌লেন, "এথেনী? কস্মিনকালেও না! এথেনীজাহাজ পুলিসের হাতে পোড়্‌বে? এথেনীকে পুলিসে ধোর্‌বে?—কখনই না!—অসম্ভব!

জাহাজে এসে অবধি তুমি ত ভাল আছ ?"—কেবিনের চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরিয়ে, কেনারিস্ আবার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এরা তোমাকে আদরযত্ন কোচ্চে ত ?"

"হাঁ,"—ধীরে ধীরে আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ !—বন্দীর প্রতি এ রকম আদরযত্ন, এরকম শিষ্টাচার, আমার যেন ভয়ানক মস্করা বোধ হয়। বিনাদোষে কয়েদ হয়েছি আমি, রূপার থালে ভাল ভাল খাবার জিনিস দেখ্‌লেই কি—"

বাধা দিয়ে কেনারিস্ বোল্লেন, "বেশীদিন তোমাকে কয়েদ্ থাক্‌তে হবে না।"

"আঃ !"—নৈরাশ্য-অঙ্কুশে ব্যথিত হয়ে, নিশ্বাস ফেলে আমি বোল্লেম, "অঃ ! তবে কি আপনি পার্‌বেন না ? এই বিপদাপন্ন হতভাগ্য বন্ধুকে রক্ষা করবার ক্ষমতা কি আপনার নাই ? তবে কি আপনি আমারে রক্ষা কোত্তে পার্‌বেন না ?—ওঃ ! আচ্ছা, নাই পারুন, এত বিপদ জেনেও, এমন ভয়ঙ্কর সঙ্কটস্থলে আপনি আমারে দেখ্‌তে এসেছেন, এই আপনার মহত্ত্ব,—এই আমার পরম ভাগ্য !—যথেষ্ট দয়া আপনার !"—এই সব কথা বোল্‌ছি ; বোল্‌তে বোল্‌তে মনটা যেন ঝাঁৎ কোরে উঠ্‌লো। জাহাজখানা যেন চোল্‌ছে। সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ওঃ পরমেশ্বর ! একি ? কেনারিস্ ! জাহাজখানা চোল্লো যে !—তবে আপনি কেমন কোরে আপনার কাকার সঙ্গে দেখা কোত্তে যাবেন ?"

"আমার জন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। তোমার মনের কথা যদি আমি বুঝ্‌তে পেরে থাকি, জিজ্ঞাসা করি,—কাপ্তেন ফুরাজোর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তোমার বুঝি মনে মনে বড় ঔৎসুক্য——"

"তবে কি তিনি জাহাজে এসেছেন ?"

"হাঁ, এসেছেন। যা তুমি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাও, সব কথার তিনি উত্তর দিবেন। আমার সঙ্গে এসো। জাহাজের উপরতলায় তিনি আছেন, সেইখানেই কথাবার্ত্তা—"

"সেই খানে ? সেখানে আমি কেমন কোরে যাব ?—আমি বন্দী ;—এরা আমারে যেতে দিবে কেন ?—বিনা অনুমতিতে এই কেবিন ছেড়ে——"

"হাঁ, অনুমতি তুমি পেয়েছ। কাপ্তেন ফুরাজো নিজে তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন। এসো শীঘ্র। দেখ্‌বামাত্রই তুমি চিন্‌তে পার্‌বে। সকল লোকে তাঁকে কতদূর সমাদর করে,—কর্‌দূর পরাক্রম তাঁর, দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। কাপ্তেন ফুরাজো এই এথেনী জাহাজের রাজা। এসো শীঘ্র।"

যাব কি না, চিন্তা করবার অবকাশ পেলেম না। দ্রুতপদে কেনারিসের সঙ্গে কেবিন থেকে বেরুলেম। বড় কেবিনে তখন একজনও লোক ছিল না। কেনারিসের সঙ্গে ডেকের উপর উঠ্‌লেম। প্রথম কটাক্ষপাতেই দেখ্‌লেম, তুষারধবল পালবস্ত্রগুলি চিত্র-বিচিত্র দণ্ডের উপর সুন্দর শোভা বিকাশ কোচ্চে ;—তরণীখানি ধীরে ধীরে বন্দরমুখ থেকে বেরিয়ে চোলেছে। মহাসমুদ্রে গতি করবার সময় বড় বড় জাহাজের লোকেরা যেমন ব্যস্তে লাফালাফি ছুটাছুটি করে, এথেনী জাহাজের নাবিকেরা সব সেই রকম শশব্যস্ত। দ্বিতীয় কটাক্ষপাতে সেটী আমার নয়নগোচর হলো। অবশেষে তৃতীয় কটাক্ষ। যেখানে

ক্রমে ক্রমে মিটমিটে আলোও অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোর অন্ধকার!—যে দিকে চাওয়া যায়, সেই দিকেই অন্ধকার!

তখনকার যা কর্ত্তব্য, সেই রকমের সমস্ত হুকুম প্রদান কোরে, আমার দিকে চেয়ে, তুরাজো তখন বোল্লেন, "এসো উইলমট! তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি কথা আছে। অনুগ্রহ কোরে আমার সঙ্গে এসো।"

আমরা নাম্‌লেম। ইতিপূর্ব্বে জাহাজের যে সুদৃশ্য কেবিনের কথা আমি বোলেছি, শুনে গেছি, যেটী কাপ্তেনের কেবিন, সেই কেবিনে তুরাজো আমারে নিয়ে গেলেন। কেবিনের পশ্চাদ্দিকে তিনটী গবাক্ষ দেখেছিলেম, নীচে নীচে ছিদ্র। সেই ছিদ্রগুলি এখন বন্ধ। জাহাজ চোলেছে।—রূপার দীপদান অল্প অল্প দুল্‌ছে,—চারিদিকে আলো ছোড়িয়ে পোড়্‌ছে,—চমৎকার শোভা দেখাচ্ছে। তুরাজো একটী ঘণ্টাধ্বনি কোল্লেন। সেই পরম সুন্দর ছোক্‌রা চাকরটী উপস্থিত হলো। সস্নেহবচনে তুরাজো তারে গুটীকতক কথা বোলে দিলেন, ছোক্‌রা চোলে গেল। ক্ষণকালমধ্যেই ভাল ভাল সরাপ আর অপরাপর খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বালকটী আবার এলো। এই অবকাশে তুরাজো একখানি মনোহর সিংহাসনের উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে উপবেশন কোল্লেন। সস্নেহবচনে আমারেও বোস্‌তে বোল্লেন। বিষণ্ণবদনে আমি উপবেশন কোল্লেম;—মনে তখন আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। কেন লাগ্‌ছে না, পূর্ব্বেই সে কথা বোলেছি!

বালক চোলে যাবার পর, তুরাজো আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেম, "হাঁ হাঁ, তোমার মনে মনে যা হোচ্চে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি। এই সব দেখে শুনে, আশ্চর্য্যজ্ঞানে তুমি বিমোহিত হয়ে পোড়েছ। তোমার অন্তরের সাধুতা আমি বুঝি। আমাকে এই রকম দেখে, মনে তুমি ব্যথা পাচ্চো। লিয়োনোরার কি হবে, তাই ভেবেই তুমি কাঁপ্‌ছো।"

"হাঁ গো হাঁ, তাই আমি ভাব্‌ছি, তাই আমি ভাব্‌ছি;—তাই ভেবেই আমি কাঁপ্‌ছি! এই ঘটনাগুলো স্বপ্নবৎ মিথ্যা হোলেই আমি বাঁচি। যে কেনারিসকে আমি বন্ধু বোলে জানি, আপনি আমার চক্ষে সেই বন্ধু কেনারিস হয়েই থাকেন, সেইটীই—"

বাধা দিয়ে তুরাজো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন? তোমার সঙ্গে সেইরূপ বন্ধুত্ব থাকা এখন কি তুমি অসম্ভব মনে কর?"

বিষণ্ণনয়নে তুরাজোর মুখপানে স্তম্ভিত হয়ে আমি চেয়ে থাক্‌লেম। অবশেষে বোল্লেম, "কিসে অসম্ভব নয়, আপনি আমারে বুঝিয়ে দিন!"

প্রথমে ধীরে ধীরে,—পরক্ষণেই পূর্ণ উৎসাহে, কাপ্তেন তুরাজো বোল্লেন, "হাঁ, আমি এথেনী জাহাজের কাপ্তেন,—এ কথা সত্য। এথেনী জাহাজ বোম্বেটেগিরী করে,—লুটপাট করে, এ কথাও সত্য;—এ পরিচয় দিতে আমি লজ্জা বোধ করি না। এক রকমে এটী আমার গৌরব,—মহাগৌরব। এই জাহাজের গৌরবে আমি গর্ব্বিত। জাহাজখানি আমার নিজের, জাহাজের নাম এথেনী। আমার এথেনীকে আমি প্রাণের তুল্য ভালবাস্‌তেম। এথেনীকে পরিত্যাগ কোত্তে হবে, আর কোন রকম ভালবাসা আমার হৃদয়ে স্থান পাবে,

মনেই ছিল না। এখন দেখ্‌ছি, তাই হলো। লিয়োনোরা এখন এথেনীকে চাপা দিয়ে ফেল্‌ছেন। এথেনীর প্রতি সে ভালবাসা এখন আর আমার নাই। বাস্তবিক বোল্‌ছি, বুঝ্‌লে উইলমট,—বাস্তবিক আমি বোল্‌ছি, এথেনীকে এই যাত্রাই আমার শেষযাত্রা। আর আমি এপথে আস্‌বো না। এতদিন যে ভালবাসা ছিল, সে ভালবাসা এখন লিয়োনোরার কাছে বাঁধা। অতঃপর আমি সরল সাধুপথে জীবন কাটাবো, এই বাসনাই এখন আমার মনে অহরহ বলবতী।"

কতক উল্লাসে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "তবে ভাল!—এটী আমার পক্ষে অনেকদূর প্রবোধের কথা। যদিও আমি এখন আপ্‌নার বন্দী, তথাপি আপ্‌নার প্রতি আমার বন্ধুত্বভাব এখনও কিছু কোম্‌ছে না। ওঃ!—ওঃ! কাপ্তেন ডুরাজো! বলুন, বলুন, লানোভারকে আপ্‌নি সাহায্য কোরবেন না? ঐ নরাধম কুঁজো লানোভার আমার গুটীকতক প্রিয়তম আত্মীয় লোককে বিপাকে ফেল্‌বার ষড়যন্ত্র কোরেছে! সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের দৌহিত্রী আনাবেল,—যে আনাবেলকে আমি———"

"হাঁ হাঁ,—তা আমার মনে আছে;—তোমারি মুখে শুনেছি। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের দৌহিত্রীর প্রতি তুমি অনুরক্ত। কিন্তু ভয় কি? আমি তোমাকে নিশ্চয় কোরে বোল্‌ছি, যাদের জন্য লানোভারের কুচক্র, লানোভার তাদের একগাছি কেশও স্পর্শ কোত্তে পার্‌বে না। আমি মাঝখানে থাক্‌তে তোমার নিজেরও যেমন কোন ভয় নাই, তাঁদের জন্যও তেম্‌নি কিছুমাত্র চিন্তা নাই। সমস্তই মঙ্গল হবে। লানোভারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে, কালই সে কাজটা আমাকে কোত্তে হবে; কিন্তু তোমার কোন চিন্তা নাই।"

বোম্বেটে কাপ্তেনকে আমি সহস্র সাধুবাদ দিলেম। আশার আশ্বাসে মনে তখন একটু আনন্দের উদয় হলো। কাপ্তেন ডুরাজো কিয়ৎক্ষণ চিন্তা কোরে, আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ক্ষণকাল ওকথাটা চাপা থাক্। আমার মুখে কিছু পরিচয় শুন। যতদিন গোপন কর্‌বার দরকার ছিল, ততদিন গোপন রেখেছি। এখন আর তোমার কাছে কিছুই গোপন রাখ্‌বো না। দুই বৎসরের অধিক হলো, আমি এই জাহাজের কাপ্তেন। বোম্বেটে দলের কাপ্তেন। স্থূলকথায় এই সুন্দরী তরণীর কমাণ্ডার আমি। আমার—"

ব্যগ্রভাবে আমি বোল্লেম, "একটী কথা আপ্‌নাকে জিজ্ঞাসা করি। সত্যই কি তবে আপ্‌নি সেই সুপ্রসিদ্ধ পোতাধ্যক্ষ কেনারিসের ভ্রাতুষ্পুত্র?"

"না!—তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নাই! কিন্তু আমার নাম বাস্তবিক কন্‌ষ্টাণ্টাইন ডুরাজো কেনারিস্। অনেক দিন হলো, কেনারিস্ নামটী আমি ত্যাগ কোরেছি। যখন সখের জন্য ইতালি অঞ্চলে বেড়াতে আসি, তখন ঐ কেনারিস্ নাম ধারণ করি। এই নামে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে। এই নাম ধারণ কোরে, সুন্দরী লিয়োনোরার অনুরাগপাত্র আমি হয়েছি। বিখ্যাত গ্রীকপোতাধ্যক্ষের ভ্রাতুষ্পুত্র, এটা মিথ্যা; কিন্তু এই মিথ্যা সুপারিসেই আমার সম্ভ্রমগৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলেরই আমাকে সম্ভ্রান্ত সৎকুলোদ্ভব বোলে বিশ্বাস জন্মেছে।"

সোৎসুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে কি আপনি এথেনী জাহাজের বন্দোবস্ত কোত্তেই সম্প্রতি নেপেল্‌নগরে গিয়েছিলেন?"

"হাঁ;—সব কথাই তোমাকে আজ খুলে বোল্‌ছি। লিয়োনোরার প্রেমে আমি যেন ঠিক পাগল হয়েছিলেম। লিয়োনোরা যদি হারাই, প্রাণে বাঁচবো না, সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। জেনেছিলেম তাই, কিন্তু কি কোরে যে লিয়োনোরাকে পাব, তার উপায় কিছুই জান্‌তেম না। শরীর অসুস্থ হয়ে পোড়েছিল, কিছুদিনের নিমিত্ত এথেনী থেকে আমি অবসর গ্রহণ কোরেছিলেম। সেই সময় ইতালীদর্শনের ইচ্ছা হয়। এথেনী কিছুদিন নেপেল্‌ উপসাগরে থাকুক,যথাসময়ে আমি উপস্থিত হব, নাবিকদের এইরকম হুকুম দিয়ে,আমি বিদায় হোলেম। সিবিটাবেচিয়ায় এসে, বিদ্যাধরীর চটুল কটাক্ষে বিমোহিত হয়ে পোড়্‌বো, মন্ত্রপূত হয়ে যাব, ভ্রমেও এ ভাবনা তখন ভাবি নাই। গতিকে হয়ে পোড়্‌লো তাই। কিছুতেই লিয়োনোরাকে ভুল্‌তে পারি না। লিয়োনোরাকে পাব, সে আশাকেও নিঃসংশয়ে স্থান দিতে পারি না। কেন না, আমার মনে কপটতা ছিল। দৈবগতিকে যদি গুপ্তকথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, অপমানের,—মনঃক্ষোভের, শেষ থাক্‌বে না;—প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে; অন্তরে সদাসর্ব্বদা এই আশঙ্কা ছিল। দেখ্‌লেম, সুন্দরী লিয়োনোরাও আমার প্রতি অকপট অনুরাগিণী। বিবাহে বেশীদিন বিলম্ব করা বড়ই বিপদের কথা;—পাছে প্রকাশ হয়, আমি কে,—আমি কি,—জজসাহেব পাছে সেটী জান্‌তে পারেন,—পাছে বিপদে পড়ি, পাছে লিয়োনোরাকে না পাই, সেই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বিবাহের প্রস্তাব কোল্লেম;—মনের কথা জজসাহেবকে জানালেম। তিনি একটু একটু নিমরাজী হোলেন। আরও আমার আতঙ্ক বাড়্‌লো। জজসাহেব পাছে পোতাধ্যক্ষ কেনারিস্‌কে পত্র লেখেন;—যে পরিচয় আমি দিয়েছি, তা সত্য কিনা, তা যদি জান্‌বার চেষ্টা করেন, তবেই ত আমার আশার দফা রফা হয়! ভাগ্যে ভাগ্যে তা তিনি কোল্লেন না;—আমার বাক্যেই তাঁর অকপট বিশ্বাস জন্মেছিল। বিবাহিতা পত্নীকে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন কোত্তে পার্‌বো, তেমন অর্থবল আমার আছে, সেটাও মনে মনে পূর্ণসাহস। জজসাহেব নিমরাজী হোলেন, সম্পূর্ণ মত দিলেন না;—ইতস্তত কোল্লেন, একটু একটু সন্দেহ রাখ্‌লেন। হতাশের আশঙ্কায় আমি মোরিয়া হয়ে উঠ্‌লেম। যদি সহজে না পাই, লিয়োনোরাকে চুরী কোরে নিয়ে পালাব, এই আমার মনে মনে সংকল্প হলো। সেই সঙ্কল্প কোরেই আমি নেপেল্‌ নগরে যাত্রা করি। এথেনী জাহাজকে সিবিটাবেচিয়ায় আন্‌বার জন্য হুকুম দিয়ে আসি। নেপেল্‌ নগরে আমার প্রতিনিধি নোটারাসের মুখে আমি শুনি, লানোভার নামে এক ব্যক্তি কি একটা প্রস্তাব কোরেছে, সে কাজটাও সিবিটাবেচিয়ায় সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা। একযাত্রায় দুই মৎলব সিদ্ধ।—আমার নিজের আশাপূর্ণ, লানোভারেরও কাজ নির্ব্বাহ। কি যে লানোভারের কাজ,—কি রকম যে তার বন্দোবস্ত, কিছুই আমি শুন্‌লেম না;—শোন্‌বার অবকাশই পেল্লেম না। মন তখন অন্য কোন দিকেই ছিল না। লিয়োনোরার প্রেমে আমি পাগল। তখন কি লানোভার ফানোভার ভাল লাগে? নোটারাসের প্রতিই সমস্ত ভার দিলেম।

আমার এথেনী নেপেল্‌ উপসাগর থেকে পাল তুলে বেরিয়ে এলো। আমি নিজে স্থলপথে সিবিটাবেচিয়ায় যাত্রা কোল্লেম। রোমে একটু দরকার ছিল, সেই জন্য রোমে গিয়েছিলেম, তাতেই সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা। লানোভারের সঙ্গে তোমার যে জানাশুনা আছে, তা আমি তখন কিছুই জান্‌তেম না। কিজন্য তুমি সিবিটাবেচিয়ায় আস্‌ছো, তাও কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। দেখ্‌লেম, তোমার স্বভাবচরিত্র ভাল, ক্ষণকাল তোমার সঙ্গে আলাপ কোরে সুখী হোলেম, তাতেই একসঙ্গে একগাড়ীতে আস্‌বার প্রস্তাব করি। পথে তোমার সঙ্গে যেরূপ কথোপকথন হয়,—সে সময় তুমি যেরূপ সাবধান হয়ে বাক্যালাপ কোল্লে, তাতে আমি বুঝেছিলেম, আমার মৎলব তোমার মৎলব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। লানোভারের ফন্দীর ভিতর যে তুমি জড়ানো, বাস্তবিক বোল্‌ছি, কোন সূত্রেই সেটুকু আমি কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারি নাই। শেষের কথা বলি শুন। নোটারাসের সঙ্গে কি অবস্থায় আমাদের দেখা হয়, সে কথা আর তোমাকে বোল্‌তে হবে না। আমরা সিবিটাবেচিয়ায় পৌঁছিলেম। এখানে এসে শুন্‌লেম, সিগ্‌নর পর্টিসির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করা দরকার। আমিও যেখানে যাচ্ছি, তুমিও সেইখানে যাচ্ছো, সেইটুকু মনে হওয়াতে, প্রথমে একটু বিস্ময় মেনেছিলেম, তা ছাড়া আর কিছুই না। জজসাহেবের ইঙ্গিতে আমি একটু বুঝেছিলেম, নিজের কোন ঘরাও কাজে তুমি এসেছ, একসঙ্গে থাক্‌লে সুবিধা হবে না, তফাৎ তফাৎ থাকা প্রয়োজন ;—বস্‌, এই পর্য্যন্ত। নোটারাসের মুখে যখন শুন্‌লেম, তুমি এথেনী জাহাজ দেখ্‌তে এসেছিলে, নোটারাসের মনে সন্দেহ জন্মেছিল। সে তোমাকে গুপ্তচর ঠাউরে ছিল, শুনে আমি চমকিত হয়েছিলেম। বাস্তবিক তোমার আসল মৎলব কি, বিশেষ কোরে জান্‌বার জন্য, কৌশলে কৌশলে সূত্র অন্বেষণ কোচ্ছিলেম। সেই সূত্র জান্‌বার জন্যই জজসাহেবের অনুমতি নিয়ে, রবিবার রাত্রে হোটেলে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করি। সেরাত্রে যে যে কথা হয়েছিল, তা তোমার মনে আছে। সিবিটাবেচিয়ায় তোমার বিশেষ কাজ যে কি, সেটা যেন আমার জান্‌বারই দরকার নাই, সেই ভাব দেখিয়ে, ছাড়া ছাড়া কথা কয়েছিলেম। পাছে তোমার মনে কোন সন্দেহ জন্মে, সেই জন্য পদে পদে আমি সাবধান ছিলেম। বাস্তবিক তুমি যে গুপ্তচর নও,—গোয়েন্দা নও, তোমার বাক্যপ্রমাণেই তাতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল। জাহাজের লোকেদেরও সেই কথা বোলে আমি বুঝিয়ে রেখেছিলেম। নেপেল্‌ থেকে ফিরে এসে, জজসাহেবের সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম কথোপকথন হয়, সেই দিন সেই কথোপকথনে আমি জান্‌তে পারি, পোতাধ্যক্ষ কেনারিস্‌কে তিনি কোন চিঠীপত্র লিখেন নাই। দলীলপত্র প্রমাণে তিনি আমার পদমর্য্যাদার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পান। প্রচুর ধনের অধিপতি আমি, স্ববোধমতে সেটীতেও তাঁর প্রত্যয় জন্মে। মধ্যে কিছুদিন বিচ্ছেদ ঘটাতে, লিয়োনোরার প্রেম আরও বরং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই সকল শুভলক্ষণ দেখে, পূর্ব্বসংকল্প আমি পরিত্যাগ করি। পূর্ব্বসংকল্প কি, তা তোমার মনে আছে ?—তা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ ?—লিয়োনোরাকে চুরী কোরে নিয়ে যাওয়া। এথেনী জাহাজে তুলে, লিয়োনোরাকে আমি স্থানান্তরে নিয়ে পালাব, সেই মৎলবেই এথেনী

জাহাজকে সিবিটাবেচিয়ায় আস্‌তে বোলে আসি। এথেনী বাস্তবিক সেই জন্যই এখানে এসেছিল। শীঘ্র শীঘ্র শুভবিবাহে জজসাহেব সম্মত হোলেন, লিয়োনোরা প্রসন্নমুখী, আমারও হৃৎপদ্ম আনন্দস্যূর্য্যোদয়ে বিকসিত! গতরাত্রি পর্য্যন্ত সমস্তই শুভ। গতরাত্রে আমি হঠাৎ শুন্‌লেম, লানোভারকে তুমি জান,—লানোভার তোমার চেনা,—লানোভার তোমাকে জানে। তোমার উপর লানোভারের বিজাতীয় বিদ্বেষ। লানোভার তোমাকে ভয় করে। লানোভার নিজেই ঐ সব কথা বোলেছে। আমি তখন—"

আর বেশীকথা শুনতে না পেরে, অধৈর্য্যভাবে বাধা দিয়ে, আমি তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "সব আমি জানি। আপনার একজন সহকারী কাপ্তেন একটা কাফিঘরে উপস্থিত হয়ে, লানোভারের সঙ্গে যে রকম পরামর্শ করে, আড়ালে দাঁড়িয়ে সব আমি শুনেছি।"

কিছু যেন আভাস পেয়ে, ডুরাজো সচকিতে জাজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার সেই কস্‌মোও বুঝি তবে শুনেছে? এখন আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। নিজে আমি কোনরকম ফাঁসাতে পোড়্‌বো, তা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, বাস্তবিক আমার কোন বিপদ হোতে পারে কি না, সেটাও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, তথাপি কিছু কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি, লানোভারের কাজের সঙ্গে জোড়িয়ে, কোন রকম একটা গোলযোগ বাধ্‌লেও বাধ্‌তে পারে;—তাও আমি ভেবেছি। কার্য্যক্ষেত্রে কি কি কোত্তে হবে, তাও একরকম মনে মনে ঠিক কোরে রাখি। আমার জনকতক লোককে পটিসিপ্রাসাদের কাছে প্রচ্ছন্নভাবে হুঁসিয়ার থাক্‌তে বলি। বোলে রাখি, কোনপ্রকার সঙ্কেত পেলেই তারা হাজির হবে;—হুকুমমত কাজ কোর্‌বে। শীষ অথবা বংশীধ্বনি, অথবা পিস্তলের আওয়াজ, তাদের কর্ণগোচর হবামাত্র হুকুমতে তারা কাজ কোর্‌বে। যদি পিস্তলের আওয়াজ হয়, তা হোলে তারা বুঝ্‌বে, আমি ধরা পোড়েছি, লোকে আমাকে চিন্‌তে পেরেছে, তারা তৎক্ষণাৎ আমাকে খালাস কর্‌বার জন্য ছুটে যাবে। আমাকে খালাস কোরে, কোন গতিকে লিয়োনোরাকে তারা চুরী কোরে নিয়ে পালাবে। এইরূপ হুকুম দিয়ে রাখি। ঐ রকমের সমস্ত যোগাড়যন্ত্র ঠিকঠাক কোরে রেখে, নির্ভয়ে আমি পটিসিপ্রাসাদে চোলে যাই। উপস্থিত হয়েই শুন্‌লেম, জজসাহেব, কস্‌মো আর তুমি, তিন জনে গোপনে কি পরামর্শ কোচ্চো। সন্দিগ্ধমনে তাড়াতাড়ি আমি লিয়োনোরার কাছে উপরঘরে চোলে যাই। লিয়োনোরা বেশ প্রসন্নবদনে আমার সঙ্গে আলাপ কোল্লেন। তখন আমার কোন সন্দেহ এলো না। একটু পরেই তুমি গিয়ে সেইখানে উপস্থিত হোলে। হৃদয় তোমার সরল, বোম্বেটে জাহাজে আমি গতিবিধি করি, বন্ধুভাবে তুমি আমাকে সাবধান কোরে দিলে। সেই প্রসঙ্গে তোমার মুখেই অনেক প্রকৃত তত্ত্ব আমি জান্‌তে পাল্লেম। আমি যে বাস্তবিক কি, সেটী তখনও পর্য্যন্ত কেহই কিছু জান্‌তে পারে নাই, সে পক্ষে আমার হৃৎপ্রত্যয় হলো। জাহাজখানি কি, তোমাদের কাছে সেটুকু প্রকাশ পেয়েছে,—সেই সূত্রেই আমাকে আর লানোভারকে গ্রেপ্তার কর্‌বার পরামর্শ চোল্‌ছে। তোমার স্মরণ থাক্‌তে পারে, ভোজনাগারে আমাদের সকলের সাক্ষাতে সিগনর পটিসি টাইরল জাহাজের অর্দ্ধীর দণ্ড পৌঁছিরার কথা উত্থাপন করেন।

সেই দূতের হাতে আমার চেহারা লেখা আছে,সেইখানেই তা আমি শুনি। সে ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, তৎক্ষণাৎ আমি স্থির কোল্লেম। লানোভারের সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত আছে; সাক্ষাৎসম্বন্ধে না থাক্, আমার প্রতিনিধি নোটারাসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হয়েছে, সে কাজটা আমাকে সিদ্ধ কোত্তেই হবে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে সতর্ক করবার জন্য তুমি লেগ্‌হরণে যাচ্ছো, যেতে যাতে না পার, সেই চেষ্টাই আগে আমার কর্ত্তব্য হয়। সেই কারণেই আমার লোকেরা তোমাকে বন্দী করে। তোমার কোচ্‌ম্যানকে আমিই ঘুষ দিয়ে রেখেছিলেম। তারই যোগাযোগে গাড়ীখানা উল্‌টে পড়ে,—তুমি ধরা পড়। তুমি যখন জজসাহেবের কাছে বিদায়গ্রহণ কর, সেই সময় অলক্ষিতে বেরিয়ে এসে, আমি ঐ রকম জোগাড় করি। তোমাকে বন্দী করবার আর একটী কারণ ছিল। সে কথা তোমাকে পরে বোল্‌বো। লানোভারকে খবর দিলেম। আজ রাত্রে লানোভারের জাহাজে আস্‌বার কথা ছিল, দেরী কোত্তে না দিয়ে, গত রাত্রেই তাকে জাহাজে আনানো হয়। আজ প্রাতঃকালে আমার জনকতক লোক নগরের পথে অষ্ট্রীয় দূতকে গ্রেপ্তার কোরেছে। ওদিকে বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে আমাদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। সিগ্‌নর পর্টিসি মনে কোচ্চেন,—প্রিয়তমা লিয়োনোরাও ভাব্‌ছেন, আমি এতক্ষণে কতদূর গিয়ে পোড়েছি। কিন্তু দেখ, আমি নির্ব্বিঘ্নে,—নিরাপদে, আমার নিজের মনোমোহিনী তরণীতে এসে উপস্থিত! অহো! ভাল কথা!—আমার সঙ্গে আর একটী লোক এসেছে। তাকেও কিছুদিন এই জাহাজে কয়েদ থাকতে হবে। সে লোকটী কে জান?—তোমার সেই কস্‌মো!"

সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কি?—কস্‌মো কি তবে এখেনী জাহাজে বন্দী?"

"হাঁ, সেই অষ্টিয়াপুলিসের গোয়েন্দা;—তোমাকে উপলক্ষ কোরে, যে ব্যক্তি আমার জাহাজে এসে উঠেছিল, তাকে আমি কয়েদ কোরে জাহাজে এনে তুলেছি। এত সব পরিচয় তোমার কাছে আমি কেন দিচ্ছি, তাও তুমি জান্‌তে পার্‌বে।"

সে কথায় মনোযোগ না দিয়ে, হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কস্‌মো এখানে সদ্ব্যবহার পাবে ত? আপ্‌নার সততা আমি যতদূর—"

"সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাক। অকারণে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি করি না; কোত্তে জানিও না। কস্‌মোর দোষ কি? জাহাজ গ্রেপ্তার কোর্‌বে,—আমাকে গ্রেপ্তার কোর্‌বে, এটা ত আইনসিদ্ধ কথা। আমি যেমন সমুদ্রপথে লুটপাট করাকে আমার পক্ষে বিধিসিদ্ধ মনে করি, পুলিসও সেইরূপ দুষ্কার্য্যে বাধা দিতে কৃতসংকল্প। যাই হোক, কস্‌মো এখন আমার হাতের ভিতর। যা এখন আমি বোল্‌বো, তাতেই তাকে রাজী হোতে হবে। তা যদি না হয়, গুপ্তচরের যে দণ্ড, কাজেই তাই ফল্‌বে তার কপালে।"

সাগ্রহে ক্ষুণ্ণমনে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাকে নিয়ে আপ্‌নি কোর্‌বেন কি?"

"সে কথা এখন নয়। কস্‌মোকে নিয়ে যে কি হবে, তা তুমি পরে জান্‌বে। সে কথা এখন থাক্,—জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বন্ধুত্ব বজায় থাক্‌তে পারে কি না?"

আমি উত্তর দিলেম না। আমার মুখপানে চেয়ে, কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, গম্ভীরবদনে হুরাজো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চুপ্ কোরে রইলে যে? ভাব্‌ছো কি? তুমি আমার হাতে পোড়েছ, সত্যকথা বোল্লে আমি যদি রেগে উঠি, সেই ভয় কি তুমি কোচ্চো?—সে ভয় নাই। তোমার মন যে কথা বোল্‌তে বলে, বিনা সন্দেহে স্বচ্ছন্দে সে কথা তুমি আমার কাছে প্রকাশ কোত্তে পার। তোমার চরিত্র আমি জেনেছি;—তোমার চরিত্রকে আমি তারিফ করি, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না? সমস্ত সৎপ্রবৃত্তি আমি ভুলে গেছি, তাই কি তুমি মনে কর?"

তা কেন,—এইমাত্র ত আমি বোলেছি, আপ্‌নার শরীরে মহৎগুণ অনেক। কিন্তু আপনি বন্ধুত্বের কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চেন। জিজ্ঞাসা কোচ্চেন কখন?—যখন সেই দুর্বৃত্ত লানোভারের সাংঘাতিক কুচক্রে আমার আত্মীয় লোকগুলিকে কলে কৌশলে কয়েদ কর্‌বার অভিপ্রায়ে, আপ্‌নি জাহাজ ছেড়েছেন, যখন সেই সাংঘাতিক কার্য্য সাধনার্থই এথেনী জাহাজ লেগ্‌হরণে চোলেছে, তখন!—বলুন দেখি, এ সময় আমি বন্ধুত্বের কথা—"

"তা বোল্লে কি হয়?—যে কথা, সেই কাজ। লানোভারকে বাক্য দেওয়া হয়েছে, অবশ্যই সে বাক্য রক্ষা কোত্তে হবে,—কিছুতেই লঙ্ঘন কোত্তে পার্‌বো না।"

সবিষাদক্রোধে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কেবল ৫০০ পাউণ্ডের কথা ত?—এই বই ত না? বলুন, এখনই আমি আপ্‌নার নামে বরাত চিঠী অথবা দর্শনী হুণ্ডী—"

বাধা দিয়ে গম্ভীরস্বরে হুরাজো বোল্লেন, "কেবল তাই যদি হতো, ও কথা বোল্‌ছো কেন, নিজ তহবিল থেকেই জাহাজের সাধারণ ধনাগারে সে টাকা এখনই আমি ফেলে দিতেম;—তোমার খাতিরেই দিতেম।—লানোভারকে তাড়িয়ে দিতেম। কিন্তু সেটী হবার উপায় নাই। কাজটী নির্ব্বাহ কোত্তেই হবে। তা যদি আমি না করি, জাহাজের সমস্ত লোক বিদ্রোহী হবে। তাই জন্যে বোল্‌ছি, ও কথা নিয়ে আর তর্কবিতর্ক কোরো না। তবে কেবল এই পর্য্যন্ত জেনে রেখো, দিনকতক তাঁরা কেবল এই জাহাজে আবদ্ধ থাক্‌বেন, তা ছাড়া তাঁদের আর কিছুমাত্র অনিষ্ট হবে না।"

মনের কষ্টে মুহূর্ত্তকাল আমি নিস্তব্ধ। কাপ্তেন হুরাজোর শেষকথাগুলি শুনে, মনে বড় কষ্ট পেলেম। ধীরে ধীরে বোল্লেম, "আপ্‌নি এই মাত্র বোল্‌ছিলেন, এত পরিচয় আমার কাছে কেন দিচ্ছেন, তার কারণ বোল্‌বেন। কি সেই কারণ?"

"বোলেছি ত।—এথেনীবক্ষে এই যাত্রাই আমার শেষযাত্রা। কেবল লেগ্‌হরণে গিয়েই যাত্রা শেষ হবে, তা নয়,—মাসেক দুমাস আমি সমুদ্রপথে বেড়াবো;—যত টাকা আমার জোমেছে, ইচ্ছা আছে, আরও দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়াবো। তার পর আর না। এ জীবনের মত বোম্বেটেগিরী পরিত্যাগ কোর্‌বো। ইটালিতে আর ফিরে আস্‌বো না। আমার লিয়োনোরাকে দূরদেশে নিয়ে গিয়ে, সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন কোর্‌বো। এই আমার মৎলব,—এই আমার আশা,—এই আমার সংকল্প। বুঝ্‌তে পাল্লে এখন? আমার এ সংকল্পে কি তুমি বাধা দিতে ইচ্ছা কর?"

বিষণ্ণবদনে খানিকক্ষণ মাথা হেঁট কোরে, অনেক রকম ভেবেচিন্তে, অবশেষে সচকিতে আমি বোল্লেম, "কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।"

"আচ্ছা; ভাল কোরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এইমাত্র তোমাকে বোলেছি, তুমি লেগ্‌হরণে যেতে না পার, কেবল সেই জন্যই তোমাকে বন্দী করা হয় নাই;—আরও কারণ আছে। আমি মনে কোরেছিলেম, যে সূত্রেই হোক্, শীঘ্রই তুমি জান্‌তে পার্‌বে, এই কন্‌ষ্টান্টাইন কেনারিস্ বোম্বেটে জাহাজের কাপ্তেন। সেই জন্যই—"

"ওঃ! এখন বুঝেছি!—জান্‌তে পেরে পাছে আমি সিগ্‌নর পর্টিসিকে,—সুন্দরী লিয়োনোরাকে এই সব কথা বোলে দিই, সেই ভয়েই আপ্‌নি আমাকে কয়েদ কোরেছেন!"

"ঠিক তাই!"—প্রশান্ত গম্ভীরে তুরাজো ব্যোল্লেন, "ঠিক তাই! সার্ মাথু হেসেলটাইন সপরিবার এ জাহাজে বেশীদিন কয়েদ থাক্‌বেন না। খোলসা পাবার জন্য অচিরেই তিনি অবশ্যই লানোভারের মনোমত কাজ কোত্তে রাজী হবেন। লানোভারের মৎলব হাসিল হোলেই তাঁরা খালাস পাবেন। আচ্ছা,—বোধ কর, সে সময় তোমাকেও যদি আমি ছেড়ে দিই, তা হোলে, তখন তুমি কি কোর্‌বে?"

স্থিরনেত্রে কাপ্তেনের পানে চেয়ে আমি বোল্লেম, "আমিও একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। যে অবস্থায় এখন আমি পোড়েছি, ঠিক এম্‌নি অবস্থায় যদি আপ্‌নি নিজে পড়েন, তা হোলে আপ্‌নি তখন কি করেন?"

সক্রোধে উগ্রস্বরে কাপ্তেন তুরাজো বোলে উঠ্‌লেন, "একথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই! নিজের কথার জবাব দাও! সোজাসুজি কথা কও,—ঘোরফের রাখ কেন? মনে কর, সাতদিন পরে, কিম্বা একদিন পরে, অথবা আর কিছুদিন পরে, যখন যেমন গতিক দাঁড়ায়, অবসর বুঝে তোমার ইচ্ছামত কোন স্থানে তোমাকে যদি আমি নামিয়ে দিই, তা হোলে কি তুমি আমার এই গুহ্যকথা প্রকাশ কর্‌বার জন্য সরাসর সিবিটাবেচিয়ায় চোলে আস্‌বে? কিম্বা প্রকৃত ভদ্রলোকের মত এই নিগূঢ় গুহ্যবিষয়টী ইচ্ছামত গোপন কোরে রাখ্‌বে?"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার মুখে সে অঙ্গীকার শুনে আপনার কি লাভ? অপর লোকে যদি প্রকাশ করে, তা হোলে আপ্‌নি কি কোর্‌বেন?"

বিরক্তভাবে তুরাজো বোলে উঠ্‌লেন, "আঃ! আবার সেইরকম ঘোরফের? তুমি যে আমাকে আশ্চর্য্য কোরে তুল্লে! জোসেফ উইলমটের মনে কি এতদূর মারপ্যাচ থাকা সম্ভব? আচ্ছা; আরও ভাল কোরে বুঝিয়ে বোল্‌ছি। লানোভার এ কথা প্রকাশ কোর্‌বে না;—কেন না, সে জানে, তাতে তার নিজেরই ক্ষতি। কস্‌মোর কথাও বোলেছি। কস্‌মোকে আমি যা বোল্‌বো, তাই তাকে কোত্তে হবে। কিছুদিন তাকে আমার এই জাহাজে নাবিকের দলে হুকুমমতে কাজ কোত্তে হবে।—কিছু দিন,—বেশীদিন না। যখন আমি জান্‌বো, ছেড়ে দিলে সে আর আমার কিছু অনিষ্ট কোত্তে পার্‌বে না, নিশ্চয়ই তখন কস্‌মো খালাস পাবে। এখন থাক্‌ছে অষ্টীয় দূত। সে ব্যক্তিও যতদিন আমার

কোন অনিষ্ট কর্‌বার ক্ষমতা রাখ্‌বে, ততদিন তাকেও আমি এই জাহাজে আটক রাখ্‌বো। এখন তুমি বুঝ্‌তে পাল্লে আমার মৎলব? অন্য অন্য লোকের যত্রূ দীর্ঘকাল কয়েদ থাক্‌বার সম্ভাবনা, তোমাকে ততদিন রুদ্ধ রাখ্‌বার আমার ইচ্ছা নাই।"

"আচ্ছা; যে কথা আপ্‌নি বোল্‌ছেন,—গুহ্যকথা কাহাকেও বোল্‌বো না, ধর্ম্মত এমন অঙ্গীকার যদি আমি করি, তাতে আপ্‌নার বিশ্বাস হবে কেন?"

"মানীলোকের কথাই কথা,—কথাতেই বিশ্বাস। তুমি যে এই রকম সন্দেহ কোচ্চো, ঘোরফের কোরে বাঁকা বাঁকা কথা বোল্‌ছো, তাতেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হোচ্চে। কথা পড়্‌বামাত্রই যে ব্যক্তি শপথ করে, কখনই সে সত্যরক্ষা কোত্তে পারে না। যে ব্যক্তি বিবেচনা কোরে জবাব দেয়, ধর্ম্মপ্রমাণে সেই ব্যক্তিই যথার্থ বিশ্বাসী।"

হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পোড়্‌লো। প্রসঙ্গের মাঝখানে একটু ইতস্তত কোরে, আমি বোল্লেম, "হয় ত একটী কথা আপ্‌নি ভুলেছেন।"

ঈষৎ হেসে তুরাজো বোল্লেন, "অসম্ভব!"—যে ভাবে বোল্লেন অসম্ভব, তাতে আমি বুঝ্‌লেম, কখনই যেন কোন বিষয়ে তাঁর ভুল হয় না;—বিশেষতঃ সঙ্কটসময়ে কোন বিষয়ে কোন উপায় অবধারণে তিনি অপ্রস্তুত থাকেন না। ভেবেচিন্তে বোল্লেম, "টাইরলের কাপ্তেনের কাছে আপ্‌নার চেহারা লেখা ছিল। যে কাগজে লেখা, সে কাগজখানি এখন আপ্‌নার হস্তগত। তা ঠিক, কিন্তু এমনও ত হোতে পারে, টাইরলের কাপ্তেন মুখে মুখে সিগ্‌নর পর্টিসির কাছে যখন সেই চেহারা বোল্‌বেন, সিগ্‌নর পর্টিসি ত তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌বেন, কন্‌ষ্টাণ্টাইন তুরাজোর চেহারা আর কন্‌ষ্টাণ্টাইন কেনারিসের চেহারা অভিন্ন?"

"সময় হবে কখন্?"—গম্ভীরস্বরে তুরাজো বোল্লেন, "সময় হবে কখন্? এথেনীজাহাজ পাল তুলে চোলে গেছে। সমুদ্রবক্ষে সেই সঙ্কেত পেয়ে, টাইরল আর সিবিটাবেচিয়ায় তিলমাত্রও বিলম্ব কোর্‌বে না;—সমস্ত পাল তুলে ভোঁ ভোঁ কোরে ছুট্‌বে। আমিও প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, দেখ্‌বো মজা! টাইরলকে আমি ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গময় বক্ষে কিছুকাল [illegible] নাচাবো! তবে যদি সত্যসত্যই—তুচ্ছ কথা!—যা ঘটে ঘটুক, টাইরলকে আমি গ্রাহ্য করি না। তোমাকে নিয়েই কথা। আমার এই গোপন কথাটী তুমি গোপন রাখ্‌বে, তোমার মুখে এই অঙ্গীকারটী যদি পাই, তা হোলে আর কোনশঙ্কাই রাখি না। তোমাকেও তা হোলে বেশীদিন এখানে আবদ্ধ থাক্‌তে হবে না।"

তুরাজো চুপ্ কোল্লেন। আমি কি বলি, শোন্‌বার জন্য আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। আমি কথা কইলেম না। নানাখানা চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম। স্থির কোল্লেম, খালাস পাবামাত্র ছুটে গিয়ে, সিগ্‌নর পর্টিসিকে আর সরলা লিয়োনোরাকে এই সব কথা বোলে দিব। তা হোলে তাঁরা জান্‌তে পার্‌বেন, কেমন লোকের উপর তাঁদের সাংসারিক সুখ নির্ভর কোচ্চে। ভাব্‌লেম এই রকম,—স্থির কোল্লেম এই রকম, কিন্তু মনের কথা ব্যক্ত কোরে, খামকা তুরাজোকে শত্রু করা আরও অমঙ্গলের কথা;—প্রকাশ কোত্তে সাহস হলো না। ঘটনা কতদূর যায়,—কি হোতে কি হয়,—কিসে কি দাঁড়ায়,—প্রতীক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

সময় পাওয়াই দরকার। যে রকমেই হোক্, যাতে কোরে একটু বেশী সময় পাই, কথার কৌশলে তারই ফিকির দেখ্তে লাগ্লেম।

হাতে হাতে আমার মুখে সত্য অঙ্গীকার শুন্তে পেলেন না, মনেমনে একটু হতাশ হয়ে, কাপ্তেন তুরাজো যেন কতই উদাসীনভাবে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "দেখ্ছি, তুমি সময় চাচ্ছো। তা আচ্ছা, তাড়াতাড়ি এমনই কিছু নাই,—এই মুহূর্ত্তেই আমি উত্তর চাই না,—যথেষ্ট অবকাশ আছে, ভাল কোরে বিবেচনা কোরে জবাব দিও।"

ক্ষণকাল দুজনেই আমরা নীরব। মনে মনে কি আলোচনা কোরে, অবশেষে তুরাজো বোল্লেন, "অনেক রাত হয়েছে। যাও,—যাও তুমি শয়ন কর গে। ডেকের উপর আমার এখন উপস্থিত থাকা দরকার।"

এই কথা বোলে, তুরাজো তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠ্লেন। মর্য্যাদাসূচক গম্ভীর ভাবে আমারে অভিবাদন কোল্লেন। বিষণ্ণবদনে আমিও প্রত্যাভিবাদন কোল্লেম। কাপ্তেন তুরাজো ডেকের উপর গেলেন, আমিও ধীরে ধীরে কাপ্তেনের কেবিন থেকে বেরিয়ে, ক্ষুণ্ণমনে নিজের কেবিনে প্রবেশ কোল্লেম।

অষ্টচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

টাইরল।

শয়ন কোল্লেম, নিদ্রা হলো না। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট কোরে, বিছানা থেকে উঠে পোড়্লেম। শেষরাত্রেই শয়ন কোরেছিলেম, উঠেই দেখি, বেলা আটটা। কাপড় ছাড়্লেম। রজতঘণ্টার ধ্বনি কোল্লেম। আহারের জন্য নয়, ডেকের উপর বেড়াতে যেতে পাব কি না, ছোক্‌রা চাকরের মুখে সেইটী জান্‌বার অভিপ্রায়ে। বিবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীহস্তে ছোক্‌রাটী তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখে হাজির। যদি ক্ষুধা থাক্‌তো, মনের সুখে আহার কোত্তেম। ক্ষুধা ছিল না। বালকও কিছু বোল্লে না,—আমিও তখন কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। ছোক্‌রা যখন আবার বাসনপত্র নিতে এলো, তখন আপ্‌না হোতেই বোল্লে, "যখন ইচ্ছা, তখনই আপনি ডেকের উপর হাওয়া খেতে যেতে পারেন।"

যখন ইচ্ছা আর কি, তখনই আমি তাড়াতাড়ি ডেকের উপর উঠ্লেম। দেখি, সিঁড়ির মাথায় সে দিন আর সেই অস্ত্রধারী প্রহরী নাই। পূর্ব্বদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে পাহারা ছিল, সে দিন তাও না;—আবশ্যকও ছিল না। তীরভূমি থেকে জাহাজ তখন অনেক অন্তরে ভাস্‌ছে। জাহাজ থেকে পূর্ব্বদিকে সুতার সঞ্চারের মত,—সরু একটী দাগের মত, তীরভূমি নয়নগোচর হোচ্ছে। জাহাজের গতি দেখে বুঝ্লেম, বাতাস ফিরেছে;—দক্ষিণে হাওয়া বোচ্ছে।

এথেনী যেন উড়ে চোলেছে। দক্ষিণে বাতাসে সেখান থেকে লেগ্‌হরণে যাবার বড়ই সুবিধা। খুব জোর হাওয়া। সমুদ্রে তুফান হোচ্চে। এথেনী তরণী বায়ুভরে,—পালভরে, ঢেউ কেটে কেটে, অতি দ্রুত ছুটে চোলেছে,—যেন তীরবেগে ছুটেছে।

মাঝি যেখানে হাল ধোরে বোসে আছে, ঠিক তারই কাছে কাপ্তেন ত্বরাজো দাঁড়িয়ে। অতি চমৎকার কাপ্তেনী পোষাক পরা। আত্মগৌরবে বদনমণ্ডল আরক্ত। বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নিকণা নির্গত হোচ্চে। সতেজে, সগর্ব্বে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তিনি ভূমধ্যসাগরের বক্ষোপরি এথেনীর তীরগতি অবলোকন কোচ্চেন। ওঃ! যদিও বয়স অল্প, তথাপি তাঁর সে সময়ের চেহারা দেখে আমি মনে কোল্লেম, যথার্থই তিনি যেন রাজক্ষমতা ধারণ করেন। অতগুলো বোম্বেটে দস্যুকে বশে রাখা সাধারণ কথা নয়;—বশে রাখ্‌বার যোগ্যপাত্রই কাপ্তেন ত্বরাজো। সকল রকম লক্ষণেই প্রকাশ পায়, যথার্থই তিনি রাজা। মনে মনে তাঁরে সে সময় বহুৎ বহুৎ তারিফ না কোরে আমি থাক্‌তে পাল্লেম না।

বিশেষ শিষ্টাচারে কাপ্তেন আমারে অভিবাদন কোল্লেন। বোম্বেটে জাহাজের পরাক্রান্ত কাপ্তেন, অথচ পূর্ব্ববন্ধুত্বের স্মৃতি, তাঁর বদনভঙ্গীতে তখন সেই উভয় লক্ষণই প্রতীয়মান হোতে লাগ্‌লো। আমিও সসম্ভ্রমে প্রত্যভিবাদন কোল্লেম। কার কাছে কি অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেইটী স্মরণ কোরে, আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে থাক্‌লেম। বিমর্ষ বটে, বাহিরে কিন্তু শিষ্টাচার দেখাতে ত্রুটি কোল্লেম না। দুজন প্রতিনিধি কাপ্তেন একটু তফাতে নূতন নূতন হুকুম প্রতীক্ষায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাপ্তেনের এক বার কটাক্ষপাতমাত্রেই তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল কোরবে, সেইরূপ ক্ষিপ্রকারী ভঙ্গী। পালমাষ্টার সেই সময় এসে, তাদের কাছে এগিয়ে দাঁড়ালো। সাহস কোরে কাপ্তেনকে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা কোত্তে পাচ্চে না। কাপ্তেন আগে কথা না কইলে সম্মুখে এসে কথা কয়, তেমন সাধ্য কাহারও নাই। তবে যদি কোন কিছু রিপোর্ট করবার আবশ্যক থাকে, তা হোলে জানাতে পারে। ডেকের চারি ধারে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম কস্‌মো,—অষ্ট্রীয় দূত, অথবা লানোভার, ডেকের উপর হাওয়া খেতে এসেছে কি না, চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেম,—কাহাকেও দেখ্‌তে পেলেম না।

ঠিক যেন আমার মনের ভিতর প্রবেশ কোরে, কাপ্তেন ত্বরাজো গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "না,—তারা কেহ আসে নাই। নিজের নিজের কেবিনেই তারা বোসে আছে। কস্‌মো বড় একটা সমুদ্রপথে গতিবিধি করে না, অসুখ হয়েছে;—লানোভার হাজ্‌রে খাচ্ছে;—সেই অহঙ্কৃত অষ্ট্রীয় দূত ডেকের উপর আস্‌তে ঘৃণাবোধ করে;—কেন না, আস্‌তে হোলে আমার অনুমতি নিতে হয়। সেটা সে মানের লাঘব বিবেচনা করে। ভালই, নির্জ্জনেই চুপ্‌টী কোরে বোসে থাক্;—কেবিনের গবাক্ষের ছিদ্রপথে এখনই আর একটা নূতন অদ্ভুত কাণ্ড দেখ্‌তে পাবে!"

শেষের কথাগুলি বল্‌বার সময়, ত্বরাজোর চক্ষে এক আশ্চর্য্য দীপ্তি প্রদীপ্ত হলো। মুখখানি রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। ঠিক যেন জয়লাভের আশায় তাঁর সর্ব্বশরীর তখন উজ্জ্বল

প্রফুল্ল দেখাতে লাগ্‌লো। তাঁর মনের কথা কি, কিছুই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অবাক্ হয়ে সবিস্ময়ে তাঁর মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেম।

জাহাজের পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরিয়ে, দক্ষিণ দিকে চেয়ে, আমারে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "দেখ উইলমট! ঐ সব পাল দেখা যাচ্ছে। টাইরল এক কালে সমস্ত পাল খাটিয়ে দিয়েছে। অতি দ্রুত আস্‌ছে। উঃ! টাইরল এত দ্রুত আস্‌তে পারে, তা আমি ভাবি নাই!—তা আসুক, তোমার কাছে এখন কোন কথাই গোপন রাখ্‌বো না;—আস্‌ছে, আসুক। আমি ভেবেছিলেম, টাইরল এসে উপস্থিত হোতে না হোতে, লেগ্‌হরণের কাজটা নিকাস কোরে ফেল্‌বো;—দেখ্‌ছি, তা হলো না। রণতরী টাইরল এত দ্রুতগামী, বাস্তবিক এটা আমি কল্পনাপথেও আনি নাই!"

চকিতমাত্রে আমি যেন বুঝ্‌তে পাল্লেম, কাপ্তেন ত্বরাজো হয় ত টাইরলের সঙ্গে যুদ্ধ কোত্তে চান। তখনই আবার মনে হলো, নিতান্ত অসম্ভব। শুনেছি, রণতরী টাইরল বত্রিশটা কামান রাখে। এখেনার ডেকে কেবল আটটী ছোট ছোট কামান। তা ছাড়া কাপ্তেনের কেবিনে ছোট ছোট তিনটী পিতলের কামান;—এই মাত্র ভরসা। জাহাজে লোকও অল্প। এত অল্প আয়োজনে অত বড় জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সামান্য কথার কথা? তত বড় ভয়ঙ্কর বৈরীর সঙ্গে এ অবস্থায় মুখামুখী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া, পাগলামী প্রকাশ করা মাত্র। কাপ্তেন ত্বরাজোর তুল্য বুদ্ধিমান্ বিবেচক ব্যক্তি কি এতই পাগল হবেন? দক্ষিণ দিকে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম। টাইরলের ফুলো ফুলো পাল নয়নগোচর হলো। আবার ত্বরাজোর দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম। তখন দেখ্‌লেম, আর এক রকম মূর্ত্তি! এককালে চমকিত হয়ে গেলেম।—ঠিক যেন দেবতুল্য বীরবেশ! দেহ যেন ফুলে উঠেছে। স্বর্গীয় দীপ্তিতে নয়নযুগল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেহযষ্টি যেন কতই সুদীর্ঘ বোধ হোচ্চে। ঠিক এম্‌নিভাবে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, মুখের চেহারা দেখে বোধ হলো, কোন কার্য্যই যেন তাঁর অসাধ্য নয়। একটু পূর্ব্বে যে ভাবটী মনে উদয় হয়েছিল,—একটু পূর্ব্বে যেটী আমার অসম্ভব বোধ হয়েছিল, সেইটী [illegible]বার ফিরে এলো। নিঃসন্দেহে বুঝ্‌লেম, কাপ্তেন ত্বরাজো যুদ্ধ অভিলাষী।

কাপ্তেন ত্বরাজো ভারী চতুর। যখন যেটী আমি মনে মনে ভাব্‌ছি, তখনই তিনি যেন আমার মনের কথা টেনে আন্‌ছেন। সগৌরবে উপরের ঠোঁটখানি একটু কুঞ্চিত কোরে, স্থির প্রশান্তস্বরে তিনি বোল্লেন, "কেমন উইলমট! আগে তুমি যেমন পাগলামীর কথা মনে কোচ্ছিলে, এখনও কি তাই মনে হয়?"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাপ্তেন ত্বরাজো! আপ্‌নি কি ঐ জাহাজখানার সঙ্গে যুদ্ধ কোত্তে চান?"

চাঞ্চল্য নাই,—আতঙ্ক নাই,—কোন দিকেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই, ঠিক তেম্‌নি ভাবে কাপ্তেন ত্বরাজো উত্তর কোল্লেন, "বোধ হোচ্চে, তাই করাই ভাল। দেখ উইলমট! মনে কোল্লেই আমি টাইরলকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পাত্তেম। একটী জায়গায় যদি

আমার বিশেষ কাজ না থাকতো, নিশ্চয়ই তাই আমি কোত্তেম। অলাভবাণিজ্যে এমন সুন্দর জাহাজখানিকে,—এমন আজ্ঞাবহ নাবিকগুলিকে সহজে বিপদগ্রস্ত কোত্তে কে চায়? সেটা ত একরকম পাগলেরই কাজ;—কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি যদি বরাবর লেগ্‌হরণে চোলে যাই, খানিকক্ষণের মধ্যেই টাইরল আমাদের ধোরে ফেল্‌বে। মাঝখানে আমরা যে সময়টুকু পাব, সে সময়ের মধ্যে লানোভারের কাজটা সম্পন্ন হবে না; সুতরাং লেগ্‌হরণের এ দিকেই টাইরলকে উচিত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ হোচ্চে। সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধ করাই ভাল। ভালমন্দ যদি কিছু ঘটে, আমার মুখে না শুন্‌লে, লেগ্‌হরণের কেহই, অথবা অন্য কোন জায়গার কেহই, সে ঘটনার ছন্দাংশও জান্‌তে পার্‌বে না।"

যুগপৎ আতঙ্ক আগ্রহে স্তম্ভিতকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাপ্তেন তুরাজো! আপ্‌নি কি সহজেই ঐ রণতরীখানা মার্‌তে পারবেন?"

গম্ভীরবদনে তুরাজো উত্তর কোল্লেন, "না উইলমট! সোজা কথা নয়!—বৃথা বড়াই আমি জানি না।—যে বিপদ সম্মুখে, তা যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তেমন পাগলও আমি নই। যে লোক আপ্‌নাকে আপ্‌নি চিনে না, জগৎসংসারে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি বদ্ধ পাগল। তেমন পাগলের খেলা জীবনে আমি কখনই খেলি না। আমার ইচ্ছা ছিল,—কাল রাত্রে তোমাকে বোলেছিও সে কথা,—আমার ইচ্ছা ছিল, টাইরলকে কিছু দিন জলের উপর নাচাবো। আপ্‌নার কথা পরে বোল্‌বে কেন, নিজেই আমি কবুল কোচ্চি, এখন আমার সে ইচ্ছা অফলা। টাইরল যে এত দ্রুত আস্‌তে পারে, বাস্তবিক তা আমি জান্‌তেম না। তা যা হোক, গত রাত্রেও এইটা আমি ভেবেছিলেম;—ভেবেছিলেম হয় ত টাইরলের সঙ্গে গোলা চালাচালি কোত্তে হবে। দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেই ভাবনাটাই এখন ফোল্লো।"

আমিও বুঝ্‌তে পাল্লেম, গত রাত্রে যুদ্ধের আশা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। কেননা, কথা কইতে কইতে তিনি একবার "তবে যদি সত্য সত্য"—এই পর্য্যন্ত বোলে, হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, এই ভাবেরই সেই কথা। নিশ্চয়ই তিনি টাইরলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার সংকল্প কোরেছেন। সহসা আমার অন্তরে একটী সুখের আশার সঞ্চার হলো।—মুখে চক্ষেও হয় ত সন্তোষচিহ্ন প্রকাশ পেলে। তুরাজো যেন তখনও আমার মনের কথা টেনে নিলেন, প্রশান্তস্বরে বোল্লেন, "অমন ত হোতেই পারে। সে জন্য আমি তোমাকে দোষ দিতে পারি না। তুমি মনে কোচ্চো, একটা যুদ্ধ হাঙ্গামা বাধ্‌বে, তা হোলেই তুমি খালাস পাবে;—তা হোলেই তুমি লেগ্‌হরণে চোলে গিয়ে, তোমার ভালবাসা লোকগুলিকে নিরাপদ কোত্তে পার্‌বে,—বোম্বেটে জাহাজ আর তোমাদের কিছুই কোত্তে পার্‌বে না। হাঁ, এমন ত হোতেই পারে। কিন্তু তথাপি—"

"শুনুন কাপ্তেন তুরাজো!"—কম্পিতকণ্ঠে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "শুনুন্ কাপ্তেন তুরাজো! বাস্তবিক আমার আহ্লাদ হোচ্চে। আপ্‌নিও বোল্লেন, এমন ত হোতেই পারে; হয়েছেও তাই। অবিলম্বেই আমি এখান থেকে খালাস পাব। পিশাচ লানোভারের সমস্ত পৈশাচিক কুচক্র এককালে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এ আহ্লাদ আমার কোচ্চে।

পরমেশ্বর সাক্ষী,—মনে মনে কিন্তু আমি কাঁপ্‌ছি, আপ্‌নার যেন কোন বিপদ না ঘটে। আপ্‌নার বিপদ ঘোট্‌লে, প্রাণে আমি বড়ই ব্যথা পাব। কেন না, আমি আপ্‌নাকে চিনেছি। আপনার মত লোকের চিরদিন দুষ্ক্রিয়ায় আসক্তি থাক্‌বে না, সে বিশ্বাস আমি হারাই নাই। যদিও আজ আপ্‌নি কুক্রিয়ারত, কিন্তু এমন দিন আস্‌তে পারে,—আপ্‌নি যদি ইচ্ছা করেন,—এমন শুভদিন অবশ্যই আস্‌তে পারে, যে দিন আপনি সাধুসমাজের শিরোমণি হয়ে শোভা পাবেন।"

সচকিত স্থিরনেত্রে দুরাজো আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টিপাতে মিত্রতা, কৃতজ্ঞতা, উভয় ভাবেরই উজ্জ্বল প্রমাণ প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। সে দৃষ্টি কেমন, কথায় বোলে ব্যক্ত করা যায় না। ভিতরে ভিতরে কি ভাবের উদয় হোচ্ছিল, চেপে রাখ্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন, পেরে উঠ্‌লেন না। ঠোঁটদুখানি থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। কম্পিতস্বরে তিনি বোল্লেন, "ধন্য তোমার মহত্ত্ব! তুমি যে এত উঁচুদরের কথা বোল্‌বে, বাস্তবিক তা আমি ভাবি নাই। অত উচ্চ প্রশংসার যোগ্যও আমি নই। ঈশ্বর ইচ্ছায় এখনই আমি তোমাকে খালাস দিতে পাত্তেম, যাঁরা যাঁরা তোমার প্রিয়তর, তাঁদেরও নিরাপদ কোত্তে পাত্তেম, কিন্তু তা আমি পারি না;—পার্‌বো না।"

এই সব কথা বোলেই, কাপ্তেন দুরাজো ধাঁ কোরে সেখান থেকে সোরে গেলেন। পরক্ষণেই একটা দূরবীণ নিয়ে, দূরপথে কি নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। টাইরল আস্‌ছে, সেই দিকেই দৃষ্টি। সহকারী কাপ্তেনেরা নিকটে দাঁড়িয়ে। জনকতক নাবিক একটু তফাতে। সকলেই তারা দলপতির মুখপানে সাগ্রহদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। যে লোকটী পায়ের কাছে ছিল, সে ত এককালে অবাক্ হয়ে, একদৃষ্টে কাপ্তেনের মুখপানে চেয়ে থাক্‌লো। কি তিনি বলেন,—কি তিনি স্থির করেন, সেইটী জান্‌বার জন্য সকলেরই বিষম আগ্রহ,—বিষম কৌতূহল। কাপ্তেন দুরাজো সমভাবে সুস্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;—মন অটল। অচঞ্চল আনন্দে মুখমণ্ডল পুলকিত। নিকটে একটী বালক দাঁড়িয়ে ছিল, তারই হাতে দূরবীণটী দিয়ে, সহকারীদের কাছে একটু এগিয়ে গেলেন;—কিয়ৎক্ষণ তাদের সঙ্গে কি পরামর্শ কোল্লেন। লোকেরা সকলেই পূর্ণানন্দে উৎসাহ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। আমি বুঝ্‌লেম, নিশ্চয়ই যুদ্ধ হবে।

সুস্থির,—প্রশান্ত,—পরিষ্কার উচ্চকণ্ঠে, কন্‌ষ্টান্টাইন্ দুরাজো তখনকার সময়োচিত অনুজ্ঞা প্রদান কোত্তে লাগ্‌লেন। যে কাজে তিনি সেনাপতি, তার উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য তখন তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে স্পষ্টই প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। এথেনীর তিনি রাজা;—নিজমুখেই বোলেছেন, এথেনী জাহাজে তিনি রাজা। বাস্তবিক প্রত্যক্ষেও আমি তাই দেখ্‌লেম। যেমন হুকুম, তেম্‌নি তামিল। জনকতক খালাসী সড়্ সড়্ কোরে দড়ী বেয়ে, মাস্তুলের উপর উঠে পোড়্‌লো;—খানকতক পাল নামিয়ে দিলে। জাহাজের গতিও কিছু শিথিল হলো। একটু বক্রস্রোতে সমুদ্রের প্রায় মধ্যস্থলে জাহাজ গিয়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে তীরভূমি অনেক দূর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর দেখা গেল না। আবার নূতন হুকুম।

খালাসীরা আরও পাল নামিয়ে দিলে। এথেনী স্থির হয়ে দাঁড়ালো। কাপ্তেন অকুতোভয়ে সুস্থির ;—নাবিকেরাও নির্ভয়ে সমুৎসাহিত ;—কাহারও মুখে ভয়ের লক্ষণ নাই ;—সকলেই সুস্থির হয়ে, টাইরলের অপেক্ষা কোত্তে লাগ্‌লো।

দ্রুতপদবিক্ষেপে ডুরাজো আবার আমার কাছে সোরে এলেন। পশ্চিমদিকে হাত বাড়িয়ে, আমারে দেখাতে লাগ্‌লেন ;—নির্ভয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ঐত এল্‌বা দ্বীপ দেখা যায়। এখনই আমি মনে কোল্লে অনায়াসেই ঐ দ্বীপ ছাড়িয়ে সার্ডিনিয়ার উত্তরাংশে চোলে যেতে পারি ;—পাত্তেমও তা,—টাইরল আমার কিছুই কোত্তে পাত্তো না,—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, কাজের গতিকে কাজে কাজেই যুদ্ধভিন্ন উপায় নাই।"

আবার তিনি দূরবীণ ধোল্লেন। টাইরল জাহাজের দূরস্থ পালগুলি ভাল কোরে নিরীক্ষণ কোল্লেন। জাহাজের তলা তখনও পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। দেখে দেখে তিনি বোল্লেন, "ঠিক হয়েছে! এসো একবার আমরা নীচের কেবিনে যাই।"—আমি সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। কাপ্তেনের কেবিনে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। প্রশান্তস্বরে, একটু চুপি চুপি, তিনি আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "প্রিয় উইলমট! যুদ্ধের ভালমন্দ কিছুই বলা যায় না। যুদ্ধে আমার প্রাণ যেতে পারে। তা যাই হোক্‌,—আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, আমার এথেনীর কোন বিঘ্ন হয়, তা আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না;—হবেও না তা। কেন না, আমাদের প্রতিজ্ঞাই এই, কখনই ধরা দিব না ;—কখনই কাহারও বাধ্যতা স্বীকার কোর্‌বো না। বারুদঘরে বিন্দু-মাত্র অগ্নিকণা লাগিয়ে দিলেই, সব কাজ ফর্সা হয়ে যাবে। তাই যদি ঘটে,—তেমন বিপদ-সময় যদি উপস্থিত হয়, তোমাদের রক্ষার উপায় কোরে দিব। তুমি, অষ্ট্রীয় দূত, আর কস্‌মো, তিনজনেই তোমরা রক্ষা পাবে। আমি তোমাদের অবিলম্বে জাহাজ থেকে নৌকায় নামিয়ে দিব। সব লোকজনকে হুকুম দিয়ে রাখ্‌বো। এখন আমি যে কথা বোল্লেম, মনে জান্‌ছি, কখনই তা ঘোট্‌বে না,—তবু কি জানি, যদিই ঘটে, তুমি আমার একটী উপকার কোরো। আমার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে, আমার লিয়োনোরাকে তুমি আমার মনের কথা বোলো ;—সমস্ত সত্যকথাই ভেঙে বোলো। দুর্ব্বৃত্ত অষ্ট্রীয়দের মুখে হঠাৎ সে খবরটা শুন্‌লে, লিয়োনোরা হয় ত বাঁচ্‌বেন না। ধীরেসুস্থে,—একে একে, বুঝিয়ে বুঝিয়ে, তুমিই সব কথা বোলো। তোমার মুখে শোনাই ভাল। আমাকে তুমি যেমন দেখ্‌ছো, আমার কথা যা তোমার ইচ্ছা হয়, বোল্‌তে পার। কিন্তু লিয়োনোরাকে বোলো, তাঁকে আমি ভাল-বেসেছিলেম,—প্রাণের সঙ্গে ভালবাস্‌তেম,—এখনও ভালবাসি,—মরণকাল পর্য্যন্ত ভাল-বেসেছি, এ কথাটী তুমি আমার লিয়োনোরাকে বোলো! এ সব কথা শুন্‌লে, আমার প্রতি তাঁর ঘৃণা হবে না,—ঘৃণা থাক্‌বে না। দেখ উইলমট! দুঃসাহসিক পরাক্রমের এমন একটী শক্তি আছে, সামান্য দুষ্কার্য্যের নিন্দাটা চাপা দিতে পারে।"

শুমে শুমে কম্পিত হয়ে, আমি উত্তর কোল্লেম, "শপথ কোচ্চি, আপনার আজ্ঞা আমি পালন কোর্‌বো। কিন্তু আপনি আমাদের তিনজনকে বাঁচাবার উপায় কোর্‌বেন বোল্লেন, কিন্তু কৈ, লানোভারের কথা ত—"

"আঃ! সেই অকর্ম্মণ্য মাংসপিণ্ডটা?" স্পষ্ট ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে কাপ্তেন তুরাজো বোল্লেন, "সেই অকর্ম্মণ্য মাংসপিণ্ডটা? তাকে আমি ঘৃণা করি! কেবল তোমারই জন্য তার প্রতি আমার ঘৃণা। ততবড় পাপিষ্ঠের প্রতিও তোমার দয়া! তোমার উপর তত দৌরাত্ম্য কোরেছে,—যারা তোমার প্রিয়, তাদেরও পদে পদে বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা কোচ্চে, তেমন লোকের প্রতিও দয়া!—ধন্য তোমার সততা! তা আচ্ছা, যা বোল্‌ছো, তাই হবে। তেমন তেমন ঘটনা যদি ঘটে, ল্যানোভারকেও তোমাদের নৌকায় তুলে দেওয়া যাবে।"

"আর সেই ছোক্‌রাটী?"

"ওঃ! বটে বটে! তার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলেম! হাঁ হাঁ,—অনাথ বালক! তাকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে। আহা! তার মাবাপ নাই। আমাদের স্কুলেই পোড়্‌তো। আমার প্রতি তার অকপট শ্রদ্ধা। আমি যেন তাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভালবাসি। তা যা হোক্, আর কারও কথা বোলো না। আর কারও জন্য অনুরোধ কোরো না। কাপুরুষের মত মান হারিয়ে প্রাণ বাঁচানো আমাদের ব্রত নয়;—আর আর সকলেই এথেনীর সঙ্গে তোপের মুখে উড়ে যাবে!"

এই শেষ কথাগুলি শুনে, ভয়ে,—বিস্ময়ে, আমি যেন এক কালে স্তম্ভিত হয়ে গেলেম। তুরাজো আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেন। চঞ্চলস্বরে বোল্লেন, "আমাকে নিষ্ঠুর ভেবো না। আমাকে রাক্ষস মনে কোরো না। বাস্তবিক আমার প্রকৃতি ওরকম নয়। মানুষ স্বচ্ছন্দে কোন একটা ভয়ানক ঘটনার কথা মুখে ব্যাখ্যা কোত্তে পারে, কিন্তু মুখামুখী দাঁড়িয়ে সে রূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা দর্শন করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। এখন আমাকে ডেকের উপর যেতে হোচ্চে। তুমি কি এখন—"

"আপ্‌নি যদি অনুমতি করেন, তা হোলে আমিও আপ্‌নার সঙ্গে যাই।"

সবিস্ময়ে আমার মুখপানে চেয়ে, তুরাজো চমকিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে কি তুমি যুদ্ধ দেখ্‌তে সাধ কর?"

"বড় সাধ!"

"আচ্ছা, তবে চল. কিন্তু দেখো,—সাবধান! জাহাজের একগাছি দড়ীও ছুঁয়ো না, কামানের কাছে এগিয়ো না,—কোন আহত লোককে বাঁচাতে যেয়ো না;—টাইরলের ডেকের উপর থেকে যদি কেহ দেখে,—যতই সামান্য হোক, দলের ভিতর তুমি সহকারী আছ, তা যদি দেখে, তোমার কোন কথাই তারা শুনবে না। যথার্থই যদি বিপদ ঘটে, নৌকা থেকে তোমাকে তৎক্ষণাৎ তারা তুলে নিয়ে যাবে;—বোম্বেটে স্থির কোর্‌বে; পালকাঠে ঝুলিয়ে, তখনই তখনই ফাঁসী দিবে!"

সৎপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে, তুরাজোর সঙ্গে ডেকের উপর আমি চোল্লেম। উঠেই টাইরলের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। প্রায় বিশ মিনিট কাল এথেনী জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। অষ্ট্রীয় রণতরী অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।—তলা দেখা যাচ্ছে। রাশীকৃত পালভরে টাইরল অতি দ্রুতগতি ধাবিত হোচ্চে। এথেনী সুস্থির। ক্ষণকালমধ্যে

টাইরলের গায়ে শাদা শাদা দাগ,—রণতরীতে কামান বসাবার কালো কালো ছিদ্র, স্পষ্ট আমার নয়নগোচর হোতে লাগ্‌লো।

ডুরাজো আমারে বোল্লেন, "সময় উপস্থিত। আমি এখন যুদ্ধের আয়োজন কোত্তে হুকুম দিই। আমার ইচ্ছা, তুমি এখন নীচে যাও;—কেবিনে গিয়ে বোসে থাক।"

"না, এখন না। যা কিছু ঘটে, এইখানে থেকেই আমি দেখ্‌বো। আপ্‌নি যদি বলেন, তা হোলে আমি ডেকের উপরেই থাকি।"

"আচ্ছা, যা তোমার ইচ্ছা হয়, তাই কর;—কিন্তু মনে রেখো; যুদ্ধে যদি আমি মরি, তোমার প্রতি আমার অকপট মিত্রভাব আছে, এটী তুমি মনে রেখো। আমার যা কিছু দোষ, সমস্তই সামান্য বোলে গণনা কোর্‌বে!"

উত্তর শোন্‌বার প্রতীক্ষা না কোরেই, ডুরাজো শশব্যস্তে আমার কাছ থেকে সোরে গেলেন। সেই রূপ প্রশান্ত পরিষ্কারস্বরে যুদ্ধের আয়োজনের হুকুম দিতে লাগ্‌লেন। জাহাজের উপর ভয়ঙ্করধ্বনিতে জয়ধ্বনি আরম্ভ হলো। সমুদ্রবক্ষে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো। এথেনী এখনই বজ্রস্বরে কথা কইবে, ঐ সকল জয়ধ্বনিতে তারই উপক্রম সূচিত হলো। জয়ধ্বনি থাম্‌লো। আবার সমস্তই স্থির। কোন লোকের মুখে আর কথা নাই। কিন্তু লোকেরা সব ব্যস্ত হয়ে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত। খালাসীরা আবার সড়্‌ সড়্‌ কোরে মাস্তলের উপর উঠে পোড়্‌লো। যেখানে যা দরকার, সমস্তই ঠিকঠাক কোরে দিলে। পালকাষ্ঠে শিকল বাঁধ্‌লে। গোলা লেগে দড়ীগুলো যদি ছিঁড়ে যায়,—লৌহ শৃঙ্খল সহজে ভাঙ্‌বে না। উদ্যোগপর্ব্বের প্রথমেই এই প্রকার পূর্ব্বসাবধান।

সকলেই ব্যস্ত,—সকলেই প্রস্তুত,—সকলেই উদ্যোগী,—সকলেই ব্যাপৃত; কিন্তু কোন দিকে কিছুমাত্র গোলমাল নাই। এই সব হোচ্ছে, হঠাৎ আমি একবার কেবিনের সিঁড়ির মাথার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। কি দেখ্‌লেম?—বিকটাকার লানোভারের বিকট বিবর্ণ ভয়ানক মুখখানা। কাণ্ডকারখানা কি, বুঝ্‌তে পারুক্‌ আর নাই পারুক্‌, আকস্মিক ভয়ে সেই মুখখানা আরও বিকটদর্শন হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের আয়োজন হোচ্ছে, পাছে একটা গোলা এসে তার গায়ে লাগে, নাকমুখ সিঁট্‌কে সেই ভয়ে যেন কাঁপ্‌ছে। সত্য সত্যই যুদ্ধ হবে কি না, মনে মনে তাও যেন ভাব্‌ছে। ডুরাজোর চক্ষু সেই দিকে পোড়্‌লো। ঘৃণায় বিরক্ত হয়ে, হস্তসঞ্চালনে তৎক্ষণাৎ তিনি লানোভারটাকে নেমে যেতে ইঙ্গিত কোল্লেন। লানোভারও আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে সাহস কোল্লে না;—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঊনপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ।

হুলুস্থুল উপস্থিত! রাশীকৃত তুষারধবল পালমালা টাইরল জাহাজে শোভা পাচ্চে। সর্ব্বোপরি অষ্ট্রীয় পতাকা পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হোচ্চে। এথেনীর মাস্তুলে তখনও কোন রঙের পতাকা তোলা ছিল না। হুকুমমাত্রেই যুদ্ধের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত। কপীকল,—স্পঞ্জ,—কামান বসাবার অপরাপর সরঞ্জাম, পলকমাত্রেই যথাযথস্থলে বিন্যস্ত। লোকেরা চক্ষের নিমেষে কেবিনের ভিতর থেকে নানাপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র এনে, ডেকের উপর হাজির কোল্লে। কোন দিকে কিছুমাত্র গোলমাল নাই। কাপ্তেন হুরাজো সমুজ্জ্বল কাপ্তেনী পোষাক পোরে, কাঁধের উপর সাঁচ্চা সাঁচ্চা ঝাপ্পা ঝুলিয়ে, মহাপরাক্রান্ত বীরপুরুষের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কটিবন্ধে সুদীর্ঘ তরবারী বিলম্বিত। এক জোড়া দুনলী পিস্তলও কটিদেশে আবদ্ধ। অটল প্রশান্ত ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত লোককেই সময়োচিত অনুজ্ঞা প্রদান কোচ্চেন। দলস্থ লোকেরা বিনা বাক্যব্যয়ে,—বিনা সন্দেহে, সমস্ত হুকুম ক্ষণমাত্রেই তামিল কোচ্চে। কটাক্ষপাতমাত্রেই আমি বুঝ্লেম, কোন বিষয়েই সেনাপতির কিছু ভুল হয় না, এই তাদের স্থিরবিশ্বাস।

যুদ্ধাস্ত্রের ভিতর বর্শা,—বল্লম,—কুঠার, রাশীকৃত। কাপ্তেন হুরাজো ডেকের উপর বেড়িয়ে বেড়িয়ে সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র তদারক কোচ্চেন। একটু পরে চারিজন নাবিককে সঙ্গে কোরে, তিনি একবার নীচের কেবিনের ভিতর নেমে গেলেন। অনুগামী লোকেরা বিবিধ যুদ্ধসরঞ্জাম নিয়ে চোল্লো। আমি সে সঙ্গে কেবিনে গেলেম না; কিন্তু বুঝ্তে পাল্লেম, কেবিনের ভিতর যে তিনটী পিতলের কামান আছে, গোলা বারুদ দিয়ে সে তিনটী ঠিকঠাক্ কোরে রাখাই তখন কাপ্তেনের মৎলব। সে কাজ সমাধা কোরে, তখনই আবার তিনি ডেকের উপর ফিরে এলেন। তৎক্ষণাৎ আবার নূতন হুকুম জারী। তখন আবার আমি আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্লেম।

ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, জাহাজী লোকেরা জাহাজের তলা থেকে প্রকাণ্ড একটা কামান টেনে তুল্লে। ডেকের উপর সেই কামানটা বসালে। সেখানে একটা পিন পোতা ছিল, সেই পিনের উপর রাখ্লে। দুদিকে দুটো মাস্তুল, মধ্যস্থলে কামান। দেখ্লেম, একটু উঁচু কোরে বসানো হলো। এম্নি ভাবে বসানো হলো, যে দিকে মুখ রাখ্বার দরকার হয়, তৎক্ষণাৎ সেই দিকেই ফিরানো যায়;—অত বড় কামানটা পিনের উপর ঘূরে ঘূরে বেড়ায়। এথেনীতে তেমন ব্যাপার আছে, তা আমি জান্তেম না,—নূতন জান্লেম;—নূতন দেখ্লেম। অত বড় সাংঘাতিক যুদ্ধে যারা প্রবৃত্ত, অবশ্যই তাদের আরও অনেক প্রকার ভয়ানক ভয়ানক যুদ্ধাস্ত্র আছে, নিঃসন্দেহে তখন আমি সেটী বুঝ্লেম।

সাঁ সাঁ কোরে টাইরল আস্‌ছে। শাদা শাদা উচ্চ উচ্চ পাল বায়ুভরে ফুলে ফুলে উঠেছে। এথেনীর দিকে ছুটে আস্‌ছে।—এথেনীও ধীরে ধীরে ঘূরে দাঁড়াচ্চে। পাশাপাশি হয় আর কি,—যুদ্ধ বাধে আর কি,—তখনও পর্য্যন্ত কেবিনে নেমে যেতে আমার ইচ্ছা হলো না। যুদ্ধ দেখ্‌বার বড় সাধ। ভাব্‌লেম, কেবিনে গেলে বরং বিপদ্ আছে,—কেবিনটা ছোট, অনায়াসেই তার ভিতর গোলাগুলী আস্‌তে পারে,—কাঠের চাক্‌লাও উড়ে আস্‌তে পারে, ডেকের উপর তত্‌টা ভয় থাকা অসম্ভব; তাই ভেবেই ডেকের উপর থাক্‌লেম।

অকস্মাৎ টাইরল জাহাজে দপ্ কোরে একবার আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো। তখনই তখনই বজ্রনাদ। শ্বেতবর্ণ ধূমরাশিতে সমুদ্র যেন ছেয়ে গেল! তৎক্ষণাৎ তুরাজোর হুকুম জারী। এথেনীর মাথায় কৃষ্ণবর্ণ পতাকা চক্ষের নিমেষে সংলগ্ন।

বন্ বন্ শব্দে টাইরল আস্‌ছে। এত নিকটে এসে পোড়্‌লো, অষ্ট্রীয় কাপ্তেনের স্পষ্ট স্পষ্ট অনুজ্ঞাবাক্য আমাদের শ্রুতিগোচর হোতে লাগ্‌লো। তুরাজো তৎক্ষণাৎ সে হুকুমের তাৎপর্য্য বুঝ্‌লেন। তখনকার যা কর্ত্তব্য, সেই মর্ম্মে হুকুমজারী কোল্লেন। সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন লাগামের জোরে যেদিকে ইচ্ছা, সেইদিকে ফিরে, এথেনীর মাঝির নৈপুণ্যে এথেনীও সেই রকমে একটু একটু হেলে হেলে,—বেঁকে বেঁকে, ঘূরে আস্‌তে লাগ্‌লো। অষ্ট্রীয় কামানের বজ্রধ্বনিতে শ্রবণরন্ধ্র যেন বধির হোতে লাগ্‌লো। সমুদ্রের চারিধারেই ধোঁয়াকার! উপর্য্যুপরি ভয়ানক ভয়ানক তোপের গর্জ্জন। আমার মাথার উপর দিয়ে সাঁ কোরে একটা গোলা চোলে গেল! সে ধাক্কা সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে গড়্‌গড়্ গুড়ুম্,—গড়্‌গড়্ গুড়ুম্ শব্দে এথেনীর উপর থেকে কামানের আওয়াজ হোতে লাগ্‌লো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার! ধোঁয়াটা যখন একটু কোমে এলো, টাইরলের দিকে তখন আমি চেয়ে দেখি, টাইরলের বড় বড় পাল আলুথালু হয়ে, খুঁটীর গায়ে ঝট্‌পট্ কোরে ঝুল্‌ছে। উর্দ্ধদৃষ্টে এথেনীর মাস্তলের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, যেমন তেম্‌নি;—রসারসী কিছুই খসে নাই,—একটীও পাল ছিঁড়ে নাই, কোথায়ও একটু ফুটোফাটাও হয় নাই, কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই;—এথেনী যেন জলের উপর নাচ্‌তে নাচ্‌তে ভাস্‌ছে।

বিদ্যুৎগতিতে এথেনী আর এক পাল্‌টা ফিরে দাঁড়ালো। প্রকাণ্ড কামানটা পিনের উপর দুল্‌তে লাগ্‌লো। দুল্‌তে দুল্‌তে অগ্নিশিখা উদ্গীরণ কোল্লে। ভয়ঙ্কর গোলা নির্গত হলো। চারিদিকে ধূমরাশি পরিব্যাপ্ত! আশ্চর্য্য শিক্ষা! মারাত্মক লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না। টাইরলের উচ্চ মাস্তলের আগাটা পালদড়ীশুদ্ধ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভেঙ্গে পোড়্‌লো। এথেনী যেন পরীর মত ঘূরে ঘূরে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। কাপ্তেনের হুকুমে এথেনীর লোকেরা কেবিনের কামানে আগুন দিলে। টাইরলের কাপ্তেন অন্য উপায় অবলম্বন কোত্তে না কোত্তে, গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে এথেনীর কামান বজ্রনাদে গোলাবর্ষণ কোল্লে। অষ্ট্রীয় রণতরী প্রায় নেড়া হয়ে গেল! এথেনী যেমন তেম্‌নি!

টাইরল প্রকাণ্ড জাহাজ। আয়তনে, সরঞ্জামে, এথেনী কোনমতেই তার তুল্য নয়। টাইরল প্রায় অচল।—এথেনী এদিকে বিস্ময়মাত্রে সমস্ত কামানে গোলাবর্ষণ ক'রে ক্রমাগত

আওয়াজ আরম্ভ কোল্লে। এত শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য রফা, দেখ্‌লেই অবাক্ হয়ে যেতে হয়। টাইরলের মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে, এথেনীর গোলন্দাজ আর একটা কামান ছুড়্‌লে। ডুরাজো নিজে বড় কামানে আঁগুন দিলেন। বজ্রগর্জ্জনে আওয়াজ হলো। টাইরলের প্রধান মাস্তুল ভেঙ্গে পোড়্‌লো! কেবিনের কামানে আবার গোলাবর্ষণ হোতে লাগ্‌লো। এথেনী ঘূরে ঘূরে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। টাইরল এককালে নিশ্চল!—ভূমধ্যসাগরের বক্ষের উপর নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল, অসমর্থ, টাইরল রণতরী যেন অবসন্ন হয়ে ভাস্‌তে লাগ্‌লো। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অত বড় প্রকাণ্ড অগ্নীয় যুদ্ধজাহাজের কাছে, সামান্য একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মত এথেনী অতুলসাহসে রণজয়ী!

বিজয়ানন্দে ডুরাজোর বদন আরক্তরাগে সুরঞ্জিত। সে মুখে তখন বৃথাগর্ব্বের ছায়ামাত্রও পরিলক্ষিত হলো না। যথার্থ বীরপুরুষের অতুল পরাক্রম ডুরাজোর বদনমণ্ডলে দেদীপ্যমান! বাস্তবিক তখনও পূর্ণজয়লাভের অনেক বিলম্ব। টাইরল যদিও অবকাশ পাচ্চে না;—ফন্দীফিকির ঠাওরাতে পাচ্চে না, কিন্তু ভয়ানক ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্রে টাইরল দুর্জ্জয়। টাইরল কিন্তু চলে না। হঠাৎ বাতাসটা কিছু বোদ্‌লে গেল। যে কটা পাল ছিল, বাতাসে আবার ফুলে উঠ্‌লো। টাইরল আবার ধীরে ধীরে চোল্‌তে লাগ্‌লো। এথেনীর উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ কোল্লে। সেবারের লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না। কামানের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জয় কাঠফাটা শব্দ পেলেম। কতকগুলো কাঠের চ্যালা আমার কাণের কাছ দিয়ে ভোঁ ভোঁ কোরে উড়ে গেল! ধোঁয়ায় তখন এথেনী জাহাজ অন্ধকার! কি যে হলো, কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। ধোঁয়া যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন দেখ্‌লেম, বড় বড় মাস্তুল দুটী অক্ষুণ্ণ। একটা পাল ছিঁড়ে গিয়েছে। বাতাসে ঝট্‌পট্ কোরে উড়্‌ছে। গাছকতক দড়ীও ছিঁড়ে গেছে। পালটী যেন তখন বাতাসে পতাকার মত উড়্‌ছে। ডেকের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, আরও ভয়ানক! দুজন গ্রীক নাবিক নিহত হয়ে ডেকের উপর পোড়ে আছে!—আর একজন ভয়ানক আহত! সঙ্গীরা তারে ধরাধরি কোরে নিয়ে যাচ্ছে। গোলা লেগে এথেনীর আরও অনেক জায়গায় ছিদ্র হয়েছে। মুহূর্ত্তমাত্রেই কাপ্তেন ডুরাজো সেই সব দুর্ঘটনার সমাচার পেলেন। ভ্রূক্ষেপ নাই! সমভাবে অটল! তৎক্ষণাৎ তিনি নূতন হুকুম প্রচার কোল্লেন।

পাঁচ ছজন গ্রীক খালাসী সাঁ সাঁ কোরে দড়ী বেয়ে উপরে উঠ্‌লো। যেখানে যেখানে যা কিছু নষ্ট হয়েছিল, চক্ষের নিমেষে সমস্তই মেরামত কোরে দিলে। সুদক্ষ কাপ্তেনের হুকুমে আবার তারা তাড়াতাড়ি সমস্ত কামানে বারুদ ঠাস্‌তে লাগ্‌লো। সে সময়ের ভয়ানক ব্যস্ততার কথা মুখে বলা যায় না।

ক্ষণকাল সকলেই চুপ্‌চাপ। অতি দ্রুতগতি টাইরলের নিকট থেকে এথেনী জাহাজ একটু তফাতে গিয়ে সোরে দাঁড়ালো। ডুরাজো আবার কি হুকুম দিলেন। লোকেরা ধরাধরি কোরে, বৃহৎ একটা হাপর ডেকের উপর নিয়ে এলো। সেই হাপরে তারা প্রকাণ্ড একটা গোলা নিক্ষেপ কোল্লে। যবে এই পর্য্যন্ত হয়েছে, ঠিক সেই সময় আর এক

অদ্ভুত কাণ্ড! ভয়ানক নূতন হুলুস্থুল! সেই সময়ে সহসা নীচের কেবিন থেকে একজন লোক শাণিত তরবারিহস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে, কাপ্তেন দুরাজোকে কাট্‌তে এলো! এব্যক্তি কে?—এই সেই অষ্ট্রীয় দূত। শেষে আমি শুন্‌লেম, কেবিনের দরজায় যে অস্ত্রধারী শান্ত্রী পাহারা দেয়, অষ্ট্রীয় দূত মোরিয়া হয়ে, সে লোকটাকে মেরে অজ্ঞান কোরে ফেলে, দুরাজোকে কাট্‌তে এসেছে। মনে কোল্লে, দুরাজো তখনই পিস্তলে গুলী কোত্তে পাত্তেন, কিন্তু বীর তিনি, সেরূপ অন্যায়যুদ্ধে তাঁর ঘৃণাবোধ হলো;—বিপক্ষের হাতে তলোয়ার, তিনি কেন গুলী কোর্‌বেন?—চক্ষের নিমেষে তিনিও তলোয়ারের খাপ খুল্লেন। এথেনীর অনেক লোক সেইখানে ছুটে এসে, অষ্ট্রীয় দূতকে ধোরে ফেল্‌বার চেষ্টা কোল্লে। চকিতমাত্রে দুরাজো কি হুকুম দিলেন, লোকেরা সব্ পেছিয়ে দাঁড়ালো। হুকুমটা যে কি, তৎক্ষণাৎ আমি বুঝে নিলেম। অষ্ট্রীয় বীরের সঙ্গে নির্ভীক কাপ্তেন দুরাজো তলোয়ার খেল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন। বেশীক্ষণ যুদ্ধ কোত্তে হলো না;—একমিনিটও না। কাপ্তেন দুরাজো জাহাজী দক্ষতায় যেমন সুনিপুণ, তলোয়ারেও সেইরূপ খেলোয়াড়। অষ্ট্রীয় দূত কিছুতেই তাঁর অঙ্গ স্পর্শ কোত্তে পাল্লেন না;—মহাক্রোধে মোরিয়া হয়ে, ঠিক দুরাজোর সম্মুখে লাফিয়ে পোড়্‌লেন। ঠিক সেই সময়ে টাইরল জাহাজে আর একটা কামানের শব্দ হলো। বায়ুবেগে ধোঁয়া উড়ে, বোম্বেটে জাহাজ অন্ধকার কোরে ফেল্লে। কিছুই দেখা গেল না। ধোঁয়া যখন সোরে গেল, তখন আমি চেয়ে দেখি, দুরাজোর পদতলে অষ্ট্রীয় দূতের মৃতদেহ গড়াগড়ি! দুরাজো তখন সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তলোয়ারের রক্ত মুছ্‌তেছেন!

আরও আধঘণ্টা তোপের লড়াই। এথেনী কিছুতেই অবসন্ন নয়। টাইরল যায়-যায়! কোন উপায় কোত্তে পাচ্ছে না,—কোন ফিকির যোগাচ্চে না, হতাশে নিশ্চেষ্ট হয়ে, জলের উপর ভাস্‌ছে। এথেনীর স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। হাপরের গোলাটা তখন পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে। পিনের উপর বড় কামান দুল্‌ছে। কি রকমে কি কোত্তে হবে, অটলভাবে নিকটে দাঁড়িয়ে দুরাজো সেই সব কথা বোলে দিচ্ছেন;—দেখিয়ে দিচ্ছেন। কামান গর্জ্জন কোরে উঠ্‌লো। এথেনী জাহাজ ধোঁয়াময়! ভয়ঙ্কর দুর্জ্জয় শব্দ! হঠাৎ বোধ হলো, যেন সমুদ্রের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিগিরি ফেটে গেল! কিম্বা যেন এককালে দশহাজার বড় বড় কামানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি বিনির্গত হলো! শব্দ শুনে বন্ বন্ কোরে আমার মাথা ঘুত্তে লাগ্‌লো; জ্ঞান হোরে গেল;—অজ্ঞান হয়ে পোড়ে যাই যাই, এম্‌নি হোলেম। নিকটে একখানা চেয়ার না থাক্‌লে, বাস্তবিক আমি পোড়ে যেতেম। বোধ হলো যেন, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কটাক্ষপাত কোরে, আমি তখন দেখ্‌তে পেলেম, টাইরলে আগুন জ্বোলে উঠেছে! বাস্তবিক আমি দেখেছিলেম। কেন না, শেষে অন্য লোকের মুখেও শুন্‌লেম, সকলেই সে আগুন দেখেছে। জাহাজের বড় বড় কাঠ যেন বৃষ্টিধারার মত উড়ে উড়ে যাচ্ছে। ধূম নিবৃত্ত হোলে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, অষ্ট্রীয় রণতরী যেখানে ভাস্‌ছিল, সেখানে কিছুই নাই! শুধু কেবল খানকতক কালো কালো বাহাদুরী কাঠ সমুদ্রের জলে ভেসে চোলেছে! চারিদিকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার মত পুঞ্জীকৃত ধূমরাশি!

দারুণ ভয়ে বিকম্পিত হয়ে, সেই চেয়ারখানার উপর আমি বোসে-পোড়্‌লেম। কি এ! এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন! টাইরল জাহাজ নাই!

এথেনীবক্ষে দুর্জ্জয় জয়ধ্বনি আরম্ভ হলো। বারম্বার সর্ব্ববদনে উচ্চনাদে জয়ধ্বনি! সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সেই জয়ধ্বনি মিশিয়ে গেল। আবার সমস্তই সুস্থির দেখ্‌লেম। ডুরাজো একটী মাস্তুলের গায়ে ঠেস দিয়ে,—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পারিষদ লোকেরা ভক্তিভাবে অভিনন্দন কোচ্চে।

সত্যই কি তাই? চক্ষে যা দেখ্‌ছি, বাস্তবিক তাই কি সত্য? এই ত দেখ্‌ছি, সুন্দরী এথেনী নিরাপদে ভূমধ্যসাগরের বুকের উপর পাখীর মত ভাস্‌ছে। করীশুণ্ডাকার সুদীর্ঘ পালদণ্ডগুলি সমভাবে অক্ষত রয়েছে। অলক্ষণা কৃষ্ণপতাকা মাথার উপর ফর্‌ ফর্‌ কোরে উড়্‌ছে। আগাগোড়া যেমন দেখে আস্‌ছি, তেম্‌নি রয়েছে। কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু সেই পরমসুন্দর অষ্ট্রীয় রণতরীখানি কোথায় গেল? হায় হায়! বোম্বেটেরা বিজয়-দর্পে আস্ফালন কোত্তে পারে,—ডুরাজোর সুন্দর বদন প্রফুল্ল হোতে পারে,—বোম্বেটেদল কাপ্তেন ডুরাজোকে দেবতার মত ভক্তি কোত্তে পারে, তাদের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু আমার পক্ষে কি? যদি কোন একটা ভাল কাজে কাপ্তেন ডুরাজো ঐ রকম জয়লাভ কোত্তেন, তা হোলে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে লাফিয়ে গিয়ে, তাঁর হস্তধারণ কোরে, ভূয়সী প্রশংসা কোত্তে পাত্তেম। কিন্তু এ ত তা নয়, আমার অন্তরাত্মা বড়ই ব্যথা পেলেন, অন্তঃকরণ ভগ্ন হয়ে গেল। বোম্বেটেদলের বিজয়-উল্লাস দেখে, আমি যেন তখন হতবুদ্ধি হোলেম। আনাবেলকে রক্ষা কর্‌বার যে যৎকিঞ্চিৎ আশা, একটু আগে আমার হৃদয়কন্দরে মিট্‌মিট কোরে জ্বোল্‌ছিল, এককালে নির্ব্বাপিত হয়ে গেল!—বাতাসে উড়ে গেল! টাইরল জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত আশাভরসা সমূলে নির্ম্মূল! হায় হায়! আমার বোধ হলো যেন, শুভগ্রহদেবতারা নির্দ্দোষী লোকের প্রতি বাম;—দুষ্টলোকের দুষ্টকার্য্যে, দুষ্ট চক্রে উৎসাহদাতা,—দুষ্টের প্রতিই প্রসন্ন!

টাইরল জাহাজ নাই;—ডুরাজোর বীরত্বে এথেনীর তোপের মুখে [illegible], অষ্ট্রীয় রণতরী উড়ে গেছে;—পুড়ে গেছে;—বোসে বোসেই আমি যেন অজ্ঞান। মাথা হেঁট কোরে, বুকের উপর মাথা রেখে, গভীর চিন্তায় আমি নিমগ্ন। বিষাদসাগরে ডুব দিয়ে, যেন আকাশ-পাতাল ভাব্‌ছি। হঠাৎ শুন্‌লেম, কে যেন আমার নাম ধোরে ডাক্‌লে। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, তেমন সাহসও হলো না, ইচ্ছাও হলো না। আবার কে আমার নাম ধোরে ডাক্‌লে। তখন আস্তে আস্তে মুখখানি উঁচু কোরে তুলে চাইলেম,—দেখি, কাপ্তেন ডুরাজো আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

গম্ভীরস্বরে কাপ্তেন ডুরাজো বোল্লেন, "উইলমট! আমি বুঝেছি,—আমি জানি,—অষ্ট্রীয় রণতরীর জিত হয়, তোমার মনে মনে সেই ইচ্ছাই ছিল,—থাক্‌তেই পারে। তোমার সে আশা বিফল হয়েছে বোলে, তোমার কাছে আমি শ্লাঘা জানাচ্ছি,—আমার এই বিজয়লাভে এথেনীর লোকেরা যেমন আনন্দ প্রকাশ কোচ্চে, তুমিও সেই রকম কর, এই কথা আমি

তোমাকে বোল্‌তে এসেছি, এমনটী তুমি মনে কোরো না। যদি এখন আমার একটী বিশেষ কাজ না থাক্‌তো,—তোমাকে যদি কোন একটী বিশেষ সংবাদ দেওয়া আবশ্যক না হতো, তা হোলে কখনই আমি এখন তোমার এই গভীর চিন্তায় বাধা দিতেম না।"

"বিশেষ সংবাদ?"—আমি যেন কতই উদাসভাবে, কাপ্তেনের ঐ কথাটীর প্রতিধ্বনি কোল্লেম। তখন আমার মনের গতি যেরূপ, তখন কি আর অন্য কোন বিশেষ সংবাদ মনে লাগে? তখন আমি ভাব্‌ছিলেম, জগৎসংসারের সঙ্গে আমার যা কিছু সংস্রব, সমস্তই যেন হঠাৎ আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে!—সংসারের সকল আশা আজ ফুরিয়েছে! কেবল উদাসভাবে পুনরুক্তি কোল্লেম, "বিশেষ সংবাদ?"

"হাঁ, বিশেষ সংবাদ। তোমার সঙ্গে আমার একটী বিশেষ কথা আছে। বুঝ্‌তে পাচ্চি, সে কথাটী শুন্‌লে, তোমার কষ্ট আরও বাড়্‌বে;—বুঝ্‌তে পাচ্ছি,—কিন্তু করা যায় কি? এখনি সেটী তোমাকে শুনানো চাই;—তা না হোলে—"

"আরও কষ্ট বাড়্‌বে?—এর উপর আবার আরও কষ্ট? বলেন কি আপনি?"

"বোল্‌ছি এই কথা, সেই কস্‌মোটী মারা পোড়েছে।"

"অ্যাঁ!—কস্‌মো মোরেছে?"—চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেম। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন গরম হয়ে উঠ্‌লো। সবিষাদে উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেম, "আপ্‌নার লোকেরা বুঝি জয়াহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে—"

"চোপ্‌রাও!"—অত্যন্ত ক্রোধে সগর্ব্বে ফুলে উঠে, গর্জ্জনস্বরে তুরাজো বোল্লেন, "চোপ্‌রাও! আর কেহ যদি অমন কথা বোল্‌তে সাহস—যাক্ সে কথা,—কস্‌মো মোরেছে। গোলা লেগে টাইরলের একখানা কাঠ দৈবাৎ কেবিনের ভিতর প্রবেশ কোরেছিল, সেই কেবিনেই কস্‌মো কয়েদ ছিল। সেই কাঠখানা লেগেই তার প্রাণ গেছে।"

"কসমো মোরেছে!"—হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে, কাতরকণ্ঠে আপ্‌না আপ্‌নি আমি বোল্লেম, "আহা! কস্‌মো মোরেছে!"—তখনই স্মরণ হলো, তবে ত আমি অকারণে কাপ্তেনকে দোষী কোচ্ছিলেম! এই ভেবে, তৎক্ষণাৎ বোল্লেম, "ক্ষমা করুন্ কাপ্তেন তুরাজো,—ক্ষমা করুন্! আমি স্বীকার কোচ্ছি, সেটা আমার ভুল হয়ে—"

"থাক্ ও কথা!" বাধা দিয়ে, সরল সাধুভাবে তুরাজো বোলে উঠ্‌লেন, "থাক্ ও কথা; আর তোমাকে কিছু বোল্‌তে হবে না। তোমার মনের এখন যেরূপ অবস্থা, তাতে কোরে সমস্তই সম্ভবে। ও সব আমি ধরি না। দেখ্‌তেই ত পাচ্চো, তোমার ভালমন্দ সমস্ত কথাই আমি স্থির হয়ে শুনে আস্‌ছি।"

আর আমি কিছু বোল্লেম না। ধীরে ধীরে কেবিনে নেমে গেলেম। চক্ষের উপর যে সকল ভয়ানক কাণ্ড দেখ্‌লেম, কেবিনের দরজা বন্ধ কোরে, আগাগোড়া কেবল সেই সব কাণ্ডই হতজ্ঞান হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম।

পঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

ছোক্‌রা চাকর।

ভাব্‌নার আর বিরাম নাই। ভাব্‌ছি কেবল অকূল পাথার! বেলা যখন একটা, সেই সময় সেই ছোক্‌রা চাকরটী আমার খাবার নিয়ে এলো। সেই বার তার মুখপানে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম;—সে যেন আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে, সবিষাদনয়নে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌চক্ষে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যেন কিছু বোল্‌তে চায়, সেই রকম ইচ্ছা। কিন্তু আমি কিছু না বোল্লে, আগে কথা কইতে চায় না, সে ভাবটীও আমি বুঝ্‌লেম। স্থির কোল্লেম, এই বারেই আমি গোড়ার কথা বাহির কোর্‌বো। এই ভেবে, সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লড়াইটা দেখে কি তুমি ভয় পেয়েছ?"

"ভয়?—ওঃ! না না!—ভয় পাবো কেন?"—বোল্‌তে বোল্‌তে বালকের সমুজ্জ্বল কৃষ্ণনয়নে যেন একরকম অগ্নিশিখা দেখা দিল। সমান সাহসে আবার বোল্লে, "ভয় পাবো কেন? আমার ইচ্ছা ছিল, আমিই যুদ্ধ করি। কিন্তু কাপ্তেন বোল্লেন, আমি ছেলেমানুষ। তা ছাড়া, এটা কিছু প্রথমবার—"

সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বল কি?—এই ছেলেমানুষ,—এখনি এই?—চির-কাল কি তুমি তবে এই রকম বোম্বেটে হয়েই থাক্‌তে ইচ্ছা কর?"

"কেন থাক্‌বো না? এমন বীরত্ব,—এমন অসমসাহস,—এত গৌরব, এ পথে আমি কেন থাক্‌বো না? দেখ্‌লেন ত, কাপ্তেন দুরাজো আজ কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখালেন! কেবল এই একটা কাজেই তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে!"

"হাঁ।"—একটু ভর্ৎসনাব্যঞ্জক গম্ভীরস্বরে আমি বোল্লেম, "হাঁ,—যা তুমি বোল্‌ছো, তা বটে, কিন্তু এ গৌরব কি কলঙ্কমাখা গৌরব নয়? এ গৌরবে কি অধর্ম্ম মিশ্রিত নাই? তুমি কি মিথ্যা পুতুলের পূজা কোচ্চো না?"

"হাঁ,—আপনার চক্ষে তাই বোধ হোতে পারে বটে, কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র! ওঃ! আমার বিবেচনায় দুরাজো একজন মহাবীর। দুরাজোর মত মহাবীর হোতে আমার সাধ হয়! দেখুন্ না, এমন সুন্দর জাহাজের কম্যাণ্ডার হওয়া,—যে ক্ষমতা তিনি চালান, সে ক্ষমতা তাঁর আছে, মনে মনে সেইটী নিশ্চয় জেনে, মহাগৌরবে ডেকের উপর দাঁড়ানো,—যা হুকুম দিবেন, তাই চোল্‌বে, সেটী মনে মনে নিশ্চয় জানা,—এসব কি অতুল্য বীরত্বগৌরব নয়? তাঁর নাম শুন্‌লেই সকলে ভয় পাবে।—যে ভয়ানক কাজ তিনি আজ নির্ব্বাহ কোল্লেন, নিজমুখে এই কথা প্রকাশ কোল্লে, আরও সম্ভ্রম বাড়্‌বে। এ সকল কি সাধারণ কথার কথা? এই সব বিবেচনা কোরেই আমি কাপ্তেন দুরাজোর মত মহাবীর হোতে সাধ করি!"

বালকশরীর আমার চক্ষের উপর যেন ফুল্‌তে লাগ্‌লো। হৃদয়ানন্দে, সুমধুরস্বরে, বালক অকুতোভয়ে ঐ রকম কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো। চক্ষু দিয়ে যেন আগুন বেরুতে লাগ্‌লো। দেখে যদিও আমার দুঃখ হলো,—অন্তরে যদিও ব্যথা পেলেম, তথাপি মনে মনে তার প্রশংসা না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে আমার মুখপানে চেয়ে থেকে, বালক ধীরে ধীরে আবার বোল্লে, "আপ্‌নাকে আমি কিছু বোল্‌তে ইচ্ছা করি। আপ্‌নি আমার প্রতি যেরূপ সদয়ভাব জানিয়েছেন, সে জন্য কৃতজ্ঞতা—"

সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি প্রকারে?"

"কাপ্তেন ত্বরাজো সে কথা আমাকে বোলেছেন!—আজ সকালে আপ্‌নি তত ঝঞ্ঝটের ভিতরেও আমার জন্য ভেবেছেন। যদি কোন বিপদ ঘটে, আমাকে বাঁচাবার জন্য নৌকায় তুলে দিতে কাপ্তেনকে আপ্‌নি অনুরোধ কোরেছেন! তাই জন্যে বোল্‌ছি, আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন্। যে কাজে আমি আছি, যে কাজ আমি করি, আপনি সে কাজটা ঘৃণা কোত্তে পারেন,—আপনার মতে মিল্‌বে না, সে কথা সত্য, কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতা জানি।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কি তবে অনেক দিন ত্বরাজোর কাছে আছ?"

"হাঁ,—এক স্কুলে পোড়েছি। তিনি আমার চেয়ে বড়, উপর ক্লাসে পোড়্‌তেন,—আমি নীচের ক্লাসে পোড়্‌তেম।—আমি ছেলেমানুষ, তাঁর আশ্রয়েই আমি থাক্‌তেম। স্কুলের বুড়ো বুড়ো ছোঁড়ারা ছোট ছোট ছেলেদের উপর দৌরাত্ম্য করে,—মারে,—ধরে,—কত কি করে, সেই দৌরাত্ম্যের হাত থেকে ত্বরাজো আমাকে রক্ষা কোত্তেন। ছেলেবেলা থেকেই কন্‌ষ্টান্টাইনকে আমি জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি করি। স্কুলে তিনি অতি শিষ্ট,—শান্ত, বুদ্ধিমান্ বালক ছিলেন। যে সকল ছাত্র ভাল বুঝ্‌তে পাত্তো না, তাদের তিনি শক্ত শক্ত পাঠ ভাল কোরে বুঝিয়ে দিতেন। মেজাজও খুব তেজস্বী;—কিন্তু কখনও কাহাকে রূঢ় কথা বলেন না। বুঝ্‌তে পাচ্ছেন আমার কথা?"

"পাচ্চি;—বোলে যাও! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট লাগ্‌ছে। ত্বরাজোর প্রতি তোমার অচলা ভক্তি।—আচ্ছা, একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা—"

ঠিক যেন আমার মুখের কথা লুফে নিয়েই, ছোক্‌রা তৎক্ষণাৎ সচকিতস্বরে বোলে উঠ্‌লো, কন্‌ষ্টান্টাইন কেমন কোরে বোম্বেটে হোলেন? তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চেন?—কথাটী গোপন রাখ্‌তে হবে, এমন কোন হুকুম আমার উপর নাই। বলি শুনুন্। তিনি প্রথমে ইচ্ছা কোরেছিলেন, বারিষ্টার হবেন। তার পর যখন শুন্‌লেন, গ্রীক আদালতে যে রকম জুয়াচুরী প্রবেশ কোরেছে,—বারিষ্টারেরা যে রকমে মক্কেলদের ঠকান, —দাঁও বুঝে বেচে ফেলেন,—যথেষ্ট টাকা রোজগার হয়, সেই ঘৃণাকর লজ্জাকর কাজে তাঁরা আপনা আপনি গৌরব মনে করেন;—কন্‌ষ্টান্টাইন যখন এই সব কথা জান্‌লেন, তখন অত্যন্ত ঘৃণা জন্মালো, বারিষ্টার হবার আশা মন থেকে দূর কোরে দিলেন। যখন তাঁর উনিশ বৎসর বয়স, তখন

তাঁর মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তিনি যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। সমুদ্রপথে ভ্রমণ কর্‌বার ইচ্ছা হয়। ছেলেবেলা থেকেই কাপ্তেন হুরাজো সমুদ্র ভালবাসেন। খালাসী-দলে ভর্ত্তি হয়ে, ক্রমে ক্রমে কত বৎসর পরে, একটা উঁচু পদ পাওয়া যাবে, সেদিকে তাঁর প্রবৃত্তি হলো না। এককালে তিনি নিজেই একখানি জাহাজের কর্ত্তা হোতে ইচ্ছা কোল্লেন।—কেবল ইচ্ছা নয়, সংকল্প কোল্লেন। ছোট একখানি বাণিজ্যজাহাজ কিন্‌লেন। মাল বোঝাই দিলেন;—পাল তুলে দিয়ে, আলেক্‌জন্দ্রিয়ায় চোল্লেন। ভূমধ্যসাগরে লিবণদ্বীপের নিকটে তাঁকে বোম্বেটেতে ধরে। বোম্বেটে জাহাজখানা ত্রিপলি থেকে এসেছিল। বোম্বেটেরা তাঁকে ধরে। জাহাজে যা কিছু ছিল, সমস্তই লুটে নেয়; জাহাজখানি পর্য্যন্ত কেড়ে নেয়। দাঁড়ীমাঝিদের সঙ্গে তাঁকে তারা সিরিয়ার এক জনশূন্য স্থানে নামিয়ে দেয়। নিঃসম্বল!—শুধু কেবল মানুষগুলিকেই এক রকম উলঙ্গ কোরে ছেড়ে দিয়েছিল।—রাহাখরচ পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিল না। অন্য জাহাজে চাকরী কোরে, রাহাখরচ সংগ্রহ কোত্তে হয়। কন্‌ষ্টান্টাইন যখন গ্রীসদেশে ফিরে এলেন, তখন তিনি একজন সামান্য খালাসী! এথেন্‌স্ নগরে উপস্থিত হয়ে, তিনি শুন্‌লেন, তাঁর একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে, তিনি আরও কিছু বিষয় পেয়েছেন। সেই দণ্ডেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সেই সময় গবর্ণমেণ্টের আদেশে গ্রীসের ভাল ভাল জাহাজী মিস্ত্রীরা "এথেনী" নামে একখানি সুন্দর জাহাজ নির্ম্মাণ করে। সমুদ্রপথে বোম্বেটেরা সদাগরী জাহাজ মারে, আর মাত্তে না পারে, গবর্ণমেণ্ট সেই অভিপ্রায়ে বোম্বেটেদমনের জন্য, ঐ জাহাজ নির্ম্মাণ করান। গ্রীসের রাজা তখন ওথো। সেই সময় রাজার ধনাগার শূন্য;—নগদ টাকা কিছুই ছিল না। জাহাজী মিস্ত্রীরা নোট নিতে অস্বীকার করে। তারা বলে, নোটগুলো সব বেদামী। কন্‌ষ্টান্টাইন ঐ কথা শুন্‌লেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁকে জানালেন, তিনি যদি ঐ জাহাজ খরিদ করেন, বোম্বেটেদমনের জন্য সাজান, প্রত্যেক যাত্রায় গবর্ণমেণ্ট থেকে কমিশন পাবেন। যে অভিপ্রায়ে প্রস্তুত করা, তিনি যদি সেই ভার গ্রহণ করেন, জাহাজে লেফ্‌টেনাণ্টের পদ পাবেন। কন্‌ষ্টান্টাইন ঐ কথা শুনে, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় কোরে, এথেনী জাহাজখানি কিন্‌লেন। সেই এথেনী এই। কন্‌ষ্টান্টাইন যখন এথেনীকে সাজিয়ে গুজিয়ে, ছাড়্‌বার জন্য প্রস্তুত হন, সেই সময় গবর্ণমেণ্টের লোকেরা গিয়ে হামী হলো। তারা বোল্লে, রাজার জাহাজ। হুরাজো বিস্তর আপত্তি কোল্লেন, কিছুই তারা শুন্‌লে না। তারা আরও বোল্লে, যদি দাম নিতে চাও, নোট নিতে পার। জাহাজখানি কিন্তু ছেড়ে দিতেই হবে। গ্রীকজাহাজের একজন কাপ্তেন এথেনী জাহাজের কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছেন;—মন্ত্রীদলের একজন বদ্‌খৎ মেম্বরের ভাইপো হন তিনি;—জাহাজখানি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবেই হবে।"

চমকিত হয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কি অরাজক!"

"আঃ!—তবে আপ্‌নি বুঝেছেন?"—সানন্দ ব্যগ্রকণ্ঠে ছোক্‌রাটী পূর্ণ উৎসাহে ঐ কথা বোলে উঠ্‌লো। নয়নে আনন্দদীপ্তি বিকাশ পেতে লাগ্‌লো। তাড়াতাড়ি আবার বোল্লে, "বুঝ্‌লেন ত কতবড় দৌরাত্ম্য! শুনুন, তার পর কি হলো। স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের

প্রস্তাবে কনষ্টাণ্টাইন রাজী হন হন, এমন সময় এথেনীর নাবিকেরা সকলেই ছুটে এসে, সেইখানে জড় হলো। সতেজে আস্ফালন কোরে বোল্লে, "এতক্ষণ আমরা কেবল আপ্নার হুকুমের মুখ চেয়ে রয়েছি। আপ্নি যদি ইঙ্গিতে একবার মাথা নেড়ে একটু হুকুম দেন, তা হোলে এখনই আমরা গবর্ণমেণ্টের লোকগুলোকে দূর কোরে তাড়িয়ে দিই। আপ্নিই আমাদের কর্ত্তা।" ঐ নাবিকদলের ভিতর কনষ্টাণ্টাইনের আগেকার জাহাজের জনকতক খালাসী ছিল। তারা কনষ্টাণ্টাইনের মহত্ব বুঝেছিল। কনষ্টাণ্টাইনকে তারা ভালবাস্তো। নূতন লোকেরাও দেখাদেখি সেই পক্ষে যোগ দিলে। শুভযোগ ঘোটে উঠ্লো। কনষ্টাণ্টাইন ইঙ্গিতে হুকুম দিলেন। গবর্ণমেণ্টের লোকেরা জাহাজ আট্কাতে এসেছিল, এথেনীর নাবিকদলের পরাক্রমে তারা ভেগে গেল। কনষ্টাণ্টাইন এথেনী জাহাজের রাজরাজেশ্বর হোলেন। আর কালবিলম্ব কোল্লেন না;—সেই দণ্ডেই পাল তুলে দিয়ে, বন্দর থেকে বেরিয়ে পোড়্লেন।—বেরিয়ে পোড়ে কোল্লেন কি?—সেই মুহূর্ত্ত থেকেই কনষ্টাণ্টাইন দুরাজো বোম্বেটে হয়ে উঠ্লেন।"

বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে, আপ্না আপ্নি আমি বোল্লেম, "ওঃ! তবে বটে!—স্বদেশের আইন আদালতের উপর দুরাজোর যে কেন তত ঘৃণা, এখন আমি সেটী বুঝ্তে পাচ্ছি। বিশেষ কারণ না থাক্লে, কখনই এমন হয় না।"

তীব্রস্বরে ছোক্রা বোল্লে, "আইনের কথা যদি বলেন,—আমাদের দেশে যে রকম আইন, তাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার কম। আইনগুলো মানুষকে আরও বরং বেশী বে-আইনী কাজ কোত্তে শিক্ষা দেয়। আইনের গোড়াতেই স্বেচ্ছাচার। আইন যারা চালায়, তারাই যেন ডাকাত। কনষ্টাণ্টাইন দুরাজো যদি গ্রীসদেশে জন্মগ্রহণ না কোত্তেন, বাস্তবিক তা হোলে, গ্রীক বোলে পরিচয় দিতে লজ্জা হতো। তা যা হোক, কনষ্টাণ্টাইনের কথা আর যা কিছু বল্‌বার আছে, বলি শুনুন্।—বাণিজ্যজাহাজে বাণিজ্য কোত্তে গেলেন, বোম্বেটেতে মেরে নিলে। তার পর, স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের দৌরাত্ম্যে, মোরিয়া হয়ে উঠ্লেন। আপনি যে এখন দুরাজোকে এই পথে দেখ্ছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুঃখের ঘটনা স্মরণ কোল্লে, এটা কিছুতেই আশ্চর্য্য বোধ হবে না। সত্যই ত, এ পথ ছাড়া তখন তিনি আর কি কোত্তে পাত্তেন? বাণিজ্যের খোলসাপথ তাঁর পক্ষে অবরুদ্ধ। তাও যদি না হতো, মালপত্র খরিদ কর্‌বার টাকা দরকার। মূলধন তখন তাঁর ছিল না। অনেকগুলি লোককে খেতে দিতে হয়, নিষ্কর্ম্মা বোসে থাক্তেও পারেন না; সুতরাং এই বিষয়েই দৃঢ়সংকল্প।—গ্রীকবন্দর থেকে পাল তুলে বেরিয়ে, কনষ্টাণ্টাইন দুরাজো বোম্বেটে হয়ে উঠ্লেন।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "প্রথম থেকেই কি তুমি দুরাজোর জাহাজে আছ?"

"না;—আমার বয়স তখন সবে চৌদ্দ বৎসর। এক বৎসর পরে,—ধরুন্ গত বৎসর, আমি ভর্ত্তি হই। মাতাপিতার মৃত্যু হলো,—কিছুমাত্র সংস্থান নাই,—আজ খাই, এমন সম্বলও থাক্লো না,—আশ্রয় দেন, সংসারে এমন বন্ধুবান্ধব একজনও পেলেম না,—চাক্‌রী কর্‌বার চেষ্টায় স্মায়ার্ণানগরে আমি চোলে গেলেম। স্মায়ার্ণানগরেই কনষ্টাণ্টাইনের সঙ্গে

আবার আমার সাক্ষাৎ হলো। এথেনী তখন সেই বন্দরেই ছিল। কি যে এথেনী, সেখানকার লোকে কিছুই জানতো না। ডুরাজোর কাছে আমি সমস্ত পরিচয় দিলেম। তিনি আমাকে জাহাজে তুলে নিলেন। এথেনীতেই আমার বাসস্থান হলো। এক পক্ষ পরে, ত্রিপলির সেই বোম্বেটে জাহাজের সঙ্গে দেখা। যে বোম্বেটে জাহাজ ইতিপূর্ব্বে ডুরাজোকে ভিখারী কোরেছিল, সেই জাহাজ আবার। ভয়ানক যুদ্ধ বাধ্‌লো। ক্রমাগত পাঁচ ছ ঘণ্টা ধোরে যুদ্ধ হলো। কনষ্টান্টাইন নিজে সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ কোল্লেন। সম্পূর্ণ জয়লাভ! ত্রিপলির নাবিকদলের অর্দ্ধেক লোক সেই যুদ্ধে মারা পোড়্‌লো। বাকী যারা থাক্‌লো, ডুরাজো তাদের ডাঙ্গায় নামিয়ে দিলেন। পূর্ব্বে ডুরাজোকে আর তাঁর সঙ্গীলোকগুলিকে ত্রিপলির লোকেরা যে প্রকার উলঙ্গ কোরে,—সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে,—রিক্তহস্তে নামিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেই রকমে তিনিও তাদের নামিয়ে দিলেন। জাহাজের তলায় ছেঁদা কোরে দিলেন। উপযুক্ত প্রতিফল। তাঁর সাহস,—পরাক্রম,—সততা, দর্শন কোরে, এথেনীর সমস্ত নাবিক তদবধি একান্তচিত্তে তাঁর আজ্ঞাবহ।"

ছোক্‌রাটী প্রসন্নবদনে এই রকম পরিচয় দিয়ে, আমার কাছ থেকে তখন চোলে গেল। আমি একা থাক্‌লেম। যা যা শুন্‌লেম, মনে মনে আলোচনা কোত্তে লাগ্‌লেম। ডুরাজোর তবে অপরাধ নাই;—তেমন অবস্থায় কে না অমন হয়? ডুরাজোর প্রতি আমার সহানুভূতি এলো। তাঁর শরীরে সদ্‌গুণের অভাব নাই। আরও সেই সময় আমার মনে হলো, লানোভারের প্রতি তিনি যে রকম ঘৃণা দেখিয়েছেন,—যে রকম বিরক্ত হয়ে উঁকিমারা অবস্থায় হস্ত সঞ্চালনে লানোভারকে কেবিনের ভিতর তাড়িয়ে পাঠিয়েছেন, তাতে কোরে দুষ্টলোকের প্রতি বাস্তবিক তাঁর যে আন্তরিক ঘৃণা, সে পক্ষে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌লো না। যে লোককে তিনি মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করেন, সে লোকের দুষ্টচক্রে তিনি সহায়তা কোর্‌বেন, তেমন সাধু অন্তরে ও রকম ভাব কখনই সম্ভব হোতে পারে না। আর একবার তাঁর কাছে আমি প্রার্থনা কোর্‌বো। আজ তিনি যে মহাকার্য্য সমাধা কোল্লেন, এতে কোরে নাবিকেরা তাঁর প্রতি আরও বেশী অনুরক্ত হবে। তিনি একবার মুখের কথা খসালেই, তারা সকলেই সৎপথে মন ফিরাবে। হাঁ,—ডুরাজোকে আমি জানাবো;—কাকুতি মিনতি কোরে, আর একবার তাঁকে ধোর্‌বো। যুদ্ধে জয়লাভের সময় মহৎ মহৎ বীরপুরুষেরা অনেক মহৎকার্য্য সম্পন্ন করেন। সেই দৃষ্টান্ত ডুরাজোকে স্মরণ করাব।—সংকল্প।

ডেকের উপর উঠ্‌লেম। সমস্ত লোক শশব্যস্ত। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে রকম ছিল, সে রকম নয়,—জয়-উল্লাসে শশব্যস্ত। এথেনী চোল্‌ছে না,—সমভাবে সুস্থির আছে। যেখানে যেখানে মেরামত করা আবশ্যক হয়েছিল, সমস্তই ঠিকঠাক করা হোচ্চে। অনেক লোক রসারসী টান্‌ছে। সম্মুখ দিকে ছুতরের হাতুড়ীর শব্দ হোচ্চে। যেখানে যেখানে গোলা লেগেছিল, সেই সকল ভগ্নস্থান যোড়া দিচ্ছে। অনকতক লোক ব্যস্ত হয়ে জাহাজের গায়ে রঙ মাখাচ্ছে। ডুরাজো নিজে সেই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান কোচ্ছেন। কাজে ব্যস্ত, অথচ সকলেই সুস্থির। অতবড় কাণ্ডটা ঘোটে গেছে, অথচ তাদের মুখ দেখ্‌লে কিছুই বুঝা যায় না।

এত সুস্থির তারা, কিছুতেই যেন কিছু ভ্রূক্ষেপ নাই। ভাব দেখ্‌লে বোধ হয়, কিছুই যেন ঘটে নাই। যে বৃহৎ কামানের তপ্তগোলার আঘাতে টাইরল জাহাজ উড়ে গেছে, সেই কামানটা আবার জাহাজের তলায় নামিয়ে নিয়ে গেল। অপরাপর কামানগুলাও যেমন ছিল, তেম্‌নি কোরে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখ্‌লে। জাহাজ পরিষ্কার!—ততবড় যুদ্ধ হয়েছে, ডেকের উপর তার কিছুমাত্র চিহ্ন থাক্‌লো না। মাস্তলের মাথায় কৃষ্ণপতাকা আর দেখা গেল না। যেখানে সেই পতাকা ছিল, সেইখানে আবার গ্রীকপতাকা শোভা পেতে লাগ্‌লো। ডেকের উপর কাপড়জড়ানো চার ব্যক্তির মৃতদেহ। সমাধি হবে কোথায়?—ভূমধ্যসাগরের অতল জলতলে। চারটী দেহই সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হবে। সেই অষ্ট্রীয় দূত,—অভাগা কস্‌মো, আর দুজন গ্রীক নাবিক। কস্‌মোকে স্মরণ কোরে, আমি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। আহা! কস্‌মো ভেবেছিল, বোম্বেটে জাহাজ গ্রেপ্তার কোরে, চিরজীবনের মত সংস্থান কোরে নেবে!—হায় হায়! কোথায় থাক্‌লো সে আশা! জাহাজ গ্রেপ্তার করা দূরে গেল, নিজেই বোম্বেটের হাতে বন্দী হলো;—যে জাহাজখানা অপরের হাতে সমর্পণ কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, আহা! নিজেই সেই জাহাজের ভিতর প্রাণ হারালে!

ডেকের উপর আমি পদার্পণ কর্‌বামাত্র, একটা ঘেরাটোপ দেওয়া ডঙ্কা বেজে উঠ্‌লো। চারদিক থেকে লোক ছুটে এলো। দুরাজো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সমস্ত লোক তাঁরই কাছে সেইখানে এসে দাঁড়ালো। ছোক্‌রা চাকরটী কেবিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। গুঁড়িমেরে গুঁড়িমেরে, লানোভারও ডেকের উপর উঠলো। দুরাজো সেবারে আর তাকে ধমক দিলেন না। ভয়ে,—লজ্জায়,—অপমানে, লানোভারের মুখখানা তখন আরও কদাকার দেখাচ্ছে। আমারে দেখে, তখন সে মুখ ভেংচাতে পাল্লে না। যাতে আমার চক্ষে না পড়ে, সেই রকম ভঙ্গীতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাক্‌লো।

মৃতদেহগুলির সমাধি হবে, সেই নিমিত্তই ডঙ্কাধ্বনি। দুরাজো তৎক্ষণাৎ মাথার লাল টোপটী খুলে ফেলে দিলেন। দেখাদেখি সকলেই টুপী খুল্‌তে আরম্ভ কোল্লে। মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেরই মাথা খালি। গ্রীকধর্ম্মানুসারে কাপ্তেন দুরাজো একখানি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ কোত্তে লাগলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যে সকল উপাসনাপাঠের পদ্ধতি আছে, ভাষা বুঝ্‌তে পাল্লেম না, ভাবে বুঝ্‌লেম, সেই পদ্ধতি অনুসারেই বোম্বেটেদলপতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ কোল্লেন। সে কাজ সমাধা হোতে হোতেই, বারোজন লোক বন্দুক ঘাড়ে কোরে দাঁড়ালো। দুজন গ্রীকনাবিকের মৃতদেহ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হবামাত্র, এককালে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে দ্বাদশ বন্দুকের আওয়াজ হলো। তখনই আবার গোলন্দাজেরা সেই সব বন্দুকে বারুদ ঠাস্‌লে। আবার তিনটে আওয়াজ। অষ্ট্রীয় দূত আর কস্‌মোর সমাধির অগ্রে সাধারণ উপাসনামন্ত্র পাঠ করা হলো। দেহদুটী যখন সাগরের জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তখন আর পূর্ব্বের মত বন্দুকের আওয়াজ হলো না।

সমাধিকার্য্য সমাধা হবার পর, লোকেরা যে যার আপন আপন কাজে গেল, ছোক্‌রাটী কেবিনে নেমে গেল;—আমি দুরাজোর কাছে যাই যাই মনে কোচ্চি, লানোভার মাঝখানে!

লানোভার এগুলো। ডুরাজোকে কি বোল্‌তে চায়, সেটী জান্‌বার জন্য আমারও বড় ইচ্ছা হলো। যেখানে ডুরাজো,—যেদিকে লানোভার, সেদিকে পেছন ফিরে, জাহাজের ডুর্গের উপর মুখ বাড়িয়ে, আমি তখন সমুদ্র দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কাণ থাক্‌লো অন্য দিকে।

কাপ্তেনের নিকটবর্ত্তী হয়ে, বিকৃতস্বরে লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপ্‌নি আমার উপর এত তাচ্ছিল্য কোচ্চেন কেন ? আমি কি আপ্‌নার কাছে কোন দোষ—"

"দোষ ?"—ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে কাপ্তেন ডুরাজো প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "দোষ ?"—লানোভারের মত লোকে তত বড় কাপ্তেনের কাছে কোনরকম দোষ কোত্তে পারে, সে ভাবটা যেন তিনি ঘৃণা কোরেই উড়িয়ে দিলেন। ঘৃণার স্বরে বোল্লেন, "না না,—দোষ কিছু তুমি কর নাই। যে কাজটার জন্যে তুমি উমেদার, সেদিকে আমার বড় মন যাচ্ছে না। প্রথমে যদি আমার কাছেই সে প্রস্তাব তুমি কোত্তে, তা হোলে আমি অস্বীকার কোত্তেম। কিন্তু তখন আমি নোটারাসের প্রতি সমস্ত ভার দিয়ে রেখেছিলেম, নোটারাস্ যে বন্দোবস্ত কোরেছে, তাই আমাকে পালন কোত্তে হবে। যদিও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমার হাতে,—মনে কোল্লেই অগ্রাহ্য কোত্তে পারি, কিন্তু তা আমি কোর্‌বো না। নোটারাস্ যা কোরেছে, তাই বজায় থাক্‌বে। একবার যখন আমি মত দিয়েছি, তখন সেটা অলঙ্ঘ্য। অবশ্যই তা আমি কোর্‌বো। এত পরিচয় তোমার কাছে কেন দিচ্ছি, তা তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো ?—কথা আমি নাড়্‌বো না। সেবিষয়ে তোমার ভয় নাই। যেমন কথা, ঠিক সেই অনুসারেই কাজ হবে ; কিন্তু এটা তুমি মনে রেখো, আমার দৃষ্টি বড় বড় কাজের উপর। বড় বড় কাজ নির্ব্বাহ করাই আমার অভ্যাস। যে কাজ তুমি এনেছ, এমন নীচ কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি হয় না। তথাপি আমি অঙ্গীকার পালন কোত্তে পেছু-পা হব না।"

এই সব কথা বোলেই, কাপ্তেন ডুরাজো উগ্রমূর্ত্তিতে সেখান থেকে সোরে যেতে লাগ্‌লেন। আমি সেই সময় মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, লানোভার তখন গুঁড়ি গুঁড়ি কেবিনের সিঁড়ির দিকে চোলে যাচ্ছে। ডুরাজো ঐ কথাগুলি ডেকে ডেকে বোলেছিলেন। আমি শুনতে পাই, সেইটীই তাঁর মৎলব ছিল। কাজটা না হয়, সেজন্য তাঁর কাছে আমি আর কোন আব্দাশ না করি, বোধ হলো, সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। মনে যে একটু একটু আশা হোচ্ছিল, সে আশাটুকু আমার ডুবে গেল। আমি এককালে ভগ্নহৃদয় হয়ে পোড়্‌লেম। মনে আর কিছুমাত্র উৎসাহ থাক্‌লো না। কিন্তু প্রিয়তমা আনাবেলের প্রতিমা আমি যেন চক্ষের উপর দেখ্‌তে পাচ্ছিলেম ;—মনে মনে আবার প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, আর একবার মিনতি কোরে বোলে দেখ্‌বো। ডুরাজোর নিকটবর্ত্তী হয়ে, ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "বাজে কথা কিছুই বোল্‌তে চাই না, কিন্তু এখনও কি আমি আশা কোত্তে—"

"মিষ্টার উইলমট !"—বাধা দিয়ে কন্‌ষ্টান্টাইন বোল্লেন, "মিষ্টার উইলমট ! তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ কোত্তে আমার আহ্লাদ হয়। তোমার সঙ্গে কথা কোয়ে আমি সুখী হই ; কিন্তু কেবল সেই কথাটী তুলো না। কেন না, সেবিষয়ে আর কোন তর্কবিতর্ক চোল্‌বে না। সেইটী ছাড়া, আর যা যা তুমি বোল্‌তে ইচ্ছা কর, স্বচ্ছন্দে তুমি বোল্‌তে পার।

লানোভারকে এইমাত্র যা আমি বোল্লেম,তা তুমি শুনেছ;—তোমাকেও নিশ্চয় কোরে বোলছি, যা বোলেছি, তাই ঠিক,—তাই আমি কোর্‌বো। এখন আমার ইচ্ছা এই যে,"—এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু থেমে, গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "দেখ, ও কথা আর তুলো না। আমাকে যেন হুকুমশব্দ প্রয়োগ কোত্তে না হয়। নিষেধ কোচ্চি, আমার কাছে ও কথা তুমি আর উত্থাপন কোরো না।"

কি বোল্‌বো, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। বন্দী আমি,—কোন ক্ষমতাই নাই, কোন বিষয়েই হাত নাই। যদি আমি স্বাধীন থাক্‌তেম,—যদি আমার কোন বাধা না থাক্‌তো, তা হোলে তুরাজোকে শুনাতেম, কেমন লোকের সঙ্গে তিনি কথায় বাধ্য,—কেমন লোকের কাছে তিনি কথা রাখ্‌তে চান্‌,—সেই বদমাস বুঁজোটার কাছে অঙ্গীকার কোরে, কি রকমে তিনি সম্ভ্রমের দোহাই দেন, তা আমি তাঁকে শিখাতেম; কিন্তু হায় হায়! সে ক্ষমতা তখন আমার কোথায়? দস্যুজাহাজে আমি বন্দী!—কোন কথাই বোল্লেম না।

সন্ধ্যার পর তুরাজোর সঙ্গে আবার আমার কথা হয়। তুরাজো তখন বলেন, "যুদ্ধে আমি জয়ী হয়েছি;—এই জয়লাভে আমার পথের অনেক বাধা কেটে গেছে। টাইরলকে আমার ভয় ছিল, টাইরল আর নাই। টাইরলে যে সকল লোক ছিল, তাদের মধ্যে কেহ না কেহ দুর্জ্জয় বোম্বেটে কাপ্তেনের চেহারা বোলে দিতে পাত্তো। তারাও আর পৃথিবীতে নাই। এক ছিল অষ্টীয় দূত, তাকে আমি বহুদিন এ জাহাজে কয়েদ রাখ্‌তেম। যদবধি আমার জলযাত্রা শেষ না হতো,—লিয়োনোরাকে নিয়ে যাবার জন্য আবার আমি ইটালীতে ফিরে আস্‌তেম;—নিয়ে যেতেম, তখনও পর্য্যন্ত অষ্টীয় দূত আমার হেঁপাজাতে কয়েদ থাক্‌তো। ছেড়ে দিলে বাস্তবিক সে আমার অনিষ্ট কোত্তে পাত্তো। সে ব্যক্তিও ইহসংসার পরিত্যাগ কোরে গেছে। বাকী ছিল কস্‌মো, কস্‌মোও আমার অনিষ্ট কোত্তে পাত্তো। সে কস্‌মোও আর জীবিত নাই। তবে আর আমার এখন কারে ভয়?—ভয় কেবল তোমাকে।—তুমি ছাড়া কে আর সিগ্‌নর পর্টিসিকে এ সব বৃত্তান্ত বোল্‌তে পারে?—কেই বা লিয়োনোরাকে আমার গুপ্তকথা বোলে দিতে পারে?"

আমি নীরব। ও কথার কি উত্তর দিই?—মনে মনে ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো, অঙ্গীকার করি। লানোভারকে যদি তিনি তাড়িয়ে দেন,—যদি সেই ঘৃণিত কাজটা কোত্তে পার্‌বো না বলেন, তা হোলে তাঁর প্রকৃত পরিচয় আমি গোপন রাখবো, ইচ্ছা হলো অঙ্গীকার করি। ছোক্‌রাটীর মুখে শুনে অবধি, তুরাজোর প্রতি আমার অনেকটা অনুকূলভাব দাঁড়িয়েছে। বাস্তবিক তিনি সাধ কোরে বোম্বেটে হন নাই;—সাধ কোরে সমাজবিরুদ্ধ বে-আইনী কাজে তার মতি হয় নাই। অনেক কষ্ট পেয়ে,—দায়ে পোড়ে, দস্যুগিরী ধোরেছেন। মুখে বোল্‌ছেন, ও পথে আর থাক্‌বেন না, তবে আর ঐ গুহ্যকথাটা প্রকাশ কোরে কি লাভ? ইচ্ছা হলো অঙ্গীকার করি। আবার মনে কোল্লেম, তাই বা কি কোরে হয়? তুরাজো বোম্বেটে ছিলেন,—যদিও দিগ্বিজয়ী বোম্বেটে, হোলে কি হয়, তবু ত কলঙ্কমাখা গৌরব। অনেক চিন্তা কোল্লেম,—অনেক তোলাপাড়া কোল্লেম, চিত্ত স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

আমারে নীরব দেখে, কাপ্তেন হুরাজো বোল্লেন, "আমি তোমাকে পীড়াপীড়ি কোচ্চি না। এর পর তুমি লোকের কাছে আমার কথা কি বোল্‌বে, এখনই সেটা আমাকে বল, এমন জেদাজিদি আমি কোত্তে চাই না। বোল্‌ছি এই, অপরাপর চিন্তার সঙ্গে ওটাও মনে মনে ভেবো ;—যেটা তোমার কর্ত্তব্য বোধ হয়, উপযুক্ত সময়ে সেকথা আমাকে বোলো।"

শুধু শাদাকথায় কিছু হবে না। যাতে কোরে কাপ্তেনের বিজয়গর্ব্বে আঘাত পায়, সেই রকমে আর একবার উস্‌কে দিয়ে দেখি। এইরূপ চিন্তা কোরে, নির্ভয়স্বরে বোল্লেম, "কাপ্তেন হুরাজো! এতবড় মহাগৌরবে এত বড় কাজটা নির্ব্বাহ কোরে, শেষে কি আপ্‌নি কাপুরুষের মত সামান্য একটা নীচকার্য্যে গৌরবলাভে অভিলাষী? সত্যই কি তবে সেই নীচকার্য্যসাধনে আপ্‌নি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?"

"মিষ্টার উইলমট!"—এইমাত্র সম্বোধন কোরেই, কন্‌ষ্টান্টাইন হঠাৎ একটু থেমে গেলেন। দুই চক্ষু লাল কোরে, আমার দিকে চেয়ে রইলেন। মুখখানি যেন রক্তশূন্য হয়ে গেল ;—ঠোঁট দুখানি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। উগ্রস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "মিষ্টার উইলমট! আমার জাহাজের ডেকের উপর,—আমার চক্ষের উপর,—আমার মুখের উপর, তুমি আজ যে কথা বোল্লে, কেহ কখনও এমন সাহস করে নাই।"

নির্ভয়ে প্রশান্তস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "কাপ্তেন হুরাজো! আচ্ছা, যদি এমন সময় আসে, আপ্‌নার লিয়োনোরার কাছে এই সব ভূতকথা বল্‌বার যদি আপনি অবকাশ পান,—অবশ্যই বীরত্বের কথা বোল্‌বেন। আর কি বোল্‌লেন?—একটী দুর্ব্বল বৃদ্ধলোককে আর দুটী নির্দ্দোষী মেয়েমানুষকে ছলে কৌশলে চুরি কোরে এনেছেন, গৌরব কোরে এ কথাও কি আপ্‌নি লিয়োনোরাকে বোল্‌বেন?"

আমার মুখপানে চেয়ে, হুরাজো বোল্লেন, "তুমি যে দেখ্‌ছি, ভারী উপরচাপ দিচ্ছো? আচ্ছা, আমিও একটা চাপাই।—আচ্ছা মনে কর, এই রকম্ বেড়াতে বেড়াতে তুমি যদি এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়, সে বাড়ীতে দুটী স্ত্রীপুরুষ সুখে বাস কোচ্চেন। স্বামীর যদি কোন গুহ্যকথা তুমি জান, এমন যদি হয়,—সেই গুহ্যকথা স্ত্রী জানেন না, তাও যদি তুমি জানতে পার,—প্রকাশ কোরে দিলে সুখের সংসারে আগুন লাগ্‌বে, এটী যদি তুমি বুঝ্‌তে পার,—এমন কি, সেই গুহ্যকথাপ্রকাশে সেই স্ত্রীলোকটীর প্রাণ গেলেও যেতে পারে, এমন অবস্থা যদি দাঁড়ায়,—এমন যদি তোমার মনে মনে ধারণা হয়,—বল দেখি জোসেফ!—জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তুমি, তা হোলে কি তুমি স্বামীর সেই গুহ্যকথাটী স্ত্রীর কাছে প্রকাশ কোরে দিবে?"

তৎক্ষণাৎ ত্বরিতস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "কখনই না,—কখনই না। কিন্তু আপ্‌নি মনে কোর্‌বেন, এ উপমাটা ঠিক সেরূপ নয়। তেমন কাজে আর এমন কাজে অনেক তফাৎ।—তবে হাঁ, আপনি জিজ্ঞাসা কোত্তে পাত্তেন, একটী সরলা যুবতী কামিনী পিতা-মাতার আশ্রয় ছেড়ে,—পিতামাতার সুখনিকেতন পরিত্যাগ কোরে, অনুরাগবশে এমন কোন লোকের সঙ্গে স্থানান্তরে যেতে প্রস্তুত, অথচ সেই লোকটীর প্রকৃত চরিত্র কি, তা তিনি—"

সবটুকু না শুনেই কাপ্তেন তুরাঞ্জো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, বে-আইনী পন্থা পরিত্যাগ কোরে, সেই লোকটী যদি কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোর্‌বে, এমন মৎলব যদি থাকে, তা হোলে কি হয়? সৎপথে থেকে অতঃপর যদি সেই ব্যক্তি ভালবাসা প্রণয়িনীকে চিরসুখী কর্‌বার চেষ্টা করে, তা হোলে কি হয়? বল দেখি উইলমট,—এমন যদি ঘটে, তা হোলে তেমন অবস্থায় তুমি কি কোর্‌বে?"

আমি কোন উত্তর দিলেম না। কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো, তুরাঞ্জোর সঙ্গে রফা কোরে ফেলি। তুরাঞ্জো ডেকের উপর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, বেড়াতে বেড়াতে কথা হোচ্ছিল,—আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগ্‌লেম;—মুখপানে চেয়ে দেখ্‌ছি না, চিন্তামগ্ন হৃদয়ে মাথা হেঁট কোরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। জাহাজের চারিদিক অন্ধকার। কেবিনের মাথার উপর একটা লাণ্ঠন জ্বোল্‌ছিল। সেই লাণ্ঠনের কাছে গিয়ে, তুরাঞ্জোর মুখপানে একবার চেয়ে দেখ্‌লেম। তিনি তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে,—ব্যগ্রভাবে আমার পানে চেয়ে রয়েছেন। ধীরে ধীরে তিনি আমারে বোল্লেন, "দেখ উইলমট! বোধ হয়, দুজনেই আমরা দুজনের মনে নূতনভাবের উদ্রেক কোরে তুলেছি!"

"হাঁ, আমার তাই হয়েছে বটে;—আপনি তাই কোরেছেন বটে;—কিন্তু বলুন দেখি, সত্য কি আপ্‌নারও তাই হয়েছে?"

তুরাঞ্জো এ প্রশ্নে কোন উত্তর দিলেন না। বোধ হোতে লাগ্‌লো, কি বোল্‌বেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও সেই সময় একদৃষ্টে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেম।

পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে তিনি আবার বোল্লেন, "উইলমট! প্রথমদর্শনে তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব জন্মেছে, তা আমি ভুল্‌তে পাচ্ছি না। আজ সকালে, যুদ্ধের আগে, আমার কাছে তুমি যে রকম সততা দেখিয়েছ, তাও আমি ভুল্‌তে পাচ্চি না। সেই কুচক্রী পাপিষ্ঠ কুঁজোটার উপর আমার অভিপ্রায় কিরূপ, তাও হয় ত তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো। আমার অজ্ঞাতে নোটারাস্ যে বন্দোবস্ত কোরেছে, তার জন্য আমি কতই দুঃখিত,—কতই বিরক্ত, তাও হয় ত তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ। কিন্তু করি কি?—অনেকদূর এগিয়ে এসেছে, আর আমি এখন না বোল্‌তে পারি না। কিন্তু,—তা যা হোক্, সে কথা এখন থাক্, এখনকার কথায় আমার মনে ধারণা হোচ্চে, আবার আমরা দুজনে বন্ধুতাসূত্র ধারণ কোরেছি। বাস্তবিক আমার আহ্লাদ হোচ্চে।"

এই কথা বোলে, সখ্যভাবে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, চঞ্চলপদে তিনি সেখান থেকে সোরে গেলেন;—জাহাজের অন্যধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। হৃদয়ে কতক আশ্বাস পেয়ে, আমি তখন কেবিনে নেমে গেলেম। আবার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হলো। তুরাঞ্জোর মন নরম হয়েছে;—যে বুদ্ধি খাটিয়েছি, বিফল হয় নাই। আশা হলো, যে লোকের দ্বারা মৎলব হাসিল কর্‌বার যোগাড়ে লানোভার উল্লাসিত, তাঁরই দ্বারাই দুষ্টের দুষ্টচক্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। মনে মনে আমি সুখী;—শয়ন কোল্লেম;—সুখেই রাত্রি প্রভাত।

একপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

লেগ্‌হরণে এথেনী।

ভোরেই নিদ্রাভঙ্গ হলো;—ভোরেই গাত্রোত্থান কোল্লেম। তাড়াতাড়ি ডেকের উপর উঠ্‌লেম।—যা ভেবেছি, তাই। এথেনীজাহাজ লেগ্‌হরণের কাছে। লেগ্‌হরণে দুটী বন্দর।—একটী ছোট, একটী খুব বড়। বন্দরের বাহিরে, যেখানে জাহাজ নঙর কর্‌বার স্থান, সে স্থানটী অতি সুন্দর। বন্দরে তখন অনেক জাহাজ। বন্দরের বাহিরেও কম নয়। এথেনী স্বচ্ছন্দে বাহিরের বন্দরে প্রবেশ কোত্তে পাত্তো, কিন্তু ডুরাজো সেখানে গেলেন না। বন্দরের বাহিরে এথেনীর নঙর ফেল্লেন। বন্দরে তখন তিনখানা রণতরী উপস্থিত। একখানা ফরাসী রণতরী, একখানা স্লুপ। এক মাস্তলের ছোট ছোট রণতরীকে স্লুপ বলে। ঐ দুইখানিই ফরাসী। আর একখানি বৃহৎ রণতরী ব্রিটিশপতাকাশোভিত। সেখানি ইংলণ্ডের রণতরী। দেখে শুনে আমি মনে কোল্লেম, এথেনী তবে ভয়ানক সঙ্কট-স্থলে উপস্থিত। সবেমাত্র ঐটী আমার মনে হয়েছে, ঠিক সেই অবসরে কাপ্তেন ডুরাজোর কণ্ঠস্বর আমার শ্রুতিগোচর হলো। তিনি বোল্‌ছেন, "আমরাও সাবধান হয়েছি।"

আমি মুখ ফিরিয়ে চাইলেম। কাপ্তেন ডুরাজোর মুখ দেখ্‌লেম। কি রকম সাবধান হয়েছেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। ঈষৎ হেসে কাপ্তেন ডুরাজো বোল্লেন, "গ্রীসের রাজকীয় রণতরীর লোক আমরা। এথেনী নামে একখানা ভয়ঙ্কর বোম্বেটে জাহাজ সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুর্‌ছে, তারই অনুসন্ধানে ইটালীর উপকূলে এসেছি।"—আবার একটু হেসে বোল্লেন, "এসো, দেখ্‌বে এসো;—যা আমি বোল্‌ছি, এখনই দেখ্‌তে পাবে।"

তৎক্ষণাৎ হুকুমজারী,—তৎক্ষণাৎ জাহাজমধ্যে সারেঙের বংশীধ্বনি। ছজন নাবিক মানোয়ারী পোষাক পোরে, এথেনীর উপর থেকে একখানা নৌকায় লাফিয়ে পোড়্‌লো। মাথা নেড়ে ইঙ্গিত কোরে, ডুরাজো আমারে সঙ্গে যেতে বোল্লেন;—তিনিও সেই নৌকায় নাম্‌লেন, আমিও নাম্‌লেম। জাহাজের নিকট থেকে নৌকাখানা যখন একটু তফাতে গেল, তখন আমি চেয়ে চেয়ে দেখি, নূতন সৃষ্টি। এথেনীর তলা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, এখন আর চেনা যায় না। খুব লম্বা চওড়া শাদা শাদা ডোরা দেওয়া। কামানপথের ছিদ্রগুলি গোল গোল কৃষ্ণবর্ণ; রণতরীর ধরণই ঐ। শাদা ডোরার উপরিভাগে একটু কম চওড়া জরদরেখা। নীচে দিকে রাঙা রাঙা ডোরা। বিবিধবর্ণে এথেনীখানি তখন আরও সুশ্রী দেখাচ্ছে। ডুরাজো বোল্লেন, "এই দেখ;—এই রকমেই গ্রীক রণতরীতে নানাবর্ণ চিত্রিত থাকে। আরও দেখ, এথেনী নাম বোদ্‌লেছে। এথেনীর নাম এখন "ওথো।"

জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, যথার্থই এথেনীর গায়ে গ্রীকরাজার নাম চিত্র করা। পূর্ব্বেই প্রকাশ পেয়েছে, গ্রীসের রাজা তখন ওথো। এথেনীর মাস্তলের উপর গ্রীকপতাকা উড্ডীয়মান। সগর্ব্বে কাপ্তেন ডুরাজো সেই সব চেয়ে চেয়ে দেখে,

অবশেষে বোল্লেন, "এখন তোমার কি বোধ হয়? ঐ যে সব রণতরী রয়েছে, আমরা যে বাস্তবিক কি, এ সব লক্ষণ দেখে এখনও কি তা ওরা চিন্‌তে পার্‌বে?"

আমি বোল্লেম, "টাইরলের ধ্বংসসংবাদ যদি ওরা শুনে থাকে, তা হোলে কি ওদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হবে না?"

মৃদু হেসে ডুরাজো বোল্লেন, "সে কথা বোল্‌বে কে? আমরা নিজে না বোল্লে, বলে কে? টাইরল কোথায়? টাইরলে যারা যারা উপস্থিত ছিল, তারাই বা কোথায়?"

আমি কি বলি, সে কথা না শুনেই, কন্‌ষ্টান্টাইন নৌকার দাঁড়ীমাঝিকে ইঙ্গিত কোল্লেন, নৌকাখানা অন্য দিক দিয়ে ঘুরে, এথেনীর গায়ে এসে লাগ্‌লো। অবিলম্বেই আমরা আবার এথেনীর ডেকের উপর দণ্ডায়মান। পরক্ষণেই গোলন্দাজদের প্রতি তোপ দাগ্‌বার হুকুম হলো।—দমাদম্ তোপধ্বনি! সমুদ্রবক্ষে ঘন ঘন গম্ভীরগর্জ্জনের প্রতিধ্বনি। একবিংশতি সেলামী তোপ। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের রাজপতাকাকে একুশবার সেলাম।

তোপধ্বনি নিবৃত্ত হবার পর, ডুরাজো আমারে বোল্লেন, "এইবার দেখা যাবে, কোন রকম সন্দেহ জন্মায় কি না। যদি সন্দেহ হয়, সেলামী তোপ শুনে, ও সকল রণতরীতে সেলাম দিবার আগে, অবশ্যই নৌকা পাঠাবে। কে আমরা, জান্‌তে আস্‌বে;—হয় ত ভাল কোরে ঘনিষ্ঠতা কর্‌বার ইচ্ছা কোর্‌বে। যদি আমরা ভড়ং দেখিয়ে সন্দেহ নিরাশ কোত্তে পেরে থাকি,—আঃ! তাই ত ঠিক!—ঐ ওখানে সেলামী তোপ দাগ্‌ছে!"

বোল্‌তে বোল্‌তেই ব্রিটিস্ রণতরী থেকে কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধূমরাশি সাগরের জলে পরিব্যাপ্ত হলো। ব্রিটিস্ রণতরীতে বজ্রশব্দে দমাদম্ তোপধ্বনি। পরক্ষণেই ফরাসী-রণতরীর সেলামী তোপ আরম্ভ। ডুরাজোর বদন আনন্দগৌরবে সুপ্রসন্ন।

সেলামী তোপের শব্দ থাম্‌তে না থাম্‌তে, ডেকের উপর লানোভার হাজির। হাতে একখানা শীলকরা চিঠী।

ছলে গম্ভীরভাব ধারণ কোরে, কাপ্তেন ডুরাজো আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মিষ্টার উইলমট! বোধ হয় কেবিনে তোমার খানা প্রস্তুত।"

ইঙ্গিতমাত্রেই আমি কেবিনে নেমে গেলেম। দেখি, ছোক্‌রা চাকর আমার হাজ্‌রেখানা নিয়ে হাজির। যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুধা;—মন বড় অস্থির।—লানোভারের হাতে একখানা চিঠী। কিসের চিঠী? অনুমান কোল্লেম, দরচেষ্টারকে যে খবর দিবে বোলেছিল, সেই খবরই এখন পাঠাচ্ছে। সিবটাবেচিয়ার কাফিঘরে লানোভারের মুখেই আমি শুনেছিলেম, ও রকম চিঠী সাইফারে লেখা থাক্‌বে। কোন্ কথার কি অর্থ, আগে থাক্‌তে দরচেষ্টারকে লানোভার সে সব কথা শিখিয়ে রেখেছে। সেই চিঠীই এখন পাঠাচ্ছে। সঙ্কট সময় উপস্থিত!—ভালমন্দ যা হয়, এইবারেই প্রকাশ পাবে। দেখা যাক্, ডুরাজো এখন কি করেন।—লানোভারেরই কুচক্রের সহায় হন, কিম্বা চক্রকুহক লণ্ডভণ্ড করেন, এই খানেই জানা যাবে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাক্‌লেম। শেষ পরীক্ষা। আশা কি হতাশ!—শুভ কি অশুভ!—সিদ্ধি কি নৈরাশ্য!—সে সংশয়ের যন্ত্রণা থেকে এইবারেই আমি মুক্ত হব।

তাড়াতাড়ি কিছু আহার কোরে, আবার আমি ডেকের উপর উঠ্‌লেম। ছুরাজো সেখানে নাই;—লানোভারও নাই। ছুরাজো গেলেন কোথা? তিনি কি তীরে উঠ্‌লেন? তিনি কি নগরে গেলেন?—লানোভারের চিঠীখানা কি তিনি তবে নিজেই দিয়ে আস্‌বেন? আমার ভাল কর্‌বার ইচ্ছাতে চিঠীখানা কি তিনি গাপ কোর্‌বেন? বড়ই উদ্বিগ্ন হোতে লাগ্‌লেম। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার আলোচনা কোত্তে লাগ্‌লেম। ছুরাজো যদি যথার্থই আমারে বন্ধু বোলে ভেবে থাকেন, তবুও লানোভারকে না জানিয়ে, কেমন কোরে তিনি আমার মনস্কামনা পূর্ণ কোর্‌বেন? লানোভার অবশ্যই জান্‌তে পার্‌বে। সে ধূর্ত্ত অবশ্যই মনে কোর্‌বে, কাপ্তেনের যোগাযোগেই তার মৎলবটা ফেঁসে গেল। এই সব আমি ভাব্‌ছি, এমন সময় কাপ্তেন ছুরাজো ডেকের উপর দেখা দিলেন। তবে তিনি নগরে যান নাই। আমার সঙ্গে কোন কথা না কোয়েই, ছুরাজো তখন শশব্যস্তে হয়ে, জাহাজের গতিক্রিয়ার তত্বাবধানে ব্যাপৃত হোলেন।

কিসে কি হবে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি ডেকের উপর বেড়াতে লাগ্‌লেম। এক একবার আশা আস্‌ছে, পরক্ষণেই আবার নৈরাশ্যভয়ে কম্পিত হোচ্চি। একটু পরেই, ছুরাজো আমার কাছে এলেন। একথা,—সেকথা,—গল্প কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি ভাব্‌লেম, বেগতিক। কাল রাত্রে যে সব কথা হয়েছিল, তা হয় ত ইনি ভুলে গেছেন। কাপ্তেন ছুরাজো যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি সুচতুর। যখন তখন তিনি আমার মনের কথা টেনে বলেন। সে বারেও তাই কোল্লেন। বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, লেগ্‌হরণের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।—আমারেও দেখাতে লাগ্‌লেন। আমার মনের ভাব তিনি বুঝেছিলেন; গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "তা আমি ভুলি নাই। রাত্রের কথা সব আমার মনে আছে। কিন্তু কাজটা এখন বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। লানোভার একখানা চিঠী লিখে এনেছিল। বুঝ্‌তে পেরেছ?—দর্‌চেষ্টারের নামের চিঠী। চিঠীখানা আমি কাজে কাজেই দর্‌চেষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। এখন দেখা যাক্, কাজের গতিকে, ঘটনার গতিকে, ফলাফল কি রকম দাঁড়ায়। সত্য কথা বোল্‌তে কি, আমার বোধ হোচ্চে, লানোভারের জাল ছিঁড়ে গেল। আমি যে এ চক্রের ভিতর আছি, সেটা কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ পাবে না। যাতে প্রকাশ না পায়, তারই উপায় কোত্তে হবে। আমার প্রতি এথেনীর সমস্ত লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস; অটল বিশ্বাস। অণুশে যদি কিছুমাত্র প্রকাশ পায়, তা হোলে আমাকে বড়ই বিভ্রাটে পোড়তে হবে। তা যাই হোক্, তোমার আশা যাতে সফল হয়, সে পক্ষে আমার যত্নের ত্রুটি হবে না।"

"সহস্র ধন্যবাদ!"—বাহিরে কোন প্রকার উৎসাহলক্ষণ না দেখিয়ে, প্রশান্তবদনে আমি বোল্লেম, "যে আশা আপ্‌নি দিলেন, সে জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ!"

"দেখো, সাবধান! বেশীক্ষণ আমরা দুজনে এক জায়গায় থাক্‌বো না। ঘন ঘন আমরা দেখা করি, এটা বড় ভাল নয়। লোকে যেন সর্ব্বদা এ রকম না দেখে। লানোভারটা যেন কালসাপ,—ভারী ধূর্ত্ত! তোমার সঙ্গে আমি সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা কোচ্চি, তাই দেখে, এখনই সে মনে মনে কি ঠাউরেছে।"

সঙ্কেত বুঝে তৎক্ষণাৎ আমি জাহাজের অন্য ধারে সোরে গেলেম। ত্বুরাজো কেবিনে গেলেন। এক ঘণ্টা আর ডেকের উপর এলেন না। বেলা যখন তুই প্রহর, সেই সময় একখানা নৌকা এলো। যে নৌকা কোরে লানোভারের চিঠী পাঠানো হয়েছিল, সেই নৌকা। জাহাজের সারেঙ সেই নৌকায় গিয়েছিল। তার তখন জাহাজী পোষাক পরা ছিল না। আমি মনে কোল্লেম, এই এক রকম ছদ্মবেশ ;—এই বেশেই এই ব্যক্তি লানোভারের চিঠী বিলি কোরে এলো। সে কথাটা আর বেশীক্ষণ ভাব্‌লেম না। জাহাজের ধারে দাঁড়িয়ে, লেগ্‌হরণ সহরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌লেম। সহরের ইমারতগুলি এথেনী থেকে প্রায় তুই মাইল দূরে শোভা পাচ্চে। যেখানে জেটীস্তম্ভ, এথেনী থেকে সেস্থানটী এক মাইলের বেশী নয়। আপ্‌না আপ্‌নি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "ওঃ! কত নিকটেই আমার প্রাণাধিকা আনাবেল! আমার আনাবেল কি এখন এই সমুদ্রপানে চেয়ে আছেন?—এই জাহাজখানি কি দেখ্‌ছেন? আহা! আমি যে এখানে এই জাহাজে বন্দী,—তাঁদের রক্ষার জন্য আমি যে কত কষ্ট স্বীকার কোচ্চি,—প্রাণপণে কতই যে যত্ন কোচ্চি, আহা! আনাবেল এ সব কিছুই জান্‌তে পাচ্চেন না!—আনাবেল! তোমারে রক্ষা কর্‌বার অভিলাষে এসে, বোম্বেটে জাহাজে আমি বন্দী!—আনাবেল! তুমি কোথায়?—যে সব ইমারত দেখ্‌তে পাচ্চি, উহার ভিতর হয় ত একখানা হোটেল। সেই হোটেলেই হয় ত আমার আনাবেল।

কি কোরে কি হবে,—কি কোরে আমার কাজ উদ্ধার হবে, আবার আমি সেই ভাবনায় অধীর হোলেম। হঠাৎ দেখি, ব্রিটিস্ রণতরীর দিক্ থেকে একখানা গ্যালী জাহাজ আমাদের এথেনীর দিকে আস্‌ছে। যে জাহাজে কয়েদীরা দাঁড় টানে, সেই জাহাজকে গ্যালী বলে। দেখ্‌তে সুশ্রী নয়, মহাজনী নৌকার মত মোটামুটি গড়ন। সেই গ্যালীখানা একটু বেঁকে বেঁকে আস্‌ছে। যখন নিকটবর্ত্তী হলো, তখন দেখ্‌লেম, একজন আফিসার জাহাজের পাছার দিকে বোসে আছেন। কাঁধের উপর ঝাঁপা ঝুলানো। দেখেই বুঝ্‌লেম, কোন কাপ্তেনের সহকারী লেপ্টেনাণ্ট। গ্যালী এসে পৌঁছিল। এথেনীর দ্বিতীয় লেপ্টেনাণ্ট তৎক্ষণাৎ কেবিনের ভিতর নেমে গেল;—কাপ্তেন ত্বুরাজোকে খবর দিতে গেল। একটু পরেই কাপ্তেন ত্বুরাজো ডেকের উপর উপস্থিত। এই বার তাঁর ভাল রকম কাপ্তেনী পোষাক পরা। সে পোষাকে তখন তিনি গ্রীক রাজকীয় রণতরীর কাপ্তেন কমাণ্ডার। মাথায় তখন গ্রীক টোপ ছিল না;—গ্রীকজাতির বেগ্‌নী থোপ দেওয়া লালটুপী তখন তিনি খুলে রেখেছেন। সোণার কাঁপ্‌পাদার একটী লম্বা তাজ মাথায় দিয়েছেন। চেহারা বড় চমৎকার খুলেছে। সঙ্কেত কোরে তিনি আমারে নিকটে ডাক্‌লেন। লেপ্টেনাণ্টের সম্মুখেই গম্ভীর ভাবে হাকিমীস্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, "মিষ্টার উইলমট! ব্রিটিস রণতরীর একজন আফিসার এই জাহাজে আস্‌ছেন। বোধ হয়, কম্যাণ্ডারের কোন খবর আছে। বরাবর চুপটী কোরে থাক্‌বে,—আমরা যেখানে থাক্‌বো, সেখানে দাঁড়াবে না, ধর্ম্মতঃ এমন শপথ যদি তুমি কর, তা হোলে ডেকের উপরে থাক্‌তে পাবে,—শপথ যদি না কর, তা হোলে আমি অগত্যা কেবিনের ভিতর তোমারে আটক কোরে রাখ্‌বো;—দরজায় পাহারা বোস্‌বে।"

লেপ্টেনান্ট সেখানে দাঁড়িয়ে, অপর লোকও নিকটে, সুতরাং তিনি ঐ রকম ভারী হোলেন, তা আমি বুঝ্‌লেম। পরক্ষণেই দুরাজো একবার চোক টিপে, আমারে ইসারা কোরে দিলেন। সে ইসারার ভাবার্থ বুঝে নিতেও আমার বিলম্ব হলো না।

আমি উত্তর কোল্লেম, "কেবিন অপেক্ষা আমি এখানে আছি ভাল। আপনি যা আমারে আজ্ঞা করেন, তা আমারে শুন্‌তে হয়, কিন্তু এখানে বেশ হাওয়া খাচ্ছি, এখান থেকে সোরে যেতে ইচ্ছা হোচ্চে না। অঙ্গীকার কোচ্চি, যা আপনি বোল্লেন, তাই আমি কোর্‌বো। আপনাদের কাছেও থাক্‌বো না,— কথাও কব না।"

দুরাজো একবার ভঙ্গীক্রমে মাথা নোয়ালেন। আমিও বরাবর জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে সোরে গেলেম। এই অবসরে প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গ্যালী জাহাজখানা এথেনীর গায়ে এসে লাগ্‌লো;—ইংরেজ প্রতিনিধি ডেকের উপর উঠ্‌লেন। সত্বর কাপ্তেন দুরাজো অগ্রবর্ত্তী হয়ে তাঁরে অভ্যর্থনা কোল্লেন। ইংরেজ লেফ্‌ট্‌নাণ্টের ভাবভঙ্গী—কথা বার্ত্তা যেরকম দেখা গেল,—যেরকম শুনা গেল, তাতে কোরে তিনি যে এথেনীর উপর কোন প্রকার সন্দেহ কোল্লেন, কেহই এমন কিছু বুঝ্‌তে পাল্লে না;—বাস্তবিক কোন সন্দেহই তাঁর হলো না। যে ভাষায় তিনি কথা কইলেন, দুরাজোও সেই ভাষায় প্রত্যুত্তর কোত্তে লাগ্‌লেন। লেফ্‌ট্‌নাণ্ট একবার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন,—ডেকের আগাগোড়া নজর চালালেন;—মাকড়সার জালের মত চিত্রবিচিত্র সুন্দর সুন্দর পালদড়ীগুলির দিকে একবার চক্ষু তুলে চাইলেন। ভাবভঙ্গীতে আমি বুঝ্‌লেম,—যে ভাবে তিনি দুরাজোকে সাধুবাদ দিতে লাগ্‌লেন, তাতেও বুঝা গেল, এথেনীর ব্যবস্থা দেখে,—এথেনীর কাপ্তেনের শিষ্টাচার দেখে, বাস্তবিক তিনি পরম সন্তুষ্ট।

গল্প কোত্তে কোত্তে তাঁরা সকলেই জাহাজের পাছার দিকে আস্‌তে লাগ্‌লেন। তখন আমি তাঁদের কথা বুঝ্‌তে পাল্লেম। উভয়েই তাঁরা ফ্রেঞ্চভাষায় কথা কোচ্ছিলেন। ইংরাজ লেফ্‌ট্‌নাণ্ট বোল্লেন, "কই, আপনি ত আমার কথার উত্তর দিলেন না? কাপ্তেন কেনারিস! আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ কোত্তে এসেছি;—আপলো জাহাজের কমাণ্ডার কাপ্তেন হারবর্ট আপনাকে নিমন্ত্রণ কোরেছেন;—তার ত কিছু উত্তর আপনি দিলেন না? আপনার নিমন্ত্রণ, আফিসরদের মধ্যে যাঁকে যাঁকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন, আজই হোক্ কিম্বা কালই হোক্, বেলা পাঁচটার সময়—"

ইংরাজ লেপ্টেনাণ্টের সম্বোধনের ভাবে আমি বুঝ্‌লেম, কাপ্তেন দুরাজো আবার তখন কেনারিস নাম পরিগ্রহ কোরেছেন। নিমন্ত্রণের কথায় তিনি এই উত্তর দিলেন যে, "কালই ভাল। আজ আমার কিছু বিশেষ কাজ আছে, বোধ হয় অবকাশ পাব না।"

"আচ্ছা, তবে কালই ভাল।"—সংক্ষেপে, প্রসন্নবদনে এই কথা বোলে, আপলোর আফিসর এথেনীর কাপ্তেনকে আরও বোল্লেন, "আপনার প্রথম প্রতিনিধি পীড়িত,—তিনি যেতে পার্‌বেন না, তাতে আমি ক্ষুণ্ণ হোচ্চি। যদি তিনি যেতেন, কাপ্তেন হারবর্ট বড়ই সন্তুষ্ট হোতেন; অপরাপর আফিসরেরাও তাঁকে দেখে সন্তুষ্ট হোতেন।"

যথেষ্ট শিষ্টাচারে উত্তর দিয়ে, কাপ্তেন তুরাজো বোল্লেন, "আপ্নি যদি অনুগ্রহ কোরে আজ আমার জাহাজে কিছু জলযোগ করেন, তা হোলে আমি সুখী হই।"

সকলেই কেবিনের ভিতর নেমে গেলেন। সহজেই আমি বুঝ্লেম, তুরাজো এখন আর কোন লোককেই জাহাজের ভিতর নিয়ে যেতে দ্বিধা রাখেন না। এখন এথেনীর নাম হয়েছে ওথো। তিনি নিজে হয়েছেন গ্রীসের রাজকীয় রণতরীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাপ্তেন। অপর লোককে জাহাজের সম্বন্ধ দেখাতে, সিবিটাবেচিয়া বন্দরে যেমন ভয় ছিল, এখন আর তেমন ভয় নাই। প্রায় আধঘণ্টাকাল তাঁরা কেবিনে থাক্লেন। আধঘণ্টা পরে সকলেই আবার ডেকের উপর উঠ্লেন। শিষ্টাচারে পাণিমর্দ্দন কোরে, ইংরাজ আফিসর আপন গ্যালীতে আরোহণ কোল্লেন;—এথেনী যে কি,—এথেনীর যে কি ভয়ানক প্রকৃতি, কিছুই তিনি বুঝ্তে পাল্লেন না।

এই ঘটনার পরেই আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা। একখানি পরমসুন্দর ময়ূরপঙ্খী জাহাজ বায়ুভরে জল কেটে কেটে, লেগ্হরণের দিক থেকে অতি দ্রুত ছুটে আস্ছে। একদিকে আপলো, একদিকে এথেনী,—ময়ূরপঙ্খীখানি মাঝামাঝি চোলে যাবে, ঠিক সেই রকম গতি। এথেনীর প্রায় আট রসী তফাতে আপলো জাহাজ নঙর করা। ময়ূরপঙ্খী আস্ছে, গ্যালীজাহাজ যাচ্ছে। ময়ূরপঙ্খীর ডেকের উপর থেকে একটী লোক ঐ গ্যালীজাহাজের লেপ্টনান্টকে ইঙ্গিত কোরে ডাক্লেন। ইংরাজ লেপ্টনান্ট দস্তুরমত নম্রভাবে টুপী খুলে সেলাম দিলেন। দুখানি জাহাজ নিকটবর্ত্তী হলো;—কিয়ৎক্ষণ তাঁরা দুজনে পরস্পর কি কাথাবার্ত্তা কইলেন।

ময়ূরপঙ্খীর গতি ফিরে দাঁড়ালো। ঠিক সোজা চোলেছিল, একটু বেঁকে বেঁকে এথেনীর দিকে আস্তে লাগ্লো। আমি যেখানে ছিলেম, সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। তুরাজো আর তাঁর দুজন সহকারী একদৃষ্টে ময়ূরপঙ্খীর দিকে চেয়ে রইলেন। ময়ূরপঙ্খীতে কারা আছেন, তখনও পর্য্যন্ত ভাল কোরে দেখা যাচ্ছিল না। একটী সাহেব সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পোরে, ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, সুন্দর সাজগোজ পরা একটী লেডী বামদিকে শোভা পাচ্চেন। সেই সুন্দরীর মাথার টুপীর শাদা শাদা পরগুলি ফুর্ ফুর্ কোরে উড়্ছে। কেবল এই পর্য্যন্তই দেখা যাচ্ছিল। আকারপ্রকারে বোধ হলো, বড়লোক।

ময়ূরপঙ্খী ক্রমশই নিকটবর্ত্তী। ভাল কোরে দেখ্বার জন্য আমি একটু সোরে এসে দাঁড়ালেম;—যেখানে তুরাজো দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রায় তারই নিকটে এসে দাঁড়ালেম। তিনিও আমার দিকে সোরে এলেন;—বোল্লেন, "আবার দেখ্ছি নূতন দর্শক আস্ছেন। এইমাত্র ব্রিটিস রণতরীর কাপ্তেন আমাকে নিমন্ত্রণ কোরে পাঠিয়েছেন, আমি—"

কথা শুনতে শুনতে আনন্দবিহ্বলে আমি এক রকম উল্লাসধ্বনি কোরে উঠ্লেম। হঠাৎ আনন্দবিস্ময়ে আমি যেন উন্মত্ত হয়ে উঠ্লেম। কালো পোষাক পোরে ময়ূরপঙ্খীর উপর যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি কে?—দৃষ্টিপাতমাত্রেই আমি তৎক্ষণাৎ চিনলেম, আমার অসময়ের পরমবন্ধু তস্কানরাজকুমার কাউন্ট লিবর্ণো।

বিস্মিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, সুচতুর কাপ্তেন ডুরাজো তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "লোকটীকে তুমি চেন না কি ?"

"হাঁ,—ভালই চিনি। তস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউকের ভ্রাতুষ্পুত্র ;—কাউন্ট অফ লিবর্ণো। আর ঐ যে সুন্দরীটী, উনি সেই সুন্দরী অলিভিয়া ;—তস্কানরাজকুমারের সহধর্ম্মিণী।"

সচঞ্চলে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে, গম্ভীরস্বরে কাপ্তেন ডুরাজো বোল্লেন, "তবে—তবে মিষ্টার উইলমট ! ওঁরা যদি এই জাহাজে—"

হঠাৎ আমার মনে একটা নূতন ভাবের উদয় হলো। ব্যগ্রভাবে আমি বোল্লেম, নির্জ্জনে আপনার সঙ্গে আমার গুটীদুই কথা আছে।"

"আচ্ছা, চল।"—তাড়াতাড়ি এই কথা বোলে, আর একবার তিনি ময়ূরপঙ্ক্ষীর দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন। কাছের লোকেরা শুনতে পায়, সেই রকম উচ্চকণ্ঠে, হঠাৎ একটু যেন রেগে রেগে, আমারে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "মিষ্টার উইলমট ! ব্যগ্রতা করি, এখন তুমি নীচে যাও।—কেবিনে গিয়ে থাক ; আমার অনুমতি না পেলে, বাহিরে আস্‌বে না, এ কথা তুমি স্বীকার কোরেছ ;—কেবিনেই যাও ;—বাধ্যতা স্বীকার করেছ বোলে, তোমার দরজায় আমি পাহারা রাখ্‌বো না।"

ডুরাজোকে সেলাম কোরে, আমি কেবিনে নেমে গেলেম। দুর্‌দুর্ কোরে বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। ডুরাজো আমার সঙ্গে মিত্রবৎ ব্যবহার কোচ্ছেন, সেটুকু আমি তখন বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। জাহাজের যে ধারে আমার কেবিন, তার অন্যধারে ময়ূরপঙ্ক্ষী আস্‌ছিল। ময়ূরপঙ্ক্ষী কোথায় এলো, কি কোল্লে, সেখান থেকে কিছুই আমি দেখ্‌তে পেলেম না। প্রায় দশ মিনিট পরে, কনষ্টাণ্টাইন ডুরাজো আমার কেবিনের মধ্যে উপস্থিত।

"শীঘ্র—শীঘ্র !"—কাপ্তেন ডুরাজো তাড়াতাড়ি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "শীঘ্র উইলমট ! যা কিছু তোমার বল্‌বার আছে, নির্জ্জনে যে কথাটী তুমি আমারে বোল্‌তে ইচ্ছা কর,—শীঘ্র বল ;—চুপি চুপি কথা কও ;—পাশের কাম্‌রায় লানোভার।"

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাউন্ট লিবর্ণো কি জাহাজে উঠেছেন ?"

"হাঁ, এইমাত্র যে ব্রিটিস লেপ্টেনাণ্ট এসেছিলেন, রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে, তাঁরই মুখে শুনেছেন, এই গ্রীকজাহাজখানি অতি সুন্দর,—দেখ্‌বার উপযুক্ত, তাই শুনেই এসেছেন। পরমসমাদরে আমি তাঁরে অভ্যর্থনা কোরেছি। আমার লেপ্টেনাণ্ট ডেকের উপর তাঁদের সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

ত্বরিতস্বরে আমি বোল্লেম, "কাউন্ট লিবর্ণো আমার পরমবন্ধু। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কথাও তিনি অনেক জানেন ;—স্ত্রীলোকদুটীর পরিচয়ও জানেন। তাঁরা যে আমার কতদূর আত্মীয়,—আমি যে তাঁদের জন্য কত ভাবি, রাজপুত্র তাও জানেন। আমার উপকারের জন্য যা কিছু কোত্তে হয়, তা তিনি কোর্‌বেন।"

ডুরাজো সচকিতে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার মৎলবটা কি ?—তুমি কোত্তে চাও কি ? মনে থাকে যেন, এই জাহাজের গুহ্যবিষয়—"

"ওঃ! আমার মুখে কখনই তা প্রকাশ পাবে না। আপনি যদি অনুমতি করেন, তা হোলে রাজপুত্রকে আমি একখানা চিঠী লিখি!"

"কি লিখ্‌তে চাও?"

"বেশী কিছুই না, দুরাত্মা দর্‌চেষ্টারের ধূর্ত্ততার কথা বোলে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে তিনি সতর্ক কোরে দেন, কেবল এই কটী কথা।"

দুরাজো কিয়ৎক্ষণ কি ভাব্‌লেন। ভেবে চিন্তে বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে তাই কর; তা ভিন্ন আর ত কোন উপায় নাই।"

মহা উল্লাসে আমি কাপ্তেন দুরাজোর হস্তমর্দ্দন কোল্লেম। দরদরধারে আমার নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো।

আবার কি একটু ভেবে, কাপ্তেন দুরাজো বোল্লেন, "আচ্ছা, দর্‌চেষ্টারকে যদি তিনি চিন্‌তে পারেন, তবে ত দর্‌চেষ্টার নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার হবে। তা হোক্,—তাতে আমার কিছু আসে যায় না;—কোন উপায়ে অবশ্যই কাউণ্ট লিবর্ণোকে পত্র লিখে, সে পক্ষের সমস্ত ফলাফল তুমি জান্‌তে পার্‌বে। দর্‌চেষ্টার যদি আমাদের কথা বোলে দেয়, কাউণ্ট অবশ্যই সে খবরও তোমাকে দিবেন। তেমন তেমন গতিক যদি বুঝি, আমরা অম্‌নি তৎক্ষণাৎ পাল তুলে দিয়ে, ভোঁ ভোঁ কোরে উধাযু হয়ে উড়ে যাব!—তুমি এখন তবে—"

"দেখুন না কি করি!"—সানন্দকণ্ঠে এই কথা বোলে, তৎক্ষণাৎ আমি চিঠী লিখ্‌তে বোস্‌লেম। কেবিনের ভিতর দোয়াত,—কলম,—কাগজ, সমস্তই প্রস্তুত;—টেবিলে বোসে তাড়াতাড়ি এই কথাগুলি লিখ্‌লেম ঃ—

"রণতরী ওথো।"

"প্রিয়তম কাউণ্ট অফ লিবর্ণো! এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় আমার নামস্বাক্ষর দর্শন করিয়া আপনি চমকিত হইবেন সন্দেহ নাই। কেন আমি এখানে, তাহা বুঝাইয়া দিবার অবকাশ নাই। এখন আমি আপনার নিকট একটী অনুগ্রহ ভিক্ষা করি। সফল হইবে, সে বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন,—তাঁহার দুহিতা,—আর তাঁহার দৌহিত্রী, লেগ্‌হরণ নগরের একটী প্রধান হোটেলে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদিগের সমূহ বিপদ উপস্থিত। সেই হোটেলে আর একজন ইংরাজ থাকে। সেই ব্যক্তি ধূর্ত্ততা করিয়া তাঁহাদের সহিত মিত্রতার ভাণ করিতেছে। সেই ইংরাজ যদিও কোন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও আপনি বোধ হয় তাহাকে চিনিতে পারিবেন। কেন না, সে ব্যক্তি সেই দুরন্ত ডাকাত দর্‌চেষ্টার।

"প্রিয়তম কাউণ্ট! আপনি আমার এই উপকারটী করিবেন, আমার নাম প্রকাশ করিবেন না। ওথো জাহাজের নামও করিবেন না। আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি, তাহাও যেন কেহ জানিতে না পারে। আমার প্রার্থনা এই, ফলাফল কিরূপ হয়, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন। দর্‌চেষ্টার গ্রেপ্তার হইবামাত্র সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে সাবধান করিয়া আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কাপ্তেন কেনারিসের নিমিত্ত কতকগুলি ফল

আর যাহা কিছু আপনি ভাল বিবেচনা করেন, ওথো জাহাজে উপহার প্রেরণ করিবেন। এই প্রার্থনার নিমিত্ত আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। উপহার পৌঁছিবামাত্র আমি বুঝিতে পারিব, ইষ্টসিদ্ধি হইয়াছে।

"প্রিয়তম কাউন্ট! আপনি আপনার প্রণয়িনীর সহিত চিরসুখে—চিরস্বচ্ছন্দে—চিরসুস্থ-শরীরে চিরদিন দেশের কল্যাণ করেন, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা।

বশম্বদ

জোসেফ উইলমট।"

চিঠীখানি আমি ফ্রেঞ্চভাষায় লিখ্‌লেম। কেন না, ত্বরাজো আমার নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, যা লিখ্‌লেম, পোড়ে দেখ্‌বেন, মনে কোন দ্বিধা কোত্তে পার্‌বেন না।

চিঠীলেখা সমাপ্ত হোলে, কাপ্তেন ত্বরাজো বোল্লেন, "বেশ হয়েছে;—ঠিক হয়েছে;—কিন্তু চিঠীখানি আমি ত হাতে কোরে দিতে পার্‌বো না।"—এই কথা বোলেই, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই রজতঘণ্টার ধ্বনি কোল্লেন। ধ্বনিমাত্র ছোক্‌রা চাকর হাজির। গ্রীকভাষায় ত্বরাজো তারে কি গুটীকতক কথা বোলে দিলেন। সেই অবকাশে আমিও চিঠীখানি মোড়ক কোরে, শিরোনাম লিখ্‌লেম। বালক আমার হাত থেকে চিঠীখানি নিয়ে, ত্বরিতপদে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। ত্বরাজো আমারে বোল্লেন, "তুমি কোথাও যেও না, এইখানেই থাক। কাউন্ট লিবর্ণো যেন তোমাকে দেখ্‌তে না পান।"

ধন্যবাদ দিয়ে ত্বরাজোকে আমি বোল্লেম, "যে উপকার আজ আপনি কোল্লেন, এ জীবনে তা আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না। ত্বরাজো আমার বন্ধু, একথা আমার চিরজীবন স্মরণ থাক্‌বে। ওঃ! আজ আমি আবার আপনাকে বন্ধু বোলে সমাদর কোল্লেম!"

চকিতনয়নে চেয়ে, স্তম্ভিতস্বরে গ্রীক কাপ্তেন বোল্লেন, "উইলমট! যথার্থই আমি তোমার বন্ধু।"—বোলেই ধাঁ কোরে তিনি আমার সম্মুখ থেকে সোরে গেলেন।

আবার আমি একাকী। ওঃ! তখনকার মন আর এখনকার মন! সম্পূর্ণ বিশ্বাস, অভীষ্টসিদ্ধি;—শ্রম সফল;—বিপদ বিমোচন;—বাসনা পরিপূর্ণ। সার্ মাথু নিরাপদ, আমার আনাবেল নিরাপদ,—আনাবেলের জননী নিরাপদ। আনন্দে আমি উন্মত্ত। মনে হলো যেন, অসাধ্য সাধন কোল্লেম! কাল এমন সময় আমি নিরাশাসাগরের অতল-জলে ডুবেছিলেম!—টাইরল যখন ধ্বংস হলো, তখন আমি যেন জগৎসংসার অন্ধকার দেখেছিলেম!—কিন্তু আজ কি শুভদিন! আজ এমন সময় আমি কি কোচ্চি?— সমুদ্র-বক্ষে আনন্দের সঙ্গে খেলা কোচ্চি! সংসারের সুখদুঃখ এম্‌নি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনশীল! ওঃ! কাপ্তেন ত্বরাজো আগাগোড়া আমার কাছে কি সারল্যই দেখিয়ে আস্‌ছেন। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! আবার আজ আমি আমার আনাবেলকে মহাবিপদের করাল গ্রাস থেকে নিরাপদে উদ্ধার কোল্লেম!

প্রায় একঘণ্টা অতীত। ছোক্‌রা চাকরটী ধীরে ধীরে আমার কেবিনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তার হাতে আমার কিছু উপকার হলো,—তাই ভেবে, বালক যেন তখন কতই

খুসী। মধুরস্বরে বোল্লে, “দিয়েছি,—সিগ্‌নর উইলমট! চিঠী আমি দিয়েছি। কেহই কিছু দেখ্‌তে পায় নাই, চুপি চুপি কাউণ্ট লিবর্ণোর হাতেই আমি দিয়েছি। চুপি চুপি বোলে এসেছি, “চম্‌কাবেন না,—আহ্লাদ দেখাবেন না, নিজের জাহাজে যখন ফিরে যাবেন, তখন পোড়ে দেখ্‌বেন।”—রাজপুত্র চিঠীখানি হাতে কোরে নিলেন, ঠিক যেন সম্মতি জানিয়ে, চক্ষু ঠেরে, তাড়াতাড়ি আমাকে একটী ইঙ্গিত কোল্লেন। আমি সোরে এলেম। রাজপুত্র আমাদের জাহাজ থেকে নেমে গিয়েছেন, তাঁর ময়ূরপঙ্খী অনেকদূর ভেসে গেছে। তাঁরা অনেক দূর চোলে গেছেন। আমাকে দিয়ে কাপ্তেন ডুরাজো বোলে পাঠালেন, ইচ্ছা হোলে আপ্‌নি এখন ডেকের উপর যেতে পারেন।”

শুভসংবাদের নিদর্শনস্বরূপ বালককে আশীর্ব্বাদ কোরে, তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি আমি ডেকের উপর উঠ্‌লেম। সমুদ্রের নীলজলে সুন্দরী ময়ূরপঙ্খী তরণীখানি নেচে নেচে চোলেছে, কাপ্তেন ডুরাজো সেই দিকে চেয়ে রয়েছেন। আমি নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম, কিছুই জান্‌তে পাল্লেন না। চারি ধারে আমি এক একবার কটাক্ষপাত কোচ্চি, হঠাৎ দেখ্‌লেম, লানোভারের বিকট মুখ!—লানোভার তখন সিঁড়ির মাথার ধারে দাঁড়িয়ে, এদিক ও দিক উঁকি মেরে দেখ্‌ছিল। ভয়ানক বিকট মুখ!—কিন্তু সে মুখ দেখে তখন আর আমার ভয় হলো না। কেন না, আমি নিশ্চয় বুঝেছিলেম, এইবার লানোভারের দফা রফা হয়েছে!—তার আশা, ভরসা, চক্রান্ত, সমস্তই আমি রসাতলে দিয়েছি!

ময়ূরপঙ্খী চোলেছে। সমুদ্রের নীলজলে নেচে নেচে কাউণ্ট লিবর্ণোর ময়ূরপঙ্খী চোলেছে। এদিকে আমার চক্ষের সম্মুখে লানোভার!—লানোভার আমার জীবন-বৈরী! শিশুকালে লানোভারকে দেখ্‌লে, ভয়ে আমি হাড়ে হাড়ে কাঁপ্‌তেম!—কেবল শিশুকালে কেন, একটু পূর্ব্বে এথেনী জাহাজে লানোভারকে দেখে, আমার বুক কেঁপেছিল। এখন আর লানোভারকে ভয় নাই। যে কুচক্র সৃজন কোরেছিল,—যে মায়াজাল বিস্তার কোরেছিল, সে চক্রে, সে মায়ায়, আর আমি বিমোহিত নই। সেই কারণেই ভয় হোচ্চে না। নতুবা কিন্তু সেই বিপর্য্যয় কুঁজভারাক্রান্ত বক্রত্রিভঙ্গ কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি দেখ্‌লে স্বভাবতঃ সহসাই যে আতঙ্ক আসে,—জীবনে যে সকল উৎকট উৎকট কাজ সে কোরেছে, সে সব ভয়ঙ্কর কথা যে জানে, সেই সব স্মরণ কোরে, দারুণ ঘৃণার সঙ্গে তার মনে যেপ্রকার আতঙ্কের উদয় হয়, সে আতঙ্ক বিভঞ্জন হবার নয়। আতঙ্কের বদলে তখন আমার ঘৃণা। বিকট চেহারা দেখেও ঘৃণা, মহাপাপী, নারকী বোলেও ঘৃণা!—ঘৃণার সঙ্গে আতঙ্কসংযোগের একটা সজীব দৃষ্টান্ত লানোভার!—লানোভারটা কে? কেনইবা আমার মামা সেজে রয়েছে? যতদিন অন্ধকারে ছিলেম, ততদিন যখনই মনে কোরেছি, সেই ঘৃণিত পাষণ্ড নরাধম আমার মামা, তখনই আমার অন্তরের ভিতর কোন অদৃশ্য স্বর যেন কথা কোয়ে বোলেছে, লানোভার আমার মামা নয়। তেমন ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে শোণিতসম্বন্ধ হোতেই পারে না। এখন ত লানোভারের নিজের মুখেই ব্যক্ত হয়েছে, সে সব গোলযোগ ফুরিয়ে গেছে। জান্‌তে পেরেছি, আগাগোড়া সমস্তই প্রতারণাজালে জড়িত।

মুহূর্ত্তমধ্যে কত কথাই মনে পোড়্‌লো। দর্‌চেষ্টারের সঙ্গে লানোভারের যোগ। দর্‌চেষ্টার পূর্ব্বে পাদ্‌রী ছিল, এখন দর্‌চেষ্টার ডাকাত! দর্‌চেষ্টার আমার আনাবেলকে বোম্বেটে জাহাজে ধোরে দিবার জন্য লানোভারের কাছে ঘুস খেয়েছে। আমি বোম্বেটে জাহাজে বন্দী হয়েও ঐ দুটো পাপ-পিশাচের দুষ্ট আশা ধ্বংস কর্‌বার যোগাড় কোল্লেম। বন্দী অবস্থাতেও এখন আমার মনে এই এক অপূর্ব্ব আনন্দ!

আর কন্‌ষ্টান্টাইন দুরাজো ?—ওঃ! কন্‌ষ্টান্টাইন দুরাজোর হৃদয় কতই মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ! রোমে যখন দেখা হয়, তখন উভয়েই উভয়ের কাছে অপরিচিত। পরিচয় পেয়ে বন্ধুত্বের ইচ্ছা জন্মে, তখন তিনি কন্‌ষ্টান্টাইন কেনারিস্‌। বন্ধু বোলে কেনারিস্‌কে আমি বিশ্বাস করি, আমার জীবনরহস্যের অনেক কথা কেনারিসের কাছে প্রকাশ করি। তার পর জান্‌লেম, কন্‌ষ্টান্টাইন কেনারিস্‌ বোম্বেটে কাপ্তেন। যিনি কেনারিস্‌, তিনিই দুরাজো। বোম্বেটে কাপ্তেনের জাহাজে আমি বন্দী। কার্য্যপরিচয়ে দুরাজো যদিও বোম্বেটে, কিন্তু দুরাজোর হৃদয় বোম্বেটে নয়। কাউন্ট লিবর্ণোকে চিঠী লিখ্‌তে চাইলেম, আমার মন্দ কর্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে, দুরাজো কখনই আমারে চিঠী লিখ্‌তে অনুমতি দিতেন না। মনে মনে কাপ্তেন দুরাজো লানোভারের পক্ষ থাক্‌লে, এ বিপদের একটী বর্ণও আমি কাউন্ট লিবর্ণোকে জানাতে পাত্তেম না। কাপ্তেন দুরাজো বোম্বেটে। উঃ! আশয় কতদূর উচ্চ! তিনি আমারে বন্দী কোরেছেন দুই অভিপ্রায়ে;—এক অভিপ্রায় লানোভারের কুচক্রে সহায়তা করা, দ্বিতীয় লক্ষ্য সুন্দরী লিয়োনোরা। কন্‌ষ্টান্টাইন কেনারিস্‌ বাস্তবিক কেনারিস্‌ নন, তিনি বোম্বেটে, তিনি বোম্বেটে জাহাজের কাপ্তেন, বন্দী না হোলেও কোন না কোন প্রকারে আমি সেটা জান্‌তে পাত্তেম, সিগ্‌নর পর্টিসির কাছে গল্প কোত্তেম,—লিয়োনোরাকে বোলে দিতেম, সেই ভয় দুরাজোর মনে ছিল। সে কুজ্ঝটিকা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। লানোভার যে কি প্রকৃতির লোক, এক রকমে তা আমি দুরাজোকে বুঝিয়েছি। দুরাজো এখন আমার বন্ধুর মত কাজ কোচ্চেন। দুরাজোর অনুগ্রহেই আমি এখন আনাবেলকে উদ্ধার কর্‌বার পন্থা পেয়েছি। কাউন্ট লিবর্ণো এতক্ষণে আমার পত্র পড়েছেন। নগরে উপস্থিত হয়েই তিনি দর্‌চেষ্টারের অনুসন্ধান কোর্‌বেন।—সার্ ম্যাথু হেসেল্‌টাইনকে সতর্ক কোরে দিবেন। নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্চি, এইবার দর্‌চেষ্টার গ্রেপ্তার হবে। দর্‌চেষ্টার গ্রেপ্তার হোলেই লানোভার গ্রেপ্তার হবে। পরের অপকার কোত্তে গিয়ে, ধূর্ত্ত মাকড়সারা এই প্রকারেই নিজের জালে জড়ায়। পাতকীরা এখন নিজের জালে জড়িয়ে পোড়েছে। পাপের শাস্তি দিবার নিমিত্তই,— নিরপরাধী সাধুলোকের মঙ্গলের নিমিত্তই,—আমার মনের আশা পরিপূর্ণ কর্‌বার নিমিত্তই, করুণাময় পরমেশ্বর সদয় হয়ে তস্করাজকুমারকে এই সঙ্কটসময়ে এথেনী জাহাজে এনে দিয়েছিলেন। এমন বিপদে তেমন অভাবনীয় সৌভাগ্যের উদয় করুণাময়ের করুণা ভিন্ন কিছুতেই সম্ভব ছিল না। অক্ষম অবস্থায় যে কার্য্য নিতান্ত অসাধ্য বোলে বোধ হোচ্ছিল, দয়াময়ের কৃপায় সে কার্য্য এখন সুসাধ্য। আর কোন অমঙ্গল চিন্তা আমার মনে আস্‌ছে না।

আততায়ীর পৈশাচিক চেহারা আমার চক্ষের উপর, কিছুমাত্র ভয় পাচ্চি না। মনে মনে কতবার জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম, মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় আমার মঙ্গলসাধনের উপায় হলো।—দুষ্টদলের দুষ্টচক্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, সঙ্কটসময়ে সঙ্কটস্থলে সেই আহ্লাদে আমি পুলকিত। ৫০০ পাউণ্ড!—অহো! তত বড় উন্নতমনা কাপ্তেন তুরাজো যৎসামান্য ৫০০ পাউণ্ডের লোভে এমন নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কথাটা স্মরণ কোরে মনে বড় সংশয় জন্মেছিল। দু কথায় কাপ্তেন তুরাজো আমার সে সংশয় নিরাশ কোরেছেন। স্বভাবগুণে তিনি যে সাধুপথের উপযুক্ত, আজই হোক্,—কালই হোক্, দু দিন পরেই হোক্, সেই সাধুপথে তাঁর মন আকৃষ্ট হবেই হবে। লোকে এখন যাঁরে জলদস্যু বোলে ভয় করে, সময়ে আবার তারাই তাঁরে দেবতা বোলে পূজা কোর্‌বে। এ বিপদে আনাবেলকে উদ্ধার কর্‌বার মূলাধারই কাপ্তেন তুরাজো। অক্ষম অবস্থায় আমি কেবল উপলক্ষ; সামান্য উপলক্ষ। লানোভার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চে না। লানোভার সাইফার লিখেছে, মনে কোচ্চে শিকার হস্তগত। আমি যে এদিকে কি কোরেছি, দুরাত্মা পিশাচ স্বপ্নেও সেটা ভাব্‌ছে না। আড়ে আড়ে আমি লানোভারের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি। বিকট মুখে আনন্দ নিশানা প্রকাশ পাচ্চে। আমি ভ্রূক্ষেপও কোচ্চি না। অন্তরে অন্তরে জগদীশ্বরকে ডাক্‌ছি,—অন্তরে অন্তরে আনাবেলকে ভাব্‌ছি,—অন্তরে অন্তরে কাপ্তেন তুরাজোকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। অনিশ্চিত আহ্লাদের সঙ্গে সংশয়ের বড় নিকটসম্বন্ধ। মঙ্গল আশার ভিতরেও এক একবার গুর্ গুর্ কোরে আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে। ইন্দ্রজাল-কৌশলে দর্‌চেষ্টার পাছে কাউণ্ট লিবর্ণোকে ফাঁকি দেয়,—রাজপুত্র পাছে সেই পাষণ্ড ছদ্মবেশী ভণ্ড পিশাচটাকে নগরের মধ্যে দেখ্‌তে না পান, ছদ্মবেশের কুহককে পাছে সন্ধান কোরে বাহির কোত্তে না পারেন, তবেই ত প্রমাদ! আস্‌ছে বটে ঐরূপ সংশয়, কিন্তু সে সংশয় আমার হৃদয়ে স্থায়ী হোতে পাচ্চে না। কোন্ দিকে তখন আমি চেয়ে আছি, বোধ হয়, কেহই সেটী অনুভব কোত্তে পাচ্চে না। এক একবার ময়ূরপঙ্খীর দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি, সে দৃষ্টিও চঞ্চল। একদৃষ্টে সে দিকে যদি চেয়ে থাকি, আর কেহ কিছু মনে না করুক্,—লানোভার জানে,কাউণ্ট লিবর্ণোর সঙ্গে আমার অকপট বন্ধুত্ব,লানোভার হয় ত বিরুদ্ধভাব মনে কোর্‌বে। মনের আবরণে দৃষ্টিকে সেইভাবে একটু লুকিয়ে লুকিয়ে রাখ্‌ছি। ভয়ের সময় লোকে সাবধান হয়, এথেনী জাহাজে আহ্লাদের সময়ে আমি সাবধান। লানোভারের আহ্লাদ লানোভার অনুভব কোচ্চে। যারা সে মূর্ত্তি দেখ্‌ছে, তারা অনুভব কোচ্চে। আমার হৃদয়ের গুপ্ত আনন্দ কেহই কিছু অনুভব কোত্তে পাচ্চে না। পাপী লোকের পাপচক্রে আগুন দিয়েছি,—প্রাণপ্রতিমার নিরাপদের উপায় কোরেছি, সে আহ্লাদ যে আমার কতদূর, যদিও প্রচ্ছন্ন, কিন্তু সে প্রচ্ছন্ন আনন্দে আমার অন্তরাত্মা প্রস্ফুটিত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

ময়ূরপঙ্ক্ষী আর ক্ষুদ্র নৌকা।

ময়ূরপঙ্ক্ষী চোলেছে ;—লেগ্‌হরণের দিকে চোলেছে। মনের আহ্লাদে আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। হঠাৎ দেখি, আর একখানা ক্ষুদ্রতরী নগরের বন্দর থেকে সেই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। বায়ুভরে সেই নৌকার সাদা পাল ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। নৌকাখানা অতি দ্রুত আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুখানি তরী পাশাপাশি হলো ;—ময়ূরপঙ্ক্ষী বেরিয়ে গেল, নৌকাখানা এদিকে এগুতে লাগ্‌লো। নৌকা প্রায় পাঁচ রসী এগিয়ে এসেছে। এথেনীর দিকেই এগুচ্ছে। আবার আমি চারিধারে কটাক্ষপাত কোল্লেম। লানোভার একটা দূরবীণ নিয়ে একদৃষ্টে ঐ তরণী দুখানি নিরীক্ষণ কোচ্চে। মুখখানা যেন কেমন একরকম অজ্ঞাত আহ্লাদে রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি আরও ভাল্ কোরে চেয়ে দেখ্‌লেম, আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌ছি;—লানোভারের দিকে চেয়ে আছি, সেটী কেহ বুঝ্‌তে পাচ্ছে না। দেখ্‌লেম, অকস্মাৎ সেই কুব্জদেহটা অসীম বিজয়াহ্লাদে একবার যেন ফুলে উঠ্‌লো। অস্পষ্টস্বরে আনন্দধ্বনি কোরে উঠ্‌লো। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ধাঁ কোরে সেখান থেকে সোরে গিয়ে, তাড়াতাড়ি কাপ্তেন দুরাজোকে কি গোটাকতক কথা বোল্লে।

সত্য কতক্ষণ চাপা থাকে ? মনোমধ্যে সত্য সন্দেহের উদয়। যে নৌকাখানা এথেনীর দিকে আস্‌ছে, নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, সেই নৌকায় সার্ মাথু হেসেল্টাইন কন্যাদৌহিত্রীর সহিত অবস্থান কোচ্চেন। পাপিষ্ঠ দর্‌চেষ্টারও সেই নৌকায় আছে। একটী বালক একটা দূরবীণ হাতে কোরে আমার নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দূরবীণটী আমি চেয়ে নিলেম ;—নৌকাখানা নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। দুটী পুরুষ আর দুটী স্ত্রীলোক নৌকার ভিতরে বোসে আছেন। সার্ মাথু হেসেল্টাইনকে আমি তৎক্ষণাৎ চিন্‌তে পাল্লেম। অহো ! তাইত ! সেই সময় আনাবেলের মুখখানিও আমি দেখ্‌লেম। ওঃ ! অনেক দিনের পর সেই মুখখানি !—সে সময় যথাশক্তি মনোবেগ দমন কোরে রাখ্‌ছিলেম ; তা যদি না পাত্তেম, চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌তেম। হায় হায় ! কি হলো ! তত আনন্দের মুখে আবার অন্ধকার নিরানন্দ ! যাদের রক্ষা কর্‌বার জন্য তত চেষ্টা,—তত শ্রম,—তত বিপদ, তাঁরা কি না সত্য সত্যই সিংহের কবলে এসে পোড়্‌ছেন ? এথেনী জাহাজে একবার পদার্পণ কোল্লে, দুরাজো আর তাঁদের রক্ষা কোত্তে পার্‌বেন না ;—রক্ষা কর্‌বার ক্ষমতাই থাকবে না !

ওঃ ! রাজকুমার কি তবে ওঁদের দেখ্‌তে পান নাই ? নৌকাখানা যখন এগিয়ে এসে পোড়্‌লো, তখন কি তিনি দেখ্‌লেন ? দেখেই যে চিন্‌বেন, তেমন আশাও আমার

নাই। কেন না, মার্কো উবার্টির ডাকাতী আড্ডায় সার্ মাথু যখন কয়েদ হয়েছিলেন, আমি বেশ জানি, কাউন্ট লিবর্ণো ভ্রমেও তাঁদের দিকে নজর দেন নাই। কিন্তু দর্‌চেষ্টারকে কি তিনি চিন্‌তে পার্‌বেন না? সে পাপিষ্ঠকে তিনি ত' জানেন;—তাকে ত তিনি দেখেছেন?—তবু কি চিন্‌তে পার্‌বেন না? সে ধূর্ত্ত অনেক রকম ছদ্মবেশ ধরে। তত দূর থেকে একটা লোকের ছদ্মবেশ ধোরে বাহির করা কি বড় একটা সহজ কর্ম্ম? নৌকাখানা এথেনীর দিকেই আস্‌ছে, কাউন্ট লিবর্ণো যদি সেটী বুঝ্‌তে পেরে থাকেন,—আমার পত্রখানি যদি পাঠ কোরে থাকেন, তা হোলেও কি তাঁর মনে সন্দেহ হবে না? যাদের কথা আমি লিখেছি,—যে বিপদের আশঙ্কায় আমি কাতর, ঐ নৌকাখানার গতি দেখে রাজপুত্র কি তাও বুঝ্‌তে পার্‌বেন না? কেমন কোরেই বা পার্‌বেন? চিঠীতে আমি মোটামুটি কথাই লিখে দিয়েছি। এত শীঘ্রই যে বিপদটা এসে পোড়্‌বে, বিবেচনা কর্‌বার সময় পাবেন না, তাই বা তিনি কেমন কোরে জানবেন?

ক্ষণকালের মধ্যে বিদ্যুদ্গতিতে এই সব দুর্ভাবনা আমার হৃদয়কে যেন তরঙ্গাকুল কোরে তুল্লে। সেই দুখানি তরণীর দিকে নির্নিমেষে আমার নেত্র তখন নিবদ্ধ। ওঃ! সহসা আকস্মিক আনন্দে আমার হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠ্‌লো। পলকমধ্যেই ময়ূরপঙ্খীর গতি ফিরে দাঁড়ালো। নৌকাখানা পাশ কাটিয়ে চোলে এসেছে, তখনই তখনই গতি ফিরিয়ে কাউন্ট লিবর্ণো নৌকার একজন লোককে ডাক্‌লেন। নৌকাখানাও ধীরে ধীরে সেই দিকে চোল্লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কাছাকাছি হলো। তখন আমার হৃদয়ে আর আহ্লাদ ধরে না। পূর্ণানন্দে প্রফুল্ল হয়ে মনে মনে আমি বোল্লেম, "আর ভয় নাই! তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন!"

হঠাৎ একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হলো। স্বর বোল্‌ছে, "যদি ওরা ফিরে যায়, তা হোলে আপ্‌নি কি কোর্‌বেন?"

স্বর শুনেই বুঝ্‌লেম, ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ আওয়াজে দুরন্ত লানোভারের কণ্ঠস্বর। মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লেম। কাপ্তেন দুরাজ্জোর কাছে কাকুতি মিনতি কোরে, লানোভার কত কি আব্দার কোচ্চে;—আমার দিকে পেছোন ফিরে রয়েছে। আমি কিছু দেখ্‌ছি কি শুনছি, কিছুই জানতে পাচ্চে না।

"আমি কি কোর্‌বো?"—তাচ্ছিল্যভঙ্গীতে—ঔদাস্যভাবে দুরাজ্জো বোল্লেন, "আমি কি কোর্‌বো? এমন্ মনে কোরো না তুমি, একখানা নৌকা পাঠিয়ে দিয়ে ঐ সকল লোককে আমি ধোরে আনাবো;—তা আমি পার্‌বো না। ঐ সব রণতরী এখানে উপস্থিত। লুঠতরাজের স্থান এ নয়। আমরা তাদের তোপের মুখে রয়েছি। বুঝ্‌লে লানোভার? তা আমি পারবো না। যদিও আমি টাইরল মেরেছি, একথা সত্য, কিন্তু দেখ, দুখানা বড় বড় রণতরী, আর একখানা স্লুপ। এমন অবস্থায় এমন সুন্দর জাহাজখানি আমি হারাবো, আমার লোকগুলি সব মারা পোড়্‌বে, তা আমি কখনই পারবো না। আমি পাগল নই, তেমন পাগল তুমি আমাকে ঠাউরো না।"

বিরক্তভাবে তুরাজোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তবে এখন উপায় কি ?"

"উপায় তুমি বুঝ ;—ওটা তোমারই কাজ। আমার সঙ্গে যে কথা ছিল, তা আমি কোরেছি ;—এথেনীকে আমি এখানে এনেছি। তুমি এখন তাদের এখানে ধোরে দিতে পাত্তে, তা হোলে আমি রাখ্‌তে পাত্তেম। আরও ঐ সব রণতরী যদি এখানে না থাকতো, তা হলেও বরং নৌকাখানা আমি ধোরে আনতেম। এ অবস্থায় আমি কি কোত্তে পারি ? তুমি আমাকে অসাধ্য সাধন কোত্তে বোল্‌তে পার না। পাগল ভিন্ন এমন অসমসাহসী কাজ অপর আর কেহই কোত্তে পারে না।"

তুরাজোর কাছ থেকে লানোভার তখন সোরে গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরালে। সে সময় আমিও অমনি সেদিক থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নিলেম। আবার দূরবীণ কোস্‌তে লাগ্‌লেম ;—দেখ্‌লেম, ময়ূরপঙ্ক্ষীর লোকের সহিত ঐ নৌকার লোকেদের বাক্যালাপ হোচ্চে। তখন আমার নিশ্চিত প্রত্যয়, সপরিবার সার্ মাথু নিরাপদে রক্ষা পেলেন। আড়ে আড়ে আর একবার লানোভারের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। লোকটা তখন ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেছে। তার মনের ভিতর তখন কি, সেটীও আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। লানোভার ভাবছে, নৌকাখানা সরাসর এথেনীর দিকে আস্‌বে, কিম্বা লেগ্‌হরণেই ফিরে যাবে, নিশ্চয় কোত্তে পাচ্চে না। সহসা কাপ্তেন তুরাজোকে সম্বোধন কোরে কুঁজোটা জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কিন্তু যদি তারা এই জাহাজে এসে উঠে, তা হোলে আপনি তাদের আটক রাখ্‌বেন ?"

"অবশ্যই রাখবো। মুহূর্ত্তমধ্যেই সব পাল খাটিয়ে দিব। বাতাস বোদ্‌লে গেছে। আমাদের পক্ষে অনুকূল। বাতাসের মত আমরা উড়ে যাব। রণতরীর লোকেরা মনে কোরবে সাধ কোরে বেড়াতে এসেছিল, শীঘ্র শীঘ্র চোলে গেল। রণতরীর তোপের মুখ ছাড়িয়ে পোড়তে পাল্লে, আর আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। তার পর যে যা মনে ভাবে, ভাবুক, কিছুতেই আমি ভয় রাখি না। বুঝ্‌লে লানোভার ? সোজাপথেই আমি কাজ করি, তা তুমি এখন বুঝ্‌তে পাল্লে ? বল তুমি,—তুমিও ত নির্ব্বোধ নও,—তোমারও ত বিবেচনা আছে,—বল দেখি, আমি কি অসাধ্যসাধন কোত্তে পারি ?"

লানোভার আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লে, "হাঁ, তা বটে,—তা বটে।"—ঐ রকম থতমত খেয়ে কুঁজোটা আবার দূরবীণ ধোরে ময়ূরপঙ্ক্ষীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

আমি দেখ্‌লেম, ময়ূরপঙ্ক্ষীর সঙ্গে সেই ছোট নৌকাখানা ফিরে চোল্লো। লেগ্‌হরণের দিকেই গতি। আ ! জগদীশ ! আমার আনাবেল রক্ষা পেলেন !

আর তখন লানোভারের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে আমার সাহস হলো না। যদি চাই, আনন্দপুলকে আমার মুখ তখন প্রফুল্ল, লানোভার তা দেখ্‌তে পাবে ;—হয় ত মনে কোর্‌বে, কাউন্ট লিবর্ণো এথেনী জাহাজে এসেছিলেন, হয় ত আমি দেখা কোরেছি,—হয় ত কি পরামর্শ কোরেছি, এই ভেবে সেদিকে আর চাইলেম না।

মানসিক যন্ত্রণায় যেন ছট্‌ফট্‌ কোত্তে কোত্তে, লানোভার যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে তাড়াতাড়ি বোল্লে, "হায় হায় হায়! তারা পালিয়ে গেল! তারা পালিয়ে গেল!"

আমি অম্‌নি সেই সময় আড়ে আড়ে কটাক্ষপাত কোরে দেখ্‌লেম, লানোভার চুপি চুপি কাপ্তেন হুরাজোকে কি কথা বোল্‌ছে।

উচ্চকণ্ঠে কাপ্তেন হুরাজো বোল্লেন, "না মহাশয়! অসম্ভব কথা। আমি নিজে তাঁকে কেবিনের ভিতর আটক কোরে রেখেছিলেম।"

তখন আমি বুঝ্‌লেম, লানোভার আমারই কথা বোল্‌ছিল। আমি হয়ত কাউন্ট লিবর্ণোর সঙ্গে দেখা কোরেছি,—ষড়যন্ত্র কোরেছি, সেই কথাই লানোভার কাপ্তেন হুরাজোকে বোল্‌ছিল। কেবল ঐ টুকুমাত্র বলা নয়,, হুরাজোকে সম্বোধন কোরে কুঁজোটা আরও বোল্‌তে লাগলো, "কাউন্ট লিবর্ণো হয় ত সার্‌ মাথু হেসেল্টাইনকে চিন্‌তে পেরেছে, একসঙ্গেই হয় ত লেগ্‌হরণে ফিরে গেল,—তা যাক্‌, দর্‌চেষ্টার আবার কাল আন্‌বে। কাল হয় ত আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হবে; কিন্তু—কিন্তু দর্‌চেষ্টার যদি নিজেই ধরা পড়ে?"

"সে ভয়ও আছে না কি?"—সবিস্ময়ে হুরাজো বোল্লেন, "সে ভয়ও আছে না কি? তা যদি থাকে, তবে ত আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। আমার এই লোকগুলি,—এই জাহাজখানি,—আমিও নিজে, সব কি আমি হারাব?—তোমার জুড়িদার দর্‌চেষ্টার যদি গ্রেপ্তার হয়, আমাদের কথা সে বোলে দিবে কি না, কে জানে?"

"না না, এ জাহাজের কথা সে বোল্‌বে না। আপনারা যে কি, তাও দর্‌চেষ্টার জানে না। আমি তাকে কেবল এই কথা বোলে দিয়েছি,—এই ভাবে চিঠী লিখেছি যে, যদি তাদের নৌকা কোরে বেড়াতে আন্‌তে পারে, গ্রীকপতাকাশোভিত এই সুন্দর জাহাজে নিয়ে আসে। তা ছাড়া আর কিছুই না।"

লানোভারের এই কথা শুনে কাপ্তেন হুরাজো বোল্লেন, "তা আচ্ছা, দেখা যাক্‌, গতিক যে রকম দাঁড়াবে, সেই রকমেই আমরা কাজ কোর্‌বো। কাল পর্য্যন্ত আমরা এখানে থাক্‌বো। তাড়াতাড়ি চোলে যাবার যদি কোন কারণ উপস্থিত না হয়, তা হোলে বরং আরও কিছুদিন এখানে অপেক্ষা কোত্তে পারি।"

আহ্লাদে আটখানা হয়ে লানোভার বোল্লে, "আঃ! তবে ভাল! কিছুদিন আপ্‌নি এখানে থাক্‌বেন? ওঃ! আপনার তবে ভারী অনুগ্রহ! আপনার শরীরে ভারী দয়া! তবে এখনও আমার আশা আছে!"

আমি যে নিকটে দাঁড়িয়ে আছি,—আমি সে সব দেখ্‌ছি,—সব শুন্‌ছি,—মনের আহ্লাদে লানোভার মাতোয়ারা, সে কথা তখন যেন ভুলেই গেল। সে হয় ত বুঝ্‌তে পাল্লে, তার কুচক্র ভেঙে দিবার জন্য জাহাজে কোনরকম গুপ্ত ষড়যন্ত্র হয় নাই, তবে আর কি! আমি শুন্‌লেমই বা। তাতে আর তার ক্ষতি কি? সেটা সে গ্রাহ্যই কোল্লে না। সে বুঝ্‌লে, এখনো জাহাজে আমি বন্দী; ভালমন্দ কোন ক্ষমতাই আমার নাই। তাই ভেবেই সে একরকম নিশ্চিন্ত। উত্তম,—তাই ভেবেই নিশ্চিন্ত থাকা ভাল।

তরণী দুখানি লেগ্‌হরণের দিকে চোল্লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বন্দরে প্রবেশ কোল্লে, আর দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। আমি তখন কেবিনে নেমে এলেম। দুঘণ্টা অতিক্রান্ত। সন্ধ্যা হয়ে এলো। ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আর ডেকের উপর উঠ্‌লেম না। আমার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখ্‌লে লানোভার পাছে দুরাজোর প্রতি কোন রকম সন্দেহ করে, সেই ভয়ে কেবিনের ভিতরেই বোসে থাক্‌লেম। দুঘণ্টা পরে সেই ছোক্‌রা চাকর প্রবেশ কোল্লে। বড় বড় রূপার থালে কোরে কমলা লেবু,—আঙ্গুর,—মিঠাই, ইত্যাদি নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী আমার সম্মুখে ধোরে দিলে। মধুরস্বরে বোল্লে, "কাপ্তেন দুরাজো এই সামান্য উপহারগুলি পাঠিয়েছেন, আপনি গ্রহণ করুন্। কাউন্ট লিবর্ণো এখান থেকে গিয়েই, ঝাঁকা ঝাঁকা ফল,—ভাল ভাল সরাপ, আরো নানারকম মিষ্টান্ন, আমাদের কাপ্তেনকে উপহার পাঠিয়েছেন। জাহাজ দেখ্‌তে এসে আমাদের কাপ্তেনের সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হয়েছেন, উপহারগুলি তারই নিদর্শন।"

বালক চোলে গেল। আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌লেম, কি ভাবের কি রকম উপহার। চিঠীতে আমি যা লিখেছি, কাউন্ট লিবর্ণো সদয়ভাবে সেই অনুসারেই কাজ কোর্‌বেন, অবশ্যই সুফল ফোল্‌বে, ফল উপহারেই সেই শুভ কার্য্যের ফলাফল আমি জান্‌তে পার্‌বো, সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। উপহারে তিনি আমারে জানালেন, সপরিবার সার্ মাথ্ নিরাপদ, দুরাত্মা দর্‌চেষ্টার বন্দী।

আর একঘণ্টা অতীত। দুরাজো নিজে আমার কেবিনে এলেন। আসন থেকে উঠে, আহ্লাদে ব্যগ্রভাবে আমি তাঁর দুখানি হাত ধোল্লেম। যে উপকার তিনি কোল্লেন, সাগ্রহ সানন্দকণ্ঠে তজ্জন্য তাঁর কাছে আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালেম। দুরাজো বোল্লেন, "ভুলিয়ে ভালিয়ে লানোভারকে আমি সহরে পাঠিয়েছি। গোপনে কলে কৌশলে দর্‌চেষ্টা-রের সঙ্গে দেখা কোত্তে বোলে দিয়েছি। লানোভার যে সেখানে গেল, সার্ মাথ্ অথবা আর কেহ সে কথা কিছুমাত্র জান্‌তে না পারেন, সে পক্ষে তাকে বিশেষ সাবধান হোতে বোলেছি। লানোভার রাজী হয়েছে;—রাজী হয়েই চোলে গেছে। গিয়েই শুন্‌বে, চক্রজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে,—দর্‌চেষ্টার গ্রেপ্তার হয়েছে। আমি কেমন কোরে এ সব কাণ্ড জান্‌লেম, সে কথা যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, কাউন্টের সেই উপহারগুলিই যেন ঐ কথা আমাকে বোলে দিয়েছে।"

"লানোভার কি আবার এ জাহাজে ফিরে আস্‌বে?"

"তা আমি জানি না। যে মৎলবে আসা, সে মৎলব ত উড়ে গেল। এখন আর তার আসা না আসা সমান কথা। আর আসা নিরর্থক। একঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে, একঘণ্টার মধ্যেই নৌকাখানা ফিরে আস্‌বে। কি হয়, তখনই তুমি শুন্‌তে পাবে।"

এই সব কথা বোলেই, দুরাজো অতি চঞ্চলভাবে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ সেই ছোক্‌রা চাকরটী এসে, আমার আহারের আয়োজন কোরে দিলে। সেদিন আমি মনের সুখে আহার কোল্লেম। প্রচুর পরিতোষ। এখেনী জাহাজে উঠে অবধি

তেমন ক্ষুধা,—তেমন পরিতোষ, মুহূর্ত্তের জন্যও আমি অনুভব করি নাই। একঘণ্টার মধ্যেই ডুরাজো ফিরে এলেন। তাড়াতাড়ি কেবিনের ভিতর এসেই তাড়াতাড়ি বোল্লেন, "লানোভার গ্রেপ্তার হয়েছে! লানোভারই হোক্ কিম্বা দরচেষ্টারই হোক্, কিম্বা হয় ত দুজনেই হোক্, আমাদের সব কথা প্রকাশ কোরে দিয়েছে। তারা বোলেছে, এই জাহাজের নাম এথেনী, আর এইখানাই বোম্বেটে জাহাজ! তিলমাত্রও আর দেরী করা হবে না। তোমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিই, এমন সময়ও নাই। এখনই আমরা পাল তুলে পালাবো।"

ঐ ইঙ্গিত কোরেই, কনষ্টান্টাইন অতি চঞ্চলপদে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন। ডেকের উপর এককালে বহুলোকের গুম গুম্ পদধ্বনি আমি শুনতে পেলেম। দড়ী টান্‌ছে,—নোঙ্গর তুল্‌ছে, সকল লোকেই শশব্যস্ত। কাপ্তেন ডুরাজো ঘন ঘন হুকুম জাহির কোচ্চেন। হঠাৎ একটা কামানের শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হলো। ছুটে আমি ডেকের উপর উঠ্‌লেম। সমস্ত পাল তখন বাতাসে ফুলে উঠেছে। জাহাজ চোল্‌ছে। আবার একটা কামানের শব্দ। ব্রিটিস রণতরীর কামান। কামানের গোলাটা আমাদের জাহাজের দশবারো হাত তফাতে এসে ঠিক্‌রে পোড়লো। কাপ্তেন ডুরাজো হুকুমের উপর হুকুম জারী কোত্তে লাগ্‌লেন। ভয় নাই,—বিশ্রাম নাই,—কম্প নাই, কিছুই নাই। স্থির,—প্রশান্ত,—গম্ভীর, সমভাবে অটল। ও দিকে তোপের উপর তোপ। ব্রিটিস রণতরীতে পাল তুলে দিয়েছে। সে তরীখানাও শন্ শন্ কোরে চোলে আস্‌ছে। ক্ষুদ্র-তরী স্লুপখানাও তীরবেগে ছুটেছে। ডুরাজোর কাছ থেকে কিছু দূরে আমি দাঁড়িয়ে, আমার সঙ্গে কথা কবার অবকাশ নাই, নূতন নূতন হুকুম প্রদানেই তিনি ব্যস্ত। এথেনী জাহাজে তোপের আওয়াজ হলো না। অনর্থক গোলা-বারুদ নষ্ট করা কাপ্তেন ডুরা-জোর ইচ্ছাই হলো না। এথেনী তখন নক্ষত্রবেগে ছুটেছে। রণতরীর নিকট থেকে অনেকদূর গিয়ে পোড়েছে। তিনখানা রণতরীতে তোপের উপর তোপ। এথেনীর গায়ে একটী আঁচড়ও লাগ্‌লো না। সন্ধ্যা হলো। ক্রমশই ঘোরতর অন্ধকারে সমুদ্রবারি সমাবৃত। বাতাস ক্রমশই প্রবল। আকাশময় মেঘ। ঝড় উঠ্‌বার পূর্ব্বলক্ষণ।

ডুরাজোর হুকুমে নাবিকেরা এককালে ছোট বড় সমস্ত পাল টাঙিয়ে দিলে। জাহাজ যেন নক্ষত্রগতিতে ছুটে চোল্লো। জলের উপর যেন সাঁ সাঁ কোরে উড়্‌তে লাগ্‌লো। ফরাসী স্লুপ অনেকদূরে একটু একটু দেখা যাচ্চে। ব্রিটিস রণতরী এককালে অদৃশ্য। প্রায় একঘণ্টা অতীত। ডুরাজো একবার তাড়াতাড়ি কেবিনের ভিতরে নেমে গেলেন, আমার গা ঘেঁসেই গেলেন। তাড়াতাড়ি যাবার সময় আমার কাণে কাণে বোলে গেলেন, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি নীচে এসো।"

পাঁচ মিনিট এদিক্, ওদিক্ কোরে, আমিও আমার কেবিনে নেমে গেলেম। ছোক্‌রাটী সেই সময় আমার কাছে এসে, নম্রভাবে বোল্লে, "কাপ্তেন ডুরাজো আপনাকে ডাক্‌ছেন। আসুন, এক গ্লাস সরাপ খাবেন।"——আমি আর বিলম্ব কোল্লেম না। আমন্ত্রণ শুনেই

কাপ্তেনের কেবিনে প্রবেশ কোল্লেম। তাঁর কাছে গিয়েই বোস্‌লেম। গম্ভীরভাব ধারণ কোরে তুরাজো বোল্লেন, "এতক্ষণ অবকাশ পাই নাই, যা যা হয়েছে, বলি শুন। আমারই নৌকা কোরে লানোভারকে আমি সহরে পাঠাই। নৌকার সারেঙকে জাহাজী পোষাক পোরে যেতে নিষেধ করি। বোলে দিই, লানোভারের কি ঘটে, তফাতে দাঁড়িয়ে দেখে আস্‌বে। সারেঙ দেখ্‌লে, একদল পুলিসের লোক এসে হঠাৎ লানোভারকে গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে চোল্লো। সারেঙ তফাতে তফাতে সঙ্গে সঙ্গে গেল। পুলিসের লোকেরা লানোভারকে পুলিসের ভিতর নিয়ে গেল। সারেঙ যখন নৌকায় ফিরে আসে, সেই সময় আর একদল পুলিসের লোক নৌকার কাছে এসে, ভয়ানক হুড়াহুড়ি আরম্ভ কোল্লে। আমার নাবিকেরা সকল রকমেই মজবুত, পুলিসের লোকদের মেরে, তারা দূর কোরে তাড়িয়ে দিলে। তাদের গায়ে একটুও আঁচড় লাগ্‌লো না। তারা তাড়াতাড়ি নৌকা বেয়ে জাহাজে এসে উঠ্‌লো। এখন তুমি সব জান্‌তে পাল্লে? লানোভার গ্রেপ্তার হয়েছে;—যে অপরাধেই হোক, পুলিসের হাতে ধরা পোড়েছে; বেশ হয়েছে। লোকটা যেমন পাজী, তারই উপযুক্ত প্রতিফল। আমার ত কিছুমাত্র দুঃখ হোচ্চে না।"

আমি বোল্লেম, "লানোভরের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। যত বড় গুরুতর দণ্ড হোক, তাই তার উপযুক্ত দণ্ড। কনষ্টান্টাইন তুরাজো! আপ্‌নি আমার যে উপকার কোল্লেন, এ জন্মে আমি তার পরিশোধ দিতে পার্‌বো না।—জীবনে এ উপকার ভুল্‌তেও পার্‌বো না। কেবল আমার মুখের কথায় বিশ্বাস কোরে, আপনি আমার আশাতীত মহত্ত্ব দেখালেন। এখন আমি ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, যাতে কোরে আপনার কিছুমাত্র অপকার ঘটে, তেমন একটী সামান্য কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।—না, আমি কৃতঘ্নতা জানি না। ঈশ্বর করুন, সংসারে সর্ব্বপ্রকারেই আপনি সুখী হোন!"

কনষ্টান্টাইন ব্যগ্রভাবে আমার হস্তমর্দ্দন কোল্লেন। হৃদয়োচ্ছ্বাসে স্বরস্তম্ভ হয়ে গেল, একটীও কথা কইতে পাল্লেন না। চক্ষু দেখেই আমি বুঝলেম, তাঁর আনন্দ তখন অসীম। পরিশেষে তিনি পুনর্ব্বার আমার হস্তধারণ কোরে, পুলকিতস্বরে বোল্লেন, "আজ অবধি আমরা চিরমিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হোলেম।"

"হাঁ, তার আর কথা আছে? আমাদের এ বন্ধুত্ব চিরজীবনে যাবে না। কিন্তু—"

"হাঁ, এমন দিন আস্‌তে পারে, আমি যে বোম্বেটের সর্দ্দার ছিলেম, সে কথাও তুমি ভুলে যাবে।—একেবারে ভুল্‌তে না পার, স্মৃতিপথে ও কথাটা আর না আসে, অবশ্যই সে প্রয়াস তুমি পাবে। থাক্‌, এখন আর ও কথা নয়। আমাদের পাছু নিয়েছে। ফরাসী স্লুপ ছুটেছে;—ব্রিটিস রণতরীকে অনেক পশ্চাতে ফেলে এসেছি, কিন্তু স্লুপখানা তীরবেগে ছুটে আস্‌ছে। তার গতি অতিক্রম করা বড় সহজ হবে না। আচ্ছা, তা আসুক, দেখা যাবে। আমাদের অনেক দ্বার খোলা। একান্তপক্ষে যদি সব ফিকির ভেসে যায়, তাতেই বা ভয় কি? টাইরলের যে দশা কোরেছি, স্বহস্তে আমার এথেলীরও সেই দশা কোর্‌বো। কিন্তু প্রিয়বন্ধু! আমার কথাগুলি ভাল কোরে শুন! তেমন তেমন

যদি ঘটে, তোমাকে তৎক্ষণাৎ নামিয়ে দিব। সংসারে তুমি সুখে সচ্ছন্দে থাক, ঈশ্বরের কাছে এই আমার একান্ত প্রার্থনা। এখন আমি ডেকের উপর চোল্লেম, তোমার যদি যাবার ইচ্ছা থাকে, একটু পরেই আস্‌তে পার। তোমায় আমায় এতদূর সন্তার, সাবধান, এটা যেন কেহ জান্‌তে না পারে। লোকে মনে কোচ্ছে, দৈবগতিকে লানোভার ধরা পোড়্‌লো,—তার চক্রান্ত ভেঙে গেল, লোকের মনে সেই ধারণা থাকাই ভাল।"—এই এই কথা বোলেই কাপ্তেন ছুরাজো তাড়াতাড়ি ডেকের উপর উঠ্‌লেন। একটু পরে আমিও ডেকের উপর।

দেখ্‌লেম, বাতাসের ভারী জোর। সমুদ্রে ভারী তুফান। বড় বড় তরঙ্গমালা যেন শ্বেতবর্ণ ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ কোচ্চে। চারিদিকে হুলুস্থুল। এত তুফানের মুখেও এথেনীর সমস্ত পাল তোলা। ফরাসী স্লুপখানিও সমস্ত পাল তুলে দ্রুতবেগে আস্‌ছে। কিন্তু অনেক তফাতে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার! মাথার উপর নিবিড় অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা আকাশময় গোড়িয়ে গোড়িয়ে বেড়াচ্চে।—ঝড় এলো, আর দেরী নাই। আধ ঘন্টার মধ্যে এত প্রবলবেগে ঝড় উঠ্‌লো যে, কাপ্তেন ছুরাজো খানকতক পাল নামিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। তথাপি এথেনীর বেগ অনিবার্য্য। আরও আধঘন্টা। এম্‌নি একটা দমকা এলো, আমার ভয় হোতে লাগ্‌লো, জাহাজখানা পাছে উল্‌টে পড়ে; মাস্তুল পাছে ভেঙে যায়। এথেনী কিন্তু সাঁ সাঁ কোরে চোলেছে। ছুরাজো তখন আরও কতকগুলো পাল নামাতে হুকুম দিলেন।

ফরাসী স্লুপ আর দেখা যায় না। বিলক্ষণ ঝড় উঠ্‌লো। ডেকের উপর জল আস্‌তে লাগ্‌লো। আমাদের সমস্ত অঙ্গবস্ত্র ভিজে গেল। ছুরাজো আমারে কেবিনে যেতে পরামর্শ দিলেন। আমি ভাব্‌লেম, কেবিনের ভিতর আরও বেশী বিপদ। ছুরাজোকে বোল্লেম, "ডেকের উপর থাকাই ভাল।"

ছুরাজো বোল্লেন, "রাত্রে ভয়ানক দুর্যোগ হবে। এখনই ত বিলক্ষণ ঝড়। খানিক পরে আমরা আর একখানিও পাল রাখ্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু ভয় কি? এথেনী অনেক বড় বড় ঝড় কাটিয়ে উঠেছে। কিছু ভয় নাই।"

গতিক দেখে আমি বোল্লেম, "সমুদ্রপথে নানা বিপদের সম্ভাবনা।"

"বিপদ কোথায় নাই? জলে স্থলে সর্ব্বত্রেই ত বিপদ! আমার এই সুন্দর জাহাজ, এমন সব সুশিক্ষিত মাঝিক, এমন সব—"

"আর এমন সুদক্ষ কাপ্তেন। বিপদের সম্ভাবনা কম বটে।"

ছুরাজোর ভবিষ্যৎবাণীই ফোলে গেল। ভয়ানক ঝড়! পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠছে! রাত্রি ঘোর অন্ধকার! সেই অন্ধকারে শ্বেতবর্ণ ফেনপুঞ্জ যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ছে। ঘোর অন্ধকারে ভীষণ তরঙ্গে সমুদ্র যেন তোল্‌পাড় হয়ে যাচ্ছে! ছুরাজো আবার আমার কাছে এলেন। তাঁর মুখে আমি শুন্‌লেম, আমরা তখন যে জায়গায় গিয়ে পোড়েছি, তার একদিকে এল্‌বাদ্বীপ, অপরদিকে কর্সিকা।

হুহুশব্দে জাহাজে জল উঠ্ছে। জাহাজী লোকেরা প্রাণপণ যত্নে, সচঞ্চলে জলসিঞ্চন কোচ্চে। জাহাজের ভিতর থেকে জলতোলা দমকল দড়ী বেঁধে টেনে তুল্লে। কলে দম দিয়ে, সকলেই জলসিঞ্চন কোত্তে লাগ্লো;—সকলেই ভয়াকুল, সকলেই শশব্যস্ত। কাপ্তেন দুরাজো মধ্যে মধ্যে এক একবার কেবিনের ভিতর নেমে যাচ্ছেন, সমুদ্রপথের ম্যাপ দেখে দেখে আস্ছেন। এথেনী তখন যে পথে গিয়ে পোড়েছে, ভূমধ্যসাগরের সে পথে—সে দিকে তৎপূর্ব্বে আর কখনো যায় নাই। নূতন জায়গায় কোথায় কি আছে, কোথায় ডুবোপাহাড়, কোথায় চড়া, মাঝে মাঝে ম্যাপ দেখে দেখে দুরাজো সেটী স্থির কোচ্চেন। লোকেরা ক্রমশই ক্লান্ত হয়ে পোড়্লো, জাহাজের জল কিছুতেই কমে না, দুরাজো নিজেই দম্‌কল চালাতে আরম্ভ কোল্লেন। আমিও আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না;—আমিও দম্‌কল চালনে প্রবৃত্ত। নাবিকেরা সকলেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বিস্ময়াপন্ন। আমি বন্দী, অথচ আমি এথেনীর মঙ্গলচেষ্টা কোচ্চি, লোকগুলি যাতে বাঁচে, জাহাজখানি যাতে বাঁচে, সাধ্যমত যত্নে তার জন্যে আমি আকিঞ্চন পাচ্চি, তাই দেখে জাহাজের সমস্ত লোক সবিস্ময়ে পরস্পর কাণাকাণি কোত্তে লাগ্লো।

রাত্রি প্রায় একটা। হঠাৎ একটা ভয়ানক ধাক্কা খেয়ে, জাহাজখানা আগা থেকে তলা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্লো;—জলের উপর এথেনী যেন ঘূর্‌পাক খেতে লাগ্লো। একবার একটু স্থির হলো, ঘূর একটু থাম্লো,—কাঁপ একটু থাম্লো, আবার ধীরে ধীরে একটু এগিয়ে চোল্লো। পাহাড়ের উপর আট্‌কে গেল!—পাহাড় কিম্বা চড়া, তা তখন কিছুই বুঝা গেল না। হালের কাছে যে লোকটা বোসে ছিল, ভয়ানক ধাক্কা খেয়ে,সেই লোক তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে ঘূরে পোড়্লো। হাল ভেঙে গেল। তখন আর বাগ ফিরায় কে? এথেনী তখন যেন রণবেশে মোরিয়া! চড়ায় ঠেকেছে, হাল নাই, এথেনী যেন মাতালের মত নাচ্‌তে লাগ্লো। সমূহ বিপদ উপস্থিত! দুরাজো তখন আর একবার কেবিনের ভিতর ম্যাপ দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, হঠাৎ ঐ ভয়ঙ্কর খবর পেয়েই ব্যস্ত হয়ে ডেকের উপর ছুটে এলেন। দেখ্লেন, হুলুস্থুল ব্যাপার। বড় বে-গতিক। তেমন সুশিক্ষিত কাপ্তেন অকস্মাৎ কেন এমন মহাবিপদে পোড়্লেন, কেনই বা বড় বে-গতিক ভাব্লেন, তার কারণ ছিল। পূর্ব্বেই বোলেছি, ভূমধ্যসাগরের সে পথে এথেনী আর কখনও যায় নাই; তা ছাড়া, সমুদ্রের যেস্থলে সেই চড়া, চড়া কিম্বা চোরা পাহাড়, যাই হোক্, যেখানে সেটা আছে, ম্যাপে সে স্থলে কোন চিহ্ন দেওয়া ছিল না;—ম্যাপ দেখে দুরাজো সে স্থলের কিছুই নিরূপণ কোত্তে পারেন নাই। সে অবস্থায় সেরূপ স্থলে কাপ্তেনের কি দোষ? অজানাপথে জলের ভিতর কোথায় কি রকম অবরোধ, সেসব তত্ত্ব জানা না থাক্‌লে, অবশ্যই এই প্রকার বিপদ ঘটে। দৈববিপদ।

সকলেই হতবল, হতবুদ্ধি। জাহাজের হাল ভাঙা;—হালের বদলে নাবিকেরা আর একটা লম্বা চওড়া কাঠ জুড়ে দিলে, তাতেও কি রক্ষা হয়? দশমিনিটের মধ্যেই মহাবিপদ উপস্থিত। জাহাজের মাথার দিকে একজন লোক অকস্মাৎ পরিত্রাহি চীৎকার কোরে উঠ্লো। আমারে সম্বোধন কোরে, বিপদকম্পিত সন্ত্রস্তস্বরে দুরাজো বোলে উঠ্লেন, "ভাই উইলমট! সর্ব্বনাশ

হয়ে গেল!—আমরা মোলেম! হায় হায়! কিছুতেই আর রক্ষা দেখ্‌ছি না! আর উপায় নাই! চোরা পাহাড়ের উপর জাহাজ আট্‌কেছে!”

তুরাজোর কথা শেষ হোতে না হোতেই, ভয়ঙ্কর বজ্রশব্দে সেই পাহাড়ে জাহাজে মহাযুদ্ধ! কোন দিকেই কিছু দেখা যায় না। যেদিকে চাই, সেই দিকেই যেন বড় বড় তূলোর বস্তা! প্রবল বাত্যাতাড়িত ভীষণ ভীষণ তরঙ্গমুখে রাশি রাশি ফেনপুঞ্জ উদ্গীরিত! এথেনী গতিশূন্য! আবার ভয়ঙ্কর শব্দ! সমুদ্রের ভিতর থেকে যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাচীর উঠেছে,—সজোরে সেই প্রাচীরে এথেনী যেন ধাক্কা খেয়েছে, বজ্রতুল্য নিদারুণ শব্দে—ঠিক যেন সেই রকম অনুমান হলো। জাহাজের উপর পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ আস্‌ছে। কে কোথায় কি কোচ্চে, কে কোথায় কি অবস্থায় আছে, কিছুই আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। জীবনে হতাশ হয়ে, প্রাণ-পণ যত্নে মাস্তুলের একগাছা দড়ী ধোল্লেম;—বাতাসের জোরে,—তরঙ্গের তাড়নে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাচ্ছি না, দাঁড়াবার অবলম্বন ভেবে দড়ীগাছটা ধোল্লেম;—খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বার চেষ্টা কোল্লেম। বৃথা চেষ্টা!—পাল্লেম না;—কিছুতেই তাল সামলাতে পাল্লেম না। হাত থেকে দড়ীগাছটা খোসে গেল;—আমি ঝুপ কোরে সমুদ্রের জলে পোড়ে গেলেম! নরপিশাচ লানোভার যখন আমারে কুলীজাহাজে চালান কোরেছিল, ভয়ানক ঝড়ে তখনো জাহাজডুবী হয়েছিল;—সে বিপদও সামান্য বিপদ নয়, কিন্তু এতবড় ঝড়,—এত বড় ঢেউ, আর কখনো আমি দেখি নাই। সমুদ্র তোল্‌পাড় হোচ্ছে প্রাণের আশা পরিত্যাগ কোল্লেম। সমুদ্রের তুফানে সাঁতার দেওয়া যদি সম্ভব হয়, তা হোলে সেই রকমেই সেই প্রবল তরঙ্গে আমি সাঁতার দিচ্ছি। ভয়ানক তরঙ্গাঘাতে এক একবার অতলজলে তলিয়ে যাচ্ছি, তরঙ্গবেগে আবার এক একবার ভুস্ কোরে ভেসে উঠ্‌ছি। এক ঢেউতে কত দূরদূরান্তরে নিয়ে ফেল্‌ছে,—কতদূর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রবক্ষে আমি উলুটি পালুটী খাচ্ছি! আবার আর এক ঢেউতে উল্‌টে পাল্‌টে আর এক জায়গায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক ঠাঁই দেখ্‌লেম, পায়ে যেন বালী ঠেক্‌লো। মনে কোল্লেম, কিনারা পেয়েছি। ঢেউ আমারে যেন দয়া কোরেই কিনারায় এনে ফেলে দিয়েছে। শরীরে সামর্থ্য নাই, অথচ প্রাণের মায়ায় মোরিয়া। যথাশক্তি জল কেটে কেটে ছুট দিলেম। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ, ঢেউয়ের সঙ্গে আমি! ঢেউও ছুটেছে, আমিও ছুটেছি;—কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তবুও ছুট্‌ছি! কিনারা পেলেম। মনের ভিতর অন্ধকার আশা!—আর চলৎশক্তি থাক্‌লো না। সেইখানেই হুমড়ি খেয়ে পোড়ে গেলেম।—অসাড় অস্পন্দ! যেমন পড়া, অমনি অজ্ঞান!

যখন অল্প অল্প চৈতন্য হলো, তখন অল্প অল্প চেয়ে দেখি, কে একজন যেন আমার মুখের কাছে নীচু হয়ে, সস্নেহনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন;—আশ্বাসবচনে যেন কিছু মিষ্টকথা বোল্‌ছেন। প্রথম দেখেই চিন্‌তে পাল্লেম না। চক্ষে যেন ঝাপ্‌সা আস্‌ছিল। একটু পরেই ভাল কোরে চেয়ে চেয়ে শেষকালে চিন্‌লেম, কাপ্তেন তুরাজো। সঙ্গে সেই পরমসুন্দর ছোক্‌রাটী। আর সব লোক কোথায়? সেই সুন্দরী তরণীখানি কোথায়? মনে মনে আন্দোলন কোচ্ছি,—মনে মনে প্রশ্ন কোচ্ছি,—মনে মনে আক্ষেপ কোচ্ছি। এত লোক

সব কোথায় গেল ? সুন্দরী এথেনী,—কোথায় এখন সুন্দরী এথেনী ? হায় হায় ! সব গেছে ! তুরাজোর মুখে শুন্‌লেম, সব গেছে ! কেবল আমরা তিনটী প্রাণী রক্ষা পেয়েছি ! হায় হায় ! সুন্দরী এথেনীখানি এককালে চুর্‌মার হয়ে গেছে ! কেবল খানকতক টুক্‌রো টুক্‌রো কাঠ ছিন্নভিন্ন হয়ে অন্ধকার সাগরের জলে ভাস্‌ছে !

তরঙ্গ আমাদের যেখানে তুলে দিয়ে গেল, শেষে জান্‌তে পাল্লেম, সেই স্থানের নাম কর্সিকাদ্বীপ। ধন্য জগদীশ ! মহাসঙ্কটে প্রাণ পেলেম। তিনজনেই আমরা প্রাণময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম। পরমেশ্বরের করুণায় আমরা যেন পুনর্জ্জীবন পেলেম।—পেলেম ত বটে, এখন যাই কোথা ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি,—অন্ধকারে যতদূর নজর চলে, চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, দূরে একটা আলো দেখা গেল।—বেশী দূর নয়, খানিকদূর গেলেই হয় ত লোকালয় পাওয়া যাবে, সেই ভরসায়, সেই আলো লক্ষ্য কোরে, তিনজনে আমরা সেই দিকেই চোল্লেম। পথে যেতে যেতে শুন্‌লেম, তুরাজোই সেই সুন্দর ছোক্‌রাটীর জীবন রক্ষা কোরেছেন। তুরাজো ভগ্নচিত্ত,—অতি বিষণ্ণ, নিতান্ত ম্রিয়মাণ। আহা ! যে এথেনীকে তিনি প্রাণের সঙ্গে ভালবাস্‌তেন, সে এথেনী গেল !—যে লোকগুলিকে তিনি তত স্নেহ কোত্তেন,—যে লোকগুলি তাঁর তত অনুগত ছিল, তারাও সব গেল !—তুরাজো মর্ম্মাহত।—এককালে নিরুপায় ! আহা ! তুরাজো ভেবেছিলেন, আর কিছুদিন জলপথে বেড়িয়ে, চিরজীবনের সম্বল সংস্থান কোর্‌বেন ;—আহা ! সেই ভবিষ্যৎ আশা এককালে জলশায়িনী !

যেদিক থেকে আলো আস্‌ছিল, সেই দিকে আমরা চোল্লেম। পায়ে পায়ে নিকটবর্ত্তী হোলেম। একটী গোলাবাড়ী।—এক বৃদ্ধ কৃষক সেই গোলাবাড়ীতে বাস করে ; পুরুষানুক্রমে বাস। পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধ নিজে, তার স্ত্রী, তিনটী ছেলে, আর দুটী মেয়ে। প্রাণের দায়ে সেই গোলাবাড়ীতে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। সমস্ত অঙ্গবস্ত্র ভিজে জাব, মাথার টুপী সাগরের জলে ভেসে গেছে,—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌ছে, জলমানুষের মত চেহারা ;—চেহারা দেখেই কৃষক বেশ বুঝ্‌তে পাল্লে, জাহাজডুবী। লোকটী বেশ দয়ালু। দয়া কোরে সে আমাদের আশ্রয় দিলে ;—সপরিবার ব্যস্ত হয়ে, আমাদের যথেষ্ট সেবাশুশ্রূষা কোল্লে ;—ছেলেদের শুষ্কবস্ত্র আমাদের পরিধান কোত্তে দিলে। কৃষকের একটী কন্যা আমাদের আহারের আয়োজন কোরে দিলে। ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে, আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার কোল্লেম। কন্যাটী যত্নবতী হয়ে, আমাদের এক একপাত্র সরাপ এনে দিলে। প্রয়োজনও হয়েছিল। তিনজনেই একটু একটু পান কোল্লেম। আরাম পেয়ে, শরীর অনেকটা সুস্থবোধ হোতে লাগ্‌লো।

কৃষকের কাছে তুরাজো সেদিন মিথ্যাপরিচয় দিলেন। তিনি বোল্লেন, "একখানি গ্রীক বাণিজ্যপোতে আমরা ছিলেম, ঝড়তুফানে সমস্ত লোক মারা গেছে, চড়ায় ঠেকে জাহাজও থামোকা মারা গেছে, কেবল আমরা তিনজন বেঁচেছি।"—আশ্রয়দাতা কৃষকের কাছে তুরাজো এইরূপ মনোমত পরিচয় দিলেন ;—জাহাজের একটা নূতন রকম নামও বোল্লেন। এথেনী অথবা ওথো,—সে দুই নামের কিছুই উল্লেখ কোল্লেন না। কৃষকের সঙ্গীর জন্মিবার কোন

কারণ ছিল না, সে অকপটে সেই সব কথাই বিশ্বাস কোল্লে;—সযত্নে আমাদের শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলে, আমরা শয়ন কোল্লেম। যে রাত্রিটুকু অবশিষ্ট ছিল, স্বচ্ছন্দে আমরা ঘুমালেম। ডুরাজো স্বচ্ছন্দে ঘুমাতে পাল্লেন কি না, ডুরাজোই তা বোল্‌তে পারেন. আমি কিন্তু সেই বিপদের রাত্রে কৃষকের গোলাবাড়ীতে স্বচ্ছন্দে ঘুমালেম।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনজনেই আমরা সেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হোলেম। জাহাজভাঙা কাঠকাটরা ভেসে ভেসে কিনারায় এসে লেগেছে। থানকতক ভাঙা তক্তা;—একখানা তক্তায় "এথো" নাম লেখা। ডুরাজো একদৃষ্টে সেই তক্তাখানার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লেন; তক্তাখানা টেনে আন্‌লেন;—তৎক্ষণাৎ একটা গর্ত্ত খুঁড়ে সমুদ্রকূলে পুতে রাখ্‌লেন। যে সাগর এথেনী খেয়েছে,—যে সাগর এথেনীজাহাজের মানুষগুলি খেয়েছে, ভাঙা তক্তাখানা সেই সাগরের জলে ফেলে দিলেন না কেন? আবার পাছে ভেসে আসে,—পাছে অন্যলোকে দেখ্‌তে পায়,—পাছে কোনরকম সন্দেহ করে, সেই জন্যই সমুদ্রকূলে গর্ত্ত খুঁড়ে পুতে রাখ্‌লেন। অহো! কেবল ঐ তক্তাভাঙা নয়,—সেই সঙ্গে পাঁচটা মানুষের মৃতদেহ; দেহগুলো ফুলে ফুলে ঢোল হয়েছে! পাঁচটার মধ্যে একটা সেই সহকারী কাপ্তেন নোটারাসের দেহ। কোনপ্রকার মূল্যবান সামগ্রী অথবা কোন সিন্দুকবাক্স কিম্বা তরণীস্থ অপর কোন প্রকার আস্‌বাব কিছুই সেদিকে ভেসে আসে নাই। সর্ব্বনাশের সূত্র হয় যেখানে,—এথেনীখানি চড়ায় লেগেছিল যেখানে, আমি একবার উদাসনয়নে সেই জায়গার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। জায়গাটায় কেবল অন্ধকার জলরাশি ধূ ধূ কোচ্চে!—কোথাও কিছু আছে, কিম্বা কোথাও কিছু ছিল, তার কোন চিহ্নও নাই!—নিশ্চলভাবে, বুকে হাত বেঁধে, কন্‌ষ্টান্টাইন ডুরাজো নিতান্ত বিষণ্ণনয়নে ক্ষণকাল নির্নিমেষে সেই দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। মন অত্যন্ত কাতর, মুখের ভাবে সেই কাতরতার সুস্পষ্ট পরিচয়;—চক্ষে কিন্তু একবিন্দুও জল নাই!

মৃতদেহগুলির গতি হয় কি? দেহগুলি টেনে টেনে আমরা এক জায়গায় জড় কোল্লেম; শার গেঁথে শোয়ালেম। তক্তার সঙ্গে একখানা পাল্ ভেসে এসেছিল, দেহগুলির গায়ের উপর সেই পালখানি চাপা দিলেম। কাতরবচনে ডুরাজো বোল্লেন, "দেরী হলো দেখ্‌ছি। এই অভাগাদের সমাধি দিয়ে যেতে হবে। তার পর—"

আর বোল্‌তে পাল্লেন না। তার পর ডুরাজো কি কোর্‌বেন,—তার পর ডুরাজোর কি অবস্থা হবে, সে ভাবনা অনন্ত;—তাঁর মনে অনন্ত। মনের ভাব আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। প্রশান্তবচনে আশ্বাস দিয়ে বোল্লেম, "ভাবনা কি? ফ্লোরেন্স ব্যাঙ্কে আমার অনেক টাকা জমা আছে;—যা কিছু প্রয়োজন হবে, আহ্লাদপূর্ব্বক সমস্তই আমি আপনাকে দিব।"

"সহস্র ধন্যবাদ!"—চকিতনয়নে চেয়ে, ব্যগ্রকণ্ঠে ডুরাজো বোল্লেন, "সহস্র ধন্যবাদ! প্রিয়মিত্র উইলমট! টাকা আমার দরকার হবে না;—টাকা আমার যথেষ্ট আছে। পকেটে অনেকগুলি মোহর ছিল;—সঙ্গে সঙ্গেই ছিল;—জাহাজডুবীর সঙ্কটে সেগুলি আমার হারায় নাই। মোহরগুলি আমার আছে, সেইগুলিই আমার শেষ সম্বল। সেইগুলি ছাড়া, আমার এথেনীর সঙ্গে আমার যথাসর্ব্বস্ব ভেসে গেছে!—আপাতত টাকার দরকার হবে না।

টাকার জন্য আমি ভাবছি না। ভাবছি কি জান,—অন্য ভাবনা এখন স্থান পায় না, আসল ভাবনাটা কি জান,—এর পর,—বুঝেছ কি আমি বোলছি?"

ঐ সব কথা বোলতে বোলতেই, সহসা সবলে কম্পিত হস্তে মনের আবেগে ডুরাজো আমার হস্তপেষণ কোল্লেন। লক্ষণেই মনোভাব পরিব্যক্ত। ডুরাজোর আসল ভাবনার ভাব বুঝতে আমার আর পলকমাত্রও দেরী হলো না। লিয়োনোরার ভাবনাতেই তিনি জগৎসংসার অন্ধকার ভাবছেন।

মুখপানে চেয়ে চেয়ে, প্রশান্তস্বরে আমি বোল্লেম, "অতদূর অবসন্ন হওয়া কনষ্টান্টাইন ডুরাজোর পক্ষে শোভা পায় না।"

"না,—তা পায় না;—যা তুমি বোলছো, তা ঠিক;—বিপদে অবসন্ন হওয়া কাপুরুষের কাজ। অন্য কোন নূতন উপায়ে নিশ্চয়ই আমি ভাগ্যবান্ হোতে পারবো।"

সে কথায় আমি কোন উত্তর দিলেম না। আমি তখন অন্য ভাবনা ভাবতে লাগলেম। এলেম কোথা?—কিরকম দেশ?—কর্সিকাদ্বীপ;—সমুদ্রের ঢেউ আমাদের কর্সিকাদ্বীপে তুলে দিয়েছে। কর্সিকাদ্বীপ কি রকম? হঠাৎ দেখলে ত মরুভূমি বোলেই বোধ হয়। যতটুকু দেখলেম, সমস্তই ত জনশূন্য, শস্যশূন্য মরু! কেবল ঐ গোলাবাড়ীর নিকটবর্ত্তী বড় জোর তিন শ বিঘা জমী সম্ভবমত উর্ব্বরা। তা ছাড়া সমস্তই ত মরুময়। ভাব কি? গোলাবাড়ীর প্রায় এক মাইল দূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম।—ঘন ঘন বসতি নয়, নিকট নিকট লোকালয় নয়,—এখানে ওখানে ঠাঁই ঠাঁই খানকতক ছোট ছোট বাড়ী। গ্রামের মাঝখানে একটী গির্জ্জার চূড়া। আর একদিকে আরও খানিক তফাতে একটা সুবিস্তৃত পুরাতন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। ঠাঁই ঠাঁই কেবল দুটী একটী বৃক্ষের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ভাব কি?

সমুদ্রতীর থেকে আমরা গোলাবাড়ীতে ফিরে এলেম। আহারাদি কোল্লেম। মৃতদেহগুলির সমাধির কিরূপ ব্যবস্থা করা হবে, ডুরাজো সেই কথা ঐ কৃষকটীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। কৃষক অতি দয়ালু, সে তৎক্ষণাৎ সুব্যবস্থা কোরে দিলে। নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাদ্রী থাকেন, সংবাদ দিয়ে কৃষক একজন পাদ্রী ডেকে আনলে;—পাদরীসাহেব সমুদ্রকূলে উপস্থিত হয়ে, পদ্ধতিমত উপাসনামন্ত্র পাঠ কোল্লেন। প্রয়োজনমত লোকজন প্রস্তুত;—সমুদ্রকূলেই সমুদ্রমগ্ন পাঁচটী মৃতদেহের অন্তিম সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করা হলো। ডুরাজো, আমি আর সেই ছোকরাটী, তিনজনেই বিমর্ষচিত্তে সেই সমাধিস্থলে উপস্থিত ছিলেম।

ত্রিপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

প্রাচীন ধর্ম্মশালার ধ্বংসাবশেষ।
সেণ্ট বর্থল্মিউ।

গোলাবাড়ীতে ফিরে গেলেম। সন্ধ্যাকাল, বৃদ্ধ কৃষকটী সপরিবার আমাদের ঘিরে বোস্‌লো। তাদের বৈঠকখানাতেই আমরা বোসেছি। কৃষকটী অশিক্ষিত নয়, ব্যবহারেও অতি অমায়িক, জানাশুনাও বিস্তর আছে,—হৃদয়ও দয়াধর্ম্মপরিশূন্য নয়। বিশেষতঃ যেরূপ যত্ন কোরে অসময়ে সে আমাদের আশ্রয় দিলে, তাতে কোরে তার প্রতি আমার ভক্তির সঞ্চার হলো, এ কথা বলা বাহুল্য। কথোপকথন চোল্‌ছে, সেই অবসরে আমি চতুষ্পার্শ্বের মরুভূমির কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। অতদূর বিস্তৃত ভূভাগ কি জন্য পতিত হয়ে রয়েছে, কি জন্য জনশূন্য, লোকালয়শূন্য, বিশেষ বৃত্তান্ত জানবার কৌতূহল জন্মালো, সেই কারণেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম। আমার আগ্রহ দেখে, কৃষক একটী গল্প আরম্ভ কোল্লে:—

"পূর্ব্বে ঐ স্থানে উদাসীনসম্প্রদায়ের একটী সুবিস্তৃত ধর্ম্মশালা ছিল। স্থূলকথায় উদাসীনের মঠ। সেই ধর্ম্মশালাটী সেণ্ট বর্থলমিউমঠ নামে প্রসিদ্ধ। তত বড় ধর্ম্মশালা এই কর্সিকাদ্বীপের মধ্যে আর কোথাও ছিল না। যেমন সুবিস্তৃত, তেমনি সুপ্রসিদ্ধ, তেমনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন। কেবল কর্সিকাদ্বীপেই সেই মঠের প্রসিদ্ধি ছিল, এমন নয়, সমস্ত ইউরোপখণ্ডের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। দেবোত্তর জমী,—আসবাবপত্র,—তৈজসপত্র,—অতিথিসেবার বন্দোবস্ত, সর্ব্বপ্রকারেই সেণ্ট বর্থলমিউ মঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোলে গণনীয়, বিদেশী পথিক লোক সেই ধর্ম্মশালায় অবিরোধে আশ্রয় পেতো,—যত্ন পেতো,—আহার পেতো, সেই সব কারণেই সেই ধর্ম্মশালার সুযশ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। যেখানে এখন সেই সুপ্রসিদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তার নিকটস্থ কোন সমুচ্চ ভূমির উপর দাঁড়ালে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে, চারিদিকে যত পরিমিত ভূমিখণ্ড দেখা যায়, এক সময়ে সেই সমস্তই বর্থলমিউ ধর্ম্মশালার উদাসীনসম্প্রদায়ের দেবোত্তরভুক্ত ছিল। মণ্ডলীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের উপাধি লর্ড আবট। এক দিকে তিনি যেমন ধর্ম্মমন্দিরের মহাসম্ভ্রান্ত গুরু, অপরদিকে সেইরূপ মহাপরাক্রান্ত জায়গীরদার। শত শত বর্ষ পূর্ব্বে এই কর্সিকাদ্বীপে অত্যন্ত ডাকাতের উপদ্রব ছিল। ইটালী,—ফ্রান্স,—স্পেন, এই সকল স্থানের ডাকাতের দল সর্ব্বদাই কর্সিকাতে লুটপাট কোত্তে আস্‌তো। ধর্ম্মশালার নিরাপদের নিমিত্ত,—ডাকাতের উপদ্রব থেকে প্রজাপুঞ্জের রক্ষার নিমিত্ত, ধর্ম্মাধ্যক্ষ লর্ড আবট বহুপরিমিত সৈন্যসামন্ত রাখ্‌তেন। পরম্পরাগত ধারাবাহিক কিম্বদন্তী এইরূপ যে, অনেক সময়ে অনেক লর্ড আবট বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হোলে, ধর্ম্মানুগত দণ্ডমুকুট পরিত্যাগ কোরে, রণটোপ মাথায় দিতেন, বিপক্ষসমক্ষে উপস্থিত রণক্ষেত্রে তলোয়ার ধোরে দাঁড়াতেন। পূর্ব্বে সচরাচর ধর্ম্মযুদ্ধের

প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্থলমিউ ধর্ম্মশালার লর্ড আবট সেই সকল ধর্ম্মযুদ্ধের সময় আমাদের পুণ্যক্ষেত্র রোমনগরে দুই দুই শত অস্ত্রধারী সৈন্য প্রেরণ কোত্তেন। সেই সকল সৈন্য পোষণের যত কিছু ব্যয়, বর্থলমিউ মঠের লর্ড আবটেরা ধর্ম্মশালার আয় থেকেই প্রদান কোত্তেন। ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড যখন সুলতান সালাদিনের সঙ্গে সন্ধি করেন, সেই সময় থেকে ধর্ম্মশালার ঐরূপ সামরিক সাহায্য প্রথা বন্ধ হয়। বর্থলমিউ মঠের মহৎ কার্য্য বিস্তর ছিল। নানাদেশের লোক নানা সময়ে এই তীর্থে সমাগত হতেন। অতিথিসেবার ব্যবস্থা বড় চমৎকার ছিল। এই সকল কারণেই বর্থলমিউ মঠের ততদূর প্রসিদ্ধি।"

"কেনই বা না হবে?"—কৃষকের মুখে ঐ পর্য্যন্ত শুনে, চকিতস্বরে আমি বোল্লেম, কেনই বা ততদূর প্রসিদ্ধি না হবে? যে ধর্ম্মশালার ততদূর সৎকার্য্য,—ততদূর সৎসাহস,—ততদূর ধর্ম্মনিষ্ঠা,—ততদূর বদান্যতা, সে ধর্ম্মশালার ততদূর উচ্চখ্যাতি বিচিত্র কথা কি? কিন্তু ধ্বংস হলো কেন? তেমন মঙ্গলকর সুপ্রসিদ্ধ মঠের এমন শোচনীয় দুর্দ্দশা কি জন্য? তোমরা ত সকলেই রোমানকাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী, এরূপ স্থলে—এরূপ অবস্থায় তেমন হিতকরী ধর্ম্মশালা স্বচ্ছন্দে অক্লেশেই ত চিরস্থায়ী হোতে পাত্তো?—অমন শোচনীয়রূপে ধ্বংস হলো কিসে?"

"কিম্বদন্তী আমাদের সব জানা আছে। বেশী কথা বোল্লে, আপনারা যদি ক্লান্ত না হন, তা হোলে যেমন যেমন প্রবাদ এখানে প্রচলিত আছে—লেখাপড়া ইতিহাস যতদূর আমরা পেয়েছি, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই আমি গল্প কোরে বোলতে পারি।"

সাগ্রহে বক্তাকে আমি বোল্লেম, "অপরূপ কথা। আদ্যোপান্ত শ্রবণ কোত্তে আমার বিশেষ কৌতূহল। ক্লান্তিবোধ দূরে থাক্, আদ্যোপান্ত শ্রবণ কোত্তে আমার অধীর আগ্রহ!"

কৃষকপুত্রেরা অগ্নিকুণ্ডের উপর আবার খাতকতক গুঁড়ি গুঁড়ি কাঠ চাপিয়ে দিলে, আর এক শিশি সুরাপ এসে উপস্থিত হলো, গল্পকর্ত্তা গল্প আরম্ভ কোল্লে:—

"ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র জেনোয়া।—জেনোয়ার লোক এক সময়ে কর্সিকার রাজা হয়েছিল। এই কর্সিকাদ্বীপে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত রাজা হয়েছিলেন, জেনোয়ীদের মত ভয়ঙ্কর অসহ্য দৌরাত্ম্য আর কাহারও ছিল না। তাদৃশ অসহ্য অত্যাচার কর্সিকাবাসীরা আর কখনও সহ্য করে নাই। জেনোয়ীশাসন লৌহসম কঠিন;—মায়ামমতাপরিশূন্য;—দরিদ্রবিমর্দ্দন,—স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, ভয়াবহ নিষ্ঠুর! দেখতে পাচ্চি, আপনি অল্পবয়সে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত, আপনার কাছে আর বিশেষ পরিচয় কি দিব, ক্ষুদ্র জেনোয়া এক সময়ে সামুদ্রিক ব্যাপারে ভয়ানক প্রতিপত্তি লাভ কোরেছিল। যা মনে কোত্তো, তাই কোত্তো। বেশী কথা কি, তুরকের বড় বড় জাহাজের বহর মেরে নিতেও পেছু-পা হতো না। দুর্বৃত্ত জেনোয়াবাসীরা বহুকাল এই কর্সিকারাজ্য দখলে রেখেছিল। দেশের লোকেই দেশনষ্টের মূল। কর্সিকাদ্বীপের বড় বড় লোকেরা জেনোয়ার লোকের কাছে ঘুস খেয়ে, এককালে তাদের আজ্ঞাবহ অনুগত হয়ে পড়েন; স্বদেশীয় উপর দৌরাত্ম্যের প্রধান অত্যাচারী সহায় হন;—জেনোয়ীরা তাঁদের টাকার জোরে হাত কোরেছিলেন। জেনোয়ীদের অস্ত্রবলেও অনেক বড়লোক আততায়ী অত্যাচারী পক্ষে মিশে পড়েন। তাতেই জেনোয়ার লৌহদণ্ড কর্সিকাতে শত শত বর্ষ স্থায়ী হয়েছিল।

এই কর্সিকাদ্বীপে একটী অনেক দিনের প্রাচীন দুর্গ ছিল। সেই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। এখান থেকে বেশী দূর নয়, ঊর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ মাইল;—সেইখানেই দুর্গ ছিল। সেই ভগ্নদুর্গের সংলগ্ন জমিদারী এখন সেণ্ট বর্থলমিউ দেবোত্তরের স্বত্বের সামিল হয়েছে। বর্থলমিউ দেবোত্তরের স্বত্বাধিকার পুরুষানুক্রমিক,কিন্তু তা বোলে পুত্রপৌত্রাদি উত্তরাধিকারী থাক্‌লেই বর্থলমিউ দেবোত্তরের অধিকারী হবে, ঐরূপ নিয়ম ছিল না, এখনো নাই। বংশের মধ্যে যিনি সেই ধর্ম্মমন্দিরের লর্ড আবটের উপযুক্ত হয়ে, দণ্ডমুকুট ধারণ কোর্‌বেন, তিনিই বিষয়াধিকারী হবেন, এই প্রকার চিরানুগত প্রথা। যে ভগ্নদুর্গের কথা বোল্লেম, সেই দুর্গটী কর্সিকার এক প্রাচীন বনিয়াদীবংশের অধিকারে ছিল। বংশের আখ্যা মর্ণ্টিডিওরো। পূর্ব্বেকার কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরোগুলি মহাপরাক্রান্ত লোক ছিলেম। ঘন ঘন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ কোরেই মর্ণ্টিডিওরোবংশ খ্যাত্যাপন্ন। কর্সিকার প্রাচীন ইতিহাসে সেই খ্যাতি লিপিবদ্ধ। মনে করুন, আমি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের কথা বোল্‌ছি। সেই সময় যিনি এখানকার কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো উপাধিধারী ছিলেন, তাঁর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ছিল না;—পাপের পথে তিনি যা মনে কোত্তেন, তাই কোত্তেন। মাতাল,—লম্পট, চোর,—দাঙ্গাবাজ,—নরহন্তা, যা কিছু বলা যায়, তখনকার মর্ণ্টিডিওরো তাই! তিনি সমস্ত ভদ্রলোকের ঘৃণার পাত্র ছিলেন। আয় যথেষ্ট ছিল, তবু কিন্তু খরচে কুলাতো না। কর্সিকাদ্বীপে আধিপত্য বজায় রাখ্‌বার দুর্জ্জয় লোভে, জেনোয়াগবর্ণমেণ্ট সেই কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরোকে বিস্তর ঘুস দিয়েছিলেন। ঘৃণিত অপব্যয়ী কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো সেই ঘুসের লোভে জেনোয়ার পক্ষে সহায় হয়েছিলেন। তাতে কি তাঁর অভাবমোচন হয়েছিল? কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরোর অভাবমোচন?—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন যদি একদিনে কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরের হাতে এসে পোড়্‌তো, মাতলামীতে আর বেশ্যাবাজীতে কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো সেগুলি দিনকতকের মধ্যেই ফুঁকে দিতেন। কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরোর সর্ব্বদাই অভাব, সর্ব্বদাই অনটন,—সর্ব্বদাই টাকার দরকার। কোথা থেকে আসে? রাত্রিকালে বেরুতেন; সশস্ত্র দলবল সঙ্গে, রাত্রিকালে ঘোড়ায় চোড়ে বেরুতেন। অন্ধকার রাত্রে প্রতিবাসীদের গরু-বাছুর চুরি কোরে আন্‌তেন,—ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে আস্‌তেন, সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটী কথা কয়, কাহারও এমন সাধ্য ছিল না। রাজ্যমধ্যে একটী লোক কেবল দুর্জ্জয় মর্ণ্টিডিওরোর দস্যুসংগ্রামে বাধা দিতে পাত্তেন। তিনি আমাদের বর্থলমিউ ধর্ম্মশালার লর্ড আবট। কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো যখন যখন বর্থলমিউ দেবোত্তরে হানা দিতে আস্‌তেন, লর্ড আবটের সৈন্যসামন্তগণ তখনি তখনি মুখবর্ত্তী হয়ে, অসীমসাহসে সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো। কাটাকাটি রক্তারক্তি হয়ে যেতো। এই কারণে,—অবস্থাগত আরও কোন কোন কারণে, ধর্ম্মশালার লর্ড আবটের প্রতি কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো জাতক্রোধ ছিলেম। কি ছলে,—কি চক্রে, ধর্ম্মশালার দণ্ডমুকুটধারী চির-বৈরীকে জব্দ কোত্তে পারেন, আততায়ী মর্ণ্টিডিওরো সর্ব্বক্ষণ সেই পন্থাই অন্বেষণ কোত্তেন। কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো যেমন মাতাল,—যেমন লম্পট, তেমনি সাংঘাতিক প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত।

সকৌতুকে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "তুমি যে দেখ্‌ছি, কাউণ্ট মণ্টিডিওরোকে প্রকৃত কালান্তকমূর্ত্তিতেই পরিচয় দিচ্ছো!"

"সকলেই এই কথা বলে।"—গম্ভীরবদনে কৃষক উত্তর কোল্লে, "এ দেশের সকলেই এই কথা বলে। ফলতঃ সয়তানের যে প্রকার ঘোর কালো অন্ধকার ভীষণ মূর্ত্তি চিত্রিত, সয়তান হয় ত বাস্তবিক ততদূর অন্ধকার,—ততদূর পাপময় নাও হোতে পারে; কিন্তু তা বোলে কাউণ্ট মণ্টিডিওরোকে এর চেয়ে ভাল রঙে চিত্র করা যায় না। সেই ঘৃণিত আচরণে তাঁর পরম রূপবতী যুবতী পত্নী অকালে কবরশায়িনী হন;—একমাত্র পুত্র, সেটীও দেশত্যাগী হয়ে যায়। পিতার পাপাচরণে,—পিতার উপদ্রবে, মনে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল, একান্ত অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঊনিশ বৎসর বয়সে সেই পুত্রটী হঠাৎ নিরুদ্দেশ। তদবধি কেহ কখনো সেই পুত্রের কোন খবর পেয়েছে কি না, সে পক্ষেও বিলক্ষণ সন্দেহ। একটু পরে সে কথাটীও আমি আপনাদের বোল্‌ছি। এখন যা বোল্‌ছিলেম, তাই বলি।"

বক্তা এই সময় একপাত্র মদিরা চুম্বন কোরে, একটু আরাম কোরে নিলে;—আবার পূর্ব্ব সূত্র ধোরে নূতন কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো:—

"হাঁ, আমি বোলছিলেম, লর্ড আবটের প্রতি কাউণ্ট মণ্টিডিওরো জাতক্রোধ; সাংঘাতিক প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত। বর্থলমিউমঠের সমস্ত উপাসকসম্প্রদায়ের প্রতিই জ্বলন্ত প্রতিহিংসা বলবতী। জেনোয়াগবর্ণমেণ্ট সেই সময় ধনসঙ্কটে পড়েন;—টাকার অত্যন্ত খাঁক্‌তি। কর্সিকাদ্বীপে আধিপত্য আছে,—আধিপত্য বোসেছে, কিন্তু টল্‌টোলে। কখন থাকে, কখন যায়, এমনি অবস্থা। বজায় রাখ্‌বার এক উপায় কেবল কর্সিকাদ্বীপের জাঁহাবাজ দলকে ঘুষ খাওয়ানো। যে সময়ের কথা আমি বোল্‌ছি,—১৬৯৭ সাল,—সে সময়ের পূর্ব্বে কর্সিকাদ্বীপে ধর্ম্মশালার উপর কোন প্রকার ট্যাক্‌স ছিল না;—ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ কোত্তে গেলে,—ধর্ম্মশালার উপর উপদ্রব হোলে, কর্সিকাবাসীরা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠ্‌বে, রাজ্যরক্ষা ভার হবে, এই এক কারণ।—দ্বিতীয় কারণ হোচ্চে, জেনোয়াবাসীরাও রোমাণকাথলিক। সুতরাং রাজাপ্রজা উভয় মণ্ডলীই একধর্ম্মাক্রান্ত। পরস্পর সমবেদনা থাকা স্বভাবসিদ্ধ। এই দুই কারণেই কর্সিকাদ্বীপের ধর্ম্মশালাসমূহ তৎকালে করশূন্য ছিল। যে প্রকার প্রপীড়ক ট্যাক্‌সভারে অপরাপর স্থলের অপরাপর ধর্ম্মশালা মহাভারগ্রস্ত, ঐ দুই কারণে কর্সিকাদ্বীপের ধর্ম্মশালায় সে প্রকার ট্যাক্‌সের উপদ্রব ছিল না। কাউণ্ট মণ্টিডিওরোর মস্তকে এক ফন্দীর উদয় হলো। তিনি মনে কোল্লেন, সেই ফন্দী খাটিয়ে দুই মৎলব হাঁসিল্ কোরবেন। এক মৎলব, নিজের ধনাগার পরিপূর্ণ করা, দ্বিতীয় মৎলব বর্থল্‌মিউ ধর্ম্মশালার উপর দুর্জ্জয় প্রতিহিংসা সাধন করা। রাজপুরুষগণকে তিনি মন্ত্রণা দিলেন, কর্সিকাদ্বীপের সমস্ত মঠের উপর ট্যাক্‌স স্থাপন করাই সৎপরামর্শ। ভিন্ন ভিন্ন সম্পত্তির উপর ভিন্ন ভিন্নরূপে পৃথক্ পৃথক্ করস্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ধর্ম্মশালার ইমারতের উপর ট্যাক্স,—যে ধর্ম্মশালায় যত লোক বাস করে, তার উপর ট্যাক্‌স, দেবোত্তরের মূল্যের উপর ট্যাক্‌স;—ভূমিই হোক্, অথবা ভূমির রাজস্বই হোক্, তার

উপর ট্যাক্স ;—সোণারূপার বাসনের উপর ট্যাক্স ;- এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ট্যাক্স স্থাপনে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর লাভ হবে, এই কারণেই ঐ প্রকার পরামর্শ। কাউণ্ট মণ্টি-ডিওরো বেশ জান্‌তেন, ঐ প্রকারে ট্যাক্স বসালেই তাঁর ভয়ানক প্রতিহিংসার চরিতার্থতা লাভ। কেন না, কর্সিকাদ্বীপের অপরাপর সমস্ত ধর্ম্মশালা অপেক্ষা সেণ্ট বর্থলমিউধর্ম্মশালার মস্তকেই ঐ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ট্যাক্সভার অবশ্যই বেশী হয়ে চেপে পোড়্‌বে। রাজ-পুরুষেরা সেই পরামর্শ শুনে, কর্সিকার অপরাপর বড়লোকদের সঙ্গে কমিটী কোরে, মন্ত্রণা কোল্লেন। তাঁদের সকলের মত চাইলেন। যে এলাকায় যাঁর বাস, তাঁকেই সেই এলাকার অথবা সেই জেলার আসেসরী পদে নিযুক্ত কোর্‌বেন, আশ্বাস দিলেন; অঙ্গীকার কোল্লেন। আর কোথায় যায়!—বড় বড় লোকেরা হৃষ্টান্তঃকরণে বিনা সন্দেহে সেই পরামর্শে সায় দিয়ে, সিদ্ধিকল্পে সম্মতি প্রকাশ কোল্লেন। কাউণ্ট মণ্টিডিওরোর মন-স্কামনা পূর্ণ হলো। মনে মনে মহা আহ্লাদ। পরামর্শ কর্‌বার জন্য,—মন্ত্রণা দিবার জন্য, কাউণ্ট মণ্টিডিওরো আজাসিয়োনগরে গিয়েছিলেন ;—আজাসিয়োনগরেই রাজধানী, পরামর্শ সিদ্ধ কোরে, রাজধানী থেকে তিনি নিজ দুর্গে ফিরে এলেন।

"ভীষণপ্রকার নূতন ট্যাক্সের সংবাদ বর্থলমিউ মঠে পৌঁছিবামাত্র, লর্ড আবট সমস্ত প্রজামণ্ডলীকে একত্র কোরে, এক সাধারণ সভা কোল্লেন;—কি করা কর্ত্তব্য, পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌লেন। বর্থলমিউমঠের সোণারূপার বাসনের মূল্য অসীম। সমস্ত খ্রীষ্টানভূমির কোন রাজাও তাদৃশ অগণিত মহামূল্য রজতকাঞ্চনপাত্র প্রদর্শন কোত্তে পারেন না। দেবোত্তর ভূমিও প্রচুর;—ভূমির রাজস্বও প্রচুর। ধর্ম্মপরায়ণ প্রভুগণের যত্নে, বর্থলমিউমঠের দেবোত্তর ভূমি সাতিশয় উর্ব্বরা। এই দ্বীপের মধ্যে তেমন উর্ব্বরা ভূমি আর কোথাও ছিল না। আইনসিদ্ধ করস্থাপনের অছিলায়, তাদৃশ দেবোত্তরের উপর প্রকারান্তরে ডাকাতী করা কাউণ্ট মণ্টিডিওরোর পরামর্শ। ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং উপাসকসম্প্রদায় সেটাকে অত্যন্ত ভয়ানক অত্যাচার বোলে কাতর হোলেন। তাঁরা বুঝ্‌তে পাল্লেন, ট্যাক্স বোলে যত টাকাই দেওয়া হোক, সবগুলি রাজভাণ্ডারে যাবে না, রাজপুরুষেরা যে অভিপ্রায়ে করস্থাপন কোচ্ছেন, কার্য্যকালে সে অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হবে না। ধর্ম্মশালার জাতশত্রু কাউণ্ট মণ্টি-ডিওরোর উদরেই অধিকাংশ আহুতি হবে, সেটী তাঁরা নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন।"

সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সভা কোরে তবে তাঁরা অবধারণ কোল্লেন কি?"

"অবধারণ কোল্লেম, আপত্তি করা বিফল;—নূতন ট্যাক্সের যে প্রকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তার উপর কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা খাট্‌বে না। কাউণ্ট মণ্টিডিওরো যদি দলবল সঙ্গে কোরে, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মশালা আক্রমণ করেন, ধর্ম্মশালার সৈন্যসামন্তেরা অনায়াসেই তাদের পরাজয় কোরে, দূরীভূত কোত্তে পার্‌বে, লর্ড আবট সেটী জান্‌তেন। কিন্তু এবারে যদি তা হয়,—ট্যাক্সের নামে যদি প্রতিবন্ধকতা করা হয়, দুর্দ্দান্ত মণ্টিডিওরো তা হোলে নিশ্চয়ই রাজসৈন্যের সাহায্য চাইবেন;—জেনোয়াগবর্ণমেণ্টের অসংখ্য সৈন্য ধর্ম্ম-শালা আক্রমণ কোত্তে আস্‌বে। সে অবস্থায় অনর্থপাতের সীমাপরিসীমা থাক্‌বে না।

এই সকল পরিণাম চিন্তা কোরে, শিষ্যবর্গের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, লর্ড আবট অবশেষে স্থির কোল্লেন, কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।"

সন্দেহে—আগ্রহে—কৌতুকে, আবার আমার প্রশ্ন, "কিছু কিছু কি রকম?"

কৃষক উত্তর কোল্লে, "উপাসকেরা স্থির কোল্লেন, কিছু কিছু দেওয়া। কাউণ্ট মণ্টিডিওরোর লোভ অগাধ সমুদ্রতুল্য। যে কোন প্রকারে অতি অল্প পরিমাণে ট্যাক্স অবধারিত হয়, তাঁরা তখন তারই যোগাড় কোত্তে লাগলেন;—প্রধান প্রধান প্রজাগণকে ডেকে পাঠালেন;—দেবোত্তরের উর্ব্বরা ভূমির যে হারে রাজস্ব দেওয়া উচিত, তার চেয়ে অতি অল্প হারে সমস্ত জমির পাট্টা নূতন কোরে দিলেন;—হস্তবুদ জমার অর্দ্ধেক কোমে গেল। অট্টালিকার যে সকল ঘর না রাখ্লেও চলে, সেই সকল ঘর ভেঙে ফেল্লেন;—বাড়ীও ছোট হয়ে গেল। বাসনগুলির কি হয়? হিসাবমত বাসনের উপরেই অপরিমিত ট্যাক্সভার নিক্ষিপ্ত হবে, সেটী নিশ্চয়। বাসনগুলি তাঁরা গালিয়ে ফেল্লেন। সোণারূপার বড় বড় বাট প্রস্তুত হয়ে গেল। কেবল দেবসেবার আর অতিথিসেবার স্বর্ণপাত্রগুলি তাঁরা গালালেন না;—উপাসনালয়ে সেইগুলিই কেবল সঞ্চিত থাকলো। আসুন এখন কাউণ্ট মণ্টিডিওরো;—কি তিনি করেন, দেখা যাক্;—এইরূপ সঙ্কল্প কোরে, স্থিরভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে, গুরুশিষ্য সকলেই আততায়ীর আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেন। অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা কোত্তে হলো না;—ঐ সকল কার্য্য সমাধা হবার অব্যবহিত পরেই আততায়ী জায়গীরদার রঙ্গভূমে উপস্থিত হোলেন;—বহুতর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে এক প্রকার রণসজ্জা কোরেই ধর্ম্মশালার কটকদ্বারে কাউণ্ট মণ্টিডিওরো উপস্থিত। প্রবেশ কোত্তে কেহই নিষেধ কোল্লে না। তিনি সসৈন্যে প্রাঙ্গনমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। উপাসকমণ্ডলী আন্তরিক ঔদাস্যভাবে অভ্যর্থনা কোল্লেন। কাউণ্ট মণ্টিডিওরো একজন সর্‌ভেয়ার সঙ্গে কোরে এনেছিলেন। ধর্ম্মশালার বাড়ীখানি তিনি জরিপ কোল্লেন। কতগুলি ঘর, সর্‌ভেয়ার সেকথা কাউণ্ট মণ্টিডিওরোকে জানালেন;—সংপ্রতি কতকগুলি ঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে, জরিপ আমীন কাউণ্ট মণ্টিডিওরোকে সে কথাও বোল্লেন। কাউণ্ট মণ্টিডিওরো তখন জমিজমার হস্তবুদ দেখ্লেন। দেখ্লেন, পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধেক কম। বাসনপত্র দেখ্তে চাইলেন। উপাসকেরা বোল্লেন, কেবল বেদীগৃহে যে সকল স্বর্ণপাত্র রজতপাত্র আছে, উপাসনার সময় যে সকল পাত্রের আবশ্যক হয়, সেইগুলি ছাড়া ধর্ম্মশালামধ্যে আর কোন প্রকার বাসন একখানিও নাই। কাউণ্ট মণ্টিডিওরো ক্রমশই ক্রোধে প্রজ্বলিত;—যেটা ধরেন, তাতেই হতাশ, সমস্তই কম, রেগে রেগে ফুল্তে লাগ্লেন। বাসনপত্রের কথা শুনে, এককালে অগ্নি-অবতার! তিনি প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, পাতি পাতি কোরে সর্ব্বস্থলে অন্বেষণ কোরবেন। সকলেই জানে, বর্থলমিউমঠের বাসনের মূল্য অপরিমিত; সে সকল বাসন গেল কোথায়? প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, ধর্ম্মশালার সমস্ত স্থান অন্বেষণ কোর্বেন;—যদি গালিয়ে ফেলে থাকে, সোণারূপার বাটগুলিও খুঁজে খুঁজে বাহির কোর্বেন, এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। বিস্তর অনুসন্ধান কোল্লেন, কোথাও কিছু পেলেন না। সোণার বাটও নাই, রূপার বাটও নাই।

ক্রোধে মণ্টিডিওরো যেন পাগল হয়ে উঠ্‌লেন। বৃদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষ লর্ড আবটকে স্বহস্তে প্রহার কোল্লেন;—সভাগৃহের সমুচ্চ ধর্ম্মাসন থেকে টেনেহিঁচ্‌ড়ে ভূমিতলে ফেলে দিলেন। বৃদ্ধ গুরুদেবের নাকেমুখে রক্তপাত হোতে লাগ্‌লো। রক্তসিক্তকলেবরে কাঁপতে কাঁপ্‌তে গাত্রোত্থান কোরে, তিনি তৎক্ষণাৎ পাপাচার কাউণ্ট মণ্টিডিওরোকে সর্ব্বসমক্ষে মণ্ডলীচ্যুত কোল্লেন। আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো! ভয়ানক শোচনীয় কাণ্ড! পলকমাত্রে কাউণ্ট মণ্টিডিওরো তলোয়ারের খাপ খুলে ফেল্লেন, তলোয়ারখানা লক্‌ লক্‌ কোরে চক্‌মক্‌ কোরে উঠ্‌লো;—এক কোপে তিনি বৃদ্ধ আবটকে নিজের পদতলে ভূমিশায়ী কোল্লেন! গুরুদেবের প্রাণশূন্য রক্তাক্তকলেবর ভূমিতলে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো! ত্রস্ত—কম্পিত, শোকাকুল উপাসকসম্প্রদায় সম্মুখে ছুটে এসে, মুক্তকণ্ঠে বিলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। সে বিলাপে কর্ণপাত করে কে? কাউণ্ট মণ্টিডিওরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;—ধর্ম্মশালায় ডাকাতী কোর্‌বেন, জলন্তহৃদয়ে এ প্রতিজ্ঞা তাঁর অটল। প্রতিজ্ঞপালনের অছিলাও বেশ ঘোটে দাঁড়ালো। শঠের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা। ট্যাক্‌সস্থাপনে প্রতিবন্ধক। এক প্রকার আইনানুসারে নূতন ছলে ডাকাতী! উপাসকদলকে ধর্ম্মশালা থেকে দূর কোরে তাড়িয়ে দিলেন, সমস্ত মূল্যবান বস্তু লুঠ কোল্লেন, ধর্ম্মশালায় আগুন ধোরিয়ে দিলেন! সমস্তই ধ্বংস হয়ে গেল, তথাপি কিছুই পাওয়া গেল না। কোথায় বা সোণার বাট,—কোথায় বা রূপার বাট, কোথায় বা উপাসকদলের ধনদৌলত, কিছুই নাই;—কাউণ্টমণ্টিডিওরো দেখ্‌লেন, কোথাও কিছুই নাই। পবিত্র ধর্ম্মমন্দির যখন দগ্ধ হয়, দুর্জ্জয় প্রতাপে ধর্ম্মশালার অগ্নিশিখা যখন গগন স্পর্শ কোত্তে ঊর্দ্ধগামী হয়, দেবোত্তরের প্রজামণ্ডলী সেই সময় চারিদিক থেকে দলবদ্ধ হয়ে, সসৈন্য সাংঘাতিক কাউণ্ট মণ্টিডিওরোকে আক্রমণ কোল্লে। বিপক্ষের লোকবল বিস্তর, প্রজারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কোত্তে মোরিয়া হয়ে প্রবৃত্ত হলো, কিন্তু পেরে উঠ্‌লো না। অনেক লোক কাটা পোড়্‌লো, অনেক লোক ভয়ানক আহত, মৃতপ্রায়;—দেবোত্তরের প্রজাপুঞ্জের পরাজয়। সাংঘাতিক মণ্টিডিওরোর প্রতিজ্ঞাও সাংঘাতিক। অতদূর কোরেও আততায়ীর পাপ ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হলো না। প্রজাপুঞ্জের শস্যক্ষেত্র বিদলন কোল্লেন। এতদিন তারা মনের সুখে পৈতৃক ভদ্রাসনে বসবাস কোচ্ছিল, সেই সকল সুখের নিবাসে কাউণ্ট মণ্টিডিওরো নিদারুণ দুঃখের বিষ ঢেলে দিলেন!—স্ত্রী—পুত্র—কন্যা, গৃহবাসী সমস্ত পরিবারগুলিকে বাড়ী থেকে বাহির কোরে দিলেন! তারা নিরাশ্রয় নিঃসম্বল হয়ে, পথে পথে উপবাস কোরে বেড়াতে লাগ্‌লো। কাউণ্ট মণ্টিডিওরো দেবোত্তরের প্রজাদের ঘরে ঘরে আগুন দিলেন! ফলবান বৃক্ষ, সুপক্ক অপক্ক সমস্ত শস্য, আর আর যা কিছু, সমস্তই উৎসন্ন কোরে দিলেন! সেই অবধিই ঐ সমস্ত স্থান অকৃষ্ট—পতিত মরুভূমি। প্রজাদের গরু, বাছুর, ভেড়া, ছাগল, ইত্যাদি কাউণ্ট মণ্টিডিওরো আপন এলাকায় তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন! নিরাশ্রয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে যারা যারা সে সঙ্কটে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল, তারা বহুকষ্টে এই দ্বীপের অপরাপর প্রান্তে গিয়ে বাস কোল্লে। বিতাড়িত বৃদ্ধ উপাসকদল পাপ-বৈরীর কবল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, এই দ্বীপের অপরাপর ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলেন। যাঁদের

যাঁদের বয়স অল্প, তাঁরা কেহ কেহ অন্য অন্য দেশে চোলে গেলেন। যেখানে আমি এখন বাস কোচ্চি, আমার দখলে যে সকল জমিজমা এখন আছে, যে সময়ের কথা বোল্ছি, সেই সময় আমার একজন পূর্ব্বপুরুষ এই সকল বিষয়ের অধিকারী ছিলেন। ভাগ্যক্রমে মর্ণ্টিডিওরার আক্রোশানল থেকে তিনি মুক্তি পান। সে সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, বিশেষতঃ মর্ণ্টিডিওয়োর সঙ্গে যুদ্ধের ছন্দাংশেও তিনি লিপ্ত ছিলেন না, সেই কারণে মর্ণ্টিডিওরো তাঁকে প্রাণে মারেন নাই। শস্যক্ষেত্র পতিত কোরে দিয়েছিলেন,—গরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, —বাড়ীখানিও লুটেছিলেন, এ সব কাজ তিনি কোরেছিলেন ;—বৃদ্ধটীকে কেবল প্রাণে মারেন নাই।—তিনি মারেন নাই ;—সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো আমার পূর্ব্বপুরুষের হত্যাকারী নন, কিন্তু জীবনসম্বল বিদলন কোরে,—জমীজমা, গাছপালা, পয়মাল কোরে, সমস্ত ফসল তছরূপাত কোরে, বৃদ্ধের চক্ষের উপর যে সর্ব্বনাশ কোল্লেন, সেই সর্ব্বনাশের আঘাতেই দিনকতকের মধ্যে তাঁর প্রাণান্ত হয়। তাঁর পুত্র বহুদিন বহুশ্রমে পতিত পৈতৃক সম্পত্তির কতক-কতক পুনরুদ্ধার করেন। আমার জমিজমাগুলি আপনারা এখন যেরূপ দেখ্ছেন, পুরুষানুক্রমে এটী অনেক দিনের অনেক পরিশ্রমের ফল।

“বর্থলমিউ ধর্ম্মশালায় সেই লোমহর্ষণ নিদারুণ ঘটনা হবার কয়েক বৎসর পরে, কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরোর ভয়ানক অপঘাতমৃত্যু। একদিন তিনি ঘোড়ায় চোড়ে ডাকাতী কোত্তে বেরিয়েছিলেন, পাহাড়ের উপর উঠেছিলেন, ঘোড়াটা সেই সময় যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ছুট্তে আরম্ভ করে ;—বায়ুবেগে ছুটতে ছুট্তে হঠাৎ এককালে পর্ব্বতের সমুচ্চ শিখর থেকে সওয়ার শুদ্ধ হুড়মুড় কোরে অতল তলে পোড়ে যান। উপযুক্ত পাপের উপযুক্ত শাস্তি ! দিনকতক পরে পাহাড়ের নীচের একটা গর্ত্তের ভিতর সেই ঘোড়ার আর মর্ণ্টিডিওরোর খণ্ড খণ্ড চূর্ণদেহ অনেক লোকে দেখেছে।

“পূর্ব্বে বোলেছি, কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরোর পুত্র ঊনিশবৎসর বয়সে, পিতার দৌরাত্ম্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পিতার মৃত্যুর পর সে পুত্রটী বিষয় অধিকার কোত্তে এলেন না। বংশের উপাধিটী বিলুপ্ত হয়ে গেল। মর্ণ্টিডিওরোদুর্গ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস। মর্ণ্টিডিওরো জমিদারী খণ্ড খণ্ড হয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তগত হয়েছে। তাঁরাই এখন সেই সকল সম্পত্তি দখল কোচ্চেন। পুত্র আর ফিরে এলেন না। কিন্তু কেহ কেহ বলে, পাপিষ্ঠ কাউণ্টের অপঘাতমৃত্যুর পর, একদিন তিনি কর্সিকাদ্বীপে এসেছিলেন ; ছদ্ম-বেশে, নাম ভাঁড়িয়ে, একদিন তিনি,—কেবল একটী দিনের জন্য, মর্ণ্টিডিওরোদুর্গের কাছে তিনি এসেছিলেন ;—কি প্রকারে কি কি ঘটনা হয়ে গেছে, প্রতিবাসী লোকেদের কাছে সেই কথাগুলি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। কিছুই জান্তেন না, একেবারেই উদাসীন, এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করেন নাই,—কতক কতক শুনেছেন,—জনরবে শুনেছেন, কোন্টা কতদূর সত্য, সেইটী যেন স্থির কর্বার অভিপ্রায়, ঠিক যেন সেইভাবেই প্রতিবাসীগণকে গতকথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। প্রবাদপরম্পরায় এই প্রকার সংবাদ পাওয়া যায়। তা ছাড়া আর কেহ কখনো সেই পুত্রকে কর্সিকাদ্বীপে দেখেছে, কিম্বা অপর কাহারও মুখে তাঁর কোনপ্রকার খবর

পেয়েছে, এমন কথা শোনা যায় না ;—জনপ্রবাদেও তেমন কথা প্রকাশ নাই। যিনি এসেছিলেন, সত্যই যদি তিনি কাউন্ট মণ্টিডিওরোর পুত্র হন, তা হোলে একদিনমাত্র থেকেই চোলে গেলেন কেন, এমন একটা সন্দেহ হোতে পারে। যেদিন এসেছিলেন, সেই দিনেই চোলে গিয়েছেন। বহুদিন দেশবিদেশে ঘুরে, স্বদেশে এসে ঐ সব ভয়ানক কাহিনী শুন্‌লেন, পাপস্থান বিবেচনা কোল্লেন, প্রাপস্থান পরিত্যাগ কোরে তৎক্ষণাৎ চোলে গেলেন। ভয় হয়েছিল ;—পিতার সব মহাপাতকের কথা শুনে, প্রাণে তাঁর ভয় হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, মণ্টিডিওরো নামে, মণ্টিডিওরো উপাধিতে মহাকলঙ্ক ;—বংশের অভিসম্পাত। এমন ঘৃণিত উপাধি প্রয়োজন নাই। তিনি ভেবেছিলেন, পৈতৃক জমিদারী অধিকার করা ; তেমন ভয়ঙ্কর লোকের ছেলে বোলে পরিচয় দিয়ে, অর্থলোভে বিষয় পাওয়া, বড়ই ঘৃণার কথা। সেই ঘৃণায় বিষয়ের মায়ায় বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন।"

ও প্রসঙ্গে আরও বেশী কিছু শোন্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লেও, আমি একটী পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে, আশু নূতন কৌতূহলে সহসা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আর সেই গালানো বাসনগুলি ? সে কথা কি কেহই কখন জান্‌তে পাল্লে না ?"

"না,—এ পর্য্যন্ত কেহই পাল্লে না। কিম্বদন্তী অনেক প্রকার আছে। সে সম্বন্ধে সে সময় অনেক লোকে অনেক কথা বোলেছিল। কেহ কেহ বলে, ধর্ম্মশালার সমস্ত ধনদৌলত কোন গুপ্তস্থানে পোতা আছে, সে গুপ্তসন্ধান আর কেহই জানেন না, কেবল লর্ড আবট একাকীই জান্‌তেন, তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সে সন্ধান ফুরিয়ে গেছে। কেহ কেহ বলে, ধর্ম্মশালার সেই সকল সোণার বাট—রূপার বাট,—মূল্যবান জহরাত,—অপরাপর সমস্ত সঞ্চিত ধনদৌলত, পূর্ব্বেই জাহাজে কোরে ইটালীতে চালান দেওয়া হয়েছিল.তার পর অবশিষ্ট উপাসকমণ্ডলী গুপ্তভাবে ইটালীতে গিয়ে উপনিবেশ কোরেছেন, সেখানে নূতন ধর্ম্মশালা স্থাপন কোরেছেন, জেনোয়াগবর্ণমেণ্টের অসহ্য উপদ্রবের হাত এড়িয়েছেন. পাপাত্মা জাতবৈরী কাউণ্ট মণ্টিডিওরোর ভীষণ অত্যাচারের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। বাস্তবিক সে সময় কতকগুলি লোকের বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল, সত্যই ঐ কথা। বর্থলমিউমঠের উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁদের যাঁদের বয়স অল্প, তাঁরা সকলেই ইটালীপ্রদেশের উপনিবেশী হয়েছেন, নূতন ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা কোরে, পূর্ব্বচালানী বর্থলমিউ-ঐশ্বর্য্যের পুনরাধিকারী হয়েছেন। যাঁরা যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরা এই কর্সিকাদ্বীপের অপরাপর ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন ;—এ কথা আমি পূর্ব্বেই বোলেছি। এর মধ্যে কোন্‌টা সত্য, তা আমি বোল্‌তে পারি না। কিন্তু সেই মহাসর্ব্বনাশের পর, অনেক লোক অনেক বার ধ্বংসমঠের ভিতর গুপ্তধনের অনুসন্ধান কোরেছিল, এটা নিশ্চয়। তারা নিশ্চয় ভেবেছিল, সমস্ত গুপ্তধন ঐ মঠের ভিতরেই পোতা আছে। সেই বিশ্বাসেই অনেক লোক পুনঃপুন অনুসন্ধান কোরেছিল। কেহ পেয়েছি কি না, কেহই জানে না। যদি কেহ পেয়ে থাকে, সে লোকটী এমুনি চতুরতা কোরে, এমনি গোপন কোরে রেখেছে যে, কেহ সে গুপ্ত ব্যাপারের কিছুমাত্র জানতে পারেন নাই ;—জান্‌বার হয় ত উপায়ও নাই।"

একটু চিন্তা কোরে, বক্তাকে আমি বোল্লেম, "দু-রকমের দু-কথা যেমন আমি শুন্‌লেম, তাতে কোরে বোধ হোচ্চে, নবীন উপাসকসম্প্রদায় ইটালীতেই উপনিবেশ কোরেছেন; ধনদৌলত ইটালীতেই গিয়েছে; উপনিবেশী উপাসকেরা সেই সকল গুপ্তধন উপভোগ কোচ্চেন; এই কথাটাই ঠিক। কিন্তু মণ্টিডিওরো উপাধির উত্তরাধিকারী কি এ পর্য্যন্ত কেহই উপস্থিত হলো না? বিষয়াধিকার কোত্তেও কি কেহ এলেন না? বর্থলমিউ দেবোত্তর ভূমিগুলি কি তদবধি সমভাবে পতিত রয়েছে? ওঃ! এই জন্যই এদিকটে পানে চাইলে, যথার্থই মরুভূমি বোধ হয়। কেবল তোমার শস্যক্ষেত্রগুলি, আর ঐ নিকটবর্ত্তী গ্রামখানি, ঐ যেখানে আজ আমরা শবসমাধি দিলেম, সেই গ্রামখানি অতি সুন্দর নয়নরঞ্জন।"

আমার মন্তব্যগুলি শুনে, বক্তা আবার আরম্ভ কোল্লে, "বর্থলমিউ দেবোত্তরভূমি তদবধি সমস্তই অকৃষ্ট পতিত ভূমি। উত্তরাধিকারী নাই।—মণ্টিডিওরো জমীদারীও বেওয়ারিস। কেহই সাহস কোরে পাট্টা লয় না। এখন যাঁরা খণ্ডে খণ্ডে দখল কোচ্চেন, তাঁরা যদি পাট্টা দেন, ভবিষ্যতে যদি আবার কখনো সত্য উত্তরাধিকারী বাহির হয়, তা হোলে ক্রমাগত মামলা মোকদ্দমা বাধ্‌বে, খরচায় খরচায় ফতুর হয়ে যেতে হবে, সেই ভয়ে কেহই পাট্টা লয় না। সকলেই মনে করে, অনর্থক বিবাদবিসম্বাদ কোরে,—ঘরের অর্থ অপব্যয় কোরে, অত ঝুঁকি ঘাড়ে কর্‌বার দরকার কি? আপনারা যদি এখানে কিছু বেশী দিন থাকেন, তা হোলে অবশ্যই এক দিন সেই ধর্ম্মশালার ধ্বংসাবশেষ আর মণ্টিডিওরো দুর্গের ভগ্নদশা স্বচক্ষে দর্শন কোরে, অনেকদূর আসল ভাব পরিগ্রহ কোত্তে পার্‌বেন।"

আমি সকৌতুকে সাগ্রহে বোলে উঠ্‌লেম, "আমার ত দেখ্‌বার জন্য একান্ত ইচ্ছা হোচ্চে। তবে যদি"—কথাটী বোল্‌তে বোল্‌তে থেমে গিয়ে, দুরাজোর মুখপানে আমি চাইলেম। তৎক্ষণাৎ আমার মনের ভাব বুঝে, দুরাজো উত্তর কোল্লেন, "কাল প্রত্যূষেই রওনা হব মনে কোচ্ছিলেম, কিন্তু দেখ, আমি ততদূর স্বার্থপর নাই। প্রিয়তম উইলমট! তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধু, তোমার যেটী ইচ্ছা হোচ্চে, সে ইচ্ছায় বাধা দিয়ে, তাড়াতাড়ি এখান থেকে তোমাকে আমি জোর কোরে টেনে নিয়ে যাব, এমন প্রবৃত্তি আমার নয়। কাল আমরা অবশ্যই থাক্‌বো;—কাল আমরা ভগ্নমঠ দর্শন কোর্‌বো,—ভগ্নদুর্গ দর্শন কোর্‌বো; পরশু দিন এই সদাশয় বন্ধুর কাছে বিদায়গ্রহণ করা যাবে।"

কৃষকের সঙ্গে সে রাত্রে আর কি কি কথোপকথন হয়েছিল, আনুপূর্ব্বিক সে সব কথার সবিস্তার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। রাত্রি অধিক হলো, আমরা শয়ন কোত্তে চোল্লেম। দূরদর্শী কৃষকের কথাগুলি আগাগোড়া ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। চক্ষে যতক্ষণ নিদ্রার আবির্ভাব না হলো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সকল অদ্ভুত—নিষ্ঠুর—শোচনীয় গল্পকথাগুলি পুনঃপুন আলোচনা কোল্লেম। প্রকৃতই অদ্ভুত!

পরদিন প্রভাতে আমি, দুরাজো, আর সেই ছোক্‌রা, তিনজনে একত্রে বর্থলমিউ মঠের ভগ্নদশা দেখ্‌তে বেরুলেম। গৃহস্বামী নানা কাজে ব্যস্ত। সে নিজে আমাদের সঙ্গে আস্‌তে পার্‌লে না, আমরাও আস্‌তে বোল্লেম না। তথাপি সে নিজেই আপনা হোতে

একটী পুত্রকে আমাদের সঙ্গে দিতে চাইলে, তাও আমরা চাইলেম না। ছেলেদের হাতেও অনেক কাজ;—কাজের লোককে কাজে বাধা দিয়ে অনর্থক ক্ষতি করা, আমাদের ইচ্ছা নয়; দরকারই বা কি? মঠ অতি নিকটে;—কেহ সঙ্গে এসে পথ না দেখালে আমরা যেতে পার্‌বো না, এমন কথাও নয়;—স্বচ্ছন্দে যেতে পার্‌বো। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলে, অপর একজন আমাদের সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তারই বা কি দরকার? দেখ্‌বার বস্তু আমরা নিজেই দেখ্‌বো;—এইরূপ অবধারণ কোরে, কৃষকপুত্রদের কাহাকেও সঙ্গে নিলেম না;—তিনজনেই চোল্লেম।

দশ মিনিটের মধ্যেই ভগ্নমঠে পৌঁছিলেম। প্রবেশ কোরেই কি দেখ্‌লেম?—কাঁড়ি কাঁড়ি ভাঙা পাথর, বড় বড় কাঁটাগাছ,—লম্বা লম্বা বুনো ঘাস, আর বাঁকা বাঁকা কাঁটালতায় ঢাকা সুবিস্তার ভূমিখণ্ড;—বহুদূরব্যাপী ভূমিখণ্ড;—মাপে অনুমান দেড় বিঘা। ঠাঁই ঠাঁই এক একটা ভাঙা দেয়াল খাড়া আছে। ক্যাথিড্রেল গির্জ্জার গাঁথুনিটী আর আর সবদিকের অপেক্ষা অনেকটা বজায় আছে। চারিদিক দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি, ভাঙা জানালার ভাঙা ফ্রেমের গায়ে ভাস্করী কারিগরির নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রতিমা। সচরাচর একটী চমৎকার ভাব দেখা যায়। কোন রাজধানীর,- কোন ইমারাতের,—কোন ধর্ম্মমন্দিরের ধ্বংসদশা দর্শন কর্‌বার অগ্রে, মনের ভিতর কল্পনাপথে যে প্রকার বিচিত্রভাবের উদয় হয়, ধ্বংসক্ষেত্রে উপস্থিত হলে,—স্বচক্ষে ধ্বংসক্ষেত্র অবলোকন কোল্লে, তৎক্ষণাৎ সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়ে যায়;—পূর্ব্বের আশায় হতাশ হয়ে পোড়্‌তে হয়। দেখে এসে লোকের কাছে গল্প কর্‌বার সময় কল্পনার অলঙ্কারে বাড়িয়ে বাড়িয়ে না বোল্লে চলে না। বক্তার মুখে,—পুস্তকের অক্ষরে, ধ্বংসক্ষেত্রাবলীর যে প্রকার বর্ণনা, তার ভিতর নিশ্চয়ই রাশি রাশি বাড়িয়ে বলা অলঙ্কার। কাণে শুনে, প্রথমে যেরূপ উচ্চভাব হৃদয়ে আসে, চক্ষে দেখ্‌লে হৃদয়ে সে ভাবের কিছুই থাকে না। আমি ত সচরাচর বাস্তবিক নিত্যপ্রমাণ প্রত্যক্ষ করি। কর্সিকার ভগ্নমঠ দর্শন কোরে আমি সেই প্রকার হতাশ হোলেম। সহসা অনাবৃতচক্ষে ভগ্নমঠের সে দশা দর্শন কোরে, আগে কি ছিল, কিছুই বুঝা গেল না। চারি দিক দেখে দেখে প্রায় একঘণ্টাকাল ঘুরে ঘুরে বেড়ালেম, কেবল ভাঙা পাথর আর কাঁটাবন দেখ্‌লেম, কোথায় কি ছিল,—কোথায় ঘর,—কোথায় মন্দির,—কোথায় দরজা,—কোথায় কোন্ আশ্রম, অনুমানেও কিছু আন্‌তে পারা গেল না। কেবল দুতিন জায়গায় একটু একটু আদ্‌রা দেখে ভেবে লওয়া গেল, পূর্ব্বে ঐখানে দুটী তিনটী কাম্‌রা ছিল।

কল্পনা সদাই চঞ্চলা;—সদাই কল্পনার খেলা।—অন্ততঃ আমার হৃদয়ে কল্পনা সে ক্ষেত্রে মূর্ত্তিমতী। বর্থলুমিউমঠ পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, কল্পনাপথে আমার চক্ষের নিকটে যেন ঠিক সেই সব সজীব দৃশ্য বিদ্যমান। আমি যেন চক্ষের উপর দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, গুরুদেবেরা ইষ্ট আরাধনায় নিযুক্ত, উপাসকসম্প্রদায় ঈশ্বর-উপাসনায় নিরত। আমি যেন ভাব্‌ছি, সুপ্রশস্ত কেথিড্রাল-গির্জ্জার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছি। বড় বড় থাম্ দেওয়া উচ্চ উচ্চ ছাদ; সুরঙ্গীণ গবাক্ষে গবাক্ষে ভাস্করী কারিগরী, নানাপ্রকার বিচিত্র বিচিত্র পাথরের প্রতিমা।

আমি যেন দেখ্‌ছি, সমুচ্চ সুপবিত্র বেদীমঞ্চ, সুন্দর সুন্দর সোপানাবলী, সোপানের উপর বেদী, কালো কালো আলখাল্লাগায়ে ধর্ম্মাত্মা পুরোহিতেরা বেদীর সম্মুখে ঈশ্বরের উপাসনা কোচ্চেন। আর এক জায়গায় যেন দেখ্‌লেম, যেখানে এখন ভগ্নপ্রস্তরস্তূপ কাঁড়িকরা, ঠাঁই ঠাঁই অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীর, সেইখানে যেন অতি সুখময় বিরামগৃহ;—সুদীর্ঘ টেবিলের চারি ধারে বোসে, গুরুদেবেরা মনের সুখে আহার কোচ্চেন। একটা গহ্বরের কাছে আমি দাঁড়িয়ে। দেখ্‌ছি যেন একজন ধর্ম্মোন্মত্ত উপাসক মানবশরীরের পাপক্ষালনের নিমিত্ত স্বহস্তে ঘন ঘন কোড়া মেরে, নিজদেহে রক্তপাত কোচ্চেন।

উপাসনার স্থানটী কোথায় ছিল, ধর্ম্মশালার সমাধিস্থান কোথায় ছিল, কল্পনায় আমি যেন সেইগুলি ঠিক ঠিক দেখছি। একদিকে প্রাচীর, একদিকে থাম, থামের মাথায় খিলান-করা ছাদ, বড় বড় শ্বেতপাথরের মেজে, কৃষ্ণবর্ণ পোষাকপরা তিনজন সন্ন্যাসী, কৃষ্ণবর্ণ আবরণবস্ত্র মুখে দিয়ে, ধীরে ধীরে বেদীর নিকটে অগ্রসর হোচ্চেন; ধীরে ধীরে জপমালা জপ কোচ্চেন। আর একদিকে দেখ্‌লেম, যেন সুপ্রশস্ত অশ্বশালা, সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গন। আবার যেন দেখ্‌ছি, বৃদ্ধ লর্ড আবট একটী সুন্দর অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ কোচ্চেন। নিকটে একজন খান্‌সামা দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে রূপার খঞ্চে করা সুন্দর সুন্দর পান-পাত্র, প্রয়োজনমতে গুরুদেব যেন একটু একটু সুধাপান কোরবেন, সেইরূপ ব্যবস্থা; স্থুলকথায় পূর্ব্বে যা যা ছিল, এক ঘন্টাকাল ধ্বংসক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কল্পনার চক্ষে সেই সমস্তই যেন আমি বিদ্যমান দেখ্‌তে লাগ্‌লেম।

যুবরাজো সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ণ। গতকল্য বোলেছিলেন, বিপদে অবসন্ন হওয়া কাপুরুষের কাজ, এখন দেখ্‌লেম, সেটা কেবল মুখের কথা; বাস্তবিক তিনি অতিশয় অন্যমনস্ক, অতিশয় বিমর্ষ। গত রাত্রে তিনি কৃষকের গল্প শুনেছিলেন, এ কথা সত্য, কিন্তু কেবল শুনেছিলেনমাত্র, বাস্তবিক কি যে কি, সেদিকে কিছুমাত্র মন ছিল না।

গল্প শুনে তাঁর মনে যে কিছু কৌতুক জন্মেছিল, তেমন লক্ষণ কিছুই আমি বুঝি নাই। শুনতে শুনতে তিমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই,—ভাল কি মন্দ, কিছুই বলেন নাই। আজ এই ধ্বংসক্ষেত্র দেখ্‌তে এসেছেন সত্য, আমি এলেম, ছোক্‌রাটী এলো, সুতরাং আস্‌তে হয়; যেন উপরোধে পোড়েই এসেছেন;—মন কিন্তু বিচলিত। একটা কিছু যখন আমি দেখাই, তখন অমনি থাড়িমাড়ি খেয়ে চোম্‌কে উঠেন; ভাবগতিকে দেখান, যেন কতই মন দিয়ে দেখ্‌ছেন; বাস্তবিক কিছুই নয়। বেশ বুঝ্‌লেম, কেবল আমারি অনুরোধে তাঁর এখানে আসা। ভাবনা অন্য দিকে, মন অন্য দিকে, নিরন্তর অন্য চিন্তায় অন্যমনস্ক। আশ্চর্য্যই বা কি? সে অবস্থায় আমি কি তাঁকে দোষ দিতে পারি? কি ছিলেন, কি হয়েছেন! তেমন সুন্দর জাহাজখানি গিয়েছে, তত অনুগত বিশ্বাসভাজন লোকগুলি সব গিয়েছে, অচিরে সৌভাগ্যলাভের আশা ছিল, অকস্মাৎ সে আশায় নিরাশ! আহা! তেমন মহাপরাক্রান্ত সুদক্ষ তেজস্বী বোম্বেটেকাপ্তেন এখন যেন অজ্ঞাতকুলশীল নিরাশ্রয় ভিখারী! এক অজ্ঞাত অন্ধকার দ্বীপে বিনিক্ষিপ্ত! লিয়োনোরাকে বিবাহ কোরে এসেছেন, কত দিনে—কবে যে

আবার সেই প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর মুখ দেখ্‌তে পাবেন, কিছুই নিশ্চয় নাই। আজ বাদে কাল তাঁর নিজের যে কি অবস্থা দাঁড়াবে, সেটীও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কোন কথাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। তাঁর মনে যে তখন কত কষ্ট, কত দুর্ভাবনা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছিলেম। মুখ দেখে আমার অন্তরে বড় ব্যথা লাগ্‌লো, দুরাজোর দুঃখে আমি বড়ই দুঃখিত হোলেম। ছোক্‌রাটীও ম্রিয়মাণ। হবারি ত কথা। দুরাজোর সুখে ছোক্‌রাটী সুখী, দুরাজোর দুঃখে ছোক্‌রাটী দুঃখী, দুরাজোর প্রতি তার অকপট ভালবাসা ভক্তি; সে অবস্থায় অবশ্যই ম্রিয়মাণ হবারি ত কথা। কিন্তু তা বোলে নিতান্ত নিরুৎসাহ নয়। নয়নে বেশ আমোদস্পৃহার পরিচয়। ধ্বংসক্ষেত্রে যা কিছু আমরা দেখ্‌ছি, ছোক্‌রার তাতে কৌতুক জন্মাচ্ছে, সেটী আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম।

প্রায় একঘণ্টা বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখ্‌লেম। পূর্ব্বে বোলেছি, এক দিকে সমাধিক্ষেত্র। যেদিকে সেই সমাধিস্থান, সেই দিক দিয়ে ফিরে আস্‌ছি, হঠাৎ এক জায়গায় মাটীর ভিতর আমার পা বোসে গেল। অগ্রে আমি, মাঝখানে দুরাজো, পশ্চাতে ছোক্‌রাটী। গর্ত্তের ভিতর আমার পা বোসে গেল, তফাৎ থেকে তাঁরা আমারে দেখ্‌তে পেলেন না। অকস্মাৎ ভয় পেয়ে, অমঙ্গল আশঙ্কা কোরে, দ্রুতপদে ছুটে তাঁরা আমার কাছে এসে উপস্থিত হোলেন। এককালে আমি মাটীর ভিতর ডুবে যাই নাই। কাঁটাবনের ভিতর দিয়ে আস্‌ছিলেম, ঘন ঘন কাঁটাগাছ, লম্বা লম্বা বুনো ঘাস; ঘাসে আমাদের কোমর পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। দুরাজো একটু পেছিয়ে পোড়েছেন, ছোক্‌রাটী আরও পশ্চাতে, সেই সময় আমার পা ডুবে গেল। নীচে একটা গর্ত্ত, প্রায় তিন ফুট গভীর, সুতরাং তাঁরা আমারে দেখ্‌তে পেলেন না;—ছুটে নিকটে এসে দেখ্‌লেন, আমি ডুবে যাই নাই, কিন্তু ঠাঁই ঠাঁই আঘাত লেগেছিল, পায়ের ঠাঁই ঠাঁই ছোড়ে গিয়েছিল। যখন আমি গর্ত্তের ভিতর পড়ি, তখন খানকতক ভাঙা ভাঙা পাথর সড়্‌সড় কোরে, সোরে সোরে আমার পায়ের উপর পোড়েছিল, তাতেই আঘাত লেগেছে।

গর্ত্তের ভিতর থেকে আমি উঠ্‌লেম। দুরাজো আমার হাত ধোল্লেন, আমি উপরে উঠে দাঁড়ালেম। দুরাজোকে সম্বোধন কোরে বোল্লেম, "বোধ করি এখানে গোর আছে; প্রাচীন কালের কোন গুরুদেব এইখানে হয় ত সমাধিপ্রাপ্ত।"

এই কথা বোল্‌ছি, চেয়ে আছি কিন্তু সেই গর্ত্তের দিকে। যে গর্ত্তে আমার পা ডুবেছিল, বোধ হলো যেন, তার ভিতর গোটাকতক ছোট ছোট সিড়ী, হেঁট হয়ে উঁকিমেরে, ভালকোরে দেখ্‌লেম, মুখ অনেকটা ফাঁক হয়েছে, চারিদিকে প্রায় আড়াই ফুট, সম্পূর্ণ চতুকোণ। কি আশ্চর্য্য! মাটীর নীচে হয় ত চোরাদরজা আছে। উপরে যে সকল মাটী পাথর ঢাকা দেওয়া ছিল, আমার ভরে সেই সব আবরণ সোরে গেছে, গর্ত্তের মুখটা ফাঁক হয়ে পোড়েছে। দরজাটা কাঠের কি পাথরের, তা তখন ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না, বুঝ্‌তেও পাল্লেম না; কিন্তু নীচে নাম্‌বার সিঁড়ি আছে, সেটা নিশ্চয়। অল্প অল্প দেখা গেল, ছোট ছোট পাথরের ধাপ।

হুরাজোকে দেখালেম, ছোক্‌রাকেও দেখালেম। গর্ত্তের মুখের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে পোড়লেম ;—গর্ত্তের ভিতর হাত বাড়িয়ে দিলেম,খানকতক ছোট ছোট কাঠ, খানকতক ছোট ছোট পাথর হাতে কোরে তুল্লেম।একখানা কাঠের গায়ে দেখি, লোহার কব্জামারা। অনেক-কালের জীর্ণ মর্চ্চেধরা কব্জা।—দেখেই হুরাজোকে বোল্লেম, "নিশ্চয়ই চোরাদরজা। পাথরে গাঁথা। তবে ত গোরস্থান নয়, এতটুকু ফাঁক দিয়ে কোন মতেই শবসিন্দুক যেতে পারে না ; নিতান্ত ছোট কফিন্ হোলেও যেতে পারে না।"—বোল্‌তে বোল্‌তে আমার হাসি এলো। ঈষৎ হেসে হুরাজোকে আমি বোল্লেম, "তবে বুঝি এইখানেই ধর্ম্মশালার গুপ্তধন আছে, এতকালের পর আমরাই বুঝি সেই গুপ্তধনের সন্ধান পেলেম !"

বিমর্ষবদনে হুরাজো বোল্লেন, "আর কি আমার সে ভরসা আছে !—এমন কুগ্রহের সময় কখনও কি তেমন সৌভাগ্য সম্ভবে ?—গ্রহদেবতারা আমার প্রতি নিতান্তই অপ্রসন্ন, তা যদি না হবে, তবে আমার এত সাধের এথেনীই বা সাগরে ডুবে যাবে কেন, তত যত্নের, তত অনুগত লোকগুলিকেই বা হারাব কেন ? গ্রহ এখন সম্পূর্ণ প্রতিকূল !"

সচকিতে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "গুপ্তধন পাই আর নাই পাই, কাণ্ডটা বাস্তবিক বড়ই অদ্ভুত ! অভাবনীয় আশ্চর্য্য আবিষ্কার ! এর ভিতর কি আছে, দেখা চাই। আর আধঘণ্টা থাক, যাক্ ;—দেখা যাক্ ব্যাপার কি।"

এই কথা বোলেই আবার আমি সেই গর্ত্তের ভিতর নাম্‌লেম। গর্ত্তের ভিতর উবু হয়ে বোস্‌লেম। একটুখানি জায়গা ; ভাল কোরে বসা যায় না, কষ্টে শ্রেষ্টে জড়সড় হয়ে বোস্‌লেম। মাটী পোড়ে সব ঢেকে গেছে,কেবল উপরের ধাপের চিহ্নটী একটু একটু দেখা যাচ্ছে। দুহাত দিয়ে মাটী সরাতে আরম্ভ কোল্লেম। দশবারো মিনিট পরিশ্রম কোরে, মাটীর চাপগুলো অল্প অল্প নাড়া দিলেম। ঝুপ ঝুপ কোরে চার দিকে মাটী পোড়্‌তে লাগ্‌লো, ধূলায় ধূলায় আমি ঢাকা পোড়ে গেলেম। মাটীর ঢিল, পাথরের নুড়ি, ঝর্‌ঝর্ কোরে যেন নীচের দিকে পোড়্‌ছে, স্পষ্ট শব্দ শুন্‌তে পেলেম।

ধূলামাটীগুলো যখন সব নেমে গেল, তখন আমি বেশ পরিষ্কার দেখ্‌লেম, শারি শারি পাথরের ধাপ।—স্পষ্টই অবধারণ কোল্লেম, নীচের দিকে সুড়ঙ্গপথ।

বালক এতক্ষণ সকৌতুকে আমার কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছিল, হুরাজো অন্যমনস্ক ছিলেন। ধাপগুলি যখন স্পষ্ট দেখা গেল, তখন হুরাজোর মন ফিরে দাঁড়ালো। স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তখন বিশেষ আগ্রহে আমার দিকে পুনঃপুন চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ;—সেই সুড়ঙ্গ পথের সিঁড়ির দিকে নির্নিমিষে চেয়ে থাক্‌লেন।

"নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গপথ !—নিশ্চয়ই মাটীর ভিতর ঘর আছে !"—সকৌতুকে এই কথা বোলে, হাস্‌তে হাস্‌তে আমি আবার বোল্লেম, "সুড়ঙ্গের ভিতর গুপ্তধনাগার থাক্ না থাক্, দেখ্‌তে ছাড়্‌বো না ;—নিগূঢ় তত্ত্বটা জানা আমার বড়ই দরকার হোচ্ছে।"

কতবড় ওসার, ভাল কোরে পরীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। একখানা কাঠ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে চারি ধারের সমস্ত মাটী পরিষ্কার কোল্লেম, স্থানটী বেশ প্রশস্ত হয়ে এলো ; একজন মানুষ

অক্লেশেই সে পথে নেমে যেতে পারে, এমনি চওড়া পথ পেলেম। কিন্তু ভিতরটা ভয়ানক অন্ধকার। নামি নামি মনে কোচ্চি, মনের ভিতর কিন্তু সংশয় আসছে। যদি এটা অন্ধকারী ইঁদারা হয়, পাছে কোন বিপদে পড়ি, নামি নামি মনে কোরেও ইতস্ততঃ কোচ্চি। আলো জ্বালবার উপায় নাই;—করি কি, কি করা কর্ত্তব্য, এই রকম ভাবছি, হঠাৎ স্মরণ হলো, খানিকক্ষণ অন্ধকারে থাকতে থাকতে চক্ষু ক্রমশ ফর্সা হয়;—প্রথমে যত অন্ধকার দেখায়, শেষে আর তত অন্ধকার ঠেকে না। ভিতরে কি আছে, সন্ধান কোরবো প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কোরবো না, এইটী তখন আমার দৃঢ়সংকল্প। ডুরাজো আগ বাড়িয়ে প্রথমেই নামতে চাইলেন। তাও কি হয়?—দিব কেন;—তাঁকে আমি আগে নামতে দিব কেন? এর পর তিনি আমাকে ভীরু কাপুরুষ মনে কোরবেন, সে লজ্জার ভাগী আমি কেন হব? নিজে আমি সংকল্প কোরেছি, নিজেই নামবো। নিজেই সেই দুঃসাহসিক কার্য্যে আগেই প্রবৃত্ত হব। ডুরাজোকে আগে নামতে দিলেম না।

দীর্ঘ একগাছা দণ্ড হাতে কোরে, সুড়ঙ্গপথে আমি অবতরণ কোত্তে লাগলেম। কতদূর পর্য্যন্ত সিঁড়ি,—ধাপগুলির শেষ কোথায়, নিরূপণ করবার জন্য সেই দণ্ডগাছটা বারবার নীচের দিকে ঠক্ ঠক্ কোরে স্পর্শ কোত্তে লাগলেম। ক্রমশই নীচের দিকে নামচি। একে একে বারোটা ধাপ অতিক্রম কোরে, ক্ষণকাল আমি দাঁড়ালেম। ঘুটঘুটে অন্ধকার! চক্ষু আমার সেই অন্ধকার ভেদ কোত্তে পারে, সেই মৎলবেই ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিতনয়নে ঘোর অন্ধকার পর্য্যবেক্ষণ কোত্তে লাগলেম। বোধ হলো, একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরেছি। ঘরটী চতুষ্কোণ, পরিমাণে প্রায় ষোল ফুট। সেই ঘরের একদিকে অস্পষ্ট একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। অনুমান কোল্লেম, পাথরের শবাধার। ঘরের ভিতর যখন উপস্থিত হোলেম, যষ্টিস্পর্শে জানতে পাল্লেম, মেজের মাটী ভিজে সেঁতসেঁতে। ধীরে ধীরে সেই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের দিকে অগ্রসর হোলেম। দেখলেম, কালো মার্ব্বেলপাথরের গড়ন, দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা। দীর্ঘে ছয় ফুট, উর্দ্ধে তিন ফুট, ঠিক একটী কবর।

দেখেই ফিরলেম। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডুরাজোকে বোল্লেম, এইরূপ জায়গা, এই এই ব্যাপার। ডুরাজো তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের ভিতর নেমে পোড়লেন। প্রবেশমুখে ছোকরাটিকে পাহারা রেখে এলেন। দৈবাৎ যদি কেহ সে দিকে আসে, তৎক্ষণাৎ আমাদের খবর দিবে, ছোকরার প্রতি এইরূপ আদেশ। ডুরাজো আর আমি, দুজনেই সেই পাতালগৃহে পাথরের কবরের কাছে একত্র। অনেকক্ষণ অন্ধকার দেখে দেখে, আমার চক্ষু তখন এতদূর অভ্যস্ত হয়েছিল, পূর্ব্বাপেক্ষা সহজেই সেই মার্ব্বেলগাঁথনি নির্ণয় কোত্তে সমর্থ হোলেম। ঠিক যেন একটী কবর। আপাততঃ যদিও তা ছাড়া আর কিছুই অনুভব হলো না, কিন্তু মনে একটা খট্‌কা জন্মালো। হয় ত কবর নয়, হয় ত আর কোন মৎলবে এটী এখানে নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। কি যে সেই মৎলব, উপরটা দেখে হঠাৎ স্থির করা যায় না।

দেখি দেখি ডুরাজো কি বলেন, এই ভেবে, সেইটী জানবার জন্য, প্রশান্তস্বরে ডুরাজোকে আমি বোল্লেম, "এই দেখুন, পাথরের কবর!"

হুরাজো উত্তর কোল্লেন, "তাই ত দেখ্‌ছি ! নিশ্চয়ই বুর্থলমিউমঠের কোন পূজা পুরো-হিতের অন্তিম বিরামস্থান। তুমি—প্রিয়তম উইলমট ! এত কষ্ট পেয়ে, তুমি আবিষ্কার কোল্লে কি ? এত পরিশ্রমে তোমার পুরস্কার হলে কি ? গোরস্থানের আবিষ্ক্রিয়া ! মাটীর নীচে সুড়ঙ্গগৃহে দেখ্‌লে কি না একটী মার্ব্বেলপাথরের বহুকেলে কবর !"

হাস্‌তে হাস্‌তে আমি বোল্লেম, "আপনাকে ত আগে থেকেই বোলে আস্‌ছি, আমি গুপ্তধন তল্লাস কোচ্ছি না, সে আকিঞ্চনেও এত পরিশ্রম কোচ্ছি না, বরাবর বোল্‌ছি, দেখা চাই কারখানাটা কি !—" এই কটী কথা বোলে, গম্ভীরভাব ধারণ কোরে, আবার আমি সন্দিগ্ধ স্বরে বোল্লেম, "শুধুই কেবল মৃতশরীরের সমাধিস্থান, এমন কিন্তু আমার বোধ হোচ্চে না।"

"কি তবে ?" হঠাৎ যেন চোমকে উঠে, কি যেন অজ্ঞাত আশায় উৎফুল্ল হয়ে, হুরাজো অকস্মাৎ বোলে উঠ্‌লেন, কি তবে ? "তবে কি তুমি সেই—"

বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "অনুমানের উপর নির্ভর কোরে, কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ কোত্তে আমার সাহস হয় না ;—বাস্তবিক কি অভিপ্রায়ে এই সুড়ঙ্গ, তা আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পাচ্ছি না ; কিন্তু শুধু কেবল সমাধিস্থানের উদ্দেশেই এই গুপ্তগৃহের সৃষ্টি নয়, এটী আমার বেশ বোধ হোচ্ছে, নিঃসন্দেহে এ কথা আমি বোল্‌তে পারি। একটী গোর এখানে ছিল ; ধর্ম্মশালার অনেকগুলি মহাপুরুষের সমাধি এখানে হয়েছে, সম্ভ্রমসূচক স্মরণচিহ্নও আছে, এ কথা নিঃসংশয়ে সত্য ; কিন্তু সমাধিক্ষেত্রের ভিতর এ প্রকার সুড়ঙ্গগৃহ কেন ? প্রবেশ-পথটাই বা ও রকমে লুকানো থাক্‌বে কেন ? স্পষ্টই জান্‌তে পারা যাচ্ছে, বহুকাল এখানে মানবসমাগম নাই ; সুতরাং এ তত্ত্ব কেহই বোলতে পারে না, কোথাও কিছু প্রচার নাই ; দৈববশে ঘটনাক্রমে হঠাৎ আজ আমরা বহুকালের এই গুপ্তব্যাপার অবগত হোতে পাল্লেম। বিবেচনা করুন, কোন ধর্ম্মাত্মা সাধুলোকের চিরস্মরণীয় সমাধিস্তম্ভ কেহ কি কখনও এমন বেশরে সুড়ঙ্গগহ্বরে লুকিয়ে রাখে না ?"

"ঠিক বোলেছ উইলমট !"—চমকিত হয়ে হুরাজো হঠাৎ বোলে উঠ্‌লেন, ঠিক বোলেছ উইলমট !—ঠিক বোলেছ তুমি !—তোমার কথাই ঠিক ! কাল রাত্রে আমরা যে রকম গল্প শুন্‌লেম, —যদিও সে গল্পের দিকে বাস্তবিক আমার মন ছিল না,—বাস্তবিক সে সময় আমি অন্যচিন্তায় অন্যমনস্ক,—নিজেই সে কথা আমি স্বীকার কোচ্ছি,—কিন্তু গল্পটা যে রকম, তার আগাগোড়া প্রত্যেক প্রত্যেক সমস্ত কথা যদি সত্য—"

"সত্য, সে পক্ষে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই ; কিন্তু আমি এক রকম নিশ্চয় ভেবেছিলেম, বর্থলমিউমঠের বিতাড়িত উপাসকমণ্ডলী, তাঁদের সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন নিয়ে, এ দেশ থেকে পালিয়েছেন ;—হয় ইটালীতে, না হয় অন্য দেশে গিয়ে বাস কোরেছেন ; ধনদৌলত কখনই ফেলে রেখে যান নাই। কেহ পাবে না, এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন, এমন কথাও কি সহজে বিশ্বাস করা যায় ? লুকিয়ে রাখায় লাভ কি ? যে দেশে অধিকার নাই,—যে দেশে প্রবেশ কোত্তে ঘৃণা,—দারুণ অত্যাচার সহ্য কোরে, যে স্থান তাঁরা পরিত্যাগ কোরে গিয়েছেন, চিরসঞ্চিত ধর্ম্মের ধন, তেমন দেশে চিরকালের মত লুকিয়ে

মাথায় ফল কি? গল্প শুনে আমি নিশ্চয় ভেবেছিলেম, ধনদৌলত তাঁরা রেখে যান নাই, সমস্তই সঙ্গে কোরে ধর্ম্ম উপাসকেরা ভিন্ন দেশে উপনিবেশী হয়েছেন, এইটীই ত সম্ভব। আরও একটা নিগূঢ়কথা আছে। কৃষকের মুখে শুনেছি, এক প্রকার কিম্বদন্তী বলে, ধর্ম্মশালার গুপ্ত-ধন কোথায় আছে, কেবল মঠাধ্যক্ষ লর্ড আবট নিজেই সেটী জান্তেন। হঠাৎ পাপাত্মা কাউন্ট মর্ন্টিডিওরোর তলোয়ারে তাঁর প্রাণান্ত;—তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সে সন্ধান ফুরিয়ে গেছে;—এই আভাসটীই বেশী সম্ভব। গল্প শুনে এইরূপ আমার ধারণা।"

আকস্মিক সন্দিগ্ধ উল্লাসে যেন উন্মত্তপ্রায় হয়েই, জুরাজো বোলে উঠ্লেন, "প্রিয়তম উইলমট! তুমি কি তবে সেই কথাই—"

"ব্যস্ত হবেন না, অত উত্তেজিত হবেন না; দেখা যাক্, কিসে কি হয়। আমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা কোচ্চেন? আমি এখন ঠিক কোরে কিছুই বোল্তে পারি না। যদি মিথ্যা হয়,—যা ভাব্‌ছি, তা যদি না হয়, আমাকেই অপ্রস্তুত হোতে হবে। চেষ্টা কোরে দেখা যাক্, যদি কোন কিছু,—না,—আসুন!—এইটা ধরুন!"

সেই মার্ব্বেলপাথরখানির একদিক আমি ধোল্লেম, একদিক জুরাজো ধোল্লেন। টেনে টেনে তোল্‌বার চেষ্টা কোল্লেম। অসাধ্য। একটু সরাতেও পাল্লেম না।

"তবে একটা আলোর জোগাড় দেখ্‌বো?" অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে জুরাজো বোল্লেন, "একটা আলো আন্‌বার জোগাড় কোর্‌বো?—বাস্তবিক একটা আলো দরকার হোচ্চে, হাঁ,—সেই কথাই ভাল। একটা কোন অছিলা কোরে—"

"গোলাবাড়ীতে যেতে চান?"—সচকিতে বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "আলো আন্‌তে গোলাবাড়ীতে যেতে চান?—না,—আলো না হোলেও চোল্‌বে;—আপাতত আলো দরকার হোচ্চে না।"—বোল্‌তে বোল্‌তে সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "অঃ! এটা কি? একটা লোহার আংটা! বোধ হয় লুকানো স্প্রিং!"

বাস্তবিক যেটা আমার হাতে ঠেক্‌লো, সেটা একটা লোহার আংটা। ঘূরালেম; টান্‌লেম,—যথাশক্তি টানাটানি কোল্লেম, কিছুই কোত্তে পাল্লেম না। আমার দেখাদেখি জুরাজোও সেইটে ধোরে টানাটানি কোত্তে লাগ্‌লেন। আর এক দিকে আর একটা। অন্যদিকে হাত দিয়ে দেখি, সেদিকেও দুটো আংটা;—চারদিকে চারটে। একটা ধোরে আমি ঘূরাতে লাগ্‌লেম। মর্চ্চে ধোরে গিয়েছিল, বহুকষ্টে শেষকালে ঘুরাতে পাল্লেম। তখন বুঝ্‌লেম, সত্য সত্যই স্প্রিং। ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে এলো। আরো অনেক চেষ্টা কোল্লেম, পাথরখানা সরাতে পাল্লেম না। জুরাজো বোল্লেন, "ওগুলো তবে কিছু নয়; ভাল দেখ্‌বে বোলে দিয়ে রেখেছিল।"

"হোতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হোচ্চে যেন ঐ স্প্রিঙেই খোলা যায়।"—অনেক-ক্ষণ চেষ্টা কোল্লেম, কিছুতেই কিছু হলো না। ছেড়ে দিব মনে কোচ্চি, হঠাৎ একটা আংটা খোসে এলো;—আমি অকস্মাৎ তাল সাম্‌লাতে না পেরে, পেছন দিকে হোঁটে পোড়্‌লেম। আংটায় লাগানো একটা লোহার গরাদে।

সবিস্ময়ে ছুরাজো বোল্লেন, "ও কি? তোমার হাতে লাগ্‌লো না কি?"

"না;—এখন আমি সন্ধান পেয়েছি।"—এই কথা বোলে ছুরাজোকে সেই গরাদেটা দেখালেম। দুজনেই আবার পাথরখানা সরাবার চেষ্টা কোল্লেম, পাল্লেম না। অনেকক্ষণের পর—অনেক পরিশ্রমের পর, উপরের ডালাখানা খোসে পোড়্‌লো। সুড়ঙ্গের গহ্বর মধ্যে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মেজের উপর সেই পাথরখানা দুম্ কোবে পোড়ে গেল। ছুরাজো আনন্দধ্বনি কোরে উঠ্‌লেন। আমার মাথা ঘূর্ত্তে লাগ্‌লো;—সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। ছুরাজো বোল্লেন, "দেখ, প্রিয় উইলমট! দেখ, এর ভিতর কি আছে আমি একসময় অন্যস্থানে সর্দ্দারী কোরেছি, এ ব্যাপারে তুমিই সর্দ্দার;—তুমিই প্রধান আবিষ্কর্ত্তা! কি বস্তু পাওয়া গেল, তুমিই আগে দেখ!"

আমি সেই পাথরের আধারের ভিতর হাত দিলেম। কতকগুলো জিনিস হাতে ঠেক্‌লো। আহ্লাদে শিউরে উঠ্‌লেম। একটা জিনিস বাহির কোরে নিলেম। ভারী। যে রকমের গড়ন, তা দেখে আমার অন্তরে নূতন আশার সঞ্চার। আশার আনন্দে ক্ষণকাল আমার বাক্‌রোধ। ক্ষণকাল একটীও কথা বোল্‌তে পাল্লেম না। বোসে পোড়্‌লেম। খানিকক্ষণ সাম্‌লে, অবশেষে কম্পিতস্বরে ছুরাজোকে বোল্লেম, "ছুরাজো! অত চঞ্চল হবেন না, কিন্তু—কিন্তু—আপ্‌নার এথেনী মারা গেছে, সে জন্য আর আপনাকে আক্ষেপ কোত্তে হবে না। এখন আপনি প্রচুর ধনের অধিপতি হবেন। যত উপার্জ্জনের আশা আপনার মনে ছিল, তার শতসহস্রগুণে আপনি ধনেশ্বর হবেন।" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ছুরাজোর দিকে আমি চেয়ে আছি, ছুরাজো তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের ন্যায় দুই হাতে আমারে আলিঙ্গন কোরে, করুণস্বরে বোলে উঠ্‌লেন, "ওঃ! আমার ভাগ্যে নয়,—আমার ভাগ্যে নয়,—এ লাভ আমার লিয়োনোরার ভাগ্যে!"—এই কথা বোলেই তিনি আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কোল্লেন।

ছুরাজোকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়ে, আমি সেই প্রস্তরাধার ভাল কোরে পরীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। স্তবকে স্তবকে লোহার পাত দিয়ে মোড়া,—গরাদে আঁটা,—ইস্ক্রু লাগানো, অনেক যত্নে সুরক্ষিত। আধারের মধ্যে আমি দেখ্‌লেম, অনেকগুলি রূপার বাট, আরো কতকগুলি সোণার বাট;—আরো বড় বড় চারটে জালা,—স্বর্ণমুদ্রা—রজতমুদ্রায় পরিপূর্ণ! আর একটা ছোট জালা। তার ভিতর নানাপ্রকার মহামূল্য অলঙ্কার। প্রচুর ঐশ্বর্য্য। ছোক্‌রাটী এতক্ষণ প্রবেশমুখে পাহারা দিচ্ছিল, আমরা তাকে এই সুখের বার্ত্তা জানালেম। ছোক্‌রার আর আহ্লাদের সীমা থাক্‌লো না। তার আহ্লাদ, তার নিজের জন্য নয়, ছুরাজো সুখী হবেন,—আমি সুখী হব, বালক সেই আহ্লাদেই উন্মত্ত। লিয়োনোরার প্রতি ছুরাজোর আনুরক্তি,—লিয়োনোরার সঙ্গে ছুরাজোর বিবাহ, বালক সে সংবাদ কিছুই জান্‌তো না;—হঠাৎপ্রাপ্ত গুপ্তধনে লিনোনোরাকে নিয়ে ছুরাজো সুখী হবেন, সেটী মনে কোরে বালকের আহ্লাদ নয়, এথেনীজাহাজ ডুবে গেছে,—কাপ্তেন ছুরাজো দুরবস্থায় পোড়েছেন, অবস্থা এখন শুধ্‌রে উঠ্‌বে, এত দুঃখের পর ছুরাজো সুখী হবেন, সেই

আহ্লাদেই বালক উন্মত্ত। আমার জন্য আহ্লাদ কেন?—বালক আমারে ভালবাসে; আমার প্রতি বালকের মিত্রভাব;—বালকপ্রাণে সেই কারণেই আনন্দ। অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য লাভ, সেই আনন্দে হুরাজোও উন্মত্ত। আমারও অসীম আনন্দ। নিজের জন্য নয়, সেই দুটী গ্রীকের উপকার হবে, সেই আহ্লাদেই আমার পরম সন্তোষ। যে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেল, বাস্তবিক তার উচিত মূল্য কত, সেটী আমি তখন অনুমান কোত্তে পাল্লেম না। মোটামুটি অনুমানে সত্তর আশী হাজার পাউণ্ডের কম নয়। অনেকক্ষণ আমরা আনন্দে বিহ্বল; অনেকক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য নাই। আনন্দবেগ একটু প্রশমিত হোলে, শেষকালে আমি হুরাজোকে বোল্লেম, "এখন আপনি বুঝেছেন? গোলাবাড়ীতে আপনি আলো আনতে যেতে চেয়েছিলেন, আমি বারণ কোরেছিলেম, তার কারণ আপনি এখন বুঝতে পাল্লেন? আমরা যে এখানে কি কোচ্ছি, অপর কেহ সেটা জানতে পারে, এমন ইচ্ছা আমার ছিল না, এখনো নাই। কেন জানেন? কথাটা যদি প্রচার হয়ে পড়ে, রাজার লোকে দখল কোত্তে আসবে, কিম্বা হয় ত বর্থল্‌মিউমরের দেবোত্তর যারা এখন দখল কোচ্চে, তারা এসে হামী হবে। আমি ত বুঝতে পাচ্ছি, এ ধনে আর কাহারো স্বত্ব নাই। মাটীর ভিতর থেকে আমরা বাহির কোরেছি, আমাদেরই স্বত্ব, আমাদেরই অধিকার। এখন শুনুন্ আমার কথা;—খুব সাবধান হয়ে কাজ করা চাই। অতি সাবধানে,—অতি সঙ্গোপনে ধনগুলি বাহির কোরে নিয়ে যেতে হবে। এখন আমি মনের কথা আপনাকে খুলে বোল্‌ছি, এই ধনগুলি সমস্তই আপনার নিজের;—আপনিই ষোল আনার অধিকারী; আমার অংশও আমি আপনাকে খুসী হয়ে প্রদান—"

"সে কি? তাও কি কখনও হোতে পারে? তোমার অংশ তুমি আমাকে দিবে? এমন অদ্ভুত মহত্ত্ব ত আমি আর কখনো কোথাও দেখি নাই। না ভাই,—না জোসেফ! তা হবে না;—এ ধন বরং এই সুড়ঙ্গের ভিতর চিরকালের মত—"

সবটুকু না শুনেই আমি বোল্লেম, "ও সব কথা পরে হবে। এখনকার যা কাজ, তাই করুন। যত শীঘ্র পারি, আসুন, এগুলি আবার আমরা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখি। যখন উপযুক্ত অবকাশ পাব, সেই সময় এসে বাহির কোরে নিয়ে যাব।"

এ প্রস্তাবে হুরাজো তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলেন। স্থির হলো, যেখানকার ধন, সেইখানেই এখন থাকুক, সুড়ঙ্গের মুখ এতদিন যে রকমে বন্ধ ছিল, সেই রকমেই বন্ধ কোরে রাখবো, অপর লোক যদি এ দিকে আসে, কিছুই অনুমান কোত্তে পারবে না। বাস্তবিক তাই আমরা কোল্লেম। পাথরের সিঁড়ির মাথার উপর একখানা প্রকাণ্ড পাথর চাপালেম। যেখানে প্রথমে আমার পা ডুবে গিয়েছিল, মাটী ফেলে ফেলে সে জায়গাটা বুজিয়ে ফেল্লেম; পা দিয়ে চেপে চেপে দুরমুস্ কোরে দিলেম;—আরও কতকগুলো পাথর টেনে এনে, সেই জায়গায় কাঁড়ি কোরে রাখ্‌লেম। অপরের চক্ষে পড়্‌বার কোন সম্ভাবনাই থাক্‌লো না।

এই রকমে কাজ নির্ব্বাহ কোরে, আস্তে আস্তে আমরা ধ্বংসক্ষেত্র থেকে বেরুতে লাগ্‌লেম। হুরাজোর মুখে চক্ষে,—বালকটীর মুখে চক্ষে, বিহ্বল আনন্দলক্ষণ প্রকাশমান।

দেখে দেখে আমি সাবধান কোরে বোলে দিলেম, "আপনারা যে রকম কোচ্চেন দেখ্‌ছি, মুখ দেখে অন্য লোকে নিঃসংশয়ই আপনাদের মনের ভাব—মনের আহ্লাদ বুঝ্‌তে পার্‌বে। এ সময় ও রকমটা দেখাবেন না। সাবধান!"

একটু চুপ কোরে থেকে তুরাজো বোল্লেন, "চল তবে মন্টিডিওরো দুর্গটা দেখে আসি। দুটী ধ্বংসক্ষেত্রই আমরা দেখ্‌বো, গোলাবাড়ীতে এ কথা বোলে এসেছি;—এইখানেই ত বিস্তর দেরী হয়ে গেল। এতক্ষণ ধোরে ভগ্নমঠ দেখ্‌লেম, এ কথায় হয় ত কাহারো সংশয় জন্মাতে পারে। অধিকন্তু বোধ হয়, আর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক কোরে বেড়ালে, এখনকার আনন্দবেগটাও অনেক কোমে আস্‌তে পারে;—তখন বেশ সুস্থির হয়ে, সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পার্‌বো।"

"বেশ;—সেই কথাই ভাল। চলুন, মন্টিডিওরো দুর্গে। অনেকটা যেতে হবে;—প্রায় পাঁচ মাইল। তা হোক্, আমরা জোয়ান আছি, মনেও উৎসাহ আছে;—পাঁচ মাইল পথ হাঁট্‌তে আমাদের কিছুই ক্লেশ হবে না।"

ধনবিভাগের কথাটা মাঝখানে চাপা পোড়ে গিয়েছিল, দুর্গপথে যেতে যেতে সেই কথাটা আমি আবার তুল্লেম। অকপটে তুরাজোকে বোল্লেম, "প্রিয়তম তুরাজো! সে বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার মনের কথা যা, তা আপনাকে বোলেছি। আমার অংশ আপনাকে দিব। মিনতি করি, আমার কথায় বাধা দিবেন না,—ভাল কোরে মন দিয়ে শুনুন। আপাতত আমার খরচপত্র যা কিছু দরকার, তা আমার প্রচুর আছে। আগামী নবেম্বর পর্য্যন্ত এই কমাস আমার সুখে স্বচ্ছন্দে বেশ চোল্‌বে। তার পর আমার ভাগ্যপরীক্ষা। হয় আমি অতুল ধনের অধিপতি হয়ে, সংসারে পরম সুখী হব, না হয় সমস্ত আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে, উদাসীন ভিখারী হয়ে বেড়াবো;—সংসারের ধনরত্নে এ জীবনে আমার তখন কোন সুখের আশাই থাক্‌বে না। বুঝেছেন আমার কথা? ভাগ্যের আমার দুই পন্থা। হয় এটা, নয় ওটা। কিন্তু আগেকার পন্থাটীই এক প্রকার নিশ্চিত;—সংসারে আমার সুখী হওয়াই সম্ভব। যাই ঘটুক, এ রকমে প্রাপ্তধন্ আমি গ্রহণ কোত্তে চাই না। তাতে আমার আবশ্যক নাই। লোভে পোড়ে যদিও এখন গ্রহণ করি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন কদাচ আমারে ঐ ধন রাখ্‌তে দিবেন না; তিনি বরং আমারে অনুচিত পন্থানুগামী মনে কোরে, অন্যায় অর্থলোভী বিবেচনা কোর্‌বেন।"

সবিস্ময়ে তুরাজো বোল্লেন, "তবে কি এটা অধর্ম্ম? আমাদের তিনজনের মধ্যে কেহ যদি ঐ ধন গ্রহণ করে, তোমার বিবেচনায় সেটা কি তবে অধর্ম্মের ধন হবে?"

"ভাল কোরে বুঝিয়ে বোল্‌ছি। নিশ্চয়ই অবৈধ লাভ। পৃথিবীর যে দেশে যে রাজ্যে এই প্রকার গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয়, আইন আছে, সে ধন কার প্রাপ্য? আইনমতে যারা যথার্থ অধিকারী, তারাই এই প্রকার ধন প্রাপ্ত হয়। এখন দেখ্‌তে হবে, আমার এখন যে রকম অবস্থা, তাতে জোরে ঐ প্রকার ধনে ধনী হবার সাধ করা নিতান্ত আবশ্যক কি না? আমি ত বুঝ্‌তে পাচ্চি, অনাবশ্যক;—আপনার পক্ষে আবশ্যক। আমি যে এখন ঘোরতর

ধার্ম্মিকের মত কথা কোচ্চি, এমন আপনি বিবেচনা কোর্‌বেন না। আপনিই বিবেচনা করুন, আবশ্যকটা কোথায় দাঁড়ায়। আপনার নিজেরই এখন অধিক আবশ্যক। সেই নিমিত্তই বোল্‌ছি, আপনিই গ্রহণ করুন, এই আমার পরামর্শ। ন্যায়মতে—যুক্তিমতে, বিচারমতে, কোন স্থানের গুপ্তধন, যে পায় তারই হয়;—আইন বলে, তা হয় না;—রাজার আইনমতে সে অধিকার অপরের। কিন্তু সত্য কথা বোল্‌তে কি,—বুঝ্‌লেন ডুরাজো! আপ্‌নার এখন যেরূপ অবস্থা, আমি যদি এইরূপ অবস্থায় পোড়্‌তেম, বে-আইনী জেনেও ঐ ধন আমি স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ কোত্তেম।"

এক মনে স্থির হয়ে,—নীরবে ডুরাজো আমার কথাগুলি শুন্‌লেন। দুর্গের দিকে যাচ্চি, আর বোল্‌ছি। ডুরাজো বরাবর নীরব;—মুখ দেখে বুঝ্‌লেম, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। অনেকক্ষণের পর তিনি বোল্লেন, "পীড়াপীড়ি কোরে আমি তোমাকে গছাবো;—তোমার নিজের অংশ তোমাকে গ্রহণ কোত্তেই হবে। ন্যূনকল্পে অনুমানে তোমাদের ইংরাজী মুদ্রা গণনার হিসাবে সত্তর আশী হাজার পাউণ্ডের কম হবে না। তুমি নিজেই এইরূপ অনুমান করেছ। স্বচ্ছন্দে মুখের কথায় এত ঐশ্বর্য্য তুমি হাতছাড়া কোর্‌বে? না, তা কোরো না;—নিজের অংশ নিজে লও। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন এ কথা কিছুই জানতে পার্‌বেন না। সবগুলি বদল কোরে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ কোরো;—বিদেশের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কে জমা রেখো;—সময় অসময় অনেক উপকারে আস্‌বে।"

সারা পথ আমাদের ঐ তর্ক। দূর থেকে মণ্টিডিওরো দুর্গের ধ্বংসস্তূপ আমাদের নয়নগোচর হোচ্চে। তর্ক আমাদের অবিরত চোল্‌ছে। কেন আমি গ্রহণ কোত্তে চাই না, সে পক্ষে যত যুক্তি দেখালেম, যত হেতুবাদ বোল্লেম, সবগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঠকমহাশয়কে জানানো অনাবশ্যক;—আমার নিজের কাহিনীর সঙ্গে সংশ্রবও অল্প, সুতরাং পাঠককে কেবল ক্লান্ত করা হবে মাত্র। স্থূল কথায় কেবল এইটুকু বলাই ভাল, মীমাংসা কিছুই হলো না। ডুরাজো বলেন, "তুমি লও" আমি ডুরাজোকে বলি "তুমি লও" এই রকম গোলমাল। আমরা মণ্টিডিওরো দুর্গে পৌছিলেম।

"এখন তবে ও কথা থাক্।" ধ্বংসক্ষেত্রে পৌছে, ডুরাজোকে আমি বোল্লেম, "এখন তবে ও কথা থাক্। এই ধ্বংসধামটী ভাল কোরে দেখা চাই। প্রাচীনকালে কর্সিকার জায়গীরদারগণের কতদূর সৌভাগ্য ছিল,—কতদূর সমৃদ্ধি ছিল, ধ্বংসক্ষেত্র দেখে সেইটী নিরূপণ করা আমার বড়ই ইচ্ছা,—বড়ই আগ্রহ।"

ধ্বংসক্ষেত্র দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। বর্থল্‌মিউমঠের মত এই মণ্টিডিওরো দুর্গটীও বহুদূরব্যাপী ভাঙা পাথর আর কাঁটাগাছে ঢাকা। কেবল কিঞ্চিৎ তারতম্য। বর্থল্‌মিউমঠ যেমন এককালে সমভূমি, এ দুর্গটী ততদূর নয়;—নিষ্ঠুর কাল এ দুর্গের উপর ততদূর পরাক্রম প্রকাশ কোত্তে পারে নাই। অনেক বড় বড় প্রাচীর,—বড় বড় দেয়াল, এখনো পর্য্যন্ত বজায় আছে। একটী মণ্ডলাকার ঘরের দেয়াল অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রয়েছে। গাঁথুনি নিরেট। ঘরের মেজে,—ঘরের ছাদ,—পাথরের সিঁড়ি, সে সব কিছুই নাই, কিন্তু চারি দিকের দেয়াল

সমভাবে দণ্ডায়মান। ভিতরে গিয়ে যখন আমরা দাঁড়ালেম,—উপরদিকে যখন চেয়ে দেখ্‌লেম, কি দেখা গেল?—আকাশ দেখা গেল না। গোল গোল কতকগুলো খিলান। দুর্গের তিন দিকে গড়খাই। পচা দুর্গন্ধ জলে পরিপূর্ণ। দুর্গনিকেতনের সুপ্রশস্ত পাথরের প্রাঙ্গন, এখন কেবল বন হয়ে গেছে। বনতরু বনলতায় সমাবৃত। উচ্চ উচ্চ দেয়ালগুলি দেখে চওড়া চওড়া ভিতের পত্তন পরীক্ষা কোরে অনুমানে বুঝা গেল, সময়ে এ দুর্গের কিরূপ চমৎকার শোভা ছিল। যেখানে তোপ সাজান থাক্‌তো, সে স্থানটী প্রায় চতুষ্কোণ। দুধারেই অট্টালিকাশ্রেণী, মধ্যস্থলে দুর্গনিকেতন। এক দিকের দেয়াল,—প্রবেশের দরজা,—ঘরের জানালা, এখনো পর্য্যন্ত বিদ্যমান। সেখানেও একটী সুড়ঙ্গপথ ছিল। অন্ধকার গভীর কূপ নয়নগোচর হয়। সুড়ঙ্গের নীচে বোধ হয়, কারাগার ছিল। ভাঙা ভাঙা পাথর পোড়ে নানা রকম কাঁটাগাছ জোম্মে, প্রবেশমুখটী বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বর্থলমিউ মঠে আমার মনে যেমন কল্পনার আবির্ভাব হয়েছিল, এখানেও সেইরূপ। যখন সময় ছিল, মণ্টিডিওরো দুর্গ তখন কেমন, কল্পনাসুন্দরী সে ছবি আমার চক্ষের কাছে ধোরে দিলেন। আমি যেন দেখ্‌ছি, লৌহবর্ম্মাবৃত বড় বড় যোদ্ধা বীরপুরুষেরা কেল্লার প্রাচীরের উপর দলে দলে বেড়াচ্চেন;—কল্পনাপথে আমি যেন তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রের ঝন্‌ঝনাধ্বনি শুনতে পাচ্চি। আমি যেন দেখ্‌ছি, দুর্গের ভিতর থেকে মণ্টিডিওরো উপাধিধারী মহাগর্ব্বিত একজন বীরপুরুষ বেরিয়ে আস্‌ছেন;—শিকারীর পোষাক পরা, শিকারীপোষাকেই রণবেশ;—বলবান্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ,—রণসজ্জায় রণক্ষেত্রে যাচ্চেন। আমি যেন দেখ্‌ছি, দুর্গের প্রাঙ্গনভূমে বহু খোসপোষাকী যুগলরূপ দলবদ্ধ। সকলেরই হাসিমুখ,—সকলেই প্রফুল্ল,—কতই উৎসাহিত,—কতই আমোদিত। কারা তাঁরা? নাইট উপাধিধারী বড় বড় বীর আর সুসজ্জিতা রূপলাবণ্যবতী যুবতী যুবতী লেডী। প্রাঙ্গনে অগণিত অনুচর। আমি যেন শুনতে পাচ্চি, প্রাঙ্গনের মার্ব্বেলপাথরে সুন্দর সুন্দর অশ্বদল চঞ্চল হয়ে ঘন ঘন ঠক্ ঠক্ কোরে খুর ঠুক্‌ছে। আমি যেন দেখ্‌ছি, প্রধান শিকারীপুরুষের চারিধারে শারি শারি শিকারীকুকুরেরা বেষ্টন কোরে রয়েছে;—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্সিকান্ ডালকোত্তা। এই সব ডালকোত্তারা যেমন সহজে মৃগশিকার কোত্তে পারে, তেমনি সহজে অক্লেশে মানুষ শিকারও কোত্তে পারে;—কল্পনায় যেন দেখ্‌তে পাচ্চি, দুই কাজেই তারা সুপটু। আরো আমি যেন দেখ্‌ছি, একটী লোক হাতের কব্জির উপর শিক্‌রে পাখী বোসিয়ে, কুকুরদের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই লোক বড় বড় বাজপাখী ধোরে, শিকার কোত্তে শিক্ষা দেয়। আমি যেন দেখ্‌ছি, ছোট ছোট ছোক্‌রা চাকরেরা আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে উপরওয়ালাদের শিকারের আমোদে ভিড় বেঁধে আমোদ কোচ্চে। কল্পনাপ্রভাবে আমি যেন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৃশ্যও দেখ্‌ছি। রক্তের নদী বোয়ে যাচ্ছে!—ঘোরতর কাটাকাটি,—ঘোরতর মারামারি!—গগনভেদী অস্ত্রের ঝনঝনা;—যোদ্ধাদের গগনভেদী সিংহনাদ! আমি যেন দেখ্‌ছি, বিপক্ষদল যেন মৌমাছির ঝাঁকের মত দুর্গপ্রাচীরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, দুর্গরক্ষকেরা তাদের সব

ছিন্নবিচ্ছিন্ন কোরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কত লোক প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পালাচ্চে ;—পরিখার জলেই কত লোক অনন্তশয্যা আশ্রয় কোচ্ছে; কেল্লা থেকে ঘন ঘন তোপধ্বনি হোচ্চে! এই সব কাণ্ড যেন আমি যথাই চক্ষের উপর দেখ্‌ছি।

কল্পনার বেশী আড়ম্বর আর নয়। পাঠকমহাশয় হয় ত বেশী বাড়াবাড়ি মনে কোর্‌বেন। কাজ নাই। কল্পনাকে বিদায় দিলেম। ধ্বংসক্ষেত্র দর্শন কোচ্চি। অহো! এক সময়ে এই দুর্গের যে প্রকার সমৃদ্ধি ছিল, সে সব কোথায় গেল? এখনকার এই পরিণাম। বর্থলমিউমঠ কতকগুলি ধার্ম্মিকলোকের আবাসভূমি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে দুরন্ত দুর্জ্জয় কাউন্ট মর্ণ্টিডিওরো সেই ধর্ম্মশালায় সর্ব্বনাশ কোরেছেন। ঘটনা-গতিকে—অদৃষ্টচক্রে মর্ণ্টিডিওরো দুর্গেরও এই দশা। পাপের প্রতিফল এই রকমেই হয়।

এক ঘণ্টার অধিক কাল আমরা সেই ধ্বংসদুর্গে ঘূরে ঘূরে বেড়ালেম। ক্ষণকালের মধ্যে কত কথাই মনে হোতে লাগ্‌লো। কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো অপঘাতে মোরেছেন। এত বড় বনিয়াদী দুর্গ এককালে ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশে উত্তরাধিকারী নাই। যদিও থাকেন, ঘৃণা কোরে এ দ্বীপে আর আসেন না। বর্থলমিউ মঠেরও উত্তরাধিকারী নাই। সময়ের উর্ব্বরাভূমি এককালে উৎসন্ন হয়ে গেছে ;—জমিদারীর জমিজমা বারো ভূতে লুটে খাচ্চে। একজনের পাপে কত লোকের সর্ব্বনাশ, তার উজ্জ্বল প্রমাণ এই দুটী বড় বড় ধ্বংসক্ষেত্র। যাঁর পাপে সর্ব্বনাশ, সেই পাপাচার কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো সর্ব্বপাপে দুর্জ্জয় ছিলেন। বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের প্রলোভনে বিমোহিত হয়ে, ঐ কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো কর্সিকা-দ্বীপে বিস্তর বিস্তর দৌরাত্ম্য কোরেছেন। পরের কাছে ঘুস খেয়ে, প্রতিবাসী লোকের সর্ব্বনাশের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ধর্ম্মশালায় ট্যাক্‌স বসাবার পাপবুদ্ধি তাঁর মস্তিষ্কে যদি উদয় না হতো, তত উপকারিণী ধর্ম্মশালাটী কখনই ধ্বংস হোতো না ; দ্বীপবাসী নিরীহ লোকগুলিও দেশত্যাগী হতো না। সমস্ত অনর্থের মূল সেই মহাপাতকী কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো। দেশের সর্ব্বনাশ কোরে তাঁর ইষ্টসিদ্ধি হলো কি? বিঘোরে পাহাড় থেকে পোড়ে প্রাণ হারালেন। তত বড় ভয়ঙ্কর মৃত্যুতে জনপ্রাণীরও চক্ষে জল এলো না। পাপপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই পাপাত্মাদের পতন। পরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা কোরে, আপ্‌না হোতে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই কোল্লেন। মানবসংসারের এটী একটী বিলক্ষণ শিক্ষার স্থল। সন্তান সত্ত্বেও নির্ব্বংশ। পাপপ্রলোভনে কাউণ্ট মর্ণ্টিডিওরো যেদিক থেকে যত অর্থ সংগ্রহ কোরেছিলেন, ধ্বংসকালে সে সব ধনের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাক্‌লো না। এই সব কথা ভাব্‌ছি,—মুহূর্ত্তমধ্যেই ভাব্‌ছি, আবার তৎক্ষণাৎ বর্থলমিউ মঠের কথা মনে এলো। প্রচুর পরিমিত গুপ্তধন ;—সমস্তই ধর্ম্মের ধন। ধর্ম্মশালার ধর্ম্ম-উপাসকেরা যে ধন সঞ্চয় কোরে রেখেছেন, তাঁদের ভোগে লাগ্‌লো না, তত যত্ন কোরে লুকিয়ে রেখেছিলেন, দেড় শত বৎসরের মধ্যে কেহই কোন সন্ধান পায় নাই, সুড়ঙ্গপথে মাটীর নীচে ধনগুলি এতকাল প্রোথিত ছিল, আশ্চর্য্য ঘটনাক্রমে হঠাৎ আমরা আজ আবিষ্কার কোরেছি। সে ধনে কাহারো কি কোন উপকার হবে না? ধর্ম্মের ধন অবশ্যই

সাধুকার্য্যে ব্যয় হওয়া প্রার্থনীয়। আমি ত সংকল্প কোরেছি, কন্‌ষ্টান্টাইন তুরাজোকে সমস্ত ধন দিব। ভাবতে ভাব্‌তে তুরাজোর দিকে একবার চাইলেম। তুরাজো তখন অন্যদিকে চেয়ে ছিলেন, আমার সেই ক্ষণিক কটাক্ষপাত তিনি দেখ্‌তে পেলেন না। আহা! তুরাজোর এখন যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, ভবিষ্যৎ ভাবনায়,—লিয়োনোরার ভাবনায়,—এথেনীজাহাজের শোকে, ইনি এখন যে প্রকার সমাকুল, মুখ দেখ্‌লেই দুঃখ হয়,—হৃদয়ে বড়ই বেদনা লাগে। ঐ ধনরাশি প্রাপ্ত হোলে, এ দুরাবস্থা অবশ্যই মোচন হবে। আহা! প্রথমে যখন আমি বর্থলমিউ মঠে সুড়ঙ্গপথের সন্ধান পেয়ে, পরিহাসচ্ছলে তুরাজোকে বলি, হয় ত এখানে সেই গুরুদেবদের গুপ্তধন পাওয়া যেতে পারে,—আহা! তুরাজো তখন কতই আক্ষেপ কোরে বোলেছিলেন, "তেমন ভাগ্য কি আর হবে? যখন এথেনী হারিয়েছি, অনুগত লোকগুলি হারিয়েছি, তখন কি আমার এ রকম সৌভাগ্যের আশা আর আছে?"—আমিও তখন মনে কোরেছিলেম, কথাও সত্য বটে। কুগ্রহের সময় কুগ্রহের ফলই ফলে। তুরাজোর আক্ষেপের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ অনেক দিনের একটী পুরাতন কথা মনে পোড়্‌লো। রোমনগরে কাউণ্ট তিবলির দুর্জ্জয় কোপে আমি আর আবেলিনো যখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনার বাড়ীতে নজরবন্দী, আমার জন্য আক্ষেপ কোরে, বন্ধু আবেলিনো তখন উদাসভাবে বোলেছিলেন, "আমার জন্য ভাবি না;—যদি আন্তনিয়া না পাই, তা হোলে আমাকে যেখানেই কয়েদ করুক,—যে দণ্ড ইচ্ছা, সেই দণ্ডই দিক্, সমস্তই আমি সইতে পার্‌বো;—কেবল তোমার জন্যই, প্রিয়মিত্র জোসেফ! কেবল তোমার জন্যই আমার ভাবনা!"—সে একপ্রকার হতাশ আক্ষেপ, অনুদ্দেশে প্রথমে আমার মুখে গুপ্তধনের কথা শুনে, তুরাজোর বদনে সেই এক প্রকার হতাশ আক্ষেপ। এখন কিন্তু তুরাজোর আর সে প্রকার আক্ষেপের কারণ কিছুই নাই। তুরাজোর ভাগ্য-আকাশে দুঃখের মেঘ কেটে গেছে;—তুরাজোর অদৃষ্টে এখন পূর্ণ সৌভাগ্যের উদয়। অবশ্যই ঐ গুপ্তধনগুলি আমি তুরাজোকে দিব। সাধুপথে মতি ফিরেছে, আর কোন অনুরোধে না ফিরুক্,—অন্ততঃ লিয়োনোরার অনুরোধে তুরাজোর সাধুপথে মতি ফিরেছে;—নিঃসংশয়ে আমি প্রমাণ পেয়েছি, মতি ফেরা সত্য; তথাপি কিন্তু জাহাজডুবীর আগে তুরাজো মুক্তকণ্ঠে বোলেছিলেন, আরও মাসকতক সমুদ্রে সমুদ্রে বোম্বেটেগিরী কোর্‌বেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা হয়েছে। এখন আমার মনে হোচ্চে, এথেনী মরেছে, ভালই হয়েছে;—অমঙ্গল গেল বোলেই ঈশ্বর অচিরাৎ তুরাজোকে অকস্মাৎ এত ধনের অধীশ্বর কোল্লেন। বিনা আয়াসে তুরাজো এখন সাধুপথে বিচরণ কর্‌বার প্রশস্ত পন্থা পেলেন। গুপ্তধনগুলি অবশ্যই আমি তুরাজোকে দিব। সেই ধনরাশির অধিকারী হয়ে, তুরাজো অবশ্যই সে ধনের সদ্ব্যবহার কোত্তে পার্‌বেন, মনে মনে এমন বিশ্বাস আমার আছে। তুরাজোর হৃদয়ে সাধুগুণ বিস্তর। যদিও সংসারক্ষেত্রের কুটিলচক্রে কন্‌ষ্টান্টাইন তুরাজো মনের ঘৃণায় বোম্বেটে হয়েছিলেন,—সমুদ্রে সমুদ্রে বোম্বেটেগিরী কোরেছেন,—যদিও কৌশলচক্রে কন্‌ষ্টান্টাইন তুরাজো আমারে এথেনী জাহাজে বন্দী কোরে রেখেছিলেন, তথাপি তাঁর হৃদয়ের সহজ প্রকৃতি সে প্রকার নিষ্ঠুর নয়, তার আমি বিস্তর প্রমাণ পেয়েছি। তুরাজোর হৃদয় বিস্তর মহত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ। নিজ মুখেও

ইনি আমার কাছে স্পষ্ট বোলেছিলেন, অচিরেই মন ফিরাবেন, সাধুপথে মতি দিবেন, অচিরেই অসৎপথ পরিত্যাগ কোরবেন। এখেনী যদি থাক্‌তো, তা হোলেও তুরাজো তাঁর বেশী দিন বোম্বেটেগিরী কোত্তেন না। যেরূপ চরিত্র,—যেরূপ সদাশয়,—যেরূপ বুদ্ধিবিবেচনা, যেরূপ বীরত্ব,—যেরূপ সাহস,—যেরূপ সুশিক্ষা, তার উপযুক্ত পথেই মতি হবে, সেটী আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। লিয়োনোরাকে বিবাহ কোরেছেন, লিয়োনোরার মনস্তুষ্টি যাতে হয়, প্রাণপণে সে চেষ্টা কোর্‌বেন। লিয়োনোরা ধর্ম্মশীলা, সুশীলা, ধর্ম্মপথ অবলম্বন না কোল্লে লিয়োনোরালাভে ইনি সুখী হবেন না, সেটী ইনি বুঝেছেন। আমিও তা বুঝেছি। বাস্তবিক এখন অবধি ধর্ম্মপথে থাকাই কনষ্টাণ্টাইন তুরাজোর যথার্থ মনের ভাব। এই সব আমি বিবেচনা কোচ্ছি। একটু পূর্ব্বে এই বিবেচনা এসেছিল বোলেই বর্থলমিউমঠের সমস্ত গুপ্ত-ধন আমি তুরাজোকে দিতে চাই।—দিবও তা। বারবার অনুরোধ কোরেছি, গ্রহণ কোত্তে রাজী হোচ্চেন না,—বারবার অস্বীকার কোচ্চেন,—আমার অংশ আমারে দিতে চাচ্চেন। আমি কিন্তু মনে মনে স্থিরসংকল্প—দৃঢ়সংকল্প, সমস্তই তুরাজোকে দিব;—তুরাজোর হাতে অবশ্যই সদ্ব্যয় হবে;—নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ধর্ম্মের ধন অপাত্রে বিন্যস্ত হবে না। আর একবার তুরাজোর দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম। তথনো দেখি, তুরাজো অন্যদিকে চেয়ে আছেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই এই সব কার্য্য,—এই সব ভাবনা। ভ্রমণ কোচ্চি, মণ্টিডিওরো দুর্গের ধ্বংসক্ষেত্রে। মণ্টিডিওরো কি ছিলেন,—দেড়শত বৎসর মণ্টিডিওরো কে, কেহই কিছু জানেন না। এত কথা মুহূর্ত্তমধ্যে ভাব্‌লেম। তুরাজো অন্যমনস্ক—নির্ব্বাক্। ছোক্‌রাটীর মুখেও কথা নাই। আমি কেবল গতকথা—ভবিষ্যৎ কথা ভাব্‌ছি, আমারও মুখে বাক্য নাই। প্রসিদ্ধ প্রাসাদের ধ্বংসশেষ দর্শন কোরে, মনে মনে কষ্ট আস্‌ছে,—পরিতাপ আস্‌ছে, ভিতরে ভিতরে কৌতুকও আস্‌ছে। মনস্থির কোত্তে পাচ্চি না। যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই ভগ্নস্তূপ, সেই দিকেই কাঁটাবন।

যেটুকু দেখ্‌তে বাকী ছিল, আবার পায়ে পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে, সেই দিকে সেটুকু দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কল্পনায় যতটুকু আন্‌তে পারা যায়, তা এনেছি, এ কথা বলাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়;—কতক কতক চেষ্টা কোরেছি;—বাস্তবিক ভগ্নদুর্গের কোথায় কি ছিল, কিছুই নিরূপণ করা যায় না। পূর্ব্বেই বোলেছি, তুরাজো, আমি, তাঁর সেই ছোক্‌রাটী, সেই ভগ্নদুর্গে একঘন্টার বেশীক্ষণ ঘূরে ঘূরে বেড়ালেম। ক্লান্ত হয়ে, অবশেষে এক জায়গায় একটু বিশ্রাম কোত্তে বোস্‌লেম। বেলা তখন দুটো। প্রাতঃকাল থেকে কিছুই আহার নাই;—দুটো দুটো প্রশস্ত ধ্বংসক্ষেত্রে ঘূরে ঘূরে অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পোড়েছি; ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর। নিকটে লোকালয় নাই। উপায় হয় কি? কষ্ট বুঝে, তুরাজোকে আমি বোল্লেম, "জল পাওয়া যেতে পারে;—কেন না, পথে আস্‌তে আস্‌তে যে নদীটা দেখে এসেছি, সেটা বড়জোর এখান থেকে আধমাইল তফাৎ, অনায়াসেই জল পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু খাদ্যসামগ্রী কোথায় পাওয়া যায়? বোধ করি, গোলাবাড়ীতে ফিরে না গেলে, কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না।"

সবেমাত্র এই কটী কথা আমি বোলেছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটী লোক ভগ্নপ্রাচীরের পাশ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পোড়্‌লেন। হাকিমানা ধরণের চেহারা। আকার দীর্ঘ, ন্যূনকল্পে ছ-ফুট লম্বা, দেহ কিছু কাহিল,—রোগা নয়,—মানানসই,—আপাদমস্তক সরাসর সটান লম্বা;—বর্ণ কিছু ময়লা,—চক্ষু কালো,—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ,—টানা ভ্রূ;—দেখ্‌তে অতি সুন্দর; বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর;—বয়সের মর্য্যাদায়, রূপের নিদর্শনে দেখ্‌তে অতি সুন্দর। চেহারাখানিত বেশ, কিন্তু মুখচক্ষু দেখে বোধ হয়, কোন দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত, কিম্বা বেশ্যামদিরায় বিমর্দ্দিত। প্রথমটাই সম্ভব মনে কোল্লেম,—কিন্তু এটাও ভাব্‌লেম, হয় ত দুই-ই হোতে পারে। পরিচ্ছদ পোষাক অতি সুন্দর,—মূল্যবান। অতি সুন্দর কোর্ত্তার উপর মখ্‌মলের গলাবন্ধ—কাঁধের দুপাশ দিয়ে আলুথালু ঝুল্‌ছে;—গলায় কেবল কালো রেসমের থোপের জোরে আট্‌কে আছে। বড়দলের বড়লোকের মত মেজাজ। আমাদের কাছে যখন তিনি উপস্থিত হোলেন, এমনি সরলভাবে আপ্যায়িত কোল্লেন,—এমনি সদাশয়তা দেখালেন, আমি বিবেচনা কোল্লেম, লোকটী অবশ্যই বড়লোক, রীতিপ্রকৃতি প্রকৃত সদাশয় ভদ্রলোকের মত।

জলের কথা দুরাজোকে আমি ফ্রেঞ্চভাষায় বোলেছিলেম। নবাগত ভদ্রলোকটীও ফ্রেঞ্চভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লেন। তিনি বোল্লেন, "আপনারা দোষ ধোরবেন না, আপ্‌নারা কি কথা বোল্‌ছিলেন, দৈবাৎ সে কথাটী আমি শুনে ফেলেছি; শোন্‌বার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমি নিকটেই ছিলেম, সুতরাং সেই কথাগুলি আমার কাণে প্রবেশ কোরেছে। শুনেছি,—ভালই ত হয়েছে। আমি যখন এখানে আসি,—এই ধ্বংসক্ষেত্র দেখ্‌তেই আমি এসেছি,—যখন আসি, খাবার সামগ্রী সঙ্গে কোরে এনেছি। আপনারা যদি অনুমতি করেন, সকলেই বণ্টন কোরে খাওয়া যায়।"

এই কথা বোলেই সেই নূতন ভদ্রলোকটী তাঁর আলখাল্লার ভিতর থেকে একটী ছোট চুপ্‌ড়ী বাহির কোল্লেন;—ধ্বংসক্ষেত্রের ভগ্ন পাথরের উপর শাদা ধপ্‌ধপে একখানি রুমাল পাতলেন;—পাথরখানা আমাদের টেবিলের প্রতিনিধি হলো;—যে যে সামগ্রী সঙ্গে ছিল, আগন্তুক সেইগুলি সেই রুমালের উপর থরে থরে সাজালেন;—একখানি বাসি পিটে, আর একখানি ছোট রুটী। সে দুটী ত ভক্ষণ করা হবে, প্রক্ষালন হবে কিসে? এক বোতল মদ। আগন্তুক ভদ্রলোকটী সেই সময় বিশেষ শিষ্টাচার জানিয়ে, মিনতি কোরে বোল্লেন, "আমার একটী বই গেলাস নাই;—মণ্টিভিওরো দুর্গের বিজন বনে আমার এমন সৌভাগ্য হবে,—আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে, এটা আমি জান্‌তেম না,—এটা আমি ভাবি নাই;—ভাব্‌তে পাল্লে, বেশী গেলাস আন্‌তেম;—এখন আপনারা অনুগ্রহ কোরে এই এক গেলাসেই যদি পান করেন, তা হোলেই আমি সুখী হই।"

তাঁর তদনুরূপ শিষ্টাচার দেখে, দুরাজো আর আমি, দুজনেই সম্মত হোলেম। অপরিচিতের সঙ্গে একগেলাসে সুরাপান কোত্তে আমাদের মনে একটুও তখন দ্বিধা হলো না; বালকটীও কিছুমাত্র দোষ বিবেচনা কোল্লে না;—ভদ্রলোকটীর সততা দেখে,—সৌজন্য দেখে, সে বিষয়ে আমাদের আর কিছুই আপত্তি থাক্‌লো না। খানিকক্ষণের পরিচয়ে বোধ হলো,

লোকটী সংসারচরিত্রে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ;—স্বভাবও সরল। সর্ব্বদা ভদ্রসমাজে গতিবিধি অভ্যাস। কেন না, আমাদের সঙ্গে যে ভাবে তিনি আহার কোল্লেন, তাই দেখেই বুঝা গেল, তিনি সকল রকমেই ভদ্র-আনা জানেন। খাদ্যসামগ্রী যদিও অল্প, তথাপি সে সময় চারিজনে মিলে আমরা সম্ভবমত প্রচুর আমোদ অনুভব কোল্লেম।

"আপনারা দেখ্‌ছি বিদেশী;—দেখ্‌তে পাচ্ছি কর্সিকায় আপ্‌নাদের বাস নয়;—আপনারা কেবল কৌতুক কোরে এই সব ধ্বংসক্ষেত্র দেখ্‌তে এসেছেন, এটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, আগন্তুক তখন কেবল আমাকে সম্বোধন কোরে আবার বোল্লেন, "আপনি দেখ্‌ছি, হয় জর্ম্মণ, নয় ইংরেজ।"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি ইংরেজ।"

"আমি আপ্‌নাদের দেশ বেশ জানি।"—আগন্তুক এখন ইংরাজী কথা ধোল্লেন। পরিষ্কার স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি অনেকবার ইংলণ্ডে গিয়েছি; বছর-কতক লণ্ডনেই বাস কোরেছি। আপ্‌নার এই সঙ্গী দুটী, এঁরা বুঝি গ্রীক?"

আমি প্রকৃত উত্তর দিলেম। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ অতি পরিষ্কার গ্রীকভাষায় দুরাজোকে আর সেই ছোক্‌রাকে প্রিয়সম্ভাষণ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। বুঝ্‌তে পাল্লেম, লোকটী নানা ভাষা জানেন। পরক্ষণেই তিনি আবার ফ্রেঞ্চভাষা ধোল্লেন;—দিব্য সরল—অকপট মিষ্ট মিষ্ট বাক্যে মনের কথা প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন;—কথার ভিতর কিছুমাত্র ছলকপট বুঝা গেল না। কেন আমরা এ দেশে এসে পোড়েছি,—কর্সিকাদ্বীপে আমাদের কি কাজ, সে সব কথা তিনি আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। তিনি এসেছেন কেন, কেবল সেই কথাই পরিচয় দিতে আরম্ভ কোল্লেন। তিনি বোল্লেন, সখ কোরে দেশভ্রমণ কোত্তে বেরিয়েছেন,—দেশে দেশে আমোদ কোরে বেড়াচ্চেন। কর্সিকাদ্বীপে এই রকম একটা ইমারত ধ্বংস হয়ে গেছে, এ বিষয়ের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জনরবের গল্প আছে, সেই কথা শুনে কৌতূহল হয়, সেই কৌতূহলেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কথোপকথনপ্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারা গেল, আগন্তুকের নাম তুরাণো। তিনি বোল্লেন, যদিও কর্সিকা-দ্বীপে তাঁর জন্ম, কিন্তু জন্মাবধি তিনি বিদেশে বিদেশেই থাকেন, পৈতৃক বিষয় আশয় আছে, তাতেই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, দেশভ্রমণের খরচাও নিজের টাকায় নির্ব্বাহ হোচ্চে। পরিচয়ে বুঝা গেল, তিনি ধনীলোক। কথাবার্ত্তায়—ব্যবহারে অমায়িক। সমুদ্রে আমাদের জাহাজডুবী হয়েছে, বহু কষ্ট ভোগ কোরে, এই দ্বীপে এসে উঠেছি, অমুক গোলাবাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছি, এই সব কথা তাঁরে আমি বোল্লেম। তিনি ইত্যগ্রে জাহাজডুবীর কথা শুনেছিলেন, প্রাণে প্রাণে আমরা বেঁচে এসেছি, সেই কথা উত্থাপন কোরে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ কোল্লেন;—যেন কতকালের বন্ধুত্ব, সেইরূপ ভাব জানালেন। লোকটীর সততা দেখে, মনে মনে তাঁর প্রতি আমার মিত্রভাব জন্মালো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি সেণ্ট বর্থলমিউ মঠ দর্শন কোরেছেন কি না?"—তিনি উত্তর কোল্লেন, ভাল কোরেই দেখেছেন; ধর্ম্মশালার ধ্বংসক্ষেত্রের যেখানে যা আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ কোরেছেন।

একহপ্তা পূর্ব্বে অনেকক্ষণ সেইখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নক্সা কোরে এনেছেন। সেই নক্সাখানি আমাদের তিনি দেখালেন। নক্সা দেখে আমরা বিস্ময়াপন্ন হোলেম।

খানিকক্ষণ কথোপকথনের পর, সিগ্‌নর তুরাণো অন্যদিকে গেলেন, আমরা সেই গোলাবাড়ীতে ফিরে চোল্লেম। পথে যেতে যেতে দ্‌ রাঞ্জোকে বোল্লেম, "সে গুপ্তধন আপনারই। লিয়োনোরাকে নিয়ে সংসারে আপনি সুখী হোন্, বাস্তবিক বোল্‌ছি, সেইটী আমার আন্তরিক কামনা। ঐ বিপুল ঐশ্বর্য্যে আপনি রাজার মত থাক্‌তে পার্‌বেন, সেই আনন্দই আমার প্রকৃত আনন্দ।"—তখনও ত্রাঞ্জো আমারে অর্দ্ধাংশ গ্রহণে পীড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন। মনের কথা আমার মনেই থাক্‌লো, বারবার অস্বীকার কোরে তাঁরে তখন আমি আর কষ্ট দিলেম না, সরাসর গোলাবাড়ীতে ফিরে এলেম।—এসেই দেখি, সেখানে একটী নূতন লোক। বেশ ভদ্রলোকের মত পোষাক পরা, দেখ্‌তে বড় সুশ্রী নয়, কিন্তু মুখ-চক্ষু দেখ্‌লে বুদ্ধিমান্ বোলে বোধ হয়। চুলের বর্ণ দেখে ঠিক কোল্লেম, আমারই স্বদেশী; কেন না, কটা চুল। বয়সেও আমার সমবয়স্ক। নাম লিয়োনি। সেই লিয়োনির পূর্ব্বপুরুষেরা কর্সিকাবাসী ছিলেন, ঘটনাগতিকে বংশের একজন ইংলণ্ডে উপনিবেশ করেন, সেই বংশেই এই লিয়োনির জন্ম, তিনি অশ্বারোহণে দেশভ্রমণে এসেছেন, সঙ্গে বেশী লোকজন নাই, কেবল একজন চাকরমাত্র।

লিয়োনির সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো। কাথায় বার্ত্তায় তিনি বেশ লোক। কি অভিপ্রায়ে কর্সিকায় তাঁর আগমন; সেই কথাটী বলবার পূর্ব্বে এইখানে যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বকথা প্রয়োজন। বর্থলমিউ মঠের চিরপ্রথাই এই, যিনি প্রধান আবটের পদে অভিষিক্ত হবেন, স্থাবরাস্থাবর সমস্ত দেবত্তোরসম্পত্তি তাঁরই অধিকারে থাক্‌বে। দুরন্ত কাউণ্ট মণ্টিডিওরোর করাল হস্তে যে লর্ড আবট কাটা পড়েন, তাঁর নিকট উত্তরাধিকারী আর কেহই ছিল না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশালা ধ্বংস হয়ে যায়। প্রবাদ আছে, তাঁর একজন সহোদর ছিলেন। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ দেন, তাঁর এমন সামর্থ্যও ছিল না, সাহসও ছিল না। কর্সিকাদ্বীপের রাজধানীর নাম আজাসিয়ো। আবটের সেই সহোদরটী তখন আজোসিয়ো নগরেই থাক্‌তেন। সহোদরের নাম লিয়োনি। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁর তত মন ছিল না, তিনি কেবল ব্যবসাবাণিজ্য কোরে দিনপাত কোত্তেন। বিবাহ হয়েছিল,— সন্তানসন্ততি হয়েছিল, কিন্তু জেনোয়া গবর্ণমেণ্টের দৌরাত্ম্যে কর্সিকা পরিত্যাগ কোরে, তিনি ফ্রান্সে গিয়ে বাস করেন। ভ্রাতৃহত্যার অল্পদিন পরেই তাঁর দেশত্যাগ। কিছুকাল ফরাসীরাজ্যে বাস কোরে, লিয়োনিপরিবার ইংলণ্ডের উপনিবেশী হন। যিনি এখন কর্সিকার গোলাবাড়ীতে উপস্থিত, তিনিই সেই লিয়োনিবংশের শেষ উত্তরাধিকারী। শুনলেম, তিনি ছাড়া আবটবংশে অথবা লিয়োনিবংশে আর কেহই বর্ত্তমান নাই। আবটের হত্যার দিন থেকে অম্যূন দেড়শত বৎসর অতীত হয়ে গেছে, এ পর্য্যন্ত কোন উত্তরাধিকারী দেখা দেন নাই। সমস্ত জমিদারী বেওয়ারিস, সমস্ত জমি পতিত। কতক কতক জমি জবরদস্ত লোকে জোর কোরে দখল করে। কার কি স্বত্ব, তার কোন দলীল

কেহ দেখাতে পারে না। কর্সিকায় এখন জেনোয়ার আধিপত্যই নাই। কর্সিকা এখন ফরাসী অধিকারভুক্ত। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্সিকার ভূমিস্বত্ব নিরূপণের অভিলাষে সম্প্রতি এক কমিসন বোসিয়েছেন। প্রায় একবৎসর হলো, আজাসিয়োনগরে সেই কমিসনের অধিবেশন হয়ে আস্‌ছে। সেই সংবাদ নানাস্থানে প্রচার হওয়াতে, প্রণষ্ট পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার সাধনমানসে ঐ লিয়োনি এখন কর্সিকায় এসেছেন। সকলেই জানে, মঠাধ্যক্ষ আবটের উত্তরাধিকারী নাই। মণ্টিভিওরোও নির্ব্বংশ। ফরাসী কমিসন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান আরম্ভ কোরেছেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, মণ্টিভিওরোবংশের একজন ওয়ারিস খাড়া হয়েছেন। লিয়োনিবংশেরও উত্তরাধিকারী উপস্থিত। এখন কমিসনের বিচারে কিরূপ হয়, সকলেই মুখ চেয়ে আছেন। আমারও বড় কৌতূহল জন্মালো;—কেবল কমিসনের ফলাফল জান্‌বার জন্য নয়, কৌতূহলের অন্য কারণ ছিল। কর্সিকাদ্বীপের রাজধানীটী কেমন, সেটীও একবার দর্শন করা বাসনা।

লিয়োনির সঙ্গে আমাদের আরো কিছু কিছু কথোপকথন হয়েছিল। তাতেই জান্‌তে পারি, সম্প্রতি তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। কমিসনের কাছে স্বত্বসাব্যস্তের মকদ্দমায় আজাসিয়োতে তিনি উকীল নিযুক্ত কোরেছেন। গোলাবাড়ীর কৃষকের মুখে পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনে, তাঁর মনে অনেকপ্রকার আশ্বাস জন্মেছে। লিয়োনির অমায়িক ব্যবহার,—অকপট শিষ্টাচার,—বর্ত্তমান দুরবস্থা, এই সব আলোচনা কোরে, তাঁর যাতে ভাল হয়, বাস্তবিক তখন আমার সেই ইচ্ছা হলো। মিত্রভাবে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন কোল্লেম। তুরাঙ্গো আর সেই ছোক্‌রাটী একমনে সব কথা শুন্‌লেন। লিয়োনির সঙ্গে আমাদের তিন জনেরই বন্ধুত্বস্থাপন হলো। ভগ্নমঠ,—ভগ্নদুর্গ, আমরা দর্শন কোরেছি, তুরাণো নামক একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, লিয়োনিকে আমরা এসব কথা বোল্লেম। ভগ্নমঠে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি, কেবল সেইটুকু বোল্লেম না। অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথন চোল্লো, বেশীরাত্রে শয়ন কোল্লেম। তথাপি শীঘ্র নিদ্রা হলো না। যা যা শুন্‌লেম, শুয়ে শুয়ে সমস্তই আগাগোড়া আলোচনা কোত্তে লাগ্‌লেম।

বোসে বোসে আগাগোড়া ভাবতে লাগলেম। ওঃ! দুরাজো হত্যাকারী! ওঃ! কি নিদারুণ সংবাদ! দুরাজো যদিও বোম্বেটে ছিলেন,—যদিও এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি কি গুপ্তহন্তা হবেন? এমন ত বিশ্বাস হয় না। যুদ্ধে তিনি মানুষ মেরেছেন, এ কথা সত্য, কিন্তু এরকমে গোপনে নরহত্যা কোরবেন, এখনও বোধ হোচ্চে অসম্ভব। কিন্তু যে সব কথা শুনলেম, কেমন কোরেই বা আর অসম্ভব বলি? হায় হায়! দুরাজোর কি শেষে এই দশা হলো? সামান্য অর্থলোভে কি তিনি নরকবাসী হোলেন? আহা! আর সেই বালকটীও কি গুপ্তহন্তার সহায় হয়ে দাঁড়ালো?

পঞ্চপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

খুনী মকদ্দমা।

আমি রাস্তায় বেড়াচ্চি। একঘণ্টা পূর্ব্বে সেই নিদারুণ কথা শুনেছি,—ঘরে বোসে ভেবেছি, কেমন্ কোরে রাস্তায় এলেম?—কখন্ এলেম?—কে আমারে নিয়ে এলো? বাস্তবিক কিছুই স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না। কোন্ পথ দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়েছি, তা পর্য্যন্ত মনে নাই! একেবারেই যেন জ্ঞানশূন্য! কি দেখ্‌ছি,—কি শুন্‌ছি,—কি ভাবছি, কিছুই জানি না! দুরাজো হত্যাকারী! আ! কনষ্টান্টাইন দুরাজো কেনারিস! আহা! তেমন রূপবান্ সুপুরুষ, আহা! জল্লাদের কুঠারে তাঁর প্রাণ যাবে? লোকে তাঁরে হত্যাকারী বোলে ধিক্কার দিবে?—সুন্দরী লিয়োনোরাকে তিনি অকূলে ভাসিয়ে যাবেন? এই ছিল তাঁর কপালে? এই সকল নিদারুণ চিন্তায় আমি তখন একরকম বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য।

পা উঠ্‌ছে না।—বেড়াচ্ছি, মনে হোচ্চে যেন একস্থানেই দাঁড়িয়ে আছি। বেড়াচ্ছি, কোথাও জনমানবের সমাগম নাই;—একাই আমি যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে, বিজন বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ কতকগুলো লোকের বিকট কলরব কর্ণগোচর হলো। তখন আমি থতমত খেয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেম।—দেখ্‌লেম, রাজপথে মহাজনতা। উপরদিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, দুধারেই প্রত্যেক বাড়ীর গবাক্ষে গবাক্ষে মুখ বাড়িয়ে, বাড়ীর অসংখ্য নর-নারী স্থিরদৃষ্টে রাজপথের দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ,—অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ,—গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ, ক্রমশই অগ্রবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লো। গাড়ী আস্‌ছে। ডাকগাড়ী। সেই গাড়ীর ভিতর দুরাজো আর সেই ছোক্‌রা। দুপাশে দুজন প্রহরী পাহারা। আর একজন অস্ত্রধারী পুলিসপ্রহরী অশ্বারোহণে গাড়ীর ধারে ধারে সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে। আকস্মিক ভয়ে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলেম;—পাছ হোটে দাঁড়ালেম, সেদিকে আর চাইতে পাল্লেম না। গাড়ী চোল্লো। লোকেরাও সব সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো।

পুলিসকোর্টে পৌঁছিল। আমি একাকী রাজপথে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। একটু পরে আর একখানা ডাকগাড়ী। সেখানাও পুলিসের দিকে চোলেছে।—মোদাগাড়ী। অনুমান কোল্লেম, সেই গাড়ীতেই মৃতদেহ। কোচবাক্‌সে দুটী লোক;—দেখেই চিন্‌লেম, সেই কৃষক আর তার জ্যেষ্ঠপুত্র। আমিও চিন্‌লেম, তারাও আমারে চিন্‌লে। ছুটে আমি গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হোলেম,—গাড়োয়ানকে থামতে বোল্লেম। চীৎকারস্বরে কৃষককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কথাটা কি সত্য? বাস্তবিক তারাই কি এ কাজ কোরেছে?"

কৃষক উত্তর কোল্লে, "হায় হায়! সমস্তই সত্য! ওঃ! তত বড় দুরন্ত লোকেরা আমার বাড়ীতে আড্ডা নিয়েছিল, সে কথাটা মনে কোল্লেও এখনো আমার কম্প আসে! আপনি যথার্থ ভদ্রলোক।—আপনার স্বভাবচরিত্র আমরা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। আপনার সঙ্গে তেমন দুষ্টলোক কেমন কোরে মিশেছিল, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না!"

কম্পিতহৃদয়ে উত্তেজিতস্বরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "সব কথা তুমি আমারে খুলে বল। এখনো ত আমার বিশ্বাস—"

কৃষক তার পুত্রকে কি বোল্লে। পুত্রটী তৎক্ষণাৎ কোচবাক্‌স থেকে নেমে এলো; আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। গাড়ী চোলে গেল। কৃষকপুত্রকে সঙ্গে কোরে আমি আমার হোটেলে নিয়ে গেলেম। পথের মাঝখানে তত বড় গুরুতর কথা উত্থাপন করা বড়ই দোষের কথা। নির্জ্জনে গেলেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সব কথা কি তুমি জান? ঘটনাটা কি, সব আমি ভাল কোরে শুন্‌তে চাই।"

কৃষকপুত্র বোল্‌তে লাগলো, "সেই পরশুদিন আপনি ত চোলে এলেন। সিগনর লিয়োনি বেড়াতে বেরুলেন। সেই ভগ্নমঠের দিকেই গেলেন। আমি ত আপনার সঙ্গেই ছিলেম,—গাড়ী কোরে আপনাকে রাখ্‌তে এসেছিলেম,—গোড়াটুকু আমি জানি না, পিতার মুখে শুন্‌লেম, লিয়োনি যখন মঠ দেখ্‌তে যাবার কথা বলেন, সেইসময় সেই দুজন গ্রীক পরস্পর কেমন একরকম ফ্যালফ্যাল কোরে মুখ চাওয়াচাওয়ি কোল্লে। আমার পিতা তা দেখ্‌তে পেলেন। একটু পরেই সেই গ্রীকেরাও আমাদের বাড়ী থেকে বেরুলো। কেন তারা সেরকম মুখ চাওয়াচাওয়ি কোরেছিল, পিতা সেটা বুঝ্‌তে পারেন নাই,—ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। শেষে সব জান্‌তে পাল্লেন। লিয়োনি বেরিয়ে যাবার পর, গ্রীকেরাও তাড়াতাড়ি হন্ হন্ কোরে চোলে, লিয়োনির কাছে গিয়ে জুট্‌লো;— এক সঙ্গেই মঠের দিকে গেল। পিতা তাও দেখ্‌লেন। আমি আপনাকে রেখে যখন বাড়ীতে পৌঁছিলেম, তখনো তারা ফেরে নি। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এলো। লিয়োনি বোল্লেন, ঐ দুজন গ্রীকের ব্যবহার দেখে, তিনি বড় খুসী হয়েছেন। গ্রীকেরা তাঁকে ভগ্নমঠের অনেক জায়গা ভাল কোরে দেখিয়ে এনেছে। দিনমানের মধ্যে বিশেষ ঘটনা আর কিছুই হয় নাই;—রাত্রেও কেহ কোথাও যায় নাই। কাল প্রাতঃকালে বড় গ্রীকটা আমাদের বোল্লে, তারা চোলে যাবে, আপনাকে যেমন গাড়ী কোরে নিয়ে গিয়েছিলেম, তাদেরও তেমনি কোরে রেখে যাই, সেই রকম ইচ্ছা জানালে। তৎক্ষণাৎ আমি রাজী হোলেম।

আমাদের সকলের কাছে,—সিগ্‌নর লিয়োনির কাছে, বিদায় হয়ে, গ্রীকেরা গাড়ীতে উঠ্‌লো, আমিও উঠ্‌লেম। নিকটেই বাষ্টিয়া নগর। সেই নগরে তাদের রেখে, আমি ঘরে গেলেম। বৈকালে একজন অশ্বারোহী ডাকের লোক আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। সে বোল্লে, 'রাত্রের গাড়ীতে একটা বাক্‌স্ এসেছে,—তোমাদের বাক্‌স, তোমরা গিয়ে নিয়ে এসো।'—আমি তখনি গাড়ী জুতে বাক্‌স্ আন্‌তে বেরুলেম। গাড়ী যখন ছাড়ি, তখন বেলা চার্‌টে। বাক্‌স্ পেলেম, ঘরে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ সেই দুজন গ্রীককে আবার দেখ্‌তে পেলেম। আমাদের বাক্‌স্‌টী আজাসিয়ো থেকে বাষ্টিয়া সহরে গিয়েছিল। বাষ্টিয়া সহরেই গ্রীকদের আমি রেখে গিয়েছিলেম; বাষ্টিয়া সহরেই আবার তাদের দেখ্‌তে পেলেম। তারাও আমাকে দেখ্‌লে। দেখা হোলেই কথা কইতে হয়, এগিয়ে এসে কথা কইতে আরম্ভ কোল্লেম। ভাবে বুঝ্‌লেম, আমাকে দেখে তারা বিরক্ত হলো। তখনো পর্য্যন্ত সেখানে কেন আছে, পাছে আমি জিজ্ঞাসা করি, তাই ভেবে আগে থাক্‌তেই সেই বড় গ্রীকটা আমার কাছে একটা ছলনা কোল্লে;—বোল্লে, ডাকের ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না, সেই জন্যই দেরী হোচ্চে। কথাটা আমাকে যেন কেমন কেমন লাগ্‌লো। মুখে কিছু বোল্লেম না, সেলাম কোরে চোলে এলেম। সহরের বাহিরে ডাকের আড্ডাওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার সঙ্গে আমার জানাশুনা ছিল। ডাকের ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না,—ভদ্রলোকেরা যেতে পাচ্চেন না, ব্যাপার কি, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। আড্ডাওয়ালা বোল্লে, 'ঘোড়ার অভাব কি? আজ ত একটা ঘোড়াও বাহিরে যায় নাই?' আমার মনে তখন আরো গোলমাল লাগ্‌লো। গ্রীকেরাও সেখানে খানিকক্ষণ আছে। থাক্‌লোই বা? চিরকালই কেন থাকুক্ না;—আমার তাতে কি? অনর্থক তবে সেই মিথ্যা কথাটা কেন বোল্লে? তুচ্ছকাজে মিথ্যাকথা। রকমটা কি, ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি ঘরে গেলেম। এরি মধ্যে আরও একটা কাণ্ড হয়েছিল। আমি তখন ঘরে ছিলেম না, শেষে গিয়ে শুন্‌লেম, সন্দেহটা তাতে আরো পাকে।"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি?—কি?—সে কাণ্ডটা কি?"

কৃষকপুত্র উত্তর কোল্লে, "ভয়ানক কাণ্ড! আপ্‌নি জানেন, জাহাজভাঙা অনেকগুলো কাঠ চড়ায় এসে লাগে। জ্বালান কাঠ হবে বোলে, সেইগুলো আন্‌বার জন্য আমার পিতা একখানা গাড়ী পাঠান। কাল বৈকালে সেই গাড়ী যায়। গাড়োয়ান যখন কাঠ বোঝাই দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় একখানা ছোট রণতরী এসে কিনারায় লাগে। জাহাজের একজন কাপ্তেন ডাঙায় আসেন। সেখানা ফরাসী রণতরী। কাপ্তেন এসেই আমাদের গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করেন, যে জাহাজখানা ডুবেছে, সে জাহাজের নাম কি? গাড়োয়ান জান্‌তো না, কিছুই বোল্‌তে পাল্লে না। সে কেবল এইটুকু জান্‌তো, দুজন গ্রীক আর একজন ইংরেজ, কেবল এই তিনজন মানুষ বেঁচেছে, গোলাবাড়ীতে উঠেছে। কাপ্তেন আরও কি কি জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখ্‌তে পান, একখানা তক্তা মাটীর ভিতর থেকে একটু একটু বেরিয়ে আছে;—পুতে রেখেছিল, ঢেউ খেয়ে আবার বেরিয়ে পোড়েছে।

আধখানা বেরিয়েছিল। কাপ্তেন সেই তক্তাখানা ভাল, কোরে দেখ্‌লেন। সেই তক্তার গায়ে লেখা ছিল, ওথো। নামটা পেয়েই কাপ্তেনসাহেব আমাদের বাড়ীতে আসেন। আমার পিতাকে বলেন, যে জাহাজখানা ডুবে গেছে, সেখানা গ্রীক বোম্বেটে জাহাজ। তার নাম ওথেনি। পিতা ত ভারী রেগে গেলেন। তিনটে বোম্বেটেকে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছিলেন, কতই আপ্‌সোষ কোত্তে লাগ্‌লেন। কিন্তু কাপ্তেনসাহেব বোল্লেন, 'না না, তিন জন নয়, সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটী বোম্বেটে নন, তিনি একজন মানীলোক,—আপনার কথাই তিনি বোল্লেন,—তিনি একজন মানীলোক, তস্কানীর রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরমবন্ধু তিনি, বাকী দুজন বোম্বেটে।'—কাপ্তেন যখন আমাদের বাড়ীতে, তখন আমি সহর থেকে ফিরে গেলেম;— সব কথা শুন্‌লেম। তখনি বোল্লেম, 'সেই দুজন গ্রীক এখনো বাষ্টিয়া সহরে ঘূরে বেড়াচ্ছে।' কি করা কর্ত্তব্য, ফরাসী কাপ্তেন তখনি সেটী স্থির কোল্লেন;—গুপ্ত অনুসন্ধান আরম্ভ কোল্লেন। জাহাজী পোষাক ছেড়ে আমাদের একজনের বস্ত্র পরিধান কোল্লেন,—আমাদের একটা ঘোড়া নিলেন, গোপনে ছদ্মবেশে সহরে চোল্লেন। পুলিসের কর্ত্তারা সেই দুজন গ্রীককে বন্দী কোরে দিতে পারেন কি না, নগরের পুলিসকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। পুলিস যদি ধোরে না দেন, কাপ্তেনসাহেব জাহাজের লোকজন এনে বোম্বেটেদের গ্রেপ্তার কোর্‌বেন, এই তাঁর মতলব। আমি বাক্‌স আন্‌তে গিয়েছিলেম, এনেছি, খুলে দেখ্‌লেম, আপনি অনুগ্রহ কোরে যে উত্তম উত্তম সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন; সেই গুলিই—"

সব কথা না শুনেই আমি তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "ওকথা ছেড়ে দেও!—সামান্য নিদর্শন মাত্র। তোমাদের বাড়ীতে আমি যথেষ্ট আদরযত্ন পেয়েছি, সেই জন্য—তা যাক্, সে কথা তুলো না! যা বোল্‌ছিলে, বোলে যাও!"

কৃষকপুত্র বোল্‌তে লাগ্‌লো, "সহর থেকে কাপ্তেনসাহেব ফিরে এলেন। সহরের মেয়রের সঙ্গে দেখা কোরেছিলেন, মেয়র বোলেছেন, বিনা হুকুমে গ্রীকদের তিনি ধোরে দিবেন না। কোন ফরাসী জাহাজের উপর তারা বোম্বেটেগিরী কোরেছে, তার কোন প্রমাণ নাই। তবে যদি ফরাসীকাপ্তেন নিজে দায়ী হয়ে মাথা দেন, তা হোলে সম্ভবমত সাহায্য কোত্তে পারেন। কাপ্তেন তখন নাবিকদলকে ডেকে আন্‌লেম, জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনেন নাই, আমরা অস্ত্রশস্ত্র দিলেম, তাঁরা বোম্বেটে ধর্‌বার উদ্‌যোগ কোত্তে লাগ্‌লেন। এই সময় আমি আর একটী কথা বোলে রাখি। কাপ্তেনসাহেব সহর থেকে ফিরে আস্‌বার আগে, সিগ্‌নর লিয়োনি আবার সেই ভগ্নমঠ দেখ্‌তে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছিলেন। সন্ধ্যাকালেই চাঁদ উঠ্‌বে, চাঁদের আলোতে সে স্থানটী কেমন দেখায়, তাই তিনি দেখ্‌তে চান। আমরা তখন কোন কথা বলি নাই। ভেবেছিলেম, লোকটী হয় ত কবি হবেন, সেই জন্যই চাঁদের আলোতে স্বভাবের শোভা দেখ্‌তে যাবেন। তখন আমরা সকলেই গ্রীকদের কাণ্ড নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, অন্য কিছু ভাবি নাই। সিগ্‌নর লিয়োনি বেরুলেন, একটু পরেই কাপ্তেন ফিরে এলেন। নাবিকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; বাহির হবার উপক্রম

কোচ্চে, এমন সময় একজন অশ্বারোহী দূত দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে, আমাদের দরজায় এসে উপস্থিত। সে ব্যক্তি একজন পুলিসের গোয়েন্দা। ঐ দুজন গ্রীক কোথায় কি করে, গোয়েন্দা সেই তর্কে তর্কে ফিচ্চে। গ্রীকেরা একখানা ছোট মালগাড়ী ভাড়া কোরেছে। গাড়োয়ান জানে নি, আপনারাই হাঁকাচ্চে। গাড়ীঘোড়ার দাম যত, তত টাকা ডিপজিট রেখে এসেছে। পুলিস-গোয়েন্দা তফাতে তফাতে অনুসরণ কোচ্চে। তারা কিছুই জানে না। তারা বরাবর সেই গাড়ীখানা নিয়ে ভগ্নমঠের দিকে গেল। পুলিস-গোয়েন্দাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই পর্য্যন্ত এসেছে; মঠে তারা প্রবেশ কোল্লে, তা দেখেছে; আমাদের কাছে খবর দিতে এসেছে। তখন লিয়োনির জন্যে আমাদের ভাবনা হলো। বোম্বেটেরা হয় ত কোনরকম ছল কোরে, ভুলিয়ে ভালিয়ে কোন কুমৎলবে লিয়োনিকে সেই সময় মঠের ভিতর যেতে বোলে গিয়ে থাক্‌বে। আমাদের মনে তখন সেই সন্দেহই হলো। কাপ্তেন, কাপ্তেনের নাবিকদল,—পুলিসের গোয়েন্দা,—আমার পিতা, আর আমি,সকলেই তাড়াতাড়ি সেই ভগ্নমঠের দিকে দৌড়িলেম;—একদিক দিয়ে গেলেম না, দুদিক দিয়ে গেলেম। জনকতক লোক সঙ্গে কোরে, আমি পূর্ব্বদিক দিয়ে প্রবেশ কোল্লেম, আর আর সকলে পশ্চিমের পথ দিয়ে গেলেন। পূর্ব্বদিক দিয়ে আমরা যাচ্ছি,—খানিকদূর গিয়েছি; হঠাৎ চাঁদের আলোতে দেখ্‌লেম, একজন মানুষ ভূমিতলে গড়াগড়ি যাচ্ছে! হায় হায়! সেই মানুষটীই সিগ্‌নর লিয়োনি!—নিস্পন্দ মৃতদেহ! শরীরের পাঁচ ছয় জায়গায় অস্ত্র দিয়ে কাটা! যে অস্ত্রে কাটা, সে অস্ত্রখানা দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। লিয়োনির সঙ্গে যে যে জিনিসপত্র ছিল, খুনীরা তার কিছুতেই হাত দেয় নাই। কেবল প্রাণের উপরেই হন্তা হয়েছে!—বেশীক্ষণ কাটে নাই, তখনি তখনি খুন কোরেছে। আমরা যাচ্ছি, পায়ের শব্দ পেয়ে খুনীরা তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়েছে। ফরাসী কাপ্তেন দলবল নিয়ে পশ্চিমের পথে যাচ্ছিলেন, পথের মধ্যেই সেই দুজন গ্রীককে গ্রেপ্তার কোরে ফেলেছেন। তারা তখন গুপ্তভাবে গুঁড়িমেরে সেই দিক দিয়ে পালাচ্ছিলো। খুন কর্‌বার আগে, খুনীরা সেখানে তাদের গাড়ীখানা রেখে এসেছিল, শেষে জানা গেল, সেই দিকেই পালিয়ে যাওয়া তাদের মৎলব।"

সভয়কণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিল বোলেই কি গ্রেপ্তার কোরেছে? তারা নিজে কি বলে? তারা কি নির্দ্দোষী বোলে—"

"শুনুন নাম্বলি। দুদিকের দু দল যখন একত্র হলো, খুনের কথা সকলেই যখন জান্‌লে, দুজন গ্রীককেই যখন খুনী বোলে স্থির করা হলো, তখন তাদের অবস্থাই স্বতন্ত্র। ছেলেটা ভয়ানক চীৎকার কোরে, সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লো, কিন্তু সেই বড়টা,—যার নাম দুরাজো,—যে সেই বোম্বেটের সর্দ্দার, সে তখন এমনি গর্ব্বিতভাবে ঘৃণাপূর্ব্বক সাহস দেখাতে লাগ্‌লো যে, দুষী লোকে তেমন সাহস দেখাতে পারে, তেমন আমরা কখনও দেখিও নাই, শুনিও নাই;—কেহই কখনও শুনে নাই।"

"বটে,—বটে!—আচ্ছা; বোলে যাও! বোলে যাও!"

কৃষকপুত্র আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তুরাজো ত নির্ভয়ে—সদর্পে বারবার সে অপরাধ অস্বীকার কোত্তে লাগ্‌লো। কে আর তখন তার কথা শুনে? অবস্থা তার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। আমরা তাদের বন্দী কোরে, সহরে নিয়ে গেলেম। মেয়রের কাছে তাদের জবাব লওয়া হলো। ফরাসী কাপ্তেন তখন তাদের ধোরে নিয়ে যাবার জন্য কোন দাবী-দাওয়া রাখ্‌লেন না। তিনি বোল্লেন, 'যেখানে খুন কোরেছে, সেইখানকার আইনমতেই সাজা পাবে, খুনের চেয়ে বড় অপরাধ বোম্বেটেগিরী নয়;—বোম্বেটেগিরী অপরাধের বিচার আরম্ভ হবার আগেই হয় ত হতভাগাদের মাথা যাবে। বোম্বেটেগিরী অপরাধে স্থানান্তরে চালান কর্‌বার দরকার নাই।' গ্রীকেরা এখন কেবল খুনীমামলার আসামী।"

একটু চুপ কোরে থেকে, ক্ষণমাত্র মাথা ঠিক কোরে, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মাজি-ষ্ট্রেটের কাছে তারা কি কোল্লে? কি বোল্লে?"

"তুরাজো বরাবর সমানসাহসে অটল। মুখে চক্ষে ক্রোধ-ঘৃণা বিদ্যমান।—নির্ভয়ে সুস্থির। ছোঁড়াটা একবারেই যেন হতজ্ঞান। কি যে হোচ্চে, কিছুই যেন জান্‌তে পাল্লে না, থাকে থাকে তুরাজোকে জোড়িয়ে ধরে। তুরাজো প্রায় সর্ব্বদাই তার মুখপানে চেয়ে, চুপি চুপি কি সব কথা বলে।—কি বলে, তা আমি জানি না, কিন্তু যখনই বলে, তখন সেই বালকের মুখ হঠাৎ যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠে, আবার তখনি ভয়ে বিহ্বল হয়ে কাঁপ্‌তে থাকে। তুরাজো সদর্পে পুনঃপুন খুনের অভিযোগ অস্বীকার কোরে আস্‌ছে। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তবে সে সময় মঠের ভিতর গিয়েছিলে, তখন আর উত্তর করে না, মাথা হেঁট কোরে চুপ কোরে থাকে, কোন কথাই বোল্‌তে চায় না। 'খুন আমরা করি নাই' কেবল এইমাত্রই তাদের জবাব। মাজিষ্ট্রেট এ মকদ্দমা সেসন সোপরদ্দ কোরেছেন। আমি আর আমার পিতা সাক্ষী আছি। আরও অনেক সাক্ষী আছে। ওঃ! সিগ্‌নর·উইলমট! বাড়ীতে আমরা খুনে লোককে আশ্রয় দিয়েছিলেম, এ কথাটা যখনই ভাবি, তখনই গা কেঁপে উঠে! তাদের যৌবন,—তাদের রূপ,—তাদের শিষ্টাচার, সে সব মনে কোল্লে, এ ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হয়। তারা যে খুন কোর্‌বে, এটা যেন স্বপ্নের অগোচর। তুরাজোর বয়স এখনও বোধ হয় পঁচিশ বৎসর হয় নাই, বালকটী ত ষোল সতেরো বৎসরের বেশী নয়। তা হোক, যখন তারা বোম্বেটে ছিল, তখন যে স্বচ্ছন্দে মানুষ মাত্তে পারে, এ কথাটা কার না প্রত্যয় হবে?—কে না সন্দেহ কোর্‌বে? কথাটা শুনে আপনারও কি ভয় কোচ্চে না? আপনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়েছেন, সে কথাটা যখন মনে পড়ে, তখন কি আপ্‌নার গা কাঁপে না?"

"কাঁপে বটে!—কেমন একরকম ভয় আমার মনে আসে বটে! কিন্তু তবু যেন বোধ হয় অসম্ভব। আমার যেন বোধ হোচ্চে, রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি,—প্রাতঃকালে জেগে উঠেছি, যা যা দেখেছি, সমস্তই স্বপ্ন।"

"হায় হায় হায়! স্বপ্ন নয়! ওঃ! যখন আমি জঙ্গলের ভিতর সেই মৃতদেহ দেখি, তখন যে আমার প্রাণে কি ভয় হয়েছিল, জন্মেও বোধ হয় তা আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না!

সিগ্‌নর উইলমট! আর আমি এখানে থাকতে পাচ্ছি না। আমি একজন প্রধান সাক্ষী; জজের কাছে হয়ত এখনি আমার তলব হবে।"

কৃষকপুত্র বিদায় হলো, ঘরে বোসে আমি চিন্তাসাগরে মগ্ন হোলেম। তখন আর আমার কিসের চিন্তা?—অন্য চিন্তা কিছুই নাই, সর্ব্বদাই কেবল সেই ভয়ানক চিন্তা, কনষ্টাণ্টাইন ত্বরাজো আর তাঁর সেই ছোক্‌রা চাকরটী, হলো কি না হত্যাকারী!

দু তিন ঘণ্টাকাল ঘোরতর সংশয়াকুল হৃদয়ে আমি একরকম হতজ্ঞান। হঠাৎ হোটেলের একজন খানসামা এসে, আমার আহারের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। প্রথমে মনে হলো, তৎক্ষণাৎ সে লোকটাকে সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিই;—তখনি আবার ভাব্‌লেম, তা যদি করি,—এত দুর্ভাবনায় আমি অস্থির, এ কথা যদি প্রকাশ পায়, তা হোলে হয় ত আমারেও আদালতে তলব হবে। আমি কেন বোম্বেটেজাহাজে উঠেছিলেম, বিচারপতিরা হয় ত আমারেও সে কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। আদালতে ঘরাও কথা ভাঙা কোনমতেই আমার ইচ্ছা ছিল না। এই ভেবে সাবধান হোলেম। খানসামাকে যা বোল্‌তে হয়, বোলে দিলেম, খানিকক্ষণ পরে কাফিঘরে নেমে এলেম।

কর্সিকাবাসী সেই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কাফিঘরে আবার আমার সাক্ষাৎ হলো। মাজিষ্ট্রেটের কাছে যখন আসামীদের জবাব লওয়া হয়, তিনি তখন সেই আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মুখে শুন্‌লেম, ত্বরাজো বরাবর সমভাবে নির্ভয় অটল।—মুখখানি কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ। ছোক্‌রাটী হতজ্ঞান। বারবার কেবল ত্বরাজোর মুখপানে চেয়ে দেখ্‌ছে, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে,— কি বোল্‌বে, কি কোর্‌বে, কিছুই যেন স্থির কোত্তে পাচ্ছে না। ভাব দেখে বোধ হয়, অপরাধ স্বীকার করাই যেন তার ইচ্ছা। ভদ্রলোকটীকে অনেক কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কৃষকপুত্রের মুখে যা যা শুনেছি, তার বেশী কিছুই তিনি বোল্‌তে পাল্লেন না। বেশীর মধ্যে কেবল এইটুকু শুন্‌লেম, ত্বরাজোর কাপড়ে রক্তের দাগ দেখা গিয়েছে। ত্বরাজো বলেন, হঠাৎ হাত কেটে গিয়েছিল, তারই রক্ত। কিন্তু সকলে সেটী বিশ্বাস কোচ্চে না। হাতে কেবল একটা ছোড়ে যাওয়া দাগ। তাতে বেশী রক্তপাত হওয়া অসম্ভব। ত্বরাজোর কাপড়ে অনেক রক্ত।

সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দায়রার বিচার কবে হবে?"—উত্তর পেলেম, তিন হপ্তা বিলম্ব। তবে যদি ত্বরাজো অন্য কিছু হেতুবাদ দেখিয়ে, কিছু দিন মুলতুবী চান, মুলতুবী থাক্‌তে পারে। আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাঁদের পক্ষে কোন উকীল বারিষ্টার আছেন কি না?"

"সেখানে ছিল না। উকীল নিযুক্ত কর্‌বার সময়ই তারা পায় নাই। উকীলবারিষ্টারের অভাব কি? আদালতে সচরাচর যেমন দেখা যায়, মামলাবীরেরা আপন আপন নামের কার্ড হাতে কোরে, আদালতে শকুনির মত ঘূরে ঘূরে বেড়ায়, সুবিধা পেলেই আসামীদের হাতে কার্ড গুঁজে দিবার চেষ্টা করে, সেখানেও তার অভাব ছিল না।—কিসের অভাব? আসামী-দের যদি টাকা থাকে, অনেক উকীল বারিষ্টার পাবে। আসামী যদি নিঃসম্বল হয়, সরকার

থেকে তাদের অনুকূলে বারিষ্টার নিযুক্ত হবে। কিন্তু সকলেই মনে কোচ্চে,—সকলেরই বিশ্বাস, ছোট ছোক্‌রাটী অবশ্যই কবুল দিবে। তা যদি হয়, তবে ত হুরাজোর তত নির্ভীকতা,—তত দম্ভ, সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে, কিছুতেই কিছু ফল হবে না। সহরের লোক ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। অনেকেই আহ্লাদ প্রকাশ কোচ্চে। ভদ্রলোকটী বোল্লেন, হুরাজো যদি কেবল বোম্বেটেগিরী অপরাধে ধরা পোড়্‌তো, তা হোলে বোধ হয়, অনেকেই তার প্রতি দয়া কোত্তেন;—বাহাদুরীও দিতেন। কেন না, চেহারা দেখ্‌লে সকলের মনেই দয়া আস্‌তো। এটা হোচ্চে খুনী মকদ্দমা। এ অপরাধে কেহই তাদের ভালচক্ষে দেখ্‌ছে না। সকলেই মনে কোচ্চে, রূপের আবরণে মূর্ত্তিমান্ সয়তান!

আমি এক বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। ভাব্‌লেম, এ জন্মে কখনও আর মানুষের চেহারা দেখে ভুলে যাব না! চেহারায় প্রকৃতির পরিচয় হয় না। মানুষের হৃদয় নিতান্তই দুর্গম! কার মনে কি আছে, ডুব দিয়ে তলস্পর্শ করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। মানবপ্রকৃতি যতই আমি আলোচনা কোচ্চি,—যতই বেশী লোকের সঙ্গে দেখাশুনা হোচ্চে দিন দিন ততই আমি বিস্ময়াপন্ন হোচ্চি! সংকল্প কোল্লেম, জগতের ভাবগতিক দেখে শুনে ক্রমে আমি আরও অভিজ্ঞতা লাভ কোর্‌বো। পাপপুণ্যের পরাক্রম কতদূর, মানবপ্রকৃতির কার্য্যাকার্য্য—ফলাফল বিবেচনা কোরে, সংসার জ্ঞান লাভ করা সহজ কথা নয়, আমি ত ছেলেমানুষ। মানুষের স্বভাব জান্‌তে এখনও আমার অনেক বাকী।

মর্ম্মভেদী চিন্তাকে সহচরী কোরে সে রাত্রে আমি শয়ন কোল্লেম। হুরাজো হত্যাকারী, ছোকরাটী সেই হত্যার সহকারী, সন্দেহ ত কিছুই থাক্‌ছে না। প্রমাণ যে রকম পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ত নিরপরাধী মনে করা একেবারেই অসম্ভব। স্বভাবতই আমার মনে সেই ধারণা হলো। আমি ভাব্‌লেম, হুরাজো হয় ত আগে থাক্‌তেই খুন করবার মৎলব স্থির কোরেছিল। সেই জন্যই বাষ্টিয়া সহরে দেরী কোরেছিল। সেই জন্যই গাড়ী ভাড়া কোরে ভগ্ন মঠে প্রবেশ কোরেছিল। গোলাবাড়ী থেকে যখন বিদায় হয়, সেই সময় হয় ত কোন গুপ্তিকে লিয়োনিকে বোলে থাক্‌বে, এতক্ষণের সময় ভগ্নমঠে দেখা হবে। এমন হোলেও হোতে পারে। আমি কিন্তু আর একখানা ভাব্‌লেম। গুপ্তধন বাহির কোরে আনাই হুরাজোর মৎলব ছিল। সেই জন্যেই তারা গিয়েছিল। লিয়োনির সঙ্গে গড়াপেটা ছিল না। লিয়োনি দৈবাৎ সেই সময় সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে থাক্‌বেন। কার্য্যে পাছে বাধা পড়ে, সেই শঙ্কায় হুরাজো তাঁকে খুন কোরেছে।

এইরূপ আমার ধারণা। কিন্তু তবু যেন সংশয় দূর কোত্তে পাচ্চি না। কথা ত একরকম পরিষ্কার, কিন্তু দেখ্‌তে হবে, উদ্দেশ্য কি? হুরাজো কি জন্য লিয়োনিকে খুন কোর্‌বে? যেখানে সুড়ঙ্গপথ, সেখান থেকে অনেকদূরে মৃতদেহ পাওয়া গেছে। হুরাজো সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছিলো, লিয়োনি তা দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, এমন ত বিশ্বাস হয় না। তা যদি হতো,—সুড়ঙ্গপথের পাথর যদি সোরিয়ে ফেল্‌তো,—পথ যদি খোলসা থাক্‌তো, তা হোলে গ্রেপ্তারকারী লোকেরাও সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ কোত্তে পাত্তো;—গুপ্তধনও দেখ্‌তে

পেতো ; কিন্তু সে কথা ত কাহারও মুখে শুনতে পাওয়া গেল না, কেহ সে কথা কাণা-কাণিও কোল্লে না। তবে কেন ?—তবে কেন তুরাজোর সেই সাংঘাতিক পাপকর্ম্মে মতি হলো ? হায় হায় ! লিয়োনি উত্তরাধিকারী হোতে এসেছিলেন, সেই কথা শুনেই কি তুরাজোর ভয় হয়েছিল ?—হাঁ, সেই কথাই ঠিক। পাছে গুপ্তধনগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই ভেবেই খুন কোরেছে। এই এতক্ষণে আমি বুঝ্লেম। তুরাজো তবে যথার্থ হত্যাকারী। সঙ্গে সঙ্গে ছোক্রাটীও অপরাধী। তখন আমার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস দাঁড়ালো। হা জগদীশ! মানবচরিত্র কতই বিচিত্র !

নিদ্রা নাই। শুয়ে আছি,—জেগে আছি, ক্রমাগত ঐ সব কথাই চিন্তা কোচ্চি। হঠাৎ আমার মনে উদয় হলো, কথাটা যদি এতক্ষণে লিয়োনোরার কাণে উঠে থাকে,—অকস্মাৎ যদি তিনি শুনে থাকেন, তাঁর প্রিয়তম স্বামী একজন বোম্বেটে, আবার খুনী, তা হোলে তিনি ত প্রাণে বাঁচ্বেন না !—যদিই বাঁচেন, পাগল হয়ে যাবেন ! এখনকার উপায় কি ? এখনই কি আমি সিবিটাবেচিয়ায় চোলে যাব ?—সিগ্নর পার্টিসিকে কি আগে থাক্তে নির্জ্জনে এই খবর দিব ! তিনি তার পর সময় বুঝে ভাইঝিটীকে ঐ নিদারুণ কথা শুনাবেন। মনে এইরূপ ভাব্লেম. কিন্তু পারি কি ? তুরাজোর কাছে অঙ্গীকার কোরেছি, আমার মুখে তাঁর গুহ্যকথা কিছুই প্রকাশ পাবে না। কেমন কোরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করি ? কিন্তু সেকথা এক, আর একথা এক। তখন ছিল বোম্বেটে,—বোলেছিল বোম্বেটেগিরী আর কোর্বে না। এখনকার কথা বড় শক্ত। এখন তুরাজো হত্যাকারী। করা যায় কি ?—তুরাজোর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোল্লে হয় না ?—হাঁ, সাক্ষাৎ করাই ভাল। কালই সাক্ষাৎ কোর্বো। এই রকম ভাব্ছি, ভাব্তে ভাব্তে নিদ্রা এলো, সংকল্প স্থির কর্বার অবকাশ থাক্লো না।

পরদিন প্রাতঃকালে যখন জাগ্লেম, পূর্ব্বদিনের স্মৃতি যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হোতে লাগ্লো। ক্ষণকালমধ্যেই সে স্বপ্ন ঘুচে গেল।—সমস্তই সত্য। আবার মনে হলো, তুরাজোর সঙ্গে দেখা করি। তাও যদি না হয়,—কারাগারের নিয়মে যদি কোন বাধা না থাকে, তুরাজোকে চিঠী লিখি। কর্সিকাবাসী সেই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে সেই বিষয়ের পরামর্শ কর্বার জন্য, আমি তখন কাফিঘরে নেমে এলেম।

তিনি তখন আহারে বোসেছেন, আমিও সেইখানে আমার আহারসামগ্রী আন্বার হুকুম দিলেম। এক টেবিলে বোসে তুজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোল্লেম। সহরের একখানি সংবাদপত্রের একটী খবর তিনি আমাকে দেখালেন। সিগ্নর কাষ্টেলি নামে একব্যক্তি তুরাজোর পক্ষে উকীল নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি সেই ছোক্রাটীরও পক্ষ-সমর্থন কোর্বেন। আসামীরা যে দোষ কবুল কোর্বে না, সেটী তখন স্পষ্ট বুঝা গেল। তুরাজো কদাচ অপরাধ স্বীকার কোর্বে না, বালকটীও তুরাজোর অবাধ্য হবে না। তার মনের ভাব আমি বেশ জানি, তুরাজোর জন্য সব কাজ সে কোত্তে প্রস্তুত। ভূমিকম্পিসনে, বিশেষত মণ্টিভিওরোর সম্পত্তিসম্পর্কে ঐ সিগ্নর কাষ্টেলি সর্ব্বদাই যত্নবান্ শুন্লেম।

কাষ্টেলির সঙ্গে একবার দেখা করা আমার ইচ্ছা হলো। কেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী। পরামর্শ কোরে আসামীদের বাঁচাবার যদি কোন উপায় থাকে, সেইটী স্থির করাই আমার অভিপ্রায়। ভদ্রলোকটীর সঙ্গে হোটেল থেকে আমি বেরুলেম। পথে আর একটী লোকের সঙ্গে দেখা হলো। মণ্টিভিডিওরো দুর্গে যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল,—যাঁর সঙ্গে একত্রে জলযোগ কোরেছিলেম, তিনিই সেই সিগ্‌নর তুরাণো। আমারে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আপনি এখানে কবে এলেন? উচিতমত উত্তর দিয়ে আমি বোল্লেম, "আপনি কি এই ভয়ঙ্কর খবরটা শুনেছেন? সেদিন আমার সঙ্গে যে দুজন গ্রীক ছিল, তারা যে গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সে কথা কি আপনি শুনেছেন?"

"খুনের কথা?"—বিস্ময়চমকিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, সিগ্‌নর তুরাণো বোল্লেন, "সেই ভয়ঙ্কর খুনের কথা? কেবল জনরবে শুনেছি মাত্র; বিশেষ কিছুই জানি না; আমি সবে গতরাত্রে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

আমি বোল্লেম,—"হাঁ মহাশয়! সেই খুনের কথাই আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি। ঘটনাক্রমে সেই দুজন গ্রীকের সঙ্গে আমার মিলন হয়েছিল। তারা যে এত বড় অপরাধে অপরাধী হোতে পারে, প্রথমে শুনেই আমার অসম্ভব বোধ হয়েছিল।"

"আমার বিবেচনাও তাই। তারা খুন কোরেছে শুনে, বাস্তবিক আমি চমৎকৃত হয়েছি। জনরব যাদের কথা বোল্‌ছে, তারাই কি সেই দুইজন গ্রীক?"

"হাঁ মহাশয়! তারাই তারা। বাস্তবিক আমার বড় দুঃখ হোচ্চে, এখন আর আমি তাদের নির্দ্দোষী বোলে বিবেচনা কোত্তে পাচ্চি না।"

সিগ্‌নর তুরাণো এই সংবাদে যেন অত্যন্ত কাতর হোলেন। যে হোটেলে থাকেন, আমারে সেই হোটেলের নাম বোলে দিলেন, অবকাশক্রমে দেখা কোত্তে বোল্লেন। আজাসিয়োতে যদি থাকি, দেখা কোরবো, অঙ্গীকার কোরে, তাঁরে আমি বিদায় দিলেম, কর্সিকাবাসী ভদ্রলোকটীর সঙ্গে সিগ্‌নর কাষ্টেলির আফিসে উপস্থিত হোলেম। তিনি আমার সঙ্গে থাক্‌লেন না, সে বাড়ীতেই থাক্‌লেন না,—আফিসে আমারে রেখে, অন্য কাজে অন্য স্থানে চোলে গেলেন।

আফিসের একটী ঘরে দশবারোজন কেরাণী কাজ কোচ্চেন। তাঁদের কাছে আমার দরকার নয়, আমি সরাসর সিগ্‌নর কাষ্টেলির নিকট উপস্থিত হোলেম।—কেন এসেছি, সব কথা তাঁকে খুলে বোল্লেম। তিনি আমার নাম শুনেছিলেন, বেশ অমায়িকভাবে কথা কইতে লাগ্‌লেন। যত সংক্ষেপে পাল্লেম, কেন এসেছি,—তাঁর কাছে আমার কি কাজ, সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেম। সিগ্‌নর কাষ্টেলি বোল্লেন, "বেশ কোরেছেন। আপনি যদি এখানে না আস্‌তেন, আমিই আপনার কাছে যেতেম। দুরাজো আমাকে আপনার কথা বোলেছে। এ বিপদে আপনি তার কিছু সাহায্য কোত্তে পারেন, দুরাজোর অটল হৃদয়ে এমন ভরসা আছে।"

সাগ্রহে আমি বোল্লেম, "যদি সাধ্য থাকে, অবশ্যই আমি তা কোর্‌বো। দুরাজো কি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চান?"

"হাঁ, তার ত ইচ্ছা তাই। কিন্তু এখন দেখা করা হয় কৈ?—দু তিন দিন দেরী হবে। দেরী হোলেই আসল মৎলবে বাধা জন্মাবে। আপনি সিবিটাবেচিয়ায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে এই ভয়ানক খবরটা সেখানে চোলে যাবে। দেরী হবে কেন বোল্‌ছি, আসামীর সঙ্গে দেখা কোত্তে গেলে,জজের অনুমতি চাই। জজ এখানে নাই। একটী বিশেষ কাজে বাষ্টিয়া নগরে গিয়েছেন। দুরাজোর মুখে আপনার কথা সব আমি শুনেছি। দুরাজো কেমন কোরে আপনাকে বন্দী কোরে রেখেছিল,—আপনি কেমন সদ্ব্যবহার দেখিয়েছেন, যে কাজ সে কোত্তে বলে, আপনি তা ভাল পার্‌বেন, সে বিষয়ে তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।"

"আচ্ছা, প্রমাণগুলো যাতে হাল্‌কা হয়ে যায়, এমন উপায় কি কিছু আছে?"

সবিস্ময়ে কাষ্টেলি বোল্লেন, "ওঃ! তবেত দেখ্‌ছি, আপনি তাদের দুজনকেই অপরাধী বোলে বিশ্বাস কোরেছেন!"

"কি বোলেই বা না করি? কিন্তু আপনি নিজে—"

কাষ্টেলি একটু শিউরে উঠ্‌লেন;—বারবার ঘাড় নাড়্‌লেন; ধীরে ধীরে বোল্লেন, "বড় বিশ্রী মকদ্দমা;—ভারী বিশ্রী! দুরাজো বোল্‌ছে, নির্দ্দোষী,—ছেলেটীও বোল্‌ছে নির্দ্দোষী;—পুনঃপুনই তারা নিরপরাধী বোলে জেদাজিদি কোচ্চে, কিন্তু সত্য কথা বোলতে কি, পৃথিবীর কোন জুরিই তাদের নির্দ্দোষী বোল্‌তে সাহস কোর্‌বেন না। কোন অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত না হোলে, তাদের আর অব্যাহতি নাই।"

অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে আমি বোল্লেম,—"প্রমাণপ্রয়োগ যে রকম, তাতে ত অলৌকিক ঘটনা হওয়াও আশাতীত। কি কি কথায় তাদের সাফাই হোতে পারে, দুরাজো কি সে কথা আপনাকে কিছু বোলেছে?"

"বোলেছে। কিন্তু সে সব কথার উপর জোর নাই। সে বলে, কৃষকের মুখে ধর্ম্মশালার প্রবাদের কথা শুনে, ভগ্নমঠের মধ্যে গুপ্তধনের অনুসন্ধান কোত্তে তার ইচ্ছা হয়, গোপনে সেই ধনের অনুসন্ধানে গিয়েছিল। মঠের মধ্যে যখন তারা বেড়ায়, সেই সময় হঠাৎ মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পায়। অন্য লোকেও বুঝি সেই ধনের সন্ধানে এসেছে, তাই ভেবে, গোপনে তারা যখন ছুটে পালায়, সেই সময়ে কতকগুলো লোক একত্র হয়ে তাদের গেরেপ্তার কোরেছে।"

কাষ্টেলির কথাগুলি আমি মন দিয়ে শুন্‌লেম। বুঝ্‌লেম, গুপ্তধন আমরা দেখেছি, দুরাজো সে কথা প্রকাশ করে নাই। অভিপ্রায় কি? দুরাজো হয় ত ভেবেছে, জীবন রক্ষা হবে,—মকদ্দমায় খোলসা পাবে, শুভদিন আস্‌বে, ভগ্নমঠে আবার ফিরে যাবে, গুপ্তধন বাহির কোরে আন্‌বে। সত্য কি এমন আশা তার আছে? ওঃ! সিগ্‌নর কাষ্টেলি বোলেছেন, অলৌকিক ঘটনায় অব্যাহতি লাভ হোতে পারে। দুরাজোও কি তবে কোন অলৌকিক ঘটনার আশা রাখে? কি পাগ্‌লামী! এখনও দুরাজোর মনে দুরাশা

স্থান পাচ্চে? তবে বলা যায় না, যেরকম তীক্ষ্ণবুদ্ধি,—যে রকম চতুরতা, তাতে কোরে দুরাজো হয় ত কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার উপায় ভাব্‌ছে!—পারেও তা!

ভাব্‌ছি,—কাষ্টেলি আমারে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি তবে তাদের দোষী বোলেই সাব্যস্ত কোরেছেন?—অবশ্যই কোর্‌বেন;—কিন্তু গত রাত্রে দুরাজো আমাকে বারবার বোলেছে, আমার বন্ধু উইলমট কখনই আমাকে দোষী বিবেচনা কোর্‌বেন না। হাজার হাজার প্রমাণ থাকলেও, উইলমট আমাকে নির্দ্দোষী বোল্‌বেন।—দুরাজো ত এই রকম কথা বলে।"

"আহা! পরমেশ্বর তাই করুন্! আমি যেন তাঁদের নির্দ্দোষীই বোল্‌তে পারি। পৃথিবীর ফৌজদারি আদালত অনেক সময় অনেক ভ্রমে পোড়ে, নিরপরাধীকে অপরাধী করে,—অপরাধীকে খালাস দেয়। পরমেশ্বর করুন্, এটাও যেন সেই রকম হয়।"

"আপনি ত মহৎ ব্যক্তির মত কথা বোল্‌ছেন। কিন্তু তাদের নিরপরাধী মনে করা একান্তই অসম্ভব। পূর্ব্বেও আপ্‌নাকে এ কথা আমি বোলেছি। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্চি, দুরাজো অপরাধী, কিন্তু তবু তাকে বাঁচাবার জন্যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা কোর্‌বো। কর্সিকাদ্বীপে যিনি এখন সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার, তাঁকেই আমি—"

সবটুকু না শুনেই আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, তাই যদি আপনি পারেন,—বাস্তবিক কোন অলৌকিক ঘটনাই যদি উপস্থিত হয়,—এই সাংঘাতিক হত্যা অপরাধে যদিই তারা খালাস পায়, বোম্বেটেগিরীর অপরাধটা কি হবে?"

"সে অপরাধে ত কেহ নালিস করে নাই? যদিও নালিস হতো, এখানকার আদালতে তার বিচার হতো না। কোন ফরাসী জাহাজ অথবা কোন কর্সিকান জাহাজ তারা লুটপাট করে নাই, এ রাজ্যে তাদের নামে বোম্বেটেগিরীর কোন অভিযোগ নাই। খুনদায়ে মুক্ত হোলে, এখানে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

এই পর্য্যন্ত শুনে আমি কতক আশ্বস্ত হোলেম। কাষ্টেলি বোল্লেন, "আপনি এখন তবে যেতে পারেন। আমার এখন অনেক কার্য্যের ভিড়, আমি এখন—"

বিদায় হবার অগ্রে আর একটী কথা আমি তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম। মণ্টিডিওরো জমিদারীসম্বন্ধে যাতে সুন্দর মীমাংসা হয়, সে জন্য তিনি সদাসর্ব্বদা যত্নবান্ আছেন, সে কথা সত্য কি না?

একটু ইতস্তত কোরে তিনি বোল্লেন, "ও সব কথায় আপনার প্রয়োজন কি? আপ্‌নি আমার কথা বুঝ্‌তে পারেন নাই। কমিসনের বিচার লোকে যে রকম আশা কোচ্চে, তার চেয়ে আরও পাকাপাকি হবে। ঘণ্টা দুই হলো, একজন দাবীদার এসে হাজির হয়েছে;—আমার কাছেই এসেছিল;—নূতন লোক। জন্মেও আমি তাকে জানি না, তার নামও কখনও শুনি নাই। কিন্তু তার মুখে যে রকম শুনলেম, তাতে ত বোধ হয়, তার দাবী নিতান্ত নিষ্কারণ নয়।"

এই সময় একবার ঘড়ী দেখে, সিগ্‌নর কাষ্টেলি বোল্লেন, "আর পাঁচমিনিট মাত্র

আপনার সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা কইতে পারি। আমার জানা ছিল, মণ্টিডিওরো বংশে দুই পক্ষে দুই জন উত্তরাধিকারী। অনেক খরচপত্র কোরে, আমি তাদের সন্ধান কোরেছি, জেনেছি, একপক্ষ নির্ব্বংশ;—এখন দেখ্‌ছি তা নয়। উভয় পক্ষই বর্ত্তমান। সে সব কথা এখন থাক্, দুরাজোর মকদ্দমার কথাই বলবান্। আপনি অবিলম্বে সিবিটাবেচিয়ায় চোলে যান। এখান থেকে আজ বৈকালেই ষ্টীমার যাবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি পৌঁছিবেন। দুরাজো আমাকে বোলেছে, আপনি প্রস্থান কর্‌বার অগ্রে, তার সঙ্গে যদি আপনার দেখা না হয়, সিগ্‌নর পর্টিসিকে আপনি বোল্‌বেন, লিয়োনোরাকেও বোল্‌বেন, দুরাজো বলে. হত্যা অপরাধে তারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আপনার কাছে দুরাজোর এখন এইমাত্র প্রার্থনা।"

"বড়ই শক্তকথা!—তা আচ্ছা, যতদূর পারি, চেষ্টা কোরে দেখ্‌বো।"—এই কথা বোলেই কাষ্টেলির কাছে আমি বিদায়গ্রহণ কোল্লেম,—বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হোলেম; ষ্টীমারের একটী কাম্‌রার ভাড়া স্থির কোল্লেম,—হোটেলে ফিরে এসে, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেম;—বেলা দুটোর সময় তরণী আরোহণে সিবিটাবেচিয়ায় যাত্রা কোল্লেম। পরদিন বৈকালেই সিবিটাবেচিয়ায় পৌঁছিলেম।

সিগ্‌নর পর্টিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। কত দুর্ভাবনাই যে আমার মনের ভিতর উদয় হোতে লাগ্‌লো,—কত কথাই মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, চক্ষের জল রাখ্‌তে পাল্লেম না। সিগ্‌নর পর্টিসির মুখ দেখে বুঝ্‌লেম, ইতিমধ্যেই কিছু কিছু তিনি জেনেছেন। কিছুই আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেম না। কেবল বিষন্নবদনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্‌নার ভ্রাতুষ্পুত্রী?"

হতাশে বিবর্ণবদনে ধীরে ধীরে একবার মাথা নেড়ে, জজসাহেব তাড়াতাড়ি আমার হাত ধোরে টেনে নিয়ে, বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেন;—ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। লিয়োনোরা সেখানে ছিলেন না। সিগ্‌নর পর্টিসি আমার মুখপানে চেয়ে বুঝ্‌তে পাল্লেন, দুঃখে কষ্টে আমিও অবসন্ন। অতিকষ্টে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যতদূর আমি শুনেছি, তার বেশী তুমি আর কি কি জান?"

কম্পিতকণ্ঠে আমিও জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কতটুকু আপনি শুনেছেন?"

"ওঃ! অনেক শুনেছি!—অনেক শুনেছি! আমার সুখের দশা ফুরিয়েছে! অভাগিনী লিয়োনোরা দুঃখের পাথারে ভেসেছে! কেনারিস্ আর দুরাজো, একই লোক!—ওঃ! তা আমি জেনেছি! লেগ্‌হরণ থেকে যখন খবর এলো, তখন আমার ইচ্ছা হলো, আত্মহত্যা করি!—উইলমট! আমার ত মরণকাল উপস্থিত। বৃদ্ধবয়সে আত্মহত্যা কোর্‌বো? অভাগিনী লিয়োনোরা! আহা!—উইলমট! তুমিও যে দেখ্‌ছি, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্চো! কেন উইলমট! অত কান্না কেন তোমার? সর্ব্বনাশ হয়েছে না কি? বল!—শীঘ্র বল!—সত্য বল! কি ভয়ানক কথা বোল্‌তে এসেছ, শীঘ্র বল! সংশয়ের জলন্ত আগুনে আর আমাকে পুড়িও না!"

বাস্তবিক আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেম। সেই বৃদ্ধ লোকটীর যন্ত্রণা আর আমি সহ্য কোত্তে পাল্লেম না। আমি তাঁরে কিছু বোল্‌তে চাই, সেইটী বুঝ্‌তে পেরে, অনেক কষ্টে তিনি একটু শান্ত হোলেন। কম্পিতস্বরে বোল্লেন, "উইলমট! আমি শুন্‌তে পার্‌বো। বল তুমি!—কি বোল্‌তে এসেছ, বল তুমি! দুরাত্মা কি আত্মহত্যা কোরেছে? পুলিসের লোকেরা কি তারে বেঁধেছে? বল বল!—মিনতি করি, বল আমাকে! এখনি হোক, কিম্বা একটু বিলম্বেই হোক্, কিম্বা দু দিন পরেই হোক্, অবশ্যই সে কথা আমি শুন্‌তে পাব;—লিয়োনোরাও শুন্‌তে পাবে। কেন আর সে সব কথা আমার কাছে গোপন রাখ্‌বে? বল শীঘ্র!"

কি কোরে যে কি বলি, ভেবে পেলেম না। আমি তখন হতবুদ্ধি। দরজার কাছে দীর্ঘনিশ্বাস শুন্‌তে পেলেম! ছুটে গিয়ে কপাট খুলে ফেল্লেম। দেখি, সুন্দরী লিয়োনোরা ভূমিতলে গড়াগড়ি! আমি এসেছি শুনে, লিয়োনোরা যেন উন্মাদিনী হয়ে ছুটে এসেছিলেন, তাঁর খুড়াকে যে সব কথা বোল্‌ছি, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলেন। শুনেই মূর্চ্ছাপন্ন! প্রাণের সঙ্গে ভালবেসে, যাকে তিনি পাণিদান কোরেছিলেন, তাঁর সেই প্রাণাধার এখন নরহত্যা অপরাধে জেলখানার কয়েদী!

লিয়োনোরাকে কোলে কোরে তুলে নিলেম। ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেম; কৌচের উপর শোয়ালেম;—মুখে চক্ষে জল দিতে লাগ্‌লেম। তাঁর পিতৃব্য পাশে বোসে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোত্তে লাগ্‌লেন। দাসীচাকরদের ডাক্‌তে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গতিক দেখে ডাক্‌তে হলো। লিয়োনোরার মূর্চ্ছাভঙ্গ হলো না। প্রস্তর-প্রতিমার মত নিস্পন্দ নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাক্‌লেন। সুন্দর মুখখানি যেন এককালেই রক্তশূন্য। পাছে মারা যান, সেই ভয়ে আমি দাসীদের ডাক্‌লেম। দাসীরা তাঁরে ধরাধরি কোরে সে ঘর থেকে নিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হলো। অনেকক্ষণ অনেক প্রকার শুশ্রূষার পর লিয়োনোরার একটু যেন চৈতন্য হলো;—কিন্তু সে চৈতন্যে তাঁর আরও যেন অধিক যন্ত্রণা!—বিকারগ্রস্ত রোগীর মত প্রলাপ বোক্‌তে লাগ্‌লেন।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি পর্টিসিপ্রাসাদে থাক্‌লেম। বৃদ্ধকে অনেকপ্রকার সান্ত্বনা কোল্লেম। আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বোল্লেম। তিনি আমারে শীঘ্র শীঘ্র স্নিবিটাবেচিয়া পরিত্যাগ কোরে যেতে নিষেধ কোল্লেন। আগামী কল্য আবার দেখা কোত্তে বোল্লেন, আমিও অঙ্গীকার কোরে চোলে এলেম।

পদব্রজে হোটেলে পৌঁছিলেম। রাত্রি তখন আটটা। খবরের কাগজ দেখ্‌বার জন্য কাফিঘরে যাচ্ছি, হঠাৎ দমিনী আর সাল্‌ট্‌কোটের সঙ্গে দেখা। এক সঙ্গেই বোস্‌লেম। দমিনীর যে রকম স্বভাব, সেই রকম আলাত পালাত অনেক কথা তিনি তুল্লেন,—মন আমার ভাল নয়, কিছুই ভাল লাগ্‌লো না;—রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সাল্‌ট্‌কোটের সঙ্গে অন্যমনস্কে কথোপকথন কোরে, তার পর আমি শয়ন কোল্লেম।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার আমি পর্টিসিনিকেতনে গেলেম। লিয়োনোরার সঙ্কটাপন্ন

পীড়া। ডাক্তারেরা বোলেছেন, আরাম হোতে বিলম্ব হবে। জজসাহেব নিতান্তই দুঃখিত। আজাসিয়ো নগরে দুরাজোর মকদ্দমা,—মকদ্দমার সময় আমি যাব,—আদালতে উপস্থিত থাকবো, জজসাহেবকে এই কথা বোল্লেম, শুনে তিনি সন্তুষ্ট হোলেন। তিনি বোল্লেন, 'দুরাজো হত্যাকারী, লিয়োনোরা কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস কোরবে না। তার অন্তঃকরণ আমি বেশ জানি। দুরাজোকে রক্ষা করবার জন্য, দয়া কোরে তুমি কোন উপায় কোরবে, তাতেও লিয়োনোরার অকপট বিশ্বাস। প্রিয় উইলমট! তা যদি তুমি পার, অভাগিনী তোমাকে আশীর্ব্বাদ কোরবে;—আমিও আশীর্ব্বাদ কোরবো।"

জজের অনুরোধ শুনে, শীঘ্র শীঘ্র আজাসিয়োতে ফিরে যাওয়াই আমি স্থির কোল্লেম। জাহাজের অপেক্ষায় তিন দিন সেখানে থাকতে হলো। মাঝে মাঝে পর্টিসিনিকেতনে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করি, হোটেলে এসে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি; মনে কিন্তু সুখ নাই। কাউণ্ট লিবর্ণোকে একখানি পত্র লিখ্‌লেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন সপরিবার কোথায় আছেন,—কেমন আছেন,—লানোভারের খবর কি,—দর্‌চেষ্টারের কি হলো, পূর্ব্ব উপকারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে, ঐ সমস্ত কথা সেই চিঠীতে লিখ্‌লেম। আজা-সিয়ো নগরে পত্র লিখ্‌লে আমি পাব, সেইরূপ ঠিকানা দিলেম।

তিন দিনের দিন একটী খোস্‌খবর পেলেম। লিয়োনোরা একটু ভাল আছেন। জজের কাছে বিদায় নিয়ে, জাহাজে আরোহণ কোল্লেম, উপযুক্ত সময়ে আজাসিয়ো নগরে উপস্থিত হয়ে, প্রথমেই সিগ্‌নর কাষ্টেলির আফিসে গেলেম। লিয়োনোরার পীড়ার কথা বোল্লেম। তিনি বোল্লেন, "আপ্‌নার জন্য দুরাজো বড় ব্যস্ত।"—আমি তখন দুরাজোর সঙ্গে দেখা কোত্তে কৃতসঙ্কল্প হোলেম। সিগ্‌নর্ কাষ্টেলি বোল্লেন, কল্য হুকুম আনিয়ে দিবেন।

হোটেলে গিয়ে দেখি, কাউণ্ট লিবর্ণোর পত্র এসেছে। যা যা আমি জান্‌তে চেয়ে-ছিলেম, সমস্তই সেই চিঠীতে আছে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন সপরিবার ইংলণ্ডে চোলে গেছেন। লানোভার আর দরচেষ্টার হাজতে আছে। লেগ্‌হরণ থেকে তাদের দুজনকে ফ্লোরেন্সের আদালতে চালান করা হয়েছে। দেড় মাস পরে তাদের মকদ্দমা। সেই মকদ্দমার সময় বন্ধুবর কাউণ্ট লিবর্ণো আমারে ফ্লোরেন্স নগরে যেতে লিখেছেন। সেখানে আমারে জবানবন্দী দিতে হবে।

সেদিন এই রকমে গেল। পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় সিগ্‌নর কাষ্টেলির এক পত্র পাই। আমি জেলখানা দেখ্‌তে যাব, সেই পত্রের মধ্যে তার হুকুমনামা এসেছে। জেলখানায় আমি গেলেম;—কতখানাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে গেলেম। দরজার কাছে গিয়ে হুকুমনামা দেখালেম। প্রহরীরা আমাকে ছেড়ে দিলে। আসামীদের সঙ্গে দেখা কোল্লেম। দুরাজো আর সেই ছোক্‌রা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে আর কেহই নাই। দুরাজো সেই ছোক্‌রাটীকে কি সব কথা বোল্‌ছে। ছোক্‌রাটী ব্যগ্র নয়নে দুরাজোর মুখপানে চেয়ে আছে,—যা শুন্‌ছে, তাতেই আশা বাঁধছে, তাতেই

বিশ্বাস কোচ্চে। দুরাজো সেই ছেলেটীর মাথায় হাত দিয়ে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি আদর কোরে গুছিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছেন। দেখে বুঝ্‌লেম, যতই কেন বিপদ পড়ুক না, বালকটীর প্রতি দুরাজোর স্নেহমমতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।—মুখ দেখেই বুঝা গেল, সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী। আমারে দেখ্‌তে পেয়েই, বালক হঠাৎ আহ্লাদে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। সসম্ভ্রমে এদিক ওদিক চেয়েই, দুরাজো আমারে দেখ্‌তে পেলেন। ছুটে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। ছেলেটী দুই এক পা এসে আর এলো না। দুই হাতে মুখচক্ষু ঢেকে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো। আহ্লাদটুকু যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ মিলিয়ে গেল। দোষী কি না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মনে মনে যে একটু সন্দেহ ছিল, বালকের ভাবগতিক দেখে, সে সন্দেহও আর থাক্‌লো না;—স্পষ্টই দুষী বোলে ধারণা হলো। কেন না, বালক আর তখন মুখ উঁচু কোরে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পাল্লে না।

"তুমি ভারী দয়ালু!"—তাড়াতাড়ি এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে, দুরাজো আমার কাছে এগিয়ে এসে, হস্তধারণের উপক্রম কোচ্ছিলেন, হঠাৎ কি যেন মনে কোরে, একটু পেছিয়ে দাঁড়ালেন। বুকে হাত বেঁধে বিষণ্ণবদনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি ভুলে গিয়েছি। কাথাটা আমার স্মরণ ছিল না। সিগ্‌নর কাষ্টেলি আমাকে বোলেছেন, তুমি আমাকে অপরাধী বোলে বিশ্বাস কোরেছ!"

বিষণ্ণবদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "আপ্‌নি আমার কাছে অপরাধ স্বীকার করুন্, তা আমি বোল্‌ছি না; কিন্তু দেখুন, আমার ইচ্ছা এই, আপ্‌নি অনর্থক ওরকম বৃথা সাহস, বৃথা গাম্ভীর্য্য দেখাবেন না।"

কথাটী শুনে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর চক্ষুদুটী যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই ম্রিয়মাণ। এমনি বিমর্ষ হয়ে তিনি তখন মাথা হেঁট কোরে দাঁড়ালেন,—একবার মুখখানি তুলে এমনি বিষণ্ণভাবে আমার মুখপানে চাইলেন, আমার কান্না পেতে লাগ্‌লো।

"আমার লিয়োনোরা?"—কাতরবদনে—কাতরস্বরে দুরাজো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমার লিয়োনোরা? তুমি কি তাঁর সঙ্গে দেখা কোরেছ? কাল রাত্রে কাষ্টেলি বোল্লেন, লিয়োনোরার পীড়া হয়েছে। প্রিয় বন্ধু! পীড়া ত বড় শক্ত নয়?"

"ডাক্তারেরা বোলেছেন, কোন ভয় নাই।"

"ধন্য পরমেশ্বর! উইলমট! বল আমাকে!—ওঃ! সত্য কোরে বল,—ঠিক কোরে বল, লিয়োনোরা কি আমাকে অপরাধী বোলে বিশ্বাস কোরেছেন?"

"জজের মুখে আমি শুন্‌লেম, আপনি বোম্বেটে জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন, তাতেই লিয়োনোরার বিশ্বাস হয় না। তাতেই বিবেচনা করুন, এই ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী আপনি, এটা তাঁর বিশ্বাস হওয়া সম্ভব কি না?—কখনই না!"

মনের আহ্লাদে দুরাজো যেন সজীব হয়ে উঠ্‌লেন;—রসনা থেকে আনন্দধ্বনি বিনির্গত হলো;—সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো;—করযোড়ে উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন,

"আহা! আমার প্রাণময়ী লিয়োনোরার যাতে মঙ্গল হয়, করুণাময় পরমেশ্বরের করুণায় সেই আশাই আমি যেন কোত্তে পারি!"

অশ্রুপ্রবাহে আমার দৃষ্টিরোধ হয়ে এলো। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে, রুমালে নেত্র-মার্জ্জন কোল্লেম। সেই সময় ছোক্‌রাটীও ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত। যা আমি বোল্লেম, স্থির হয়ে মন দিয়ে শুনূলে। ডুরাজো আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সিগ্‌নর পর্টিসি আমার কথা কি বলেন?—না না,—সে কথাই বা কেন জিজ্ঞাসা করি? তিনি হয় ত আমাকে অপরাধীই মনে কোচ্চেন।—তা করুন, কিন্তু আমার লিয়োনো-রাকে কখনই তিনি সে কথা বোল্‌বেন না। যে ভয়ানক কাজ কখনও আমি করি নাই, সেই পাপাকাজে কলঙ্কিত হয়ে, যদিই আমি পৃথিবী থেকে বিদায় হই, লিয়োনোরা কখনই আমাকে যথার্থ অপরাধী বিবেচনা কোর্‌বেন না, এই আমার যথেষ্ট সান্ত্বনা। হাঁ, আমার গোরের উপর কাঁটাগাছ জন্মাতে পারে,—পৃথিবীর লোকে আমাকে ভুলে যেতে পারে, তথাপি একটী সুন্দর পুষ্প সেই গোরের উপর উঁকি মেরে, চারিদিকে সৌরভ ছড়াবে, সেই পবিত্র প্রবোধে আমি উল্লাসিত।"

ক্ষণকাল ডুরাজো গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ছোক্‌রার মুখপানে আমি কটাক্ষপাত কোল্লেম। বালকটী ভয়াকুলনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে আছে। মুহূর্ত্তমাত্র একবার মাথা হেঁট কোল্লে;—ধীরে ধীরে আমার কাছে সোরে এলো, আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর একখানি হাত রেখে, বিষণ্নবদনে সুমিষ্টস্বরে ধীরে ধীরে বোল্লে, "মিষ্টার উইলমট! আপ্‌নি এত সৎ,—এত মহৎ, এত গুণ আপনার, আপ্‌নিও কি আমাদের অপরাধী স্থির কোরেছেন?"

বালকের কাতরোক্তি শুনে, আমার প্রাণে বড়ই বেদনা লাগ্‌লো। তার মুখের দিকে আর আমি চেয়ে দেখ্‌তে পাল্লেম না। ব্যস্তভাবে মুখ ফিরিয়ে, ডুরাজোকে আমি বোল্লেম, "ঈশ্বর করুন, আমি আপনাদের যেন নিরপরাধী বোল্‌তে পারি।"

"উইলমট!"—ক্ষণকাল চুপ কোরে থেকে, কনষ্টাণ্টাইন বোল্লেন, "উইলমট! আমি নিশ্চয় জান্‌তে পাচ্চি, কোন অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত না হোলে, আমাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হবে না। আহা! এই বালকটীকে আমি সহোদরের মত ভালবাসি! এরই জন্য আমার বেশী ভাবনা। আমি জানি, পৃথিবীর সকলদেশে সর্ব্বকালে অনেক লোক ঘটনাগতিকে কষ্ট পায়। অবস্থাগত প্রমাণ পেয়ে, অনেক আদালতে অনেক লোকে বিনাদোষে দণ্ড পায়। কোন কোন স্থলে কখনই তাদের নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পায় না, কোন কোন স্থলে অসময়ে সত্য তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমার ভাগ্যেও বোধ হয়, তাই হলো!"

ডুরাজোর কথা শুনছি, মনে একটা পূর্ব্বস্মৃতি আস্‌ছে। ডিউক পলিনের স্ত্রীর হত্যা-কাণ্ডেও এখনে একজন নির্দ্দোষ লোকের ঘাড়ে খুনদায় পোড়েছিল। সময়ে প্রকাশ পেলে, ডিউক নিজেই হত্যাকারী। এ মকদ্দমাও যদি তেমনি হয়;—তাই বা কেমন

কোরে হবে? এ ঘটনাও আর এক রকম দাঁড়িয়েছে। দুরাঙ্কোর কথাগুলি সত্য বোধ হোচ্ছিল, আবার অন্ধকার হয়ে এলো।

কাতরকণ্ঠে দুরাঙ্কো বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ্‌ছি, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের অপরাধী বোলে স্থির কোরেছ। তোমারই বা অপরাধ কি?—তবু,—প্রিয় উইলমট! তবু তুমি আমার গুটীকতক কথা শোন! আমি বোম্বেটের সর্দার ছিলেম। চক্ষের উপরেই দেখেছ, সম্মুখযুদ্ধে আমি পরাঙ্মুখ ছিলেম না। বিনা কারণে মানুষ মারা, তুমিও যেমন ঘৃণা কর, আমিও তেমনি ঘৃণা করি। গুপ্তহন্তা হওয়া আমার পক্ষে অভিসম্পাত। আহা! সেই নির্দ্দোষ লিয়োনিকে আমি প্রাণে মাত্তে যাব কেন? সে আমার কোরেছিল কি? ভগ্নমঠে সে গিয়েছিল, তা আমরা জানিও না,—তাকে সেখানে দেখিও নাই। যদিও দেখ্‌তেম,—কেনই বা সে কথা!—সে সব কথা এখন নিরর্থক!—তুমি আমাকে হত্যাকারী বোলে বিশ্বাস কোরেছ। আবার আমি বোল্‌ছি, সে জন্য আমি তোমাকে দোষী করি না;—তোমার তাতে কি দোষ?"

ব্যগ্রভাবে আমি বোল্লেম, "দেখুন দুরাঙ্কো! আপ্‌নি নির্দ্দোষী, এমন যদি প্রমাণ হয়, আমার মনে যতখানি আহ্লাদ হবে, সমস্ত পৃথিবীতে তত আহ্লাদ আর কাহারও হবে না। বেশী কথা কি বোল্‌বো, আপ্‌নার লিয়োনোরারও বোধ হয়, তত আহ্লাদ হবে না। এটী আপ্‌নি নিশ্চয় জান্‌বেন।"

কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হলো, একজন প্রহরী প্রবেশ কোল্লে। আমারে সম্বোধন কোরে প্রহরী বোল্লে, "আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন, আর না।"

কাজেই আমারে চোলে আস্‌তে হয়;—আসি আসি মনে কোচ্চি, এমন সময় দুরাঙ্কো বোল্লেন, "আর আমি তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে বলি না, তোমার আসাও আর উচিত নয়। তুমি আমাকে অপরাধী বোলে স্থির কোরেছ, আর কেন? যেখানে তত বন্ধুত্ব ছিল, সেখানে এখন এই বাধা! তথাপি যদি তুমি কোন সংবাদ—"

ভাব বুঝেই আমি বোল্লেম, "যাঁর কথা আপ্‌নি বোল্‌ছেন, তা আমি বুঝেছি। সংবাদ পেলেই আমি এসে আপনাকে জানাব। এ সহরে আর কিছুদিন আমি থাক্‌বো। আমা হোতে আপনার যদি কোন উপকার—"

প্রহরী বড়ই ব্যস্ত হোতে লাগ্‌লো। আমি আর বিলম্ব কোল্লেম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। গ্রীকেরা বিষণ্ণবদনে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লো। দরজা পর্য্যন্ত এসে, একবার আমি পশ্চাতে চেয়ে দেখ্‌লেম, তখনো তারা চেয়ে আছে। কারাগার থেকে বেরিয়ে, ধীরে ধীরে আমি চোল্‌তে লাগ্‌লেম। দুঃখিত অন্তরে সব কথা চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম। ব্যাপার কি? দুজনেই ত দেখ্‌ছি, আমার কাছে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বোলে পরিচয় দিলেন। আমি তাদের অপরাধী ভেবেছি, কেনেও মনের কথা গোপন কোল্লে না। পৃথিবীশুদ্ধ সকল লোকেই তাদের দোষী বোলে সাব্যস্ত কোচ্ছে। আমি তবে কি করি? মন বড় চঞ্চল হলো। হৃদয় কাতর। মনে কোল্লেম, তারা নির্দ্দোষ।

আগাগোড়া স্মরণ কোল্লেম,—আগাগোড়া ভাব্‌লেম,—আগাগোড়া আলোচনা কোল্লেম। কনৃষ্টাণ্টাইন দুরাজো নরহত্যাকারী ?—এমন কি সম্ভব ?—একবার ভাবি অসম্ভব; আবার ভাবি অন্ধকার ! যতই ভাবি, ততই আরও বেশী সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ক্রমশই বিচারের দিন নিকটবর্ত্তী। ইতিমধ্যে আরও দুদিন দুবার কারাগারে দুরাজোর সঙ্গে আমি দেখা করি ;—লিয়োনোরা ভাল আছেন, সংবাদ দিই ; কিন্তু দুরাজো আর আমার কাছে নির্দ্দোষিতার কোন প্রসঙ্গই তুল্লেন না। আমার মনে মর্নে ধারণা, যথার্থই তাঁরা হত্যাকারী। কিছুতেই সে সংশয় দূর কোত্তে পাচ্চি না। ঘটনাক্রমে সিগ্‌নর তুরাণোর সঙ্গে অনেকবার আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়। একদিন তাঁকে আমি আমার হোটেলে নিয়ে যাই,—তিনি একদিন তাঁর হোটেলে আমারে নিমন্ত্রণ করেন, এই রকমে দিনদিন ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সিগ্‌নর তুরাণো কথায় বার্ত্তায় অমায়িক ভদ্রলোক। নানা ভাষা জানেন, ভদ্রলোকের মত শিষ্টাচার দেখান, অনেক দেশের অনেক গল্প করেন, অনেক দেশ ভ্রমণ কোরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে, তত দুর্ভাবনার সময়েও মনে আমি আমোদ পাই। সিগ্‌নর তুরাণো এদিকে সুশিক্ষিত,—মিষ্টভাষী,—সদালাপী, একাধারে অনেক গুণ। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আমার অভিলাষ হয়। মকদ্দমার কথা তিনিও আমারে অনেক বলেন, নিজের ধারণামত আমিও তাঁর কাছে মনের কথা প্রকাশ করি। বাস্তবিক কে তিনি,—কি জন্য কর্সিকাদ্বীপে এসেছেন, নিগূঢ় তথ্য কিছুই প্রকাশ পায় না। ধর্ম্মশালার ধ্বংসশেষ দেখ্‌তে এসেছেন, মণ্টিডিওরোর দুর্গের ভগ্নদশা দেখে বেড়াচ্চেন, এই পর্য্যন্তই আমার জানা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে আমি আপ্যায়িত হোলেম।

বিচারের দিন সমাগত। প্যারিসের বিচারালয়ের ন্যায় এখানেও ফরাসীপ্রথামত একবাড়ীতে সমস্ত আদালত।—দেওয়ানী, ফৌজ্‌দারী,—রেজিষ্টারী, যা কিছু, সমস্তই এক বাড়ীতে বসে। ঘর কেবল পৃথক্ পৃথক্। প্যারিসের ন্যায় এখানকার আদালতও বিচারপ্রাসাদ নামে বিখ্যাত। কেন না, পূর্ব্বেই বোলেছি, কর্সিকাদ্বীপ এখন ফরাসী অধিকারভুক্ত। ফরাসীপ্রথামতেই এখানকার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বিচারের দিন সমাগত। ঘটনাক্রমে একদিনেই দুই মকদ্দমার বিচার। যে দিন ভূমি-কমিসনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কথা অবধারিত, সেই দিন ফৌজদারী আদালতে খুনীমকদ্দমা। দেওয়ানী আদালত দশটার সময় খোলা হবে, ফৌজ্‌দারী বিচার এগারোটার সময়। অগ্রে আমি কমিসন-আদালতেই প্রবেশ কোল্লেম। আদালত লোকারণ্য তিন জন কমিসনর জজের মত পোষাক পোরে, উচ্চ বেঞ্চে উপবিষ্ট। সিগ্‌নর কাষ্টেলি আর দুজন বারিষ্টার রাশি রাশি দলীলপত্র নিয়ে, আদালতে উপস্থিত। আমার সেই কর্সিকান বন্ধুটীকে দিনকতক আমি দেখি নাই, বিচারের দিন হঠাৎ সেই আদালতের মধ্যেই দেখ্‌তে পেলেম।—জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, হঠাৎ তাঁকে প্যারিসে যেতে হয়েছিল, আজ এইমাত্র এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মকদ্দমা শুনানী আরম্ভ হলো। কমিসনরেরা কাগজপত্র দেখ্লেন,—বারিষ্টারেরা দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা কোল্লেন, সেই বক্তৃতায় প্রকাশ পেলে, কাউণ্ট মণ্টিডিওরোর যে একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হয়ে যান, তাঁর নাম পিদ্রো। পিতার দৌরাত্ম্যে দেশত্যাগ কোরে, সেই পিদ্রো নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। একটী জর্ম্মণকুমারীকে বিবাহ করেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে দুটী পুত্রসন্তান হয়। জ্যেষ্ঠের নাম হার্ম্যান, কনিষ্ঠের নাম কারল। জ্যেষ্ঠের বংশে আরও সন্তানসন্ততি হয়েছিল, কিন্তু তারা কেহই জীবিত নাই। কনিষ্ঠের বংশে একটী কন্যা ছিল, সেটীরও কোন সংবাদ নাই;—সকলেই জেনেছিলেন, পিদ্রোবংশ নির্ব্বংশ। সিগ্নর কাষ্টেলি পুরুষানুক্রমে মণ্টিডিওরো-পরিবারের উকীল ছিলেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা মণ্টিডিওরোসম্পত্তিসম্বন্ধে যে সকল দলীলপত্র প্রাপ্ত হন, সমস্তই কাষ্টেলির আফিসে আছে। তা ছাড়া, বাষ্টিয়ার রেজিষ্টারী আদালত থেকে বড় বড় খাতাপত্র এনে, কমিসনরগণকে দেখানো হয়। কাষ্টেলি বলেন, সম্প্রতি মণ্টিডিওরোর একজন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হয়েছেন। যে সকল দলীলপত্র তিনি দেখান, আফিসের দলীলপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে, তন্ন তন্ন কোরে দেখা হয়েছে, সমস্তই ঠিক। সেই উত্তরাধিকারীই এখন বিষয়াধিকারী হবেন। বারিষ্টারের বক্তৃতাতেও সেই বিষয়ের পোষকতা পাওয়া গেল। প্যারিস থেকে একজন সরকারী উকীল এসেছেন, তিনি ঐ মকদ্দমার আগাগোড়া তদন্ত কোচ্চেন। সিগ্নর কাষ্টেলি বিস্তর অর্থ ব্যয় কোরে,—বিস্তর দেশ ভ্রমণ কোরে, উত্তরাধিকারী নিরূপণের চেষ্টা পেয়েছেন। যিনি এখনকার দাবীদার, তিনি পূর্ব্বে দেখা দেন নাই;—বংশে কেহ নাই, ইহাই সকলে জেনেছিলেম। নূতন দাবীদার হঠাৎ উপস্থিত;—কিন্তু কে তিনি,—কোথায় তিনি,—কি জন্য আদালতে উপস্থিত হোচ্চেন না, সিগ্নর কাষ্টেলিকে সেই কথা আমি বারবার জিজ্ঞাসা করি। উত্তর পাই, "এখনি আস্বেন।"

হঠাৎ আদালতমধ্যে একটা গোল উঠ্লো। "ঐ সেই উত্তরাধিকারী, ঐ সেই উত্তরাধিকারী" বোলে সমস্ত লোক এককালে মহা উৎসাহে দরজার দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্লো। আমি কিন্তু সে লোকটীকে দেখ্তে পেলেম না। অনেক লোক সেই দিকে ভেঙে পোড়েছে। অসম্ভব ভিড়। পদাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে, আমি উঁচু হয়ে দাঁড়ালেম। ভিড় ভেদ কোরে, চেয়ে চেয়ে দেখ্তে লাগ্লেম।—দেখি, আমার সেই নবপরিচিত সিগ্নর তুরাণো মহানন্দে পরিস্ফীত হয়ে, ধীরপদবিক্ষেপে কমিসনরদের নিকট অগ্রসর হোচ্চেন। তখন আমি বুঝ্লেম, সেই তুরোণোই মণ্টিডিওরোবংশের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী। এই কমিসন উপলক্ষে আমার কর্সিকান বন্ধুটী যেরূপ আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, তাই দেখে আমি মনে কোচ্ছিলেম, তিনিই হয় ত উত্তরাধিকারী হবেন। বাস্তবিক দেখ্লেম, তা নয়। সিগ্নর তুরাণোই উত্তরাধিকারীরূপে আদালতে উপস্থিত। অভ্যাসমত শিষ্টাচারে, বিনীতভাবে, কমিসনরগণকে তিনি অভিবাদন কোল্লেন। বারিষ্টারেরা সেই সময় তুরাণোর অনুকূলে সতেজে বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লেন।

সম্পত্তি হয় হয় হয়ে এলো। এমন সময় আমার সেই কর্সিকান বন্ধু ধীরে ধীরে বেঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে, সিগ্নর তুরাণোর একখানা হাত চেপে ধোল্লেন;—হাকিমী-স্বরে বোল্লেন, "তুমি তুরাণো, জালিয়াতী অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার কোল্লেম।" বিচারক থেকে বারিষ্টার অবধি আদালতশুদ্ধ সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন।—আমিও বিস্ময়াপন্ন। ফরাসী উকীলসরকার সেই সময় অগ্রবর্ত্তী হয়ে বোল্লেন, "এই তুরাণো যদি এই মকদ্দমাসম্বন্ধে কোন দলীলপত্র জাল কোরে থাকে, এইখানেই বিচার হবে;—এই কমিসনরেরাই তদন্ত করুন্। তা যদি না হয়, আর কোথাও যদি আর কিছু জাল কোরে থাকে, তবে আসামীকে এখান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাক্, যে মাজিষ্ট্রেটের এলাকায় অপরাধ, সেই মাজিষ্ট্রেটের হুজুরেই চালান করুক্।"—আমার কর্সিকান বন্ধু বোল্তে লাগ্লেন, "এই মকদ্দমাতেই জাল কোরেছে,—সমস্ত দলীল জাল। আমি প্যারিসের গুপ্তপুলিসের একজন সর্দ্দার আমলা। অনেক দিন অবধি এই লোকটাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথাও ধোত্তে পাচ্চি না। এ ব্যক্তি ভয়ানক জুয়াচোর;—ভয়ানক জালিয়াত। ইতালী,—জর্ম্মণী,—ফ্রান্স,—ইংলণ্ড, নানাস্থানে নানাপ্রকার জুয়াচুরী কোরে, বিস্তর লোককে ঠকিয়েছে;—অনেকবার অনেক জায়গায় জেল খেটেছে;—গ্যালী জাহাজে দাঁড় টেনেছে। পিদ্রোবংশের একটী পুত্র ইতালীতে বিবাহ করেন। বিষয়-লোভে শ্বশুরের উপাধি ধারণ করেন। সেই উপাধি তুরাণো। আসল তুরাণো জীবিত নাই। সেই সন্ধান জেনে, এই জুয়াচোর মণ্টিডিওরো জমিদারী দখল কর্বার চেষ্টা পায়। কিছুদিন হলো, এই ব্যক্তি লণ্ডনে গিয়েছিল। সেখানে লিয়োনির সঙ্গে এ ব্যক্তির দেখা হয়। লিয়োনির মুখে মণ্টিডিওরো ষ্টেট আর সেণ্টবর্থল্মিউ দেবোত্তরের সমস্ত ইতিহাস শ্রবণ করে। লোকটার মুখ মিষ্ট কি না,—সর্ব্বত্রেই ঝাঁক ঝাঁক বোকালোক এই জুয়া-চোরের কুহকে পড়ে। অবশেষে এই ভয়ানক দাগাবাজীতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। মাঝে মাঝে প্যারিসে যায়। আমরা সর্ব্বদাই ওর চাল্চলনের উপর নজর রাখি। মধ্যে একবার গিয়েছিল। ভেবে ছিল, অনেকদিনের কথা,—পূর্ব্বে যে সব জুয়াচুরি কোরেছে, সকলে হয় ত ভুলে গেছে,—পুলিসও অসাবধান আছে, কে আর কি জান্তে পার্বে? কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট থাকি না। যেইমাত্র এই ব্যক্তি প্যারিসে উপস্থিত হয়, সেই অবধি আমরা তর্কে তর্কে ফিরি। দেখ্লেম ত বেশ,—সঙ্গে যথেষ্ট টাকা,—বেশ স্বচ্ছন্দে খরচপত্র করে, কোনরকম জুয়াচুরী ধোত্তে পারি না। একদিন শুন্লেম, এক ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের কাছ থেকে কতকগুলো পুরাতন ষ্ট্যাম্প কিনে এনেছে। একজন বৃদ্ধ মুহুরীর কাছে আসলদলীলের দস্তখত মোহর ঠিক ঠিক জাল কোরেছে। আমরাও সন্ধানে সন্ধানে আছি;—হঠাৎ লোকটা একদিন নিরুদ্দেশ। অনেক কষ্টে সন্ধান পেলেম, কর্সিকায় এসেছে। সেই সূত্র ধোরে আমিও কর্সিকায় আসি। কর্সিকায় আমার জন্ম, কিন্তু এখানে আমি থাকি না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এই তুরাণো,—বাস্তবিক এর নাম তুরাণো,—এই তুরাণো যত কিছু দলীলপত্র এখানে দাখিল কোরেছে, সমস্তই জাল।

আদালতের কাছে আমার এই প্রার্থনা, সিগ্‌নর কাষ্টেলি এই জুয়াচোরের অনুকূলে যে সব দলীল এখানে দাখিল কোরেছেন, সমস্তই আটক করা হোক্।”

তৎক্ষণাৎ সেই সব দলীলপত্র আটক করা হলো। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!—সিগ্‌নর তুরাণো জালিয়াত!—সিগ্‌নর তুরাণো জুয়াচোর?—বিশ্বাস ত হয় না। এমন ভদ্রলোক,—এমন মিষ্টভাষী,—এমন সুচতুর,—এমন বিদ্বান্, ইনি জুয়াচোর হবেন, কিরূপেই বা বিশ্বাস হয়? কিন্তু কি বোলেই বা অবিশ্বাস করি? জালিয়াতী অপরাধে গ্রেপ্তার,—হাঁ না, কোন কথাই মুখে নাই। মুখ শুকিয়ে গেল, ঠোঁট সাদা হয়ে গেল;—থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তুরাণো একখানা চেয়ারের উপর বোসে পোড়্‌লেন;—ভয়ে—কম্পে—পাপের তাড়নায় মাথা হেঁট কোরে,—দুই হাতে মুখ-চক্ষু ঢেকে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!—হঠাৎ সেই সময় দুজন পুলিসপ্রহরী একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সঙ্গে কোরে, কমিসন আদালতে প্রবেশ কোল্লে। সবিস্ময়ে সকলের চক্ষুই সেই দিকে নিক্ষিপ্ত। বেলা প্রায় দুই প্রহর।

বেলা এগারোটার সময় ফৌজ্‌দারী আদালতে খুনী মকদ্দমার বিচার। কমিসনের অদ্ভুত গতিক্রিয়া দেখে সে কথা যেন সকলেই ভুলে গেছেন,—আমিও ভুলে গেছি। খুনী মকদ্দমার বিচার হোচ্চে। উকীলের মুখে শুনলেম, দুরাত্মাকে আর সেই ছোক্‌রাটীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।—দরখাস্ত শুনানী হয়েছে। প্রধান সাক্ষী সেই গোলাবাড়ীর কৃষক আর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাদের এসে পৌছিঁতে একটু দেরী হয়েছে। তারাই ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীকে ফৌজদারী আদালতে সঙ্গে কোরে এনেছে। কৃষকপুত্র যে জবানবন্দী দেয়, তাতে ত পূর্ব্বের মত ঐ দুটী গ্রীকের প্রতিকূলেই সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পায়। কিন্তু শেষকালে সেই কৃষকপুত্রের শেষের কথাগুলিতে ভয়ানক আশ্চর্য্য কথা প্রকাশ পেয়েছে। কি অস্ত্রে লিয়োনি খুন, সে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। কৃষকপুত্র অনেকবার সেই ভগ্নমঠের জঙ্গলমধ্যে অন্বেষণ কোরেছিল, কোথাও কিছু পায় নাই। গতকল্য অকস্মাৎ একজায়গায় একখানা ছোরা পেয়েছে। পূর্ব্বে যে সব স্থান অনুসন্ধান কোরেছিল, আবার সেই সব জায়গা খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ছোরাখানা পেয়েছে। রক্তমাখা ছোরা! পেয়েই ছুটে বাড়ীতে গিয়ে পিতাকে দেখায়। রাত্রেই পিতাপুত্রে রাজধানীতে রওনা হয়। মণ্টিডিওরোদুর্গের অদূরে তাদের একঘর কুটুম্বের বাস। তারা গরিব। কেবল একটী বৃদ্ধলোক আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী সেই বাড়ীতে থাকে। সেই পথ দিয়েই আস্‌তে হয়। সপুত্র কৃষক আস্‌বার সময় সেই বাড়ীতে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করে। জঙ্গলে যে ছোরাখানা পেয়েছিল, কৃষকপুত্র সেই ছোরাখানা সেই বৃদ্ধাকে দেখায়। বৃদ্ধা তাই দেখেই বিস্ময়ে চীৎকার কোরে বলে, “এ ছোরা আমরা চিনি! এ ছোরা আমরা দেখেছি!”—সেই কথা শুনে, সেই স্ত্রীলোকটীকে তারা সঙ্গে কোরে এনেছে। বৃদ্ধার জবানবন্দী শুনেই আদালত সমস্ত সত্যঘটনা বুঝ্‌তে পেরেছেন। ফৌজদারী

বিচারকের নিকটে বৃদ্ধা জবানবন্দী দিয়েছে,"দিনকতক হলো,একজন ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীতে আসেন,—অতিথি হন। সেণ্ট বর্থলমিউ ধর্ম্মশালা,—মণ্টিডিওরো ভগ্নদুর্গ দর্শন করা তাঁর ইচ্ছা,—নক্সা করা ইচ্ছা, এই কথা জানান। আমরা তাঁকে যত্ন কোরে বাড়ীতে স্থান দিই। ঐ দুটী ভগ্ন ইমারাতের নানাপ্রকার পুরাতন কাহিনী তিনি আমাদের কাছে বলেন। সর্ব্বদাই তাঁর মুখে ঐ সকল গল্প শুনি। পূর্ব্বে আমরা পিতামাতার মুখে যে রকম গল্প শুনতেম, সেই ভদ্রলোকটীর মুখেও সেই রকম গল্প। মাঝে মাঝে তিনি একাকী বেড়াতে যান, অনেক রাত্রে ফিরে আসেন। কোথায় যান, কি করেন, কিছুই আমরা জানি না। একদিন বেরিয়ে গেছেন, ঘরে একটা কার্পেট ব্যাগ ছিল,—ব্যাগে চাবী দেওয়া ছিল না, আমার কেমন ইচ্ছা হলো, একবার খুলে দেখি। খুলে দেখ্‌লেম, ব্যাগের ভিতর অপরাপর জিনিসের সঙ্গে একখানা রেশ চিত্রবিচিত্র করা ছোরা, আর একজোড়া পিস্তল রয়েছে। তৎক্ষণাৎ আমার স্বামীকে ডেকে সেই ব্যাগ আমি দেখালেম। তিনি কিছু সন্দেহ কোল্লেন না। বিদেশী মানুষ, কর্সিকার জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করেন, অবশ্যই অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে থাকা দরকার। তাই মনে কোরেই আমরা নিশ্চিন্ত থাক্‌লেম। একদিন সেই ভদ্রলোকটী অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে আসেন। অভ্যাসই প্রায় সেই রকম, তাতেও কোন দূষ্যভাব আমাদের মনে হলো না। সেই দিন ভোরেই তিনি প্রস্থান করেন। পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা শুনি, ভগ্নমঠে খুন হয়েছে। আমি শপথ কোরে বোল্‌ছি, সেই লোকটীর ব্যাগে এই ছোরা আমি দেখেছিলেম।"

হুজুর থেকে সওয়াল হলো, "সেই লোকের নাম তুমি জান?"

স্ত্রীলোকটী স্মরণ কোত্তে পাচ্চে না, এমন সময় তাড়াতাড়ি একজন লোক এসে বোল্লে, "কমিসন আদালতে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সিগ্‌নর তুরাণো নামে যে লোকটা মণ্টিডিওরো এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হোতে এসেছিল, জালিয়াতী অপরাধে সেই লোকটা ধরা পড়েছে;—হাতে হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে।"

সাক্ষীমঞ্চের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নাম স্মরণ কোত্তে পাচ্ছিলো না, হঠাৎ তুরাণোর নাম শুনে চোম্‌কে উঠে, উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লো, "ঐ বটে!—ঐ বটে!—ঐ নাম!"

বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নাই। দুরাজো সেই সময় একবার আকাশপানে চেয়ে প্রফুল্লবদনে ছোক্‌রাটীর হস্তধারণ কোল্লেন, সস্নেহনয়নে তার মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেন। সেসন জজ হুকুম দিলেন, "সেই তুরাণো এখন কমিসন আদালতে আছে, এই বৃদ্ধাকে সেই ঘরে নিয়ে যাও, চিনতে পারে কি না দেখ!"

জজের হুকুমে পুলিসপ্রহরীরা সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে কমিসন আদালতে নিয়ে এসেছে, সেইখানেই আমরা তাকে দেখি। তুরাণো এককালে অসাড়—অস্পন্দ! বৃদ্ধা কেন এসেছে, তুরাণো তখনই তা বুঝ্‌তে পাল্লে। একবারমাত্র চেয়েই আবার গোঁ গোঁ কোরে মাথা হেঁট কোল্লে। প্রহরীরা সেই বৃদ্ধাকে নিকটে নিয়ে গেল, তুরাণোকে

দেখেই বৃদ্ধা সবিস্ময়ে চীৎকারস্বরে বোল্লে, "হাঁ হাঁ, বটে বটে,—এই ত বটে!—এই সেই লোক!—এই সেই লোক!"

পুলিসপ্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তুরাণোর হাত পাক্‌ড়ে গম্ভীরগর্জ্জনে ভ্রুকুটিস্বরে বোল্লে, "আমরা তোমাকে খুনী অপরাধে গ্রেপ্তার কোল্লেম।"

খুনী? ও পরমেশ্বর! এই তুরাণো তবে খুনী আসামী? জালিয়াতী অপরাধটাতেই আমার সন্দেহ হোচ্ছিলো, এ আবার কি সর্ব্বনাশ!—খুনী আসামী? কারে খুন কোরেছে? বাস্তবিক আমার মাথার ভিতর তখন যেন ভোঁ। ভোঁ। কোরে কত সন্দেহই উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো। আদালতের মহাজনতা মহাবিস্ময়ে চমকিত! প্রহরীরা খুনী আসামীকে ধাক্কা দিতে দিতে ফৌজদারী আদালতে নিয়ে চোল্লো, কমিসন আদালতের সমস্ত জনস্রোত যেন সাগরতরঙ্গের মত সেই দিকেই ভেঙে পোড়্‌লো। আমি আর প্রবেশ কর্‌বার পথ পেলেম না। ডুরাজো নির্দ্দোষী, ছোক্‌রা নির্দ্দোষী, জুয়াচোর তুরাণো এখন স্পষ্টপ্রমাণে অভাগা লিয়োনির হত্যাকারী আসামী! চপলা-বেগে ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো, ছুটে গিয়ে ডুরাজোকে আলিঙ্গন করি, ছুটে গিয়ে সেই ছেলেটীকে কোলে করি, কিন্তু পাল্লেম না। ভয়ানক ভিড়। দরজার ধারে তিলধারণের স্থান নাই। আনন্দবিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে, বাহিরেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। এমন সময় দেখি, সিগ্‌নর কাষ্টেলি আর সেই ফরাসী গুপ্তপুলিসের সর্দ্দার কর্সিকান বন্ধু অতিকষ্টে ভিড় ঠেলে, বাহিরের দিকে আস্‌ছেন। আমিও দ্রুতপদে সম্মুখে গিয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডুরাজো কোথায়?—ডুরাজো কোথায়?"

সিগ্‌নর কাষ্টেলি বোল্লেন, "তারা বেকসুর খালাস পেয়েছে। বারিষ্টারের ঘরে গেছে। এখন তুমি ওখানে যেতে পার্‌বে না। ভারী ভিড়। এখনি তারা এখানে আস্‌বে। এসো, আমরা এখন কমিসনঘরেই যাই।"

অগত্যা কমিসনঘরেই ফিরে গেলেম। একটু পরেই বারিষ্টারদের সঙ্গে কনষ্টা-ণ্টাইন ডুরাজো আর সেই ছোক্‌রা প্রসন্নবদনে সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন। আলিঙ্গন—অভিনন্দন—পরস্পর হর্ষপ্রকাশ, এইরূপ মঙ্গলাচরণে তিনজনেই আমরা বিহ্বল হয়ে পোড়্‌লেম। আরও আশ্চর্য্য ঘটনা! তখনই তখনই প্রকাশ পেলে, সিগ্‌-নর কাষ্টেলি ডুরাজোর আসল পরিচয় পেয়ে, পরম পুলকিত হয়েছেন। কনষ্টাণ্টাইন ডুরাজোই মণ্টিডিওরোবংশের শেষ উত্তরাধিকারী। পূর্ব্বেই বোলেছি, মণ্টিডিওরো জমিদারী আর সেণ্ট বর্থলমিউ দেবোত্তর জমিদারী এক সনন্দে এক অধিকারভুক্ত। ডুরাজো এখন ঐ উভয় জমিদারীর অধীশ্বর, মহামান্য কাউণ্ট মণ্টিডিওরো উপাধি প্রাপ্ত। এ আনন্দ অনির্ব্বচনীয়,—অভাবনীয়,—অচিন্তনীয়,—অপ্রত্যাশিত। এমন অতুল আনন্দ সংসারে সচরাচর প্রায়ই ঘটে না।

কমিসনের বিচার চূড়ান্ত, খুনী মকদ্দমার বিচার শেষ, ডুরাজোকে আর ছোক্‌রাকে সঙ্গে কোরে, সেখানকার বন্ধুবান্ধবের কাছে বিদায় নিয়ে, আমি আমার হোটেলে উপস্থিত

উপস্থিত হোলেম। তিনজনেই একসঙ্গে বোস্‌লেম। সানন্দ বাক্যালাপে তিনজনেরই হৃদয় পরম উৎসাহে পরিপূর্ণ। ওঃ! সিগ্‌নর কাষ্টেলি বোলেছিলেন, যদি কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তবেই রক্ষা, নতুবা খুনী মকদ্দমায় নিস্তার নাই। বাস্তবিক চমৎকার অলৌকিক ঘটনাই ঘোট্‌লো। ডুরাজোকে আমি পুনঃপুন আলিঙ্গন কোল্লেম। পূর্ব্বে তাঁদের অপরাধী বোলে আমার ধারণা হয়েছিল, সে জন্য বিস্তর অনুতাপ কোল্লেম। সরলহৃদয়ে ডুরাজো সে কথা আর আমারে উত্থাপন কোত্তে দিলেন না। সময়োচিত বাক্যালাপের পর ডুরাজো আমারে বোল্লেন, "ভাই উইলমট! তোমার সততা—তোমার বন্ধুত্ব, এ জীবনে আমি বিস্মৃত হব না। পাপকর্ম্ম কোরেছি, তার প্রতিফল পেলেম। তোমাকে আমি বোম্বেটে জাহাজে বন্দী কোরেছিলেম, হাতে হাতে তার ফলভোগ কোল্লেম। বন্দী অবস্থায় তোমার হৃদয়ে যেরূপ যন্ত্রণা হয়েছিল, খুনদায়ে বন্দী হয়ে, তার চেয়ে বেশী যাতনা আমি ভোগ কোল্লেম। শুধু শুধু আমি মানুষ মার্‌বো?—গুপ্তহন্তা হব? পরমেশ্বর জানেন, কারাগারের যন্ত্রণা অপেক্ষা আমার মানসিক যন্ত্রণা শতসহস্রগুণে অধিক। তা যা হোক, ঈশ্বর দিন দিলেন,—ঈশ্বর আমাদের মুক্ত কোল্লেন, এখন প্রিয়বন্ধু! এখন তুমি কি বল? যে গুপ্তধন তুমি বাহির কোরেছ, তা তুমি গ্রহণ কোত্তে এখন রাজী আছ কি না? আমি ত এখন প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। গুপ্তধনে আর আমার প্রয়োজন কি? সমস্তই, তুমি গ্রহণ কর। সেই ডুটী অট্টালিকা আবার আমি রাজবাড়ীর মত প্রস্তুত কোরে তুল্‌বো,—সমস্ত পতিত জমী হাঁসিল কোর্‌বো, আমার আর ধনের অভাব নাই। গুপ্তধন এখন তোমারই।"

বোল্‌ছেন, বোলে যান, বাধা দিব কেন? আমি কিন্তু যা কোর্‌বো, আগে থাক্‌তেই মনে মনে তা স্থির কোরে রেখেছি। ডুরাজোর ব্যাক্যাবসানে আমি উত্তর কোল্লেম, "সে সব কথা আর কেন বোল্‌ছেন? আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ:—সে ধনের কিছুই আমি গ্রহণ কোর্‌বো না। আমার কথা ত পূর্ব্বেই আপনাকে বোলেছি। মাসকতক পরে হয় আমি রাজা হব, না হয় একেবারে ফকির হব। আমার জন্য কোন ভাবনা নাই। আপনার সৌভাগ্যেই আমি পরম সুখী।"

নানাপ্রসঙ্গের পর অবধারিত হলো, সেইদিনেই আমি সিবিটাবেচিয়ায় চোলে যাব, লিয়োনোরাকে এই শুভসংবাদ দিব। তিনজনেই একসঙ্গে যাওয়া আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ডুরাজো বোল্লেন, "আমি বোম্বেটে কাপ্তেন ছিলেম, রোমের আইন অনুসারে ধরা পড়্‌বার সম্ভাবনা আছে, এখন আমি যাব না।"—তিনি যাবেন না, সুতরাং একাই আমি সিবিটাবেচিয়ায় চোলে যাওয়া স্থির কোল্লেম।

কথা হোচ্চে, হঠাৎ একজন চাকর এসে সংবাদ দিলে, জনকতক ভদ্রলোক দরজায় উপস্থিত, কাউণ্ট মণ্টিডিওরোকে অভিনন্দন কোত্তে অভিলাষী। তৎক্ষণাৎ তাঁদের আস্‌তে বোল্লেম, তাঁরা এলেন। কে তাঁরা?—সেই গোলাবাড়ীর কৃষক, তার পুত্র, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, প্যারিস গুপ্তপুলিসের সর্দ্দার, আর যে কারাগারে ডুরাজো বন্দী

ছিলেন, সেই কারাগারের গবর্ণর। নবীন কাউণ্টবাহাদুর সরল শিষ্টাচারে মিত্রভাবে তাঁদের সকলকেই অভ্যর্থনা কোল্লেন;—যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের জবানবন্দীতে তাঁদের নিষ্কলঙ্কে মুক্তিলাভ, তাদের স্ত্রীপুরুষের চিরজীবন সুখেস্বচ্ছন্দে চোল্‌তে পারে, তদুপযুক্ত বিষয় দান কোর্‌বেন অঙ্গীকার কোল্লেন। পরস্পর আনন্দবিনিময়ের অবসান হলো, যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা বিদায় হোলেন, আবার আমি আমার সমুদ্রযাত্রার আয়োজন কোত্তে লাগ্‌লেম। অকস্মাৎ হোটেলঘরের দরজা উদ্ঘাটিত, গৃহমধ্যে অকস্মাৎ অপূর্ব্ব আনন্দধ্বনি! গৃহমধ্যে সুন্দরী লিয়োনোরা আর মান্যবর সিগ্‌নর পর্টিসি! লিয়োনোরা যেন উন্মাদিনী হয়ে কাউণ্ট মণ্টিভিওরোকে আলিঙ্গন কোল্লেন; মিত্রতানুরাগে সিগ্‌নর পর্টিসি সস্নেহে আমার হস্তধারণ কোল্লেন। ক্ষণকাল গৃহ নিস্তব্ধ! আনন্দপ্রবাহে সর্ব্বহৃদয় পরিপূর্ণ! আনন্দরাগে সর্ব্ববদন আরক্ত প্রফুল্ল! কাহারও মুখে কথা নাই! বাক্য উচ্চারণের শক্তিও নাই!

লিয়োনোরা এখানে কেমন কোরে এলেন?—স্বতই এ প্রশ্ন উত্থিত হোতে পারে। ডুরাজো নরহন্তা, সে কথায় ত লিয়োনোরার কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় নাই; বোম্বেটে জাহাজের সাহসী কাপ্তেন ছিলেন, লিয়োনোরা এ কথাও শুনেছেন; তাতে বরং বিশ্বাস হোলেও হোতে পারে, কিন্তু খুনী?—কখনই না,—কখনই না! অসম্ভব! ডুরাজো খুনদায়ে ধরা পোড়েছেন,—ভালমন্দ কপালে কি ঘটে, সাক্ষাতে সেইটী দেখ্‌বার জন্য লিয়োনোরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পিতৃব্যকে অনুরোধ করেন। কন্যা অতি আদরিণী;—সিগ্‌নর পর্টিসি কিছুমাত্র আপত্তি না কোরে সঙ্গে কোরে এনেছেন। এসেই শুন্‌লেন। পরমেশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন,—অমঙ্গল দূরে গেছে, সর্ব্বদিকে সর্ব্বাংশে সমস্তই মঙ্গল।

সিগ্‌নর পর্টিসির সঙ্গে একজন চাকর আর লিয়োনোরার সঙ্গে একজন কিঙ্করী এসেছিল। তাঁরা চারিজন। যে হোটেলে আমি থাকি, সেই হোটেলেই তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহের বন্দোবস্ত করা হলো। পূর্ব্বে পর্টিসিপ্রাসাদে লিয়োনোরার সঙ্গে ডুরাজোর বিধিমত বিবাহ হয়েছে, তথাপি ডুরাজো এখন কাউণ্ট উপাধিপ্রাপ্ত, লিয়োনোরা এখন কাউণ্টেস্। এই আনন্দটী সকলকে জানাবার অভিলাষে আজাসিয়ো ধর্ম্মমন্দিরে পুনরায় দস্তুরমত শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হলো। সেদিন যে আমার কি সুখের দিন, আমার অন্তরাত্মাই তা জান্‌তে পাল্লেন। বাস্তবিক তেমন সুখ এ জীবনে আর কখনও আমি অনুভব করি নাই। নিশাকালে সিগ্‌নর পর্টিসির সঙ্গে নির্জ্জনে আমার কতকগুলি কথোপকথন হয়; কনষ্টাণ্টাইন ডুরাজো বোম্বেটের সর্দ্দার ছিলেন, চারিটী রাজ্যেই তাঁর ধরা পড়্‌বার আশঙ্কা আছে।—গ্রীস,—রোম,—তস্কানী, আর অষ্ট্রিয়া। গ্রীসের অপরাধ অনায়াসেই ক্ষমা হোতে পার্‌বে। গ্রীসের রাজা ওথো। আনুপূর্ব্বিক ঘটনা, বর্ণন কোরে, এই সকল বীরত্বের পরিচয় জানিয়ে, রাজার কাছে আবেদন কোল্লে

সিগ্নর পর্টিসির,—ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনার সেখানে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। কাউন্ট তিবলি,—কাউন্ট আর্কেলিনো, দুজনেই আমার পরমবন্ধু ;—সেখানেও আমার অনুরোধ চোল্‌বে। তস্কানীতে কাউন্ট লিবর্ণো আমার জন্য সব কোর্‌বেন। তাঁরই দ্বারা তস্কানী ও অষ্ট্রীয়া, উভয় গবর্ণমেণ্টেরই ক্ষমা পাওয়া যাবে ;—তা আমরা অনায়াসেই পারবো। কনষ্টান্টাইন দুরাজো পূর্ব্বে সামান্য লোক ছিলেন, এখন ধনসম্পদে,—উপাধিগৌরবে, একজন মহামান্য ব্যক্তি। প্রতাপশালী ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাঁকে অভয় দিবেন। উপযুক্ত সময়ে এই সব বন্দোবস্ত করা হবে, জজের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, সেইটী আমি স্থির কোরে রাখ্‌লেম।

পরদিন সিগ্নর কাষ্টেলি আমাদের হোটেলে এলেন। কাউন্ট মণ্টিডিওরোর সনন্দ এলো। কমিসনরেরা সেই সনন্দপত্রে আইনমতে দস্তখৎ মোহর কোরেছেন। দুরাজো এখন নির্ব্বিরোধে,—নিষ্কণ্টকে, কাউন্ট মণ্টিডিওরো জমিদারীর সর্ব্বময় অধিকারী। সিগ্নর কাষ্টেলিকে তিনি বোলে দিলেন, যারা এখন সেই সব জমী দখল কোচ্চে, পরিমিত হারে তাদের সব নূতন পাট্টা দেওয়া হয়। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁরা এখন নূতন কাউন্ট মণ্টিডিওরোর প্রজা। সিগ্নর কাষ্টেলি বিদায় হোলেন। যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের জবানবন্দীতে খুনদায় থেকে অব্যাহতি, নূতন কাউন্ট সেই স্ত্রীলোকের স্বামীকে প্রচুর অর্থ দান কোল্লেন ;—তাদের ভদ্রাসন,—বাগানবাড়ী, নিষ্কর কোরে দিলেন। কনষ্টান্টাইন দুরাজো মণ্টিডিওরোবংশের বংশধর, তিনি এ কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সিগ্নর কাষ্টেলির মুখে বিশেষ পরিচয় পেয়ে, তিনি এখন পরম আনন্দে কৃতার্থ।

কাষ্টেলি বিদায় হবার পরক্ষণেই, আমি আর সেই ছোক্‌রাটী একখানি ডাকগাড়ী ভাড়া কোরে, বর্থল্‌মিউ মঠে যাত্রা কোল্লেম। কাউন্ট মণ্টিডিওরোর নামে সেই সকল গুপ্তধন বাহির কোরে আনাই আমাদের উদ্দেশ্য। সর্ব্বাগ্রেই গোলাবাড়ীতে গেলেম ;—গুপ্তধনের কথা বোল্লেম,—কৃষকেরা পিতাপুত্রে আমাদের সঙ্গে গেল; —গুপ্তধন বাহির কোরে আন্‌লেম। নগরের একজন সুপ্রসিদ্ধ পোদ্দারের কাছে সেই সমস্ত ধন গচ্ছিত রাখ্‌লেম। সেদিন এই রকমেই গেল। পরদিন আমি একটা কুসংবাদ প্রাপ্ত হই। কারাগারে সিগ্নর তুরাণো আত্মহত্যা কোরেছে! হাতের একটা শির কেটে রক্তপাত করে, সে রক্ত কিছুতেই বন্ধ হয় না, অনবরত রক্ত ক্ষয়েই হতভাগার প্রাণ গিয়েছে! হায় হায়! তেমন সুপুরুষ,—তেমন বুদ্ধিমান্‌,—তেমন মিষ্টভাষী,—যার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল, সে লোকটা এই রকমে অপঘাতে মারা গেল! ছেলেবেলা থেকে বদ্‌মাইসী কোরে, কুমৎলবে ফিরে, অবশেষে খুনী হয়ে, খুনীজেলে প্রাণ হারালে!

মণ্টিডিওরোদুর্গ যাবৎ পুনর্নির্ম্মাণ করা না হয়, তদবধি অবস্থানের জন্য একটী অভিনব বাসা ভাড়া করা হলো। কাউন্ট মণ্টিডিওরো,—কাউন্টেস্ লিয়োনোরা,—[illegible] পর্টিসি, সেই বাড়ীতেই বাস কোল্লেন। [illegible] সহরের [illegible] নিকটেই সেই প্রাসাদ। তাঁরা সেই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হবামাত্র, নগরের অনেক বড় বড় লোক দেখা কোত্তে এলেন ;—ফৌজদারী আদালতের জজেরাও নূতন মণ্টিডিওরোর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ

কোল্লেন;—যথেষ্ট সমাদর। সিগ্‌নর পর্টিসি সিবিটাবেচিয়ায় আর ফিরে গেলেন না;—ঐ প্রাসাদেই বাস কোল্লেন। ছোক্‌রাটী অতঃপর আর চাকর নয়;—কনষ্টান্টাইনের স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃতুল্য,—সুতরাং একসঙ্গে সেই বাড়ীতেই থাক্‌লো। সিগ্‌নর পর্টিসি সিবিটাবেচিয়ার বাড়ীপরিত্যাগ কোল্লেন;—সরকারী কাজে পেন্‌সন নিলেন;—সিবিটাবেচিয়ার উদ্যানবাটী বিক্রয় কর্‌বার ভার আমার উপর দিলেন। আমি আর এক হপ্তা কর্সিকাতে থাক্‌লেম। শীঘ্র আবার ফিরে আস্‌ছি বোলে, তাঁদের কাছে বিদায় গ্রহণ কোল্লেম। কাউন্ট লিবর্ণোর পত্রে যে তারিখে লানোভার আর দরচেষ্টারের বিচারের কথা লেখা ছিল, হিসাব কোরে দেখ্‌লেম, তার প্রায় একপক্ষ দেরী। বিচারের সময় আমি উপস্থিত থাক্‌বো সংকল্প কোল্লেম। সকলের কাছে বিদায় নিলেম। বাষ্পতরী আরোহণে সিবিটাবেচিয়ায় যাত্রা কোল্লেম।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

আর একটী বিবাহ।—আর এক মকদ্দমা।

সর্ব্বাগ্রে রোমনগরে যাওয়াই আমার ইচ্ছা। সিবিটাবেচিয়ায় উপস্থিত হয়ে, সেই স্বচ বন্ধুদুটীর অন্বেষণ কোল্লেম। দেখ্‌তে পেলেম না। তাঁরাও হয় ত তস্কানীতে গেছেন, সেইখানেই দেখা হবে, এই ভেবে আর বেশী অনুসন্ধান কোল্লেম না। সিগ্‌নর পর্টিসির আদেশমত বাগান,—বাড়ী,—আস্‌বাবপত্র,—গাড়ীঘোড়া, সমস্তই বিক্রয় কোল্লেম। সেখানকার দাসীচাকরগুলিকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে, আজাসিয়ো নগরে পাঠালেম। একজন উকীলের প্রতি জমিদারী বন্দোবস্তের ভারার্পণ কোরে, রোমনগরে যাত্রা কোল্লেম।

অনেক রাত্রে রোমে পৌঁছিলেম। সে রাত্রে আর কাহারও সঙ্গে দেখা কোল্লেম না। পরদিন প্রাতঃকালে তিবলিপ্রাসাদে উপস্থিত হোলেম। কাউন্ট,—ভাই কাউন্ট,—আন্তনিয়া, আবেলিনো, চারজনকেই একসঙ্গে সেখানে দেখ্‌লেম। আশামত সমাদর পেলেম। শুন্‌লেম, আগামী কল্য বিবাহ। যে যে উৎপাতে আমি পোড়েছিলেম, ক্রমাগত দেড়মাসকাল যত যন্ত্রণা পেয়েছি,—যে যে ঘটনা হয়েছে, সমস্তই তাঁদের কাছে গল্প কোল্লেম। যদিও তাঁরা খবরের কাগজে সব কথা দেখেছিলেন, কিন্তু আমি যে তার ভিতর আছি, সংবাদপত্রে সে সব কথা ছাপা হয় নাই। আমার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনে, মৃদুহেসে কাউন্ট তিবলি বোল্লেন, "প্রিয়তম উইলমট! যে কাজেই তুমি যখন হাত দেও, প্রথমেই বোধ হয় যেন কতই অমঙ্গল, শেষে কিন্তু সকল কাজেই শুভফল উৎপন্ন হয়।"

কথার ভাব আমি বুঝ্‌লেম। তিবলিপরিবারের যে উপকার আমি কোরেছি, কৃতজ্ঞভাবে সেই কথাটী তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেই অবসরে আমি রোমরাজ্যে কাউন্ট

মন্টিভিওরোর ক্ষমার জন্য অনুরোধ কোল্লেম। কাউণ্ট বাহাদুর আশা দিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনার কাছে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলেন। সেখানেও আশা পরিপূর্ণ;—সেখানেও আমি সম্ভবমত সমাদর পেলেম।

পরদিন বিবাহ। সুন্দরী আন্তনিয়ার সঙ্গে মহাসমারোহে কাউণ্ট আবেলিনোর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হলো। বহুলোকের নিমন্ত্রণ,—বহুলোকের ভোজ,—আমি একজন সামান্য ব্যক্তি, তত সব বড় বড় লোকের মজ্‌লিসে আমি যেন খবরেই এলেম না।

কয়েকদিন পরে, কাউণ্ট তিবলি আমার হাতে একটী শীলকরা পুলিন্দা দিলেন। রোমরাজ্যের আইন অনুসারে কনষ্টাণ্টাইন দুরাজো কেনারিসের যে কোন অপরাধ, সমস্তই ক্ষমা হয়ে গেল। আমি ধন্যবাদ দিলেম। কার্য্য সফল হলো, আর তবে কেন রোমে থাকি? বন্ধুবান্ধবের কাছে বিদায়গ্রহণ কোরে, ফ্লোরেন্স্ নগরে যাত্রা কোল্লেম। যে ধর্ম্মশালা থেকে আন্তনিয়া পালিয়ে এসেছিলেন, পথে যেতে যেতে সেই ধর্ম্মশালা আমি আবার দেখ্‌তে পাই। আগাগোড়া সব কথা মনে হয়। পরিণাম স্মরণ কোরে, মনে মনে আমি বড় সন্তুষ্ট হোলেম। এক পক্ষের মধ্যে দুটী বিবাহ আমি দেখ্‌লেম। মাসকতক পরে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে আমার ভাগ্যের শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হোতে পারি,—আনাবেলকে যদি পাই, কতই সুখী হব! যদি না পাই, চিরকালের জন্য বিষাদসাগরে ডুবে থাক্‌বো! ঈশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে। আশারজ্জু অবলম্বন কোরে থাক্‌লেম।

রাত্রে ফ্লোরেন্স্ নগরে পৌঁছিলেম। প্রথমেই তত্ত্ব নিলেম, লানোভার আর দরচেষ্টারের মকদ্দমা কবে?—শুন্‌লেম, বেশী দেরী নাই। একটী হোটেলে বাসা নিলেম। কাউণ্ট লিবর্ণো যদিও নিমন্ত্রণ কোরে রেখেছেন, তাঁরই বাড়ীতে আমি যাব,—আপ্‌নার ঘরের মত থাক্‌বো, কিন্তু তা আমি গেলেম না। রাত্রিও অনেক হয়েছিল, হোটেলেই থাক্‌লেম। পরদিন প্রাতঃকালে কাউণ্ট লিবর্ণোর নূতন প্রাসাদে উপস্থিত হোলেম। আদর অভ্যর্থনা সমভাব। হোটেলে বাসা কোরেছি বোলে, তাঁরা স্ত্রীপুরুষে আমারে বিস্তর ভর্ৎসনা কোল্লেন। কাউণ্ট বাহাদুর তৎক্ষণাৎ আমার জিনসপত্র আন্‌বার জন্য হোটেলে লোক পাঠালেন।—শুন্‌লেম, লর্ড রিংউল-দম্পতী ইংলণ্ডে চোলে গিয়েছেন। কাউণ্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মার্কুইস্ কাস্রেনো পুনর্ব্বার পিতৃদেবের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। তস্কানরাজ্যের রাজপ্রতিনিধি হয়ে, আবার তিনি বিয়েনা নগরে চোলে গেছেন।

রোমে যে রকম উপস্থিত ঘটনার গল্প কোরেছি, কাউণ্ট লিবর্ণোর কাছেও সেই সব গল্প কোল্লেম। তিনি সদয়ভাবে তস্কানী ও অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রীসভা থেকে কাউণ্ট মান্টিভিওরোকে ক্ষমা করবার অঙ্গীকারে আশা দিলেন। এইখানে আমার একটী কথা বলা উচিত। অষ্ট্রীয় রথতরী টাইরল;—সেই টাইরল এথেনীর কাপ্তেনের হাতে মারা গিয়েছে, সে সংবাদ কেহই পায় নাই। তা যদি প্রকাশ পেতো, তা হোলে কোন ক্রমেই অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমা পাওয়া যেতো না। কিন্তু সেখানকার সকলেই মনে কোরেছিল, দৈবদুর্ঘটনায়

টাইরল জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে। সুতরাং আর কোন সন্দেহই থাক্‌লো না, নির্ব্বিবাদে কনষ্টান্টাইন দুরাজো অষ্ট্রীয়ার ক্ষমা প্রাপ্ত হোলেন।

এখন আমার জানা চাই কি? কারাগারে লানোভারের ভাব কি রকম। যে কারাগারে দুরাচারেরা বন্দী,সেই কারাগারের গবর্ণরের সঙ্গে কাউন্ট লিবর্ণো আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। গবর্ণরের মুখেই শুন্‌লেম, দুজনে দুটো ঘরে আলাদা আলাদা আছে। দরচেষ্টারের উপর লানোভারের মহা আক্রোশ। দরচেষ্টার ধরা পড়্‌বামাত্র, লেগ্‌হরণ পুলিসের কাছে সমস্ত অপরাধ স্বীকার কোরেছে। তাতেই লানোভারের মহা রাগ। দরচেষ্টার নির্জ্জীব হয়ে পোড়ে আছে। তার আর কিছুমাত্র তেজ নাই,—সাহস নাই, কিছুই নাই। লানোভার কেবল রেগে রেগে ফুল্‌ছে। আরো শুন্‌লেম, জেলখানায় বোসে লানোভার খানকতক পত্র লিখেছে। জেলখানার লোকেরা সে সব পত্র খুলে দেখেন নাই;—বিচারে যতদিন দোষী সাব্যস্ত না হয়, হাজতী আসামীকে তত দিন প্রকৃত কয়েদী বোলে গণনা করা যায় না, সেই জন্যই পত্রগুলি পাঠ না কোরেই, ডাকে দেওয়া হয়েছে। গবর্ণর যদিও পত্রগুলি পাঠ করেন নাই, কিন্তু কার কার নামে পত্র গিয়েছে, তার এক তালিকা রেখেছেন।—চারখানা চিঠী;—একখানা লর্ড একলেষ্টন,—একখানা সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন,—একখানা বিবি লানোভার,—একখানা কুমারী আনাবেল বেণ্টিঙ্ক। একলেষ্টনের পত্র লণ্ডনে গিয়েছে। বাকী তিনখানা হেসেলটাইনপ্রসাদে। তখনি আমি বুঝ্‌লেম, এইবার লানোভার বজ্জাতী খেলেছে। লেডী কালিন্দীর কথা বোলে দিয়েছে!—দিয়ে থাকে, দিয়েইছে;—তাতেই বা আমার তত ভয় কি? ছেলেবেলা পাগ্‌লামী কোরে, যে একটা কুকাজ কোরে ফেলেছি, তার কি ক্ষমা নাই? ঐ দোষটী ছাড়া জীবনে আমি ত আর কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই। তবে কেন সার মাথু হেসেল্‌টাইন বিরূপ হবেন? এইরূপ চিন্তা,—এইরূপ প্রবোধ।

বিচারের দিন সমাগত। কাউন্ট লিবর্ণোর সঙ্গে আমি আদালতে উপস্থিত হোলেম। আদালত লোকারণ্য। মার্কো উবার্টির বিচারের পর থেকে, ফ্লোরেন্সবাসীরা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে। সকলেই বিচার দেখ্‌তে এসেছে। জজেরা যেখানে বোসেছেন, তারই একটু তফাতে একখানি গদীমোড়া বেঞ্চে আমরা উভয়ে উপবেশন কোল্লেম। দর্শক লোকেরা আমারে দেখে কত কি কাণাকাণি কোত্তে লাগ্‌লো। মার্কো উবার্টিকে গেপ্তার কর্‌বার সময় যে ইংরেজ যুবা কাউন্ট লিবর্ণোর সহায় হয়েছিল, আমিই সেই, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে, সকলেই চুপি চুপি সেই কথা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো।

জজেরা এসে আসন গ্রহণ কোল্লেন। তৎক্ষণাৎ একটা পাশদরজা খোলা হলো। প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলবদ্ধ দুজন আসামী এসে কাটগড়ায় দণ্ডায়মান। দরচেষ্টার একেকালে অবসন্ন। চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী হয়ে গেছে;—কুঁজো হয়ে পোড়েছে;—থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌ছে। লানোভারের কাছ থেকে কেঁপে কেঁপে সোরে সোরে যাচ্ছে। লানোভার সে রকম নয়; লানোভার কেবল রেগে রেগে,—চক্ষু পাকিয়ে পাকিয়ে, চার দিকে কট্‌মট্ কোরে চেয়ে দেখ্‌ছে। পশ্চাতে প্রহরী পাহারা।

দর্‌চেষ্টার একবার এদিক ওদিক কটাক্ষপাত কোল্লে। মুহূর্ত্তকাল আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হলো। তখনই আবার মাথা হেঁট কোল্লে। লানোভার হৃদ বেহায়া, তখনও হিংসাকলুষিতনয়নে বিকটমুখ বিকট কোরে, সকলের দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে।—উকীল, বারিষ্টার,—জুরী, জজ,—দর্শক, সকলের দিকেই লানোভারের ভয়ানক তীক্ষ্ণকটাক্ষ। আমার দিকে আরও হিংসাপূর্ণ কুটিল কটাক্ষ। আমি আর তার দিকে ভাল কোরে চাইলেম না। খানিকক্ষণ পরে এক বার চেয়ে দেখি, লানোভার কম্পিতহস্তে একটা পেন্‌সিল দিয়ে মোকদ্দমার সওয়ালজবাব লিখ্‌ছে।—বেহায়া লোকের কথাই স্বতন্ত্র !

দর্‌চেষ্টারের বারিষ্টার নাই, সে কেবল আদালতের দয়া চায়। যে আসামী অপরাধ স্বীকার করেছে, তার আর উকীল বারিষ্টার প্রয়োজন কি ? আমি একজন সাক্ষী। সাক্ষীমঞ্চে আমি উপস্থিত হোলেম। মার্কো উবার্টির আড্ডা থেকে লেগ্‌হরণের ব্যাপার পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই আমি বর্ণন কোল্লেম। কাউণ্ট লিবর্ণো আমার বাক্যের পোষকতা কোল্লেন। লানোভারের মুখখানা শাদা হয়ে গেল। তখনও পর্য্যন্ত মুখে কথা নাই।

লেগ্‌হরণের একজন পুলিস আমলা দস্তুরমত জবানবন্দী দিলেন। মকদ্দমা পরিষ্কার। লানোভারের বারিষ্টার এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা কোল্লেন। সাফাই এই যে, লানোভার ডাকাতের সঙ্গে যোগ কোরেছিল, ডাকাতী কর্‌বার মৎলবে নয় ;—বোম্বেটের সঙ্গে যোগ কোরে ছিল, বোম্বেটেগিরীর মৎলবে নয় ;—উদ্দেশ্য অবশ্যই ভাল ছিল না, কিন্তু বিচারে সে লোকটাও আদালতের দয়া পেতে পারে।

প্রধান জজ তখন জুরীদের অভিপ্রায় চাইলেন। জুরীরা অবিলম্বে রায় দিলেন, "দুজনেই অপরাধী।"—কিন্তু লানোভারের বারিষ্টার যেরূপ হেতুবাদ দেখালেন, জুরীরা তদনুসারে আদালতের দয়ার জন্য অনুরোধ কোল্লেন।

পরিশেষে দণ্ডাজ্ঞা। প্রধান জজ হুকুম দিলেন, "আসামী দর্‌চেষ্টার ! যদিও তোমার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু তুমি অপরাধ স্বীকার কোরেছ, তোমার বাক্যপ্রমাণে লানোভারেরও দোষ সাব্যস্ত হলো; অতএব যতদূর দণ্ড হওয়া উচিত, তত আমরা দিলেম না। তোমার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা যে, কোন কারাগারে অথবা কোন দুর্গে তুমি যাবজ্জীবন কয়েদ থাক্‌বে, দুঘণ্টাকাল প্রকাশ্যস্থলে বহুলোকের সমক্ষে তোমার গলায় পিলুড়ী পেষা হবে।"

হুকুম শুনেই একবারমাত্র গোঁ গোঁ শব্দ কোরে, কাঠগড়ার ভিতর দর্‌চেষ্টার অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লো। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তাকে সেখান থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেল। লানোভারের কুড়ী বৎসর কারাবাস।

একজন পুলিসপ্রহরী তৎক্ষণাৎ গলাধাক্কা দিতে দিতে, লানোভারকে বিচারালয় থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেল। এই পর্য্যন্তই বিচার সমাপ্ত। আমি ভেবেছিলেম, যে রকম গুরুতর অপরাধ, দুটো লোকেরই হয় ত প্রাণদণ্ড হবে। প্রাণদণ্ড হলো না, হতভাগারা প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল,—তাতে আমি তুষ্ট হোলেম।

সপ্তপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ

কারাগার।

বেলা তিনটে। বাড়ীতে সেই শুভসংবাদ দিবার জন্য কাউণ্ট লিবর্ণো তাড়াতাড়ি চোলে গেলেন, আমি রাজপথে বেড়াতে লাগ্‌লেম। দৈবাৎ সাল্টকোট আর দমিনীর সঙ্গে দেখা হলো। আবার খানিকক্ষণ বিধবা গ্রেন্‌বকেটের কেচ্ছাকাহিনী শুন্‌তে হলো। চিত্ত তখন নানা চিন্তায় অস্থির, সেদিকে তত মন দিলেম না। সাল্টকোটের মুখে শুন্‌লেম, লর্ড এক্‌লেষ্টন ফ্লোরেন্সনগরে এসেছেন। যে হোটেলে সাল্টকোট থাকেন, সেই হোটেলেই বাসা কোরেছেন। কথা শুন্‌ছি, পথেই লর্ড এক্‌লেষ্টনের সঙ্গে দেখা। পথে আর দেখা কোল্লেম না, সাল্‌টকোট আমারে তাঁদের হোটেলে নিমন্ত্রণ কোল্লেন, সেইখানেই দেখা কোরবো স্থির কোরে, অন্যকথাপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত হোলেম। লর্ড এক্‌লেষ্টন হন্‌ হন্‌ কোরে পাশ কাটিয়ে চোলে গেলেন;—অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছিলেন, কোন দিকেই চেয়ে দেখ্‌লেন না। ভাব দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, লানোভারের মকদ্দমার তদ্‌বির কোত্তেই আসা। লানোভার তাঁকে চিঠী লিখেই আনিয়েছে।

সন্ধ্যাকালে ছটার সময় সাল্‌টকোটের হোটেলে আমি উপস্থিত হোলেম। কাফিঘরে একসঙ্গে আহার কোল্লেম। কাউণ্ট লিবর্ণোকে সে কথা বোলে এসেছিলেম;—স্থানান্তরে নিমন্ত্রণ আছে;—হোটেলের ঠিকানাও দিয়ে এসেছিলেম, আমাদের আহার সমাপ্ত হবার পর, কাউণ্টের একজন চাকর সেই হোটেলেই উপস্থিত হয়ে, আমার হাতে একখানা পত্র দিলে। পত্রবাহক বিদায় হবার পর, পত্রখানা আমি খুল্লেম। খুলেই দেখি, দরচেষ্টারের দস্তখৎ। কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষর। চিঠীতে দরচেষ্টার বিস্তর কাকুতিমিনতি কোরেছে। কারাগারে গিয়ে দেখা কোত্তে অনুরোধ কোরেছে। কোন্‌ সময় দেখা করা জেলখানার নিয়ম, তাও লিখেছে। কোন বিশেষ কথা বোল্‌বে, সেইরূপ ইচ্ছা;—কিন্তু কি বিশেষ কথা? যে সব কথা জান্‌বার জন্য সর্ব্বক্ষণ আমার চিত্ত ব্যাকুল, এত দিনের পর ফৌজদারী কয়েদীর মুখে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব কি আমি শুনতে পাব?—আশা কি পূর্ণ হবে?—দরচেষ্টার কি এমন উপকার কোরবে?—যাই হোক্, দেখা কোত্তে যাওয়াই স্থির।

ভাব্‌ছি, হঠাৎ লর্ড এক্‌লেষ্টন সেই কাফিঘরে উপস্থিত। হাতে একখানা চিঠী। এক জন হরকরার হাতে তিনি সেই চিঠীখানা দিলেন। কোথায় দিতে হবে, তাও বোলে দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যান, এমন সময় হঠাৎ আমাদের টেবিলের দিকে তাঁর নজর পোড়্‌লো। আমারে দেখেই তাঁর মুখের ভাব কেমন একরকম হয়ে গেল। হঠাৎ যেন বিরক্ত হোলেন;—কিন্তু তখনি তখনি সে ভাব গোপন কোরে, দ্রুতপদে আমার কাছে

এগিয়ে এলেন।—এসেই আমার হস্ত ধারণ কোরে, গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "এ কি উইলমট ! তুমি এখানে ?—আজিও কি তুমি দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো ?"

"না মি লর্ড ! ঠিক তাই নয় ;—শুধু কেবল বেড়িয়ে বেড়ানো নয় ;—কেন আমি এখানে এসেছি, অবশ্যই তা আপনি বুঝ্‌তে পেরেছেন।"

"হাঁ, শুনেছি বটে। তোমার জবানবন্দীর দরকার হয়েছিল।"—কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে, লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ক্ষণকাল কি তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে আমার কিছু কথা হোতে পারে ?"

"অবশ্যই পারে। চলুন, কোথায় যেতে হবে।"

লর্ডবাহাদুর আমারে সঙ্গে কোরে একটী নির্জ্জন ঘরে নিয়ে গেলেন।—যে ঘরে তাঁর বাসা, সেঘরে গেলেন না। নির্জ্জন ঘরে উপস্থিত হয়ে, তিনি খানিকক্ষণ চুপ কোরে রইলেন। প্রথমে কি বোল্‌বেন, স্থির কোত্তে পাল্লেন না। ব্যগ্রভাবে অনেকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে থেকে, অবশেষে উৎকণ্ঠিতভাবে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি এই হোটেলেই থাক ?"

"না, কাউন্ট লিবর্ণোর বাড়ীতেই আমি থাকি। ঐ দুটী বন্ধু নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন, সেই জন্যই আজ এখানে এসেছি।"

"ফ্লেরেন্সে কি তুমি বেশীদিন থাক্‌বে ?"

"কাজের গতিকে কি হয় বলা যায় না।"

"কি রকম কাজ ?"

"কাজ ?—বোল্‌তেই বা বাধা কি ? আমি একখানা চিঠী পেয়েছি। এই দেখুন সেই চিঠী।"

দরুচেষ্টারের চিঠী দেখালেম। লর্ড বাহাদুর শশব্যস্তে আমার হাত থেকে চিঠীখানা কেড়ে নিলেন। তাড়াতাড়ি পাঠ কোরে, তিনি কেমন একরকম অন্যমনস্ক হোলেন, মুখখানি যেন শুকিয়ে গেল। খানিকক্ষণ কি চিন্তা কোল্লেন। পরিশেষে আবার বোল্লেন, "এই কাজটা ছাড়া এখানে তোমার আর কোন কাজ নাই ?"

"কেন আপনি ও সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ? লর্ড এক্‌লেষ্টন ! আমার যা ইচ্ছা, তা বলি শুনুন। কাল আমি দরুচেষ্টারের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো,—লানোভারের সঙ্গেও দেখা কোর্‌বো। কে যেন আমারে বোলে দিচ্ছে,—এতদিন যে ঘোর মেঘের ভিতর আমি ঢাকা, কে যেন আমারে বোলে দিচ্ছে, সেই অন্ধকার মেঘ পরিষ্কার হবার সময় এসেছে। এতদিন পরে আমি জান্‌তে পেরেছি, লানোভার আমার মামা নয় ! লোকটা এতদিন যে—"

"কি ? তোমার মামা নয় ?"—এই প্রশ্ন কোরেই লর্ড বাহাদুর যেন শিউরে উঠ্‌লেন। সবিস্ময়ে চৌম্‌কে উঠ্‌লেন।

প্রত্যেক কথার জোর দিয়ে দিয়ে, প্রশান্তস্বরে আমি বোল্লেম, "যা বলি, শুনুন আগে। লানোভার আমার মামা নয়। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ ! অত বড় ঘোর পাষণ্ড মহাপাতকী

লোকটা আমার মামা, কথাটা যখনই ভাবি, তখনই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এখন জেনেছি, সে উৎপাত আর নাই। একটু সুরাহা হয়েছে। কেন তবে অত ভণ্ডামী? কোথাও কিছু নাই, খামকা মামা সেজে দেলমরপ্রাসাদে আমার তত্ত্ব কোত্তে কেন গিয়েছিল? কেনই বা এতদিন ধোরে অশেষ বিশেষে আমারে দগ্ধবিদগ্ধ কোল্লে? এইবার হয় ত আমি জান্‌তে পার্‌বো। লর্ড একলেষ্টন! সময় ত এসেছে, আপ্‌নি নিজেই কেন আমার মনের ধন্দ মিটিয়ে দিন না?—নিশ্চয়ই তা আপ্‌নি পারেন। আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, আপনি সব জানেন;—তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

অত্যন্ত অস্থির হয়েই যেন লর্ড বাহাদুর আমার কথাগুলি শুন্‌লেম। বারণ কর্‌বার জন্য দু একবার ঠোঁট নড়েছিল,—দু একবার চক্ষু কেঁপেছিল, কিন্তু থামাতে পাল্লেন না। আমি যখন চুপ্‌ কোল্লেম, তখন তিনি আস্তে আস্তে একটু দোরে গিয়ে, মাথায় হাত দিয়ে, অবনতমুখে খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লেন। ভাবে বুঝ্‌লেম, গভীর ভাবনা। অবশেষে মুখ তুলে চেয়ে, একটু মৃদুস্বরে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, লানোভার যে তোমার মামা নয়, একথা তুমি কেমন কোরে জান্‌লে?"

"গোড়া না বেঁধে কি আমি কাজ করি?—লানোভার নিজেই বোলেছে;—লানোভারের নিজের মুখের কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করেছে।"

"কি?—লানোভার তোমাকে বোলেছে?—লানোভারের মুখেই তুমি শুনেছ?—লানোভার কি নিজেই বোলেছে, সে তোমার মামা নয়?"

"লানোভারের মুখেই আমি শুনেছি।—স্পষ্ট আমারে বলে নাই, আর একজনের কাছে পরিচয় দিচ্ছিল, আড়াল থেকে আমি শুনেছি।"

কিছুই যেন জানেন না,—কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই, সেই ভাবে আত্মসংযম কোরে, লর্ড বাহাদুর বোল্লেন, "দেখ, উইলমট! ও সব কথার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।"

সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কিসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নাই? তবে আপনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সব কথা জান্‌তে চান কেন?—নির্জ্জনে দেখা কর্‌বার জন্য তবে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?—গোপনে কিছু কথা আছে, এমন কথাই বা বোল্লেন কেন?—তাই ত!—এ কি!—লানোভার আমার মামা নয়, এ কথা শুনে আপ্‌নি অমন কোচ্চেন কেন?—আপনার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? দেখুন, অনেক কথা আমার মনে পোড়্‌ছে, অনেক কথা আমার মনে আছে;—সর্ব্বদাই আমি ভাবি, আপনিই——"

"কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"—আমার সব কথা না শুনেই, লর্ড বাহাদুর অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে, তাড়াতাড়ি বোল্লেন, "কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব;—কাউণ্ট দিবর্ণোর বাড়ীতে আমি তোমাকে পত্র লিখ্‌বো।"

এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ব্যস্তভাবে আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, লর্ড বাহাদুর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি অবাক্! খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি ভাব্‌লেম। তার পর আস্তে আস্তে কাফিঘরে ফিরে গেলেম।

বেশীক্ষণ সেখানে থাক্‌তে পাল্লেম না। সাল্‌ট্‌কোট বুঝ্‌তে পাল্লেন, কোন দুর্ভাবনায় আমি অন্যমনস্ক। আমি বোল্লেম, "ভারী অসুখ।"—তৎক্ষণাৎ হোটেল থেকে বেরুলেম। পথে পথে বেড়াতে লাগ্‌লেম। কাউন্টের বাড়ীতে শীঘ্র শীঘ্র ফিরে গেলেম না। কত কি যে ভাবতে লাগ্‌লেম, সব কথা মনে হয় না। লর্ডবাহাদুর কাল আবার দেখা হবার কথা বোল্লেন।—সত্যই কি তাই? হয় ত মিথ্যাকথা,—হয় ত তিনি স্তোক দিলেন।

রাত্রি সাড়ে দশটা। বেড়িয়ে বেড়িয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হোলেম। কাউণ্টপ্রাসাদে ফিরে যাবার ইচ্ছা হলো। মনস্থির নাই,—কোন্ পথে যেতে কোন্ পথে এসেছি,—বেড়াতে বেড়াতে পথ ভুলে, জেলখানার দিকে গিয়ে পোড়েছি। যে জেলখানায় লানোভার আর দর্‌চেষ্টার কয়েদ, সেই জেলখানার উচ্চ উচ্চ প্রাচীরগুলো আমি দেখ্‌লেম। ধীরে ধীরে মোড় ফিরে আস্‌ছি, হঠাৎ জেলখানার ফটকটা ভয়ানক ঝন্ ঝন্ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একটী লোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে, চঞ্চলপদে আমার পাশ কাটিয়ে চোলে গেলেন। আমি যে সেঁখানে দাঁড়িয়ে, কিছুই তিনি দেখ্‌তে পেলেন না। আমি বেশ দেখ্‌তে পেলেম। দেখবামাত্রই আমি চিন্‌লেম, লর্ড এক্‌লেষ্টন।

সবিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত। সবিস্ময়েই ভাব্‌লেম, ইনি এখানে কি কোত্তে এসেছিলেন? অপ্রশস্ত সুঁড়িপথে অন্ধকারে তিনি মিশিয়ে গেলেন, ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তখন মনে হলো না। তার পর সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌লেম। অনেকদূর এগিয়ে পোড়েছেন, ধোত্তে পাল্লেম না। একবার ইচ্ছা হলো, হোটেলে গিয়েই দেখা করি। আবার ভাব্‌লেম, এত রাত্রে সে কাজটা ভাল হয় না। কাজে কাজে লিবর্ণোপ্রাসাদে ফিরে চোল্লেম। পরদিন বেলা এগারোটার সময় আমি কারাগারে উপস্থিত হোলেম। দর্‌চেষ্টারের সঙ্গে দেখা কোল্লেম। দর্‌চেষ্টার যেন মরার মত শুয়ে পোড়ে আছে। আমারে দেখে কথাও কইলে না, চেয়েও দেখ্‌লে না। আমার সন্দেহ বাড়্‌লো। মনে কোল্লেম, লর্ড এক্‌লেষ্টন নিশ্চয়ই দেখা কোরে গেছেন। কায়দায় পোড়ে দর্‌চেষ্টার যে মৎলবে আমারে চিঠী লিখেছিল, লর্ড এক্‌লেষ্টন সে মৎলবটা উলটে দিয়ে গেছেন।

অতিকষ্টে দর্‌চেষ্টার একটু উঠে বোস্‌লো। মাথা নেড়ে একখানা বেঞ্চ দেখিয়ে দিলে। আমি বোস্‌লেম। ভাবগতিক বুঝেও তবু বোল্লেম, "দর্‌চেষ্টার! তুমি আমারে আস্‌তে লিখেছিলে, আমি এসেছি।"

তাচ্ছিল্যভাবে দর্‌চেষ্টার উত্তর কোল্লে, "ওঃ! কাল আমার মেজাজ বড় ভাল ছিল না, কি লিখ্‌তে কি লিখেছি। বাস্তবিক কোন দরকার নাই।"

পুনঃপুন আমি জেদ কোত্তে লাগ্‌লেম,—বারবার তিরস্কার কোত্তে লাগ্‌লেম, এখনও কেন প্রবঞ্চনা?—এখনো কেন ধূর্ত্ততা?—এখনো কেন নষ্টামী?—এ সব ভণ্ডামী ছাড়; যে জন্যে চিঠী লিখেছ, কথাটা কি, সত্য কোরে বল!"

পূর্ব্ববৎ তাচ্ছিল্যভঙ্গীতে দর্‌চেষ্টার বোল্লে, "বল্‌বার কথা কিছুই নাই। যে ইচ্ছায় পত্র লিখেছিলেম, সে ইচ্ছা এখন আর আমার নাই। আগে ভেবেছিলেম, কাউন্ট লিবর্ণোর

সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে, আমার পিলুড়ী পেষা দণ্ডটা যাতে মাপ হয়, তুমি তার কোন রকম উপায় কোরে দিবে। কিন্তু এখন আর আমার কোন দরকার নাই, অন্য উপায়ে সে কায আমার উদ্ধার হয়ে গেছে।"

একটু পরে আমিও জান্‌তে পাল্লেম, লর্ড এক্‌লেষ্টনবাহাদুর তস্মানীর ব্রিটিস প্রতিনিধির সাহায্যে দর্‌চেষ্টারের সেই মানহানিকর দণ্ডটা ক্ষমা কোরিয়েছেন। তাতেই দর্‌চেষ্টার এখন লর্ড এক্‌লেষ্টনের পরামর্শমতেই কাজ কোচ্চে। অনেক তর্কবিতর্ক কোল্লেম, সমস্তই বৃথা, কিছুই ফল হলো না। আমি বেরিয়ে এলে দর্‌চেষ্টার যেন বাঁচে, শেষকালে সেই রকম ভাব দেখাতে লাগ্‌লো;—মুখেও সেই কথা বোল্লে। বিরক্ত হয়ে আমি বেরিয়ে এলেম।

অন্যঘরে লানোভার। লানোভারের সঙ্গে দেখা কোত্তে গেলেম। লানোভার তখন একখানা চেয়ারে বোসে ছিল, আমারে দেখেই উঠে দাঁড়ালো। ক্ষণকাল কট্‌মট্‌চক্ষে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো। মনের ভাব কিরকম, কিছুই বুঝা গেল না। সে চেহারা দেখে, মৎলব নির্ণয় করা ভার। গুম্ হয়ে ভাব্‌ছিল, হঠাৎ কর্কশস্বরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুই বুঝি সেই কথা জান্‌তে এসেছিস্? লেডী কালিন্দীর কথা আমি বোলে দিয়েছি কি না, তাই বুঝি তুই জান্‌তে এসেছিস্?—হাঁ, বোলে দিয়েছি।—কি তা? সার্ মাথু হেসেলটাইন, বিবি লানোভার,—কুমারী আনাবেল, সকলকেই আমি সে কথা লিখেছি।"

যদিও মনে একটু ব্যথা লাগ্‌লো,—যদিও কণ্ঠস্বর কাঁপ্‌লো, তথাপি আমি নির্ভয়ে উত্তর কোল্লেম, "তাতেই বা আমার ভয় কি? একটা সামান্য দোষ, তা ছাড়া ত আর দোষ আমার কিছুই নাই।—আশা ছাড়্‌বো কেন? আশা আমি ছাড়ি নাই। কিন্তু লানোভার! তোমার জন্যে আমার বড় দুঃখ হোচ্চে। এখনও পর্য্যন্ত বৈরীভাব ছাড়্‌তে পাল্লে না? এখনো বজ্জাতী?—এখনো নষ্টামী? হা হতভাগ্য! বল দেখি, আমি তোমার কোরেছি কি? তত যন্ত্রণা দিয়েছ,—তত বিপদে ফেলেছ,—প্রাণে মার্‌বার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত কোরেছ, আমি তোমার কোরেছি কি?"

"কোরেছিস্ কি?"—বজ্রগর্জ্জনে দম্ভ কোরে লানোভার বোলে উঠ্‌লো, "কোরেছিস্ কি? না কোরেছিস্ কি?"—রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে চীৎকারস্বরে লানোভার বারম্বার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তুই আমার না কোরেছিস্ কি? যখন যে ফিকির আমি কোরেছি, তখনই উপরপড়া হয়ে তাতেই তুই বাধা দিয়েছিস্! পিস্তোজা হোটেলে তুই আমার হুণ্ডী চুরী কোরেছিস্,—পকেটবই দেখেছিস্;—এপিনাইন পর্ব্বতে আমার তেমন সুন্দর কৌশলটী নষ্ট কোরেছিস্! তার পর, এথেনীজাহাজের বন্দোবস্ত, তাও তুই নষ্ট কোরে দিয়েছিস্! ছুরাজোটা বিশ্বাসঘাতক!—ছুরাজোটা পাগল! সেই জন্যই তোর সঙ্গে আত্মীয়তা কোরেছিল! তাতেই সব মাটী হয়ে গেল। তার পর আবার এখানকার আদালতে এসে আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলি;—যাতে আমি সাজা পাই, কাউণ্ট লিবর্ণোর সঙ্গে যোগ কোরে, তারি যোগাড় কোল্লি!—না কোরেছিস্ কি? এখন যেন কতই ভালমানুষটী হয়ে বেহায়ার মত মুখনেড়ে বোল্‌তে এসেছে, "আমি তোমার কোরেছি কি?"

আর আমার রাগ সহ্য হলো না। রুক্ষস্বরে আমি বোল্লেম, "ভাব দোধ লানোভার! আসল দোষটা কার? তুমিই ত প্রথমে ছল কোরে মামা সেজে—"

মহাক্রোধে দাঁত খিচিয়ে হতভাগা বুঁজোটা ঝন্ ঝন্স্বরে বোলে উঠ্‌লো, "হাঁ হাঁ, তা আমি শুনেছি;—কোনরকমে তুই সেটা জান্‌তে পেরেছিস্।"

চমকিতভাবে আমি বোল্লেম, "লর্ড একলেষ্টন তবে তোমার কাছেও এসেছিলেন? তোমাকেও গোড়েপিটে রেখে গেছেন? এখনো পর্য্যন্ত কুচক্র চোল্‌ছে! যদিও আমার দৈহিক যন্ত্রণা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত প্রতারণাচক্র বন্ধ নাই। মিষ্টার লানোভার! তুমি যে কস্মিনকালেও সৎপথে আস্‌বে, এমন আশা আমি রাখি না। ভেবে দেখ দেখি, কত দৌরাত্ম্য আমি সহ্য কোরেছি,- কতবার তুমি আমারে কত সঙ্কটেই ফেলেছিলে;—কত বার কত সৃষ্টি কোরেছ;—কতবার তোমাকে আমি ক্ষমা কোরেছি। মনে কোল্লে কবে আমি তোমাকে পুলিসের হাতে ধোরিয়ে দিতে পাত্তেম।"

ভয়ানকশব্দে দাঁত কিড়্‌মিড় কোরে, পাতকীটা বোল্লে, "হাঁ হাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি! আনাবেলকে বিয়ে কর্‌বার সাধ!—আনাবেলের খাতিরেই এতদিন তুই চুপ্ কোরে ছিলি! তা বুঝি আমি জানি না? লেডী কালিন্দীর কথা এতদিন আমি গোপন রেখেছিলেম, আর কেন রাখ্‌বো? সার্ মাথু আমাকে যা মনে করে, কোর্‌বে, গ্রাহ্য করি না।—তুই পাপী! তোর পাপের কথা পত্র লিখে আমি জানিয়েছি।"

"জানিয়েছ, বেশ কোরেছ। তোমার ও রকম আস্ফালন দেখে আমি ভয় করি না। লর্ড একলেষ্টন কি মোহিনীমন্ত্র তোমারে দিয়ে গিয়েছেন, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না! কিন্তু এখন ত তোমার এই দশা;—তোমার দুরবস্থায় আমি বাহাদুরী নিতে আসি নাই, কিন্তু কেন তুমি আমার উপর সে রকম দৌরাত্ম্য কোরেছিলে, সেইগুলি আমি জান্‌তে চাই। আমি কে,—তোমরাই বা কে,—কেন আমি তোমাদের হাতে তত নিগ্রহ ভোগ কোরেছি, কিছুই জান্‌তে পাচ্চি না, কিন্তু মনে মনে বুঝ্‌তে পাচ্চি, অদ্ভুত ব্যাপার। তা যাই হোক্, শীঘ্রই হোক্ অথবা কিছু বিলম্বেই হোক্,—তোমার মুখেই হোক্ কিম্বা অন্যের মুখেই হোক্, এমন দিন অবশ্যই আস্‌বে, যেদিন আমি সব গুহ্য কথা জান্‌তে—"

"কখনই নয় জোসেফ,—কখনই না!"—বিকট মুখভঙ্গী কোরে, বর্ণে বর্ণে জোর দিয়ে, গম্ভীরগর্জ্জনে লানোভার বোলে উঠ্‌লো, "কখনই না,—কখনই না!—কখনই সে নিগূঢ় কথা তুই জান্‌তে পার্‌বি না! যদি তুই আমারে হাজার হাজার লোভ দেখাস্,—যদি তুই আমার দশহাজার উপকার করিস্, তবু আমি সে সব কথা তোকে বোল্‌বো না। কেন বোল্‌বো না জানিস্?—তোকে আমি ঘৃণা করি!—তোর কথা যা যা আমি জানি, কিছুই বোল্‌বো না। আমি ত এখন জেলখানার কয়েদী, তুই যদি যাবজ্জীবন ঘূরে ঘূরে বেড়াস্, তা হোলেও সে নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুতেই জান্‌তে পার্‌বি না। যেমন অন্ধকারে আছিস্, চির-দিন তেমনি অন্ধকারেই থাক্‌বি!"—বোল্‌তে বোল্‌তে হঠাৎ থেমে, লানোভার আবার তাড়াতাড়ি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুই আমাকে খালাস কোরে দিতে পারিস্?

শুন্‌তে পাই, তোর উপর কাউন্ট লিবর্ণোর ভারী পড়্‌তা ;—তাকে বোলে কোয়ে, জেলখানা থেকে আমাকে খালাস কোরে দিতে পারিস্?"

ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠে, তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ হোলেও তেমন অনুচিত কাজ আমি কোত্তে পারবো না।—কি ?—দেশশুদ্ধ লোক যে কার্য্যের প্রতিবাদী, আমার নিজের স্বার্থের জন্য তেমন অপরাধীকে মুক্তি দিতে অনুরোধ ? ওঃ !—আমার কার্য্য নয় ! তা ছাড়া, কাউন্ট লিবর্ণো নিজেও—"

"আর বোল্‌তে হবে না, আর বোল্‌তে হবে না !"—ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে,—দাঁত খিঁচিয়ে, চক্ষু পাকিয়ে, লানোভার বোল্লে, "আর বোল্‌তে হবে না,—যা বোল্‌বি, তা বুঝেছি! যা তুই পারিস্, তা তুই কোর্‌বি না। আমিও প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, তোর পরিচয়ের কথার একটী বর্ণও আমি বোল্‌বো না;—কখনই বোল্‌বো না ! চোলে যা !—দূর হ ! দেখ্‌তে এসেছে ! আমি কারাগারে কয়েদ হয়েছি, তাই দেখে আমোদ কোত্তে এসেছে ! যদিও আমি জেলখানায় কয়েদ, কিন্তু আমার তেজ কমে নাই। এত দিন যেমন দেখে এসেছিস্, তেমনি তেজস্বী আমি এখনো আছি !—দূর হ তুই !"

বড় ঘৃণা বোধ হলো। তৎক্ষণাৎ সে ঘর দিয়েকি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। মানুষ এত বড় বদমাস হোতে পারে, সেই কথা চিন্তা কোরে, হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা লাগ্‌লো। লানোভারের মুখ থেকে একটী কথাও বাহির কোত্তে পাল্লেম না। পাপিষ্ঠ বোল্লে, যদিও জেলখানায় কয়েদ হয়েছে, তথাপি তেজ কমে নাই। মিথ্যা নয় !—ওঃ !—পাপের কি ভয়ানক পরাক্রম ! পাথরের খাঁচায় কালসাপ বন্দী ; বিষ তবু কমে না !

অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে কারাগার থেকে বেরুলেম। মনে মনে যে শঙ্কা হোচ্ছিল, তাই ফোলে গেল। দুর্চেষ্টার ত কিছুই বোল্লে না। তার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা কোর্‌বো বোল্লেম, তিন বার আমার সঙ্গে জুয়াচুরী কোরেছিল, সে সব কথা ভুলে যাব বোল্লেম,—আরো কত রকম আশা দিলেম,—কতই লোভ দেখালেম, জুয়াচোর ডাকাত কিছুতেই কিছু ভাঙ্‌লে না। লানোভারেরও সেই গোতিক। আমার আসল পরিচয় লানোভার সব জানে। কিন্তু আশ্চর্য্য কুহক,—কেমন বিষাক্ত ষড়যন্ত্র,—কেমন সাংঘাতিক কুমন্ত্রণা, দুষ্টবুদ্ধিতে এককালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এত কষ্ট কোরে, কারাগারে তবে জানতে এলেম কি ?—জেনে এলেম কি ?—লেডী কালিন্দীর গুপ্তপ্রণয়ের কথা প্রকাশ হয়ে পোড়েছে। মাথা হেঁট কোরে ভাবতে ভাবতে রাজপথে আমি চোলেছি। হৃদয় অত্যন্ত কাতর,—মন অত্যন্ত অস্থির। ভারী অসুখ বোধ হোতে লাগ্‌লো। আর চোল্‌তে পারি না। পথের ধারে একটা দোকানঘরে প্রবেশ কোল্লেম। সেটা একখানা ঔষধের দোকান। কেন গিয়েছি, একটা কিছু কথা চাই, এক বোতল সোডাওয়াটার চাইলেম। সোডাওয়াটার খেলেম। মাথা ভোঁ ভোঁ কোচ্ছে,—চক্ষে যেন ধাঁধা দেখ্‌ছি। দোকানের ভিতর আর একটী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, দোকানীর সঙ্গে কথা কোচ্চেন। প্রথমে তাঁকে আমি চিন্‌তে পাল্লেম না। আমার কণ্ঠস্বর শুনে, সেই লোকটী তাড়াতাড়ি একবার মুখ ফিরালেন। তখন আমি

চিন্‌লেম, লর্ড একলেষ্টন। তাড়াতাড়ি এসে লর্ড একলেষ্টন আমার হাত ধোল্লেন। ঠিক সেই সময়েই দোকানদার অলক্ষিতে তাঁর হাতে একটী শিশি দিলে, সচকিতে অলক্ষিতে তাড়াতাড়ি তিনি সেই শিশিটী নিজের পকেটে রাখ্‌লেন। সোডাওয়াটার খেয়ে তখন আমি একটু সুস্থ হয়েছি। লর্ড একলেষ্টন দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন না, আমার সঙ্গে যেন কি কথা আছে, সেই রকম ভাব বুঝ্‌লেম। এক সঙ্গেই দুজনে দোকান থেকে বেরুলেম। এক সঙ্গেই রাস্তায় বেড়াতে লাগ্‌লেম। খানিকক্ষণ দুজনেই নিস্তব্ধ। অবশেষে আমার মুখপানে চেয়ে, লর্ড একলেষ্টন যেন কতই কাতরভাবে বোল্লেন, "জোসেফ! আজ তোমার মুখখানি শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন?"

"দেখ্‌বেনই ত!—তার আর আশ্চর্য্য কি?—দেখ্‌তে পাচ্চি, আবার আপ্‌নি আমারে কষ্ট দিবার জন্য কৌশলফাঁদ পেতেছেন। পূর্ব্বে আপ্‌নি অঙ্গীকার কোরেছিলেন, আপনার সহধর্ম্মিণীও সায় দিয়ে বোলেছিলেন, আমার প্রতি আর কোন দৌরাত্ম্য হবে না। এখন দেখ্‌ছি সমস্তই বিপরীত!"

"সে কি?—কি বোল্‌ছ তুমি?"

"আমি বোল্‌ছি আপ্‌নার মহত্ত্বের মত কাজ হয় নাই। বিশ্বাস কোরে সরলভাবে কাল রাত্রে আমি দর্‌চেষ্টারের পত্রখানা আপনাকে দেখাই, সে বিশ্বাস আপনি নষ্ট কোরেছেন;—বড়ই চাতুরী খেলেছেন! বলুন দেখি, এটা কি ভদ্রতার কাজ? এত কপটতা আপনার মনে? আমি মূর্খ,—আমি নির্ব্বোধ,—আমি পাগল, আপনার সঙ্গে সরল ব্যবহার কোরেছিলেম, আপ্‌নি তার বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিলেন! দর্‌চেষ্টার আমারে কোন বিশেষ কথা বোল্‌বে বোলে পত্র লিখেছিল। আপনি কি না তারে নানা রকম লোভ দেখিয়ে, বারণ কোরে এসেছেন;—তার মুখ বন্ধ কোরে দিয়ে এসেছেন। লর্ড একলেষ্টন! বলুন দেখি, এটা কি অভদ্রতার কাজ নয়?"

সদর্পে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, লর্ড একলেষ্টন বোল্লেন, "জোসেফ! এ কি? যা মুখে আস্‌ছে, তাই তুমি আমাকে বোল্‌ছো!—দেখ্‌ছি, তোমার মুখে আজ কিছুই আট্‌কাচ্ছে না! বরাবর আমি বোলে আস্‌ছি, মিথ্যা ভ্রমে, মনে মনে তুমি খেয়াল দেখ্‌ছো। আমি তোমার মন্দ কোচ্চি, এটা তোমার ভয়ানক ভ্রম! আমি বরং সদয়ভাবে তোমার সঙ্গে—"

উচ্চকণ্ঠে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "অসহ্য মি লর্ড! আপ্‌নি আমার নিগ্রহকর্ত্তা, তা কি আমি জানি না? আপ্‌নি যে আমারে—"

"চুপ কর জোসেফ! চুপ কর!—একটু আস্তে কথা কও! রাস্তার মাঝখানে কেন মিছে লোক জড় কোর্‌বে? সদর রাস্তায় অত চেঁচাচেঁচি কোরো না। চল, একটু নির্জ্জনস্থানে যাই, সেইখানেই তোমার সব কথা শুন্‌বো।"—রাস্তার ধারে একটী নির্জ্জন স্থানে গেলেম, লর্ডবাহাদুর বোল্লেন, "যা বলি, মন দিয়ে শোন! চিঠীখানার কথা দর্‌চেষ্টারকে আমি বোলেছি;—কেন বোলেছি, তার একটী কারণ আছে। দর্‌চেষ্টারের যখন সময় ভাল ছিল, অনেক দিনের কথা, দর্‌চেষ্টার যখন এনফিল্‌ডনগরে থাক্‌তো, তখন তার সঙ্গে আমার বেশ

আলাপপরিচয় ছিল,—বন্ধুত্ব ছিল,—তুমিও ত দেখেছ,—সেই রেজিষ্ট্রীবহির পাতাখানা যখন তুমি আমাকে এনে দিলে,—তখনকার কথা তুমিও ত জান;—বন্ধুত্ব ছিল। যিনি এখন কাউণ্টেস্ অফ একলেষ্টন, তাঁর সঙ্গে যখন আমার বিবাহ হয়, ঐ দরচেষ্টার সেই বিবাহে পুরোহিত ছিল। ভাব দেখি, সে লোকটার প্রতি আমার কি কিছু দয়া—"

সবিস্ময়ে আমি বোল্লেম, "উঃ!—ধর্ম্মশালার রেজিষ্ট্রীবহি যে লোকটা ছিঁড়ে নিতে পারে, বিবাহের প্রমাণপ্রয়োগ লোপ কোত্তে পারে; তেমন লোকের প্রতি আপ্নার দয়া? ধন্য যা হোক্!—ধন্য আপনার দয়া!—কেন মিছে ওরকম বৃথা যুক্তি—"

"না উইলমট!"—বাধা দিয়ে লর্ডবাহাদুর বোল্লেন, "না উইলমট! বৃথা নয়!—ওটা আমার এক রকম তখনকার সমবেদনা;—আর কিছুই না। দরচেষ্টার এখন যে বিপদে পোড়েছে; রেজিষ্ট্রীর কথাটা তুচ্ছ কথা, সেটা আমি আর তত মনে করি না, তার দুর্দ্দশা দেখে আমার দয়া হয়েছে। তার অনুকূলে যদি কিছু—"

"আগে দয়া হয় নাই! কাল রাত্রে যখন আমি চিঠী দেখালেম, তার পরেই বুঝি দয়া এসে উপস্থিত? কাল রাত্রে দরচেষ্টারের সঙ্গে আপ্নি দেখা কোল্লেন, তার পরেই তার মন ফিরে গেল।—আমারে যা বোল্‌বে ভেবেছিল, তা আর কিছুই বোল্লে না। এটাতে কি মনে হয়? আপ্নি শলাপরামর্শ দিয়ে এসেছেন,—কোন রকম বন্দোবস্ত কোরেছেন, তাতেই সে লোকটা বেঁকে দাঁড়িয়েছে। এটা যদি আমি বুঝ্‌তে না পারি, তবে ত নিশ্চয়ই আমি পাগল! পিঁড়ীপেষা দণ্ডটা আপনি কোন উপায়ে মাপ করিয়েছেন। দরচেষ্টার যে কথা আমারে বোল্‌তো, তাতে হয় ত আপ্নার কোন মন্দ হোতে পারে, তাই জন্যে আপ্নি তাড়াতাড়ি পরামর্শ দিলেন, ধূর্ত্ত অমনি আবার ধূর্ত্ততার মুখোস মুখে দিলে! দেখুন মি লর্ড! আরও শক্ত শক্ত কথা আমি বোল্‌তে পাত্তেম, যদি না—"

বোল্‌তে বোল্‌তে আর বোল্‌তে পাল্লেম না। মনের ভিতর নানা চিন্তা একত্র হয়ে, বুক যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আমি কেঁদে ফেল্লেম!—বালকের মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম! ভাগ্যে ভাগ্যে লর্ডবাহাদুর আমারে নির্জ্জনস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কেহ আমার চক্ষের জল দেখ্‌তে পেলে না;—তিনিই কেবল একাকী আমার কান্না দেখ্‌লেন। বোধ হলো যেন, তিনি একটু ভয় পেলেন।—শান্ত হোতে বোল্লেন। আমার হস্ত ধারণ কোরে, সস্নেহবচনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "স্থির হও জোসেফ, স্থির হও!—মিছা মোহে মন খারাপ কোরে, অত অস্থির হোচ্চো কেন? তোমার কোন উপকারের জন্য যদি কোন বন্ধুর সাহায্য প্রয়োজন হয়, তা হোলে———"

"আমি বন্ধু চাই না মি লর্ড!"—বিকম্পিত মৃদুকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "আমি বন্ধু চাই না! আমি চাই কেবল——বুঝ্‌তেই পাচ্চেন কি আমি বোল্‌ছি,—আমি চাই কেবল আমার নিজের জন্মবৃত্তান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব।"

আবার গম্ভীরভাব ধারণ কোরে, ধীরে ধীরে লর্ডবাহাদুর বোল্লেন, "তোমার ও রকম খেয়ালী কথায় আমি উত্তর কোত্তে পারি না। দেখ্‌ছি তুমি বাড়াবাড়ি কোরে তুল্‌ছো!"

মনোবেগে অস্থির হয়ে, আমি উত্তর কোল্লেম, "বাড়াবাড়ি হোক্ আর যাই হোক্, এক দিন না এক দিন অবশ্যই এই গুপ্তকথা প্রকাশ পাবে;—চিরদিন কখনই আমি এ রকম সংশয়-দোলায় দুল্‌বো না। বেশী কি বোল্‌বো, যখনই আমি ঐ সব কথা চিন্তা করি, তখনই যেন পাগল হয়ে যাই! সেই গুহ্যতত্ত্বের উপরেই আমার সংসারসুখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কোচ্চে। জীবনে আমি এমন কোন পাপ করি নাই যে, জগদীশ্বর আমারে চিরদিন এই রূপ অন্ধকারে রাখ্‌বেন। আপ্‌নি যতই চেষ্টা করুন,—যতই শক্ত কোরে ব্যূহ বাঁধুন, ঈশ্বরের কৃপায় একদিন না একদিন অবশ্যই আমি আপ্‌নার চক্রব্যূহ ভেদ কোর্‌বো!"

আর দাঁড়ালেম না;—আর কোন কথাও শুন্‌লেম না;—চক্ষের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে দ্রুত-পদে প্রস্থান কোল্লেম। পেছন ফিরে একবার চেয়েও দেখ্‌লেম না। বিষণ্ণবদনে সরাসর কাউন্ট লিবর্ণোর রম্য নিকেতনে চোলে গেলেম।

অষ্টপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

একটী কৌশল।

প্রাসাদে উপস্থিত হোলেম। রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা কোল্লেম। যা যা ঘটনা হলো, আগাগোড়া সমস্তই তাঁরে জানালেম। আমার জীবনকাহিনী কিছুই তাঁর জান্‌তে বাকী ছিল না, তাঁর কাছে কিছু আমার গোপনও নাই। তিনি আমারে যে সকল পরামর্শ দিবেন, অবশ্যই সৎপরামর্শ, সেইটী স্থির কোরে সমস্ত কথাই আমি তাঁরে খুলে বোল্লেম।

রাজপুত্র বোল্লেন, "সে জন্য চিন্তা কি? সার মাথু হেসেল্‌টাইন লেডী কালিন্দীর কথাটা বড় একটা গুরুতর বোলে ভাব্‌বেন, এমন বোধ হয় না। মানুষ নির্দ্দোষ নাই; বিশেষতঃ তরুণ বয়সে অমন ঘটনা প্রায়ই হয়ে থাকে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন বিবেচক লোক। অবশ্যই তিনি তোমার ও দোষটুকু মাপ কোর্‌বেন। অন্য কথা যা যা বোল্‌ছো, সেটা একটু ভেবে চিন্তে স্থির কোত্তে হবে। একটা কৌশল চাই,—একটু চাতুরী চাই। শঠের সঙ্গে শঠতা কোল্লে দোষ কি? তুমি এক কাজ কর;—তুমি যেন ফ্লোরেন্স থেকে চোলে গিয়েছ, সকলে সেইটী জানুক, এই রকম একটা ভাণ কর। আর্ণোনদীকূলে আমার এক বন্ধুর একখানি বাড়ী আছে;—পরম সুন্দর বাগানবাড়ী। চারিদিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষলতায় বেড়া, বাগানের ভিতর বেড়িয়ে বেড়ালে রাস্তার লোক কেহই দেখ্‌তে পায় না;—তুমি সেইখানে গিয়ে থাক। লর্ড একুলেষ্টন জান্‌বেন, উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে হতাশ হয়ে, তুমি এখান থেকে চোলে গেছ; সুতরাং তিনিও চোলে যাবেন;—ফাঁকের ঘরে আমি এদিকে কৌশল ক'রে, আসামীদের হাত কোর্‌বো;—দণ্ডলাঘবের লোভ দেখাব;—তা হোলে তারা

আমার কাছে মনের কথা ভাঙ্‌লেও ভাঙ্‌তে পারে। তুমি তাই কর। দেরী করা ভাল নয়, আজই রওনা হও। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা কোরে আস্‌বো। সেখানে তোমার কোন কষ্টই হবে না। আমার বোধ হোচ্চে, এই কৌশলেই ইষ্টসিদ্ধ হবে।"

কাউণ্ট লিবর্ণোর সৎপরামর্শ আমি গ্রহণ কোল্লেম। কাউণ্টবাহাদুর তৎক্ষণাৎ ঘোড়া তৈয়ার কোত্তে হুকুম দিলেন। তিনি নিজেই অশ্বারোহণে বেড়াতে যাবেন, সেই নিমিত্ত শীঘ্র অশ্ব প্রস্তুত কোত্তে বোল্লেন। ও দিকে এইরূপ বন্দোবস্ত হোতে থাকুক, আমি সেই অবসরে আমার স্কচ্ বন্ধুদের হোটেলে চোলে গেলেম। লর্ড একলেষ্টন সেই হোটেলেই আছেন। দমিনী আর সাল্‌টকোট হোটেলের ফটকের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, সেইখানে গিয়ে দেখা কোল্লেম। হঠাৎ দেখি, একটা পাশদরজা খুলে, লর্ড একলেষ্টন বেরিয়ে আস্‌ছেন। হলো ভাল!—আমি যেন তাঁরে দেখ্‌তেই পেলেম না, অথচ তিনি শুনতে পান, তেমনি ডেকে ডেকে সাল্‌টকোটকে আমি বোল্লেম, "প্রিয় বন্ধু! আমি বিদায় হোতে এসেছি। আজ রাত্রেই হোক্, কিম্বা কাল প্রত্যুষেই হোক্, ফ্লোরেন্স থেকে আমি বিদায় হোচ্চি।"

সবিস্ময়ে সাল্‌টকোট জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বিদায়? এত শীঘ্র ফ্লোরেন্স্ থেকে বিদায় হবে?—কেন? আমি ভেবেছিলেম, আরও দুই এক হপ্তা থাকবে।"

ভঙ্গীক্রমে এক টিপনস্য গ্রহণ কোরে, দমিনী বোল্লেন, "ঠিক ঠিক ঠিক! ইতালীতে ভারী খাবার কষ্ট! সেই জন্যেই ইনি চোলে———"

দমিনীর হাসির কথায় কাণ না দিয়ে,—দমিনীর সবটুকু রহস্যের হেতুবাদ শেষ পর্য্যন্ত না শুনেই, সাল্‌টকোট আমারে সচঞ্চলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় তবে যাচ্ছো?"

"ইচ্ছা আছে, বিয়েনায় যাব।"—এই উত্তর দিয়েই, আড়ে আড়ে একবার চেয়ে দেখ্‌লেম, একটু দূরে লর্ড একলেষ্টন পাইচারী কোরে বেড়াচ্ছেন। কিছুই যেন শুনছেন না;—কিন্তু আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, মহা আগ্রহে সমস্ত কথাই তিনি যেন গ্রাস কোরে ফেল্‌ছেন। সাল্‌টকোটকে সম্বোধন কোরে, আমি আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "আমি বিয়েনায় যাব। কাউণ্ট লিবর্ণো অনুরোধপত্র দিয়েছেন, তাঁর সহোদর মার্কুইস কাসেনো, তিনি এখন বিয়েনাকোর্টে তস্কানপ্রতিনিধি, তাঁর সঙ্গে আমার অল্প অল্প আলাপও হয়েছে, তাঁরই কাছে আমি যাব।"

সাল্‌টকোট বোল্লেন, "আমরা যদি বিয়েনায় যাই, তা হোলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?"

হাস্য কোরে দমিনী বোল্লেন, "ঠিক—ঠিক—ঠিক! আমরা সহরময় লোক পাঠাব, সেই লোক সহরময় ঘণ্টা বাজিয়ে বেড়াবে, না হয় ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে—"

"অত কোত্তে হবে কেন? মার্কুইস কাসেনোর বাড়ীতে গেলেই দেখা পাব।" দমিনীর কথায় মৃদু হাস্য কোরে, ঐ কটী কথা বোলে, স্নেহকাতর সাল্‌টকোট আবার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছো কেন?"

"ফ্লোরেন্স্ আর ভাল লাগে না। বিশেষ, এখানে আজকাল যেরকম ঘটনা হোচ্চে, তাতে কোরে এখানে আর আমার সুখ নাই। আশা যেটা ছিল, তাতেও দেখ্‌ছি নানা ব্যাঘাত। সেই জন্যেই মনে কোরেছি, তস্কানরাজধানীতে আর থাকবো না।"

দমিনী বোলে উঠ্‌লেন, "ঠিক—ঠিক—ঠিক ! মিষ্টার উইলমট ! বুঝেছি তোমার মনের কথা ! তুমি বুঝি সেরিফের বেলিফের ভয়ে—"

দেখ্‌লেম, দমিনী তখন অন্যমনস্কভাবে নিজের পকেটে হাত দিচ্ছেন। মনে কোল্লেম, নস্যদানী খুঁজ্‌ছেন। কিন্তু দেখ্‌লেম, পকেট থেকে তিনি একটী টাকার থলী বাহির কোল্লেন। দুজনেই মনে ভাব্‌লেন, আমি হয় ত দেনদার হয়েছি, টাকার অভাবেই পালিয়ে যাচ্ছি। দমিনী টাকা দিতে চাইলেন, সাল্‌টকোট এক তাড়া ব্যাঙ্কনোট বাহির কোল্লেন, আমি ত বিস্ময়াপন্ন ! সাল্‌টকোট বোল্লেন, "এত টাকা নিয়ে আমি কি কোর্‌বো, ভেবে ত পাচ্ছি না। উইলমট যদি এইগুলি বৎসরখানেকের জন্য নিজের কাছে রাখেন, বড়ই বাধিত হই, নিশ্চিন্ত হই,—বড়ই উপকার মনে করি।"

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম, "টাকা আমার দরকার নাই ; সে জন্য আমি যাচ্ছি না, টাকা আমার যথেষ্ট আছে। আপনারা সদয়ভাবে আমার উপকারে অভিলাষী, আপনাদের কাছে আমি পরমবাধিত থাক্‌লেম। আপনাদের মঙ্গল হোক্, সময়ে অবশ্যই আবার সাক্ষাৎ হবে।" এই কথা বোলেই বন্ধুদুটীর হস্তমর্দ্দন কোরে, চঞ্চলপদে সেখান থেকে আমি প্রস্থান কোল্লেম। লর্ড একৃলেষ্টনের দিকে আর একবারও চেয়ে দেখ্‌লেম না।

বাস্তবিক কাউন্ট লিবর্ণো অশ্বারোহণে আর্ণোনদীকূলস্থ সেই উদ্যানবাড়ীতে গিয়েছিলেন। আমি ফিরে গিয়ে দেখ্‌লেম, তিনিও সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। সাদরসম্ভাষণে তিনি আমারে বোল্লেন, "সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিকঠাক কোরে এসেছি, আজ রাত্রেই তুমি সেখানে চোলে যাও।"—রাত্রেই যাওয়া স্থির হলো, রাজপুত্রের নিজের গাড়ীতেই রওনা হব, এইরূপ বন্দোবস্ত। রাত্রি নটার সময় শকটারোহণে আমি যাত্রা কোল্লেম। গাড়ী যখন বাড়ী থেকে বেরুলো, তখন হঠাৎ দেখ্‌লেম, একটী লোক আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কোরে রাস্তার অপরধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আকার দেখে বুঝ্‌লেম, লর্ড একৃলেষ্টন। রাত্রি নটা। গাড়ীখানি রাত্রে ফিরে আস্‌বে না, যে বাড়ীতে আমি যাচ্ছি, সেই বাড়ীতেই থাক্‌বে, পরদিন সকালে ফিরে আস্‌বে। লোকে মনে কোর্‌বে, আমারে অনেক দূরে রেখে এসেছে। এই রকম আমাদের পরামর্শ। গাড়ী চোল্লো ;—সহর ছাড়িয়ে পোড়লেম, মাঝে মাঝে গাড়ীর পশ্চাতের গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌ছি, পশ্চাতে আর কোন গাড়ী আস্‌ছে কি না। দেখ্‌তে পেলেম না। তখন মনে কোল্লেম, লর্ড একৃলেষ্টন সঙ্গ লন নাই ;—আমি বিদায় হোলেম, নিশ্চয় প্রত্যয় কোরে তিনি ফিরে গেছেন। উদ্যানবাটীতে পৌঁছিলেম। সেখানকার লোকজনেরা বিশেষ সমাদরে আমারে অভ্যর্থনা কোল্লে।

স্থানটী অতি রমণীয়। পরদিন প্রাতঃকালে উদ্যানমধ্যে বেড়িয়ে বেড়িয়ে সমস্তই আমি ভাল কোরে দেখ্‌লেম। চারিদিকে উঁচু উঁচু বৃক্ষলতার বেড়া, মাঝে মাঝে রাস্তা; রাস্তার দুধারে শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজী। বাটীর সম্মুখেই আর্ণো নদী। অতি রমণীয় স্থান ! দক্ষিণ ধারে আর একখানি বাগানবাড়ী। সে বাড়ীতে লোকজন এখন কেহই বাস করে না। বাম দিকে একটা সুবিস্তৃত গোরস্থান।

সেই বাড়ীতেই আমি থাক্‌লেম। লাইব্রেরীঘরে ইংরাজী,—ফরাসী,—ইতালিক,—নানা ভাষার গ্রন্থাবলী;—চিত্রশালিকায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্রপট;—আমার অসুখের কারণ কিছুই থাক্‌লো না। সে রাত্রি গেল, দ্বিতীয় দিবসের দিনমানও কেটে গেল, সন্ধ্যাকালে কাউন্ট লিবর্ণো সস্ত্রীক আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে এলেন। দুটী নূতন খবর পেলেম। লর্ড একলেষ্টন তখনো ফ্লোরেন্সে আছেন। দ্বিতীয় খবর জেলের ভিতর লানোভার পীড়িত। লানোভারের পীড়ার সংবাদে বাস্তবিক আমার ভয় হলো। লোকটা যদি মরে, তা হোলে ত তার মুখে আমার নিজের কোন পরিচয়ই পাওয়া যাবে না। রাজপুত্র বোল্লেন, "মর্‌বার পীড়া নয়। লর্ড একলেষ্টন সর্ব্বদাই খবর রাখ্‌ছেন,—শীঘ্র যাতে আরাম হয়, অপ্রকাশ থেকে, ভিতরে ভিতরে তার ব্যবস্থা কোচ্চেন।" রাজপুত্র বিদায় হোলেন, বাড়ীখানি তখন যেন আমার চক্ষে শূন্য শূন্য বোধ হোতে লাগ্‌লো।

তৃতীয় দিবসে কোন কাজই আমি কোল্লেম না। দিনমান অম্‌নি অম্‌নি কেটে গেল। রাজপুত্র সে দিন আর এলেন না। আমি মনে মনে কল্পনা কোল্লেম, লানোভার তবে ভাল আছে। লোকে কথায় বলে, "কোন খবর না এলেই ভাল খবর বুঝায়।" সে রাত্রিও কেটে গেল। পরদিন প্রাতঃকালে বেলা ৯টার সময় কাউন্ট লিবর্ণো অশ্বারোহণে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। খবর কি, জান্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি আমি তাঁর কাছে ছুটে গেলেম। তিনি একাই এসেছেন। সঙ্গে একজন চাকরও না। রাজপুত্র বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেন, দুজনেই আমরা সেই ঘরে বোস্‌লেম। রাজপুত্রের বদন গম্ভীর। মনে আমার সন্দেহ হলো। সন্দেহে সন্দেহে ক্ষণে ক্ষণে মনে হোতে লাগ্‌লো, লানোভার বুঝি নাই!

আমার মনোভাব বুঝেই গম্ভীরস্বরে রাজপুত্র বোল্লেন, "কি সংবাদ আমি এনেছি, দেখ্‌ছি তা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ। লানোভার মোরে গেছে!—কাল রাত্রেই মোরেছে!"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে আমি বোল্লেম, "তবে আমার একটা ভরসা ফুরালো! লানোভারের মুখে কোন কথাই আমি শুনতে পেলেম না!"—ব্যগ্রভাবে বোলে উঠ্‌লেম, "মরণকালেও কি কিছু বোলে যায় নাই?—কোন কাগজপত্রও কি রেখে যায় নাই?"

"না, কিছুই বলে নাই,—কিছুই রেখে যায় নাই। কারাগারের গবর্ণর এসে একঘণ্টা পূর্ব্বে লানোভারের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে গেছেন।"

ব্যগ্রভাবে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আত্মহত্যা করে নাই ত?"

"না, আত্মহত্যার কোন প্রমাণ নাই। আরও আমি শুনলেম, যে রাত্রে তুমি বিদায় হও, তার পর লর্ড একলেষ্টন নিজে আর একবারও কারাগারে যান নাই।"

পাঠকমহাশয় স্মরণ কোর্‌বেন, সেদিন যখন আমি ঔষধের দোকানে প্রবেশ করি, লর্ড একলেষ্টন সেই সময় সেই দোকানে ছিলেন;—একটা ঔষধের শিশি আমার অলক্ষিতে পকেটে রেখেছিলেন। কাউন্ট লিবর্ণোকে সে কথাও আমি বোলেছিলেম। তাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, সেই শিশিতে কোন রকম বিষ ছিল কি না। রাজপুত্রের মুখে

শুন্‌লেম, আত্মহত্যা নয় ;– সে সংশয় দূর হলো। ক্ষুণ্ণভাবে আমি বোল্লেম, "তবে আর এ বাড়ীতে আমার থাক্‌বার দরকার কি ?"

"দরকার আছে। দরুচেষ্টার বেঁচে আছে। তার মুখেও কিছু না কিছু প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা। লানোভারের মুখে দরুচেষ্টার কিছু শুনেছে কি না, তা তুমি কেমন কোরে জান্‌বে ? লর্ড একলেষ্টনের কুচক্র কি প্রকার, দরুচেষ্টার যে তারও কিছু জানে না, তাই বা তুমি কেমন কোরে জান্‌লে ? থাক এইখানে কিছু দিন। লানোভারের গোর হবার পর, লর্ড একলেষ্টন ফোরেন্স থেকে চোলে যাবেন, সেই সময় সুবিধামত আমি নিজে দরুচেষ্টারের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো।"

সচকিতে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লানোভারের গোর হবে কবে ?"

"এ দেশের প্রথা এই, তিন দিন পরে গোর হয় ;—কিন্তু কারাগারে যে সব কয়েদী মরে, তাদের গোর দিতে বেশী বিলম্ব হয় না। ঐ যে গোরস্থান দেখা যাচ্ছে, ঐখানেই লানোভারের গোর হবে।"

প্রাসঙ্গিক,—অপ্রাসঙ্গিক আরও নানা প্রকার কথোপকথনের পর, রাজপুত্র বিদায় হোলেন, ভাবনায় চিন্তায় আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হলো।

পর দিন প্রাতঃকালে আমার শয়নঘরের গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক্ আমি দেখ্‌ছি,—সেখান থেকে গোরস্থানটী বেশ দেখা যায়। দেখ্‌লেম, দুজন লোক একটা গোর খুঁড়্‌ছে। মন আমার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, সে দিন ভাল কোরে আহার কোত্তে পাল্লেম না। বাগানে বেড়াতে বেরুলেম। বেলা দুটোর সময় লানোভারের গোর হলো। চারজন লোক কফিন্‌টা কাঁধে কোরে নিয়ে এলো, একজন পুরোহিত সঙ্গে এলেন, আর কেহই না। নির্জ্জনেই লানোভারের সমাধি !—ওঃ ! সংসারের কি আশ্চর্য্য খেলা ! লানোভার প্রথমে একজন ধনবান্ ব্যাঙ্কার ছিল, টাকার পসারে লণ্ডনসহরে একজন বড়লোক ছিল। সেই লানোভার একটা ফৌজদারী জেলখানার কয়েদী হয়ে, বিদেশে বিঘোরে বিলুপ্ত হয়ে গেল ! ধন্য জগদীশ ! লানোভার আমার আনাবেলের জন্মদাতা পিতা নয়।

সূর্য্য অস্ত, সন্ধ্যা সমাগত। সন্ধ্যার পর যৎকিঞ্চিৎ আহার কোরে, আমি লাইব্রেরীঘরে বোস্‌লেম ;—একখানি পুস্তক পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেম। পুস্তকের দিকে মন গেল না। নানা দুর্ভাবনায় অন্তঃকরণ অস্থির।

রাত্রি যখন দশটা, তখন আমি শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। শয়ন কোত্তে ইচ্ছা হলো না, খানিকক্ষণ একখানি পুস্তক পাঠ কোল্লেম। রাত্রি সাড়ে এগারোটা। শয়ন করি করি মনে কোচ্চি, হঠাৎ একটু দূরে গাড়ীর চাকার শব্দ শুন্‌তে পেলেম। মনে কোল্লেম, আবার হয় ত কি ঘটনা হয়েছে, কাউন্ট লিবর্ণো হয় ত আমারে সংবাদ দিতে আস্‌ছেন। তাড়াতাড়ি উঠে, জানালার পর্দ্দা সোরিয়ে, বাহিরের দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কিছুই দেখা যায় না। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। গোরস্থানের রাস্তায় গাড়ীখানা থাম্‌লো। এত রাত্রে গাড়ী এলো কেন ? আস্তে আস্তে নীচে নাম্‌লেম। এক দিকে গোরস্থান, এক দিকে উদ্যান, মধ্যস্থলে

বেড়া ;—বেড়ার ধারে আমি দাঁড়ালেম। চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, অন্ধকার। আড়ম্বর অংশ পরিত্যাগ কোরে, সংক্ষেপে কেবল এই কথা বলা চাই, গাড়ীখানা কিসের ? গাড়ীতে গোরখোঁড়া লোক। যেখানে লানোভারকে গোর দিয়ে গিয়েছিল, অন্ধকারে দুজন লোক সেই গোর খুঁড়ে লানোভারের মৃতদেহ টেনে বাহির কোল্লে। লবেদা মোড়িয়ে আর একটী লোক সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন। বুঝ্‌লেম, লর্ড একলেষ্টন। আমি ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক্‌। শেষে আর একটী লোকটী এলো। ভাবে বুঝ্‌লেম, একজন ডাক্তার। লানোভারের দেহের আবরণবস্ত্রখানা খুলে ফেলে, সেই ডাক্তার তার কাছে গিয়ে বোস্‌লেন ;—লানোভারের একটা হাত চিরে দিলেন। তার পর পকেট থেকে একটা শিশি বাহির কোরে, লানোভারের মুখ চিরে, কি একটা ঔষধ খাইয়ে দিলেন। হাত দিয়ে দর্‌ দর্‌ কোরে রক্ত পোড়্‌তে লাগ্‌লো। যারা গোর খুঁড়্‌তে এসেছিল, তাদের একজনের হাতে পুলিসের লাণ্ঠনের মত একটা ছোটরকম লাণ্ঠন ছিল। কখনও আলো, কখনো অন্ধকার। যখন আলো হলো, তখন লানোভারের হাতের রক্তধারা আমি দেখ্‌তে পেলেম। লানোভার বেঁচে উঠ্‌লো। তখন আমার মনে হলো, লর্ড একলেষ্টন ঔষধের দোকান থেকে শিশি কোরে যে ঔষধ এনেছিলেন, সেই ঔষধ খাওয়ালে মানুষ মরার মত অজ্ঞান হয়ে থাকে। লানোভার মরে নাই। মিথ্যাহুজুগ ! প্রতারণার কুহক !

সেই ডাক্তারের সঙ্গে লর্ড একলেষ্টনের কি কি কথা হলো, গোরখোঁড়া লোকেরা বিস্ময়ে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইলো। লানোভারকে বাঁচিয়ে, লর্ড একলেষ্টন গাড়ী কোরে তুলে নিয়ে গেলেন। আমি চুপি চুপি আমার শয়নঘরে উঠে এলেম। এক চুমুকে এক গেলাস্‌ মদ খেয়ে ফেল্লেম। শয়ন কোল্লেম না, বোসে বোসে আকাশপাতাল ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। শেষরাত্রে ঘুম এলো,—শয়ন কোল্লেম। প্রাতঃকালেই গাত্রোত্থান কোল্লেম। প্রাতঃকালে কাউণ্ট লিবর্ণো অশ্বারোহণে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে এলেন। তাড়াতাড়ি আমি নীচে গেলেম, আমার বিশ্রী চেহারা দেখে তিনি বিস্ময়াপন্ন হোলেন ;—জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি ? তোমার এমন চেহারা কেন ?"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি এত প্রত্যূষে কেন এসেছেন, আগে বলুন।"

কাউণ্টবাহাদুর উত্তর কোল্লেন, "লর্ড একলেষ্টন কাল রাত্রে চোমে গেছেন ;—নিজের গাড়ীতেই গেছেন। আজ ভোরে লেডী একলেষ্টন ডাকগাড়ীতে রওনা হয়েছেন।"

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌চক্ষে রাজপুত্রের মুখপানে চেয়ে, তাড়াতাড়ি আমি বোল্লেম, "হাঁ, লর্ড একলেষ্টন চোলে গেছেন। লানোভারও সেই সঙ্গে গেছে !"

রাজপুত্র চোম্‌কে উঠ্‌লেন। হঠাৎ আমি পাগল হয়েছি মনে কোরে, চকিতনয়নে আমার মুখপানে তাকিয়ে থাক্‌লেন।

আমি তখন লানোভারের গোর হওয়া অবধি গোরখোঁড়া পর্য্যন্ত, সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কোল্লেম। রাজপুত্র অবাক্‌ ! অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে আর এ বাড়ীতে আমার থাক্‌বার আবশ্যক নাই ?"

"না;—এখন তবে দুটী কাজ বাকী। দুটী কাজেই আমি তোমার সম্পূর্ণ সহায়তা কোর্‌বো। প্রথম দয়্‌চেষ্টারের সঙ্গে দেখা কর। যদি কোন রকমে তার পেটের কথা কিছু বাহির কোত্তে পারা যায়। দ্বিতীয় কাজ লর্ড একলেষ্টনের সন্ধান কর। লানোভার তাঁর সঙ্গে আছে কি না?—যদি না থাকে, কোথায় ছাড়াছাড়ি হলো,—কে কোন্ দিকে গেল, কে কোথায় থাক্‌লো, অবশ্যই জানা দরকার। আমার বোধ হয়, লেডী একলেষ্টন স্বামীর গুহ্যকথা অনেক জানেন। কৌশল কোরে তুমি যদি নির্জ্জনে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পার, তা হোলে বোধ হয়, অনেক কথা পাওয়া যেতে পারে। গোরখোঁড়ার এই ভয়ানক কথাটা তুমি জান্‌তে পেরেছ, একথা প্রকাশ কোল্লে, লেডী একলেষ্টন ভয় পেয়ে, অবশ্যই তোমার কাছে মনের কথা ভাঙ্‌তে পারেন।"

আমি রাজী হোলেম। রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌লেম। দুজনেই উদ্যানমধ্যে বেড়াতে লাগ্‌লেম। যেখানে দাঁড়িয়ে বেড়া ফাঁক কোরে, রাত্রের সেই ভয়ানক কাণ্ড আমি দেখেছিলেম, রাজপুত্রকে সেই স্থানটা আমি দেখালেম। গোরের নিকটবর্ত্তী হোলেম। বেড়াচ্ছি, হঠাৎ সূর্য্যরশ্মিতে ঘাসের ভিতর কি একটা চক্‌মক কোচ্চে দেখ্‌তে পেলেম। কুড়িয়ে নিলেম। দেখ্‌লেম, ডাক্তারের অস্ত্রকরা ছুরী। দেখেই সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "ডাক্তার তবে কেলে গেছেন!"—যা দেখেছি সমস্তই সত্য, নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ!—বেড়াতে বেড়াতে দুজনে ফটকের দিকে যাচ্ছি,—ফটকের কাছে পৌঁছেছি, হঠাৎ দেখি, একটী ভদ্রলোক হন্ হন্ কোরে ফ্লোরেন্সের দিকে চোলে আস্‌ছেন। তিনিই সেই ডাক্তার। অতি দ্রুতবেগে তিনি চোলে আস্‌ছিলেন, আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে গতি একটু শিথিল কোল্লেন। অস্ত্রখানি তখন আমি রাজপুত্রের হাতে দিলেম। ডাক্তার যখন নিকটে এলেন, কাউন্টবাহাদুর তখন তাঁর নাম ধোরে ডাক্‌লেন। ডাক্তারটী টুপী খুলে সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোল্লেন। তাঁর মন বড় চঞ্চল,—চক্ষুও চঞ্চল। দোষ প্রকাশ পাবার ভয়ে, দোষী লোকের মুখ যেরকম হয়, ডাক্তারটীর মুখের ভাব ঠিক সেই প্রকার। কাউন্ট লিবর্ণো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যদি তুমি কিছু হারিয়ে থাক,—আমিই বাহির কোরে দিতে পারি,—এই দেখ!"—এই কথা বোলেই তিনি সেই অস্ত্রখানি দেখালেন।

ডাক্তারের মুখ শুকিয়ে গেল,—আপাদমস্তক কেঁপে উঠ্‌লো। কিছু যেন বল্‌বার ইচ্ছা কোল্লেন, বোল্‌তে পাল্লেন না।

"আমরা সব জানি;—সমস্তই জান্‌তে পেরেছি। আর কেন গোপন কর্‌বার চেষ্টা কর? অস্বীকার কোরো না। সাক্ষী আছে। কাল রাত্রে যা যা তোমরা কোরেছ, সমস্তই—"

ডাক্তারের মুখে কথা নাই। রাজপুত্র বোল্লেন, "মিথ্যা কথা বোলো না। মিথ্যা বোল্লে নিস্তার নাই। কত টাকা ঘুস পেয়েছ?"

ডাক্তার বোল্লেন, "আড়াই শ গিণি।" কাকুতি মিনতি কোত্তে লাগ্‌লেন,—দয়াপ্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌লেন। কাউন্টবাহাদুর বোল্লেন, "যদি তুমি সব কথা খুলে বল, তা হোলে তোমার প্রতি বিবেচনা করা যেতে পারে।"

ডাক্তার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যতদূর জানি, আপনার কাছে কিছুই গোপন কোর্‌বো না। কারাগারের নিয়মানুসারে জেলসর্জ্জনকে হপ্তায় তিন বার কয়েদী দেখ্‌তে যেতে হয়। যেদিন লানোভারের দণ্ডাজ্ঞা হয়, সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি তাকে দেখ্‌তে যাই। সে বেশ শিষ্টাচার দেখিয়ে আমার সঙ্গে গল্প কোত্তে আরম্ভ করে। কত মাইনে পাই, সে কথাও জিজ্ঞাসা করে। আমি বলি, আমি গরিব, বিবাহ হয়েছে,—সন্তান হয়েছে, কষ্টে দিন যায়। সেই কথা শুনে লানোভার আমাকে লোভ দেখায়। লর্ড একলেষ্টনের নাম করে। মৎলব শুনে আমি একটা ঔষধের ব্যবস্থা বোলে দিই। সেই ঔষধের প্রভাবে মানুষ আটচল্লিশ ঘণ্টা অচেতন হয়ে থাকে।"

সচকিতে গভীর উগ্রকণ্ঠে কাউণ্টবাহাদুর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে তুমি লর্ড একলেষ্টনের সঙ্গেও দেখা কোরেছ?"

"হাঁ, সেই রাত্রেই কারাগারমধ্যে দেখা হয়। সমস্ত পরামর্শ স্থির হয়। অর্থলোভে সেই দুষ্কার্য্যে আমি সহায়তা কোরেছি।"

রাজপুত্র বোল্লেন, "বড় ভয়ানক কাজ! যদি এক আধ ফোঁটা বেশী পোড়্‌তো, তা হোলে ত কয়েদীটা বাঁচ্‌তো না!—যদি ঠিক সময়ে গোর খুঁড়ে বাহির না কোত্তো, তা হোলে ত তুমি খুনী আসামী হোতে! সাবধান! আমি বোলে ছ, ক্ষমা করা যাবে;—দেখো,—খবরদার!—এমন কর্ম্ম আর কোরো না। যে টাকার লোভে এমন সাংঘাতিক কাজে তুমি হাত দিয়েছিলে, সেই টাকাগুলি এখনই গিয়ে কোন দাতব্যনিবাসে অর্পণ কর। আমাকে রসীদ এনে দেখাও। যা তুমি কোরেছ, এ কথা আর প্রকাশ পাবে না। যাও!—চোলে যাও!" এই কথা বোলে সদাশয় কাউণ্ট লিবর্ণো হস্তসঞ্চালনে সেই ঘৃণিত লোকটাকে বিদায় কোরে দিলেন। আমরাও আর সেখানে থাক্‌লেম না। পদব্রজে দুজনেই ফ্লোরেন্স নগরে চোলে এলেম। বেলা দুটোর সময় দুজনেই কারাগারে গিয়ে দর্‌চেষ্টারের সঙ্গে দেখা কোল্লেম। দর্‌চেষ্টার শুয়ে আছে। ক্ষীণ,—দুর্ব্বল,—বুকভাঙা। কাউণ্ট লিবর্ণোকে দেখেই দর্‌চেষ্টার ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বোস্‌লো। আমারে দেখে যেন চোম্‌কে গেল। রাজপুত্র বোল্লেন, "বোস্‌তে হবে না,—বোস্‌তে তোমার কষ্ট হোচ্চে, শুয়ে শুয়েই কথা কও।—আমরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি।"

অনেক রকম ভয় দেখিয়ে,—অনেক রকম আশ্বাস দিয়ে, কাউণ্টবাহাদুর দর্‌চেষ্টারকে বোল্লেন, "এই জোসেফ উইলমট আমার বন্ধু। এঁর সম্বন্ধে তুমি যে যে কথা জান, এখন আর গোপন করাতে কোন ফল নাই। যদি প্রকাশ কর, তাতে বরং তোমার উপকার হবে; কেন না, লর্ড একলেষ্টন কোন প্রকারে ব্রিটিসপ্রতিনিধির সাহায্যে তোমার ঘাড়ে পিলুড়ী পেষা মাপ কোরিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি যদি বাধা দিতেম, তা হোলে তিনি কিছুই কোত্তে পাত্তেন না। তুমি জান আমি কে? তস্কানরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র আমি। আমার অপেক্ষা এ রাজ্যে লর্ড একলেষ্টনের ক্ষমতা কিছু বেশী নয়। কেবল তিনিই বা কেন, ইংলণ্ডের সমস্ত লর্ড একত্র হোলেও তস্কানীতে আমার ক্ষমতা বেশী হবে। যদি তুমি আমার বন্ধুর কোন

উপকার কোত্তে পার, আমি অঙ্গীকার কোচ্চি, তোমাকে চোর-ডাকাতের সঙ্গে কয়েদী-জেলে বাস কোত্তে হবে না। মাথা খারাপ হয়েছে বোলে, আমি তোমাকে বাতুলালয়ে রাখাতে পারবো। সেখানকার খরচপত্র সমস্তই আমি নিজে দিব। তুমি ত বুড়ো হয়েছ। বয়সও ষাট বৎসরের বেশী হয়েছে। দণ্ডাজ্ঞা যাবজ্জীবন কারাবাস। যদি তুমি আমার কথা শুন, দণ্ডও লাঘব হোতে পারবে। মুখে আমি যা বোল্লেম, কাজেও তা কোত্তে পারি। লর্ড একলেষ্টনের দ্বারা আর তোমার কোন উপকারের আশা নাই,—তাঁর ক্ষমতাও নাই। এখন তোমার যা ভাল বিবেচনা হয়, তা তুমি কোত্তে পার।"

ঘাড় হেঁট কোরে দরচেষ্টার অনেকক্ষণ কি ভাবলে। তার পর ধীরে ধীরে বোল্লে, "অনেক দিন হলো লানোভারের মুখে একবার, আমি শুনেছি, কোন বিশেষ কারণে লর্ড একলেষ্টন এই জোসেফ উইলমটকে নানা প্রকার কষ্ট দিচ্ছেন। উইলমটকে আমি জেলখানা থেকে পত্র লিখেছিলেম, কোন বিশেষ কথা বলবার অভিপ্রায় ছিল, সেই রাত্রেই লর্ড একলেষ্টন এসে বারণ কোরে গিয়েছেন। সেইজন্য উইলমটকে আমি কিছু বলি নাই। লর্ড একলেষ্টন এখন চোলে গেলেন, লানোভার মোরে গেল, এখন আপনি যদি দয়া কোরে আমাকে রক্ষা করেন, তা হোলে আমি এই জোসেফ উইলমটের অনেকগুলি বিশেষ কথা বোলতে পারি।"

অভয় পেয়ে দরচেষ্টার অনেকগুলি কথা বোল্লে। সে সব কথা এখন প্রকাশ করবার সময় নয়, উপযুক্ত সময়ে পাঠকমহাশয়কে সে সব আমি জানাব। দরচেষ্টারকে বিশেষরূপ আশ্বাস দিয়ে, আমরা কারাগার থেকে বেরুলেম। রাজপুত্রের সঙ্গে বাড়ীতে এসে, আরও অনেক প্রকার পরামর্শ কোল্লেম। কনষ্টান্টাইন দুরাজোর অপরাধ ক্ষমা কোরে, তস্কান-গবর্ণমেন্ট যে খোলসাপত্র দিয়েছেন, সেই দিন সেখানি আমার হস্তগত হলো। রোম-রাজ্যের ক্ষমাপত্রও আমার হাতে। আজাসিয়ো নগরে পত্র লিখে, সেই দুখানি ক্ষমাপত্র সিগ্‌নর পর্টিসির কাছে পাঠালেম। অষ্ট্রীয়ার ক্ষমাপত্র শীঘ্রই পাঠাব, সেই পত্রেই লিখলেম। সে দিনের ত এই পর্য্যন্ত কাজ। এখন দরকার হোচ্ছে লানোভারের তত্ত্ব করা। লর্ড একলেষ্টন লানোভারকে নিয়ে কোথায় গেছেন, কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কাউন্ট লিবর্ণো জেনেছেন, লেডী একলেষ্টনকে ডাকগাড়ী কোরে মিলাননগরে পাঠানো হয়েছে। মিলাননগর লম্বার্ডির রাজধানী;—ফ্লোরেন্স থেকে সেই রাজধানী এক শত সত্তর মাইল দূর। লেডী একলেষ্টন মিলানে গিয়েছেন। তাঁর স্বামীও সেইখানে থাকতে পারেন, এইরূপ অনুমান কোরে, সেই রাত্রেই আমি মিলাননগরে যাত্রা কোল্লেম। দ্রুতগামী অশ্বেরা ডাকগাড়ী কোরে আমারে মিলানে নিয়ে গেল। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ কোল্লেম, পরদিন প্রাতঃকালে মিলানে পৌঁছিলেম। লর্ড একলেষ্টন সেখানে আছেন কি না, প্রথমে কিছুই জানতে পাল্লেম না, যদি থাকেন, কোন একটা বড় হোটেলেই আছেন। আমি একটা ছোট সরাইখানা ভাড়া কোল্লেম। সরাইওয়ালার একটী পুত্রকে চর নিযুক্ত কোল্লেম। সেই পুত্রের নাম লিয়ো। বয়স বিশ বৎসরের বেশী নয়,—দেখতে

বেশ সুশ্রী, বিলক্ষণ বুদ্ধিমান। তাকেই আমি প্রচুর পুরস্কার অঙ্গীকার কোরে, লর্ড একলেষ্টনের ঠিকানা জান্‌তে পাঠালেম। লানোভারের চেহারা বোলে দিলেম। লিয়ো আমার দৌত্যকার্য্যে বেরুলো। তিনঘণ্টা পরে ফিরে এসে সংবাদ দিলে, "সন্ধান পাওয়া গেছে। লর্ড একলেষ্টন,—লেডী একলেষ্টন, উভয়েই এখানে আছেন। এই পর্য্যন্ত আমি জেনে এসেছি। কোন হোটেলে তাঁরা নাই। সহরতলীর নির্জ্জনপ্রদেশে একখানা খালি বাড়ী ভাড়া কোরে, তাঁরা কিছু সঙ্গোপনে অবস্থান কোচ্চেন। বাড়ীর কোন চাকরের সঙ্গে দেখা হলো না, নিকটে নিকটে খানিকক্ষণ আমি বেড়ালেম, একজন চাকর বেরিয়ে এলো, দেখা কোত্তে গেলেম, যেন কোন রকম আশঙ্কার সন্দেহে, রেগে রেগে গালাগালি দিয়ে, সে আমাকে তাড়িয়ে দিলে। জান্‌তে পাল্লেম, বাড়ীতে একজন রোগী আছে,—ডাক্তার এসেছে,—ঔষধ আস্‌ছে। আপাতত এই পর্য্যন্তই আমি জান্‌তে পেরেছি।"

আমার আশাদীপ আবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। লিয়োকে বোল্লেম, "বিশেষ অনুসন্ধান কর। খরচপত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই। চাকরদের ঘুষ খাওয়াও,—মদ খাওয়াও,—যা লাগে, তাই দাও, কোন ভাবনা নাই। সমস্ত খরচ আমিই দিব। লানোভার সেই বাড়ীতে আছে কি না, ঠিক কোরে জেনে এসো।"

লিয়ো আবার গেল, আবার অনেক সন্ধান কোরে ফিরে এসে বোল্লে, "কতক কতক জান্‌তে পেরেছি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা কোরেছি। লর্ড একলেষ্টন নিজে পীড়িত নয়, তাও জেনেছি। বোধ হোচ্চে, লানোভার সেই বাড়ীতেই আছে। কিন্তু কেহই কিছু বলে না। টাকার জোরে সকলেরই মুখবন্ধ। একটী উপায় আমি মনে কোচ্চি, কিন্তু ভয় করে। লম্বার্ডিপ্রদেশ অষ্ট্রীয়ার অধীন। অষ্ট্রীয়গবর্ণমেণ্ট ভয়ানক স্বেচ্ছাচারী। পুলিসে সংবাদ দিলে বিপরীত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। পুলিসের লোকেরা গৃহস্থলোকের অন্দরমহল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করে;—ধোরে আন্‌তে বোল্লে বেঁধে আনে! এখানকার পুলিসের ভয়ানক দৌরাত্ম্য। যদি আমি পুলিসে যাই, একজন বদলোক অমুক বাড়ীতে লুকিয়ে আছে, যদি বলি, এখনি তিন চারজন পুলিসপ্রহরী আমার সঙ্গে এসে, সেই বাড়ীতে খানাতলাসী কোর্‌বে। সেখানে লর্ড একলেষ্টনের কোন ক্ষমতাই খাট্‌বে না। ইংরাজ জাতির উপর অষ্ট্রীয়ার লোকেদের বিজাতীয় ঘৃণা। বাড়ীতে খানাতলাসী হোলে, বাড়ীর সমস্ত স্থান তারা পাতি পাতি কোরে খুঁজ্‌বে। ইংরাজলোককে হায়রাণ কোচ্চি মনে কোরে, তারা বরং আরও আহ্লাদে মেতে উঠ্‌বে। তল্লাসে যদি লানোভারকে সেখানে না পাওয়া যায়, তাতেও আমাদের কিছু মন্দ হবে না। পুলিস ঘুষখোর। ঘুস পেলে তারা অমনি অমনি চুপ্‌ কোরে থাক্‌বে। আর একটী উপায় আছে। বরাবর পুলিসে না গিয়ে, আমি নিজে দুটী তিনটী লোক সাজিয়ে, ছদ্মবেশে পুলিসের পোষাক পোরে, সেই বাড়ীতে প্রবেশ করি।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লর্ড একলেষ্টন যদি ওয়ারেণ্ট দেখ্‌তে চান?"

লিয়ো উত্তর কোল্লে, "অষ্ট্রীয়পুলিস ওয়ারেণ্ট গ্রাহ্য করে না। তারা নিজেই সর্ব্বময় প্রভু;—নিজে তারা যা মনে করে, তাই কোত্তে পারে।"

খানিকক্ষণ আমি ভাব্‌লেম। এ পরামর্শ মন্দ নয়। আমি যদি নিজে পুলিসের সাজ পোরে, লিয়োর সঙ্গে যাই, তাতেই বা ক্ষতি কি? লানোভারকে যদি সে বাড়ীতে নাই পাওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? যদি পাওয়া যায়, তা হোলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হবে। এক বার ত ছদ্মবেশ ধোরে এপিনাইন পর্ব্বতে আমি জয়লাভ কোরে এসেছি। যদিও পুলিসের বেশধারণ করা বে-আইনী কার্য্য, কিন্তু সে কথা প্রকাশ কোর্‌বে কে? লর্ড এক্‌লেষ্টন সাহস কোর্‌বেন না। এই সব আলোচনা কোরে, লিয়োকে আমি বোল্লেম, "বেশ কথা বোলেছ। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। ভাল ভাল চালাক লোক সঙ্গে নিও।"

লিয়োকে আরও কতকগুলি মোহর দিলেম। লিয়ো চোলে গেল। দিনমান কেটে গেল। সন্ধ্যার পর আমি ছদ্মবেশের আয়োজন কোল্লেম। লিয়ো ফিরে এলো। মুখে আমি কালো রং মাখ্‌লেম, ভয়ঙ্কর দাড়ী,—গালপাটা পোর্‌লেম, ভয়ানক চেহারা হলো। আরসীতে মুখ দেখে আপ্‌নিই বিস্ময়াপন্ন হোলেম। ঐ পর্য্যন্তই ছদ্মবেশ। পুলিসের কাপড় পরা, টুপী পরা, সে সকল অনাবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম। দলের মধ্যে কেহই পুলিসের পোষাক পরিধান কোল্লে না, অথচ দস্তুরমত সকলেরই ছদ্মবেশ।

রাত্রি আটটার সময় আমরা সেজেগুজে বেরুলেম। আমি,—লিয়ো, আর তিনজন সুচতুর বলবান্ লোক। লিয়োকে ছদ্মবেশ ধোত্তে হলো না, কেন না, বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে তার দু একবার দেখা হয়েছে, বেশ গোপন করা নিষ্প্রয়োজন।

একখানা গাড়ী কোরে আমরা সেই বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম, অন্বেষণ আরম্ভ কোল্লেম। আমি নীরব। যে তিনজন নূতন লোক আমাদের সঙ্গে গেছে, তাদের মধ্যে একজন সর্দ্দার সেজেছে। সেই ব্যক্তিই লোকজনের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো। লর্ড এক্‌লেষ্টন একটা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, সেই ঘরের দরজার পাশে লেডী এক্‌লেষ্টন দাঁড়িয়ে আছেন। সর্ব্বশরীর আমার কেঁপে উঠ্‌লো;—কিন্তু তখনি তখনি আমি সাম্‌লে গেলেম।

আমাদের সর্দ্দারের কথা শুনে, লর্ড এক্‌লেষ্টন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমাদের পরোয়ানা কোথায়? কি কারণে একজন ইংরাজভদ্রলোকের বাড়ীতে খানাতলাসী কোত্তে এসেছ?"

সর্দ্দার উত্তর কোল্লে, "আমরা খবর পেয়েছি, একজন পলাতক কয়েদীকে আপ্‌নি এই বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছেন, সেই জন্যই—"

"কয়েদী লুকিয়ে রেখেছি?—মিথ্যাকথা! এ দেশের কোন লোকের সঙ্গেই আমার কোন সংস্রব নাই।"

"সংস্রব না থাকে, সে ত ভাল কথাই, কিন্তু আমরা একবার খুঁজে দেখ্‌বো।"

লর্ড এক্‌লেষ্টন বোল্লেন, "তোমাদের ভুল হয়ে থাক্‌বে, আজ তোমরা যাও, কাল আমি বিয়েনানগরের ইংরাজপ্রতিনিধিকে লিখে—"

"আজ রাত্রেই আমরা অন্বেষণ কোর্‌বো;—সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন কোরে খুঁজ্‌বো। আপনার লোকেরা যদি আপত্তি করে, আমরা আরও বেশী লোক আন্‌বো।"

লেডী একলেষ্টন যেথানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকে সোরে গেলেন, আমাদের সর্দ্দার সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে;—আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। লেডী একলেষ্টন একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমাদের সর্দ্দারের দিকে বিরক্তভাবে দৃষ্টিপাত কোল্লেন, আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। সেই দৃষ্টিপাতে কেমন এক প্রকার আশ্চর্য্য কোমলভাব আমি অনুভব কোল্লেম। বড় কষ্ট হলো। কি করি, স্থির কোত্তে পাল্লেম না। সেখান থেকে সোরে দাঁড়িয়ে, জানালার ধারে পর্দ্দার আড়ালে এদিক্ ওদিক্ উঁকি মেরে দেখ্‌তে আরম্ভ কোল্লেম।—জানালেম, অন্য কাজে আমি যেন কতই ব্যস্ত। আমাদের সর্দ্দার একটা বাতী হাতে কোরে সমস্ত ঘর অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লো। নীচের ঘরে কাহাকেও পাওয়া গেল না। উপরে উঠ্‌লেম। উপরেও সব ঘর অন্বেষণ করা হলো। সর্দ্দার সিঁড়ির পাশের একটা ঘরের দরজা খুলে ফেল্লে। সে ঘরেও কেহ নাই। আর একটা ঘরের দরজা খোলা হোচ্চে, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি, হঠাৎ স্ত্রীলোকের ঘাগরার খস্ খস্ শব্দ আমার কাণে এলো। কে যেন ধীরে ধীরে আমার কাঁধের উপর হাত দিলেন। কোমল স্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি জোসেফ?—হাঁ, আমি চিনেছি, তুমি! আমারে তুমি বঞ্চনা কোত্তে পার না!"

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, লেডী একলেষ্টন। অন্তরে অন্তরে কেঁপে উঠ্‌লেম। ওদিকে আমাদের সর্দ্দার উচ্চৈঃস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "এ ঘরটা চাবীবন্ধ!"

লেডী একলেষ্টন কম্পিতকণ্ঠে আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! এ সব কেন কোচ্চো? সত্য কোরে বল, তুমি এর ভিতর কেন?"

সর্দ্দার আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "দরজায় চাবী! এ চাবী খুল্‌তে হবে। এখনি খোলা চাই;—লর্ড বাহাদুর গেলেন কোথা?"

কাতরকণ্ঠে লেডী একলেষ্টন বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! থামিয়ে দাও!—থামিয়ে দাও! চুপ কোরে রইলে যে? কথা কোচ্চো না কেন? জোসেফ! তুমি অষ্ট্রিয়ার লোক নও,—তুমি পুলিস নও,—যতই কেন ছদ্মবেশ ধর না, আমাকে ভুলাতে পারবে না।"

থতমত খেয়ে আমি বোল্লেম, "লেডী একলেষ্টন! যা আপনি বোল্‌ছেন, তা সত্য, কিন্তু এই দরজাটা খুলে দিতে হবে।—অবশ্যই খুল্‌তে হবে।"

কম্পিতকণ্ঠে লেডী একলেষ্টন বোল্লেন, "আর একটী কথা জোসেফ!—আমার একটী কথা শোন! তুমি চাও কি?—তুমি সন্দেহ কর কি?—তুমি জান্‌তে পেরেছ কি?"

যেন কতই অধৈর্য্য হয়ে আমাদের সর্দ্দার চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লো, "দরজাটা কি আমি তবে ভেঙে ফেল্‌বো?"

আমার মুখপানে চেয়ে ব্যগ্রভাবে লেডী একলেষ্টন বোল্লেন, "না জোসেফ! অমন কাজ কোত্তে নাই;—ভাঙ্‌তে বারণ কর!"

পূর্ণসাহসে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "না না, তা হবে না;—ভাঙ্‌তেই হবে।"

আমাদের সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ দরজাটা ভেঙে ফেল্লে। লেডী একলেষ্টন অস্ফুট চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। আমি ছুটে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।—দেখ্‌লেম, সেই ঘরেই

লানোভার। ঘরে একটা বাতী জ্বোল্‌ছে, লানোভার শুয়ে আছে। একজন বৃদ্ধা ধাত্রী এক পাশে বোসে ছিল, ভয়ে চমকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো ;—থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। ভয়ে লানোভার গোঁ গোঁ কোরে উঠ্‌লো। আমি কে, তা চিন্‌তে পাল্লে না। লানোভারও পাল্লে না, লর্ডবাহাদুরও পারেন নাই। কেবল শ্রীমতীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেই আমি ধরা পোড়েছি। লেডী এক্‌লেষ্টন এই অবসরে নেমে গিয়ে, লর্ডবাহাদুরকে বোলে দিয়েছেন, আমিই ছদ্মবেশ ধোরে এসেছি। লর্ডবাহাদুর ছুটে সেই ঘরের ভিতর এলেন। "জোসেফ!" ভয়ানক চঞ্চলস্বরে লর্ডবাহাদুর বোল্লেন, "উইলমট!—প্রিয় উইলমট! তোমার সঙ্গে আমার একটী কথা!"

নাম শুনেই আঁৎকে উঠে লানোভার কম্পিতস্বরে বোল্লে, "উইলমট? জোসেফ উইলমট?—তবে এ রকম কেন?—এ রকম ছদ্মবেশ—"

ইঙ্গিতে সদ্দারকে আমি বেরিয়ে যেতে বোল্লেম। লেডী এক্‌লেষ্টন সেই ধাত্রীকেও ঘর থেকে বাহির কোরে দিলেন। আমি তখন বোল্লেম, "সমস্তই আমি জান্‌তে পেরেছি।"

সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে লেডী এক্‌লেষ্টন বোল্লেন, "তাই ত দেখ্‌ছি! কেমন কোরে তুমি এ সব কাণ্ড জান্‌তে পাল্লে?"

কষ্টেশ্রেষ্টে বিছানার উপর বোসে, জোড়িয়ে জোড়িয়ে লানোভার বোল্লে, "জোসেফ! চিরদিন তুই আমার পথের কাঁটা! কেন তুই বরাবর আমার পাছু লেগে রয়েছিস্?"

"কেন রয়েছি, তা কি তুমি জান না? তুমি ত পথ দেখিয়েছ। এখন ফলভোগ কর! আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, নিগূঢ়তত্ব সব আমি জান্‌বো।"—লর্ডদম্পতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে, মিনতিবচনে দুজনকেই সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, "আপনারা এখান থেকে সোরে যান। লানোভারকেই আমি চাই।"

অস্থির হয়ে লেডী এক্‌লেষ্টন বোল্লেন, "ওরা কে জোসেফ? সত্যই কি পুলিস?"

"আপনারা এখান থেকে সোরে যান। লানোভারের সঙ্গেই আমার কথা।"

লানোভার চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লে, "হা পরমেশ্বর! আবার আমার কপালে কি বিপদ ঘটে? এখনো কি আমার যন্ত্রণার শেষ হয় নাই?"

লর্ডদম্পতী তখনো ঘর থেকে বেরুলেন না। আবার আমি ব্যগ্রভাবে তাঁদের বোল্লেম, "আপনারা তবে যাবেন না?—আচ্ছা; তবে শুনুন;—সমস্তই আমি জেনেছি;—হাঁ সমস্তই! জেলডাক্তার সমস্তই কবুল কোরেছে।"

লর্ড লেডী উভয়েই একনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কার কাছে?—কার কাছে? জেলডাক্তার কার কাছে কবুল কোরেছে?"

"যার কাছেই করুক্, সে কথা আমি গোপন রেখেছি। তা আমি বোল্‌বো না। দরুচেষ্টারও আমাকে অনেক কথা বোলেছে।"

এই প্রসঙ্গে লর্ডবাহাদুরের সঙ্গে আমার অনেক প্রকার কথা হলো। লেডী একলেষ্টন ভয়ে বিস্ময়ে জড়ীভূত হোলেন। অবশেষে লর্ডবাহাদুর আমারে একটু তফাতে সোরিয়ে

নিয়ে, আশ্বাসবচনে বোল্লেন, "জোসেফ ! সব কথা তোমাকে আমি বোল্‌বো। আর এখন লুকোচুরির দরকার নাই। কেবল মুখের কথা কেন, দলীলপত্র পর্য্যন্ত দেখাবো। সে দলীল এখানে নাই, ইংলণ্ডে আছে। আজ থেকে তিন হপ্তা পরে, লণ্ডনে তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোরো,—আগাগোড়া সমস্ত কথাই তোমাকে আমি বোল্‌বো।"

সে কথায় আমি কি উত্তর দিই? যদি রাজী হই, একটা উত্তম সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। ভাব্‌ছি, আবার লর্ডবাহাদুর বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "সব যখন তুমি জান্‌তে পেরেছ, লানোভার কি কোরেছে,—আমি কি কোরেছি, তা যখন তুমি শুনেছ, তখন আর গোপন কর্‌বার দরকার কি? তিন হপ্তা সময় চাচ্চি, তিনহপ্তা পরে সমস্তই তুমি আমার মুখে শুন্‌তে পাবে। বল এখন তোমার অভিপ্রায় কি?"

অনেকক্ষণ মনে মনে আলোচনা কোরে, শেষে আমি বোল্লেম, "আপনি যা অঙ্গীকার কোচ্চেন, আপনার সহধর্ম্মিণী যদি সেই অঙ্গীকারে সায় দেন, তিনি যদি অঙ্গীকার করেন, তা হোলে আমি রাজী হোতে পারি।"

লর্ডবাহাদুর তখন পত্নীকে নিকটে ডেকে, সব কথা বুঝিয়ে বোল্লেন, তিনিও স্বামীর বাক্যে সায় দিয়ে, আমার কাছে ঐরূপ অঙ্গীকার কোল্লেন। অবশেষে লর্ডবাহাদুর আবার আমারে মিষ্টবচনে বোল্লেন, "তিন হপ্তা ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোলে যাবে।—হাঁ, ভাল কথা; লণ্ডনে গিয়ে তুমি কোথায় থাক্‌বে? লণ্ডনে পৌঁছেই আমি তোমার তত্ত্ব কোর্‌বো, তোমাকে ডেকে পাঠাবো। কোথায় তুমি থাক্‌বে?"

হল্‌বরণের যে হোটেলে আমি পূর্ব্বে ছিলেম, সেই হোটেলের নাম কোল্লেম, লর্ডবাহাদুর নিজের পকেটবুকে সেই ঠিকানাটী লিখে নিলেন। এই পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপ্ত হলো। লর্ড লেডী উভয়েই আমার সম্বর্দ্ধনা কোরে বিদায় দিলেন;—লানোভারের দিকে একবার কটাক্ষপাত কোরে, ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম।

আমার লোকগুলিও আমার কাছে এসে জুট্‌লো, এক সঙ্গে সরাইখানায় চোলে গেলেম। তাদের সকলকেই যথোচিত পুরস্কার দিলেম। সরাইওয়ালার পুত্র লিয়োকে ভাল কোরে খুসী কোল্লেম। পরদিন সমস্ত ঘটনার উল্লেখ কোরে, কাউণ্ট লিবর্ণোকে পত্র লিখ্‌লেম। আমি ইংলণ্ডে যাচ্ছি,—হল্‌বরণের হোটেলে থাক্‌বো, হোটেলের নাম লিখে দিলেম, সেইখানে পত্র গেলেই আমি পাব, সে কথাও লিখ্‌লেম। এই সব বন্দোবস্ত কোরে, অবিলম্বে আমি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা কোল্লেম।

ঊনষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

নবেম্বর—১৮৪২।

মিলানসহর পরিত্যাগের পর, দশম দিবসে আমি প্যারিসে উপস্থিত হোলেম। সর্ব্বপ্রথমে যে হোটেলে বাসা নিয়েছিলেম, সেই হোটেলেই অবস্থান কোল্লেম। কতই পূর্ব্বকথা মনে পোড়্লো। প্রথম যখন প্যারিসে আসি, তখন আমার সঙ্গে বিস্তর নগদ টাকা ছিল। জুয়াচোর দর্‌চেষ্টার সেইগুলি ফাঁকি দিয়ে নিলে। দুরবস্থায় পোড়ে, ডিউক পলিনের বাড়ীতে আমি চাক্‌রী স্বীকার কল্লেম। তার পর কতই অদ্ভুত ঘটনা আমার মাথার উপর দিয়ে গেল, পাঠকমহাশয় অবগত হয়েছেন। এবারেও আমার সঙ্গে যথেষ্ট টাকা আছে। মানবচরিত্র পরীক্ষা কোরে, এখন আমার সংস্কারজ্ঞান অনেক বেড়েছে। জুয়াচোর লোকে সহজে আর ফাঁকি দিতে পারে না। বার বার বিপদে পোড়ে, এখন আমি সাবধান হোতে শিখেছি। সমস্ত পূর্ব্বকথা মনে পোড়্লো। আপনার অবস্থা স্মরণ কোরে, আপনিই আমি বিস্ময়াপন্ন হোলেম। সেই হোটেলে একটী স্কচ্ রমণীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর,—অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী,—নাক মুখ রক্তবর্ণ। কোন সূত্রে পরিচয় পাই, সেই রমণী কোন জুয়াচোরের কুহকে পোড়ে, দেনদার হয়ে, অনেক দিন দেশত্যাগিনী হয়েছিলেন, সম্প্রতি ফিরে এসেছেন। ঘটনাক্রমে আমার স্কচ্‌বন্ধুদুটীও সেই হোটেলে এসে উপস্থিত হন। দমিনী সর্ব্বদাই বিধবা গ্লেন্‌বকেটের নাম করেন,—কথায় কথায় উপমা দেন, এ কথা পাঠকমহাশয়ের অবিদিত নাই। দমিনী জানেন,—দমিনী বলেন, বিধবা গ্লেন্‌বকেটের মৃত্যু হয়েছে;—স্কট্‌লণ্ডের অনেকেরই ঐ রকম বিশ্বাস। বাস্তবিক যে স্থূলাঙ্গী স্কচ্‌মহিলার কথা আমি বোল্লেম, তিনিই সেই বিধবা গ্লেন্‌বকেট। কথার কৌশলে গুপ্ততত্ত্ব গোপন কোরে, দমিনীকে আমি গ্লেন্‌বকেটকে দেখাই। দমিনী এককালে আহ্লাদে আটখানা। সাব্‌ট্‌কোট বিলক্ষণ সুরসিক, বিধবা গ্লেন্‌বকেটের সঙ্গে দমিনীর বিবাহ হবে, আমারে নিমন্ত্রণ কোল্লেন,—কার্য্যসূত্রে আমি বাঁধা, সে বিবাহে উপস্থিত থাক্‌তে পাল্লেম না, যদি শুভদিন পাই, সময়ে আবার দেখা কোর্‌বো, এইরূপ অঙ্গীকার কোরে, দুই একদিন প্যারিসে থেকে, তাঁদের কাছে আমি বিদায় নিলেম।

উপযুক্ত সময়ে ব্রিটিস্ রাজধানীতে পৌঁছিলেম। যে হোটেলে থাক্‌বো মিলানসহরে লর্ড এক্‌লেষ্টনকে সেই হোটেলের নাম বোলে এসেছি, সেই হোটেলেই বাসা কোল্লেম। দেড় বৎসর পরে আবার আমি লণ্ডনে। লর্ড এক্‌লেষ্টন আস্‌বেন,—তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে,—তিনি আমার চিররহস্য প্রকাশ কোর্‌বেন, মনে কতই উৎসাহ;—কতই আনন্দ, কতই সংশয়। যেদিন পৌঁছিলেম, তার পরদিন বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় আমি ভাব্‌তে

লাগ্‌লেম, একবার দেল্‌মরপ্রাসাদে যাই। পাদ্‌রী হাউয়ার্ড,—সুন্দরী এদিথা, কেমন আছেন, জেনে আসি।—ভাবৃছি,—যাই যাই মনে কোচ্চি, এমন সময় একটী লোক আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে এলেন। খর্ব্বাকার,—স্থূলোদর, মুখ হাসি হাসি, বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। পরিচয় পেলেম, তাঁর নাম ওল্‌ডিং। তিনি বোল্লেন, লর্ড একৃলেষ্টনের কাছ থেকে এসেছেন, লর্ড একৃলেষ্টন তাঁর পরমবন্ধু। সাগ্রহে সেই লোকটীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লর্ডবাহাদুর কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

"সে কথা পরে হবে।—তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ,—কত জায়গায় যুদ্ধ কোরেছ,—অসম সাহসে কতই বীরত্ব দেখিয়েছ, সেই সব কথা শুনেই—"

উত্তেজিত হয়ে বরাবর আমি বাধা দিতে লাগ্‌লেম, বাধা তিনি মান্‌লেন না, বরাবর কেবল ঐ সব কথা। মনের উৎকণ্ঠায় আমি অস্থির, বারবার কেবল আমার নিজের কথাই জিজ্ঞাসা করি, তিনি কেবল আড়ম্বর কোরে পুরাতন কথাই তুলেন;—আসল কথা কিছুই বলেন না। কথার মধ্যে কেবল এইটুকু আমি জান্‌তে পাল্লেম, লর্ড একৃলেষ্টন্ গতকল্য লণ্ডনে এসেছেন,—ঐ ওল্‌ডিংকে তিনিই আমার কাছে পাঠিয়েছেন,—ওলডিং তাঁর উকীল। কাল আবার আর একজন উকীল আস্‌বেন, এসে আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবেন। কাজের কথা কিছুই হলো না। মহা আড়ম্বরে ভূমিকা কোরেই ওল্‌ডিং সেদিন বিদায় হোলেন। আমার উৎকণ্ঠা আরও শতগুণে বৃদ্ধি হলো। বৃথাকথা নিয়ে ওল্‌ডিং আমার অনেক সময় নষ্ট কোরে গেলেন। তিনি বিদায় হবার পূর্ব্বে, কতখানাই ভাব্‌লেম, তার পর একবার বেড়াতে বেরুলেম। দেল্‌মরপ্রাসাদে যাওয়া হলো না। রাত্রি হলো, হোটেলে ফিরে এলেম, শয়ন কোল্লেম। কতক্ষণে রজনী প্রভাত হবে,—কতক্ষণে লর্ড একৃলেষ্টনের নূতন উকীল আস্‌বেন, সেই আগ্রহকে বুকে কোরেই রজনী প্রভাত।

প্রভাতে আর কোথাও গেলেম না। উকীল এসে পাছে দেখ্‌তে না পেয়ে ফিরে যান, মনের ভিতর মহা উদ্বেগ;—কোথাও বেরুলেম না, হোটেলেই থাক্‌লেম। বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় উকীল এসে উপস্থিত। তাঁর নাম জইস্। ওলডিংকে যেমন নম্রপ্রকৃতি দেখেছি, এ লোকটী সে রকম নয়, ইনি কিছু রাগী রাগী;—কিছু রূঢ়ভাষী। ধীরে ধীরে আমার নিকটে অগ্রসর হয়ে, তিনি আমারে সেলাম কোল্লেন, বিশেষ শিষ্টাচার জানিয়ে, হস্ত ধারণ কোল্লেন। তিনিও পরিচয় দিলেন, লর্ড একৃলেষ্টনের পরমবন্ধু। ওল্‌ডিংএরও যে রকম কাহিনী, এ ব্যক্তিরও ঠিক সেই রকম। কেবল আমার নিগ্রহের কথা,—বিপদের কথা,—যুদ্ধের কথা,—বীরত্বের কথা, তা ছাড়া কাজের কথা কিছুই না। আমি ত মহা অস্থির হোলেম। জইস্ কেবল ধৈর্য্যধারণ কোত্তে বলেন,—বাজে কথা পাড়েন, আমার কথায় ধরাছোঁয়া দেন না। খানিকক্ষণ পরে অকস্মাৎ বিদায় চাইলেন। আমি ত মহা বিস্ময়াপন্ন। অত্যন্ত অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এই দোত্তেই কি আপ্‌নি এসেছিলেন? কেবল সব অতীত কথায় গল্প? এখনকার কোন কথাই ত আপ্‌নি বোল্লেন না? যা আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, তার ত কিছুই উত্তর দিলেন না?"

"ভুল" হয়েছে, ভুল হয়েছে ! কথাটা বোল্‌তে আমি ভুলে গেছি। আজ সন্ধ্যাকালে হয় আমিই আসি, কিম্বা লর্ডবাহাদুরের আর কোন বন্ধুই আসুন, যিনিই হোন, একজন আন্‌বেন ;—তোমাকে সঙ্গে কোরে লর্ড একলেষ্টনের কাছে নিয়ে যাবেন।"

আহ্লাদে যেন উন্মত্ত হয়ে আমি বোল্লেম, "ওঃ ! তবে ভাল ! সন্ধ্যাকালে তবে আমি সব কথাই জান্‌তে পার্‌বো !"

জইস্‌ বোল্লেন, "তা পার্‌বে বৈ কি, সমস্তই জানতে পারবে। তার জন্য আর চিন্তা নাই। আমিও সেখানে উপস্থিত থাক্‌বো "—এই কথা বোলেই জইস্‌ তাড়াতাড়ি আমার হস্তমর্দ্দন কোরে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এইবার তবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এবার আর লর্ড একলেষ্টন কোন রকম প্রতারণা কোর্‌বেন না। মুহুর্মুহু নূতন আশ্বাস জন্মাচ্ছে। মন কিন্তু তবুও সুস্থির হোচ্চে না। একবার ভাব্‌লেম, রাস্তায় খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসি। আবার ভাব্‌লেম, মহানগর লণ্ডনের জনকোলাহলে মন বরং আরও চঞ্চল হবে, আরাম পাব না। বোসে বোসেই বা করি কি ? সেই দিন প্রাতঃকালে কাউণ্ট লিবর্ণোর একখানি পত্র পেয়েছিলেম, বোসে বোসে সেই পত্রখানির জবাব লিখ্‌লেম। লর্ড একলেষ্টনের উকীল এসেছিলেন,—আজ রাত্রেই লর্ডবাহাদুরের সঙ্গে আমার দেখা হবে, সমস্ত কথা তিনি প্রকাশ কোর্‌বেন স্বীকার কোরেছেন। ফলাফল কিরূপ হয়, কল্যই আপনাকে জানাব। লর্ড একলেষ্টন এবার বোধ হয় কথা রাখ্‌বেন।—পত্রোত্তরে এই সব কথা লিখ্‌লেম। পত্রলেখা সমাপ্ত হোলে, মনে একটু আরাম পেলেম, নিজেই সেই পত্রখানি ডাকঘরে দিতে গেলেম। সন্ধ্যাকালে পাঁচটার সময় তৃতীয় ব্যক্তির আস্‌বার কথা, সুতরাং পাঁচটার পূর্ব্বেই আমি হোটেলে ফিরে এলেম। ঠিক পাঁচটার সময় নূতন লোকটীর আগমন। তাঁর নাম গ্রান্‌বি।

অনাবশ্যক ভূমিকা কোরে, গম্ভীরবদনে গ্রান্‌বি বোল্লেন, "আমার গাড়ী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, যদি তুমি আমার সঙ্গে—"

"ওঃ ! এখনি,—এখনি আমি প্রস্তুত !"—মহা আহ্লাদে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে, চঞ্চলহস্তে আমার টুপী,—দস্তানা, হাতে কোরে নিলেম, দুজনেই একসঙ্গে উপর থেকে নেমে এলেম। দরজায় এসে দেখি, চমৎকার একখানি গাড়ী। মিষ্টার গ্রান্‌বি আমারেই প্রথমে গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোত্তে বোল্লেন, আমি প্রবেশ কোল্লেম। দেখি, গাড়ীর ভিতর আর একজন লোক। দেখ্‌তে খুব বলবান্‌,—বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর, আকারপ্রকারে ভদ্রলোক বোলে বোধ হলো না। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে, সেই লোকটীর দিকে অঙ্গুলী হেলিয়ে গ্রান্‌বি আমারে বোল্লেন, "ইনি আমার একজন বন্ধু।"

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। গাড়ী চোল্লো। হল্‌বরণ ছাড়িয়ে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে প্রবেশ কোল্লে। গ্রান্‌বির মুখের বিরাম নাই ;—কত কথাই বোল্‌ছেন, কত দৃষ্টান্তই দেখাচ্ছেন,—কতই উৎসাহ প্রকাশ কোচ্চেন, কেই বা শুনে, কারেই বা বলেন ? আমার মন যে তখন কোথায়, আমি নিজেই তা জানি না। তিনি কেবল নিজের কথায়

নিজেই উন্মত্ত। সঙ্গী লোকটী চুপ কোরেই বোসে আছে, মাঝে মাঝে কেবল ' হুঁ একটা হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ী চোলেছে। অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে মাঞ্চেষ্টার স্কোয়ারে যেতে হোলে যে দিক দিয়ে যেতে হয়, গাড়ীখানা সে দিকে যাচ্ছে না। আমি মনে কোল্লেম, পথ ভুলেছে। গাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়ালেম। বামদিকে দেখি, হাইডপার্কের বড় বড় রেল। কোথায় যায় গাড়ী?—কোথায় যাচ্ছি আমি?—গ্রানবিকে বোল্লেম, "আপনার কোচমান পথ ভুলেছে। মাঞ্চেষ্টার স্কোয়ারে যাবার ত এ পথ নয়?"

গ্রানবি বোল্লেন, "আঃ! একটা কথা আমি বোল্‌তে ভুলেছি। আমার বাড়ীতেই দেখা-সাক্ষাৎ হবে। লর্ড একলেষ্টন আমার বন্ধু, কাজটাও কিছু গুরুতর, সেই জন্য আমার বাড়ীতেই বন্দোবস্ত করা হয়েছে।"

অধৈর্য্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বেশীদূর যেতে হবে কি?"

"না, বড় বেশীদূর না, নিকটেই।"

"লর্ড বাহাদুর সেখানে আছেন?"

"তা আছেন বৈ কি, তিনি আমাদের পথ চেয়ে—"

কম্পিতকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লেডী একলেষ্টন?"

"তিনিও সেখানে আছেন।"

গাড়ীখানা সদররাস্তা ছেড়ে ডানদিকের আর একটা রাস্তা ধোল্লে। রাস্তার দুধারে নূতন নূতন বাড়ী। তার পর খানিকটা খালি জায়গা। গাড়ীখানা দ্রুত গিয়ে একখানা বাড়ীর ফটকের কাছে থামলো। প্রকাণ্ড বাড়ী,—উচ্চ উচ্চ প্রাচীর দিয়ে অনেক জায়গা ঘেরা। সেই বাড়ীর ফটকেই গাড়ী থাম্‌লো। বাড়ীর বাগানের ভিতর আমরা প্রবেশ কোল্লেম। অতি সুন্দর বাড়ী। জাঁকজমক দেখে আমি মনে কোল্লেম, গ্রানবি তবে একজন মস্তলোক। গাড়ী থেকে নাম্‌লেম। গ্রানবি আগে আগে চোল্লেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্‌লেম। ধড়্‌ফড়্ কোরে বুক লাফাচ্ছে। গ্রানবি আমারে একটী বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। আমি বোস্‌লেম। তিনিও একটু তফাতে বোস্‌লেন। তাঁর সেই সঙ্গীলোকটী আর একটু তফাতে বোসে, অন্যমনস্ক হয়ে, একখানা খবরের কাগজ দেখ্‌তে লাগ্‌লো। লর্ড একলেষ্টন সেখানে নাই,—লেডীও নাই!—মিষ্টবচনে গ্রানবি বোল্লেন, "প্রিয়তম উইলমট! তোমার বন্ধুবান্ধবেরা তোমার মঙ্গলের জন্য বিশেষ যত্ন—"

কম্পিতস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বন্ধুবান্ধব?—কোন্ বন্ধুবান্ধব?—আমার বন্ধু এখানে কে?—লর্ড একলেষ্টন?—লেডী একলেষ্টন?"

গ্রানবি পুনরুক্তি কোল্লেন, "তোমার বন্ধুবান্ধবেরা তোমার মঙ্গলের জন্য বিস্তর যত্ন কোচ্চেন। আমাকেও তোমার জন্য বিশেষ যত্ন—"

"সে আপনার অনুগ্রহ। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ কোরে এত কষ্ট—"

"না না, কষ্ট কেন?—কিছুই কষ্ট নাই। এটা ত একরকম আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

"হাঁ, তা হোতে পারে। লর্ডবাহাদুর যখন আপনার বন্ধু, তখন আপনি অবশ্যই জান"

"মনে কর, আমিও তোমার বন্ধু। বন্ধু বোলেই আমার বাড়ীতে তোমাকে নিমন্ত্রণ কোরে এনেছি। এই বাড়ীতেই কিছুদিন তুমি থাক্‌বে;—সুখস্বচ্ছন্দে থাক্‌বে। সকলেই আদরযত্ন কোর্‌বে। বেশ আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাবে।"

"লর্ড বাহাদুরের ইচ্ছাই কি এই? তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হবার পর, কিছুদিন আপনার বাড়ীতে আমি থাকি, এই কথাই কি তিনি বোলেছেন?"

"হাঁ, এই কথাই তিনি বোলেছেন। তাঁর ইচ্ছাই এই। চঞ্চল হয়ো না!—অধৈর্য্য হয়ো না! দেখাসাক্ষাতের কথা বোল্‌ছো, বোধ হয় কিছুদিনের জন্য সেটা মুলতুবী—"

"মুলতুবী?"—ভয়বিস্ময়ে চমকিত হয়ে, আসন থেকে লাফিয়ে উঠে, হতাশ চীৎকারস্বরে আমি বোল্লেম, "মুলতুবী?"

হঠাৎ এক রকম ভয়ানক চীৎকারধ্বনি সমস্ত বাড়ীময় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌লো। কলরবটা যদিও বাড়ীর অনেক দূর থেকে আস্‌ছিল, কিন্তু আমার বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, যে ঘরে আমি আছি, সেই ঘরের দেয়ালগুলো পর্য্যন্ত ফেটে যায় যায় হলো!. দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠে, গ্রান্‌বির মুখপানে আমি চাইলেম। কি আশ্চর্য্য! গ্রান্‌বির ভ্রূক্ষেপও নাই! তাঁর সেই সঙ্গী লোকটীও বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বোসে, খবরের কাগজ দেখ্‌তেছে! দুজনেই বেশ সুস্থির!—আশ্চর্য্য ব্যাপার!

চঞ্চলস্বরে গ্রান্‌বি বোল্লেন, "বোসো উইলমট! বোসো, ব্যস্ত হও কেন? ও আমার একজন আত্মীয় লোক,—একজন রোগী—একজন—একজন—এক—"

কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে, সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লর্ড এক্‌লেষ্টন কি এখানে আছেন?—লেডী এক্‌লেষ্টন—"

"বোধ হয় সে কথা আমি তোমাকে—"

"আমাকে কি? তাঁরা এখানে নাই? তবে আমি এখানে কেন থাক্‌বো? তবে আপনি বৃথা কেন এত কষ্ট কোল্লেন?"

এই কথা বোলে সেলাম ঠুকে, দরজার দিকে আমি ছুটে চোল্লেম। এই অবসরে গ্রান্‌বির সেই বন্ধুটী ধীরে ধীরে আসন থেকে উঠে, দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। দেখে আমার অত্যন্ত রাগ হলো। সক্রোধে বোল্লেম, "সোরে যাও তুমি! পথ ছেড়ে দাও!"

একটু অগ্রসর হয়ে গ্রান্‌বি বোল্লেন, "স্থির হও উইলমট! অনর্থক কেন বাক্যব্যয় কর? এইখানে আমি তোমাকে এনেছি, অবশ্যই আপাততঃ তোমাকে এখানে থাক্‌তে হবে। যদি জোরজবরদস্তি দেখাও, তা হোলে এখনি—"

আমার মাথা ঘূরে গেল। মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত! চীৎকার কোরে বোল্লেম, "হা পরমেশ্বর! কোথায় আমি এলেম? দোহাই গ্রান্‌বি! দোহাই তোমার! সত্য কোরে বল; কোথায় আমারে নিয়ে এলে?"

গম্ভীরবদনে গ্রান্‌বি উত্তর কোল্লেন, "যেখানে এনেছি, এখানে তুমি বেশ থাক্‌বে। সকলেই যত্ন কোর্‌বে। তোমার মনের অবস্থাও শুধ্‌রে যাবে।"

"উঃ! তবে এটা পাগ্‌লা গারদ!"—স্তম্ভিতকণ্ঠে সেই ভয়ানক নাম উচ্চারণ কোরেই একখানা কৌচের উপর আমি কাত হয়ে পোড়্‌লেম। চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেম।

ওঃ! সব বুঝ্‌লেম,—সব বুঝ্‌লেম! ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা! ভয়ঙ্কর প্রতারণা! সেই যে দুটো লোক,—ওল্‌ডিং আর জইস্‌, তাদের আমি ভেবেছিলেম উকীল, এখন,বুঝ্‌লেম, বাস্তবিক তারা ডাক্তার। সেই জন্যই তারা আমারে তত সব বাজেকথা বোলে ক্ষিপ্তপ্রায় কোরেছিল। তারাই আমারে পাগল বোলে সার্টিফিকেট দিয়েছে, সেই সার্টিফিকেটের জোরেই আমারে পাগ্‌লা গারদে পুরেছে! হা জগদীশ্বর! আমার অদৃষ্টে এই ছিল! তত সঙ্কট,—তত কুচক্র ভেদ কোরে, অবশেষে এই মহা কুচক্রে জোড়িয়ে পোড়্‌লেম! হায় হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! আমি কি মূর্খ! আমি কি অজ্ঞান! ওঃ! যথার্থই আমি পাগল! তা না হোলে লর্ড একলেষ্টনের ভয়ানক কুহকে কেন ভুল্‌বো? হায় হায়! লর্ড একলেষ্টন আমারে পাগ্‌লাগারদে দিলেন?

উপায় কি, পালাবার পথ নাই,—রক্ষা কর্‌বার লোক নাই, পরামর্শ করি, এমন একটী লোকও নিকটে নাই। চক্রজালে বন্দী কোরে, সাংঘাতিক ব্যুহচক্রে এরা আমারে এনে আটক কোরেছে। এ বিপদে কে রক্ষা করে? কাজেই আমারে পাগলা গারদে থাক্‌তে হলো। কতই বীভৎসকাণ্ড দেখ্‌লেম,—কতই ভয়ানক ভয়ানক চীৎকার শুন্‌লেম,—কতই পাগলের সঙ্গে দেখা হলো,—কতই পাগ্‌লামী কথা কাণে এলো, সহজ অবস্থায় মনে কোত্তে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। পাগ্‌লা গারদে থাক্‌লেম;—কত দিনই থাক্‌লেম। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কাহারও সঙ্গে দেখা নাই,—কোথায় আমি, কেহই কিছু জানেন না,—কাহারও কোন পত্রাদিও পাই না,—আমি কোন পত্রাদি লিখ্‌বো, তারও কোন সুবিধা পাই না;—বিষাদে, বিমর্ষে পাগ্‌লা গারদে আমার দিনযামিনী অতিবাহিত হোতে লাগ্‌লো। গারদের লোকেরা বাস্তবিক যত্ন করে,—ভালকথা বলে,—ভাল ভাল আহারসামগ্রী এনে দেয়, কিছুই ভাল লাগে না। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বাগান। বাগানে এক একবার বেড়াতে যাবার অনুমতি পাই,—বেড়াতে যাই, কিছুতেই মন বসে না। অহোরাত্রি বুক যেন জ্বোলে জ্বোলে উঠে। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এক দিন একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। সে আমারে খালাস কোরে দিবে বলে;—দুটো পাঁচটা কথা কয়েই নিঃসন্দেহে জান্‌তে পাল্লেম, পাগল। পাগলের খেয়ালে কত কথাই সে বোল্লে, শুনে শুনে আমার মনের যাতনা শতগুণে আরো বেড়ে উঠ্‌লো। আর একদিন আর একটা লোকের সঙ্গে দেখা, সে লোকটাও আমারে খালাস কোরে দিবে বোলে, কতই আড়ম্বর কোল্লে;—গ্রান্‌বির ভাইপো বোলে পরিচয় দিলে। প্রথমে আমি একটু আশ্বাস পেয়েছিলেম, তার পর আমার সকল আশাই উড়ে গেল। শেষে একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তার মুখেও কত রকম আশ্বাস শুনি,—প্রথমে তারে পাগল বোলে বোধ হয় নাই। শেষে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি যে আমারে খালাস কোরে দিবে বোল্‌ছো, কিন্তু গ্রান্‌বি যদি তোমার কথা না শুনেন? তোমার অনুরোধ যদি না রাখেন?—তা হোলে তুমি কি কোর্‌বে?"

"তা হোলে ?—ওঃ ! গ্রানবি যদি আমার কথা না শুনে, তা হোলে ? ওঃ ! তা হোলে আমি তৎক্ষণাৎ আমার বন্ধু চীনসম্রাটকে চিঠী লিখ্‌বো !—চীনদেশ থেকে চল্লিশ লক্ষ ফৌজ আনিয়ে তোমাকে খালাস কোরে দিব !"

হায়—হায়—হায় ! সবগুলোই পাগল ! যতগুলো দেখ্‌লেম, সবগুলোই পাগল ! পাগ্‌লা গারদে পাগল ছাড়া ভালমানুষের দেখা পাবই বা কোথা ? সমস্ত আশায় হতাশ হয়ে, দিন দিন আমি অত্যন্ত কাহিল হয়ে পোড়্‌লেম। পাগ্‌লা গারদে আমি প্রায় ছয়মাসকাল বন্দী ! ১৮৪২ সালের মে মাসের মাঝামাঝি ভয়ানক প্রতারণাচক্রে বাতুলালয়ে আমি আবদ্ধ হয়েছিলেম, নবেম্বরের ১৫ই তারিখে ছয় মাস পরিপূর্ণ হবে। সেই ১৫ই নবেম্বরে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে আমার উপস্থিত হবার কথা। হায় হায় ! সে কথা এখন কেবল কল্পনামাত্রই সার হলো ! প্রায় ছমাস আমি পাগ্‌লা গারদে কয়েদ ! কতবার কত মিনতি কোরে গ্রানবিকে আমি বোলেছি, "কেন আর যন্ত্রণা দাও, ছেড়ে দাও, চোলে যাই।" গ্রানবি সে কথায় কাণ দেয় না, কেবল রেগে রেগে উঠে ;—কথায় কথায় ধমক দেয়। দেখ্‌লেম, কাকুতিমিনতি বিফল ! তাদের পাষাণপ্রাণ কিছুতেই নরম হবার নয়। তাদের অনুগ্রহে খালাস পাবার আশা পরিত্যাগ কোল্লেম। কোন রকমে পলায়ন কর্‌বার উপায় দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ফটকের দরোয়ানকে অনেক টাকা ঘুস কবুল কোল্লেম ;—রাত্রিকালে গেট খুলে দিবে, আমি পালাবো, সেই অভিপ্রায়েই ঘুস কবুল কোল্লেম। দরোয়ান রেগে উঠ্‌লো ;—আমার কথা গ্রাহ্যই কোল্লে না।—কেবল অগ্রাহ্য কোরেই চুপ্‌ কোরে থাক্‌লো না, গ্রানবিকে বোলে দিলে। গ্রানবি আমারে বিস্তর গালাগালি দিয়ে, শাসিয়ে রাখ্‌লে। কেবল তাই নয়, রাত্রে আমি দেখি, আমার ঘরের বাক্সে যে সকল নগদ টাকা আর বরাতী হুণ্ডী ছিল, সে সব তারা বাহির কোরে নিয়েছে। কে নিয়েছে, কেন নিয়েছে, কিছুই বুঝ্‌লেম না। পরদিন সকালে গ্রানবি আমারে বোল্লে, তারই হুকুমে ঐ কাজ হয়েছে। আরাম হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সবগুলি বুঝিয়ে দিবে।

পালাবার কোন পন্থাই আর নাই। ভেবে চিন্তে কোন রকমে কাগজকলম সংগ্রহ কোরে একখানি চিঠী লিখ্‌লেম। আমি পাগল নই, মিছিমিছি আমারে পাগল বোলে পাগ্‌লাগারদে রেখেছে, এই চিঠী যে পাবে, সে যেন মাজিষ্ট্রেট্‌কে দেখায়, এই আমার অভিপ্রায়। গারদের পাচীল ডিঙিয়ে সেই চিঠীখানা আমি ফেলে দিলেম। পথের লোকে কুড়িয়ে পাবে,—মাজিষ্ট্রেট্‌কে দেখাবে, সেইটীই আমার মৎলব ছিল ; কিন্তু একঘণ্টা পরে দরোয়ান সেই চিঠীখানা হাতে কোরে সদম্ভে আমারে এনে দেখালে।—দাঁত খিচিয়ে খিচিয়ে বোল্লে, "ভারী চাতুরী খেলেছিলি ! কার সাধ্য ?—ও চিঠী কুড়িয়ে নিয়ে এখানকার বিনা হুকুমে অন্য কাহাকে দেয়,—কার সাধ্য ?—এখানকার কর্ত্তাপক্ষের হুকুম না পেলে, গারদের কোন চিঠী কোথাও বিলী হবে না !"

সে আশাও আমার গেল। আর চিঠীপত্র লিখ্‌লেম না। পুনঃপুন আমি গ্রানবিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "চিরকাল আমি পাগ্‌লা গারদে কয়েদ থাকি, এইটীই কি লর্ড একর্লেষ্টনের

ইচ্ছা ?"—গ্রান্‌বি কিন্তু সোজা কোথায় উত্তর দেয় না ;—কেবল মারপ্যাঁচ খেলে। গ্রান্‌বি বলে, "লর্ড এক্‌লেষ্টনকে আমি চিনি না !"

বাতুলালয়ে আমার মনের অবস্থা কি প্রকার, সে কথা লিখে জানানো যায় না। পাঠক মহাশয় মনে মনে কল্পনা কোরেই অনুভব কোর্‌বেন। বেশী কথায় পুঁথি বাড়ানো আমার অভিপ্রায় নয়। বাতুলালয়ে প্রায় ছয় মাস আমার কেটে গেল। নবেম্বরমাস উপস্থিত। তুই বৎসর কাল আমি যে নবেম্বরমাসের পথ চেয়ে রয়েছি,—যে নবেম্বরে আমার ভাগ্যের শেষ পরীক্ষা অবধারিত, পাগ্‌লাগারদে সেই নবেম্বর সমাগত !—জগদীশ ! এই ভয়ঙ্কর পাগ্‌লাগারদেই কি আমার এই নবেম্বরের অবসান হবে ? ১৫ই নবেম্বরে আমি কি হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে যেতে পাব না ? এত আশাভরসা সমস্তই কি বৃথা যাবে ? আমার আনাবেল আশাপথ চেয়ে রয়েছেন,—আমিও আশাপথ চেয়ে রয়েছি, এ আশা কি অম্‌নি অম্‌নিই ফুরিয়ে যাবে ? এই সকল চিন্তা কোরে যথার্থ ই আমি যেন পাগল হয়ে গেলেম ! নবেম্বর যদি গারদেই শেষ হয়ে যায়, তা হোলে ত নিশ্চয়ই আমি পাগল হব। উপায় কি ?—উপায় কি ?—আমি পালাব !—অবশ্যই আমি পালাব। কিন্তু কেমন কোরে ? ছমাস ধোরে পালাবার পন্থা অন্বেষণ কোচ্চি, কিছুই ত সফল হলো না ;—কিছুতেই ত পালাতে পাল্লেম না ! না,—হায় হায় ! পালাতে পাল্লেম না ! তবে কেমন কোরে আশা করি ? তবে আবার কি বোলে পালাবার আশা কোচ্চি ? পালাবার কি উপায় আছে ?

একদিন প্রাতঃকালে আমি একটা যুক্তি খাটালেম। অনেক দিন অবধি সেই যুক্তি ভাব্‌ছি, কিন্তু সে দিন দৃঢ়সংকল্প হোলেম। যে রকমে পারি, পালাবোই পালাবো। ফটক সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে ;—চাবী দেওয়া থাকে। নিকটেই দরোয়ানের আড্ডা। দরোয়ানটা ভারী পালোয়ান। মহাবলবান্ বোলেই তাকে পাগ্‌লাগারদের দরোয়ান নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি জান্‌তেম, দরোয়ানের ঘরে নানাবিধ অস্ত্র থাকে। মনে কোল্লেই তাকে কাবু কোত্তে পার্‌বো না। যদি চেষ্টা করি, সে চেষ্টা অবশ্যই বিফল হবে। তা হোলেই গ্রান্‌বি আমারে মোরিয়া পাগল বিবেচনা কোর্‌বে ;—যা যৎকিঞ্চিৎ সুবিধা আছে, তাও যাবে ; ভয়ানক যন্ত্রণা দিবে ;—পাগলের সাজ পরাবে। মনে কোরেই মহা আতঙ্ক ! উপায়পথে এত বাধা,—এত বিপদ, তবে কি কোরে পালাই ?

নবেম্বরের এক সপ্তাহ অতীত। আজ ৮ই নবেম্বর। হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে উপস্থিত হবার আর এক সপ্তাহমাত্র বাকী। আমি মোরিয়া হয়ে উঠ্‌লেম। যে মৎলব ঠিক কোরেছি, সেই রকমেই পালাব, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলেম।

পূর্ব্বরাত্রি প্রায় জেগে জেগেই কাটিয়েছি। সারা রাত এপাশ ওপাশ কোরেছি। ভোরেই উঠেছি। মরি বাঁচি, যা হয় আজ একটা কোর্‌বো। প্রাতঃকালে চারিদিক কুয়াসায় আবৃত ;—ভয়ঙ্কর শীত ;—এক একবার দাঁতে দাঁতে লেগে যাচ্ছে ;—শীতে থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌ছি ;—এক একবার গরম হয়ে উঠ্‌ছি। বেলা ৮টার সময় উপর থেকে নেমে এলেম। দেখ্‌লেম, একজন চাকর সদরদরজার চাবী খুল্‌ছে। আমারে দেখেই সে বোল্লে, "ভয়ানক

কুয়াসা,—ভয়ানক শীত,—ভয়ানক ঠাণ্ডা! কেন বেরুলে? আজ তুমি ঘর থেকে বেরিয়ো না। সর্দ্দি লাগ্‌বে।"

আমি বোল্লেম, "লাগে লাগ্‌বে। নিত্য নিত্য আমার বেড়ানো অভ্যাস, না বেড়ালে শরীর ভাল থাকে না।"

চাকরটা আর কিছু বোল্লে না, আমি বাগানে বেরুলেম। চঞ্চলপদে এদিক ওদিক খানিক বেড়িয়ে এলেম। দুজন মালী বাগানে কাজ কোচ্ছিল।—ইমারতের সম্মুখ দিকে একজন, পশ্চাতে একজন। সাম্‌নের লোকটা দরোয়ানের ঘরের শতহস্ত দূরে। আমি মনে কোল্লেম, সে যদি আর খানিক তফাতে সোরে যায়, তা হোলে ভাল হয়। তৃতীয় বার ঘুরে এলেম। মালীটা সোরে গেল না। বৃথা সময়নষ্ট করায় কি ফল? ধীরে ধীরে আমি অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। দরোয়ানের ঘরের নিকটবর্ত্তী হোলেম। যেন গাছপালা দেখ্‌ছি,—লতাপাতা দেখ্‌ছি,—দুটী একটী ফুল ফুটেছে, তাই-ই যেন দেখ্‌ছি। দরোয়ানের ঘর খোলা। দরোয়ান রন্ধন কোচ্চে। বিবাহ হয় নাই,—স্ত্রীপরিবার নাই, একাই রন্ধনাদি করে, একাই থাকে। ক্রমশ আমি দরজার নিকটবর্ত্তী হোলেম। পাশের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম, দরোয়ান তখন হাঁটু গেড়ে বোসে, চোঙা দিয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্চে। উত্তম সুযোগ। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার মালীটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। সে তখন আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল। টিপি টিপি আমি দরোয়ানের ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। চোঙার ফুৎকারের শব্দে আমার পদশব্দ দরোয়ান শুন্‌তে পেলে না। আমি তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পোড়্‌লেম;—চিৎপাত কোরে ফেল্লেম। চোঙাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলেম। বুকে হাঁটু দিয়ে বোস্‌লেম। গলাটিপে ধোরে ধোম্‌কে ধোম্‌কে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "যদি গোলমাল কোর্‌বি,—যদি জোর দেখাবি, এখনি আমি তোকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো!"—দরোয়ানটা চীৎকার কর্‌বার উপক্রম কোল্লে,—হুড়াহুড়ি আরম্ভ কোল্লে। আমি সজোরে তার গলা টিপে ধোরেছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মুখখানা নীলবর্ণ হয়ে এলো। আমারে ঠেলে ফেল্‌বার জন্য দরোয়ান তখন ভয়ানক ধস্তাধস্তি কোত্তে লাগ্‌লো। আমার শরীরে তখন সহস্র বীরের বল। আমি তার বুকের উপর বোসে আছি। একহাঁটু তার বুকে, একহাঁটু তার ডানহাতের উপর, বামহস্তে তার বাঁ হাতখানা চেপে রেখেছি। ডানহাতে তার গলা টিপে ধরেছি। লোকটার আর তখন নড়নচড়নশক্তি নাই। একটু যদি নড়ি, তখনি সে চেঁচাবে, তা হোলেই লোকজন এসে আমারে ধোরে ফেল্‌বে। আমি কিন্তু একটা নির্ব্বোধের কাজ কোরেছি;—ঘরের দরোজাটা খোলাই রয়ে গেছে।

ভয় দেখিয়ে দরোয়ানকে আমি বোল্লেম, "যদি শপথ করিস্, আমি এখান থেকে পালাব, তাতে যদি কিছু না বলিস্, যদি কোন গোলমাল না করিস্, তবেই তোর রক্ষা। তা না হোলে নিশ্চয়ই আমি তোর গলা টিপে মার্‌বো!"

অতিকষ্টে দরোয়ান গোঁ গোঁ কোরে বোল্লে, "দোহাই পরমেশ্বর! দোহাই বোল্‌ছি, যা ইচ্ছা তাই কর,—পালাতে চাও পালাও, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাও!—আমি উঠি!"

সক্রোধে আমি বোল্লেম, "শপথ কোচ্চিস্ ?"

"হাঁ, শপথ কোচ্চি।"

"পরমেশ্বর সাক্ষী ?"

"হাঁ, পরমেশ্বর সাক্ষী।"

বিদ্যুতের মত দ্রুতবেগে আমি উঠে দাঁড়ালেম। ফটকের চাবীটা তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে হাতে কোরে নিলেম। তাকের উপর একটা পিস্তল ছিল, সেটাও সংগ্রহ কোল্লেম। দেখ্‌লেম, গুলীভরা। দরোয়ানটার দিকে মুখ ফিরিয়ে উগ্রস্বরে বোল্লেম, "দেখিস্, যদি চেঁচাবি,—যদি আমার গায়ে হাত দিবি, এখনি আমি গুলী কোর্‌বো! যথার্থ বোল্‌ছি, আমি গুলী কোর্‌বো!"

গোড়িয়ে গোড়িয়ে দরোয়ানটা ধীরে ধীরে উঠে বোস্‌লো। আমি তার দিকে সম্মুখ ফিরে, পাছু হেটে হেটে দরজার কাছ পর্য্যন্ত এলেম। সে তখন একটীও কথা বোল্লে না। মুহূর্ত্তমধ্যে আমি সে ঘর থেকে বেরিয়ে, ফটকের কাছে ছুটে যাব মনে কোচ্চি, হঠাৎ চক্ষের নিমেষে পশ্চাদ্দিক থেকে কে আমারে ধোরে ফেল্লে। দক্ষিণহস্তে পিস্তল, সেই হাতে কে একটা লাঠী মাল্লে। ভয়ানক চীৎকার কোরে দরোয়ান তখন সম্মুখে লাফিয়ে পোড়্‌লো। পশ্চাতে যে ধোরেছিল, সে ব্যক্তি সেই বাগানের মালী। যোগ দিলে দরোয়ান। দুজনেই আমারে জাপ্টে ধোল্লে। আরও দুতিনজন লোক তখনি তখনি সেইখানে এসে জুট্‌লো। গ্রান্‌বি ও ছুটে এলো;—গ্রান্‌বির স্ত্রীও এলো; জনকতক পাগলও ছুটে বেরুলো।

সক্রোধে আমি দরোয়ানকে বোল্লেম, "আচ্ছা, এবারটা তুই জিতে গেলি, কিন্তু দেখা যাবে! আবার আমি তোকে হাতে পাব! এখন যা কোত্তে পারিস্ কর্, কিন্তু আজ থেকে আমি তোর শত্রু হয়ে থাক্‌লেম। ছেড়ে দে আমাকে!"

আমার গলার বগ্‌লসটা ধোরে, এক হ্যাচ্‌কাটান মেরে দরোয়ান সক্রোধে বোল্লে, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই ত বোধ হোচ্চে!"

গ্রান্‌বির হুকুমে জন পাঁচছয় লোক সজোরে আমারে ধোরে ফেল্লে। তখন আমি অক্ষম হয়ে পোড়্‌লেম। কিন্তু ভয় পেলেম না,—ভ্রূক্ষেপও কোল্লেম না। ভ্রূকুটী কোরে সকলের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেম। মুখে বোল্লেম, 'যা ইচ্ছা তাই কর তোমরা, কিন্তু এখন থেকে আর আমি তোমাদের বশে থাক্‌বো না। দেখ গ্রান্‌বি! আমি পাগল নই, বৃথা কষ্ট দিলে, এর প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে। দিন আস্‌বে,—সে দিন অবশ্যই তোমাদের এ পাপের ফলভোগ কোত্তে হবে।"

গ্রান্‌বি কথা কইলে না। লোকেদের ইসারা কোরে আমারে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যেতে বোল্লে। সেই দিন থেকে আমারে তারা সত্য পাগল সাজালে। সব রকমে শক্তাশক্তি কোল্লে। যে ঘরে আগে রাখ্‌তো, সে ঘরেও আর রাখ্‌লে না। আমারে পাগলের সাজ পোরিয়ে, কারাগারের মত একটা ঘরে নিয়ে বন্দী কোল্লে। জানালায় লোহার গরাদে, দরজায় পাহারা,—দরজায় চাবী,—সামান্য শয্যা, অতি জঘন্য ঘর।

পাগ্লা গারদের সেই জঘন্য ঘরেই আমি কয়েদ হয়ে থাক্লেম। আরও কত যন্ত্রণা দিবে, সেই ভয়ে আমি আকুল হোতে লাগ্লেম। আধ ঘণ্টা গেল, একজন লোক আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলো, মুখে তুলে দিতে চাইলে;—ভয়ানক রাগ হলো;—সক্রোধে ঘৃণাপূর্ব্বক আমি মুখ বাঁকালেম।

পাগলের সাজ পোরিয়েছে। হাত নাড়্বার যো নাই। একটা মোটা জঘন্য কাপড়ের কোর্ত্তা;—আস্তীন ছুটো হাতের সঙ্গে কসা;—টানাটানি কসা;—পাশের সঙ্গে সেলাই করা। পাগলা গারদে বদ্ধপাগলদের ঐ রকম জামা পরায়, ইংরাজীভাষায় সেই রকম জামাকে ষ্ট্রেট কোট বলে। কি লজ্জার কথা!—কি ঘৃণার কথা!—কি অপমানের কথা! সহজ মানুষকে পাগল বানিয়েছে! অন্য লোকে দেখ্লেই বদ্ধপাগল মনে কোর্বে, সেই রকম সাজে সাজিয়ে রেখেছে!—লোকটা বারবার আমারে খাইয়ে দিবার জন্য আড়ম্বর কোত্তে লাগ্লো, তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমি পাগল নই, তা কি তুমি জান?" লোকটা কথা কইলে না,—একটা জানালার দিকে সোরে গিয়ে,অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। আমি মনে কোল্লেম, সে তবে নিশ্চয় ভেবেছে, আমি পাগল। তথাপি আমি তাকে বোল্লেম, "যদি তুমি আমার পালাবার সহায়তা কোত্তে পার, তা হোলে আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব। আমার অনেকগুলি ধনবান্ বন্ধু আছেন, তাঁরা সকলেই তোমাকে খুসী কোর্বেন।"

পুরস্কারের কথা শুনে,—ধনবান্ বন্ধুর কথা শুনে, সে লোকটা নিশ্চয়ই মনে কোল্লে, পাগ্লামীর খেয়াল। তাচ্ছিল্য কোরে বোল্লে, "খেতে হয় খাও, না হয় উপস কোরে থাক, তোমার জন্যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক্তে পারি না। যখন ক্ষিদে পাবে, তখন তুমি ডেকো!" এই কথা বোলেই সে বেরিয়ে গেল।

আর এক ঘণ্টা অতীত। আমার মন অত্যন্ত অস্থির। আমি পাগল নই, অথচ পাগ্লা গারদের লোকেরা সকলেই আমারে পাগল মনে কোচ্চে। গ্রান্বি হয় ত জানে, আমি পাগল নই। বোধ হয় আরও দুই একজনও জানে। কেন না, গ্রান্বি যখন আমারে চোস্ত কোর্ত্তা পরাবার হুকুম দেয়, তখন একজন তাকে চুপি চুপি বোলেছিল, "আজ ইন্স্পেক্টর আস্বার কথা আছে।"—গ্রান্বি উত্তর কোরেছিল, "সে ত আরও ভাল!" তাতেই আমি বুঝেছি, ইন্স্পেক্টরের কাছে আমারে তারা বদ্ধপাগল বোলেই জানাবে। দরোয়ান্কে আমি মাত্তে গিয়েছিলেম, সেটা তারা উত্তম অছিলা পেলে। আশ্চর্য্যই বা কি? পালাবার চেষ্টা কোল্লেম, পালাতে পাল্লেম না! হায় হায়! উপায় এখন কি হবে? ১৫ই নবেম্বরের আর সাত দিনমাত্র অবশিষ্ট। আনাবেল! যখন যে বিপদে আমি পোড়েছি, তোমার নাম স্মরণ কোরে,—হৃদয়ে তোমার প্রতিমা ধ্যান কোরে, বার বার আমি মুক্তিলাভ কোরেছি। এবার কি আমার রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই? কাউন্ট লিবর্ণো কি আমারে ভুলে রইলেন? কাউন্ট মণ্টিডিওরো কি আমার কোন সন্ধান কোল্লেন না? কাউন্ট বলিনোও কি আমারে ভুলে গেলেন? এই সব চিন্তা কোত্তে কোত্তে আমি কেঁদে

ফেল্লেম। মনের দুঃখে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌লেম। পাগলা গারদে আমি পাগল! বন্ধু-বান্ধব কেহই আমার তত্ত্ব নিলেন না। এক ঘণ্টাকাল এই সব দুর্ভাবনায় আমি অবশ হয়ে পোড়্‌লেম। হঠাৎ দরজার ধারে মানুষের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হলো। একখানা কেতাব হাতে কোরে, একটী বৃদ্ধলোক প্রবেশ কোল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন আজ্ঞাবহ চাকরের মত গ্রান্‌বি। একটু পরেই জান্‌লেম, সেই বৃদ্ধলোকটী বাতুলালয়ের তত্ত্বাবধায়ক। গ্রান্‌বিকে তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা কোল্লেন, গ্রান্‌বি উত্তর দিলে, "জোসেফ উইলমট।" দরোয়ানকে আমি যাস্তে গিয়েছিলেম, ইন্‌স্পেক্টর সে কথা শুনেছেন। তিনি আমার নাম লিখে নিলেন। আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখানে তোমার কোন কষ্ট হোচ্চে কি? জবরদস্তি দেখাও কেন?—বেশ আছ,—সুখে আছ,—শান্ত হয়ে থাক;—এই গ্রান্‌বি তোমার পরমবন্ধু। যখন যা কষ্ট হবে, গ্রান্‌বিকে জানিও,—গ্রান্‌বি যা বলেন, তাই শুনো; কোন অসুখ হবে না; কোন চিন্তা নাই,—কোন ভয় নাই। শীঘ্রই আরাম হবে।"

ছোট ছোট ছেলেকে যেমন প্রবোধ দেয়, ঠিক সেই রকমে আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে ইন্‌স্পেক্টর অনেক ছেলেভুলানো কথা বোল্লেন। তিনিও ভাব্‌লেন আমি পাগল!

ইন্‌স্পেক্টরের তদারফ শেষ হলো, আবার তিনি আমার পিট চাপ্‌ড়ে—আরও কতকগুলি মিষ্টকথা বোলে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম কোচ্চেন,—গ্রান্‌বিও সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে, সেই সময় হঠাৎ একজন চাকর একখানা কার্ড হাতে কোরে, ঘরের চৌকাটের উপর এসে দাঁড়ালো। কার্ডখানা গ্রান্‌বির হাতে দিলে। ইন্‌স্পেক্টর থোম্‌কে দাঁড়ালেন। ব্যস্ত হয়ে চাকরটা বোল্লে, "একটী ভদ্রলোক এসেছেন,- আপনাকে তত্ত্ব কোচ্চেন,—আমার সঙ্গেই আস্‌ছিলেন,—আমি তাঁকে—আঃ! এই যে তিনি!"

কার্ডখানি গ্রান্‌বি একবার দেখ্‌লে। বিছানায় আমি বোসে ছিলেম, লাফিয়ে উঠ্‌লেম। চাকর যাঁর কথা বোল্লে, তিনি তৎক্ষণাৎ চৌকাঠের উপর দণ্ডায়মান। আনন্দে বিহ্বল হয়ে আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম। পরক্ষণেই আমি আমার পরমপ্রিয়তম বন্ধু কাউন্ট লিবর্ণোর বাহুপাশে আবদ্ধ! সে আনন্দ মুখে বল্‌বার নয়। কাউন্ট লিবর্ণোর বুকের উপর মাথা রেখে, হাপুস্‌নয়নে আমি রোদন কোল্লেম। আমার দুরবস্থা দেখে, দয়াময় রাজপুত্র পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোত্তে লাগ্‌লেন। সম্মুখে যে সব লোক দাঁড়িয়ে ছিল, চকিতনয়নে তাদের দিকে ফিরে,—চঞ্চলহস্তে নেত্রমার্জ্জন কোরে, ত্বরিতস্বরে কাউন্ট লিবর্ণো জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কার নাম গ্রান্‌বি?"

গ্রান্‌বি যেন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সম্মুখবর্ত্তী হয়ে, সসম্ভ্রমে সেলাম কোল্লে। সক্রোধে কাউন্ট লিবর্ণো বোল্লেন, "হুকুম চাও?—এই নেও হুকুম! এখনই এই ভদ্রসন্তানকে ছেড়ে দাও!"—হুকুমনামাখানা গ্রান্‌বির হাতে তিনি দিলেন না, ঘৃণাপূর্ব্বক দুটী পাকিয়ে পাকিয়ে তার মুখের কাছে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

অকস্মাৎ আমি যেন তখন আনন্দপ্রবাহে সাঁতার দিতে লাগ্‌লেম। বৃদ্ধ ইন্‌স্পেক্টর সচকিতে চাকরদের প্রতি ইঙ্গিত কোল্লেন, ইঙ্গিতমাত্রেই চাকরেরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।

চক্ষের নিমেষে তারা আমার চোস্ত কোর্ত্তাটা খুলে নিলে। আমি খোলসা পেয়ে, মহানন্দে কাউন্ট লিবর্ণোকে আলিঙ্গন কোল্লেম।—কম্পিতহস্তে প্রিয়বন্ধুর হস্তধারণ কোরে, পুনঃপুন চুম্বন কোল্লেম। রাজপুত্রও সেই সময়ে পুনর্ব্বার আমারে আলিঙ্গন কোল্লেন।

গ্রান্‌বি তখন হুকুমনামাখানা পোড়ে দেখ্‌লে। ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চেয়ে, মিনতিস্বরে বোল্লে, "লর্ড লিবুর্ণো আমাকে দোষী মনে কোল্লেন,—আমি বে-আইনী কাজ করেছি ভাব্‌ছেন, কিন্তু আমি আইনানুসারেই—"

"ঢের হয়েছে! ঢের হয়েছে!"—সক্রোধে বাধা দিয়ে, কাউন্ট লিবর্ণো বোল্লেন, "ঢের হয়েছে! আইনানুসারেই কাজ কোরেছ বটে! এই জোসেফ উইলমট পাগল নয়, ছমাসের ভিতরেও কি তা তুমি জান্‌তে পার নাই?– না,– অবশ্যই জেনেছিলে। কেবল ঘুসের লোভে এই রকম নষ্টামী কোরেছ!"—ইন্‌স্পেক্টটরকে সম্বোধন কোরে, কাউন্ট লিবর্ণো বোল্লেন, "আপনি ত একজন উপরওয়ালা; আপ্‌নি এখানে কি কোত্তে এসেছিলেন? স্বচক্ষে দেখ্‌লেন, একজন সহজ মানুষ এই রকম দুর্দ্দশাপন্ন,—কৈ, কি কোরেছেন আপ্‌নি? খালাস দিবার হুকুম দিয়েছেন কি?—কৈ?—কিছুই ত না!—এই ত আপনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় আমি উপস্থিত না হোলে ত স্বচ্ছন্দেই আপ্‌নি চোলে যেতেন!– ধিক্—ধিক্—ধিক্! এই বুঝি আপ্‌নাদের দেশের স্বাধীনতা? আপ্‌নারা না সর্ব্বদাই স্বদেশের স্বাধীনতার বড়াই করেন? আমাদের দেশে আমরা এ রকম বড়াই করি না। কিন্তু আমি ত বোধ করি, সুসভ্য ইংলণ্ডের স্বাধীনতার অপেক্ষা আমাদের অসভ্য তস্কানীর স্বাধীনতার মহিমা অধিক। ছি ছি ছি! এসো জোসেফ!—এসো প্রিয়তম উইলমট! এই ঘৃণিত,—ভয়ঙ্কর কারাগারের চৌকাঠের উপর তোমার পায়ের ধূলো ঝেড়ে দাও!"

গ্রান্‌বি কাঁচুমাচুমুখে ক্ষমাপ্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌লো, আমি শশব্যস্তে কাউন্ট লিবর্ণোর হাত ধোরে, চাঞ্চল্যপদে বেরিয়ে আস্‌বার উপক্রম কোল্লেম। কাউন্ট লিবর্ণো সক্রোধস্বরে সম্মুখের লোকগুলাকে সোরে যেতে বোল্লেন, গ্রান্‌বি সেই সময় অত্যন্ত ভয় পেয়ে, আমার কাঁধের উপর হাত রেখে, কেঁপে কেঁপে বোল্লে, "এত যত্ন কোরে—"

"ছুঁয়ো না আমাকে! ছেড়ে দাও!"—সক্রোধে এই কথা বোলে, রাজপুত্রের সঙ্গে আমি অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। গ্রান্‌বি তৎক্ষণাৎ দু-পা হোটে দাঁড়ালো। আমরা সরাসর বেরিয়ে এলেম। স্বাধীনতা উপভোগে তখন আমার মনে অতুল আনন্দ। পার্ব্বণের ছুটী পেলে, দুরন্ত শিক্ষকের হাত এড়িয়ে, ছেলেরা যেমন মনের আহ্লাদে হেসে হেসে বাড়ী যায়, পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ বহুদিন পরে ছাড়া পেলে, যেমন মনের সুখে মুক্তবাতাসে উড়ে যায়, আমার মনে তখন সেই রকম আনন্দ!

গ্রান্‌বি আবার নির্লজ্জের মত অগ্রসর হয়ে, রাজপুত্রকে বোল্লে, "উইলমটের বাক্স আছে, টাকা আছে, এনে দিচ্ছি, একটু অপেক্ষা—"

সক্রোধে বাধা দিয়ে রাজপুত্র বোল্লেন, "এক মিনিটও না!—উইলমটের যা কিছু এখানে আছে, সমস্তই ম্যাঞ্চেষ্টার স্কোয়ারে লর্ড একলেষ্টনের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও!"

ভয়ঙ্কর বাতুলালয় থেকে আমরা বেরুলেম। ফটকের বাহিরে লর্ড একলেষ্টনের গাড়ী প্রস্তুত। আমরা গাড়ীতে উঠলেম। গ্রান্‌বি তখনও টুপী হাতে কোরে নীরবে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। গাড়ী দ্রুতবেগে চোল্লো। রাজপুত্র বোল্লেন, "আমরা মাঞ্চেষ্টার স্কোয়ারে যাচ্ছি। জোসেফ! যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এক মহাবিপদ উপস্থিত!—সে বাড়ীতে সহসা এখন মৃত্যু অগ্রসর!—লর্ড একলেষ্টন মৃত্যুশয্যাশায়ী।"

চোম্‌কে উঠে, আকস্মিক আতঙ্কে,—সংশয়ে, সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লর্ড একলেষ্টন মরেন?—সে কি? কি পীড়া হয়েছিল?"

THE EARL'S DEATH

"পীড়া নয়;—ঘোড়া থেকে পোড়ে গিয়েছেন! তিনি বাঁচবেন না! আমি সবেমাত্র কাল লণ্ডনে এসে পৌঁছেছি। আজ প্রায় ছমাসের কথা, ফ্লোরেন্স থেকে তুমি বিদায় হয়েছ; মিলানসহর থেকে আমারে এক পত্র লিখেছিলে, সেখানে যা যা ঘটনা হয়েছে, সেই পত্রে আমি জানতে পারি। তার পর, লণ্ডন থেকে তুমি আর এক পত্র লেখ; সেই পত্রের পর

আর কোন পত্রাদি আমি পাই নাই। সেই পত্রে আমি জেনেছিলেম, লর্ড একলেষ্টন অঙ্গী-কার কোরেছেন, তোমার সমস্ত নিগূঢ় পরিচয় তিনি প্রকাশ কোরবেন। সেই অবধি আমি তোমার পত্রের মুখ চেয়ে ছিলেম। কত দিন গেল, তোমার আর কোন খবরই পেলেম না। মনে ভারী উদ্বেগ জন্মালো। মধ্যে কর্সিকা থেকে কাউন্ট মন্টিডিওয়োর এক পত্র পাই। তোমার কোন পত্রাদি না পেয়ে, তিনিও মহা উদ্বিগ্ন। তস্কানী ও অষ্ট্রীয়গবর্ণমেন্টের ক্ষমাপত্র প্রাপ্ত হয়ে, তিনি আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সে পত্রের উত্তরে আমি লিখি, তোমার কোন সমাচার পাই নাই। কাউন্ট তিবলি,—কাউন্ট আবেলিনো, তোমার সংবাদের জন্য আমারে পত্র লিখেছিলেন। একটী স্কচ্ ভদ্রলোক—"

"সাল্‌ট্‌কোট?"—কথার ভাব বুঝেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সাল্‌ট্‌কোট?"

"হাঁ হাঁ, তিনিই বটে। আহা! তিনি তোমার জন্য কতই উদ্বিগ্ন,—কত কথাই তিনি আমারে বোল্লেন,—তোমার কোন খবর পেয়েছি কি না, জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমি কিছুই উত্তর দিতে পাল্লেম না। তাঁর মুখে শুনলেম, মিলান থেকে ফিরে এসে, প্যারিসে তুমি তাঁদের সঙ্গে দেখা কোরেছিলে; লণ্ডনে হল্‌বরণের হোটেলে থাক্‌বে বোলে এসেছিলে; তিনিও লণ্ডনে এসেছিলেন,—হল্‌বরণের হোটেলে অন্বেষণ কোরেছিলেন, দেখা পান নাই। হোটেলের লোকেরা বোলেছে, অকস্মাৎ সেখান থেকে তুমি চোলে গিয়েছ। আহা! সেই ভদ্রলোকটী যেখানে সেখানে তোমায় খুঁজে বেড়িয়েছেন, কোথাও দেখা পান নাই। ক্রমশই আমার দুর্ভাবনা বাড়্‌তে লাগ্‌লো। তোমার কোন বন্ধুবান্ধব কোন খবর দিতে পাল্লেন না, সুতরাং আমি নিজেই ইংলণ্ডে আস্‌বার সংকল্প কোল্লেম। সাল্‌টকোটের সঙ্গে দেখা হবার প্রায় একপক্ষ পরে আমি লণ্ডনযাত্রা করি।—কাল এসে পৌঁছেছি। হল্‌বরণের হোটেলে গিয়েছিলেম;—কোথায় তুমি গিয়েছ,—হমাস কোথায় আছ, জান্‌বার জন্য হোটেলের লোকেদের বিস্তর পীড়াপীড়ি করি; কিছুতেই তারা কোন কথা বোল্‌তে চায় না। তারা বলে, "কত লোক যাচ্ছে,—কতলোক আস্‌ছে, কার খবর আমরা রাখি?"—আমি তখন আমার নিজের পরিচয় দিলেম। ব্রিটিস্ কোর্টে যে তস্কানপ্রতিনিধি আছেন, তাঁর দ্বারা ব্রিটিসগবর্ণমেন্টের সহায়তা নিয়ে, আমি বিশেষ অনুসন্ধান কোর্‌বো, এই কথা তাদের বোল্লেম। তারা তখন ভয় পেলে। যতটুকু জানে, ততটুকু বোল্লে। তোমার আত্মীয়-লোকে তোমাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, এই পর্য্যন্ত আমি জানতে পাল্লেম। কোথায় রেখেছে,—কি বৃত্তান্ত, তা তারা কিছুই বোল্লে না। আমি বুঝ্‌লেম, হয় লর্ড একলেষ্টনের চাতুরী, না হয় সেই ধূর্ত্ত লানোভারের বিশ্বাসঘাতকতা। সমস্তই আমি তখন বুঝ্‌তে পাল্লেম। যে সময় লর্ড একলেষ্টন তোমার পরিচয়ের কথা বোল্‌বেন অঙ্গী-কার, ঠিক সেই সময়েই তুমি অদৃশ্য! হোটেলের পুস্তক দেখে আমি জান্‌লেম, যে তারিখে লণ্ডন থেকে তুমি আমাকে পত্র লেখ, সেই তারিখেই তোমাকে সোরিয়ে ফেলেছে। তার পর কেন যে তুমি পত্র লেখ নাই, তাও আমি তখন বুঝ্‌লেম। হোটেলের লোকের মুখে যদ্দূর সংবাদ পেলেম, তাতে তোমার ঠিকানা পাওয়া গেল না। সুতরাং আমি সরাসর

মাঞ্চেষ্টার স্কোয়ারে চোলে গেলেম। লর্ড এক্‌লেষ্টনের সঙ্গে দেখা কোত্তে চাইলেম। কাল বেলা তিনটের সময় সেখানে আমি যাই। শুন্‌লেম, লর্ডবাহাদুর অশ্বারোহণে বেড়াতে বেরিয়েছেন, লেডী এক্‌লেষ্টনও গাড়ী কোরে কার সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েছেন। ফিরে এলেম না,—অপেক্ষা কোরে থাক্‌লেম। খানিকক্ষণ পরেই এক শোচনীয় ভয়ানক দৃশ্য আমার নয়নপথে উপস্থিত! চাকরেরা একখানা ভাড়াটে গাড়ী কোরে, প্রায় নির্জ্জীব অবস্থায় লর্ড এক্‌লেষ্টনকে বাড়ীতে নিয়ে এলো! পূর্ব্বেই তোমাকে বোলেছি, তিনি ঘোড়া থেকে পোড়ে গিয়েছেন। খানিক পরেই লেডী এক্‌লেষ্টন ফিরে এলেন। স্বামীর দুরবস্থা দেখেই তিনি বিহ্বল!—বিলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। সে দুঃখের সময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না, কাজে কাজেই তখন আমি ফিরে এলেম। আজ বেলা নটার সময় আবার আমি এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে যাই;—লেডী এক্‌লেষ্টনের সঙ্গে দেখা করি। শোকেদুঃখে তিনি অত্যন্ত বিষাদিনী। তিনি আমারে সঙ্গে কোরে তাঁর স্বামীর গৃহে নিয়ে গেলেন। কোথায় তোমাকে লুকিয়ে ফেলেছে, মুমূর্ষু লর্ডের মুখেই সে কথা আমি শুনি। তার পর কি হলো, সে কথা তোমাকে আমি এখন বোল্‌বো না। তৎক্ষণাৎ তোমার খালাসী হুকুমনামা লিখিয়ে নিলেম। লর্ড এক্‌লেষ্টন দস্তখৎ কোল্লেন। সামর্থ্য ছিল না, লেডী এক্‌লেষ্টন হাত ধোরে সই করিয়ে নিলেন। সেই হুকুমনামা গ্রহণ কোরেই, তৎক্ষণাৎ তোমাকে আমি বাতুলালয় থেকে খালাস কোত্তে যাই।"

রাজপুত্রের কথাগুলি শেষ হলো, গাড়ীখানিও এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে পৌঁছিল। আমি এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে উপস্থিত। এখন আর কোন কুচক্র নাই। কাউণ্ট লিবর্ণোর সঙ্গে আমি আছি, হৃদয়ে সম্পূর্ণ সাহস। ঘন ঘন আমার বুক লাফাতে লাগ্‌লো। পাঠকমহাশয়! আমার জীবনকাহিনী লিখ্‌তে লিখ্‌তে এইখানে অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে, আমারে একবার লেখনী পরিত্যাগ কোত্তে হয়। অনির্ব্বচনীয় মনোবেগে, আদ্যোপান্ত অতীতঘটনা স্মরণে, আমি একান্ত অবসন্ন হয়ে পোড়েছিলেম। খানিকক্ষণ সুস্থ হয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করি।

সাদরে সস্নেহে আমার হস্তধারণ কোরে, কাউণ্ট লিবর্ণো বোল্লেন, "জোসেফ! প্রিয়তম মিত্রবর! শান্ত হও!—ধৈর্য্যধারণ কর!"

ধৈর্য্যধারণ করা তখন আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। উভয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। যে ঘরে লেডী এক্‌লেষ্টন, প্রথমেই সেই ঘরে গেলেম। লেডী এক্‌লেষ্টন আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন;—হাঁ, আসন থেকে উঠ্‌লেন;—কেবল শাদা কথায় অভ্যর্থনার জন্য গাত্রোত্থান নয়, উঠেই দু-হাত বাড়িয়ে আমারে কোলে কোরে নিলেন!

পাঠকমহাশয়! এই জায়গায় কতকগুলি বিবরণ আমি চেপে রাখ্‌বো।—অচিরেই সেগুলি প্রকাশ পাবে;—তখন আপ্‌নারা সমস্ত পরিচয় জান্‌তে পার্‌বেন। কাউণ্ট লিবর্ণো আমারে লেডী এক্‌লেষ্টনের কাছে রেখে, ঘর থেকে তখন বেরিয়ে এলো। লেডী এক্‌লেষ্টন আমারে স্বামীগৃহে নিয়ে গেলেন। লর্ড এক্‌লেষ্টন তখন কেবল জীবিত আছেন, এইমাত্র। দেহের ভিতরের একটা রক্তবাহিকা শিরা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারেরা বোলে-

ছেন, চিকিৎসার অসাধ্য ! মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে আমি জানু পেতে বোস্‌লেম। হুহু কোরে চক্ষে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো,—দুর্ দুর্ কোরে বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো,—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেম,—জড়িতস্বরে লর্ড বাহাদুরের পূর্ব্ব ষড়্‌যন্ত্র সমস্তই ক্ষমা কোল্লেম। পরলোকে তাঁর মঙ্গল হয়, অন্তরের সহিত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোল্লেম। মরণকাল পর্য্যন্ত লর্ড একলেষ্টন সজ্ঞান ছিলেন। ১৮৪২ সালের ৮ই নবেম্বর বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় আর্‌ল্ অফ একলেষ্টন অনিত্য সংসারলীলা সম্বরণ কোল্লেন !

এইখানেই আমার জীবনকাহিনীর বিচ্ছেদ। উপযুক্ত অবসরে এই বিচ্ছেদের বিগম হবে। ১৩ই নবেম্বরে লর্ড একলেষ্টন বাহাদুরের সমাধিক্রিয়া নির্ব্বাহিত হলো। শোচনীয় অপঘাত মৃত্যু, সুতরাং অতি সঙ্গোপনেই সমাধি। ১৪ই নবেম্বর প্রাতঃকালে বাষ্পীয় শকটারোহণে আমি উত্তরাঞ্চলে যাত্রা কোল্লেম। আমি একাকী। কাউণ্ট লিবর্ণো আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন না। মিত্রতার অনুরোধে আমি বরং সঙ্গে আস্‌বার জন্য অনুরোধ কোল্লেম, তিনি উত্তর দিলেন, "না জোসেফ ! তুমি একাই যাও ! যে শুভ উদ্দেশে তোমার যাত্রা, অপরলোক দূরে থাক্, পরম বন্ধুরও এ সময় তোমার সঙ্গে থাকা অনুচিত। তুমি আমাকে বন্ধু বোলে সমাদর কর, তোমার বন্ধু বোলে আমিও গৌরব করি,- তুমি আমাকে যথেষ্ট সম্মান কর, তাও জানি, কিন্তু উপস্থিত কার্য্যে আমারও সঙ্গে যাবার অধিকার নাই।"

এই জন্যই আমার একা যাত্রা। ভাগ্যক্রমে লণ্ডন থেকে মাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে আমি একটী পৃথক কামরা পেলেম। মনে তখন আমার কত ভাবের উদয়, মনই তা জানে। পাঠকমহাশয় এখানে যদি তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পান, মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌বেন ;—যে কারণে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি বিচ্ছেদ রেখেছি, সেটুকু হয় ত অনুমানে বুঝে লবেন, সেই জন্য এখানে আমি বেশী কথা বোল্‌বো না। কেবল এই পর্য্যন্ত বোলে রাখি, মুহূর্ত্তের জন্যও আনাবেলের প্রতিমা আমার হৃদয় ছাড়া নয়। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমার আশা-পথে বাধা দিবেন, সেই জন্য কি আমি উদ্বিগ্ন ?—সেই ভয়েই কি আমি সশঙ্কিত ?—সেই চিন্তায় কি আমি চিন্তিত ?—না, সে বিষয়ে কোন চিন্তা, কোন উদ্বেগ আমার নাই। হৃদয় আমার সে বিষয়ে পূর্ণ আশায় আশ্বস্ত। সংবাদ পেয়েছি, যাঁরা আমার অন্তরে সদাসর্ব্ব-ক্ষণ জাগরূক, তাঁরা সকলেই সুস্থশরীরে সুখে আছেন। কাউণ্ট লিবর্ণোর মুখেই সেই শুভ সংবাদ আমি পেয়েছি। লণ্ডনে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের উকীল টেনাণ্ট সাহেব অবস্থান করেন। পাঠকমহাশয় কি এই উকীলটীকে চিন্‌তে পার্‌বেন ? যখন আনাবেলকে আর আনাবেলের জননীকে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য লণ্ডনে আমি আসি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে তাঁদের কি সম্পর্ক, তা যখন জান্‌তে পারি, তখন যে উকীল টেনাণ্ট আমাদের মধ্যবর্ত্তী হন, সেই তিনি। আমি এখন হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে চোলেছি। যে তারিখে ফিরে আস্‌বো অঙ্গীকার কোরে, দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি দেশভ্রমণে বেরিয়ে-ছিলেম,—বহু বহু অদ্ভুত ঘটনা—বহু বহু মহাবিপদ অতিক্রম কোরে, সেই অঙ্গীকার আজ পালন কোত্তে চোলেছি। ওঃ ! বহুদিন পরে বহুবাঞ্ছিত শুভদিন সমাগত ! এই দিনটী

আমার জীবনকাহিনীর সর্ব্বসার স্মরণীয় দিন! ধন্য জগদীশ! আমার জীবনবৃত্তান্ত কি অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য! ভাবলেই মনে হয়, অপরূপ উপন্যাস;—কিন্তু বাস্তবিক সমস্তই সত্য, সমস্তই সত্য! আনাবেল! এ হৃদয়ে এতদিন তোমারে আমি ভালবেসে এসেছি!—আনাবেল! সাত বৎসরকাল আমার হৃদয়পটে তোমার প্রতিমা সমঙ্কিত!—আনাবেল! তোমার সুকোমল নীলনলিন নেত্রযুগল যেন আশা আর ভালবাসার ধ্রুবনক্ষত্রস্বরূপ আমার হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে!—আনাবেল! সম্পদে, বিপদে,—আশায় নৈরাশ্যে, হৃদয়মন্দিরে তোমারে আমি দেবকন্যারূপে পূজা কোরে এসেছি!—আনাবেল! আজ আমি তোমারি মুখচন্দ্রদর্শনে লালায়িত হয়ে, তোমারি কাছে তাড়াতাড়ি ছুটেছি!—আনাবেল! আশা করি,—এখনও আশা,—অচিরেই আমি তোমারে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ কোরে, প্রশান্ত প্রণয়ের আদর্শ দেখিয়ে, চিরাকাঙ্ক্ষিত সুখের অধিকারী হবো।

সন্ধ্যাকালে মাঞ্চেষ্টারে পৌঁছিলেম। পাঁচটা বেজে গেছে। সার্ মাথু হেসেলটাইন যখন রিডিংনগর পরিত্যাগ কোরে, পৈতৃক ভদ্রাসনে ফিরে যান, আমি সঙ্গে এসেছিলেম, মাঞ্চেষ্টারের যে হোটেলে তিনি বাসা কোরেছিলেন, এবারেও আমি সেই হোটেলে নামলেম। হোটেলের যে ঘরে তিনি বোসেছিলেন,—ভৃত্যবেশে অনুমতি প্রতীক্ষায় যে ঘরে তাঁর সম্মুখে আমি কড়যোড়ে দাঁড়িয়েছিলেম, নূতন হয়ে আবার আমি সেই ঘরে,—সেই আসনে উপবেশন কোল্লেম। পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে, দরদরধারে নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো।

আহারে অভিরুচি ছিল না,তথাপি যৎকিঞ্চিৎ আহার কোল্লেম। রোলাণ্ডপরিবারের সঙ্গে দেখা কোত্তে বেরুলেম। আজ দুই বৎসরের বেশী হলো, তাঁদের সঙ্গে দেখা। তখনও তাঁরা আমারে সমাদরে অভ্যর্থনা কোরেছিলেন। আজ আবার দেখা কোত্তে চোল্লেম।

রোলাণ্ডনিকেতনে পৌঁছিলেম। সেই দীর্ঘাকার দ্বারবান্ আমারে দরজা খুলে দিলে। বহুদিন পরে আমারে দেখে, সে তখন কতই আহ্লাদিত। ওঃ! যখন আমি নিরাশ্রয়, নির্ব্বান্ধব,—উপবাসী ভিখারী;—যখন আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, এই বাড়ীর দরজার ধাপের উপর অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিলেম, এই দ্বারবান্ তখন আমার প্রতি দয়া কোরেছিল! "সামান্য ভিখারী নয়" দ্বারবান্ এই কথা বোলেছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর উপস্থিত। দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "টমাস! কর্ত্তাগৃহিনী ভাল আছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ! আপনাকে দেখে, তাঁরা আজ বড়ই আহ্লাদিত হবেন। আসুন্ আপনি! আসুন্ এই দিকে! এই—"

"একটু দাঁড়াও টমাস্!—একটু দাঁড়াও!—তোমার মনে পড়ে?—যে দিন আমি দুঃখের দশায় ঐ সিঁড়ির ধারে শুয়ে ছিলেম, তুমি আমার প্রতি দয়া কোরে তোমার মনিবকে বোলেছিলে, সামান্য ভিকারী নয়। ওঃ! সে কথাটী আমি একদিনও ভুলি নাই!"

"সে কথা কেন বোলছেন উইলমট? দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনি এখানে এসেছিলেন, কর্ত্তাগৃহিনীর সঙ্গে একত্রে আহার কোরেছিলেন, দেখে আমি কতই সুখী হয়েছিলেম।

আপনি আমার হাতে ব্যাঙ্কনোট দিয়ে গিয়েছেন। পুরস্কার কেন? আপনার অসময়ে আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ কোরেছিলেম; টাকা পাবার লোভে করি নাই।"

"হাঁ, তোমার দয়া কখনই আমি ভুল্‌বো না। এখন আমার অবস্থা ফিরেছে। আমি কিছু কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। টমাস! এই যৎকিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন গ্রহণ কর! দ্বিরুক্তি কোরো না! যদি না লও, আমি বড়ই দুঃখিত হব।"

এই কথা বোলেই, একশত পাউণ্ডের একখানি ব্যাঙ্কনোট টমাসের হস্তে অর্পণ কোরে, দ্রুতপদে আমি বৈঠকখানায় গিয়ে উঠ্‌লেম। যখন আমি এই বাড়ীতে চাকর ছিলেম, তখন রোলাণ্ডদম্পতী যে বৈঠকখানায় বোস্‌তেন, বরাবর সেই ঘরে গিয়েই আমি উপস্থিত। কর্ত্তাগৃহিণী উভয়েই তখন সেই বৈঠকখানায় বোসে চা খাচ্ছিলেন। আমারে দেখে উভয়ে কতই হর্ষপ্রকাশ কোল্লেন। অকস্মাৎ আমার অঙ্গবস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে, উভয়েই সচকিতে চমকিত।

আমিও আমার কৃষ্ণবসনের প্রতি কটাক্ষপাত কোরে, ত্রস্তস্বরে বোল্লেম, "ও বিষয়ে কোন কথা এখন জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন না, এখন আমি কোন কথা বোল্‌তে পার্‌বো না। শীঘ্রই আমি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো, তখন আপনারা সমস্ত বিবরণ জান্‌তে পার্‌বেন। এ যাত্রা আমি মাঞ্চেষ্টারে বেশীক্ষণ থাক্‌বো না। মাঞ্চেষ্টারে এসেছি, আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই নিমিত্তই আসা।"

কতই স্নেহ,—কতই সমাদর,—কতই আনন্দ। উভয়েই তাঁরা সখ্যভাবে আমার করমর্দ্দন কোল্লেন। তাঁদের বাড়ীতে না এসে, হোটেলে বাসা কোরেছি, সে জন্য কতই তিরস্কার কোল্লেন, আমি তাতে দ্বিরুক্তি কোল্লেম না। তাঁদের সঙ্গে আমি চা খেলেম। আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, এই পর্য্যন্তই তাঁদের বোল্লেম;—তার বেশী কোন কথাই বোল্লেম না;—তাঁরাও পীড়াপীড়ি কোল্লেন না। অবস্থা উন্নত হয়েছে শুনে, তাঁরা সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। রোলাণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র ষ্টিফেন সস্ত্রীক কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেম;—শুন্‌লেম, তাঁদের এখন সৌভাগ্যের অবস্থা। ডিলহামের বৃদ্ধ মার্কুইস্ শেষদশায় কন্যাজামাতার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কোরেছেন; মরণকালে সদয় হয়ে, উইল কোরে বিষয় দিয়ে গিয়েছেন। এই সংবাদে আমি সন্তোষলাভ কোল্লেম। দুঘণ্টা সেই বাড়ীতে থেকে আবার হোটেলে ফিরে গেলেম।

ষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

১৫ই নবেম্বর।

রজনী প্রভাত। আজ ১৫ই নবেম্বর।—যে শুভদিনের প্রত্যাশায় দিন দিন মুহুর্ম্মুহু উর্দ্ধমুখে আমি আশাপথ চেয়ে ছিলেম, সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত শুভদিনের সুপ্রভাত সমাগত!—১৮৪২ সালের ১৫ই নবেম্বর। হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব। এ সময় এ অঞ্চলে নিত্য প্রভাতে মেঘ হয়,—কুয়াসা হয়,—অন্ধকার হয়,—অনবরত হিম পড়ে. আজ আমার চক্ষে সমস্তই প্রফুল্ল। গগনপথে প্রভাকর তীক্ষ্ণরশ্মি বর্ষণ কোচ্চেন, অনন্ত নীলগগনের কোথাও একবিন্দু মেঘ নাই, প্রকৃতি হাস্যমুখী;—হেমন্তকাল বোলে অনুমান করাই যায় না। প্রকৃতিরাজ্যে অধিকার-কাল পরিপূর্ণ, শরৎ বোধ হয় সে সংবাদ জান্‌তেই পারে নাই;—নূতনরাজ্যে অভিষিক্ত হবে, হেমন্ত বোধ হয় সে কথাটী ভুলেই রয়েছে। ঠিক যেন আমার চক্ষে শুভশরৎকাল বিরাজিত। হেমন্তপ্রভাতে প্রভাতসমীর হিল্লোলিত হোচ্চে। প্রভাতসমীর আমার ভাবী সুখ-সৌভাগ্যের দূত হয়ে, হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে আমার শুভবার্ত্তা বিঘোষণ কোত্তে যাচ্চে। মাঞ্চেষ্টার আজ আমার নয়নে অতি সুখময়। প্রভাতেই আমি বাষ্পীয় শকটে আরোহণ কোল্লেম। বেলা প্রায় এগারোটার সময় কেন্দাল ষ্টেসনে ট্রেণ পৌছিল। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, ওয়েষ্টমোরলাণ্ডের ক্ষুদ্রনগর কেন্দাল। কেন্দাল ষ্টেসনে আমি নাম্‌লেম।

কেন্দালসহরের এক ক্রোশ দূরে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ। মনের স্ফূর্ত্তিতে পদব্রজেই আমি প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা কোল্লেম। সময়টী বাস্তবিক অতি রমণীয়। অতি পরিষ্কার সুপ্রশস্ত রাজপথ। ধীরে ধীরে মৃদুপদসঞ্চারে সেই রাজপথে আমি অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। সার্ মাথ্ হেসেল্‌টাইনের উপদেশমত দুই বৎসরকাল সাধ্যমত যত্নে আমি আমার ব্রতপালন কোরেছি। ঠিক যে সময়ে প্রাসাদে উপস্থিত হবার কথা,—ঠিক বেলা দুই প্রহরের সময়েই আমি উপস্থিত হব, ক্রমাগত দুই বৎসর এই সংকল্প ছিল, আজ সেই শুভসংকল্পসিদ্ধির শুভ অবসর উপস্থিত। ধীরে ধীরে যাচ্ছি;—যতই নিকটবর্ত্তী হোচ্চি, ততই আমার অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয়। রাস্তার দুই ধারে যে যে নিদর্শন দেখে গেছি, আজ আবার একে একে সেই সব নিদর্শন সুখময়ী মূর্ত্তিতে আমার নয়নপথের অতিথি হোচ্ছে। মুহুর্ম্মুহু আনন্দনিশ্বাস বিনির্গত হোচ্চে,—মুহুর্ম্মুহু আনন্দবাষ্পে কণ্ঠরোধ। পথের দুধারে বৃক্ষের শোভাসৌন্দর্য্য দর্শন কোচ্চি,—সুন্দর সুন্দর উদ্যানের শোভা দেখ্‌ছি,—শারি শারি পরিচিত অট্টালিকাশ্রেণী ক্ষণে ক্ষণে আমার নয়নে আনন্দ বিতরণ কোচ্চে, আনন্দপ্রমোদে পদব্রজে পরিচিতপথে আমি চোলেছি। বিরলপল্লব তরুরাজির শিরোদেশ ভেদ কোরে, সেই প্রাচীন প্রাসাদের উচ্চ উচ্চ চিমনীরা যেন আমারে দেখা দিবার নিমিত্তই দূরে দূরে উঁকি মাচ্চে।

হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত ! ওঃ ! ঐ বাড়ীতে আমার হৃদয়প্রতিমা আনাবেলের অধিষ্ঠান !—ঐ বাড়ীতেই আমার প্রাণপ্রিয়তমা আনাবেল অবস্থান কোচ্চেন ! ঐ বাড়ীতেই আমি চোলেছি !—ঐ বাড়ীতেই এখন আমার জুড়াবার স্থান ! ওঃ ! অতুল অসীম—অপ্রমেয় আনন্দ ! অভীপ্সিত নির্ব্বাসনের নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ। সময়বিঘোষক ঘটিকাযন্ত্র !—ওঃ ! কতক্ষণে—কতক্ষণে তুমি আমারে আহ্বান কোরবে ? কতক্ষণে—কতক্ষণে তোমার রসনা থেকে দ্বিবা দ্বিপ্রহরের সুমধুর ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোরবে ? কতক্ষণে—কতক্ষণে আমি আমার প্রাণপ্রতিমা আনাবেলের চন্দ্রবদন দেখতে পাব ? ওঃ ! জীবনে কত শত অসহ্য যন্ত্রণাই ভোগ কোরেছি ! আজ আমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ; অসাধ্যসাধনের সমস্ত যত্নের চিরাকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার !

ক্রমশই নিকটবর্ত্তী—ক্রমশই নিকটবর্ত্তী। মনের উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে, এখানে যদি আমি বেশী কিছু আনন্দবেগ প্রকাশ করি, পাঠকমহাশয় ক্ষমা কোরবেন। আমার মত অবস্থায়, তেমন তেমন দুর্দ্দিনের পর, এমন শুভদিনের উদয়ে আপনাদের নিজের মনের ভাব কিপ্রকার হয়, আমার প্রতি সদয় হয়ে, সেইটী এক একবার স্মরণ কোরবেন। আমার চক্ষের উপর হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ। প্রেমাকুলনয়নে প্রাসাদশোভা আমি নিরীক্ষণ কোচ্চি। আহ্লাদে ইন্দ্রিয় অবশ ; -শরীর যেন কতই ভারী ! আনন্দভরে দেহ যেন আর চলে না। একটী বৃক্ষের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেম।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের সুখে কাঁদলেম। অজস্রধারে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত ! কাঁদলেম ;—নেত্রমার্জ্জন কোরেম, আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হোতে লাগলেম। আরও দশমিনিট।—দশ মিনিট পরে হেসেল্‌টাইনউদ্যানের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত। সুপ্রশস্ত লৌহফটক নির্ব্বিরোধে উদ্‌ঘাটিত !—কার জন্য উদ্‌ঘাটিত ? উদ্যানমধ্যে কোন গাড়ী প্রবেশ করে নাই,—উদ্যানমধ্যে একখানিও গাড়ী দাঁড়িয়ে নাই,—একখানিও গাড়ী বাহির হয়ে আসছে না, তবে কার জন্য এ ফটকদ্বার উদ্‌ঘাটিত ?—আমারই জন্য কি ? প্রায় সহস্রহস্ত দূরে অট্টালিকা। এতদূর থেকেই কি আমার অভ্যর্থনা আরম্ভ ?

মুহূর্ত্তমধ্যে কতকগুলি লোক হাসতে হাসতে এসে, আমারে ঘিরে দাঁড়ালো। ফটকের সেই বৃদ্ধ দ্বারপাল,—দ্বারপালের কন্যা সিবি,—জামাতা রুবণ, ছেলেমেয়ে চারটী। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি এই প্রাসাদ থেকে বিদায় হই, তখন দেখে গিয়েছিলেম, দরোয়ানের ছেলেমেয়ে তিনটী; এখন দেখলেম চারটী। তারা সকলেই সহাস্যবদনে আমারে অভ্যর্থনা কোত্তে এলো। উৎসবের সময় লোকে যেমন নববস্ত্র পরিধান করে, তাদের সকলেরই সেই প্রকার সুন্দর সুন্দর উৎসববসন পরিধান। সকলের নয়নে আনন্দজ্যোতি বিকাশমান। বাড়ীর কে কেমন আছেন,—যাঁদের শুভসংবাদের জন্য আমার অন্তরাত্মা সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল, তাঁরা এখন কে কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করি মনে কোল্লেম, বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসে বাস্তবিক আমার স্বরস্তম্ভ হয়ে এলো। হঠাৎ দেখি, দ্বারপালের বদনে, তার কন্যাজামাতার বদনে, এক প্রকার বিস্ময়ভাব সমঙ্কিত। সহসা আমার অঙ্গবস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিদান কোরেই তারা সবিস্ময়ে বিমর্ষ।

কি যেন চিন্তা কোরে, একটু থোম্‌কে থোম্‌কে, মৃদুগুঞ্জনস্বরে দ্বারপাল্ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "মিষ্টার উইলমট! আপনার কি কোন আত্মীয়বিয়োগ হয়েছে?"

দরদরধারে আমার নেত্রে অশ্রুপাত হোতে লাগ্‌লো। কাতর হয়ে দরোয়ান আবার বোল্লে, "যে কোন দুঃখের ঘটনাই হোক্, এ বাড়ীতে সে খবর আসে নাই। যা হোক্, এখানে মহাসমারোহের আয়োজন, এদিকে ত দেখ্‌ছি অবস্থা এই। আমার জামাই কি তবে আগে গিয়ে এ খবরটা—"

আবেগে,—অনুরাগে বৃদ্ধ দ্বারপালের হস্তধারণ কোরে, নম্রভাবে আমি বোল্লেম, "খবর? না না,—খবর দিতে হবে না, সার্ মাথু যেমন যেমন ইচ্ছা কোরেছেন, তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে,—তাঁর ইচ্ছামত আমোদ উৎসব হয়, তাই আমার ইচ্ছা। ওঃ! তোমার কথা শুনে আমার বোধ হোচ্চে, যথার্থই আজ তবে মহাসুখের—"

বোল্‌তে বোল্‌তে আর বোল্‌তে পাল্লেম না। হর্ষবিহ্বলে আবার আমার স্বরস্তম্ভ।

দরোয়ানেরও চক্ষে জল। আমার অলক্ষিতে অশ্রুমার্জ্জন কোরে, বৃদ্ধ তখন তার ঘরের দরজার দিকে আমারে চেয়ে দেখ্‌তে ইঙ্গিত কোল্লে। আমি দেখ্‌লেম, টেবিলের উপর শাদা ধপ্‌ধপে কাপড়মোড়া। তার উপর শারি শারি ভাল ভাল সরাপের বড় বড় ডিকাণ্টার। রন্ধনের ধূম লেগে গেছে। বড় বড় হাঁড়ীতে নানাপ্রকার উপাদেয় সামগ্রী রন্ধন হোচ্চে।

দরোয়ান বোল্লে, "মিষ্টার উইলমট! এখানে আজ মহাভোজ। বাড়ীতে আজ ঘটার সীমা নাই। আপনার মঙ্গলের জন্য মনের আনন্দে আজ সকলে এই বাড়ীতে আমোদ-প্রমোদ কোর্‌বেন। বিয়োগশোকে আপনি যদি—"

"না না, ওকথা মনে কোরো না।"—সংক্ষেপে এই কথা বোলে, মনের উল্লাসে দরোয়ানের কন্যাজামাতার হস্তধারণ কোল্লেম,—ছোট ছোট ছেলেগুলিকে আদর কোল্লেম;—আবার আনন্দাশ্রু মার্জ্জন কোরে, উৎসাহ দিয়ে বোল্লেম, "সুখী হও!—সুখী হও!—আনন্দ কর! জগদীশ্বরের কৃপাতেই আজ আমাদের সকলেরই এই সুবিমল সুখের দিন সমুপস্থিত!"

হর্ষবেগে এই শুভবার্ত্তা প্রদান কোরেই, তৎক্ষণাৎ আমি সচঞ্চলে তাদের কাছ থেকে বিদায় হোলেম। দ্রুতপদে প্রাসাদাভিমুখে চোল্লেম। নেত্রবাষ্পে কিছুই প্রায় পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্চি না। অশ্রুরুদ্ধনয়নে অট্টালিকার কেবল ছায়াটুকুমাত্র দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কি কথা বোলে যে, সে অসীম আনন্দ আমি প্রকাশ কোরে জানাব, বিস্তর অন্বেষণ কোল্লেম; কথা খুঁজে পেলেম না। মনে মনে বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেম, ওঃ! আমি শোকবস্ত্র পরিধান কোরে এসেছি;—বস্ত্রের অনুরূপ আমার হৃদয়ও শোকাচ্ছন্ন, একথা যদি বলি, স্পষ্টই তা হোলে মিথ্যাকথা বলা হবে। তবে কেন বাধা? আমার অভ্যর্থনার জন্য যা কিছু আয়োজন হয়েছে, তার বাধা কেন হবে? যাঁদের সঙ্গে আমি দেখা কোত্তে এসেছি, আমার কৃষ্ণবসনের ছায়ায় তাঁদের সব পবিত্রহৃদয় কখনই ত মলিন হোতে পারে না! তবে কেন সমারোহের বিঘ্ন হবে? দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার বিদায়কালে সার্ মাথু হেসেলটাইন শুভ অভিপ্রায়ে যে বিদায়ীবাক্য প্রয়োগ কোরেছিলেন, দরোয়ানের কথা শুনে, সেই কথাই আমার মনে

পৌঁছেছে। সার্ মাথু বোলেছিলেন, "তবে এসো জোসেফ ! নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসো !—মনে রেখো, যুগলবাহু প্রসারণ কোরে আমি তোমাকে কোলে লব !"—সার্ মাথু বোলেছিলেন, "সেই শুভদিনে মহাভোজ,—মহামহোৎসব হবে। জগদীশ যদি আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রাখেন, কুতূহলে আমি ভ্রমণকারী প্রবাসীকে সমাদরে ঘরে লব !"

হাঁ, তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। জগদীশ্বর তাঁরে বাঁচিয়ে রেখেছেন। জগদীশপ্রসাদে তিনি সুস্থশরীরে কুশলে আছেন। দ্বারপালের মুখে একটু ইঙ্গিত পেয়েছি; আমার নিজের অন্তরাত্মা বোলে দিচ্চে, যুগলবাহু প্রসারণ কোরে, সার্ মাথু আমারে কোলে লবেন।

ক্রমশই আমি অগ্রসর,—ক্রমশই নিকটবর্ত্তী,—ক্রমশই নিকটবর্ত্তী। পথের দুধারেই বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যস্থলে সুশীতল ছায়াপথ। অট্টালিকার দ্বারদেশে আমি উপস্থিত। উর্দ্ধনয়নে গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত কোল্লেম। একে একে চকিতমাত্রে সমস্ত গবাক্ষ দর্শন কোল্লেম। কোন গবাক্ষে একখানিও মুখ দেখ্তে পেলেম না। ক্ষণকালমাত্র মনের আকাশে একবিন্দু নৈরাশ্যমেঘ দেখা দিল। নৈরাশ্য !—ওঃ ! ধন্য জগদীশ ! সে নৈরাশ্য কতক্ষণ ?—পলকমাত্র, পলকমাত্র ! তখনি আবার হৃদয়পটে মোহিনী আশার মোহিনী প্রতিমা। প্রাসাদশিখরে পুরাতন ঘটিকাযন্ত্রে দিবা দ্বিপ্রহরের ঘোষণাধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর তানলয়ে প্রাসাদমধ্যে সুমধুর বাদ্যধ্বনি। দেখ্তে দেখ্তে নূতন নূতন পোষাকপরা সার্ মাথু হেসেল্টাইনের প্রজামণ্ডলী স্ত্রীপুত্রপরিবার সঙ্গে কোরে পূর্ণানন্দে দলে দলে সমবেত। মহানন্দে আমি বিহ্বল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাল্লেম না। সুখের পরাকাষ্ঠা,—আনন্দের চরমসীমা ! সে আনন্দের কথা রসনামুখে ব্যক্ত হয় না,—লেখনীমুখে ব্যক্ত করা যায় না;—যে সুখ তখন আমি অনুভব কোচ্চি, কোন প্রকারেই সে অনুভবটুকু মনের মত কোরে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। অননুভূত অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ !—আহ্লাদে আমি কাঁপ্তে লাগ্লেম,—হেল্তে লাগ্লেম,—দুল্তে লাগ্লেম, টোল্তে লাগ্লেম !

সকল লোকেই সমবাক্যে জয়ধ্বনি কোরে উঠ্লো। সেই সময় আমি প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের উপর তিনটী আনন্দমূর্ত্তি নয়নগোচর কোল্লেম। আমি যেন তখন পাখী হোলেম, পায়ে যেন পালক হলো ! তীরবেগে অগ্রসর হোলেম। সম্মুখে তিন আনন্দমূর্ত্তি। সেইখানে সার্ মাথু হেসেলটাইন;—সেইখানে আনাবেলের জননী;—সেইখানে আমার হৃদয়ানন্দদায়িনী, স্বর্গসুন্দরী প্রাণাধিকা আনাবেল। সম্মুখে অগ্রসর হয়েই আমি বিপুল আনন্দবিহ্বলে উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি কোরে উঠ্লেম। সার্ মাথু হেসেল্টাইন সানন্দে বাহু বিস্তার কোরে আমারে আলিঙ্গন কোল্লেন;—বাহুপাশে বেষ্টন কোরে ধোল্লেন। তাঁর বুকে মাথা রেখে, ঘন ঘন আমি বিকম্পিত হর্ষনিশ্বাস পরিত্যাগ কোত্তে লাগ্লেম। স্নেহানন্দে সার্ মাথু বোল্লেন, "এসো প্রিয়বৎস ! ঘরে এসো ! দশসহস্র রসনায় আজ তোমার শুভাগমনের অভিনন্দন।"

পুনর্ব্বার বাজনা বেজে উঠ্লো। প্রাণময়ী আনাবেল আমার বাহুপাশে আবদ্ধ ! হাঁ, আনাবেল আমার কোলে ! সমবেত তত লোকের মাঝখানে বাস্তবিক আমি আনাবেলকে

কোলে কোরে নিলেম!—বোল্‌তে গেলে তখন আমার জ্ঞান ছিল না। লোকেরা সব উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি কোচ্চে, সে দিকে আমার কাণ নাই! তত লোক চতুর্দ্দিকে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে আমার চক্ষু নাই! আমার লক্ষ্যবস্তু একটী। সেই দিকেই আমার মনপ্রাণের আকর্ষণ!—আমার হৃদয়ের প্রেমসর্ব্বস্ব,—সুখসর্ব্বস্ব,—জীবনের আনন্দসার,—মনোমন্দিরের আরাধ্য দেবতা, স্বর্গসুন্দরী আনাবেল!

নিকটেই আনাবেলের জননী। তাঁরে আমি সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোল্লেম। সস্নেহে আমারে কোলে কোরে নিয়ে, কম্পিতকণ্ঠে স্নেহময়ী আমারে সস্নেহবচনে বোল্লেন, "এসো বাছা! ঘরে এসো!—পরমেশ্বরের কৃপায় তুমি ঘরে এলে, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হলো। আনাবেল এখন তোমার।"

আরও কি আমার বলা উচিত—এ আনন্দ অনির্ব্বচনীয়? আমি যেন তখন হাতে হাতে স্বর্গসুখ অনুভব কোত্তে লাগ্‌লেম্। সস্নেহে সঙ্গে কোরে তাঁরা তিনজনেই আমারে উপরের বৈঠকখানাঘরে নিয়ে গেলেন। তিনজনেই তখন সহসা এককালে আমার পরিহিত শোক-বস্ত্র অবলোকন কোল্লেন। বস্ত্রের দিকে কটাক্ষপাত কোরে, একটু থেমে থেমে, সার্ মাথু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জোসেফ! এ কি?"

"এখন আমারে ও কথা কিছুই জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন না। দেখতে পাচ্চেন, আমি সুখী। ওঃ! সুখী হবার দিনই বটে! এত সুখ আমার ভাগ্যে, কেন আমি সুখী হব না?"—এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আনাবেলের হাতখানি ধোরে, ধীরে ধীরে চুম্বন কোল্লেম।

সার্ মাথ তখন আর শোকবস্ত্রের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। চারজনেই আমরা বৈঠকখানায় বোস্‌লেম।—বাক্যালাপের জন্য নয়, তখন আমাদের বাক্যালাপের শক্তি ছিল না, হর্ষবেগে সর্ব্বহৃদয় পরিপূর্ণ! তাঁদের মুখপানে আমি চেয়ে দেখ্‌ছি,—আমার মুখপানে তাঁরা চেয়ে রয়েছেন, ওঃ! চক্ষেরা যেন আহ্লাদে আহ্লাদে কত কথাই বোল্‌ছে; শতসহস্র প্রমোদবার্ত্তা প্রকাশ কোচ্চে! আনাবেলের কাছেই আমি বোসেছি। আনাবেলের সুন্দর সুকোমল হাতখানি আমার হাতের উপর বিন্যস্ত। আনাবেলের তখন অপূর্ব্ব শ্রী! আমার আনাবেল তখন অপূর্ব্ব সুন্দরী! আনাবেল তেইশ বছরে পোড়েছেন। আমারও সেই বয়স। অনেকক্ষণের পর আমাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো;—রসনার কপাট খুলে গেল। যত কথা মনে ছিল, প্রকাশ কর্‌বার অবসর হলো না, কেবল তখনকার মত সুখের কথায় পরস্পর সুখের বিনিময়। দুই বৎসরে আমার চেহারা ফিরেছে;—বাল্যভাব দূর হয়েছে,—যৌবনে আমার সর্ব্ব অবয়বের স্ফূর্ত্তি পেয়েছে; সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমার রূপের কথা তুলে, পুনঃপুনঃ প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন। স্নেহরসে আনাবেলের জননীও আমার যৌবনপ্রাপ্ত রূপসৌন্দর্য্যের ইচ্ছামত প্রশংসা কোল্লেন।

লাভোভারের বাড়ীতে আনাবেলকে আমি প্রথম দেখি। আনাবেল তখন বালিকা। পরীর মত মোহিনীমূর্ত্তি। হঠাৎ আমি যেন মন্ত্রপূত হয়ে গেলেম। সেই বালিকা আনাবেলের প্রতি বালকবয়সে সেই দিন সেই সময় আমার অনুরাগের অঙ্কুর সঞ্চার হয়। সেটা আজ

সাত বৎসরের কথা। সেই আনাবেল এখন যুবতী। আনাবেলের সেই রূপ,—সেই লাবণ্য, এখন যৌবনসমাগমে কতই স্ফূর্ত্তি পেয়েছে। আনাবেল এখন যুবতী। গঠনের এমনি লালিত্য, এখনও আনাবেলকে যেন বালিকার মত দেখাচ্চে;—কতই অল্প বয়স মনে হোচ্চে। বালিকার মত অখলা,—সরলা;—বালিকার মত পবিত্রভাব, বালিকাসুলভ লজ্জায় এখনো আনাবেল আমার চক্ষে মধুময়ী বালিকা। ছেলেবেলা যেমন দেখেছি, এখনো যেন তেমনি দেখ্ছি। সংসারে পাপপুণ্যের গতিক্রিয়া আনাবেল অনেক দেখেছেন,—অনেক দেশ বেড়িয়েছেন, এ কথা সত্য, কিন্তু সুশীলা বালিকা প্রকৃতিগুণে সংসারের কূট চক্রের মর্ম্ম অবগত হন নাই। যা কিছু দেখেছেন, ভালই ভেবেছেন, সে পবিত্র অন্তরে মন্দভাব স্থান পায় না, মনের সুখেই আনাবেল প্রফুল্ল। বহু লোকের সঙ্গে একত্রবাস,—তরুণবয়সে বিদেশভ্রমণ,—পাপের পথে আন্তরিক ঘৃণা, এইসকল গুণে আনাবেলের যৌবন কিছুমাত্র কুঙ্করেখায় কলঙ্কিত হয় নাই।

আবার আমাদের বাক্যালাপ আরম্ভ হলো। অনেক কথা বল্‌বার আছে। তাড়াতাড়ি যতদূর পাল্লেম, ততদূর বোল্লেম,—ততদূর শুন্‌লেন। দুই বৎসরকাল যে যে কীর্ত্তি আমি কোরেছি,—যত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, একে একে সেইগুলি যখন বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম, তখন দেখলেম,—বেশ দেখ্‌লেম, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন একটু হাস্‌লেন। আনাবেলের জননীও একটু হাস্‌লেন। আনাবেলের মুখ পানে চেয়ে দেখ্‌লেম, মনোভাবে পুলকিত হয়ে, সুমধুর মৃদুস্বরে আনাবেল আমারে বোল্লেন, "জানি আমরা সব! প্রিয়তম জোসেফ! তুমি আমাদের কত উপকার কোরেছ,—কত বিপদে বাঁচিয়েছ, জানি আমরা সব! এপিনাইন পর্ব্বতে ডাকাতের হাতে পরিত্রাণ, সেখানে তোমার বীরত্ব,—গ্রীক বোম্বেটের হাতে মহা বিপদে আমাদের উদ্ধার,—সেখানেও তুমি বুদ্ধিবলে,—বাহুবলে, মহত্ব,—বীরত্ব দেখিয়েছ!"

চমৎকৃত হয়ে ত্বরিতস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমরা সে সব ব্যাপার জান? কেমন কোরে জান্‌তে পাল্লে?"

আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন ব্যগ্রস্বরে আমারে বোল্লেন, "এসো জোসেফ! গুটীকতক কথা তোমাকে আমি বোল্‌তে চাই। সে কথাগুলি এখন না বোল্লে নয়। এসো আমার সঙ্গে! আনাবেলের নিকট থেকে তোমাকে সোরিয়ে নিয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হোচ্চে না, কিন্তু সেই কথাগুলি হয়ে গেলে পর, সর্ব্বক্ষণ তোমরা একত্রে সুখানুভব কোত্তে পার্‌বে;—মনের সাধ মিটাতে পার্‌বে; কোন বাধাই থাকবে না।"—কথা বোলতে বোল্‌তে হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ কোরে, সার্ মাথু একটু সন্দিগ্ধভাবে বোল্লেন, "কার জন্য শোকবস্ত্র পরিধান, সে কথা ত তুমি আমাদের এখনো—"

বাধা দিয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "আঃ! তবে দেখ্‌ছি, এখনো আপ্‌নি আমার মুখে আরও কিছু বিশেষ কথা শুনতে চান! অনেক কথাই আপনার শোন্‌বার ইচ্ছা? আচ্ছা, একটু পরেই সব শুনতে পাবেন।"

"আচ্ছা, তবে এসো ;—তবে এসো খানিকক্ষণের জন্য আমরা দুজনে একটু নির্জ্জনে যাই।"—আমারে ঐরূপে আহ্বান কোরে, মুখ মুচ্‌কে একটু হেসে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন সকৌতুকে আনাবেলকে বোল্লেন, "আনাবেল! প্রাণাধিকে! বেশীক্ষণ আমি জোসেফকে তোমার কাছছাড়া কোরে রাখ্‌বো না!"

বৃদ্ধ মাতামহের রসিকতা শুনে, লজ্জাবতী আনাবেল আশু লজ্জায় বিনম্রমুখী। সার্ মাথু অগ্রবর্ত্তী, পশ্চাতে আমি;—সেই অবসরে, অলক্ষিতে চুপি চুপি আমি আনাবেলকে আর একবার আলিঙ্গন কোল্লেম। সার্ মাথু আমারে লাইব্রেরীঘরে নিয়ে গেলেন। ঘটনা দেখুন, দুইবৎসর পূর্ব্বে যে ঘরে বোসে, আনাবেলপ্রাপ্তির আশা দিয়ে, সার্ মাথু আমারে সংসার-পরীক্ষায় ব্রতী করেন, দুইবৎসর পরে আবার আমি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। আনাবেল আমার হবেন, সে আশা নিশ্চয়। কিন্তু সে কথা কি ইনি শুনেছেন? অভাগিনী কালিন্দীর অনর্থকর প্রণয়ের কথা কি সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কর্ণগোচর হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, ইনি যদি সে কথা না শুনে থাকেন, আজ আমি মন খুলে আমার জীবনের সেই শোচনীয় কলঙ্কের কথাটী আগাগোড়া ভেঙে বোল্‌বো। ইচ্ছা হলো বলবার;—একটু অবসর প্রতীক্ষায় সেই বাসনাকে মনে মনে সংকল্পসূত্রে বাঁধ্‌লেম।

সার্ মাথু উপবেশন কোল্লেন। সম্মুখের আর একখানি আসনে আমারে বোস্‌তে বোল্লেন। আমি বোস্‌লেম। যখন হয়, তখন এমনিই হয়ে থাকে। দুইবৎসর পূর্ব্বে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আর আমি ঠিক সেই ঘরে,—ঠিক সেই রকম আসনে, ঠিক সেই রকম মুখামুখী কোরে বোসেছিলেম। আবার দুইবৎসর পরে ঠিক তাই।

সার্ মাথু বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "প্রিয় জোসেফ! দুইবৎসর পূর্ব্বে এই লাইব্রেরীঘরে বোসে তোমাকে আমি যে যে কথা বোলেছিলেম, তা তোমার মনে আছে? আমি তোমাকে বোলেছিলেম, দুইবৎসরের জন্য দেশভ্রমণে যাও;—যদি অধর্ম্মপথে মতি যায়, আর ফিরে এসো না;—যদি ধর্ম্মপথে থেকে দুইবৎসরের পরীক্ষাকাল অতিবাহিত কোত্তে পার, নির্ভয়ে, সতেজে, সগৌরবে ফিরে এসো। এই কথা তোমাকে আমি বোলেছিলেম। দিন যখন উপস্থিত হলো, তখন তুমি মনে কোল্লে, সৎপথে সৎকার্য্যেই তোমার পরীক্ষাকাল উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই শ্লাঘাতেই মনের স্ফূর্ত্তিতে তুমি ফিরে এসেছ।—তুমি এসেছ!—আমার সঙ্গেই সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছ! যখন এসেছ, তখন মনে,—জ্ঞানে,—বিশ্বাসে,—নির্ভয়ে,—সতেজে, সগৌরবেই এসেছ, এটী কি আর আমার বুঝ্‌তে বাকী আছে?"

"সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন!"—সচকিতে, সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন! একটী কথা;—শেষকালে ইটালীতে যে যে ঘটনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, সে সব আপ্‌নার জানা থাকৃতে পারে, কিন্তু আমার জীবনকাহিনীর একটী বিশেষ উপাখ্যান এখনো আপনার জান্‌তে বাকী আছে।"

এইখানে শোচনীয় লেডীকালিন্দীসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের নিকটে সবিস্তারে অকপটে আমি পরিব্যক্ত কোল্লেম। কবে, কোথায়,

কি রকমে তিবর্টনের বাড়ীতে প্রথম সাক্ষাৎ ;—বীটদ্বীপে বিবি রবিন্‌সনের বাড়ীতে কি রকমে ছদ্মবেশে লেডী কালিন্দীর চাকরী স্বীকার করা ;—বালকস্বভাবে মতিভ্রমে,—দুর্জ্জয় রিপুর দুর্নিবার্য্য পরাক্রমে, কি রকমে আমার সঙ্গে অভাগিনীর যোগাযোগ ;—কিরূপে আমার ঔরসে কালিন্দীর গর্ভে সন্তান উৎপত্তি ;—কি রকমে বিচ্ছেদ ;—কি রকমে ফ্রান্সের ধর্ম্মশালায় আবার দেখা, সেই সমস্ত ঘটনাসূত্র অবধি, শিশু পুত্রের মৃত্যু ;—পুত্রশোকে অভাগিনীর পুত্রক্রোড়ে সমাধি পর্য্যন্ত সমস্ত ভয়াবহ উপাখ্যান আমি সচ্ছন্দে,—মুক্তকণ্ঠে, অকুতোভয়ে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের মুখপানে চেয়ে, অকপটে আগাগোড়া কীর্ত্তন কোল্লেম। উপাখ্যান কীর্ত্তন কোল্লেম, এ কথা কেন বোল্‌ছি, পাঠকমহাশয় সংশয় রাখ্‌বেন না ; অসংলগ্ন মনে কোরবেন না। বালককালে মতিভ্রমে অজ্ঞান অবস্থায় যে দুষ্কর্ম্ম আমি কোরেছিলেম, জ্ঞানোদয়ের পর যখন যখন সে কথাটা ভেবেছি,—সর্ব্বদাই মনে পোড়েছে, যখন যখন ভেবেছি, তখনি মনে হয়েছে উপাখ্যান। কতবার মনে মনে তর্ক কোরেছি, স্বপ্ন, না সত্য ? বাস্তবিক সজ্ঞানে সেটা যেন উপাখ্যান বোলেই ধারণা। এতদিনের পর সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের মুখের কাছে সেই উপাখ্যান আমি কীর্ত্তন কোল্লেম।

হৃদয় কাঁপ্‌লো। কেন হৃদয় কাঁপলো ? পলকমাত্র আমার হৃদয়াকাশ বিষাদমেঘে আবৃত। আনাবেলকে বুঝি হারাই ! সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোরেছেন। যতক্ষণ আমি উপাখ্যান কীর্ত্তন কোল্লেম, ততক্ষণ তিনি অটল,—নিশ্চয় হয়ে, বরাবর সটান আমার মুখপানে চেয়ে ছিলেন ;—অবসর অন্বেষণ কোচ্ছিলেন। কথার মাঝখানে আমার মুখে কোনপ্রকার ভয়ের চিহ্ন সূচিত হয় কি না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে কেবল তাই লক্ষ্য কোচ্ছিলেন। তখনকার সে দৃষ্টির ভাব,—সে মুখের ভাব, স্বতই যেন আমার হৃদয়ে আতঙ্ক ডেকে দিলে। মনে হলো, রিডিংনগরে যখন আমি চাকর, সেই সময়ে যে চাউনির মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, থর্ থর্ কোরে আমি কেঁপেছি,—প্রথম প্রথম যে মুখের বীভৎসভঙ্গী দেখে, ভয়ে,—ঘৃণায়, চাক্‌রীতে ইস্তফা দিতে মুহুর্ম্মুহু সংকল্প কোরেছি, সেই বিকট চাউনির মুখে, সেই ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গীর মুখে আবার আজ আমারে কম্পিত হোতে হলো। তত আদর,—তত যত্ন,—তত সম্ভ্রম,—তত অভ্যর্থনা,—সে সময় ত খেয়ালী ভাব,—খেয়ালী চেহারা,—খেয়ালী কথা কিছুই ছিল না। পূর্ব্বেও শুনেছি, ভদ্রাসনে সংসারী হবার পর অবধি তাঁর পূর্ব্বেকার সেই খিট্‌খিটে,—চিড়্‌চিড়ে স্বভাব—ভয়ঙ্কর রাগী মেজাজ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়ে গেছে। স্বচক্ষেও আমি দেখেছি তাই। অভাগিনী কালিন্দীর উপাখ্যান শ্রবণ কোরে, সার্ মাথু যেন বিলক্ষণ রেগেছেন, তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূতে,—আলোহিত ওষ্ঠে, তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগ্‌লো : ঠিক বুঝ্‌লেম, ঠিক সেই রিডিংনগরের সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন !

আনাবেলকে পাছে হারাই !—সার্ মাথু হেসেলটাইনের মূর্ত্তি দেখে, পলকমাত্র সেই আশঙ্কা আমার মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু পলকমাত্র। জানু পেতে বোসে, কড়যোড়ে সার্ মাথু হেসেলটাইনকে মিনতি কোরে, বোল্লেম, “মনের কথা সব আমি বোলেছি। কপটতার লেশমাত্র রাখি নাই। ধর্ম্মপ্রমাণে সমস্তই আমি স্বীকার কোরেছি। জীবনে

অজ্ঞানে মতিভ্রমে কেবল ঐ পাপে আমি কলঙ্কিত;—ঐ অপরাধে আমি অপরাধী। হাঁ, কেবল ঐ পাপটী আমি কোরেছি। এ পাপের কি ক্ষমা নাই?"

"ক্ষমা?"—সহসা আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, দুই বাহু প্রসারণে আমারে বুকে কোরে ধোরে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন প্রফুল্লকণ্ঠে বোল্লেন, "ক্ষমা?—ক্ষমা কিসের?—তুমি ত বাহাদুর ছেলে! ঈশ্বর করুন, পৃথিবীশুদ্ধ লোক তোমার মত বাহাদুর হোক্। সত্যকথা বোল্‌তে কি, তা যখন হবে,—জগতের সমস্ত লোক যখন তোমার মত মহত্ত্ব দেখাতে শিখ্‌বে, তখন এই পৃথিবী ত স্বর্গধাম হয়ে উঠ্‌বে!—হাঁ, ওসব কথা আমি জান্‌তেম।"

"আপনি জান্‌তেন?"—সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আপনি জান্‌তেন?" সহসা একটা পূর্ব্বকথা মনে পড়্‌লো;—সচকিতে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"আর আনাবেল?"

চকিতস্বরে সার্ মাথু বোল্লেন, "না না, জোসেফ! আনাবেল জানে না। ওরকম কোন কথা সে মনেও করে না!"

মনে অনেক প্রবোধ পেলেম;—মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে, আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আনাবেলের মা?"

"হাঁ, তিনি জানেন।—তিনি আর আমি। আনাবেল জানে না। আমার কন্যা শুনেছেন, কালিন্দী মোরেছে। তোমার উপর তিনি অপ্রসন্ন নন, তোমার উপর তাঁর যথেষ্ট স্নেহ। আনাবেল জানে না। দেখ জোসেফ! তোমাদের ত বিয়ে হবে, বিয়ে হোলে তোমরা সুখী হবে, আনাবেল ওকথার কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না, সেটা কিন্তু ভাল নয়। কিছুদিন পরে সময়ক্রমে তুমি একদিন আনাবেলের কাছে ঐ কথাটা গল্প কোরো। নিজে যদি না পার, আমার কন্যাকে দিয়ে জানিয়ে দিও। তিনিই বোল্‌বেন। কেন জান? কোন্ দিন হঠাৎ অপর কোন লোকের মুখে বিশ্রীরকমে শোনাটা বড়ই দোষের কথা। বলা ভাল। এখনি না, দু-পাঁচ বছর যাক্, তার পর একদিন রহস্য কোরে শুনিয়ে দিও।"

"আপনি এসব কথা কার কাছে শুন্‌লেন?"

আমার এই তৃতীয় প্রশ্নে সার্ মাথু গম্ভীরবদনে উত্তর কোল্লেন, "প্রায় ছয় সাতমাস হলো, পাপিষ্ঠ লানোভার ফ্লোরেন্সের জেলখানা থেকে তিনখানা পত্র লেখে। আমাকে, আমার কন্যাকে, আর আমার দৌহিত্রীকে।"

পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে, ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "হাঁ, হাঁ, একটু একটু আমি শুনেছি। সে মহাপাতকী যে এ কাজ কোরেছে, তা আমি শুনেছি।"

সার্ মাথু বোল্লেন, "ভাগ্য ভাল, আনাবেলের চিঠীখানা আমার কন্যার হাতে গিয়ে পড়ে। তিনি আনাবেলকে দেন নাই। লানোভারের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নাই। আমরা দুজনে জেনেছি, তাতে কোন আশঙ্কা নাই। তোমার চরিত্র আমরা ভাল জানি। কেবল সেই বিশ্বাসেই নয়, তোমার নির্ম্মল চরিত্রের আরও মার্তব্বর প্রমাণ আছে। একজন বড় লোকের কাছে আমরা তোমার সার্টিফিকেট পেয়েছি।"

চমকিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কার কাছে?"

"তোমার বন্ধু কাউন্ট লিবর্ণোর কাছে। বোল্‌বো কি জোসেফ, —আহা! তেমন বন্ধু আর তুমি পাবে না।—ভাল বন্ধু পেয়েছ। সমস্ত পৃথিবী খুঁজে তেমন বন্ধু মেলা ভার! তোমার গুণের কথা কত তিনি লিখেছেন, তা আমি তোমাকে দেখাব। একটী কথাও তিনি বাড়িয়ে লেখেন নাই।"

"কাউন্ট লিবর্ণো কি আপনাকে পত্র লিখেছেন?"

"হাঁ, আজ প্রাতঃকালে আমি পত্র পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, তুমি তাঁর কাছে তোমার জীবনকাহিনী কীর্ত্তন কোরেছ। তোমার সঙ্গে যে সকল লোকের সংশ্রব, সমস্তই তিনি তোমার মুখে শুনেছেন। লণ্ডনে তিনি আমার উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ—"

"হাঁ, আমার মনে হয়েছে। দু তিন দিনের কথা। আপনারা সব কেমন আছেন, এই প্রাসাদেই আছেন কি না, সেইটী জান্‌তেই তিনি গিয়েছিলেন।"

"হাঁ।"—এক রকম উদাসহাসি হেসে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন বোল্লেন, "হাঁ, আমার উকীলের মুখে কাউন্ট লিবর্ণো শুনেছেন, আমি খামখেয়ালী লোক। কাউন্ট হয় ত ভেবে-ছেন, তোমার আদর অভ্যর্থনা যে রকম হওয়া উচিত, আমি খামখেয়ালী লোক, আমাদারা তেমন হবে না। সেইটী ভেবেই পত্রে তিনি লিখেছেন যে, তুমি কি রকমে এপিনাইন পর্ব্বতে আমাদের জীবন রক্ষা কোরেছ;—লানোভারের কুচক্রে গ্রীক বোম্বেটেরা আমাদের কয়েদ কর্‌বার যোগাযোগ কোরেছিল, তুমি রক্ষা কোরেছ;—আরও নানাপ্রকার মহৎ কার্য্যে কাউন্ট তোমাকে পরীক্ষা কোরে দেখেছেন, তোমার চরিত্র সর্ব্বাংশেই নির্ম্মল।" এই সব কথা বোলে, সাদরে আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে, সার্ মাথু শেষকালে বোল্লেন, "প্রিয় জোসেফ! কাউন্ট লিবর্ণো তোমার গুণে গোলাম!"

"মহৎ বন্ধু তিনি আমার।" কাউন্ট লিবর্ণোর মহত্ত্ব শুনে, উল্লাসে হৃদয় আমার নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন কম্পিতস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! তুমি আস্‌বে, সেই আশায় কতই আগ্রহে আমরা পথের মুখ চেয়ে রয়েছি। আমি ত বোধ করি, তোমাকে আলিঙ্গন কর্‌বার জন্য আমার যতদূর আগ্রহ হোচ্ছিল, ঘরে ফিরে আস্‌বার জন্য বোধ হয় তোমার নিজের ততদূর আগ্রহ হয় নাই।"

আমি অভিবাদন কোল্লেম। কিয়ৎক্ষণ পরে বোল্লেম, "তবে বুঝি লেডী কালিন্দীর কথাও কাউন্ট লিবর্ণোর পত্রে আপনি জান্‌তে পেরেছেন।"

"হাঁ, সেই পত্রেই আমি জেনেছি। লানোভার যদি নানা প্রকার অলঙ্কার দিয়ে, নূতন নূতন অপবাদের আরোপ কোরে, আমাকে কোন পত্র লেখে, সেইগুলি আমি রেখে দিব, আজ তুমি আস্‌বে জান্‌তে পাচ্চি, তুমি এলে সমস্তই তোমাকে দেখাব,—সমস্তই জান্‌তে পারা যাবে। বরাবর এই আমার ইচ্ছা।"

জান্‌বার কৌতুকে সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাউন্ট লিবর্ণো আপনাকে আমার সম্বন্ধে আর কোন কথা লেখেন নাই? যে ঘটনার সঙ্গে আমার অতি নিকটসম্বন্ধ, চিঠীতে সে ঘটনার কথা কি কিছু লেখা নাই?"

"না, তার কিছুই না ;—তুমি যে রকম বোল্‌ছো, ও রকম কিছুই না। এখন জোসেফ! এখন ত সময় হয়েছে, এখন বল দেখি, ব্যাপারখানা কি? তোমার কি কি বল্‌বার কথা আছে, সমস্তই এখন আমি শুন্‌তে চাই। বিশেষ,—ঐ শোকবস্ত্র তুমি কার জন্য—"

সমুৎসাহে বাধা দিয়ে, আমি উত্তর কোল্লেম, "দু-চার কথা শুন্‌লেই আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু আমার একটী সংকল্প আছে। আপনি থাক্‌বেন,—আনাবেল থাক্‌বেন, আনাবেলের জননী থাক্‌বেন, একসঙ্গে তিনজনের কাছেই সে সব কথা আমি প্রকাশ কোর্‌বো। যা কিছু প্রকাশ কোর্‌বো, সেগুলি আমার নিজেরই পরিচয়। কিন্তু সার্ মাথু! একটী আসল কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি ;—আনাবেলকে আমি বিবাহ কোর্‌বো, সে বিষয়ে আপ্‌নার সম্মতি আছে ত?"

"সম্মতি? ওঃ! সে কথা কি এখনো তুমি বুঝ্‌তে পার নাই? সম্পূর্ণ সম্মতি। হাঁ প্রিয়-বৎস! আনাবেল তোমারিই।—কেবল তাই নয়, আমি তোমাকে ঐশ্বর্য্য দিব ;—আমি তোমাকে জমিদারী দিব ;—আমি তোমাকে ঐশ্বর্য্যশালী কোর্‌বো ;—আমি তোমাকে—"

সানন্দে মুক্তকণ্ঠে আমি অঙ্গীকার কোল্লেম, "অতুল আনন্দ,—আমারে আপনি সেই নির্ব্বান্ধব জোসেফ উইল্‌মটই বিবেচনা কোরেই সম্ভাষণ কোর্‌বেন। আর,—না না, আসুন,—সার্ মাথু! আপনি আসুন!"—অতুল আনন্দে বিহ্বল হয়ে, পূর্ণ উৎসাহে বৃদ্ধ হেসেল্‌টাইনের একখানি হাত ধোল্লেম,—অতুল আনন্দে উন্মত্ত হয়ে, আনাবেলের মাতামহকে হিড়্‌হিড়্ কোরে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চোল্লেম।

"এ কি কর?—এ কি কর জোসেফ? এমন কোচ্চো কেন? না না, চল যাচ্ছি, এমন হোতেই পারে ;—এমন হয়েই থাকে ;—অধিক শোকে লোকে যেমন উন্মত্ত হয়, অধিক আনন্দেও সেইরূপ উন্মত্ত হয়ে থাকে ;—চল যাচ্ছি ;—যা তোমার ইচ্ছা, তাই আমি কোচ্চি। আনাবেল তোমারই হবে।"

ওঃ! কি রকমে ভয়ঙ্কররূপে যে আমি সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে সিঁড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে উপরে তুল্লেম, সে কথা আমি বোল্‌তে পারি না। সার্ মাথু কিন্তু তাতে কিছুমাত্র বিরক্তিবোধ কোল্লেন না, বরং সন্তুষ্টই হোলেন। যা কিছু আমি কোচ্চি, কিছুতেই বাধা দিলেন না। এত জোরে বৈঠকখানার দরজা খুলে ফেল্লেম, আনাবেল আর আনাবেলের জননী দুজনেই এককালে সেই শব্দে চোমকে উঠ্‌লেন। বাস্তবিক যেন তাঁরা ভয় পেলেন। পলকমাত্রেই আকস্মিক ভয়ের অবসান ;—পলকমাত্রেই আবার অভিনব আনন্দের উদয়। হর্ষবিকম্পিতস্বরে সার্ মাথু বোল্লেন, "আনাবেল! প্রাণাধিকে! এসো, জোসেফের হাতে হাত দাও! জোসেফ তোমার পতি হবেন।"

ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্যের রেখা ;—সুন্দর কপোলযুগলে ঈষৎ ঈষৎ লজ্জার রেখা। লজ্জাবতী আনাবেল আনন্দাশ্রুবিগলিতলোচনে আমার দিকে একখানি হাত বাড়িয়ে দিলেন, সানুরাগে—সস্নেহে, সেই হাতখানি আমি বক্ষে ধারণ কোল্লেম, কথা কল্‌বার চেষ্টা কোল্লেম, আনন্দবাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ। চিত্তবেগ সম্বরণ কোরে, অবশেষে কম্পিতস্বরে

আমি বোল্লেম, "আনাবেল ! প্রিয়তমে ! যে সুবিমল আনন্দ আজ তুমি আমারে প্রদান কোল্লে, রাজরাজেশ্বরেরাও তেমন আনন্দ বিতরণ কোত্তে পারেন না। ওঃ ! যদিও এখন আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, সে কথা আমি ধরি না, ধরি কেবল হৃদয়গত প্রেম ; অকপট নিঃস্বার্থ প্রেম !—ঐশ্বর্য্যবান্ বড়লোকের উত্তরাধিকারিণী তুমি, সেই লোভে আমি তোমার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হয়ে আসি নাই। কেন এসেছি তবে ?—আনাবেল ! আমি তোমারে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি ;—সেই ভালবাসার আকর্ষণেই আমি এসেছি ! আজ যদি তুমি দুঃখিনী,—কাঙ্গালিনী আনাবেল হোতে, তা হোলেও আমি আজ ঠিক এইভাবে এইখানে এসে উপস্থিত হোতেম। আঃ ! এ কি ? তিনজনেই যে তোমরা বিস্ময়াপন্ন ! তিনজনেই যে তোমরা অবাক্ হয়ে আমার মুখপানে চেয়ে রইলে ! আহ্লাদে আমি উন্মত্ত হয়েছি, তাই কি তোমরা ভাবছো ? ঈশ্বর জানেন, বাস্তবিক তোমার পবিত্র প্রণয়েই আমি পাগল ! মধুর আনাবেল ! তোমার মধুময় প্রেমেই আমি চরিতার্থ !—আমার মুখের কথা যা, আমার মনের কথা যা, এখনি তা আমি বোল্‌ছি। কি কি বোল্‌তে হবে, তাও আমি জানি। আজ আমার আত্মপ্রকাশ ;—এই যে শোকবস্ত্র—"

ক্ষণকাল আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। পুনঃ পুন নেত্রজল মার্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেম। সস্নেহনয়নে আনাবেল আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। পিতৃপ্রমুখিনী আনাবেলের জননী প্রসন্নবদনে আমার নিকটে এগিয়ে এলেন। আবার আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম—

"হাঁ, আমার এই শোকবস্ত্র,—আমার জন্মদাতা পিতার বিয়োগেই আমি এই শোকবস্ত্র পরিধান কোরেছি। আনাবেল ! আশ্চর্য্য ভেবো না,—চোম্‌কে উঠো না, এখন আর আমি জোসেফ উইলমট নই। আমার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ পেয়েছে ;—আমি,—প্রিয়তমে আনাবেল ! হাঁ,—আমি—আমি—আমি এখন আর্‌ল্ অফ এক্‌লেষ্টন।"

একষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

পরিচয়।

এইখানে আমার অঙ্গীকার পালন। একটু পূর্ব্বে পাঠকমহাশয়ের কাছে আমার কাহিনীর যে একটু বিচ্ছেদ রেখে এসেছি, এইখানে সেই বিচ্ছেদের পরিপূরণ। এই অবসরে সমস্ত অতীতঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সুপ্রকাশ। পর পর যে যে ঘটনায় আমার এই সুদীর্ঘ জীবনকাহিনী বিজড়িত, এইখানেই তার আনুপূর্ব্বিক সমালোচনা।

পাঠকমহাশয় স্মরণ করুন, আমার শৈশবের অনাথ অবস্থার আশ্রয়দাতা দেল্‌মর মহোদয়ের দুই কন্যা ;—জ্যেষ্ঠা ক্লারা, কনিষ্ঠা এদিথা। ১৮২০ সালের প্রারম্ভে ঐ ক্লারার সহিত

মান্যবর আগষ্টস্ মল্‌গ্রেভের প্রথম সাক্ষাৎ,—প্রথম আলাপ। মল্‌গ্রেভ তখন দ্বাবিংশবর্ষে পদার্পণ কোরেছেন। পিতার কনিষ্ঠ পুত্র তিনি, সুতরাং সম্পূর্ণরূপেই পিতার অধীন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ সহোদরের অধীন।—তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর পৈতৃক পদের অধিকারী হন। আগষ্টস্ মল্‌গ্রেভ সেই সহোদরের প্রতিপালনাধীনে থাকেন। মল্‌গ্রেভের স্বভাব বড় ঘৃণাকর। পরিবারস্থ সকলেই তাঁর উপদ্রবে বিব্রত। উদ্ধত দুশ্চরিত্র বোলে শিক্ষক-মহাশয়েরা কালেজে তাঁর নাম কেটে দেন। বড়লোকের ছেলেরা যে সকল সম্ভ্রমের পদাধিকারে উপযুক্ত, মল্‌গ্রেভের অদৃষ্টে সুতরাং সে সৌভাগ্য ঘোটে উঠ্‌লো না। তিনি রূপবান্, তিনি বক্তা,—তিনি বুদ্ধিমান,—তিনি সামাজিক, সব ভাল, কিন্তু চরিত্র কলঙ্কিত। ক্লারার বয়স তখন সপ্তদশ বৎসর।—মাতৃহীনা ক্লারা;—মাতৃক্রোড়ে বালিকারা যে সংসারক্রীড়া শিক্ষা করে, ক্লারা সে শিক্ষায় বঞ্চিতা। বালিকাবয়সে সংসারের ভাবগতিক তিনি কিছুই জান্‌তেন না। কোন্ ব্যক্তি কিরূপ প্রকৃতির লোক, সেটী বিবেচনা কর্‌বার শক্তি তাঁর জন্মে নাই। আগষ্টস্ মল্‌গ্রেভের প্রণয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। মল্‌গ্রেভ উদ্ধত,—স্বেচ্ছাচারী,—অপব্যয়ী, ক্লারা এসব কথা জান্‌তেন, কিন্তু সুচতুর প্রেমিকেরা নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে,—পরিণামে সর্ব্বসুখের আশা দিয়ে,—চরিত্রশোধনের প্রবোধ দিয়ে, অতি সহজেই অবলা বালিকাদের মন ভুলাতে পারে। সেই প্রকার প্রলোভনেই ক্লারা ভুলেছিলেন। মহানুভব দেল্‌মর যখন জান্‌তে পাল্লেন, তখন থেকেই বরাবর অমত প্রকাশ কোরে আসেন। মল্‌গ্রেভের সঙ্গে তাঁর কন্যার সর্ব্বদা দেখাসাক্ষাৎ না হয়, সে জন্য বিস্তর চেষ্টা কোরেছিলেন। মল্‌গ্রেভ কত বার দেল্‌মরের পায়ে ধোরে মিনতি কোরেছিলেন, ক্লারাও কতবার পিতার কাছে সানুনয় প্রার্থনা কোরেছিলেন, কিছুই ফল হয় নাই। দেল্‌মরমহোদয় আর আর সকল বিষয়ে যদিও অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন, কিন্তু ঐ বিষয়ে,—ঐ একটী বিষয়ে তাঁর দৃঢ় পণ ছিল। মল্‌গ্রেভের সঙ্গে বিবাহ না হয়, সে পক্ষে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কেন না, তিনি জান্‌তেন, আগষ্টস্ মল্‌গ্রেভের চরিত্র যার পর নাই জঘন্য। মল্‌গ্রেভের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে কন্যাকে তিনি নিষেধ কোরে দিলেন, মল্‌গ্রেভকেও দেল্‌মরপ্রাসাদে প্রবেশ কোত্তে নিষেধ কোল্লেন।

দেল্‌মরের সংকল্প,—দেল্‌মরের উদ্দেশ্য, যতই কেন যুক্তিযুক্ত,—যতই কেন শ্লাঘনীয় হোক্ না, মল্‌গ্রেভ এদিকে সরলহৃদয় দেল্‌মরদুহিতাকে বুঝিয়ে দিলেন, বিপরীত। তিনি বুঝালেন, অবিবেচনা,—অবিচার,—স্বেচ্ছাচার,—দৌরাত্ম্য;—দেলমরমহোদয় অন্যায় কোরে সে বিবাহে বাধা দিচ্ছেন, চতুর মল্‌গ্রেভ অচতুরা ক্লারাকে নিজের মৎলবে সেইটুকুই বুঝালেন। কপটতার লেশ ছিল না, ক্লারাও তাই বুঝ্‌লেন। দেখাসাক্ষাৎ চোল্‌তে লাগ্‌লো,—গোপনে গোপনে মনের কথা বলাবলি হোতে লাগ্‌লো, পিতার অমতে ক্লারার অভিনব প্রণয়াঙ্কুরে বস্তুত কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন জন্মিল না। গোপনে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হয়, মূলীভূতা সহকারিণী দেল্‌মরপ্রাসাদের একজন সহচরী। গোপনে বিবাহকরা ধার্য্য হয়। এন্‌ফিল্ড নগরের ধর্ম্মশালায় সেই গুপ্তপরিণয় সম্পাদিত হয়।

দর্‌চেষ্টার তখন সেই ধর্ম্মশালার ধর্ম্মযাজকের প্রতিনিধি। বিবেকশূন্য মল্‌গ্রেভ সেই বিবেকশূন্য দর্‌চেষ্টারকে উৎকোচ প্রদান কোরে, গুপ্তবিবাহের কথা গুপ্ত রাখ্‌বার চেষ্টা করেন। সদয়হৃদয় দেল্‌মরের কাছে যাজকরূপী দর্‌চেষ্টার অনেকবার অনেক প্রকার উপকার প্রাপ্ত হয়েছিল। স্বর্ণ প্রলোভনে দর্‌চেষ্টার সে সব উপকার বিস্মৃত হয়ে গেল। সমস্তই গোপন থাক্‌লো। গুপ্তবিবাহের কিছুদিন পরে, দেল্‌মরদুহিতা গর্ভবতী। তখন কি হয়, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে পরামর্শ কোল্লেন, এইবার দেল্‌মরের পায়ে ধোরে, সমস্ত অপরাধ স্বীকার কোর্‌বেন; বিবাহের কথা স্বীকার কোর্‌বেন। কি নিদর্শন?—ধর্ম্মশালার সার্টিফিকেট প্রয়োজন। সার্টিফিকেট নাই। মল্‌গ্রেভ হয় ত তাচ্ছিল্য কোরেই সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন নাই, কিম্বা হয় ত পেয়েছিলেন, হারিয়ে ফেলেছেন। কোন্‌টী যে সত্য, তা আমি ঠিক বোল্‌তে পারি না। তাঁরা তখন মন্ত্রণা কোরে, সার্টিফিকেট আন্‌বার জন্য সেই উপকারিণী সহচরীকে এন্‌ফিল্‌ডনগরে পাঠালেন। সেখানে উপস্থিত হয়েই সহচরী শুন্‌তে পেলে, দর্‌চেষ্টার পালিয়ে গেছে। দেনার দায়ে অস্থির হয়েছিল,—মকদ্দমা হয়েছিল,—গ্রেপ্তার কর্‌বার পরোয়ানা বেরিয়েছিল, আদালতকে ফাঁকি দিবার মতলবেই দর্‌চেষ্টার পালিয়েছে। ভজনালয়ের একজন কেরাণী সেই বিবাহে সাক্ষী ছিল। কেরাণীরও মৃত্যু হয়েছে। কি কোত্তে কি হবে, সেটা আদৌ বিবেচনা না কোরে, সহচরী তখন নূতন কেরাণীর কাছে সার্টিফিকেট চাইতে গেল। নূতন কেরাণী রেজিষ্ট্রীপুস্তকে সেই বিবাহের রেজিষ্ট্রী তল্লাস কোল্লেন, পাতা নাই। পুস্তকের যে পাতায় ঐ বিবাহ রেজিষ্ট্রী করা হয়েছিল, সেই পাতাটী নাই। রেজিষ্ট্রী-কেতাবের ভিতর থেকে কোন্ ব্যক্তি ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, তার সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে। সে কাজ কোল্লে কে?—তখনি তখনি সিদ্ধান্ত হলো, সে কাজ আর কাহারো নয়, পলাতক ধূর্ত্ত দর্‌চেষ্টারেরই কাজ।

তখন তবে উপায়?—মুখের কথা শুনে,দেল্‌মর কখনই সে বিবাহে বিশ্বাস কোর্‌বেন না। একমাত্র সাক্ষী অবশিষ্ট ছিল, সেই সহকারিণী সহচরী। কিন্তু তার কথায় কি তাঁর বিশ্বাস হবে? সম্পূর্ণ নিষেধ সত্ত্বেও যে বিশ্বাসঘাতিনী স্বচ্ছন্দে গোপনে উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ কোরিয়ে দিয়েছিল,—বিবাহের উদ্যোগী হয়েছিল, কুমারীর কলঙ্ক ঢাকা দিবার জন্য সে কি আর একটা মিথ্যাকথা রচনা কোরে বোল্‌তে পারে না? তার কথা অগ্রাহ্য। তবে আর দেল্‌মরের পায়ে ধোরে কি ফল? আশা পরিত্যাগ কোরে, আগষ্টন্ মল্‌গ্রেভ সে সংকল্প পরিত্যাগ কোল্লেন। অল্পদিন পরেই দূরবর্ত্তী প্রদেশের এক প্রাচীনা কুটুম্বিকার বাড়ীতে ক্লারার আমন্ত্রণ হয়। সেই বাড়ীতে ক্লারা কিছুদিন বাস কোর্‌বেন, সেই ভাবের আমন্ত্রণ। ক্লারা সেই স্থানে গমন করেন। গুপ্তদূতী সহচরীও সঙ্গে যায়। সেই কুটুম্বিকার বাড়ীতে ক্লারা একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। প্রসবের পরেই সেই সহচরী সেখানকার চাকুরী পরিত্যাগ করে। নিজের কারণে কর্ম্মত্যাগ করা নয়, প্রকারান্তরে তাঁদেরই একটী উপকার কর্‌বার জন্য কর্ম্মত্যাগ। উপকারটী কি?—নবপ্রসূত শিশুসন্তানটীর রক্ষণাবেক্ষণ।

সেই শিশুসন্তানই আমি!

যে প্রদেশে সেই সহচরীকে কেহই জানে না,—কেহই চিনে না, এমন এক দূরবর্ত্তী প্রদেশে প্রায় দুই বৎসরকাল সহচরী আমারে অতি সঙ্গোপনে লালনপালন করে। চিরসঙ্গোপনে একটী অবগণ্ড শিশু নিয়ে, একঘেয়ে রকমে কালকাটানো সহচরীর বেশীদিন ভাল লাগ্‌লো না। আমারে অন্য কোন প্রকারে অন্য কাহারও হস্তে সমর্পণ কর্‌বার পরামর্শ দিয়ে, সহচরী তখন মলগ্রেভকে সংবাদ দেয়। সেই পরামর্শে মলগ্রেভেরও মত হয়। উপযুক্ত সম্বল দিয়ে তিনি আমারে লিসেষ্টারের নিকটবর্ত্তী নেল্‌সনের পাঠশালায় রেখে আস্‌বার জন্য সহচরীকে উপদেশ পাঠান। সহচরী আমারে সেইখানেই রেখে আসে। সহচরীর মুখেই আমার নাম প্রকাশ হয়, জোসেফ উইলমট। পাঠকমহাশয় স্মরণ করুন, গুরু নেল্‌সনের মৃত্যুর পর, আমার গুরুপত্নী যখন জুকেশের কাছে আমার পরিচয় দেন, তখন আমি শুনেছিলেম, একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমারে কোলে, কোরে বিবি নেল্‌সনের কাছে রেখে এসেছিল। কে সে, তখন প্রকাশ ছিল না, ফলতঃ সে ঐ সহচরী। আমার ভরণপোষণের জন্য লণ্ডনের একজন ব্যাঙ্কারের দ্বারা ছয় মাস অন্তর নেল্‌সনের কাছে টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত থাকে। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত ঠিক নিয়মিতরূপে বন্দোবস্তমত টাকাগুলি প্রেরিত হয়েছিল। যে বৎসর আমি অনাথ অবস্থায় পাঠশালা পরিত্যাগ করি, কেবল সেই বৎসরের পূর্ব্ববৎসর থেকে বন্ধ হয়।

নেল্‌সনের পাঠশালায় আমারে রেখে যাবার কিছুদিন পরেই, হঠাৎ অপঘাতে সেই সহচরীর মৃত্যু হয়। আমার মাতাপিতার গুপ্তবিবাহের প্রমাণ দিবার আবশ্যকস্থলে কেবল ঐ সহচরীমাত্র জীবিতা ছিল, সেই ক্ষুদ্র সাক্ষীটীও পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তবে যদি কখনও দরচেষ্টার নিজে আবার ভালমানুষ হয়ে ফিরে আসে, তবেই যা কিছু প্রকাশ হবার হবে, এইপর্য্যন্তই আশা থাক্‌লো।

ক্লারার প্রতি মলগ্রেভের গাঢ়তর অনুরাগ, এ কথা অবিসম্বাদে প্রামাণিক। কিন্তু হৃদয়ের প্রণয়াসক্তি ততদূর তেজস্বিনী ছিল না;—পুত্রস্নেহ সে হৃদয়ে ততদূর বদ্ধমূল ছিল না। সমাজের লোকে যে যা বলে বলুক,—দেশের লোকে যে যা বলে বলুক, ভ্রূক্ষেপ না কোরে, অটলবিশ্বাসে, আমারে পুত্র বোলে অঙ্গীকার কোত্তে মলগ্রেভের হৃদয়ে সাহস হলো না। আরও কারণ আছে।—ক্লারা একজন ধনবান্ বড়লোকের কন্যা;—পিতার বিভবে ক্লারা অধিকারিণী হবেন; সম্পূর্ণ অধিকার না হোক্, অন্তত প্রচুর সম্পত্তি হস্তগত হবে;—আগষ্টস্ মলগ্রেভের তুল্য পরপ্রত্যাশী অপব্যয়ী যুবার পক্ষে এটা কি সামান্য প্রলোভন? বিবাহের পর অবধি দিনকতক তিনি বেশ ঠাণ্ডা মেজাজ দেখাতে লাগ্‌লেন। সেই রকমে চার পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হলো। কর্ত্তা দেল্‌মর এ সব কাণ্ডের কিছুই জানেন না;—বিবাহের পূর্ব্বে গোপনে দেখাসাক্ষাতেরও খবর রাখেন না। পাঁচ বৎসর পরে একদিন একজন আত্মীয়ের বাড়ীর নিমন্ত্রণ সভায় মলগ্রেভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মলগ্রেভ সেই অবসরে এত শিষ্টাচারে,—এত কাকুতি-মিনতি কোরে, কোমলহৃদয় দেল্‌মরকে মুগ্ধ করেন যে, দেল্‌মরের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়। তিনি তখন অপর দশজনকে জিজ্ঞাসা কোরে তথ্য অবগত হন। অনেকের

মুখে তিনি প্রমাণ পান, কয়েক বৎসর অবধি মল্‌গ্রেভের চরিত্র শোধন হয়েছে;—পূর্ব্বের মত উপদ্রব নাই। দেল্‌মরমহোদয় আরও জান্‌তে পারেন, মল্‌গ্রেভের প্রতি ক্লারার অনুরাগ পূর্ব্বের মত তখনো পর্য্যন্ত বদ্ধমূল। কেনই বা বদ্ধমূল না হবে? পিতা কিছু জানেন না বটে, ধর্ম্মত বাস্তবিক ত বিবাহ করা পতি। বদ্ধমূল অনুরাগের আর প্রশ্ন কি?

যখনকার কথা, তখন মল্‌গ্রেভের পিতার মৃত্যু হয়েছে। মল্‌গ্রেভের জ্যেষ্ঠভ্রাতা লর্ড একলেষ্টন উপাধি প্রাপ্ত হয়ে, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। খরচপত্রের জন্য বর্ষে বর্ষে মল্‌গ্রেভকে তিনি দেড়হাজার প্াউণ্ড প্রদান কোচ্চেন। মল্‌গ্রেভের জ্যেষ্ঠসহোদর নূতন লর্ড একলেষ্টন মল্‌গ্রেভের অনুকূলে মাননীয় দেল্‌মরকে সরলভাবে অনুরোধ করেন। মান্যবর আগষ্টস্ মল্‌গ্রেভ পুনরায় দেল্‌মরপ্রাসাদে পূর্ব্ববৎ গতিবিধির অনুমতি পান। বস্তুত যদিও স্বামী, তথাপি সচরাচর পরিণয়ের অগ্রে পরিণয়ার্থী যুবকেরা যেমন স্বয়ম্বরা কুমারীদের সহিত সাক্ষাতালাপ কোত্তে পান, প্রকাশ্যে ক্লারার সঙ্গে সাক্ষাতালাপে মল্‌গ্রেভও তার চেয়ে বেশী অধিকার পান না। ১৮২৬ সালে দেল্‌মরমহোদয় আমার জনকজননীর শুভপরিণয়ে সম্মতি প্রদান করেন। এইরূপে আমার জনকজননীর দ্বিতীয়বার বিবাহ। অজ্ঞাত গুপ্তবিবাহের ছয় বৎসর পরে, সম্পৎশালী লোকের সম্পদানুগত সমৃদ্ধি-সমারোহে, সম্ভ্রমসম্পন্ন সজ্জনগণসমক্ষে, আমার জনকজননীর প্রকাশ্য বিবাহ।

আমার জননী তখন স্বচ্ছন্দে আনন্দভরে আমারে গর্ভজাত সন্তান বোলে গ্রহণ কোত্তে পাত্তেন,—সন্তান বোলে দশজনের কাছে পরিচয় দিতে পাত্তেন, পিতা হোলেন বিষম প্রতিবাদী। নানা আপত্তি উত্থাপন কোরে, আমার পিতা আমারে জননীস্নেহে বঞ্চিত কোল্লেন। আমারে পুত্র বোলে স্বীকার না করবার তাঁর হেতুবাদ বিস্তর। তিনি বলেন, পূর্ব্বেও যে সকল বাধা ছিল, এখনো সেই সকল বাধা বিদ্যমান। দ্বিতীয়বার বিবাহ হওয়াতে সেই সকল বাধা আরও বেড়ে উঠ্‌লো। প্রথম বিবাহ প্রমাণ করবার উপায় নাই। দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রমাণেই প্রথমবিবাহ অসিদ্ধ হয়ে গেল। সে বিবাহে সমুৎপন্ন পুত্রকে বিধিসিদ্ধ পুত্র বোলে গ্রহণ করা যায় না। জননী জনসমাজে কলঙ্কিনী হন। এসকল বিষয়ে অনরেবল আগষ্টস্ মল্‌গ্রেভের মহাতেজ,—মহা অভিমান,—মহা অহঙ্কার। যেন তেন প্রকারে সম্ভ্রম বজায় রাখা তাঁর দৃঢ়পণ। অর্থলোভও অত্যন্ত প্রবল। তাঁর জ্যেষ্ঠসহোদর তখন লর্ড একলেষ্টন। লর্ড একলেষ্টনের কেবল কতকগুলি কন্যা লয়ে সংসার। পুত্রসন্তান নাই। জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু হোলে তিনিই (মিষ্টার মল্‌গ্রেভ) অবশ্য মহামান্য লর্ডপদের অধিকারী হবেন, একলেষ্টন জমিদারীর উত্তরাধিকারী হবেন। এ গৌরব সামান্য গৌরব নয়, এ লোভ সামান্য লোভ নয়। পত্নীকে লোকে কলঙ্কিনী বোল্‌বে,—সমাজের লোকে মুখের উপর টিট্‌কারী দিবে, মানসম্ভ্রম রসাতলে যাবে, বংশের উত্তরাধিকারী বোলে দাবী চোল্‌বে না, এসব কল্পনা মল্‌গ্রেভের হৃদয়ে যেন শেলসম বাজে। লোকে বোল্‌বে, বিবাহের পূর্ব্বে একটা উপপত্নী রেখেছিল, উপপত্নীর গর্ভে সন্তান জন্মেছে, এ কলঙ্ক দুর্ম্মোচনীয়! আমার পিতা এইগুলি তখন ভেবেছিলেন। উঃ! স্নেহময়ী জননীর প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য, আমার জননীকে তখন তিনি

এই কথাগুলি বোলেছিলেন। আমার জননীও সেইগুলি বুঝেছিলেন। 'বুঝেছিলেন বোলেই শিশুকালে আমি জননীর কোলে স্থান পাই নাই! জননী বুঝেছিলেন, তার আরও কারণ ছিল। পিতার মত তিনিও মানসম্ভ্রমে মহাগৌরবিণী। সমাজে,—উৎসবে, সমারোহে, সর্ব্বদা আমোদপ্রমোদে অভিলাষিণী। জনবাদকলঙ্কে জনসমাজমধ্যে ঘৃণিত নিন্দিত হয়ে,—কমনীয় প্রাসাদে,—রমণীয় নাচঘরে,—বড় বড মোহিনী সভায় যেসব শোভা ক্রীড়া করে, সেই সব শোভায় বঞ্চিত হয়ে, অপমানিত গরিবের মত বিরলে অবস্থান করা তিনি জীবনের বিড়ম্বনা জ্ঞান কোত্তেন। **এই সকল মর্ম্মভেদী হেতুবাদে জন্মাবধি আমি পথের ভিকারী!—অজানা,—অচেনা,—গৃহশূন্য,—আত্মীয়শূন্য, একপ্রকার নিরন্ন পথের ভিখারী! ঐ সকল মর্ম্মভেদী হেতুবাদেই আমি আজন্ম জননীক্রোড়ে—জননীস্নেহে বঞ্চিত!**

দ্বিতীয়বার বিবাহের পর, আমার পিতা গ্রস্‌ভেনর স্কোয়ার পল্লীতে বাড়ী ভাড়া করেন। অপব্যয়স্রোত উথলে উঠে। মল্‌গ্রেভের নিত্য অভাব,—দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি,—অবশেষে ঋণ, ক্রমশ সুদখোর মহাজনের দায়ে ব্যতিব্যস্ত, ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি। ক্রমে আর অল্পসুদে টাকা পান না, দিন দিন বে-হিসাবী সুদে কর্জ্জ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। করার মত সুদ যোগাতে পারেন না, খরচ চলে না। কাজে কাজে নেল্‌সনের পাঠশালায় আমার আর খরচপত্র যোগাতে পাল্লেন না,—খোরাকী পর্য্যন্ত বন্ধ কোল্লেন। প্রথম ছ মাস গেল, খোরাকীর টাকা পৌঁছিল না। আবার ছ মাস গেল, তবুও পৌঁছিল না। ঐ রকমে দুই খেপ বন্ধ কোরে, হৃদয়কে আরও একটু কঠিন বাঁধনে বাঁধ্‌লেন;—মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত কোল্লেন, একেবারে বন্ধ করাই ভাল। তিনি ভাবলেন, আমার জন্য এ পর্য্যন্ত যতদূর তিনি কোরেছেন, তাই যথেষ্ট; বয়স হয়েছে, খেটে খেতে পারবে, আর সাহায্য করবার প্রয়োজন কি? আরও তিনি ভেবেছিলেন, আমার কথাটা যতদূর চাপা পোড়ে যায়, ততই মঙ্গল। 'অবস্থার গতিকে,—কাজের গতিকে, আমি দূরদূরান্তরে চোলে যাই,—কুত্রাপি কেহ আর আমার কোন তত্ত্ব না পায়,—জনধরিত্রীর জনস্রোতের অন্ধকারে মিশিয়ে যাই,—জনকজননীর গুহ্যকথা গুহ্যই থাকে, সেইটীই তার বাস্তবিক ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছার উপদেশেই তিনি দুই কিস্তীর খোরাকীর টাকা বন্ধ কোল্লেন। সেই বন্ধই বন্ধ। কেহ কোথাও আমার আত্মীয় আছেন কি না, সেই তথ্য অবগত হবার নিমিত্ত, বিবি নেল্‌সন খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আমার পিতা সে বিজ্ঞাপন দেখেন নাই। পিতা যে আমার মসহরা বন্ধ কোরেছেন, আমার মাতা সে কথার বিন্দুবিসর্গও জান্‌তেন না।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, আমার যখন পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় আমার শিক্ষাগুরু নেল্‌সনের মৃত্যু হয়। আমার গুরুপত্নী পাঠশালাটী উঠিয়ে দিবার সংকল্প করেন। এক বৎসরকাল আমার মসহরা বন্ধ, কাজে কাজেই গুরুপত্নী আমারে বাড়ী থেকে বিদায় কর্‌বার যোগাড় করেন। জুকেশের কাছে আমারে চাকর রাখ্‌বার কথা হয়। জুকেশ তাতে রাজী হয় না। জুকেশ আমারে নিদারুণ শ্রমনিবাসে ভর্ত্তি কর্‌বার পরামর্শ দেয়।

আমার উপর গুরুপত্নীর যদিও একটু একটু স্নেহ ছিল, কিন্তু শুধু শুধু বোসিয়ে বোসিয়ে খেতে দেন, ততদূর সততা তাঁর মনে উদয় হলো না। স্বার্থপরতায় অন্ধ হোলেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, কেহই আমার তত্ত্ব নিল না। তিনি ভাবলেন, পৃথিবীতে আমার আত্মীয় লোক কেহই নাই। সুতরাং শ্রমনিবাসে আমারে সমর্পণ করাই মতস্থির। জুকেশ আমারে কি রকমে শ্রমনিবাসের ফটক পর্য্যন্ত নিয়ে যায়,—কি রকমে তার হাত থেকে আমি পালাই, এখানে সে সব কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে, ঘটনাক্রমে আমি দেল্‌মরপ্রাসাদে উপস্থিত হই। ঘটনার কথা পাঠকমহাশয় বোধ হয় কিছুই বিস্মৃত হন নাই। সেই সদাশয় দেল্‌মর আমার নিজেরই মাতামহ, সে সময় কিছুই আমি জান্‌তে পারি নাই। আমি যে তাঁর নিজেরই দৌহিত্র, তিনিও কোন গতিকে সে পরিচয় জান্‌তেন না। স্বভাব দয়ালু, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ হলো;—অনাথ,—গরিব,—উপবাসী,—নিরাশ্রয় বালক আমি, উদরান্নের জন্য লালায়িত হয়ে, তাঁর ফটকে দাঁড়িয়ে,—দয়া কোরে তিনি আশ্রয় দিলেন;—দয়া কোরে ভরণপোষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা এদিথা,—সেই সুশীলা সুরূপা এদিথা আমারে কতই স্নেহযত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন। এদিথা আমার গর্ভধারিণীর সহোদরা, তখন আমি কিছুই জান্‌তেম না; তথাপি,—কেন জানি না, কার উপদেশে শৈশবহৃদয়ে তাঁর প্রতি আমার ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল। কিছুদিন আমি দেল্‌মরপ্রাসাদে আছি, এক দিন মল্‌গ্রেভদম্পতী প্রাসাদে এসে উপস্থিত হন। এ কথাও পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে। একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা কোরে, মিষ্টার মল্‌গ্রেভ জান্‌তে পারেন, আমার নাম জোসেফ উইলমট। জোসেফ উইলমট;—তাঁর নিজের পুত্র! সেই বাড়ীতে জোসেফ উইলমট? তিনি চোম্‌কে গেলেন। যে চাকর আমার নাম বোলে দিলে, তার মুখের দিকে ভাল কোরে তিনি চাইতে পাল্লেন না। আমি যখন তাঁর নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম, আমার বেশ মনে আছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরেছিলেন। তাড়াতাড়ি পত্নীকে গিয়ে তিনি সেই কথা বোল্লেন। কিছুতেই কিছু যেন প্রকাশ না পায়, মিষ্টার মল্‌গ্রেভ সেই রকম উপদেশ দিয়ে, পত্নীকে সতর্ক কোরে দিলেন। কিরূপে কি অবস্থায় সে বাড়ীতে আমি উপস্থিত হয়েছি, দেল্‌মরের মুখে আনুপূর্ব্বিক তাঁরা সে সংবাদ শুন্‌লেন। দেল্‌মরের কাছে পূর্ব্বে আমি যে রকম পরিচয় দিয়েছিলেম, আনুপূর্ব্বিক সে সব কথাও তিনি কন্যাজামাতার কাছে বোল্লেন। আহা! সেই দিন,—যখন আমি চাকরের সাজে,—চাকরের কাজ কোত্তে বৈঠকখানায় প্রবেশ করি, আমার জননী তখন পাষাণে বুক বেঁধেছিলেন। এত দিনের পর জননীর মুখেই আমি শুনেছি, বাস্তবিক তাই। হাঁ, বাহিরে কাঠিন্য দেখালেও, অন্তরে অন্তরে সে সময় তিনি বিস্তর কষ্ট অনুভব কোরেছিলেন। কেমন এক প্রকার স্নেহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তখন তিনি আমার মুখপানে চেয়েছিলেন;—যথাসময়ে সে কথা আমি পাঠকমহাশয়কে বোলেছি। জননীহৃদয়ে অপত্যস্নেহ অনির্ব্বচনীয়!

তার পর উদ্যানমধ্যে মল্‌গ্রেভের সঙ্গে আমার দেখা। তিনি আমারে তখন তাঁর শ্বশুরের আশ্রয় ছেড়ে, তাঁর নিজের কাছে চাকরী কোত্তে বলেন। সে বাড়ীতে আমি আছি,

দেখে তিনি ভয় পান। তিনি ভাবেন, একটু কিছু অঙ্কুর পেলেই সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হ'য়ে পোড়্‌বে।—মনে মনে দুষী কি না, সহজেই নানা সংশয় উপস্থিত হয়। আমারে তিনি চাকর রাখ্‌তে চান। মৎলব এই ছিল, দিন কতক নিকটে রেখে, গবর্ণমেণ্টের কোন একটা ভাল চাক্‌রী যোগাড় কোরে, পৃথিবীর দূরদুরান্তর প্রদেশে আমারে সোরিয়ে ফেল্‌বেন। তাঁর সহোদর লর্ড এক্‌লেষ্টনের খাতিরে আমার ভালচাক্‌রী যোগাড় হোতে পারবে, সেইটাই তখন তিনি ভেবেছিলেন। আমিও বুঝেছিলেম, উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু সে চাক্‌রী স্বীকার কোল্লেম না, দেল্‌মরের আশ্রয় পরিত্যাগ কোত্তে প্রবৃত্তি হলো না। মল্‌গ্রেভের মনে আরও ভয় হলো। তখন তিনি সংকল্প কোল্লেন, ভয় দেখিয়ে,—জবরদস্তি কোরে,—কৌশলজাল বিস্তার কোরে, দেল্‌মরপ্রাসাদ থেকে আমারে তাড়াবেন। শ্বশুরের মুখে আমার পূর্ব্বকাহিনী শুনেছিলেন, সেই সূত্র পেয়ে মল্‌গ্রেভ আমারে জিজ্ঞাসা করেন, সেই টাডিটার বাড়ী কোথায়? আমার মনে কোন সংশয় ছিল না, সুতরাং যে পাড়ার যে গলীতে টাডির বাসা, সব কথা ঠিক ঠিক আমি বোলে দিলেম।

তার পর সেই লাইব্রেরীঘরে কথোপকথন। আমি তখন চিত্রশালিকা পরিষ্কার কোচ্ছি-লেম। লাইব্রেরীঘরে শ্বশুরজামাতায় যেরূপ কথোপকথন হয়, অনিচ্ছায় প্রচ্ছন্ন থেকে সেই কথাগুলি আমি উপকর্ণন করি। মল্‌গ্রেভ দেনদার, সর্ব্বদাই টাকার দরকার, দেল্‌মরমহো-দয় বিস্তর তিরস্কার কোল্লেন, তাও আমি শুন্‌লেম। দুই কন্যার নামে সমান উইল কোরে-ছেন,—ডেস্কের মধ্যে উইল রেখেছেন, তাও আমি শুন্‌লেম। দেল্‌মরের কাছে মল্‌গ্রেভ সেই সময় প্রস্তাব করেন, আমারে নিয়ে নিজে চাকর রাখ্‌বেন। দেল্‌মরমহোদয় তাতে সম্মত হোলেন না। তিনি বোলেছিলেন, কখনো না কখনো নিশ্চয়ই আমার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ পাবে। সেই কথা শুনে, আগষ্টস্‌ মল্‌গ্রেভ,—আমার অভাগা পিতা,—সেই দিন থেকে আমারে কষ্ট দিবার জন্য, কতই কুচক্র সৃজন কোত্তে লাগ্‌লেন।

আমার মুখে সন্ধান পেয়ে, মল্‌গ্রেভ তখন টাডির অনুসন্ধানে বেরুলেন! যে কুমৎলব তিনি পোষণ করেন, টাডির মত দুরাত্মার দ্বারা তার যথেষ্ট সহায়তা হবে, এই তাঁর বিশ্বাস। টাডির সঙ্গে তিনি মন্ত্রণা কোল্লেন। লিসেষ্টারনগরে জুকেশকেও পত্র লিখ্‌লেন। লণ্ডনে আস্‌তে বোল্লেন। সমস্ত খরচপত্র দিতে চাইলেন। টাডি এদিকে আশাধিক উৎকোচ পেয়ে, কুচক্রে সহায়তা কোত্তে রাজী হলো। সেই হতভাগাই মল্‌গ্রেভের কাছে লানো-ভারের নাম বোলে দিলে। মল্‌গ্রেভ অবিলম্বে লানোভারকে পত্র লিখ্‌লেন। লানোভার এলো। মলগ্রেভের সঙ্গে পরামর্শ কোরে স্থির কোল্লে, দেল্‌মরপ্রাসাদে সে আমার মামা সেজে উপস্থিত হবে। জুকেশ ছিল লিসেষ্টারের গরিবলোকের অভিভাবক, সেই জন্য কুচক্রী কুব্জ লানোভার সেই জুকেশকে সঙ্গে কোরে, দেল্‌মরপ্রাসাদে উপস্থিত হয়। সে সময় যে যে ঘটনা হয়েছিল, পাঠকমহাশয়ের সমস্তই স্মরণ আছে, পুনরুক্তি বাহুল্য।

এইখানে এক হৃদয়ভেদী ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ কাণ্ড! ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই ভয়ঙ্কর কথাটা যদি আমি গোপন রাখ্‌তে পাত্তেম, বাস্তবিক তা হোলে ভাল হতো!—কিন্তু হায় হায়! তা আমি

পাল্লেম না। প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আমার জীবনের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক আমি জগৎসংসারে প্রচার কোর্‌বো ;—সত্যঘটনার কিছুই গোপন রাখ্‌বো না। ওঃ! যখন সেই কথাটা মনে করি, তখন আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হয়ে যায়! কি কোরেই বা বলি? প্রথমবারে লানোভারের দুশ্চেষ্টা বিফল হয়ে গেল, মলগ্রেভ মোরিয়া হয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর শ্বশুর আমার কথা যতদূর জেনেছেন,—যতদূর বোলেছেন, তার চেয়েও যদি বেশী কিছু জানেন, তাই ভেবে,—সেই সন্দেহ কোরে,আমার অভাগা পিতার অন্তরে আরও তখন বেশী ভয় হলো। তিনি ভাব্‌লেন, দেলমর হয় ত আরও কিছু বিশেষ খবর রাখেন, সেই জন্য আমারে ছেড়ে দিলেন না ;—যারা আমারে সেখান থেকে নিয়ে যেতে চায়, তাদের সঙ্গে কখনই যেতে দিবেন না, তা হোলেই ত বিভ্রাট। দেলমর যদি বিশেষ কথা জান্‌তে পারেন, তা হোলে ক্লারাকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত কোর্‌বেন, না হয় ত অবিবেকী জামাইকে সে সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ কোত্তে দিবেন না, সেই ভয়টাই আরো বেশী।—আরো,—দুই কন্যার নামে সমান সমান উইল কোরেছেন ; সে উইলখানা বাতিল কর্‌বার উপায় কি? আর একখানা জাল উইল প্রস্তুত কোরে, ক্লারার নামে যোল আনা সম্পত্তি সমর্পণ কর্‌বার উপায় কি? তা যদি কোত্তে পারেন, তা হোলে আগষ্টস্ মলগ্রেভ—আমার অভাগা পিতা, বিলক্ষণ ধনশালী হবেন। বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হবে ;—তা ছাড়া, তিনি ততবড় জমীদারীর মালিক হবেন ; অপব্যয়ের সমস্ত ঋণ পরিশোধ কোত্তে পার্‌বেন ;—অপব্যয়স্রোতের বেগ বাড়াবারও সুবিধা হবে। এক ফিকিরে অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবার সম্ভাবনা। সেই সর্ব্বনাশের ফিকিরটা কি? ওঃ! কেমন কোরে আমি লেখনী চালাবো? যে ভয়ঙ্কর কথাতে আমার পিতার—আমার নিজের পিতার—আমার নিজের জন্মদাতা পিতার মহাকলঙ্ক বিঘোষিত হবে, সে ভয়ঙ্কর কথা আমি কেমন কোরে লিখ্‌বো?

না, তা আমি পার্‌বো না। সেই একটী ভয়ঙ্কর কথা আমি লিখ্‌তে পার্‌বো না। ইংরাজী ভাষায় সেই ভয়ঙ্করবাক্য সমস্ত ভয়ঙ্করবাক্য অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর,—সমস্ত নিদারুণশব্দ অপেক্ষাও নিদারুণ! কোন বিদেশী অপরিচিত লোকের সম্বন্ধেও সে নিদারুণ কথার উল্লেখ কোত্তে মানুষের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠে! তত অন্তরঙ্গলোকের সম্বন্ধে সে কথাটা যে আরো কতদূর ভয়াবহ,অনুভবকরাই দুঃসহ,—মানবহৃদয়ে অসহ্য। সেই অংশটুকু যত সংক্ষেপে পারি, যত শীঘ্র পারি, অল্পে অল্পে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। লানোভারের সঙ্গে মলগ্রেভ পরামর্শ কোল্লেন। ইঙ্গিতমাত্রেই লানোভার রাজী, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিকঠাক, সেই সাংঘাতিক পাপকার্য্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যে প্রকারে যা যা কোত্তে হবে, মলগ্রেভ সমস্তই লানোভারকে বোলে দিলেন। বিবি মলগ্রেভ—আমার জননী—সে ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কিছুই জান্‌তে পাল্লেন না। সেটা জান্‌তে পাল্লেন না বটে, কিন্তু আমারে দেলমরপ্রাসাদ থেকে দূর কোরে দিবার মৎলব, সেটা তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল না।

পাঠক মহাশয় মনে কোর্‌বেন, দ্বারপালের পুত্রের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে, একদিন বেশী রাত্রে আমি প্রাসাদে উপস্থিত হই,—দুটো মানুষের ছায়া দেখে ভয় পাই, রাত্রে হঠাৎ ভয়ঙ্কর

দুর্ঘটনা ঘটে। সকলেরই কৌতূহল আছে, সে দুটো লোক কে? এখন আমি জানতে পেরেছি টাডি আর লানোভার। তারা তখন অন্ধকারে ওৎ কোরে ছিল, বেশী রাত্রে জানালা ভেঙে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে, সন্দেহ এড়াবার মৎলবে ঘরের কতক কতক জিনিস চুরি করে। হায় হায়! নির্দ্দোষ,—নিষ্কলঙ্ক,—দয়াবান্,—সদাশয় দেল্‌মরমহোদয়কে নিদ্রিত অবস্থায় খুন করে! মন্ত্রদাতা কে?—হায় হায়! কেমন কোরেই বা প্রকাশ করি? ষড়যন্ত্র-কারী মন্ত্রদাতা আমার সেই অভাগা পিতা অনরেবেল্ আগষ্টস্ মল্‌গ্রেভ! যা হবার, তা ত হয়ে গেল, তাঁর প্রতি লোকে কোন সন্দেহ কোত্তে না পারে, সেই মৎলবে তিনি সে রাত্রে গ্রস্‌ভেনর পল্লীর সুখময় প্রাসাদে শত শত প্রমোদিত বন্ধুবান্ধব নিয়ে, মহাসমারোহে মজ্‌লিস কোরেছিলেন;—সুতরাং তিনি যে সে কুচক্রের গোড়া, পরদিন আর কেহই সে কথার কিছুই জান্‌তে পাল্লে না;—কাহারও মনে কিছুমাত্র সন্দেহও হলো না।

পরদিন যখন সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের সমাচার মল্‌গ্রেভের বাড়ীতে পৌঁছিল, আমার জননী তখনো পর্য্যন্ত জান্‌তে পাল্লেন না যে, তাঁর স্বামীই সেই মহাশোকাবহ লোমহর্ষণ কাণ্ডের মূলীভূত নিয়ন্তা। দেল্‌মরপ্রাসাদে যখন তাঁরা উপস্থিত হোলেন, কুমারী এদিথা তখন শোকাচ্ছন্ন। আমার জননী অচিরেই শোক সম্বরণ করেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি বরং এক রকম নিশ্চিন্তই হোলেন। বিবাহের পূর্ব্বকথা প্রকাশ হবার আর কোন সন্দেহই থাক্‌লো না। মল্‌গ্রেভ ওদিকে কোল্লেন কি,—শ্বশুরের ডেস্ক থেকে আসল উইলখানি বাহির কোরে নিয়ে, সেই জায়গায় জাল উইল রেখে দিলেন! জাল উইলে দেল্‌মরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্লারাই ষোল আনা বিষয়ের অধিকারিণী। লানোভার আর মল্‌গ্রেভ, দুজনেই একত্র হয়ে, সেই জাল উইলের মুসাবিদা প্রস্তুত কোরেছিলেন।

দেল্‌মরের সমাধির পর, লানোভার আবার দেল্‌মরপ্রাসাদে দেখা দিল। ওঃ! আমার পিতা তখন লানোভারের সঙ্গে কতই—কতই চড়া চড়া কথা কয়েছিলেন। লানোভারের প্রতি যেন কতই রাগ,—কতই আক্রোশ। বুঁজোটাও সেই সময় মল্‌গ্রেভের প্রতি কতই কটুবাক্য প্রয়োগ কোরেছিল। মল্‌গ্রেভ যেন আমার জন্য তখন কতই কাতর। পাঠক-মহাশয়ের মনে আছে, চুপি চুপি তিনি সেই সময় আমার হাতে কতকগুলি টাকা দিয়েছিলেন। সেই রকমে সেই অবস্থায় আমি দেল্‌মরপ্রাসাদ থেকে বিদায় হই। আমার পিতা তখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন। তাঁর মনে আরও এক ভয় হয়েছিল! অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তিনী হয়ে, আমার জননী যদি পলকমাত্র একটু কিছু স্নেহসূত্র দেখান, তা হোলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত গুহ্যকথা প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে। আমারে দেশত্যাগী কোল্লে সে সন্দেহও লুপ্ত হয়ে যাবে। সেইটীই বাস্তবিক তাঁর ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাই সফল হলো!

তার পর লানোভারের বাড়ী। গ্রেট রসেল ষ্ট্রীট। আনাবেলতে আমাতে একদিন নির্জ্জনে যে সব কথা বলাবলি করি, আড়াল থেকে লানোভার তার কতক কতক শুন্‌তে পায়। আমি তখন দেল্‌মরকন্যাদের কথা বোল্‌ছিলেম। কুমারী এদিথা অনেক টাকার বিষয় পাবেন,—সুখী হবেন, তাঁর পিতা দুই ভগ্নীর নামে সমান সমান উইল কোরে গেছেন,

সেই কথাই তখন আমি আনাবেলকে বোলছিলেম। উঃ! কত বড় ক্রোধে অন্ধ হয়ে লানোভার তখন ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে, সে কথা মনে হোলে এখনো আমার গা কাঁপে। রাগ ত ভয়ানক,—কিন্তু সেই ভয়ানক রাগের ভিতরেও বিজটিল আশঙ্কার সঞ্চার। তখন বুঝ্‌তে পারি নাই, এখন বুঝেছি। উইলের কথা আমি কেমন কোরে জান্‌তে পেরেছি, বার বার গর্জ্জন কোরে লানোভার আমারে সেই কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিল। কিছুমাত্র কপটতা না রেখে, সে সময় সমস্ত সত্যকথাই আমি লানোভারকে বোলেছিলেম। ফল হলো কি?—নররাক্ষস লানোভার মহাক্রোধে এক কালে পাগল হয়ে আনাবেলকে প্রহার কোল্লে;—আমিও সেই সময় সেই পাপিষ্ঠকে ধাকা মেরে ফেলে দিলেম। তাতেই বা ফল হলো কি?—লানোভার আমারে একটা ঘরে পুরে চাবী দিলে,—কয়েদ কোল্লে! এ সব কথা পাঠকমহাশয়ের কিছুই অজানা নাই। যা যা হোতে লাগ্‌লো, লানোভার তখনি তখনি মল্‌গ্রেভের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ সেই সব সমাচার পাঠাতে আরম্ভ কোল্লে। আমার হতভাগ্য পিতার শঙ্কাক্রোধের পরিসীমা থাকলো না। লাইব্রেরীঘরে শ্বশুর-জামাতার বিরলকথোপকথন আমি শুনেছি, তবে ত সহজে পার পাওয়া ভার। লোকের মনে সংশয় জন্মাতে পারে,—তদন্ত আরম্ভ হোতে পারে,—মৃত্যুর পর ডেস্ক থেকে যে উইল বেরিয়েছে, সেখানা জাল উইল, সে কথাও প্রমাণ হোতে পারে,—তবেই ত মহা প্রমাদ! উইল যারা জাল কোরেছে, নিশ্চয়ই তারাই তবে খুন কোরেছে; স্বভাবতই কি লোকের মনে তৎক্ষণাৎ সে বিশ্বাসটা দাঁড়াবে না? জাল উইলপ্রমাণে ষোল আনা সম্পত্তি মল্‌গ্রেভের পত্নীর আর মল্‌গ্রেভের নিজের;—এদিথা সে উইলে কেহই না! সুশীলা এদিথার তেমন স্নেহময় পিতার এমন পক্ষপাতী উইল,—অবিচারে এমন বঞ্চনা,—ভাব কি? আমার মুখে যদি সেই পূর্ব্বকথাটী প্রকাশ পায়, তা হোলে ত মল্‌গ্রেভের প্রতি মহাসন্দেহের কোন প্রমাণের অপ্রতুল হবে না। আমার হতভাগ্য পিতা,—দুরাশয় দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ লানোভার, দুজনেরই হৃদয় কাঁপ্‌লো। পিতা ভাব্‌লেন, নিস্তার নাই,—সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে,—খুনদায়ে হয় ত প্রাণ যাবে! উপায় হয় কি?—**দেলমরের হত্যার সন্দেহ ঘুচাবার মৎলবে আমারে হত্যা করবার কল্পনাই আমার অভাগা পিতা অবধারণ কোল্লেন!** দেল্‌মরের হত্যাকারী টাডি আর লানোভার!—আমারেও খুন করবার উদ্যোগী টাডি আর লানোভার!—এ সম্বাদ আমি আনাবেলের মুখে পাই। স্নেহময়ী,—দয়াময়ী বালিকা আনাবেল সেই রাত্রে চুপি চুপি আমার কয়েদঘরে প্রবেশ করেন;—চুপি চুপি পরামর্শ কোরে, আমার প্রাণরক্ষার উপায় করেন।

আনাবেলের পরামর্শে সেই রাত্রে নারীবেশে আমি পলায়ন করি। অবশ্যই আমার বলা উচিত, আমারে নিয়ে কোথায় কি হোচ্চে, আমার গর্ভধারিণী জননী—সব ঘটনার কিছুমাত্রও অবগত ছিলেন না। অনেকদিন পরে, অবস্থাগতিকে, কোন এক ঘটনাসূত্রে, শেষ-কালে তিনি জান্‌তে পারেন, আমার উপর আমার অভাগা পিতার এত দূর পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক আক্রোশ জন্মেছিল যে, আমার প্রাণটী তখন তাঁর পক্ষে মহাকণ্টক হয়ে উঠেছিল;—জগৎ-

সংসার থেকে আমারে চিরবিদায় দিবার মৎলবে, পাপিষ্ঠ লানোভারকে সহায় কোরে, পিতা আমার শৈশবজীবনের বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন!

নারীবেশে আমি পালাই, আনাবেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, একৃষ্টারনগরে আনাবেলের সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়। একজন কাপড়-ব্যাপারীর দোকানের দরজায় আনাবেল দাঁড়িয়ে ছিলেন। দোকানীর নাম ডবিন। সালিসবরী নগরে যখন আমি ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ীতে থাকি, দৈবঘটনায় সেইখানেই আনাবেলের মুখে আমি শুনি, সেই ডবিনের সঙ্গে আনাবেলের বিয়ে দিবার জন্য, লানোভার টাকার লোভে আনাবেলকে সেইখানে নিয়ে গিয়েছিল। আনাবেল তখন লানোভারের মনের কথা জান্‌তেন না। ডবিন একজন ধনীলোক, সুন্দরীকন্যার লোভ দেখিয়ে, কিছু টাকা হাত কর্‌বার মৎলব ছিল। লানোভার অবশ্য নিজের কন্যা বোলেই ডবিনের কাছে পেস কোরেছিল, এ কথা বলা বাহুল্য। ডবিন বুড়ো লোক, আনাবেলের অনুপম রূপলাবণ্য দেখে, ডবিন যদিও বিমোহিত হয়েছিল, কিন্তু বিবাহ কোত্তে রাজী হয় নাই। পাপাশয় কুঁজোকে সে বোলেছিল, বিবাহ করা তার আকাঙ্ক্ষা নয়। বিবাহকরা পত্নীর মরণ হয়েছে, সেই অবস্থাই তার সুখের অবস্থা, আর বিবাহে মতি হয় না। ডবিনের সাফ জবাবে পাপাশয় লানোভারের ধনলোভের নীচপ্রবৃত্তি সে সময় সে ক্ষেত্রে বিলীন হয়ে যায়।

কিছুদিন পরে আবার যখন আমি লণ্ডনে আসি, তখন জেনারেল পোষ্ট আফিসের সোপানে এদিথার সঙ্গে আমার দেখা হয়। এদিথা তখন তাঁর স্বামী রেভারেণ্ড হাউয়ার্ডের সঙ্গে নগরদর্শনে এসেছিলেন। দেল্‌মরপ্রাসাদের লাইব্রেরীঘরে মল্‌গ্রেভের সহিত স্বর্গীয় দেল্‌মরের যেরূপ কথোপকথন হয়, যে রকম উইল লেখাপড়ার কথা আমি শুনি, সেই সময় এদিথার কাছে সেই কথা আমি প্রকাশ করি। রেভারেণ্ড হাউয়ার্ড বলেন, কথাটা মাতব্বর কথা বটে, প্রকৃতপক্ষে যদিও ততদূর গুরুতর না হোক্, কথা অবশ্যই মাতব্বর। কথা শুনে এদিথার শোচনীয় পিতাকে মনে পোড়্‌লো,—করুণহৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতির তরঙ্গ খেল্‌তে লাগ্‌লো; এদিথা অত্যন্ত ব্যাকুলিনী হোলেন। আমার সঙ্গে সেই দেখার পর, সেই উইলের প্রসঙ্গটা তাঁরা আর মনেও কোল্লেন না;—তথ্য জান্‌বার জন্য মল্‌গ্রেভকেও কোন পত্রাদি লিখ্‌লেন না;—কথাটাতে যেন তাঁদের বিশ্বাসই দাঁড়ালো না। হৃদয় পবিত্র,—কপটতাকলঙ্ক পরিশূন্য;—মল্‌গ্রেভের তুল্য আত্মীয় লোকে আসল উইল নষ্ট কোরে, জাল উইল প্রস্তুত কোরেছে, এ ভাবটা তাঁদের মনেই আন্‌তে পাল্লেন না।

যেদিন এদিথার সঙ্গে ঐরূপে আমার দেখা হয়, সেই দিন সেই সময়ে,—আবার আমি লানোভারের কবলে পড়ি। আমি লণ্ডনে এসেছি, আবার মল্‌গ্রেভের ভয় বেড়ে উঠেছে; আবার লানোভারের ভয় বেড়ে উঠেছে। যে ভয়ে আমারে প্রাণে মার্‌বার ষড়্‌যন্ত্র কোরেছিল, সেই ভয় আবার। সেবারে পালিয়ে বেঁচেছি, এবারে আর যাতে পালাতে না পারি, পাপাত্মার পাপহৃদয়ে সেই চেষ্টাই একান্ত বলবতী। আমারে নিধন না কোল্লে, লানোভারের কল্যাণ নাই,—আমার অভাগা পিতার শান্তি নাই, লানোভার সেটা নিশ্চয়ই মনে মনে অবধারণ

কোরেছিল। আবার যখন লণ্ডনে আমার দেখা পেলে, কৌশল কোরে ফুস্‌লে ফাস্‌লে কায়দায় নিয়ে ফেল্লে। একটা অন্ধকূপে কয়েদ কোল্লে। তার পর একখানা কুলীজাহাজে তুলে দিয়ে, অজ্ঞাতদেশে চালান কোল্লে। সমুদ্রে জাহাজডুবীতে জগদীশ্বরের কৃপায় কি রকমে আমি রক্ষা পাই, পাঠকমহাশয় সে কথা জানেন। কতদিন স্কটলণ্ডে,—মাঞ্চেষ্টারে, চেতনহামে,—বাগ্সটের নিকটে সাকল্‌ফোর্ডের নিকেতনে, অবশেষে রিডিংনগরে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের নিকটে চাক্‌রী কোরে কোরে,—ভ্রমণ কোরে কোরে, পরিশেষে আবার আমি লণ্ডনে এসে উপস্থিত হই। দেল্‌মরপ্রাসাদে দেখা কোত্তে যাই। সেখানে গিয়ে শুনি, দেল্‌মরের মৃত্যুর পর অবধি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আগষ্টস্ মল্‌গ্রেভ দখল কোরে আস্‌ছেন। এদিথা কিছুই পান নাই। সেখানে আরও শুনি, মিষ্টার মল্‌গ্রেভ সংপ্রতি লর্ড একলেষ্টন উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। আমার জননী তখন লেডী এক্‌লেষ্টন। পূর্ব্বে গ্রস্‌ভেনর স্কোয়ারে ভাড়াটে বাড়ীতে বাস কোচ্ছিলেন, এখন মাঞ্চেষ্টার স্কোয়ারে নিজের বাড়ী প্রস্তুত কোরেছেন। সেই বাড়ীতে আমি রেজিষ্ট্রী-বহির ছেঁড়া পাতাখানা দিতে যাই। যে পাতাখানার জন্য আমার অদৃষ্টে তত কষ্ট,—তত যন্ত্রণা,—যে পাতাখানার অভাবে আমার জনকজননী বিবিধ পাপানুষ্ঠানে নিরত, সেই এন্‌ফিল্‌ডের ধর্ম্মশালার রেজিষ্ট্রী-বহির পাতা।

আশ্চর্য্য দেখুন, পাতাখানা যেদিন আমি দিতে গেলেম, সেদিন তাঁরা উভয়েই চোম্‌কে চোম্‌কে কেমন যে একপ্রকার অদ্ভুত কথা উচ্চারণ কোল্লেন,—কেমন একরকম সংশয়মিশ্রিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে থাক্‌লেন, তখন আমি তার ভাবার্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পারি নাই। কেন যে লেডী এক্‌লেষ্টন তখন বারবার হস্তে হস্ত পেষণ কোরে, ক্ষণকাল অস্ফুটস্বরে অর্দ্ধোক্তি কোল্লেন,—কেন যে তাঁর স্বামী তখন সগর্জ্জনে নাম ধোরে ডেকে সক্রোধে সতর্ক কোরে দিলেন, বাস্তবিক আমি তখন সে ভাবের মর্ম্মভেদ কোত্তে সমর্থ হই নাই। তাঁরা তখন ভেবেছিলেন, পাতাখানা যদি আগে পাওয়া যেতো, তা হোলে আমার জন্য তাঁদের ততদূর ভয়াবহ অধর্ম্মের পথে প্রবৃত্তি হতো না; আমারেও অনাথ অবস্থায় তত যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হতো না। স্নেহকাতরহৃদয়ে লেডী এক্‌লেষ্টন তখন কেন তত কাতরা হয়েছিলেন, এখন আমি বুঝেছি। তিনি আমার গর্ভধারিণী জননী, ঘুণাক্ষরেও তখন আমি সেটী জান্‌তে পারি নাই। সে কথা তখন বাস্তবিক আমি কল্পনাতেও আনি নাই। লক্ষণে কিন্তু বুঝেছিলেম যেন, মাতৃস্নেহ। সুখে আছি কি দুঃখে আছি, মা আমার তখন সে কথা আমারে বারম্বার জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। সম্মুখ থেকে চোলে আস্‌বার পর, অনেক দিন—অনেক দিন পর্য্যন্ত জননীর সেই সকরুণ স্নেহমাখা দৃষ্টি আমার মনে সঞ্জীবের মত জাগরূক হয়ে ছিল।

অচিরেই আবার কি প্রকারে জনকজননীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, সে কথাও পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাকৃতে পারে। হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে সার্ মাথু সেহেল্‌টাইনের সহিত শেষ্যার সাক্ষাৎ কোরে, যখন আমি আবার লণ্ডনে ফিরে আসি, মাঞ্চেষ্টার স্কোয়ারে জলন্ত অট্টালিকায়—জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তখন আমি ঝাঁপ দিই;—প্রাণের মায়ার বিসর্জ্জন দিয়ে, জলন্ত

অট্টালিকায় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তখন আমি ঝাঁপ দিই। অগ্নিকুণ্ড থেকে অচৈতন্য লেডী একলেষ্টনকে উদ্ধার করি। গর্ভধারিণী জননী!—একটু চৈতন্য প্রাপ্ত হয়ে, তিনি আমারে বোলেছিলেন, "তুমিই আমার প্রাণ রক্ষা কোল্লে? ধন্য জগদীশ!" বেশী কথা কি, সেই ঘটনা উপলক্ষে লর্ড একলেষ্টনের পাষাণহৃদয়েও আমার প্রতি একটু স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল।

এখনকার কথা হোচ্চে সেই ছেঁড়া চিঠী। ফ্রান্সের ধর্ম্মশালায় ল্যানোভারের ছেঁড়া কাগজের ভিতর যে ছেঁড়া চিঠীখানা আমি কুড়িয়ে পাই, সেই চিঠীতে অতঃপর আমার প্রতি দৌরাত্ম্য নিবারণের উপদেশ ছিল। কি মৎলবে সেই চিঠী লেখা হয়, তাও একটু বলা চাই। অগ্নিকুণ্ড থেকে লেডী একলেষ্টনকে আমি বাঁচাই, লেডী একলেষ্টন স্নেহপরবশ হয়ে, আমার অনুকূলে পতির কাছে বিস্তর কাকুতিমিনতি করেন;—বিবাহরেজিষ্টারির পাতা পাওয়া গিয়েছে, প্রথম বিবাহের কথা সকলকে জানিয়ে, আমারে পুত্র বোলে গ্রহণ করুন, পতির কাছে জননী আমার এইপ্রকার বিস্তর মিনতি কোরেছিলেন। কিন্তু লর্ড একলেষ্টন না-ছোড়-বান্দা;—কিছুতেই সম্মত হোলেন না। তখনো পর্য্যন্ত তাঁর মনে আশঙ্কা, প্রথম বিবাহের কথা প্রকাশ কোল্লে,—এদিথার সঙ্গে,—রেভারেণ্ড হাউয়াডের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র বাস কোত্তে হবে; লাইব্রেরীর কাণ্ডটা যদি প্রকাশ পায়, সন্দেহ উপস্থিত হবে, অনুসন্ধান আরম্ভ হবে,—সূত্র বাহির হয়ে পোড়্‌বে, ক্রমে ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রকাশ পাবে। তা হোলে ত লেডী একলেষ্টন জনসমাজে চিরকলঙ্কিনী হয়ে থাক্‌বেন। পত্নীকে সেই ভয় তিনি দেখালেন। কিছুতেই আমারে পুত্র বোলে গ্রহণ কোত্তে রাজী হোলেন না। পত্নীর প্রতি দয়া কোরে, কেবল এইটুকুমাত্র তিনি কোল্লেন, ভবিষ্যতে আমার প্রতি আর কোন উপদ্রব না হয়, সেই মর্ম্মে ল্যানোভারকে পত্র লিখে নিষেধ কোরে দিলেন। সম্পূর্ণ চিঠীখানি আমি পাই নাই, কতকটা কে ছিঁড়ে নিয়েছিল, আমি পেয়েছিলেম ছেঁড়া চিঠী।

সে চিঠী যে লর্ড একলেষ্টনের লেখা, বহুদিন পর্য্যন্ত সে তত্ত্ব আমি জান্‌তেম না। ফ্লোরেন্স নগরে কাপ্তেন রেমণ্ডের নিকটে যখন আমি চাকর, ঘটনাগতিকে সেই সময় সেটী জান্‌তে পারি। ফ্লোরেন্সনগরে একলেষ্টনদম্পতীর সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়। লর্ড একলেষ্টন সে সময়েও আমার প্রতি কিছু কিছু সস্নেহভাব জানান। অগ্নিকুণ্ডে জীবন রক্ষা কোরেছি, সেই কথার উল্লেখ কোরে, লেডী একলেষ্টন আমার বুকের উপর মাথা রেখে, সকাতরে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন কোল্লেন। লর্ড একলেষ্টন কেমন একটী সঙ্কেত কথা বোলে, তৎক্ষণাৎ সাবধান কোরে দিলেন, সে ভাবও আমি বুঝ্‌লেম না। আমি যখন বিদায় হই, লর্ড একলেষ্টন সে সময় বোলে দিলেন,—অঙ্গীকার কোল্লেন, তিনি আমার একগাছি কেশেরও অনিষ্ট কোর্‌বেন না। অঙ্গীকার কোরেছিলেন। শেষে কিন্তু রাখ্‌তে পাল্লেন না। শেষের ঘটনায় তার ফলাফল আমি বিলক্ষণরূপে জান্‌তে পাল্লেম। মানুষের মন যখন একবার পাপপথে ছোটে, তখন সহজে নিবৃত্ত কর্‌বার শক্তি থাকে না। কখনও যদি পাপপথ পরিত্যাগ কোরে সৎপথে কল্পনা আসে, অভ্যাসবশে সে কল্পনা ক্ষণিক কল্পনামাত্র।

পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজনাতেই পুনঃপুন পাপকার্য্যে অনুরক্ত। পাপী মনে করে, সংসারে মানসম্ভ্রম রক্ষা কর্বার পন্থাই ঐ। সাধুমতির মৃদুগতি থাক্‌লেও পাপমতি প্রবল বেগবতী হয়ে অগ্রগামিনী হয়। পাঠকমহাশয়! আমার হতভাগা পিতার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখে সতর্ক হোতে শিক্ষা করুন;—ভ্রমেও যেন পাপপথে মতি যায় না। একবার অপথে পদার্পণ কোল্লে, পুনরায় সাধুপথে মতি আনা সকলের পক্ষে নিতান্ত সহজ কর্ম্ম হয় না। প্রথম পাপে প্রবৃত্ত হবার সময়ে পাপাকাঙ্ক্ষী হয় ত মনে করে, একটা পাপ বই ত নয়, এই পর্য্যন্তই থাক্‌বে, এর বেশী আর হবে না। মনে মনে হয় ত ভাবে এই রকম, কিন্তু ফলে দাঁড়ায় বিপরীত। ক্রমশই মহা মহা পাপের পিপাসা প্রবল হয়ে উঠে। যুক্তি,—বিবেচনা,—জ্ঞান, ধর্ম্ম, কিছুই আর তখন পাপের স্রোতের মুখে স্থান পায় না। অধর্ম্মপথে আসক্তি জন্মিলে ধর্ম্মপথে মন ফিরানো বাস্তবিক অতি দুরূহ ব্যাপার।

ফ্লোরেন্সনগরে একলেষ্টনদম্পতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, যা কিছু আমি দেখি,—যা কিছু আমি শুনি, অবশ্যই তাতে আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল, কিন্তু তাঁরাই যে আমার পিতামাতা, সেটী তখন কিছুই অনুভব কোত্তে পারি নাই। আভাসে কেবল এইটুকুমাত্র বুঝেছিলেম, আমার জন্মবৃত্তান্ত তাঁরা জানেন;—কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে সেটী তাঁরা গোপন রাখ্‌তে ইচ্ছা করেন। সেই সাক্ষাতের পর লেডী একলেষ্টনের বিশেষ অনুরোধে, শান্তা ত্রিণেতা সেতুর নিকটে তাঁর সঙ্গে আমি নির্জ্জনে দেখা করি। সে সময় আমার প্রতি তিনি যেপ্রকার স্নেহমমতা দেখান,—আমার উপকারের জন্য প্রচুর অর্থ দান কোত্তে চান, তাতেও আমার বিস্ময় বোধ হয়েছিল, কিন্তু এত কাণ্ড তার ভিতর, সেটা আমি একবারও ভাবি নাই; বুঝ্‌তেই পারি নাই। শেষে আমি যখন কাউণ্ট লিবর্ণোকে সেই সব কথা বলি, আমার মত তাঁরও তখন সংশয় জন্মে। কিন্তু আসল কথাটা যে কি, তার কিছু মীমাংসা কোত্তে পারি নাই;—আমিও পারি নাই, তিনিও পারেন নাই।

সেই ঘটনার পর সিবিটাবেচিয়ায় আমার জনকজননীর সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়। সেইখানে মনের সংশয়টা বেশী বদ্ধমূল হয়;—হয় সত্য, কিন্তু তখনো অনিশ্চিত। সেইখানে আমি শুনি, দেল্‌মরদুহিতা এদিথা, দেল্‌মরপ্রাসাদ ও দেল্‌মরসম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছেন। জ্যেষ্ঠসহোদরের মৃত্যুর পর, পৈতৃকপদ ও পৈতৃকসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে, আমার পিতা তখন সমস্ত দেল্‌মরসম্পত্তি এদিথাকে দান কোরেছেন। দেল্‌মর-প্রাসাদের লাইব্রেরীঘরে শ্বশুরজামাতার গুপ্ত কথোপকথন আমি শুনে রেখেছি; যদি কোন সূত্রে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, ফাঁসাত বাধ্‌বার সম্ভাবনা, মনে মনে সেইটী ভেবেই ঐরূপ ব্যবস্থা করা। স্বত্বাধিকারিণী স্বত্ব প্রাপ্ত হোলেন, পূর্ব্ব উইলের কথা উত্থাপন হবার আর কোন সম্ভাবনাই থাক্‌লো না। সিবিটাবেচিয়ায় লর্ড একলেষ্টনের সঙ্গে দেখা কোরেই আমার চিত্তসংশয় প্রবল হয়ে উঠে, শুধু কেবল এমন কথা নয়, বিশেষ ঘটনা আছে। নিশাকালে বিদ্রাবস্থায় আমি যেন স্বপ্ন দেখেছিলেম, একটী নারীমূর্ত্তি আমার হোটেলের কামরায় প্রবেশ কোরে, সস্নেহে আমার অধরচুম্বন কোচ্চেন;—দরদরিতধারে নয়নাম্বু

পরিবর্ষণে আমার মুখমণ্ডল অভিষিক্ত কোচ্চেন। এত দিনে জেনেছি, তিনিই আমার গর্ভধারিণী জননী। ঘোর নিশীথসময়ে পৃথিবীর নরনারীকুল সংসারচিন্তা বিস্মৃত হয়ে, মনে মনে প্রকৃতিসিদ্ধ স্নেহমমতায় আকৃষ্ট হয়। আমার জননী সেই নিশীথসময়ে আমারে কোলে কোত্তে অভিলাষিণী হন। আমি নিদ্রিত,সেই সময় চুপি চুপি অলক্ষিতে আমার জননী আমার বিছানায় বোসে, হৃদয়নিহিত অপত্যস্নেহের নিদর্শন দেখান। হাঁ, সেই কথাই সত্য। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে তেমন প্রত্যক্ষ নিদর্শন সত্তেও মনে কোন নিশ্চিত মীমাংসা স্থান পেলে না। প্রভাতে জাগরিত হয়ে, আকাশপাতাল ভেবেছিলেম;—নিশাঘটনা স্মরণ কোরে, মনে মনে আমি স্থির কোরেছিলেম স্বপ্ন।

ফ্লোরেন্সনগরে লানোভার আর দরচেষ্টারের বিচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে, যে যে ঘটনা হয়, তাতেই আমি বুঝ্‌তে পারি, লর্ড একলেষ্টন্ আবার আমার প্রতি নূতন উপদ্রব আরম্ভ কোরেছিলেন। নির্ব্বোধের মত অপকটবিশ্বাসে দরচেষ্টারের পত্রখানা আমি তাঁকে দেখাই। দরচেষ্টার আমারে কারাগারে দেখা কোত্তে লিখেছিল। সেই চিঠী দেখে, আমার অভাগা পিতার অন্তরে ভয়ানক আশঙ্কার আবির্ভাব হয়। মনে পাপ থাকলে অকারণে সকারণে পাপীর মনে নানা সংশয়ের উদয় হয়ে থাকে। পাছে দরচেষ্টার কোনপ্রকার গুপ্তকথা ব্যক্ত করে,—পাছে পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই আশঙ্কায় দণ্ডলাঘবের আশ্বাস দিয়ে, লর্ড একলেষ্টন তখন রাতারাতি দরচেষ্টারের মুখ বন্ধ কোরে আসেন। অন্যন্য কৌশলে লানোভারকেও কারাগার থেকে বাহির কোরে, বুকের ভিতর রক্ষাকবচ বাঁধেন। তখন আমার আশাভরসার উত্তম সুযোগ নষ্ট কোরে, আমার হতভাগ্য পিতা অন্তরে অন্তরে আত্মশ্লাঘায় পুলকিত হয়েছিলেন।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, কারাগারে প্রথম সাক্ষাতে দরচেষ্টার আমার কাছে কোন কথাই ভাঙ্‌লে না। তার পর কাউন্ট লিবর্ণোর সঙ্গে যখন আমি দ্বিতীয় বার কারাগারে যাই, তখন দরচেষ্টারের মুখে কতকগুলি বিশেষ কথা জান্‌তে পারি। জীবন্ত লানোভারের গোর,—গোর খুঁড়ে উদ্ধার, অভাবনীয়রূপে যে রাত্রে আমি দর্শন করি, তারই পরদিন কারাগারে দরচেষ্টারের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, এ কথা বলা পুনরুক্তিমাত্র। সেই দিন দরচেষ্টার বলে, বিবাহের রেজিষ্টারীর পাতাখানা ছিঁড়ে নিয়েছিল কেন। আমার জনক-, জননীর বিবাহের সঙ্গে সে অপহরণের কোন সম্পর্কই ছিল না। সেই পাতায় আর একটী বিবাহ রেজিষ্টারী হয়। একজন স্বার্থপর, খামখেয়ালী বড়লোকের পরামর্শে,—অবশ্যই ঘুস খেয়ে,—তাঁরই সেই বিবাহটা গোপন রাখ্‌বার মৎলবে, দরচেষ্টার সেই পাতাখানা ছিঁড়ে নিয়েছিল। দরচেষ্টার তখন ভয়ানক দেনদার,—ঘুসের টাকা অনেক, সেই লোভেই পাতাখানা ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়েছিল। একজন বদ্‌লোকের উপকার কোত্তে গিয়ে, আমারে যে তত দুর্দ্দশার মুখে নিক্ষেপ কোর্‌বে, পাপী দরচেষ্টার তখন সেটা ভাবে নাই। পাতাটা ছিঁড়ে নিয়েছিল, ফেলে দেয় নাই কেন?—যত্ন কোরে সঙ্গে রেখেছিল কেন? তারও বলবৎ কারণ ছিল। পাতা ছেঁড়াতে যে লোকের ইষ্টসিদ্ধি, টাকার খাঁকৃতির সময়

এক একবার সেই লোককে সে পাতাখানা দেখিয়ে, আরো কিছু বেশী উৎকোচগ্রহণের লোভ দরচেষ্টারের পাপহৃদয়ে জাগরূক ছিল। কেবল লোভ জাগরূক ছিল এমন নয়, ঐ সূত্রে ভয় দেখিয়ে, সেই লোকের কাছে দরচেষ্টার অনেক বার অনেক টাকা হাত মেরে-ছিল। অবশেষে ঘটনাগতিকে সেই পাতাখানা দরচেষ্টারের হাতছাড়া হয়ে যায়। আমার সঙ্গে জুয়াচুরী খেলে, ওল্ড্হামনগর থেকে দরচেষ্টার যখন পালায়, পাঁচ প্রকার চোঁতা কাগজের সঙ্গে সেই পাতাখানা সেই সময় ফেলে গিয়েছিল, আমি কুড়িয়ে পাই।

কারাগারে দরচেষ্টারের মুখে আমি আরো শুনেছিলেম, সেই ছেঁড়া পাতাতে আগষ্টস্ মল্গ্রেভের সঙ্গে ক্লারা দেল্মরের বিবাহ রেজিষ্টী ছিল, সে কথা দরচেষ্টারের বেশ স্মরণ আছে। আগষ্টস্ মল্গ্রেভ আর্ল্ অফ একলেষ্টন হয়েছেন, ক্লারা দেল্মর কাউণ্টেস্ অফ্ একলেষ্টন হয়েছেন, সে কথা দরচেষ্টার জান্তো। কোন সূত্রে লানোভারের মুখে দরচেষ্টার শুনেছিল, আমারে দেখে লর্ড একলেষ্টনের ভারী ভয়, সুতরাং তিনিই আমার সমস্ত যন্ত্রণার,—সমস্ত বিপদের,—সমস্ত দুর্দ্দশার নিদান। যে কোন প্রকারেই হোক্, দরচেষ্টারের মুখেই আমি শুনেছি, মনে মনে তার দৃঢ় ধারণা, সেই ১৮২০ সালে মল্-গ্রেভের সঙ্গে ক্লারার যে বিবাহ হয়, সেই বিবাহে সমুৎপন্ন পুত্রই আমি। ফ্লোরেন্সের জেল-খানাতে এই সকল কথা দরচেষ্টার আমারে বোলেছিল। আমারও মনে মনে যে প্রকার ধারণার ছায়া, দরচেষ্টারের বাক্যপ্রমাণে সেই ছায়া যেন অনেকদূর পরিষ্কার হয়ে আসে। কাউণ্ট লিবর্ণোর পরামর্শে যখন আমি মিলাননগরে যাত্রা করি, কাউণ্টবাহাদুর সেই সময় সস্নেহে আমারে আলিঙ্গন কোরে, পরিষ্কার আশা দিয়েছিলেন, "এতদিন মনে মনে যা আমরা ভেবে আস্ছি, এই বার সেটী নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট হবে।"

মিলানের সহরতলীতে যখন আমি লানোভারের তল্লাসে ছদ্মবেশে পুলিস সেজে যাই, গর্ভধারিণী জননীর স্নেহজ্যোতির্ম্ময়ী তীক্ষ্ণদৃষ্টিপ্রভাবে অচিরেই আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে; ভাব দেখে আমি বিমোহিত হই। লর্ড একলেষ্টন দেখ্লেন, বিভ্রাট। আমি যেন তাঁর সৌভাগ্যপথের কণ্টকস্বরূপ হোলেম। এতদিন তিনি আমারে অশেষবিশেষ বিপদাপন্ন, দুর্দ্দশাপন্ন কোরেছেন, তখন যেন আমা হোতেই তাঁর বিপদ, মনে মনে তাঁর এইরূপ বিশ্বাস দাঁড়ালো। তৎক্ষণাৎ এক প্রবল কুবুদ্ধি যোগালো;—তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর সংকল্প অবধারণ কোল্লেন। কোন গতিকে যাতে ইংলণ্ডে এনে ফেল্তে পারেন, কুবুদ্ধিতে সেই যুক্তির আবি-র্ভাব। ইংলণ্ডে আমারে হাতে পেলে, পাগ্লাগারদে পচাবেন, এই তাঁর তখনকার সংকল্প। পোনেরো দিন পরে লণ্ডননগরে আমার সমস্ত পরিচয় তিনি প্রকাশ কোরবেন, এইরূপ অঙ্গীকার কর্‌বার হেতুও তাই। তার পর কি হলো, সে সব কথার পুনরুল্লেখ করবার কি প্রয়োজন আছে? আমার অভাগা পিতার সাংঘাতিক চাতুরীজালে বিজড়িত হয়ে, আমি এক ভয়ঙ্কর পাগ্লাগারদে বন্দী হোলেম। সুদীর্ঘ ছয় মাসকাল লণ্ডনের বাতুলালয়ে ভয়ানক বাতুলযন্ত্রণা ভোগ কোল্লেম। কোথায় আমি আছি, আমার জননী সেকথা জান্তেন না। মা মনে কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কা কোরেছিলেন। কেন না, আমার হতভাগ্য পিতা একবার

আমারে প্রাণে মার্‌বার ষড়্‌যন্ত্র কোরেছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর কথাটা তাঁর জানা ছিল। আমি লণ্ডনে এসে পৌছেছি, জননী সে সংবাদ পেয়েছিলেন, তার পর আর কোন খবর পান নাই। স্বামীকে পুনঃপুন জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, অনেকদিন ঠিক উত্তর পান নাই, শেষকালে শুন্‌লেন,—পতির মুখেই শুন্‌লেন, আমি পাগল হয়ে গেছি, আমারে পাগ্‌লাগারদে রাখা হয়েছে। আহা! সে সময় আমার জননীহৃদয়ে কতই যে ভয়ঙ্কর বেদনা লেগেছিল,—আমার দুঃখে কতই যে অশ্রুপাত কোরেছিলেন, জননীর মুখেই সে সব দুঃখের কথা আমি শুনেছি।

অবশেষে প্রায়শ্চিত্তের দিন সমাগত। পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা একমাত্র জগদীশ। উপযুক্ত অবসরে প্রতিকল প্রায়শ্চিত্তের ইচ্ছাময় বিধায়ক। আমার পিতা ঘোড়া থেকে পোড়ে গেলেন, অচেতন অবস্থায় ঘরে আনা হলো,—দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ কোত্তে কোত্তে রাত্রিকালে শোকাভিভূতা বিষাদিনী পত্নীর নিকটে পাপস্বীকার;—জীবনের যাবতীয় জঘন্য পাপাচার তিনি অকপটে স্বীকার কোরেছেন। এত গুহ্যকথা প্রকাশ কোরেছেন, আমার জননী এতদিন সে সব কথা মনে,—জ্ঞানে,—ভ্রমেও ভাবেন নাই। আমার হতভাগ্য মুমূর্ষু পিতা সমস্ত রজনী শারীরিক যন্ত্রণায়,—মানসিক যন্ত্রণায়, মৃত্যুশয্যায় বিলুণ্ঠিত হয়ে,—একটী একটী কোরে,—আধখানি আধখানি কোরে,—বার বার থেমে থেমে,—ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাস টেনে টেনে, অশ্রুমুখী বিষাদিনী পত্নীর কর্ণে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ভয়ানক ভয়ানক অতীত ঘটনা, মহাকষ্টে উদ্গীরণ কোরেছেন। বিভীষণ কাহিনীতে জননী আমার স্তবকে স্তবকে মর্ম্মাহত হয়েছেন। পতির কুপরামর্শে তাঁর নিজের, জন্মদাতা পিতা অকস্মাৎ খুন! স্বহস্তে না কাটুন, পরম্পরাসম্বন্ধে পতি তাঁর কুচক্র-অস্ত্রে নরহন্তা! সেই সঙ্গে সঙ্গে পতি তাঁর জালিয়াত। এই সব ভয়ঙ্কর কথা যখন শুন্‌লেন, মর্ম্মান্তিক পরিবেদনার উচ্ছ্বাসে মা তখন মনে কোল্লেন, তিনি যেন পাগলিনী হোলেন;—তাঁর হৃদয় যেন বিদীর্ণ হোতে লাগ্‌লো। কেবল আমারই মুখ চেয়ে নিদারুণ মনোবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ কোরেছিলেন। তিনি তখন ভাব্‌লেন, 'কর্ত্তব্য কার্য্য বাকী;—আমারে গর্ভজাত সন্তান বোলে গ্রহণ করা,—বিষয়বিভবে আমার ন্যায্য স্বত্ব আমারে প্রদান করা;—পিতার অন্তিমশ্বাসের আশুপ্রয়াণের পর আমারে আরল অফ্‌ এক্‌লেষ্টন বোলে ঘোষণা করা। মা তখন ভাব্‌লেন, এই কয়েকটী কাজ তাঁর বাকী। কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ কোল্লেন। পূর্ব্বেই পাঠকমহাশয়কে বোলেছি, বাতুলালয় থেকে খালাস পেয়ে এসে, পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আমি জানু পেতে বসি;—সমস্ত অতীত দুষ্ক্রিয়া ক্ষমা করি;—করযোড়ে ঈশ্বরের কাছে পিতার পরিত্রাণের জন্য করুণা ভিক্ষা করি।' কেন করি? পিতৃগৃহে প্রবেশের অগ্রে শোকাতুরা জননীর মুখে আমি শুনে এসেছি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে;—মর্ম্মে মর্ম্মে অনুতাপ কোরে সমস্ত পাপ তিনি স্বীকার কোরেছেন।

পাঠকমহাশয়! পূর্ব্বপরিচ্ছেদের একস্থানে আমি এই কাহিনীর যে একটু বিচ্ছেদ রেখে এসেছিলেম, এইখানে সেই বিচ্ছেদের স্থল পরিপূর্ণিত হলো। এইখানেই আমার আজন্ম ঘোর অন্ধকার জলদাচ্ছন্ন মূলাবধি সমস্ত রহস্যের মর্ম্মভেদ।

দ্বিষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

সৌভাগ্য,—ফলাফল।

বিস্ময়ানন্দের চরমসীমা। আজন্ম অজ্ঞাত জন্মবৃত্তান্তপ্রকাশ, আমার অভিনব পদগৌরব, আমি একলেষ্টনের আর্ল্, আমার মুখে এই সকল অভাবনীয় পরিচয় পেয়ে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন,—হেসেলটাইন-দুহিতা, আর আমার আনাবেল, তিনজনের মনে যে কতদূর বিস্ময়,—কতদূর আহ্লাদ, সেটী অনির্ব্বচনীয়। মনে মনে যে ধারণা রেখে, এতদিন যে আমি সত্যপরিচয় প্রকাশের জন্য তত উদ্বিগ্ন ছিলেম, সেটা যে আমার ভ্রান্তি নয়, প্রকৃতপক্ষে অক্ষুণ্ণ সত্য, আদ্যোপান্ত সে ইতিহাস অতি সংক্ষেপেই আমি বর্ণন কোল্লেম। সব কথা বোল্লেম, কেবল সেই মহাভয়ানক কথাটী তখন বোল্লেম না;—আমার জন্মদাতা পিতা যে কৌশলচক্রে নরহন্তা, সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথাটা সে সময় মনে মনেই রাখ্‌লেম। এখানে কেবল এইটুকু বোল্লেই পর্য্যাপ্ত হবে, বহুদিন অতীত হবার পর, সেই ভয়ানক নৃশংস ঘটনার কথাটা প্রকাশ পায়। তা যদি না হতো, তা হোলে আমার এই স্বহস্তলিখিত জীবনকাহিনীতে কিছুতেই পাঠকমহাশয় সেই নিদারুণ ভয়ঙ্কর কথাটা দেখ্‌তে পেতেন না।

এখন শেষের কথাগুলি শ্রবণ করুন! হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে আমি উদার অভ্যর্থনা, অকপট সমাদর প্রাপ্ত হোলেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন মুখে আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন, আনাবেলের জননী মুখে আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন, আমার আনাবেলের নীরব আনন্দ। আনাবেলের মধুরনয়নেই তখন চমৎকার সর্ব্বানন্দ সুপ্রকাশ। আমার অন্তরে যে তখন কি অপূর্ব্ব সুখোদয়,—আমি যে তখন কতই সুখী, সে সুখের কথা প্রকাশ কোল্লে পাঠক মহাশয় কি আমার আত্মশ্লাঘা মনে কোর্‌বেন? জন্মাবধি নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ কোরে, বিপদসঙ্কুল সংসারচক্রে ঘূরে ঘূরে, হৃদয়ের চিরসঞ্চিত আশার পরিপূরণে আমি তখন অননুভূত সুখানুভব কোল্লেম, ইহা কি বড় বিচিত্রকথা? সংসারে জন্মগ্রহণ কোরে, যতদূর বিপদের মুখে পোড়্‌তে হয়,—যতদূর দুর্দ্দশায় নিপতিত হোতে হয়, আমার জীবনে সমস্তই ঘোটেছে। মহাদুঃখের পর মহাসুখ, সে সুখের আর তুলনা কি? প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে বৃদ্ধ দ্বারপালকে যে কথা আমি বোলে এসেছি, সুখানুভবের সময় সেই কথাই আবার স্মরণ হলো। কৃপাময় জগদীশ্বর কৃপা কোরেই এই সুখের দিন আনয়ন কোল্লেন।

ভ্রমণকারী নিরাশ্রয় পথিক আমি, এত দিনের পর ঘরে ফিরে এলেম! দুই বৎসর পূর্ব্বে যেমন অজ্ঞাত অপরিচিত উদাসীনের মত প্রাসাদ থেকে বিদায় হয়েছিলেম, তেমন উদাসীন অবস্থায় ফিরে এলেম না। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে,—মহাগৌরবাস্পদ সম্ভ্রমের পদে অধিরূঢ় হয়ে,—অকপট ভালবাসার অকপট নিদর্শন দেখাবার উপযুক্ত পাত্র হয়ে, আমি ঘরে

ফিরে এলেম। অখলা,—পবিত্রহৃদয়া,—সুশীলা আনাবেল বাস্তবিক সে নির্দ্ধনের মুখ চেয়ে ছিলেন না। হৃদয়ানুরাগ উভয়েরই সমান;—আমারও যেমন, আনাবেলেরও সেইরূপ। আমি যদি সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত; উদাসীন, দরিদ্র জোসেফ উইলমট হয়েই ফিরে আস্তেম, তা হোলেও আনাবেল আমারে সেই রকম অক্ষুণ্ণ প্রগাঢ় অনুরাগে আলিঙ্গন কোত্তেন। লর্ড একলেষ্টন হয়ে যে সমাদর আমি পেলেম, গরিব উইলমট হোলেও সেই সমাদর পেতেম, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পিতৃবিয়োগে আমার শোকবস্ত্র পরিধান। সার্ মাথু সঙ্কেত কোরেছিলেন, প্রাসাদে যেরূপ মহাসমারোহের আয়োজন, এ অবস্থায় সেরূপ না কোরে, কিছু কম করা কিম্বা একেবারেই বন্ধ রাখা হয়। সে সঙ্কেতে আমি সায় দিলেম না। যেরূপ অভিলাষ, যেরূপ আকিঞ্চন,—যেরূপ আয়োজন, ঠিক সেইরূপে আমোদপ্রমোদ করাই আমার পরামর্শ। আমার অঙ্গ কৃষ্ণাবরণে আবৃত, তা বোলে ত সকলের অন্তর কৃষ্ণাবরণে মলিন নয়। তবে কেন আমি নিজের জন্য সকলের আনন্দে বাধা দিব? পূর্ব্বেই আমি বোলেছি, অঙ্গবস্ত্রের ন্যায় হৃদয় আমার শোকাচ্ছন্ন নয়;—অতুল সুখে আমি সুখী। আমার পরামর্শমতেই সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন ঘোষণা কোরে দিলেন, অলৌকিক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনায় তখন আমি আর সামান্য জোসেফ উইলমট নই, উপস্থিত আয়োজনে সকল লোকেই সেই জোসেফ উইলমটকে আর্‌ল্ অফ একলেষ্টন বোলে সম্মান প্রদান করুন্। সমবেত বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠ্‌লো, সমবেত প্রজামণ্ডলী চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি কোত্তে লাগ্‌লো। বাতায়ন থেকে সেইরূপ প্রফুল্ল প্রমোদিত মঙ্গলাচরণ দর্শন কোরে, মনে মনে আমি পরমপুলকিত হোলেম;—প্রাণময়ী—প্রেমময়ী—মধুময়ী আনাবেলের চিরানন্দ-চন্দ্রমুখ দর্শন কোত্তে চোল্লেম।

যে ঘরে আমার অভ্যর্থনার আয়োজন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। সকলকে বোল্লেম, আপাতত দুই তিনখানি চিঠী লেখা আমার প্রয়োজন। কথা যদিও সত্য, তথাপি ওকথা বল্‌বার অন্য অভিপ্রায় ছিল। হৃদয়মধ্যে যত প্রকার আনন্দোচ্ছ্বাস, সেই উচ্ছ্বাসস্রোত মুক্ত কর্‌বার জন্য আমার আধঘণ্টাকাল নির্জ্জনবাস প্রয়োজন। বহুদিন যেটী ভেবেছি স্বপ্ন, আজ সেটী প্রকৃত সত্য। যে আশাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে, বহু বিপদ—বহু যন্ত্রণা, বহুকষ্ট,—বহু দুর্দ্দশা, আমি ভোগ কোরে এসেছি, সমস্তই আজ সার্থক! মনের আশা পরিপূর্ণ! আনাবেল আমার হবেন। অজস্রধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কোল্লেম। তখনো পর্য্যন্ত কতবার—কতবার আমার মনে মনে তর্ক, এখনো এটা সত্য কি স্বপ্ন! ভাল কোরে যখন বুঝ্‌লেম সত্য, তখন আমি স্থির হয়ে পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেম। কারে কারে পত্র লেখা? আমার ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডযাত্রার ফলাফল কিরূপ, সেই তত্ত্বটী জান্‌বার জন্য যাঁরা সাগ্রহে উৎকণ্ঠিত, তাঁদেরই পত্র লেখা। ফলাফল যা হবে, যদিও তাঁরা নিশ্চয় বুঝেছিলেন; তথাপি আমার কর্ত্তব্য কাজ আমারই করা চাই। আমার জননীকে পত্র লিখ্‌লেম। ওঃ! আমার প্রতি পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁর যত প্রকার নিষ্ঠুরতা,—ওঃ! পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, সে সব আমি ক্ষমা কোরেছি। গর্ভধারিণীর প্রতি স্নেহ-ভক্তি স্বভাবসিদ্ধ, পাকেচক্রে

প্রৌঢ়,—দায়ে ঠেকে, তিনি পাষাণে বুক বেঁধেছিলেন, তথাপি অন্তরে অন্তরে পুত্রস্নেহ প্রবল ছিল। সিবিটাবেচিয়ার হোটেলে অলক্ষিতে পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তিনী হয়ে, যে রকম প্রগাঢ় স্নেহে তিনি আমারে চুম্বন কোরেছিলেন,—নেত্রনীরে যে রকমে আমারে অভিষিক্ত কোরেছিলেন;—ওঃ! সে কথা কি আমি ভুল্‌তে পারি? জননীকে আমি পত্র লিখ্‌লেম; কাউন্ট লিবর্ণোকে পত্র লিখ্‌লেম। তিনি তখন লণ্ডনে এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদেই অবস্থিতি কোচ্ছিলেন, তাঁরে আমি সব কথা লিখ্‌লেম। হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে যে সুখের অধিকারী আমি হয়েছি, আমার সদাশয় স্বচ্ছ বন্ধু সাল্‌টকোটকে সেই সুখসংবাদ তিনি প্রদান করেন, পরে সে অনুরোধও আমি কোল্লেম।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে মহাভোজ। বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকের নিমন্ত্রণ;—আমার সম্মানের উদ্দেশেই সমারোহ। যখন নিমন্ত্রণ করা হয়,—যখন আয়োজন করা হয়, আরল্‌ অফ এক্‌লেষ্টনকে নিমন্ত্রিতদলের নিকট উপস্থিত কোরবেন, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন সে কথাটী তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

দুদিন পরে এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদ থেকে রেলওয়েশকটে আমার একজন পরিচারক এসে উপস্থিত। বড়লোকের পরিচারককে ইংরাজীতে ভ্যালেট বলে। লণ্ডন থেকে আমার ভ্যালেট এসে উপস্থিত। পদমর্য্যাদার অনুরূপ একজন ভ্যালেট সঙ্গে থাকা দরকার, সেই নিমিত্তই আমার জননী তাকে প্রেরণ কোরেছেন। সার মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে—না, আমার প্রিয়তমা আনাবেলের কাছে আমি অঙ্গীকার কোরেছিলেম, একপক্ষ কাল হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে বাস কোর্‌বো। আরো কিছু বেশী দিন থাক্‌বার অনুরোধ, আহ্লাদপূর্ব্বক সে অনুরোধ আমি পালন কোত্তেম, কিন্তু হঠাৎ কোন গুরুতর কার্য্যানুরোধে লণ্ডনে না গেলে চলে না;—অধিকন্তু শোকাতুরা জননীর দর্শনপথ থেকে সে সময় বেশীদিন অন্তরে থাকাও উচিত হয় না;—সেই জন্যই শীঘ্র শীঘ্র লণ্ডনযাত্রা কোত্তে হলো। সে সময় আমার কিছু বেশীদিন লণ্ডনে উপস্থিত থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। এক্‌লেষ্টন পদের—এক্‌লেষ্টনসম্পত্তির অধিকারী আমি, বিশেষ বিশেষ নিদর্শনে সেইটী সপ্রমাণ করা আশু কর্ত্তব্য। সার্‌ মাথু বোল্লেন, দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র থাকা কষ্টকর;—আনাবেলের পক্ষেও কষ্টকর, আমার পক্ষেও কষ্টকর। অতএব তিনি স্থির কোল্লেন, কন্যাদৌহিত্রী সঙ্গে কোরে, তিনিও অবিলম্বে লণ্ডনযাত্রা কোর্‌বেন,—সমস্ত শীতকাল লণ্ডননগরেই থাক্‌বেন। মিনতি কোরে সার্‌ মাথুকে আমি বোল্লেম, একসঙ্গে এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে বাস কোল্লেই সুখের হয়। তিনি উত্তর কোল্লেন, "না প্রিয়বৎস! সেটী এখন হোতে পারে না। তোমার জননী শোকাভিভূতা, বাড়ীতে সম্প্রতি শোকাবহ মৃত্যুঘটনা, এসময় এ অবস্থায় আমাদের সে বাড়ীতে থাকা ভাল দেখায় না। আজকের ডাকেই আমি আমার উকীলকে পত্র লিখ্‌বো, অবিলম্বেই তিনি আমাদের জন্য একখানা স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া কোর্‌বেন।" —এই পর্য্যন্ত বোলে ভঙ্গীক্রমে মৃদু হেসে, আনন্দে আনন্দে আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে, তিনি আবার বোল্লেন, "সেই ভাড়াটে বাড়ীখানি মাঞ্চেষ্টার স্কোয়ার থেকে বেশী দূর না হয়, সে কথাও আমি উকীলকে লিখ্‌বো।"

প্রতিশ্রুত একপক্ষ অতীত। একপক্ষকাল হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে আমার অবস্থান, একপক্ষকাল হৃদয়ে অনুপম সুখোদয়,—একপক্ষকাল সুখদ ঋতুতে আনাবেলের সঙ্গে সর্ব্বদাই আমি পরমসুখে উদ্যানবিহার কোল্লেম। প্রস্থানের দিন সমাগত, আমি লণ্ডনে যাব, শীঘ্র সাক্ষাতের আশা না থাকলে বিচ্ছেদটা বড়ই শক্ত লাগ্‌তো, কিন্তু সার্ মাথু স্থির কোল্লেন, এক হপ্তার মধ্যেই হোক্, অথবা ঊর্দ্ধসংখ্যা দশদিনের ভিতরেই হোক্, লণ্ডনেই পুনর্ব্বার সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সেই আশাতেই বিচ্ছেদ-বেদনা কিছু কম। সার্ মাথু হেসেল্‌-টাইনের নিজের গাড়ীতে রেলওয়ে ষ্টেসনে আমি উপস্থিত হোলেম, বাষ্পীয় শকটে মাঞ্চেষ্টরে যাত্রা কোল্লেম। সেদিন মাঞ্চেষ্টরেই থাক্‌লেম। পুরাতন বন্ধু রোলাণ্ডপরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। আর তখন কোন কথা গোপন রাখা নিষ্প্রয়োজন, অবস্থাপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাপর ঘটনা তাঁদের কাছে সবিশেষ পরিচয় দিলেম। তাঁরা আমার অভাবনীয় সৌভাগ্যে পরম আহ্লাদিত হোলেন, এ কথা বলা বাহুল্য।

সংকল্প কোল্লেম, মাঞ্চেষ্টর থেকে একবার লিসেষ্টারে* যাব;—শিশুকালে যে স্থানে আমি প্রতিপালিত, এই সময় সেই স্থানটী একবার স্বচক্ষে দেখ্‌বো। লিসেষ্টারেই চোল্লেম। সেখানকার রেলওয়ে ষ্টেসনে নাম্‌লেম। আমার ভ্যালেটের নাম উইলিয়ম। লিসেষ্টারের যে হোটেলে আমার থাক্‌বার ইচ্ছা, উইলিয়মকে সেই হোটেলের বন্দোবস্ত কোত্তে হুকুম দিলেম;—হোটেলের নাম বোলে দিলেম;—আহারসামগ্রী প্রস্তুত রাখ্‌তে বোল্লেম। যে পাঠশালায় আমার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছে, মনের উল্লাসে একাকী আমি সেই পাঠশালার দিকে চোল্লেম। মায়াদয়াশূন্য দুরন্ত জুকেশ যে ভয়ানক শ্রমনিবাসে আমারে ভর্ত্তি কর্‌বার যোগাড় কোরেছিল, তফাৎ থেকে সেই ভয়ানক কারখানাবাড়ীটা আমার নয়ন-গোচর হলো। জুকেশের সেই বিকট চেহারা মনে পোড়্‌লো;—কথাগুলোও মনে পোড়্‌লো; বোধ হলো যেন ঠিক কাল্‌কের কথা! ওঃ! তখনকার সেই অবস্থা, আর এখনকার এই অবস্থা! সেই ভয়ানক দিন থেকে কয় বৎসরের মধ্যে কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয় ঘটনা ঘোটে গেল, ক্ষণমাত্রেই সমস্ত ঘটনা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত। পাঠশালা দেখা যাচ্ছে, পাঠ-শালার দিকে আমি যাচ্ছি;—শিশুকালে যেসব চিহ্ন দেখে গেছি, একে একে ঠাঁই ঠাঁই সেইসব চিহ্ন দর্শন কোচ্চি,—চিন্‌তে পাচ্ছি;—হৃদয়ে কতপ্রকার সংশয়পুলকের অভ্যুদয় হোচ্চে; কেন্দাল ষ্টেসন থেকে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে যাবার সময় ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ মনোভাবের উদয় হয়েছিল, ঠিক সেই রকম ভাব। পাঠশালার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হোলেম; চকিতনয়নে এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ঐ সেই ক্রীড়াভূমি! পাঠশালার ছেলেদের সঙ্গে শিশুকালে ঐখানে দিন দিন আমি কত খেলাই খেলেছি। ঐ সেই বেঞ্চ পাতা,—ঐ বেঞ্চে বোসে দিন দিন কত ভাবনাই আমি ভেবেছি। অন্য অন্য ছেলেরা যেমন সময়ে সময়ে আপ্‌নার লোকের দেখা পায়, আমি কেন তেমন পাই না?

* লিসেষ্টারের ভিন্ন উচ্চারণ লিষ্টার। শুনিতে সুশ্রাব্য লিসেষ্টার।

ঐ বেঞ্চে বোসে কতবার আমি ভেবেছি ;—কে মাতা, কে পিতা, কোথায় বা তাঁরা আছেন, ঐ বেঞ্চে বোসে, সেই দুঃসহ ভাবনা কতবার আমি ভেবেছি ! ওঃ ! ভেবেছি আর কেঁদেছি। পৃথিবীতে আমার ভালবাস্‌বার লোক নাই, কেহই আমায় ভালবাস্‌লে না,—আমিও কাহাকে ভালবাস্‌তে পেলেম না, সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে সেই সব ভাবনা ভেবে ভেবে, আমার শৈশব-হৃদয় তখন যেন বিদীর্ণপ্রায় হয়েছিল। সংসারে আমারে আমার বল্‌বার কেহই নাই, কেহই আমারে দেখ্‌তে আসে না, সংসার যেন শূন্যময় ;—ঐ বেঞ্চে বোসে বোসে সেই সব ভাবনা আমি ভেবেছি ;—ভেবেছি, আর কেঁদেছি !

যে ফটক দিয়ে ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ কোত্তে হয়, সেই ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম। যদিও তখন ডিসেম্বরমাস আরম্ভ, তথাপি আকাশমণ্ডল দিব্য পরিষ্কার, প্রখর সূর্য্যকিরণে চারিদিক প্রকাশিত। হঠাৎ দেখি, ছোট ছোট ছেলেরা সব দলে দলে হাসিমুখে সেই ক্রীড়াভূমির দিকে ছুটে আস্‌ছে। ওঃ ! কতই—কতই সজীব হয়ে, সেই তখনকার অতীত-কাল আমার স্মৃতিপথে দেখা দিতে লাগ্‌লো। বোধ হোতে লাগ্‌লো, আবার যেন আমার শৈশবকাল ফিরে এলো ;—আবার যেন তখন আমি পাঠশালার ছেলে। পাঠশালা পরি-ত্যাগের পর এ পর্য্যন্ত এতদিন যত কিছু ঘটনা হয়েছে, ক্ষণকাল যেন সে সমস্ত স্বপ্নময় বোধ হলো। আবার বিগলিত অশ্রু আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত কোল্লে। পাঠশালায় প্রবেশ কোত্তে চোল্লেম। ফটকে দেখ্‌লেম, রুটীওয়ালার গাড়ী। যে ফটকের ধারে জুকেশ আমারে তার নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়েছিল, আমার চক্ষের কাছে সেই ফটক। সপ্ত-বিংশতিবর্ষীয়া একজন চতুরা কিঙ্করী সেই রুটীওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে, দরকারমত রুটী কিন্‌ছে। আমারে দেখেই সেই কিঙ্করী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে, সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপনি কি এখানকার কর্ত্তাগৃহিণীর সঙ্গে দেখা কোত্তে চান ?"

"না, এখন না। যে কাজটা তুমি কোচ্চো, সেটা আগে সার।"

আমার এই উত্তর শুনে, কিঙ্করী ক্ষণকাল পলকশূন্যনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো। সে যেন মনে কোল্লে, আমার কোন অপরূপ অভিপ্রায়। রুটীগুলি নিয়ে কিঙ্করী তখন ছেলেদের দিতে গেল। আমি দাঁড়িয়ে আছি, কোথায় কি হোচ্চে, যেন বালকের মত সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। হৃদয় অত্যন্ত কাতর হলো। যখন আমি ঐ পাঠশালে ছিলেম, তখন কতবার আমি ঐ রকম রুটী বিলি করা দেখেছি। তখনো ঐ রকমে পাঠ-শালার ছেলেদের জন্য রুটী বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। কতকাল পরে আবার আমি সেই শিশুক্রীড়া চক্ষে দেখ্‌লেম। রুটীবিতরণ হয়ে গেল, গাড়ী হাঁকিয়ে রুটীওয়ালা চোলে গেল, সেই কিঙ্করী আবার ফটকের কাছে এলো। কেন আমি এসেছি,—কি আমি বলি, সেই কথা শুনবার জন্যই যেন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লো। তখন আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ পাঠশালার এখন কর্ত্তা কে ?"

"মাথুসন।—তিনি আর তাঁর স্ত্রী।"

"কতদিন তাঁরা আছেন ?"

"পাঁচ ছয় বৎসর।—বিবি নেল্‌সন এখান থেকে যাবার কিছুদিন পরেই এই নূতন বন্দোবস্ত। সেই সময় আবার আমি এইখানে এসে চাকরী—"

"কি?"—সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কি? তবে কি তুমি নেল্‌সনের সময়েও এইখানে কাজ কোত্তে?"

"হাঁ মহাশয়! কেন? আপনি কি এ পাঠশালার কথা জানেন?"

"হাঁ, এ পাঠশালা আমি জানি।"—এই উত্তর দিয়ে, সেই কিঙ্করীর চেহারাটী আমি ভাল কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কতদিনের কথা, চেহারার অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়েছে, তথাপি পূর্ব্বস্মৃতিবশে একটু একটু আমি চিন্‌তে পাল্লেম। আকুলিতস্বরে আবার বোল্লেম, "হাঁ, এ পাঠশালা আমি জানি। এক সময় এই পাঠশালে আমি পোড়েছি।"

"সত্য?"—অকস্মাৎ চোম্‌কে উঠে—অথচ আমারে চিন্‌তে না পেরে, কিঙ্করী সহসা সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লো, "সত্য?"

মনোবেগে,—কণ্ঠবাষ্পে আমার স্বরস্তম্ভ! বহুকষ্টে বেগ সম্বরণ কোরে, ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "তোমারে আমি গুটীদুই কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। জোসেফ উইলমট নামে একটী ছেলে ছিল, তার কথা কি তোমার মনে পড়ে?"

সংশয়ে,—আহ্লাদে,—বিস্ময়ে,—সাগ্রহবচনে কিঙ্করী উত্তর কোল্লে, "জোসেফ উইলমট? ওঃ! বেশ মনে পড়ে!—বেশ মনে পড়ে! বড় ভাল ছেলে! তেমন ছেলে প্রায় চক্ষে দেখা যায় না! আহা! কেমন সুন্দর দাঁত,—কেমন সুন্দর চুল,—কেমন সুন্দর কাহিল কাহিল গড়ন, ভারী সুন্দর ছেলে!—চমৎকার ছেলে! সকলেই সেটীকে আদর কোত্তো। আহা! ছেলেটী যেদিন যায়, সে দিনের কথা আমার বেশ মনে—"

"তুমি কেঁদেছিলে?—সেই জোসেফ উইলমট যখন পাঠশালা থেকে বিদায় হয়, তখন তুমি তার জন্য কেঁদেছিলে? শুভকামনা কোরে তুমি যখন তাকে বিদায় দাও, হাঁ,—হাঁ, তখন তুমি কেঁদেছিলে! আর—আর—"

বোল্‌তে বোল্‌তে আর বোল্‌তে পাল্লেম না। অবিরল অশ্রুপ্রবাহে আমার যেন তখন বাক্‌রোধ হয়ে এলো। কিঙ্করী আমার মুখপানে চেয়ে, সবিস্ময়ে চমকিত! তারও যেন তখন পূর্ব্বকথা স্মরণ হলো;—ক্ষণকাল অনিমেষে স্থির হয়ে চেয়ে থাক্‌লো;—চক্ষের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বিস্ময়াকুলস্বরে জোড়িয়ে জোড়িয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ওঃ! তাই কি তবে হবে? আপ্‌নি কি—আপনি কি—তবে কি আপ্‌নিই—"

"হাঁ,—আমিই সেই জোসেফ উইলমট। যার দুঃখে বেদনা পেয়ে, বিদায়কালে তুমি কেঁদেছিলে, আমিই সেই জোসেফ উইলমট।"

অত্যন্ত কাতরা হয়ে, সেই স্নেহময়ী পরিচারিকা কাতরবচনে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ওঃ! রোজ রোজ আমি তোমার কথা ভাবি!—রোজ রোজ আমি তোমার নাম করি! তোমার দশা যে কি হলো, ভেবে ভেবে কিছুই কুলকিনারা পাই না! জুকেশের মুখে একটু একটু শুনে কতই দুর্ভাবনায় আমি—"

"ওঃ ! তবে কি তুমি জান ?—তবে কি তুমি শুনেছ ?—সে সব ভয়ঙ্কর কথা জুকেশ তোমাকে বোলেছিল ?—জুকেশ আমারে স্বর্ণাকর কারখানাবাড়ীতে পূরে দিতে চায়, মোরিয়া হয়ে তার হাত থেকে আমি পালাই, সে কথা কি তবে তুমি—"

কথাগুলি বোল্‌ছি, এমন সময় হঠাৎ একটী খর্ব্বাকার ভদ্রলোক পাঠশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। খর্ব্বাকার, পুষ্টাঙ্গ, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত ;—বয়স আধা আধি।

লোকটীকে দেখেই পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে, হর্ষপুলকে সংবাদ দিলে, "ওঃ ! মিষ্টার মাথুসন ! মহাশয় ! দেখুন,—দেখুন ! এই ইনি ছেলেবেলা নেল্‌সনের পাঠশালে ছিলেন। ইনিই সেই জোসেফ উইলমট ! যাঁর কথা আমি কতবার আপ্‌নাদের কাছে—"

চমকিতভাবে মাথুসন বোলে উঠ্‌লেন, "সত্য ? জোসেফ উইলমট ? কি আশ্চর্য্য ! ওঃ ! এইমাত্র আমি খবরের কাগজে—অঃ ! মনে পোড়েছে !"—বোলেই অম্‌নি তৎক্ষণাৎ মাথার টুপী খুলে, স্কুলমাষ্টার মাথুসন মহাসম্ভ্রমে আমারে অভিবাদন কোল্লেন। সসম্ভ্রমে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কি ভাগ্য ! কি ভাগ্য ! আজ আমার শুভদিন ! সত্য মি লর্ড ! আজ আমাদের শুভদিন ! আমার স্ত্রীও আপ্‌নাকে দর্শন কোরে—" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে পত্নীর উদ্দেশে সম্বোধন কোরে মাথুসন আহ্বান কোল্লেন, "মিসেস্ মাথুসন ! দেখ এসে ! বিস্ময়াপন্ন হবে ! লর্ড এক্‌লেষ্টন্ অনুগ্রহ কোরে আমাদের সঙ্গে দেখা কোত্তে এসেছেন !"

বিবি মাথুসন শশব্যস্তে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলেন ;—তাঁদের উভয়ের কাছেই আমি যথোচিত সম্মান পেলেম। মাথুসনেরা আমারে সঙ্গে কোরে স্কুলবাড়ী দেখালেন, দেখে দেখে আমার মনে তখন ক্ষণে ক্ষণে যতপ্রকার ভাবের উদয় হোতে লাগ্‌লো, বেগসম্বরণ কোরে, তাঁদের কাছে সে ভাবগুলি গোপন রাখ্‌বার চেষ্টা কোল্লেম না। অল্পক্ষণ পরিচয়েই বুঝ্‌তে পাল্লেম, তাঁদের প্রকৃতি নির্ম্মল। পূর্ব্বস্মৃতির মনোবেগে তাঁদের সাক্ষাতেই কেঁদে ভাসিয়ে দিলেম। তাতে আমার একটুও লজ্জা হলো না। দেখাশুনা যখন শেষ হলো, তখন তাঁরা আমারে কিছু জল খেতে অনুরোধ কোল্লেন। ভাবে বুঝ্‌লেম, তা হোলে তাঁরা প্রীত হন। আমন্ত্রণ গ্রহণ কোল্লেম। শৈশবে নিরাশ্রয় অবস্থায় বিবি নেল্‌সন যখন আমারে বাড়ী থেকে বাহির কোরে দেন, কত দুঃখে কাতরা হয়ে তাঁদের সেই পরিচারিকাটী তখন আমার জন্য কেমন কোরে কেঁদেছিল, মাথুসনকে সে কথা আমি বোল্লেম। সংসারে আমি যে এতদূর সুখী হব, পরিচারিকা তখন স্বপ্নেও সে কথা ভাবে নাই।

মাথুসনের মুখে আমি শুন্‌লেম, কিছুদিন হলো, নগরের একজন সামান্য অবস্থাপন্ন দোকানদারের প্রতি ঐ পরিচারিকার প্রেমানুরাগ জন্মেছে। দোকানী নিঃস্ব,—নিঃসম্বল, তার অত্যন্ত দুরবস্থা, পরিবারপ্রতিপালনে অক্ষম হবে, সেই কারণে বিবাহ কোত্তে সাহস কোচ্চে না। আরো আমি শুন্‌লেম, সেই দোকানী লোকটীর চরিত্র অতি উত্তম। বিনা প্রশ্নে নামঠিকানাও জান্‌তে পাল্লেম। কি করা কর্ত্তব্য, তখনি তখনি স্থির কোল্লেম। মাথুসনের কাছে তখন সে সম্বন্ধে মনের কথা কিছুই ভাঙ্‌লেম না। বেরিয়ে আস্‌বার সময় মাথুসনকে বোলে এলেম, "আগামী কল্য পাঠশালার সমস্ত বালক যেন ছুটী পায় ;

পাঠশালাটী যেন কল্য বন্ধ থাকে। কল্যকার দিনকে বালকেরা যেন সুখময় উৎসবদিন মনে কোরে, মনের সুখে আমোদ আহ্লাদ কোত্তে পারে।"

পাঠশালা থেকে বেরিয়ে লিসেষ্টারনগরাভিমুখে আমি যাত্রা কোল্লেম। যে দোকানীর প্রতি পাঠশালার পরিচারিকা অনুরক্ত, সেই লোকটীর দোকানে গেলেম। সংক্ষেপে তারে আমি বোল্লেম, "এক সময় যখন আমি নিরাশ্রয়,—নির্ব্বান্ধব,—গরিব, অনাথশিশু ছিলেম, একটী ধর্ম্মশীলা স্নেহময়ী সুশীলা যুবতী আমার দুঃখে ক্রন্দন কোরেছিল। আমি সেই স্ত্রীলোকটীর সুখসৌভাগ্য কামনা করি।"—দোকানীর হাতে আমি ১০০টী গিণি প্রদান কোল্লেম। দিয়েই সাঁ কোরে দোকান থেকে বেরিয়ে পোড়্লেম। শেষে আমি শুনেছি, যদিও এখনকার কথা নয়,—শেষে আমি শুনেছি, আমার সেই টাকায় দোকানীর অবস্থা ফিরেছে,—সমস্ত দেনা পরিশোধ হয়েছে,—যার প্রতি ভালবাসা, তারই সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, তারা এখন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কোচ্চে। তার তুল্য ধনশালী সওদাগর লিসেষ্টারনগরে আর এখন কেহই নাই।

কথা বোল্তে বোল্তে যেখানে ছেড়ে এসেছি, তার পর কি হলো?—সেই দোকানীর দোকান থেকে ধাঁ কোরে বেরিয়ে এসে, একজন মিঠাইওয়ালার দোকানে গেলেম; প্রচুর পরিমিত ভাল ভাল মিঠাই ক্রয় কোল্লেম। আগামী কল্য উৎসবের ছুটী, এই সকল মিঠাই বালকেরা আহ্লাদ কোরে খাবে,—হেসে খেলে আমোদ কোর্বে, মিঠাইগুলি মাথুসনের পাঠশালে পাঠাবার জন্য মিঠাইওয়ালাকে হুকুম দিয়ে দিলেম;—তার পর হোটেলে গেলেম। হোটেল থেকে ভাল ভাল সরাপ নিয়ে পাঠশালায় পাঠালেম। এই মর্ম্মে মাথুসনকে আমি এক পত্র লিখ্লেম, "ছেলেদের বোল্বেন, পাঠশালার একজন আগেকার ছাত্র ভ্রাতৃভাবে স্নেহ কোরে তোমাদের এই যৎকিঞ্চিৎ খাবার সামগ্রী পাঠিয়েছে, সকলে মিলে আমোদ কোরে খাও।"—হোটেলে যৎকিঞ্চিৎ আহার কোরে, ভাড়াটে গাড়ীতে রেলওয়ে ষ্টেসনে আমি উপস্থিত হোলেম। গাড়ীখানা যখন ষ্টেসনের দরজায় গিয়ে পৌঁছিল, সেই সময় একজন রোগা,—কদাকার,—খণ্ড খণ্ড ছেঁড়া কাপড়পরা ভিখারী, ছুটে আমার গাড়ীর দরজা খুল্তে এলো। মৎলবটা কি না, দুই এক পেনী ভিক্ষা পাওয়া।

রেলওয়ে পুলিস রুকে দাঁড়ালো। "ওরে ও!—ও লোকটা! তফাৎ যা!—সোরে দাঁড়া! লর্ডবাহাদুরের নিজের চাকর রয়েছে, দেখ্তে পাচ্চিস্ না?"

হতভাগাটা থতমত খেয়ে, পেছিয়ে দাঁড়ালো। সেই সময় আমি ভাল কোরে তার মুখখানা দেখ্তে পেলেম। ধন্য জগদীশ! সেই কি এই? সেই ততবড় প্রকাণ্ড দেহটা দারুণ দুরবস্থার তাড়নে এ রকম অস্থিসার হয়েছে? সেই প্রকাণ্ড আরক্ত বিকটাকার মুখ, অহো!—যে মুখখানা দেখে আমার প্রাণে কতবড়ই ভয় হয়েছিল, সেই মুখের কি এখন এই দশা? দারিদ্র্যযন্ত্রণার উৎপীড়ন!—পশু-আচারের পরিণাম;—প্রতিফল! সত্যই কি সেই লোক?—হাঁ, নিশ্চয়ই সেই লোক!—ব্যথা লাগ্লো!—ব্যথা লাগ্লো বোল্লে সে লোকের দুঃখে আমার দুঃখবোধ হলো, এমন কথা বলা যায় না। যে লোক আমার পরমবৈরী,

দুষ্টদলের চক্রভুক্ত, তার পাপের প্রতিফলে হৃদয়ে কি দয়া আস্‌তে পারে? তেমন লোকের জন্যে কি সমবেদনা আসে? ব্যস্ত হয়ে আমি ষ্টেসনের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। মনে কোরে গেলেম, চাকরকে দিয়ে ভিখারীটার জন্য দুই এক শিলিং ভিক্ষা পাঠিয়ে দিব।

টাকা বাহির কোচ্চি, চারদিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেম, ভিখারীটা দেখি আমার সঙ্গে সঙ্গে টিকিটঘর পর্য্যন্ত এসেছে। সিন্দুকবাক্সের গায়ে আমার নাম লেখা আছে, একটা বাক্সের উপর হেঁট হয়ে, ভিখারীটা সেই সব নাম পোড়্‌ছে।

তখনি রেলওয়ে পুলিস হুঁসিয়ার।—সগর্জ্জনে ধমক দিয়ে, রেলওয়ে চাপ্‌রাসী তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারীটাকে তাড়িয়ে দিতে এলো। গোর্জ্জে গোর্জ্জে বারবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এখনি বেরিয়ে যা! না হোলে জানিস্‌, ধাক্কা দিয়ে বাহির কোর্‌বো!"

কটু কথা বোল্‌তে চাপ্‌রাসীকে আমি নিষেধ কোল্লেম। সটান ভিকারীটার মুখের দিকে চেয়ে, কুটিলস্বরে তাকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি আমাকে চিন্‌তে পার?"

ভাঙ্গা—ছেঁড়া—ছাতাধরা টুপীটা তাড়াতাড়ি মাথা থেকে খুলে ফেলে, ভিখারীটা তখন যেন হতভম্বা হয়ে দাঁড়ালো;—প্রশ্নটা শুনেই যেন চোম্‌কে গেল। কেঁপে কেঁপে,—জোড়িয়ে জোড়িয়ে,—আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্‌তে লাগলো, "আপনি—আপনি—আর্‌ল—আপনি আর্‌ল্‌ অফ একলেষ্টন, তাই জানি। কিন্তু আপ্‌নি আমাকে কি কথা জিজ্ঞাসা—"

"আমি তোমাকে চিনি। তোমার নাম জুকেশ।"

লোকটা আবার চোম্‌কে উঠে, হতবুদ্ধি হয়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো। আতঙ্কে জড়সড়। মুখচক্ষের লক্ষণ দেখে, সেটা তখন স্পষ্টই বুঝা গেল।

ভাবগতিক বুঝে আমি পুনর্ব্বার বোল্লেম, "আচ্ছা, তুমি আমাকে চিন্‌তে না পার, নাই বা পাল্লে;—হাত পাত, ভিক্ষা দিচ্ছি, ভিক্ষা লও। তোমার মত লোককে ভিক্ষা দিবার সময় আমার মনে এই সন্তোষ যে, যারা আমার মন্দ করে, আমি তাদের ভাল কোত্তে পারি!"—এই কথা বোলে জুকেশ ভিখারীকে আমি একটী মোহর ভিক্ষা দিলেম।

লোকটার মনে এই সময় হঠাৎ যেন একটা ধাঁদা ঘুচে গেল। মহাতঙ্কবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে লোকটা তখন বোলে উঠ্‌লো, "তাই কি তবে?—তাই কি তবে? আপনি কি—ওঃ—আপনি—আপ্‌নি,—মি লর্ড—জোসেফ, আর্‌ল্‌—"

"যথেষ্ট যথেষ্ট! দেখ এখন,—ভোগ কর এখন,—পাপের ভোগ—অধর্ম্মের ভোগ কখন্‌ কেমন কোরে হয়, তা দেখ এখন। ঈশ্বরের বিচারের ফল এই প্রকারেই ভোগ হয়, আপ্‌না হোতেই উপস্থিত হয়! এই দেখ দেখি, তোমার কত বড় প্রতাপ ছিল,—তোমার কত বড় দেহ ছিল,—তোমার কত বড় সুখের দশা ছিল, ভাব দেখি, এখন তুমি কি? তুমি এখন সহায়হীন,—আশ্রয়হীন,—বন্ধুহীন,—অন্নহীন,—বস্ত্রহীন পথের ভিখারী। আর আমি?—তুমি যখন প্রবলপরাক্রান্ত ছিলে, আমি তখন অনাথ,—নিরাশ্রয়, ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত বালক! যে অবস্থা দেখে, তোমার হৃদয়ে তখন দয়ার সঞ্চার হয় নাই, সেই অবস্থা থেকে এখন আমি কি? যা তুমি এখন চক্ষে দেখ্‌ছো,—মুখে যা বোল্‌ছো, এখন আমি তাই।"

সুকেশ তখন কাঁপানো কাঁপানো গলায়, মিহি মিহি স্বরে, ভিকারীর অনন্ত দুরবস্থার সংকীর্ত্তন ধোল্লে। আমি আর সেদিকে চাইলেম না। ঈশ্বরের একটা সৃষ্ট জীব কষ্টে পোড়েছে, ভিখারী হয়েছে, কিছু দিলেম ;—সমবেদনা ভেবে দিলেম না। হতভাগাটা আমার সঙ্গে প্লাটফরম পর্য্যন্ত ছুটেছিল। চাপ্‌রাসীরা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। সে বারে আর আমি নিষেধ কোল্লেম না। বাষ্পীয় শকটে আমরা আরোহণ কোল্লেম, এঞ্জিনের বাষ্পবেগে পবনগতিতে ষ্টেসন থেকে শকটশ্রেণী ছুটে চোল্লো ;—চক্ষের নিমেষে আমরা লিসেষ্টারনগর থেকে অন্তর হয়ে গেলেম।

সে গাড়ীতেও আমি একা। শকটের যে কামরায় আমি প্রবেশ কোরেছি, শকট যখন রগ্‌বী ষ্টেসনে পৌছিল, তখনো পর্য্যন্ত আর কেহ সে গাড়ীতে উঠে নাই। রাত্রি সাতটা। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার। ষ্টেসনে গ্যাসের আলো ছিল,—গাড়ীর মাথায় মিট্‌মিটে তেলের আলো। রগ্‌বী ষ্টেসনে ট্রেণখানি প্রায় পোনেরো মিনিট দাঁড়ালো। আমি নাম্‌লেম। প্লাটফরমের উপর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াতে লাগ্‌লেম।

বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি, একজন দীর্ঘাকার খানসামা বড় বড় দুটো ফরাসী কুকুর বগলে কোরে এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে। ময়লা ছাতাপড়া উর্দ্দীপরা,—ছেঁড়া ছেঁড়া পচা গোটার পাল্লা লাগানো, দেখ্‌তে অতি কদাকার। কুকুরের ভারে তার হাতদুখানা ঝুলে পোড়েছে। মুখের ভঙ্গী দেখে বুঝ্‌লেম, লোকটা যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। দেখ্‌বা-মাত্রেই আমি তাকে চিন্‌তে পাল্লেম ;—দৃষ্টির ভ্রম নয়, ঠিক সেই লোক। তিবর্ত্তনের বাড়ীর কুকুর-বওয়া খানসামা জন রবার্ট। যদিও অনেক দিনের কথা, তথাপি তার চেহারাখানা যেমন, তেমনিই আছে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে আরো বেশী রোগা হয়েছে,—মুখখানা আরো ম্লান হয়ে গেছে। কুকুর-দুটো খুব মোটা হয়েছে। যখন আমি তিবর্ত্তনের বাড়ীতে সামান্য চাকর ছিলেম, কুকুর-দুটো তখনো বেশ মোটা-সোটা ছিল, এখন আরও হৃষ্টপুষ্ট। তার মনিবেরা কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য নিকটে যাচ্ছি, একটু দূরে দেখ্‌লেম, তাঁরাও তাড়াতাড়ি সেই দিকে আস্‌ছেন। আমি দাঁড়ালেম। সেই অবসরে ষ্টেসনে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। আরোহীদের আসনগ্রহণের সঙ্কেত।

যে গাড়ী থেকে আমি নেমেছিলেম, সেই গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেম। সবেমাত্র গিয়ে বোসেছি, একজন রেলওয়ে চাপরাসী সেই সময় তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজার কাছে এসে, মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক উঁকি মেরে দেখ্‌লে ; -পরক্ষণেই অন্যদিকে ফিরে, চীৎকারস্বরে বোল্লে, "এ গাড়ীতে অনেক জায়গা !"

বোল্‌তে বোল্‌তেই গাড়ীর দরজার কাছে দুটী লোক। বৃদ্ধা তিবর্ত্তন আর লেডী জর্জ্জীয়ানা। চাপা চাপা কর্কশ আওয়াজে, লেডী জর্জ্জীয়ানা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জন রবার্ট কোথায় গেল ?—হিম লেগে লেগে কুকুর দুটো মোরে গেল যে ! এত হিমে—"

কুকুরদুটো কোলে কোরে, তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ীর দরজার কাছে ছুটে এসে, জন রবার্ট বোলে উঠ্‌লো, "এই যে আমি—এই যে আমি। কুকুরেরা এখন—"

কথা না শুনেই, গর্জ্জনস্বরে লেডী জর্জ্জীয়ানা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ্ রবার্ট! জবাব করিস্ না বোল্‌ছি! তুই ত বরাবর জানিস্, আমি সব সইতে পারি, জবাব করা সইতে পারি না!—দেখিস্, আস্তে আস্তে,—খুব ধীরে ধীরে, কুকুরদুটীকে এই গাড়ীর ভিতর—"

রেলওয়ে চাপরাসী তৎক্ষণাৎ প্রতিবন্ধক হলো। যথাসম্ভব শিষ্টাচার জানিয়ে সে বোল্লে, "গাড়ীর ভিতর কুকুর তোল্‌বার হুকুম নাই।"

সক্রোধে গর্জ্জন কোরে লেডী জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন, "লোকটা বলে কি? সংসারের দশা হলো কি? আমার মত পদস্থ লোকে—"

কুকুর বগলে কোরে, রবার্ট তখন নাজেহাল হয়ে পোড়েছিল;—ফেলে দিতে পাল্লে বাঁচে। চঞ্চলভঙ্গীতে চঞ্চলস্বরে বরার্ট বোল্লে, "কুকুর দুটী যদি এখন খুব গরম জায়গায় কার্পেটের উপর শুতে না পায়, আমি নিশ্চয় বোল্‌ছি, হিমে—শীতে কেঁপে মোরে যাবে!"

চাপ্‌রাসীকে মিনতি কোরে, লেডী জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন, "দেখ, দেখ, একটু দয়া কর! তোমার শরীরে যদি খৃষ্টানের মত দয়া থাকে, দয়া কোরে আমার ঐ দুটী ভালবাসা কুকুরকে গাড়ীর ভিতর আনতে দাও!"

দুই অঙ্গুলে একটী হাফ-ক্রাউণ ধোরে, কর্ত্তাতিবর্ত্তনও সেইরূপ কাকুতিমিনতি কোরে, চাপরাসীকে বোল্লেন, "দাও দাও!—দয়া কোরে তুলে দাও!"

আমার মুখের দিকে চেয়ে, চাপ্‌রাসী ভেবেচিন্তে উত্তর কোল্লে, "আমি কি কোর্‌বো? এই ভদ্রলোকটীর যদি কিছু অসুবিধা না হয়, তা হোলে আমার আপত্তি নাই।"

ভেবে চিন্তে আমি বোল্লেম, "না না, আমার অসুবিধা কি?"

পাছে আবার তাল বিগ্‌ড়ে যায়, চাপ্‌রাসী পাছে আবার নূতন আপত্তি করে, সেই ভয়ে ভীত হয়ে লেডী জর্জ্জীয়ানা অস্থির;—একবার কর্ত্তার দিকে, আবার রবার্টের দিকে চেয়ে, শশব্যস্তে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আয় রবার্ট!—দে রবার্ট! শীঘ্র তুলে দে!"

জন রবার্টের বিষণ্ণ মুখখানা তখন আহ্লাদে কতই প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো;—ব্যস্ত হয়ে, একে একে, ধীরে ধীরে, দুটী কুকুরকে গাড়ীর ভিতর নামিয়ে দিলে।

দুটী কুকুরের মাথা চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে, লেডী জর্জ্জীয়ানা আদর কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। হঠাৎ আবার কি একটা কথা স্মরণ হলো। চকিতস্বরে বোল্লেন, "যা যা,—রবার্ট!—শীঘ্র যা,—শীঘ্র দেখে আয়, আমাদের মালপত্রগুলি ঠিক ঠিক উঠেছে কি না। যা—যা—ছুটে যা! সেই কব্জাভাঙা সবুজ রঙের তোরঙ্গটা—"

লেডীর কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে, কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বোলেন, "আর সেই কার্পেটের ব্যাগ্‌টা;—যেটার চাবী নাই।"

জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন, "আর সেই ডালাভাঙা কালো বাক্সটা।"

কর্ত্তা আবার বোল্লেন, "আর সেই আধখানা তলাভাঙা দেবদারু কাঠের ছোট বাক্সটা।"

জর্জ্জীয়ানা পুনর্ব্বার বোল্লেন, "আর সেই দুটো বাজ্‌নার বাক্স;—জানিস্ কোন্ দুটো? যে দুটো প্রায় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।"

মালপত্রের তালিকা শুনে, জন রবার্ট তৎক্ষণাৎ বোলে উঠ্‌লো, "যখন আমরা গাড়ী বদল করি, দরোয়ান সে সময় সব জিনিসগুলি আপ্‌নার হেপাজাতে—"

"ফের জবাব করিস্? জানিস্‌ত, জবাব করা আমার সহ্য হয় না! সব আমি সহ্য—"

কর্ত্তা হুকুম কোল্লেন, "যাও বরার্ট! শীঘ্র যাও!"

ষ্টেসনময় প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো, "স্থির হয়ে বোসো,—স্থির হয়ে বোসো।"—প্রতিধ্বনির সঙ্গে এঞ্জিনের বংশীধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শকটের দরজা বন্ধ করার শব্দ।

রেলওয়ে চাপ্‌রাসী তখনো আমাদের শকটের দ্বারে দাঁড়িয়ে। কি অভিপ্রায়ে দাঁড়িয়ে, সহজেই তা বুঝ্‌তে পারা গেল। সে তখন ভালমানুষের মত বোল্লে, "বসুন আপনারা!" লেডীকে সম্বোধন কোরে, তিবর্ত্তন বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বাঃ!—বাঃ! দেখেছ, দেখেছ! লোকটী খুব ভাল! খুব দয়ালু! আমাদের কুকুর-দুটীকে গাড়ীর ভিতর নিতে দিলে!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি তৎক্ষণাৎ ফুল্লনয়নে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে, পূর্ব্বের সেই হাফ্‌-ক্রাউণটী নিঃশব্দে নিজের পকেটজাত কোল্লেন।

আমাদের গাড়ীর দরজা তখনো খোলা ছিল। বুক্‌সিস লাভে হতাশ হয়ে, চপ্‌রাসী তখন এম্‌নি জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা বন্ধ কোরে দিলে, ষ্টেসনের সমস্ত লোক সহসা সেই শব্দে চোম্‌কে গেল। গাড়ীও এদিকে ছেড়ে দিলে।

আমি তখন অবকাশ পেয়ে, ভাল কোরে দেখ্‌লেম, বয়সের ধর্ম্মে লেডী জর্জ্জীয়ানা আরো রোগা হয়ে গেছেন, কর্ত্তারও গালদুটী তুব্‌ড়ে গেছে। চেহারার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আরণ্যনিকেতনে যখন আমি থাক্‌তেম, তখন তাঁরা স্ত্রী-পুরুষে নিত্য নিত্য যে কাপড় পোত্তেন, এখনো উভয়ের সেই দাগধরা ময়লা কাপড় পরিধান। বেশীর মধ্যে ময়লা কাপড়গুলো, আরও বেশী ময়লা হয়েছে। তাঁরা দুজনেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। উভয়েরই তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ক্রমে ক্রমে আমি দেখ্‌লেম, লেডীর মুখখানি একটু একটু কোরে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। তিনি যেন তখন পূর্ব্বকথা স্মরণ কোচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ দেখে দেখে তিনি আমারে চিন্‌লেন। স্বামীর মুখপানে চেয়ে কি ইসারা কোল্লেন। ঠোঁট ফুলিয়ে দু-তিনবার মাথা নাড়্‌লেন। স্বামীর কাণে কাণে চুপি চুপি কি বোল্লেন;—কর্ত্তা তখন আরো কট্‌মট্‌চক্ষে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

লেডী জর্জ্জীয়ানা আবার চুপি চুপি পতিকে বোল্লেন, "জিজ্ঞাসা কর!—জিজ্ঞাসা কর!" আমার দিকে একটু ঝুঁকে মিষ্টার তিবর্ত্তন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কি সেই জোসেফ উইলমট? আমি বোধ করি—বোধ করি, তুমি সেই জোসেফ উইলমট! তুমি একসময় আমাদের বাড়ীতে চাকরী কোরেছিলে?"

কিঞ্চিৎ উদাসভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, এক সময় কিছুদিন আমি আপনাদের বাড়ীতে চাক্‌রী কোরেছি।"

কথাটী শুনেই, লেডী জর্জ্জীয়ানা যেন এককালে হতজ্ঞান। বিশাল এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে, তিনি সবিস্ময়ে উচ্চারণ কোল্লেম, "অ্যাঁ?—প্রথমশ্রেণীর শকটে!

উঃ ! হলো কি ? দিন দিন সংসারের আরোই বা কি দুর্গতি হবে ! আমাদের বুড়ো চাকর জন রবার্ট হয় ত সেকেণ্ড ক্ল্যাস গাড়ীতে চোড়্‌বে !—হয় ত তবে—”

স্ত্রীকে বাধা দিয়ে স্বামী একটু ব্যগ্রভাবে বোল্লেন, “চুপ কর, চুপ কর ! দেখ্‌ছো না, জোসেফের এখন পোষাক কেমন ? যদিও শোকবস্ত্র, তবু কেমন সুন্দর !”—কথাগুলি তিনি চুপি চুপি বোল্লেন, তথাপি আমি কিন্তু বেশ শুন্‌তে পেলেম।

লেডী জর্জ্জীয়ানা ডেকে ডেকে কথা কোচ্ছিলেন ;—তাচ্ছিল্যভাবে সেইরূপ মুক্তকণ্ঠেই বোলে উঠ্‌লেন, “পোষাক ? ও দশা ! পোষাকের কথা কেন বল ? এখনকার দিনে সব ছোঁড়ারাই বড়মানুষী সাজে ভড়ং দেখাতে চায় !”—এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ঘৃণায়, ক্রোধে বৃদ্ধা জর্জ্জীয়ানা বারম্বার ঠোঁট ফুলাতে লাগ্‌লেন।

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ পরে ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার পানে বক্রকটাক্ষপাত কোরে, লেডী জর্জ্জীয়ানা অতি কঠোর কর্কশস্বরে আমারে বোল্লেন, “যদিও তুই বেয়াদবী কোরে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠেছিস্, তা বোলে কি সেই হতভাগিনী লেডী কালিন্দার ভগ্নীর কাছে একসঙ্গে বসা তোর সামান্য আস্পর্দ্ধার কথা !”

অন্তরে ব্যথা পেয়ে, বিষণ্ণগম্ভীরবদনে আমি বোল্লেম, “লেডী জর্জ্জীয়ানা তিবর্ত্তন ! যে কথা আপনি তুল্লেন, ঐ কথাটী স্মরণ কোরে নিরন্তর আমি অন্তরে ব্যথা পাই। মিনতি করি, ও প্রসঙ্গ আর তুলবেন না। বৃথা বকাবকি কেন করেন ? আপনারা এ গাড়ীতে আস্‌বেন, তা আমি জান্‌তেম না ;—জান্‌লে এ গাড়ীতে আমি উঠ্‌তেম না।

“জবাব করিস্ না বোল্‌ছি !”—সক্রোধে লেডী জর্জ্জীয়ানা গর্জ্জন কোরে বোল্লেন, “জবাব করিস্ না বোল্‌ছি !”—গর্জ্জন হবে, তা আমি জান্‌তেম। তিনি যে এতক্ষণ স্থির হয়ে আমার অতগুলি কথা শুনেছিলেন, সেইটীই আশ্চর্য্য। জর্জ্জীয়ানা গোর্জ্জে গোর্জ্জে আরও বোল্‌তে লাগলেন, “জবাব আমি সইতে পারি না, সেকথা কি তুই ভুলে গেছিস্ ? তুই যখন আমার বাড়ীতে চাকর ছিলি, তখন এ কথা অবশ্যই জানিস্ ; জেনে শুনে তবু জবাব ? আর দেখ্, আমরা এ গাড়ীতে আস্‌বো, তা তুই জান্‌তিস্ না,—তোর মত লোক কোন্ গাড়ীতে উঠে, তাও হয় ত তুই জানিস্ না, সেই জন্যই তৃতীয় শ্রেণীতে না গিয়ে, প্রথম শ্রেণীতে এসেছিস্ !—যে গাড়ীতে তোর সাবেক মনিব তিবর্ত্তন,—যে গাড়ীতে আমি লেডী জর্জ্জীয়ানা; সেই গাড়ীতেই তুই ? আমাদের সঙ্গে একগাড়ীতে বসা তোর পক্ষে কি অসহ্য বেয়াদবী নয় ?”

তৎক্ষণাৎ আমি ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, “দেখুন মা ! এবারে যে ষ্টেসনে গাড়ী থাম্‌বে, সেই ষ্টেসনে আমি নেমে, অন্য গাড়ীতে উঠ্‌বো।”

লেডী জর্জ্জীয়ানা একবার শুকরকম মাথা নোয়ালেন ;—কথা কইলেন না।

সেই অবসরে কর্ত্তা তিবর্ত্তন পত্নীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, “এবারে লণ্ডনে পৌছে আমি খুব আমোদ পাব ;—চমৎকার আমোদ হবে। এ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা,—ও বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করা, রাজধানীতে—”

শুন্‌তে শুন্‌তেই লেডী জর্জ্জীয়ানা বোলে উঠ্‌লেন, "আমিও এবার লণ্ডনে গিয়ে ভারী আমোদে থাক্‌বো!"—এইকথা বোলে, কুকুরদুটীর মাথা চাপ্‌ড়ে, কৌতুকভরে তিনি আবার বোল্লেন, "এই দুটীকে নিয়েই আমার হদ্দ আমোদ!"

একটু চুপ কোরে থেকে তিবর্ত্তন বোল্লেন, "আমি শুনেছি, এই ট্রেণে একজন বড়লোক এসেছেন। রগ্‌বী ষ্টেসনে আমি শুনে এসেছি, আর্ল্‌ অফ একলেষ্টন এই ট্রেণে—"

"তবে বুঝি নূতন আর্ল্‌ অফ একলেষ্টন?" সচকিতে লেডী জর্জ্জীয়ানা বোলে উঠ্‌লেন, "তবে বুঝি সেই নূতন আর্ল্‌?—কেন না, মাসখানেক হলো, আগেকার আর্ল্‌ মারা গিয়েছেন;—আমি শুনেছি, ঘোড়া থেকে পোড়ে মোরেছেন। কিন্তু তাঁর যে ছেলে আছে, এ কথা ত আমি কোথাও কখনো শুনি—"

কর্ত্তা তিবর্ত্তন বোল্লেন, "আর্ল্‌ অফ একলেষ্টন মোরেছেন, আমি ত একথা কোন খবরের কাগজে পড়ি নাই?"

"আমিও পড়ি নাই। সে রাত্রে ষ্টাফোর্ডের ভোজের সভায় কে একজন ঐ কথা গল্প কোচ্ছিলেন, তাতেই আমি শুনেছি। কিন্তু এই নূতন আর্ল্‌টী শুনেছি না কি খুব ছেলেমানুষ; খুব কম বয়েস। শুনেছি যে—"

"একটু পরেই চক্ষে দেখ্‌তে পাব এখন! এবার যেখানে গাড়ী থাম্‌বে, সেই ষ্টেসনের লোকেদের জিজ্ঞাসা কোরে সন্ধান পাব। কেহ না কেহ অবশ্যই আমাদের দেখিয়ে দিবে। যদিও না হয়, লণ্ডনে গিয়ে নিঃসন্দেহই আমরা তাঁর কাছে পরিচিত হোতে পার্‌বো।"

"নিশ্চয়ই পার্‌বো!"—দম্ভ কোরে লেডী জর্জ্জীয়ানা প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "নিশ্চয়ই পার্‌বো!—যেখানে আমি যাচ্ছি, সেখানে আবার পরিচিত হবার ভাবনা? যেখানে যার সঙ্গে দেখা কর্‌বার ইচ্ছা করি, তৎক্ষণাৎ!—যাঁরা যাঁরা আমার কাছে পরিচিত হোতে অভিলাষ করেন, আমি যাঁদের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করি, পদমর্য্যাদা বুঝে তাঁরাও অবাধে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পান। সাক্ষাৎ কর্‌বার ভাবনা কি?"

কর্ত্তা তিবর্ত্তন ঐ প্রকার প্রকাণ্ড পত্নীশ্লাঘায় মনের মত সায় দিয়ে, দন্তে দন্তে প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "নিশ্চয়ই,—নিঃসন্দেহেই।"

সহসা পোঁ পোঁ ধ্বনিতে ধূমশকটের ধূমযন্ত্রে বংশীধ্বনি। ষ্টেসন নিকট, আরোহীগণ সাবধান, বংশীধ্বনির এই সঙ্কেত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দ্বিতীয় ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিল। গাড়ী থাম্‌লো। ওল্‌ভার্টন ষ্টেসন্‌।—সঙ্কেত কোরে আমি একজন রেলওয়ে চাপ্‌রাসীকে ডাক্‌লেম। সে লোকটী এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিলে। লেডী জর্জ্জীয়ানার গা ঘেঁসে যখন আমি নেমে আসি, সচরাচর লেডীদের কাছে যে রকম শিষ্টাচার দেখাতে হয়, সেই প্রথামত আমি একবার মাথার টুপীটী স্পর্শ কোল্লেম। বাস্তবিক লেডী জর্জ্জীয়ানা সেরূপ সম্ভ্রমের অধিকারিণী কি না, সে পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ;—তথাপি আমি টুপী স্পর্শ কোল্লেম।

জর্জ্জীয়ানার হৃদয়ে তখন কি জানি কি ভাবের উদয়, তিনি আমার গমনে বাধা দিয়ে নম্রভাবে বোল্লেন, "থামো,—যেও না;—যেখানে বোসেছ, সেইখানেই থাক। তুমি যদি

নেমে যাও; তা হোলে রেলওয়ে চাপ্‌রাসীরা হয় ত এখনি আবার আমার এই কুকুর ছুটীকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিবে ! সেই জন্য বোল্‌ছি,—অনুরোধ কোচ্চি, অনুগ্রহ কোরে এই গাড়ীতেই তুমি থাক ;—যেখানে বোসেছিলে, সেইখানেই বোসো।"

কেবল ঐ কুকুরদের খাতিরেই আমার কাছে লেডী জর্জ্জীয়ানার তখন ততটুকু শিষ্টাচার ;—শিষ্টাচারে অনুগ্রহ ভিক্ষা ? কেবল ঐ কুকুরদের খাতিরে,—অন্য খাতিরে নয়। যা হোক্, লেডী জর্জ্জীয়ানার অনুরোধ আমি রক্ষা কোল্লেম ;—তাঁরে অভিবাদন কোরে পূর্ব্বের আসনে বোস্‌লেম। আরও একটী ইচ্ছা ছিল। বড়াই কোরে বোল্‌ছি না, প্রথমে তাঁরা আমারে যে রকম হেয়জ্ঞান কোল্লেন, শেষে যখন আমার নিগূঢ় পরিচয় জান্‌তে পার্‌বেন, তখন কি রকম করেন, সেইটী দেখ্‌বার ইচ্ছা ;- তাঁদের স্ত্রী-পুরুষকে দুরাচরণের উচিতমত শিক্ষা দেওয়াই আমার ইচ্ছা ;—সেই ইচ্ছাতেই লেডী জর্জ্জীয়ানার অনুরোধ আমি রক্ষা কোল্লেম। ওল্‌ভার্টন ষ্টেসনে গাড়ী পাঁচ মিনিট দাঁড়ালো। লেডী জর্জ্জীয়ানার স্বামী সেই অবকাশে একবার গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। কি জন্য নাম্‌লেন, আমার অনুমান সে কথা তৎক্ষণাৎ বোলে দিলে।

বৃদ্ধ তিবর্ত্তন সেই টে্রণের গার্ডের কাছে গেলেন। কি যেন তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। গার্ড একবার ট্রেণের আগাগোড়া চক্ষু চালালে ;—চক্ষুদ্বারা অন্বেষণ কোল্লে। ইত্যবসরে গাড়ীর দরজায় আমার ভ্যালেট উইলিয়ম এসে উপস্থিত। গাড়ীর ভিতর আমি আর লেডী জর্জ্জীয়ানা। উইলিয়ম সসম্ভ্রমে টুপী ছুঁয়ে সসম্ভ্রমে বোল্লে, "কিঞ্চিৎ জলখাবার মি লর্ড !"

খুসী হয়ে আমি বোল্লেম, "না উইলিয়ম ! ও সব কিছু চাই না।"—উইলিয়ম্ পুনর্ব্বার টুপী ছুঁয়ে সেলাম কোরে চোলে গেল।

উইলিয়ম যখন আমারে লর্ড বোলে সম্ভাষণ কোল্লে, লেডী জর্জ্জীয়ানা তখন অকস্মাৎ চোম্‌কে উঠ্‌লেন ;—এমনি দিশাহারা হোলেন যে, ঘন ঘন অস্থির হয়ে, তত ভালবাসা মোটা মোটা কুকুরের একটার ঘাড়ে পা তুলে দিলেন, কিম্বা লেজ মাড়িয়ে ধোল্লেন, যন্ত্রণায় ক্রমাগত কেঁউ কেঁউ কোরে কুকুরটা তাঁর পায়ের কাছে চেঁচাতে লাগলো। মহাবিস্ময়ে লেডী জর্জ্জীয়ানা তখন এতদূর হতজ্ঞান, অন্যসময় হোলে ঐরূপ যাতনার চীৎকার শুনে, যে কুকুরকে তিনি বুকে কোরে নাচাতেন,—কোলে কোরে চুমো খেতেন,—পিট চাপ্‌ড়ে, মাথা চাপ্‌ড়ে কতই আদর কোত্তেন, সেই কুকুর পায়ের কাছে চীৎকার কোরে কাঁদ্‌ছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। অনিমেষে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ চক্ষে তিনি ক্রমাগত আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ একবার মুখ বাঁকালেন, ঠোঁট ফুলালেন, ঘন ঘন মাথা নাড়্‌লেন। তখন যেন তাঁর ভ্রম ঘুচে গেল। তখনি আমি বুঝ্‌লেম, লেডী জর্জ্জীয়ানা স্থির কোল্লেন, যেটা শুনেছেন, সেটা ভুল। আর কোন লোককে উদ্দেশ কোরে, চাকরটা গৌরব জানিয়ে থাক্‌বে। ক্ষণকাল তিনি সেই বিশ্বাসেই থাক্‌লেন ;—হঠাৎ যে ভাব মনে এসেছিল, সেটা নয়, এই ধারণায় তিনি একটু সুস্থির হোলেন। ভাবটার প্রতিও তখন ঘৃণা এলো।

লেডী জর্জ্জীয়ানার ঠোঁটফুলানো,—মাথানাড়া,—মুখ বাঁকানো, এই সব কাণ্ড হোচ্চে,

পরক্ষণেই গাড়ীর গবাক্ষের দিকে কটাক্ষপাত কোরে দেখি, রেলওয়ে গার্ড আর কর্ত্তা তিবর্ত্তন, উভয়েই গাড়ীর দরজার কাছে দণ্ডায়মান। খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা এসেছেন। সব গাড়ী খুঁজ্‌তে হয়েছে, তার পর আমাদের গাড়ী। পাঁচ মিনিট মাত্র সময়। গাড তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে ছুট দিলে, ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো, খটাখট্ দরজা বন্ধের শব্দ হোতে লাগলো. মিষ্টার তিবর্ত্তন গাড়ীতে উঠ্‌লেন। আমি দেখ্‌লেম, তিবর্ত্তন তখন মহাবিস্ময়ে হতবুদ্ধি।. যা শুনেছেন, তাতে বিশ্বাস হয় না;—কিন্তু ভাব্‌ছেন, কি বোলেই বা অবিশ্বাস করেন! আরও বেশী ভাবনা হোচ্ছে, কেমন কোরেই বা বিশ্বাস করেন! আমি বেশ স্থির হয়ে বোসে আছি;—কোন কিছু আশ্চর্য্য দেখ্‌ছি,—কোন কিছু নূতন তামাসা দেখ্‌ছি, এমন কিছুই মনে হোচ্ছে না;—সমভাবে সুস্থির হয়ে বোসে আছি।

মিষ্টার তিবর্ত্তন আমার সম্মুখ-আসনে মুখামুখি। তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে লেডী জর্জ্জীয়ানা। তিবর্ত্তন তখন যথার্থই যেন হতজ্ঞান। স্ত্রীর পায়ের কাছে ছুটো মোটা মোটা কুকুর, একটা কুকুরের গায়ে হোঁচট খেয়ে, কর্ত্তা অকস্মাৎ সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পোড়্‌লেন;—আমার গায়ের উপরেই পোড়ে গেলেন!—আমারে যেন গাড়ীর সঙ্গেই ঠেসে ধোল্লেন!—আমি অবাক্। তখনি তখনি কর্ত্তার হুঁস হলো;—অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে, মিনতি কোরে তিনি আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ক্ষমা করুন্ মি লর্ড! আমি হাজার হাজার ক্ষমা চাচ্ছি! জ্ঞান থাক্‌লে কখনই এ কাজ আমি কোত্তেম না। আপ্‌নি দেখ্‌তেই পাচ্চেন, সাধ কোরে আমি পড়ি নাই। দৈবাৎ মি লর্ড!—দৈবাৎ!—আমি—আমি—"

বৃদ্ধের বেজায় খোসামোদে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, গম্ভীরবদনে তাচ্ছিল্যভাবে আমি বোল্লেম, "আর বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা কোত্তে হবে না।"

লেডী জর্জ্জীয়ানা তখন একেবারেই ভালমানুষ। চোম্‌কে চোম্‌কে তিনি বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন, "তবে কি সেই কথাই ঠিক? কি আশ্চর্য্য! কি সৌভাগ্য! তাই কি তবে ঠিক? এমন আশ্চর্য্য ঘটনা কেমন কোরে ঘোট্‌লো? দেখুন মি লর্ড! বুঝতে না পেরে যদি আমি কিছু অন্যায় কথা—"

সব কথা না শুনেই, ঔদাস্যভাবে বাধা দিয়ে, পূর্ব্ববৎ তাচ্ছিল্যভাবেই তাঁকে আমি বোল্লেম, "এইমাত্র ত আপ্‌নার স্বামীকেই আমি বোল্লেম, আবার এখন আপ্‌নাকেও বোল্‌ছি, আর বেশী ক্ষমাপ্রার্থনায় আবশ্যক নাই।"

"হাঁ মি লর্ড!"—লেডী জর্জ্জীয়ানা আবার শিষ্টাচার অরম্ভ কোল্লেন, "হাঁ মি লর্ড! আমিও ত তাই বলি। আগেকার আলাপপরিচয় আছে, আপ্‌নার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব ব্যবহার কোত্তে পারি, আপ্‌নি তাতে রাগ কোর্‌বেন না,—আপ্‌নি তাতে দোষ লবেন না, তাই ত আমি বোল্‌ছি। অবশ্যই আপ্‌নি আমাদের দুজনকেই ক্ষমা কোর্‌বেন। আগে বুঝতে পারি নাই। আগে যদি জান্‌তেম, তা হোলে এই হতভাগা কুকুরদুটোকে কখনই আমি গাড়ীর ভিতর নিতেম না। ও দুটো আমার আপদ বালাই হয়েছে! আগে যদি জান্‌তেম, তা হোলে সেই কুড়ে মুরদ রবার্টটাকেই গছিয়ে দিতেম!"

লেডীর মুখপানে চেয়ে আমি একটু ক্ষুণ্নস্বরে বোল্লেম, "কেন ?—তাতে হয়েছে কি ? কুকুরেরা ত আমার কিছুই অনিষ্ট করে নাই। মিষ্টার তিবর্ত্তন নিজেই বরং একটী কুকুরকে ভারী মাড়িয়ে ফেলেছেন ;—হয় ত কতই আঘাত লেগেছে !"

"ওঃ! মিষ্টার তিবর্ত্তন ভারী বেয়াড়া মানুষ !—ভারী বিশ্রী কাণ্ড !"—স্বামীর দিকে কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ কোরে, লেডী জর্জ্জীয়ানা সক্রোধে বোল্লেন, "ভারী বেয়াড়া মানুষ ! উনিই ত যত অনর্থের মূল ! সত্য বোল্‌ছি মি লর্ড ! আপনার কি চমৎকার রূপই হয়েছে ! আহা ! আপনাকে এখন কি সুন্দর দেখাচ্ছে ! বাঃ ! বড় চমৎকার রূপ ! দেখুন তবু—দেখুন তবু, কেমন চিনেছি আমি !"

কর্ত্তা বোলে উঠলেন, "চুপ্ কর, চুপ্ কর ;—গতকথা উত্থাপন করবার দরকার নাই।"—পত্নীকে এই কথা বোলে, শিষ্টাচারে আমার দিকে চেয়ে, আমারে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখুন মি লর্ড ! আমাদের মুখে কখনই সে সব কথা প্রকাশ—"

"কি সব কথা ?"—বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি সব কথা প্রকাশ হবে না? কি আপনি বোল্‌ছেন ? আপনাদের বাড়ীতে আমি এক সময় চাকর ছিলেম, সেই কথা ? দেখুন তিবর্ত্তন! এক সময় আমি শরীর খাটিয়ে জীবিকা অর্জ্জন কোরেছি, তাতে আমি লজ্জিত হোচ্চি না ;—লজ্জাই বা কি তাতে ? বড় বড় খেতাব—বড় বড় পদ—অগাধ টাকা, জনকতক লোকের এ সব গৌরব আছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি লোক পরিশ্রম কোরে দিন গুজরাণ করে, তাদের বুদ্ধিবিবেচনা,—তাদের হিতাহিতজ্ঞান—তাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাদের নিঃস্বার্থ ব্যবহারের সঙ্গে বড়লোকের গর্ব্বিত ব্যবহারের তুলনাই হয় না। বালক-কাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যারা আপনাদের জীবিকা উপার্জ্জন করে, আমার বিবেচনায় তারাই ত সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।"

সচকিতে গম্ভীরবদনে লেডী জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন, "আপনি বড় উঁচুদরের কথা বোলছেন মি লর্ড ! আমারও চিরদিন ঐরূপ ধারণা।"

আমি কোন উত্তর কোল্লেম না। বেশ বুঝ্‌লেম, জর্জ্জীয়ানা মিথ্যাকথা বোল্‌ছেন। যারা মানে বড়,—ধনে বড়,—খেতাবে বড়,—স্বভাবে নীচ, লেডী জর্জ্জীয়ানার কাছে সেই সব লোকেরই বেশী গৌরব ;—স্বভাব যাদের উচ্চ, বড় বড় খেতাব যাদের নাই, সে সব লোকের প্রতি লেডী জর্জ্জীয়ানার নিরন্তর আন্তরিক ঘৃণা ;—পায়ের ধূলোর চেয়েও তাদের তিনি হেয়—অশ্রদ্ধেয় মনে করেন।

একটু চুপ কোরে থেকে মিষ্টার তিবর্ত্তন বোল্লেন, "আশ্চর্য্য ঘটনা বটে ! সত্য বোল্‌ছি মি লর্ড ! আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! গার্ড যখন আমায় আপনাকে দেখিয়ে দিলে, তখন যদি কেহ আমার গায়ে একটী পাখীর পালক ছোঁয়াতো, নিশ্চয়ই বোল্‌ছি, তখনই আমি মূর্চ্ছা যেতেম ! জীবনে আমি এমন চমৎকৃত আর কখনো—"

লেডী জর্জ্জীয়ানা বোলে উঠ্‌লেন, "জীবনে আমি এমন খুসী আর কখনই হই নাই ! বোধ করি, লর্ড বাহাদুরও ভারী খুসী হয়েছেন। পরস্পর দেখা হওয়াতে বাস্তবিক সকলেই

আমরা অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ কোচ্চি! দেখুন মি লর্ড! জিজ্ঞাসা করা যদি বেয়াদবী না হয়, আমি কি জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি, কেমন কোরে এমন পরিবর্ত্তন হলো?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আপনারা ত দেখতেই পাচ্চেন, আমি শোকবস্ত্র পরিধান কোরেছি। আরও আপনাদের স্ত্রী-পুরুষের কথোপকথন শুনে আমি বুঝেছি, সম্প্রতি আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে, তা আপনারা জানেন; তবে আর কেন জিজ্ঞাসা?"

অকস্মাৎ লেডী জর্জ্জীয়ানার বদন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। অকুণ্ঠিতস্বরেই তিনি বোল্লেন, "ওঃ! ঠিক ঠিক!—ঠিক কথা মি লর্ড! জিজ্ঞাসা করাটাই আমার ভুল হয়েছে! তা আচ্ছা, লণ্ডনে গিয়ে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা কোর্‌বো। সেখানে কি আমরা স্বচ্ছন্দে আপনার সঙ্গে আর আপনার জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাব না?"

গম্ভীরভাবেই আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুতে মা আমার এখন অত্যন্ত শোকাতুরা;—তিনি এখন নূতন লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে অক্ষম। আমার কথা যদি বলেন, আমি এখন নানাপ্রকার বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্চাটে ব্যতিব্যস্ত।"

"ওঃ! তা বটে! তবু—তবু—লণ্ডনে গিয়ে আমরা দেখা কোত্তে পাবোই পাবো। কেন না, মাসকতক আমরা লণ্ডনেই থাক্‌বো। এখন আমরা কিছুদিন আমাদের আত্মীয় বন্ধু সার্ হেনিরি জেশপ আর লেডী জেশপের কাছে অবস্থান কোর্‌বো;—তার পর আমার পিতা লর্ড মণ্ডবিলির সঙ্গে—"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, তা হোতে পারে;—আবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে পারে;—দেখা হোলে আমি খুসীই হব।"

গম্ভীরে-উদাসে—তাচ্ছিল্যভাবে, তাঁদের সঙ্গে আমি এই রকম ছাড়া ছাড়া কথা কোচ্চি, টেণ গিয়ে লণ্ডনষ্টেসনে পৌঁছিল। জন রবার্ট এসে গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়ালো। নিশ্চয় বুঝলেম, কুকুর নিতেই এলো। লোকটার দিকে কটাক্ষপাত কোরেই আমি দেখ্‌লেম, জন রবার্ট তখন মাতাল;—বিলক্ষণ মাতাল!—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাচ্চে না;—ক্রমাগতই টোলে টোলে পোড়্‌ছে;—গেঙিয়ে গেঙিয়ে কথা কবার চেষ্টা কোচ্চে, পাচ্চে না। লেডী জর্জ্জীয়ানা ভয়ানক রেগে উঠলেন। এতদিন যাকে তাঁরা একরকম বাক্সবন্দী কোরেই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন,—না খেতে দিয়ে শুকিয়ে রেখেছেন, তেমন অনুগত বিশ্বাসী চাকর, ভিতরে ভিতরে এ রকম মাতাল হোতে শিখেছে, দেখে তাঁর আর ক্রোধের সীমাপরিসীমা থাক্‌লো না। জন রবার্ট মদ খায়, এ কথা তিনি ভ্রমেও জান্‌তেন না। সক্রোধে ধমক দিয়ে মাতালটাকে তিনি বোল্লেন, "টুপী খোল্!—দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না?—শীঘ্র খোল্! কার কাছে দাঁড়িয়ে আছিস্, তা জানিস্? ইনি হোচ্চেন লর্ড এক্‌লেষ্টন!"

মাথা ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে, মদের ঝোঁকে জোড়িয়ে জোড়িয়ে, জন রবার্ট প্রতিজ্ঞা কোল্লে, কোন মানুষের কাছে কখনই সে টুপী খুল্‌বে না;—কুকুর দুটোকে যা ইচ্ছা তাই বোলে গালাগালি দিতে লাগ্‌লো। "বুড়ো তিবর্ত্তনের মাথা গুঁড়ো কোরে ফেল্‌রো!"—বার বার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এই কথা বোলে মহা গর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লো।

মারে আর কি ! জন রবার্ট তখন আস্তিন গুটুতে আরম্ভ কোল্লে,—উপরের জামাটা খুলে ফেল্‌বার চেষ্টা কোল্লে। ঠিক সেই সময়ে আমার অনুগামী পরিচারক উইলিয়ম সেইখানে এসে উপস্থিত। তারে আমি হুকুম দিলেম, "মাতালটাকে একখানা গাড়ীর ভিতর তুলে দেও !"—জন রবার্ট এককালে রেগে জ্বোলে উঠ্‌লো। বুড়ো তিবর্ত্তনের মাথা না ভেঙে, কোথাও সে নোড়্‌বে না, এই তাঁর পণ ! গাড়ীর কাছে বিস্তর লোক জোমে গেল। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে লেডী জর্জ্জিয়ানা বোলে উঠ্‌লেন, "আমি হোলেম কি ?—আমার যে আর জ্ঞান নাই ! আমার মাথা ঘুর্‌ছে, আমি বুঝি মূর্চ্ছা যাই !" কথাটা বোলে, তিনি ভালই কোল্লেন। পাছে তাঁর কুকুরদুটীর কোন অনিষ্ট ঘটে, তাই ভেবে, চুপি চুপি তাড়াতাড়ি আমি তাঁর কাণের কাছে বোল্লেম; "মূর্চ্ছা না গেলেই ভাল হয়।"—লেডী সাম্‌লে উঠ্‌লেন। স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সক্রোধ তীব্রস্বরে বোল্লেন, "নাও, নাও, মিষ্টার তিবর্ত্তন ! ওখানে আর অমন কোরে জুজুর মত বোসে থাক্‌লে কি হবে ? নাও, নাও !—ঐ হতভাগা কুকুর দুটোকে তুমিই কোলে কোরে নাও ! তোমারই ত সব দোষ ! তোমার জন্যেই ত ও দুটোকে আমি এনেছি ! নাও,—ধর,—কোলে কোরে তোল !"

আমি তখন গাড়ী থেকে নেমেছি। তারা স্ত্রী-পুরুষে তখনো গাড়ীর ভিতর গণ্ডগোল কোচ্চেন। একজন রেলওয়েপুলিসপ্রহরী এসে, জন রবার্টকে ধোরে ফেল্লে। রবার্ট তখন একেবারে মোরিয়া হয়ে উঠ্‌লো ;—রোগা রোগা হাত-পা ছুঁড়ে অনর্থ বাধাতে লাগ্‌লো ; জোড়িয়ে জোড়িয়ে গৌর্জ্জে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "না খেতে দিয়ে দাসী-চাকরকে শুকিয়ে রাখে কে ?—আপনারা ভাল ভাল মাংস খেয়ে, দাসীচাকরকে কেবল হাড়গুলো খাওয়ায় কে ?—ঐ বুড়ো তিবর্ত্তন আর ও র স্ত্রী !—এখনি আমি ঐ বুড়ো রাস্কেলের মাথা ভাঙ্‌বো ;—একেবারেই গুঁড়ো কোরে ফেল্‌বো ;—পোঁটা ছর্‌কুটে দিব !—ওঃ ! অনেক দিন অবধি মনে মনে আমার এই সাধ !"

"নে যাও ওটাকে থানায় নিয়ে যাও !"—রাগে—ঘৃণায়—অভিমানে, চীৎকার কোরে লেডী জর্জ্জিয়ানা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এখনি ওটাকে থানায় চালান্ কর !"

পুলিসপ্রহরীরা মাতালটাকে ধোরে, টেনে হিঁচ্‌ড়ে সেখান থেকে নিয়ে চোলে গেল। আমি তখন তিবর্ত্তনদম্পতীর জিনিসপত্রগুলি নামিয়ে দিবার জন্য আমার কিঙ্করকে হুকুম দিলেম। তাঁরা ট্রেণ থেকে নাম্‌লেন, একখানা ভাড়াটে গাড়ীতে জড়সড় হয়ে উঠ্‌লেন ;—জিনিসপত্র উঠ্‌লো,—কুকুরেরাও উঠ্‌লো, সমস্তই ঠাসা ;—দুটী তিবর্ত্তন, তাঁদের মালামাল,—দুটো কুকুর, সমস্তই সেই গাড়ীর ভিতর। প্লাট্‌ফরমে যত লোক জমা হয়েছিল, তাঁদের দুর্দ্দশা দেখে সকলেই করতালি দিয়ে টিট্‌কারী দিতে লাগ্‌লো। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে তাঁদের গাড়ীখানা বেরিয়ে পোড়্‌লো। আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে সময়নষ্ট কোল্লেম না, সরাসর এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে চোল্লেম। নিজ নিকেতনে উপস্থিত হোলেম। জননী সস্নেহে আমারে আলিঙ্গন কোল্লেন। ওয়েষ্টমোরলাণ্ডে আমার শুভ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, সেই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ কোরে, কাউণ্ট লিবর্ণো সগৌরবে আমারে অভিনন্দন কোল্লেন।

সে দিন এই পর্য্যন্ত। পরদিন আমার স্বচ্ বন্ধু সান্ট্‌কোট একলেষ্টনপ্রাসাদে উপস্থিত হোলেন। দীর্ঘকাল আমার সংবাদ না পেয়ে, বহুকষ্ট স্বীকার কোরে, মনের উদ্বেগে নানা স্থানে তিনি তত্ত্ব কোরেছেন, আমি তাঁরে যথোচিত সাধুবাদ দিলেম। দমিনী ব্রুক্‌মানন সেই বিধবা গ্লেন্‌বকেটকে বিবাহ কোরে, স্কট্‌লাণ্ডে বাস কোচ্চেন। সান্ট্‌কোটও শীঘ্র দেশে যাবেন। কেবল আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার অনুরোধেই কিছুদিন তাঁর লণ্ডনে থাকা। সমস্ত দিন তাঁকে আমরা বাড়ীতেই রাখ্‌লেম। নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ হলো। তিনি বিদায় হবেন, কিছুদিন পরে আবার যেন একমাসের জন্য আমাদের বাড়ীতে আসেন, সমাদরে নিমন্ত্রণ কোল্লেম;—উকীল ডক্সনের নামে আর বৃদ্ধ দমিনীর নামে দুখানি পত্র লিখে তাঁর হাতে দিলেম;—ঠিকানা এডিনবরা। সান্ট্‌কোট বিদায় হোলেন। চিরদিন বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, এইরূপ অঙ্গীকার।

কাউন্ট লিবর্ণো আর কিছুদিন আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌লেন, তার পর তিনিও বিদায় গ্রহণ কোল্লেন;—অঙ্গীকার কোরে গেলেন, আগামী বসন্তকালে সস্ত্রীক ইংলণ্ডে এসে মাস কতক আমাদের সঙ্গে একত্র বাস কোর্‌বেন। কাউন্ট লিবর্ণো আমার অকৃত্রিম প্রাণের বন্ধু। তার মহদ্‌গুণের পরিশোধ হয় না। অসময়ে তিনি আমার যত প্রকার মহৎ উপকার কোরেছেন, সেইগুলি সব স্মরণ কোরে, বিদায়কালে অন্তরের সহিত তাঁরে আমি শত শত সাধুবাদ দিলেম;—অন্তরের অকপট কৃতজ্ঞতা জানালেম।

কাউন্ট লিবর্ণো বিদায় হোলেন। এখন আমাদের ঘরাও বন্দোবস্তের কথা। মহানুভব দেলমরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথাটী কেবল আমার আর আমার জননীর হৃদয়েই নিহিত থাক্‌লো;—কাহারও কাছে কিছুমাত্র প্রকাশ কোল্লেম না। দেলমরদুহিতা এদিথা আমার মাসী, প্রথম অবস্থায় এ পরিচয় আমি কিছুই জান্‌তেম না। তিনি আর তাঁর স্বামী পাদ্‌রী হাউয়ার্ড এখন সর্ব্বদাই একলেষ্টনপ্রাসাদে আসেন, আমিও দেলমর-প্রাসাদে যাই, সর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ হয়, তথাপি সেই ভয়ঙ্কর হত্যার কথাটী অণুমাত্রও তাঁদের কাছে আমি ভাঙি নাই। শিশুকালে যখন আমি নিরাশ্রয়—নির্ব্বান্ধব—অনাথ অবস্থায় এদিথার পিতার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হই, কিছুই জানাশুনা ছিল না,—উঃ! স্নেহময়ী এদিথা তখন আমার দুঃখে কতই দুঃখিত হয়েছিলেন,—আমার প্রতি কত দয়াই তাঁর হয়েছিল, আমার ভালর জন্য কত চেষ্টাই তিনি কোরেছিলেন, সে সকল অবশ্যই স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ; অজ্ঞাতে— অলক্ষিতে স্বভাবের আকর্ষণ। এখন সে রহস্য নিষ্কপটে প্রকাশ পেলে, দেলমর-দুহিতা এদিথা আমার মাসী;—গর্ভধারিণী জননীর কনিষ্ঠা সহোদরা। এদিথার কাছে, মিষ্টার হাউয়ার্ডের কাছে, আমার জীবনের গত কথাগুলি আমি যে ভাবে পরিচয় দিয়েছি, আমার জননী যতদূর বোলেছেন, তা ছাড়া আর কি কি ঘোটেছে, তাঁরা সে কথা কিছুই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না;—আমরা নিজমুখে যা যা বোলেছি, তাই তাঁরা ভাব্‌লেন পর্য্যাপ্ত। একবারমাত্র যে যে কথা শুনেছেন, তাঁদের সরলহৃদয়ে সেইগুলিই যথেষ্ট;—তার পর আর সে প্রসঙ্গ তাঁরা উত্থাপনই করেন নাই।

আরও আমার স্বসম্পর্কীয় আপনার লোক আছে। আমার পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কন্যাগুলি। যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদসম্পদে আমার পিতা অধিকারী হয়েছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার কন্যাগুলি। সেগুলিকে আমি বাড়ীতে আন্‌লেম। রূপেও তাঁরা সুন্দরী, স্বভাবেও সুশীলা। তাঁরা আমার পিতৃব্যকন্যা, আমি তাঁদের পিতৃব্যপুত্র, এই পরিচয়ে তাঁরা বিলক্ষণ পরিতুষ্ট হোলেন;—আমি এখন এক্‌লেষ্টনপরিবারের কর্ত্তা, আমার পিতৃব্যকন্যারা সস্নেহহৃদয়ে আমারে পরিবারের কর্ত্তা বোলেই স্বীকার কোল্লেন।

অঙ্গীকার অনুসারে কন্যাদৌহিত্রী সঙ্গে কোরে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন লণ্ডনে এসে উপস্থিত হোলেন। তাঁর উকীল ইত্যগ্রে একখানি অতি সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ী ভাড়া কোরে রেখেছিলেন, সেই বাড়ীতেই তাঁরা বাস কোল্লেন। এক্‌লেষ্টননিকেতন থেকে সেই বাড়ী বড় বেশী দূর নয়;—ঠিকানা পোর্টম্যান স্কোয়ার। যে দিন মা আমার সর্ব্বপ্রথম সুন্দরী আনাবেলের মুখখানি দেখ্‌লেন, সে দিন পরস্পর কতই আনন্দ,—কতই করুণরসের উদয়, আমিই তা অনুভব কোল্লেম;—সে দিনের সুখের কথাটী জীবনে আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না। আমার জননীর সঙ্গে আনাবেলের জননীর পরিচয় হলো। দুরাচার দস্যু লানোভার তাঁকে বিবাহ কোরেছিল, সে জন্য মনে মনে একটা ঘৃণা কিম্বা বিরাগ, আমার জননীর মনে কিছুই এলো না;—সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কন্যার সততা—বিনয়—সৌজন্য দেখে, লানোভারের সম্পর্কটা মা আমার মনেই আন্‌তে পাল্লেন না;—সাক্ষাৎ আলাপে সকলেই মনের মত সুখী হোলেন। সস্নেহে আনাবেলকে কোলে কোরে ভাবী পুত্রবধূস্নেহে মা আমার আনাবেলের মুখচুম্বন কোল্লেন। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমার জননীকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, প্রথম সাক্ষাতে পরম সুখী হয়ে, আনাবেলের মাতামহ পরমপুলকে পুনঃপুন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কোল্লেন।

১৮৪৩ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন পার্লেমেণ্ট মহাসভা খোলা হয়, আমি সেই সময় বিনা বাধায়—বিনা আপত্তিতে ইংলণ্ডের মাননীয় পীয়ার সম্প্রদায়ে হাউস অফ লর্ডের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হোলেম; আমার উপাধি নির্ব্বিঘ্নে অঙ্গীকৃত—প্রচারিত;—সুতরাং সুবিস্তৃত এক্‌লেষ্টনজমিদারীর উত্তরাধিকারসম্বন্ধে কোন দিক্ থেকে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপনের সম্ভাবনা থাকিলো না;—মামলা মোকদ্দমার ঝঞ্ঝটের দায় এড়ালেম। মা আমার তখন একটু একটু হাসিখুসী দেখাতে লাগ্‌লেন।—কেবল একটু একটু মাত্র;—সেটুকুও বোধ হয়, যেন কেবল আমারই মুখ চেয়ে;—কেন না, সেই নির্ঘাত ভয়ঙ্করী যামিনীতে মুমূর্ষু পতির মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বোসে, মুমূর্ষু পতির নিজমুখে যে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ কাহিনী শুনেছিলেন, সেই সব নিদারুণ বাণী তাঁর হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিঁধে আছে;—মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত লেগেছে;—সে নিদারুণ আঘাত সম্বরণ কোরে তিনি যে আবার সজীব হয়ে সেরে উঠ্‌বেন, সে আশা—সে সম্ভাবনা ছিল না;—তথাপি কেবল আমারই মুখ চেয়ে একটু একটু হাসিখুসী দেখান। আমারে খুসী রাখ্‌বার অভিলাষে বারবার অনুরোধ করেন, আমার পূর্ব্বের উপকারী বন্ধুগুলিকে পুনঃপুন নিমন্ত্রণ কোরে নিজ বাড়ীতে আনি;—বরাবর এই

রকম অনুরোধ ;—আত্মীয়কুটুম্ব নিমন্ত্রণ কোত্তে সর্ব্বদাই তিনি ভালবাসেন। আমারে কিছুমাত্র না জানিয়ে, চুপি চুপি ভগ্নী এদিথাকে,—ভগ্নীপতি হাউয়ার্ডকে,—আমার পিতৃব্য-কন্যাগুলিকে,—সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে,—আনাবেলের জননীকে, আর আমার আনাবেলকে সর্ব্বদাই তিনি এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। আমার বিদেশী বন্ধুরা কে কবে আস্‌বেন, ক্রমাগত আমারে কেবল সেই সব কথাই জিজ্ঞাসা করেন ;—আমি তাঁর কাছে তাঁদের নাম সর্ব্বদা করি কি না,—গুণের কথা সব সর্ব্বদাই বলি কি না, সেই জন্যই আমারে খুসী রাখ্‌বার অভিলাষে সর্ব্বদাই ঐ প্রকার আগ্রহ জানান।

বসন্তকালে এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে বহুতর বন্ধুবান্ধবের সমাগম। সস্ত্রীক বন্ধুবর কাউণ্ট লিবর্ণো, সস্ত্রীক প্রিয়বন্ধু কাউণ্ট আবেলিনো,—সস্ত্রীক নবসম্পদপ্রাপ্ত প্রিয়বন্ধু কাউণ্ট মণ্টিডিওরো, মাননীয় বৃদ্ধবন্ধু সিগ্‌নর পর্টিসি,—পূর্ব্বনিমন্ত্রিত স্কচ্‌বন্ধু সুরসিক সাণ্টকোট,—এই প্রকার অনেকগুলি বন্ধুর আগমন।—প্রিয় সাল্‌টকোট সকল দিকেই রসিকপুরুষ। রেলওয়ে ষ্টেসন থেকে ভাড়াটে গাড়ীতে যখন তিনি এসে বাড়ীর দরজায় নাম্‌লেন, তখনকার ভঙ্গী দেখে আমি আর হাসি রাখ্‌তে পাল্লেম না। আগাগোড়া আন্‌কোরা নূতন পোষাক ;—মাথার টুপী থেকে পায়ের মোজা পর্য্যন্ত সমস্তই নূতন ;—আন্‌কোরা নূতন!

কাউণ্ট আবেলিনো পূর্ব্বে আমার সৌভাগ্যের সংবাদ পেয়ে, পত্রদ্বারা যথোচিত অভিনন্দন কোরেছিলেন, সাক্ষাতে মুখেও সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। দুটী বন্ধুর দুখানি পত্র তিনি সঙ্গে কোরে এনেছেন ;—কাউণ্ট তিবলি আর তাঁর পুত্র ভাইকাউণ্ট তিবলি, আমার সুখে আন্তরিক সুখানুভব কোরেছেন, তারই দুখানি নিদর্শনপত্র। পত্রের যেরূপ ভাব, বাস্তবিক তাঁদের মত লোকে যে ততদূর গৌরব কোর্‌বেন, আমার সুখে তাঁরা তত সুখী হবেন, বাস্তবিক তেমন আশা আমি করি নাই।

এথেনীর ভালবাসা সেই ছোক্‌রাটী কোথায় আছে,—কেমন আছে, কাউণ্ট মণ্টিডিওরোকে সেই কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। ঈষৎ হেসে, তিনি উত্তর কোল্লেন, "সে আস্‌তো ;—তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য লণ্ডনে সে আস্‌তো ;—হঠাৎ কর্সিকায়, আজাসিয়োনগরে—এক কৃষ্ণনয়না পূর্ণযৌবনা মনোমোহিনীর মোহনমন্ত্রে বিমোহিত হয়ে, কটাক্ষ-শৃঙ্খলে আট্‌কা পোড়েছে ;—পাল্লে না ;—সেই বন্ধনেই আস্‌তে পাল্লে না!—সে, আর এখন আমার চাকর নয় ;—আগেও আমি তাকে চাকরের মত ভাব্‌তেম না ;—ছেলেবেলা থেকে তাকে আমি সহোদরের মত ভালবাসি,—সহোদরের মত স্নেহ করি ;—তুমিও তা বেশ জান ;—বাস্তবিক তার সুখে আমি মনে মনে বিশেষ সুখী হয়েছি। যে যুবতীর প্রণয়-শৃঙ্খলে সে এখন বাঁধা, সে যুবতী রূপবতী ;—ওদিকেও বহুসম্পদের উত্তরাধিকারিণী। বিবাহে তারা সুখী হবে। ছোক্‌রা এখন আজাসিয়োনগরে অবস্থিতি কোচ্চে।"

কাউণ্ট মণ্টিডিওরোর মুখে সেই ছোক্‌রাটীর ঐ পর্য্যন্ত সুখের কথা আমি শুন্‌লেম। তিনি নিজেও সেই ভালবাসা ছেলেটীর সুখী হবার উপযুক্ত সংস্থান দান কোরেছেন, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বার প্রয়োজন হলো না।

বন্ধুবান্ধবসমাগমে,—সম্ভবমত আমোদপ্রমোদে, প্রাসাদনিকেতনে সকলেই আমরা পরম সুখী। পিতার মরণ বেশী দিন হয় নাই, প্রাসাদে আমরা এখন বেশী ধুমধাম করি না; বেশী বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ হয় না, বড় বড় নাচের মজ্‌লিসও হয় না, বড় বড় খানার আয়োজনও বন্ধ আছে। সে সব যদিও নাই, তথাপি কিন্তু যে কজন বন্ধুবান্ধব একত্র আছি, তাতেই যথেষ্ট আনন্দ,—যথেষ্ট সুখ।

স্বভাবগুণে সাণ্টকোট এখানে সকলেরই প্রিয় হোলেন। সকল বিষয়েই সন্তোষ,—সকল কার্য্যেই আনন্দ,—সকল কথাতেই আমোদ,—রসিকবর সাণ্ট্‌কোট্‌ বাস্তবিক আমাদের সকলেরই বিশুদ্ধ আমোদের বিশুদ্ধ উপকরণ হয়ে উঠ্‌লেন। আনাবেল যে দিন তাঁরে একটী পুঁতিগাঁথা ক্ষুদ্র বগ্‌লী উপঢৌকন দিলেন, আহা! সে দিন সদাশয় সাণ্ট্‌কোটের উদার আনন্দ! আনাবেল বাস্তবিক তাঁরেই উপহার দিবার ইচ্ছায় সেই বগ্‌লীটীতে বেশ কারিগরী কোরেছিলেন। সাণ্ট্‌কোটের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধাযত্ন;—সকলের কাছেই সাণ্ট্‌কোটের আদর। রুচ-রুচির খাদ্যসামগ্রী না থাক্‌লে সাণ্ট্‌কোটের আহার ভাল হবে না, তাই ভেবে মা আমার নিত্য নিত্য যত্ন কোরে, দুপাঁচ প্রকার রুচখাদ্য প্রস্তুত করিয়ে দেন। বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো।

এইখানে আর একটী কথা।—আমার সেই গুরুপত্নী বিবি নেল্‌সন যখন আমারে তাড়িয়ে দেন, তখন তিনি লিভারপুলে গিয়ে বাস কোর্‌বেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছিলেন, সে কথাটী আমার স্মরণ ছিল;—এখন তিনি কি অবস্থায় কোথায় আছেন, সেইটী নিশ্চয় জান্‌বার অভিপ্রায়ে, লিভারপুলের একজন উকীলকে আমি পত্র লিখেছিলেম। অল্প দিনের মধ্যেই সে পত্রের উত্তর আমি পাই। বিবি নেল্‌সন কয়েক বৎসরাবধি লিভারপুলে তাঁর একটী কুমারী ভগ্নীর বাড়ীতে বাস কোচ্চেন;—অত্যন্ত দুরবস্থায় পোড়েছেন;—আমি তাঁরে পত্র লিখ্‌লেম;—আগেকার সেই জোসেফ উইলমট এখন কি, সেটীও সেই পত্রে জানালেম। যখন আমি স্কুল থেকে বিদায় হই, আমার পিতা তখন খোরাকী বন্ধ কোরেছিলেন, এক বৎসরের দুই কিস্তীর খোরাকীর টাকা বিবি নেল্‌সনের তখন পাওনা ছিল, সে টাকা শোধ কোল্লেম। দুইশত গিনির একখানি চেক তাঁর নামে পাঠালেম;—আরও যা যখন দরকার হবে, আমারে লিখ্‌লেই আমি তৎক্ষণাৎ পাঠাবো, অঙ্গীকার কোল্লেম;—কিন্তু আর তার প্রয়োজন হলো না। সেই টাকাতেই তাঁরা দুই ভগ্নীতে যাবজ্জীবন সুখে দিনযাপন কোত্তে লাগ্‌লেন। তদবধি আর তাঁরা আমার কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন্‌ নাই। শিক্ষাগুরুর দুঃখিনী পত্নীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়, জানালেম, এই আমার সন্তোষ।

সে দিকের কথা এই পর্য্যন্ত। বাড়ীতে আমার অনেকগুলি বন্ধু, বেশ আমোদ আহ্লাদে আছি। একদিন আমি বারাণ্ডা দিয়ে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাচ্চি, দেখ্‌লেম, একজন স্ত্রীলোক, ছেঁড়া কাপড় পরা, অত্যন্ত রোগা, অত্যন্ত গরীব, আমাদের দরোয়ানকে মিনতি কোরে কি বোল্‌ছে। চেহারা দেখে বোধ হলো, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স। সেদিকে আমি বড় একটা ভ্রূক্ষেপ কোত্তেম না, কিন্তু দেখ্‌লেম, সে কেঁদে কেঁদে বিস্তর কাকুতি মিনতি

কোরে দরোয়ানের কাছে বড়ই দুঃখ জানাচ্ছে;—বাড়ীতে একজন দাসী দরকার, দাসী থাক্‌তে চায়। দেখে আমার একটু দয়া হলো।

দরোয়ান বোল্‌ছে, "দাসী একজন চাই বটে, কিন্তু তোমার মত বুড়ী দাসী চাই না; অল্প বয়স দরকার। তা যা হোক্, দুঃখী তুমি, এই আড়াই শিলিং ভিক্ষা দিচ্চি, নিয়ে—"

এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে দরোয়ান আমারে দেখ্‌তে পেলে,—ঐ পর্য্যন্ত বোলেই থেমে গেল। বুড়ীটার দিকে চেয়ে চেয়ে, আমার যেন একটু একটু মনে হোতে লাগ্‌লো, কোথায় যেন দেখেছি, দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভিখারিণী কি বোল্‌ছে জেম্‌স্?"

দরোয়ান দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর কোল্লে, "দাসী থাক্‌তে এসেছে মি লর্ড! বাবুর্চ্চিখানায় একজন চাক্‌রাণী চাই, সেই কথা শুনে এখানে এসেছে।"

একটু বিবেচনা কোরে আমি বোল্লেম, "তা হানি কি,—বাড়ীর ভিতর যেতে বল না, কষ্টে পোড়েছে দেখ্‌ছি, স্বভাবচরিত্র যদি ভাল হয়, রাখ্‌বার হানি কি?"

বুড়ীটার চক্ষে দর্ দর্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। আমায় দেখে সে একবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে;—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাত যোড় কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দোহাই মি লর্ড! দোহাই আপনার! দুঃখিনীর উপর দয়া করুন্! আমার কেহ নাই!—আমি খেতে পাই না! রোজ রোজ উপোস কোচ্ছি!—পেটের জ্বালায় মারা যাই! যে ঘরে থাক্‌তেম, ভাড়া দিতে পারি না, আজ সকালে বাড়ীওয়ালী আমাকে দূর কোরে তাড়িয়ে দিয়েছে! এক সময় আমার সুখের দিন ছিল, বড় বড় লোকের বাড়ীতে আমি থাক্‌তেম, এখন আমার অনন্ত দুর্দ্দশা!—পেটের দায়ে চাক্‌রী খুঁজে বেড়াচ্ছি;—দাসীবৃত্তি কোরে খাবো;—যতই ছোট কাজ হোক্, তাতেই আমি স্বীকার!—যেমন তেমন একটা চাক্‌রী পেলেই বাঁচি!"

ভিখারিণী যতক্ষণ কথা কইলে, ততক্ষণ আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনিমেষে তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে থাক্‌লেম। প্রথমেই মনে হয়েছিল, কোথায় তারে দেখেছি, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বকথা স্মরণ হলো, শেষকালে বেশ চিন্‌তে পাল্লেম। পাপীয়সী!—হাঁ,—পাপীয়সীকে আমি চিনি। হঠাৎ বিশ্রী চেহারা দেখে, পঞ্চাশ বৎসর বয়স মনে হয়েছিল, বাস্তবিক তা নয়;—বড় জোর চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ। আমি তারে চিন্‌লেম, কিন্তু সে হতভাগিনী আর কখনও কোথায় আমাকে দেখেছে, এমন কিছুই মনে কোত্তে পাল্লে না, লক্ষণ দেখে সেটুকু আমি বেশ বুঝ্‌লেম।

"এই দিকে এসো।" এই কথা বোলে, হস্তসঙ্কেতে তারে আমি ডাক্‌লেম;—পাশের একটা ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেম। সে ঘরে তখন অন্য লোক কেহই ছিল না, নির্জ্জন ঘরে, সম্মুখে তারে দাঁড় কোরিয়ে, খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে, একটু বক্রস্বরে তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি আমাকে চিন্‌তে পার?"

"আমি মি লর্ড—আমি মি লর্ড—আপ্‌নি মি লর্ড!"—মাগীটা যেন হতজ্ঞান হয়ে, আম্‌তা আম্‌তা কোরে, এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লো;—থতমত খেয়ে জোড়িয়ে জোড়িয়ে আবার বোল্লে, "আপ্‌নি মি লর্ড

আর্ল অফ একলেষ্টন !—আপনার দেখা আমি কোথায় পাব !—আমি কাঙালিনী ; জন্মেও কখনো আমি আপনাকে দেখি নাই !"

কথাগুলো শুনে আমি তখন গম্ভীরবদনে বোল্লেম, আচ্ছা "যদি আমি তোমাকে মনে কোরে দিই ?—তোমার দুঃখের দশা দেখে আমি আহ্লাদ কোরে বাহাদুরী নিচ্চি, এমনটী তুমি মনে কোরো না,—সেরকম বাহাদুরী আমার মনেও আসে না,—কষ্টে পুড়েছ তুমি, তোমাকে কিছু ভিক্ষা দেওয়া, বাস্তবিক আমার ইচ্ছা ;—কিন্তু বাড়ীতে তোমাকে দাসী রাখা, সেটা কখনই হোতে পারে না। আমার ইচ্ছাটা কি জান,—মন্দকারী লোকের ভাল কোত্তে পারে, জগৎসংসারে এমন লোক আছে, সেইটী তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।"

হতভাগা মাগীটা যেন অকস্মাৎ থতমত খেয়ে, সবিস্ময়ে চোম্‌কে উঠ্‌লো। তবু কিন্তু কি কথা যে তারে আমি বোল্‌বো, সেটা সে কিছুমাত্র অনুমান কোত্তে পাল্লে না।

সটান্ তার মুখপানে চেয়ে, ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "হাঁ,—তোমার নাম ডেকীন্ এক সময় তুমি কুঞ্জনিকেতনে লেডী জর্জ্জীয়ানার সহচরী ছিলে।"

পাঠকমহাশয় স্মরণ কোর্‌বেন, পূর্ব্বে যারে আমি কুঞ্জনিকেতনে কুমারী দক্ষিণা বোলে পরিচয় দিয়েছি, এই সেই পাপীয়সী রাক্ষসী কুমারী দক্ষিণা ;—এই সেই মিস্ ডেকীন।

দক্ষিণা তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, মহা সংশয়ে আমার কথায় উত্তর কোল্লে, "হাঁ মি লর্ড ! এক সময় আমি লেডী জর্জ্জীয়ানার সহচরী ছিলেম। কিন্তু আপ্‌নি—আপ্‌নি মি লর্ড, না,—তা কখনই হোতে পারে না !—অসম্ভব !—সে কথা ত মনে কোত্তেই নাই !"

"হাঁ,—" আবার সেই রকমে তার মুখপানে চেয়ে, একটু কুটিলস্বরে আমি বোল্লেম, "হাঁ, যা তুমি মনে কোচ্চো, তাই ঠিক ;—হাঁ, আমিই সেই জোসেফ উইলমট,—যাকে তুমি—না—আর আমি তোমাকে দগ্ধ কোত্তে চাই না, আমার ইচ্ছাও তা নয়।"

পাপীয়সী তখন চীৎকার কোরে কেঁদে, আমার পায়ে জোড়িয়ে ধোল্লে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে, আমার পায়ের উপর কেঁদেই লুটোপুটী।

"উঠ !"—সচঞ্চলে আমি বোল্লেম, "উঠ,—দাঁড়াও !—আমি তোমাকে কটুকথা বোল্‌বো না, নিদারুণ দুর্দ্দশায় তোমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। আর আমি ?—আমার এখন কি হয়েছে দেখ ! সংসারের সমস্ত সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, আমি এখন এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। চক্ষে দেখ, ঈশ্বরের বিচার কেমন চমৎকার !"

হতভাগিনী উঠে দাঁড়ালো ;—কেঁদে কেঁদে বার বার আমার কাছে মাপ চাইতে লাগ্‌লো। সমস্ত পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা কোরে, দক্ষিণাকে আমি একখানি ব্যাঙ্কনোট ভিক্ষা দিলেম। মাগী তখন আস্তে আস্তে চক্ষের জল মুছে, অনুতাপে কাতরস্বরে পুনর্ব্বার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তদবধি সে পাপিনীকে আর আমি চক্ষে দেখি নাই,- লোকমুখেও কোন সংবাদ পাই নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সার্ আলেবৃজন্দর্ করন্দেল সস্ত্রীক একলেষ্টনপ্রাসাদে উপস্থিত। সাক্ষাৎ আলাপে পরস্পরের পরম আনন্দ ;—আমিও সুখী, তাঁরাও সুখী। আমার

সৌভাগ্যের সংবাদ পেয়ে, পূর্ব্বে তাঁরা পত্রদ্বারা আনন্দপ্রকাশ কোরেছিলেন, মুখেও যথোচিত অভিনন্দন কোল্লেন। নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদের কথোপকথন চোল্‌তে লাগ্‌লো। উকীল ডক্কন কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্‌লেম, তিনিও অবিলম্বে লণ্ডনে আস্‌ছেন। ইঞ্চ্‌ মেথ্‌লিনের জমীদারের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, স্যার্ আলেকজন্দর উত্তর দিলেন, 'তাঁরাও লণ্ডনে এসেছেন, তোমার অনুমতি পেলেই সাক্ষাৎ কোত্তে আসেন।"

উত্তর শুনে, একটু কুণ্ঠিত হয়ে আমি বোল্লেম, "না না,—সে রকম অনুমতি কেন, আমারই আগে গিয়ে দেখা করা আবশ্যক;—অবিলম্বেই আমি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো। কাল তাঁরা অনুগ্রহ কোরে যথাসময়ে এখানে এসে একসঙ্গে আহারাদি কোর্‌বেন, নিমন্ত্রণ কোরে আস্‌বো। আপ্‌নাদেরও নিমন্ত্রণ। আমার জননী আপনাদের দেখে বিশেষ সুখী হবেন, যথোচিত সমাদর কোর্‌বেন।"

সেই দিনেই তাঁদের দুজনকে আমি আমার জননীর কাছে নিয়ে গেলেম, সগৌরবে সমাদরের পরিচয় দিয়ে দিলেম। ইঞ্চ্‌ মেথ্‌লিনের জমীদার আর তাঁর পুত্র লেনক্স বিনাচার যে হোটেলে আছেন, সার্ আলেকজন্দরের কাছেই ঠিকানা জেনে নিয়ে, সেই হোটেলে যাবার উদ্যোগ কোল্লেম;—একখানি পত্র লিখে সঙ্গে কোরে নিলেম;—যদি দেখা না পাই, পত্রখানি রেখে আস্‌বো, এইরূপ ইচ্ছা। বাস্তবিক ঘোট্‌লোও তাই, দেখা হলো না;—তাঁরা তখন হোটেলে ছিলেন না। নিমন্ত্রণপত্রখানি, আমার নামের কার্ডখানি সেই হোটেলেই আমি রেখে এলেম। বাড়ীর দরজায় এসে গাড়ী থেকে নাম্‌ছি, হঠাৎ সম্মুখে দেখি দমিনী রুক্‌মানন্। মহাসমাদরে আমি তাঁর অভ্যর্থনা কোল্লেম। কথাপ্রসঙ্গে অবগত হোলেম, তিনি আর তাঁর নূতন স্ত্রী বিধবা গ্লেন্‌বকেট সম্প্রতি এ অঞ্চলে এসে, এক সুখময় প্রদেশে বাস কোচ্চেন, আমার সঙ্গে আর সাল্‌টকোটের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য তিনি একাকী লণ্ডনে এসেছেন। দমিনীকে যত্ন কোরে বাড়ীতেই আমি রাখলেম। যে হোটেলে এসে তিনি উঠেছেন, সেই হোটেল থেকে তাঁর কার্পেট-ব্যাগটী আমি তৎক্ষণাৎ নিজ বাড়ীতে আনালেম। সাল্‌টকোটের সঙ্গে দমিনীর সাক্ষাৎটী বড়ই কৌতুকাবহ। পাঠকমহাশয় অবশ্যই জানেন, তাঁরা দুজনে পরস্পর বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তথাপি দমিনী প্রথমে তাঁরে দেখেই যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। একবার বোল্লেন, বেলী আউল্‌হেড়, একবার বোল্লেন, টিন্‌টন্‌কোয়াশের লেয়ার্ড, শেষে অনেকক্ষণের পর ঠাউরে ঠাউরে স্থির কোল্লেন, যথার্থই সাল্‌টকোট। ওঃ! দমিনী তখন কেমন ভঙ্গীক্রমে মাথা ঘুরিয়ে বোল্লেন, "যেন দশবিশ বৎসর দেখা নাই!'—প্রাসাদে সমাগত অপরাপর বন্ধুগণ সুরসিক দামনীকে পেয়ে, যথোচিত আমোদ কোত্তে লাগ্‌লেন।

নিমন্ত্রণপত্রে যে সময়ের কথা আমি লিখেছিলেম, পর দিন ঠিক সেই সময়ে সপুত্র ভূস্বামী ইঞ্চ্‌ মেথলিন আমার প্রাসাদে সমাগত। প্রায় চার বৎসর দেখা নাই, তথাপি ইঞ্চ্‌ মেথ্‌লিনের চেহারাখানি পূর্ব্বে যেমন দেখেছিলেম, এখনও ঠিক তেম্‌নি দেখ্‌লেম। কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। চৌষট্টি বৎসর বয়স হয়েছে, তথাপি অবয়ব ঠিক সোজা, একটীও দাঁত

পড়ে নাই, চক্ষেরও দীপ্তি কমে নাই, ঠিক আগেকার মত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চেহারা। তাঁর পুত্র লেনক্সের বয়ঃক্রম এখন প্রায় সাতাশ বৎসর। পিতাপুত্রের চেহারা সর্ব্বাংশেই প্রায় অভিন্ন। কেবল পিতার চুলগুলি পাকা, পুত্রের চুলগুলি কাঁচা, এইমাত্র প্রভেদ।

সগৌরবে সমীপস্থ হয়ে, মর্য্যাদাবান্ হাইলাণ্ড ভূম্যধিকারী আমার হস্তধারণপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে বোল্লেন, "প্রিয়তম লর্ড এক্লেষ্টন! বহুকালের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পদগৌরবে তুমি অধিকারী হয়েছ। পরম সুখের বিষয়! তুমি এ সম্ভ্রমের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র, সেইটীই আরো সুখের বিষয়।"

ইঞ্চ্মেথ্লিনের জমিদারের মুখে আমার এই মহাসম্ভ্রমের গৌরব। লেনক্স বিনচার বিশেষ শিষ্টাচারে আমার সঙ্গে প্রিয়সম্ভাষণ কোল্লেন। দমিনীও সেই সময় দ্রুতগতি তাঁদের সঙ্গে দেখা কোত্তে গেলেন। এই অবসরে সার্ আলেক্জন্দর করন্দেল, শ্রীমতী লেডী করন্দেল, অন্তগৃহে উপস্থিত হোলেন; সেই সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি তাঁদের অভ্যর্থনা কোত্তে চোল্লেম।

সকলে যখন আহার কোত্তে বোস্লেম, দমিনী তখন বিলক্ষণ আমোদ কোত্তে লাগ্লেন। সার্ মাথু হেসেল্টাইন দমিনীকে সুরাপাত্র প্রদান কোল্লেন, দমিনী নানা-প্রকার পরিহাস জুড়ে দিলেন। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, ইঞ্চ মেথ্লিনের সেই মনোহর হ্রদে সেতুনির্ম্মাণের জন্য দমিনীর নিতান্ত আকিঞ্চন। ভোজসভায় ইঞ্চ্মেথ্-লিনকে তিনি সেই সেতুর কথা মনে কোরে দিলেন। ইঞ্চ্মেথ্লিন বিরক্ত হয়ে উঠ্লেন। দমিনী পুনঃপুনই সেতুর কথা বলেন। ইঞ্চ্মেথ্লিন সে কথা গ্রাহ্যই করেন না;—কথা শুনেই তিনি ঘৃণা করেন। কথাটা আর উত্থাপন না হয়, সেই অভিপ্রায়ে তখন অন্য কথা পেড়ে, কৌশলে আমরা সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে ফেল্লেম। নানাপ্রকার গল্পে,—যথেষ্ট আমোদে আহারাদি সমাপ্ত হলো।

রাত্রি দুই প্রহর। আমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বিদায় হোলেন। প্রাসাদে যাঁরা যাঁরা অবস্থান করেন, তাঁরা সকলেই স্ব স্ব শয়নগৃহে প্রবেশ কোল্লেন; আমার জননীও শয়ন কোত্তে গেলেন; আমি খানিকক্ষণ বৈঠকখানাতেই থাক্লেম। মনে মনে আনাবেলকে ভাবছি, হঠাৎ সদরদরজায় ঘণ্টাধ্বনি। একটু পরেই একজন চাকর এসে আমারে সংবাদ দিলে, "একটী স্ত্রীলোক আপ্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চায়, মি লর্ড!"

বিস্মিত হয়ে আমি বোলে উঠ্লেম, "এত রাত্রে?—কে সে স্ত্রীলোক?"

বার্ত্তাবহ উত্তর দিলে, "তা আমি জানি না মি লর্ড! বোধ হয় ছোটলোকের মেয়ে। অত্যন্ত মাতাল হয়ে এসেছে। বোলছে, বিশেষ দরকার, সাক্ষাৎ না কোল্লেই নয়।"

কে সে স্ত্রীলোক, দেখা আবশ্যক, সুতরাং আমি নেমে এলেম। স্ত্রীলোকটার চেহারা দেখেই আমার ঘৃণা জন্মিল। বিশ্রী একটা বুড়ী। বয়স অনুমান ষাট বৎসরের উপর। শাদা শাদা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো টুপীর নীচে দিয়ে কাঁধের উপর ঝুল্ছে, মুখখানা ভয়ানক লাল, মুখে ভর্ ভর্ কোরে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, বিশ্রী দুর্গন্ধ! আকার

প্রকারে বোধ হলো, অতিশয় দরিদ্র ;—সর্ব্বক্ষণ কুকার্য্যে রত। দেখেই ঘৃণা জন্মালো। তথাপি যেন একটু একটু মনে হোতে লাগ্‌লো, পূর্ব্বে সে বুড়ীকে কোথায় আমি দেখেছি। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে তুমি ? এত রাত্রে আমার কাছে কি চাও ?"

নেসার ঝোঁকে মিট্‌মিট কোরে আমার মুখপানে তাকিয়ে, বুড়ী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমার নাম কি লর্ড একলেষ্টন ?"

"হাঁ, তোমার চাই কি ?"

"আমি চাই ?—আমি চাই তোমাকে। তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমার বাড়ীতে একজন মানুষ মরে। মরণকালে সে তোমাকে একবার দেখ্‌তে চায়।"

"মানুষ মরে ? কে সে ?"

"তা আমি এখন বোল্‌তে পারি না। সে আর বিস্তরক্ষণ বাঁচ্‌বে না ;—দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। তোমাকে আমি তার কাছে নিয়ে যাব, স্বীকার কোরে এসেছি। বোধ হোচ্চে, সে তোমাকে কোন বিশেষ কথা বোল্‌বে।"

আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে সে ?"—বুড়ী তখন মাথা নেড়ে নেড়ে বোল্লে, "অতশত আমি জানি না ;—কে কি বৃত্তান্ত, অত কথায় কাজ কি ?—আমার কাজ আমি কোল্লেম, ইচ্ছা হয় এসো, ইচ্ছা না হয়, থাকো।"

"দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি এক কর্ম্ম কর। ঐ দীঘির কাছে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি।"

বুড়ীর সঙ্গে যখন আমার কথা হয়, তখন আমার চাকরেরা কেহ নিকটে ছিল না। যে আমাকে খবর দিতে গিয়েছিল, নেমে এসেই তাকে বিদায় কোরে দিয়েছি। বুড়ীকে যে কথা আমি বোল্লেম, তাই সে শুন্‌লে ;—ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আবার আমি উপরে উঠ্‌লেম। মনটা ধাঁৎ কোরে উঠ্‌লো। যথার্থই বুড়ীকে আমি পূর্ব্বে দেখেছি। অনাথ অবস্থায় যখন আমি প্রথমে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হই, টাডির সঙ্গে দেখা হয়। টাডি তখন যে বাড়ীতে থাক্‌তো, সেই বাড়ীর বাড়ীওয়ালী এই বুড়ী। ভাড়া বাকী পোড়েছিল বোলে,সেই বুড়ী আমাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়।—সেই বুড়ী। সেই বুড়া আমাদের তাড়িয়ে দিবার পর, ঘটনাক্রমে আমি দেলমরপ্রাসাদে আশ্রয় পাই। সব কথা আমার মনে এলো ;—গতকথা মনে কোরে কেমন এক রকম সংশয় জন্মালো। আবার হয় ত কি কুচক্র খাটিয়েছে,—হয় ত কোন কু-মৎলব আছে, এই ভেবে আমি এক যোড়া পিস্তল সঙ্গে কোরে নিলেম। আবার উপর থেকে নাম্‌লেম। যতক্ষণ না ফিরি, দরোয়ানকে ততক্ষণ বোসে থাক্‌তে বোলে, বাড়ী থেকে আমি বেরুলেম।

মে মাস। অতি পরিষ্কার রাত্রি। আকাশময় নক্ষত্র ঝকমক্ কোচ্চে। বুড়ী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, দ্রুতপদে সেইখানে আমি উপস্থিত হোলেম। তার হাতে একটী মোহর দিয়ে তারে আমি বোল্লেম, "তোমার বাড়ীর ঠিকানা বোলে যাও, শীঘ্রই আমি যাচ্ছি। তুমি একখানা গাড়ী কোরে যাও, দেরী কোরো না। রোগীকে গিয়ে বল, আমি আস্‌ছি।"

মোহর পেয়ে বুড়ী ভারী খুসী হয়েছে, তবু কেমন একরকম মুখ বাঁকিয়ে ত্রস্তস্বরে সে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি বুঝি ভয় পেয়েছ মি লর্ড? তুমি বুঝি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছো?—তা যাও, যা ইচ্ছে তাই কর;—আমি কিন্তু ঠিক কোরে বোল্‌ছি, তোমাকে কেউ মার্‌বে না। মানুষটা মরে। সে বেচারা—তা যাই হোক্, তোমার এখন যা ইচ্ছে, তাই তুমি কোত্তে পার।"

বাস্তবিক আমি পুলিসে যাচ্ছি না, বুড়ীকে সে কথা বোল্লেম না। সে যা ভেবেছে, তাই ভাবুক্,—সেটা একরকম মন্দ নয়। বাড়ীর ঠিকানা বোলে দিয়ে বুড়ী চোলে গেল, আমিও দ্রুতগতি সেইদিকে চোল্লেম। যা অনুমান কোরেছি, তাই ঠিক। পাঠকমহাশয়ের মনে থাক্‌তে পারে, সেই ঘৃণাকর অতি কদর্য্য জঘন্য পল্লী;—রাগা মফিন্ কোর্ট,—সাফ্রণহিল। রাস্তায় সব ভাড়াটে গাড়ী বেড়াচ্ছিল, যেখানা সাম্‌নে পেলেম, সেইখানাতেই উঠে বোস্‌লেম। গাড়োয়ানকে বোলে দিলেম, হাটন্‌বাগানের দিকে চালাও। বাগানের ধারে আমি নাম্‌লেম;—পদব্রজে বুড়ীর বাড়ীতে চোল্লেম। উঃ! সব কথা মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। অনাহারে যখন আমি পথে পোড়ে ছিলেম, টাডি আমারে সঙ্গে কোরে নিলে, তার সঙ্গে তখন আমি যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেম, সেই পথ,—সেই পল্লী। টাডি যখন আমাকে দিয়ে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে, বেশ্যাদের বাড়ীতে—মদের দোকানে, আমাকে সঙ্গে কোরে সেই সব বিজ্ঞাপন বিলি কোরে বেড়ায়, তখন আমি ঐ সকল পথে বেড়িয়েছি। কত বার—উঃ! কত বার সে সব ভয়ঙ্কর কথা আমার মনে হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর জঘন্য পল্লীতে আবার আমি উপস্থিত! গুলীভরা পিস্তল সঙ্গেই আছে। পদব্রজেই চোলেছি; ধীরে ধীরে চোলেছি। বুড়ী আমার চেয়ে আগে পৌঁছিবে,—মুমূর্ষু লোকটাকে খবর দিবে, সেই অভিপ্রায়েই শ্লথগতি। মনে মনে ভাব্‌ছি, লোকটা কে? বুড়ী বোল্লে, একজন মানুষ, মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না,—তবু একটা অনুমান আস্‌ছে। বুড়ীর বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছিলেম,—দরজায় আঘাত কোল্লেম। বুড়ী আগেই পৌঁছেছিল;—কেন না, সে তাড়াতাড়ি নিজে এসেই দরজা খুলে দিলে।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। ভয়ানক দুর্গন্ধ! বুড়ীর হাতে একটা বাতী;—যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই দরিদ্রতা-পিশাচীর বিকট বিকট মূর্ত্তি! টাডির সঙ্গে আমি যখন সেই বাড়ীতে ভাড়াটে ছিলেম, তখনো বুড়ী গরিব ছিল, এখন আবার তার চেয়েও দুর্দ্দশা! কেবল অনবরত মদ খেয়ে আর কস্‌বীগিরি কোরে, মাগীটা এককালে অধঃপাতে গিয়েছে। কথাপ্রমাণে আমি এসেছি, দেখে বুড়ী একটু হাস্‌লে;—দরজা বন্ধ কোরে দিলে; পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আমাকে উপরঘরে নিয়ে চোল্লো। উপরনীচে সব ভাঙা। জানালা, দরজা—দেয়াল, সমস্তই ছিন্নবিচ্ছিন্ন। বাড়ীময় দুর্গন্ধ। একটা ঘরের দরজার কাছে বুড়ী আমারে দাঁড় করালে। ঘরের ভিতর থেকে টানাটানা গোঙানীশব্দ আমার কাণে এলো। বুড়ী তখন চুপি চুপি আমার কাণে কাণে বোল্লে, "আহা! দেখ দেখ, লোকটার যন্ত্রণা দেখ!"—আমিও চুপি চুপি বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডাক্তার দেখানো হোচ্চে কি?"

"হয়েছিল বৈ কি,—ডাক্তার এসেছিল বৈ কি,—কিন্তু উপকার কিছুই হলো না। আজ রাত্রি দশটার সময় ডাক্তার এসেছিল। ডাক্তার বোলে গেছে, "আর চিকিৎসা নাই, বিস্তরক্ষণ বাঁচ্‌বে না। তাই আমি—"

আর কিছু না শুনেই শশব্যস্তে আমি বোল্লেম, "চল, ঘরের ভিতর চল।"—বুড়ীর মুখের জিন সরাপের দুর্গন্ধে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আমার ভারী কষ্ট বোধ হোতে লাগ্‌লো; পেছিয়ে পেছিয়ে দাঁড়ালেম। বুড়ী আস্তে আস্তে দরজা খুল্লে। ঘরের ভিতর একটা মিট্‌মিটে আলো জ্বোল্‌ছিল, কটাক্ষপাতমাত্রেই দেখ্‌লেম, যা ভেবেছি তাই!—ঘরটার ভিতর ছেঁড়া বিছানায় পোড়ে আছে লানোভার!

ঘরটা প্রকৃতই যেন নরকতুল্য!—নরকের ভিতর মিট্‌মিটে আলো। ঘরের দুর্দ্দশা দেখে আমি শিউরে উঠ্‌লেম। সামান্য সামান্য জিনিসপত্র যা কিছু আছে, সমস্তই ভাঙাচুরা; দাগধরা—ছাতাপড়া—নোঙ্‌রা—দুর্গন্ধ! দেয়ালগুলো কালো ঝুল;—জানালার কপাট নাই, ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া গুঁজে গুঁজে বন্ধ কোরে রেখেছে। সেই ঘরের ভিতর অসাড় হয়ে পোড়ে আছে লানোভার!—শুক্‌নো শুক্‌নো—হাড়বেরোনো—শীর্‌ উঠা—কদাকার ভীষণমুখ!—বর্ণ পাংশু;—চক্ষু কোটরে।—অহো! যে লোকটা এক সময় আমার জাতশত্রু ছিল, তারে এখন সেই নরকনিবাসে সেইরূপ ভীষণ অবস্থায় আমি দেখ্‌লেম।

হাঁ,—পোড়ে আছে লানোভার!—কাল-সাগরের কূলে পোড়ে আছে লানোভার! গভীর অন্ধকার কালসাগর! এ পারের লোক ও পারে গেলে, ইহলোকের সমস্ত কথা ভুলে যায়; পৃথিবীর কোন কথাই আর মনে থাকে না, ফিরেও আর আস্‌তে হয় না!

বুড়ীকে আমি সোরে যেতে সঙ্কেত কোল্লেম। বুড়ী বেরিয়ে গেল, আমি দরজা বন্ধ কোরে দিলেম;—লানোভারের বিছানার কাছে এগুলেম। উঃ! যে রকমে লানোভার আমার দিকে চেয়ে রইলো, সে চাউনির কথা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। সে চাউনিতে আগেকার সে পৈশাচিক কুটিলতা নাই,—সে প্রকার সাংঘাতিক ঈর্ষ্যানল নাই,—সে প্রকার ভয়ানক ভণ্ডামী নাই, কুটিল কুচক্রের প্রতারণাও নাই;—সকরুণ—অনুতপ্ত—মিনতিপূর্ণ—ক্ষীণ—মলিন উদাস দৃষ্টিপাত। লানোভার সেই পাপ-নিবাসে মড়ার মত পোড়ে আছে;—লানোভার তখন যেন কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোচ্চে। অবস্থা দেখে সেই দারুণ শত্রুর উপরেও তখন আমার একটু দয়া হলো;—দয়া না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না। মনে কোল্লেম, যতই কেন মহাপাতকী থাকুক না, এক সময়ে আমার আনাবেলকে আর আনাবেলের জননীকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়ে প্রতিপালন কোরেছে;—তখন আর তাঁদের অন্য আশ্রয় ছিল না;—সেইটুকু ভেবেই শত্রুর প্রতি দয়ার সঞ্চার। আরো ভাব্‌লেম, মহাপাতকের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। অগ্নিময় কঠোর কর্কশ পাথরখানা পাপের পীড়নে গোলে গেছে;—দরদরধারে অভাগার চক্ষু দিয়ে জলধারা পোড়্‌ছে;—ধনুষ্টঙ্কারের মত খেঁচুনী ধোরেছে;—ভয়ানক টেনে টেনে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিশ্বাস ফেল্‌ছে। অভাগা আমারে কিছু বোল্‌বে, কিম্বা আমি তারে কিছু বোল্‌বো, সে মুহূর্ত্তে সে অবসর আমি রাখ্‌তে পাল্লেম না;—ব্যস্তসমস্ত হয়ে জানু পেতে বোস্‌লেম।

মহাপাপীর কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোল্লেম। আশ্চর্য্য! লানোভারও আমার প্রার্থনায় যোগ দিলে। এখন আর তার সে রকম ঝন্‌ঝন্ কর্কশ পৈশাচিক আওয়াজ নাই, সকরুণ ক্ষীণকণ্ঠ। ভাবে বুঝ্‌লেম, মরণকালে সুমতি এসেছে।

ক্ষণকাল উভয়েই আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোল্লেম;—তার পর ধীরে ধীরে আমি উঠে দাঁড়ালেম;—বিছানার কাছে একখানা ভাঙা—ছেঁড়া—নোংরা—দুর্গন্ধ চেয়ার ছিল, সেই চেয়ারের উপর বোস্‌লেম। বালিশ অবলম্বন কোরে, লানোভার একটু উঁচু হয়ে উঠ্‌লো;—হাতের কনুইটা বালিশের উপর রেখে, হাতের চেটোর উপর মাথাটা হেলিয়ে রাখ্‌লে;—হাঁপাতে লাগ্‌লো। চক্ষুদুটো কোটরে বোসে গেছে,—সেই কুটুরে চক্ষে মিট্‌মিট কোরে আমার মুখপানে চেয়ে, আচম্বিতে লানোভার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি কি আমাকে ক্ষমা কোত্তে পার?"

"কেন?—তুমি ত ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছ!—ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা কোর্‌বেন, এমন আশাও তুমি কোত্তে পার;—তবে আর আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছো কেন?—হাঁ, মিষ্টার লানোভার!—হাঁ, আমি তোমাকে ক্ষমা কোল্লেম;—হাঁ,—সরল অন্তরেই বোল্‌ছি, সর্ব্বান্তঃ-করণে আমি তোমাকে ক্ষমা কোল্লেম।"

অভাগা মহাপাতকীর নয়নে আবার অনর্গল জলধারা। একবার যেন আমার হাতে হাত দিবার জন্য অভাগা ধীরে ধীরে হাতখানা একটু কাঁপালে,—একটু যেন বাড়িয়ে দিলে; আবার তখনি তখনি কি যেন ভে[illegible] হাতখানা সোরিয়ে নিলে।

বুঝ্‌তে পেরেই, হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি বোল্লেম, "এসো এসো, আমার হাতে হাত দাও;—হাতে হাত দিয়েই বোল্‌ছি, আমি তোমাকে ক্ষমা কোল্লেম।"

লানোভার আমার হাতে হাত রাখ্‌লে;—আবার শ্বাস টান্‌তে লাগ্‌লো;—আমিও অতি কাতর হোলেম। সেই সময় অসাড়ে চক্ষের জলে আমার কপোলদেশ প্লাবিত হোচ্ছিল, বাস্তবিক কিছুই আমি জান্‌তে পারি নাই;—লানোভার কেমন কোরে দেখ্‌তে পেলে।

"তুমি আমার জন্য কাঁদ্‌ছো মি লর্ড?—তুমি আমার জন্য কাঁদ্‌ছো জোসেফ?"—অত্যন্ত গেঙিয়ে গেঙিয়ে—একটু একটু থেমে থেমে, লানোভার আমার কান্নার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। একবার বলে, একবার থামে, আবার শ্বাস টানে!—আবার চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "সত্য জোসেফ,—সত্য আমি মহাপাতকী! মহাপাপে যখন আমি উন্মত্ত, তখন আমি তোমাকে যতদূর ঘৃণা কোত্তেম, এখন কিন্তু জোসেফ,—এখন কিন্তু আমি তোমাকে তেমনি অকপটে—তেমনি স্নেহভক্তিতে—প্রাণের সঙ্গে ভালবাস্‌ছি।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, আবার জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে,—সর্ব্বশরীর কাঁপিয়ে, ঘনবিকম্পিতকণ্ঠে মহাপাপী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি কি—তুমি কি আমার সমস্ত পাপের কথা জান?"

"সব আমি জানি!"—গম্ভীরভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "সব আমি জানি!—আমার হতভাগ্য পিতা মৃত্যুকালে সমস্তই প্রকাশ কোরেছেন;—হাঁ, সমস্তই।"—এই কথাটীর উপর এত জোর দিলেম কেন, তার কারণ এই যে, সকল পাপের চেয়ে বড়পাপ যেটা,

লানোভারের মনে সর্ব্বদাই সেটা দেদীপ্যমান, সে কথাটা পর্য্যন্ত এখন আমি জান্‌তে পেরেছি, মৃত্যুযাতনার সময় সেই ভয়ানক পাপের কথাটা মহাপাপী ভাল কোরে বুঝ্‌তে পার্‌বে, সেই অভিপ্রায়েই বর্ণে বর্ণে জোর দিয়ে দিয়ে বোল্লেম, **"হাঁ, সমস্তই!"**

"তবু তুমি আমাকে ক্ষমা কোত্তে পার?"—আন্তরিক যাতনায় নিতান্ত অস্পষ্টস্বরে মহাপাপী গুম্‌রে গুম্‌রে বোল্লে, "তবু তুমি আমাকে ক্ষমা কোত্তে পার? নরহন্তার চক্ষু তোমাকে দেখ্‌ছে,—নরহন্তার চক্ষের দিকে তুমি চেয়ে আছ, এতদূর জান্‌তে পেরেও তবু তুমি আমাকে ক্ষমা কোত্তে পার?"

"একটু স্থির হও মিষ্টার লানোভার! মৃত্যুশয্যায় অমন অধীর হয়ে যাতনা প্রকাশ কোল্লে, আরও যাতনা বৃদ্ধি হবে। জীবনে যত পাপ তুমি কোরেছ, এত দিনের পর এখন সব বুঝেছ,—ঈশ্বরকে মনে পোড়েছে,—মিষ্টার লানোভার! এই এখন তোমার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহী কোত্তে হবে,—জগতের লোকের কাছে জবাবদিহী কোত্তে হবে,—তোমার নিজের আত্মার কাছে জবাবদিহী আছে, এ জ্ঞান যে তুমি এখন পেয়েছ,—অনুতাপ শিখেছ, এই এখন তোমার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।"

অনুতাপী পাপী সকাতরে বোলে উঠ্‌লো, "হাঁ জোসেফ! আমি অনুতাপ শিখেছি! যথার্থই আমার অনুতাপ এসেছে! পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোচ্চে! উঃ! জীবনে আমি কত পাপই কোরেছি! সমস্ত গতপাপের প্রতিবিধান এখন কোত্তে পাত্তেম, ঈশ্বর যদি আমাকে তেমন ক্ষমতা দিতেন, তা হোলে এ জীবনে এতদূর মর্ম্মান্তক যাতনা আমাকে সহ্য কোত্তে হতো না;—পরকালের ভয়েও এ রকম মর্ম্মান্তক যাতনায় ঘন ঘন বিকম্পিত হোতে হতো না!—হায় হায়! মহাপাপে জীবন শেষ কোল্লেম! একটী সান্ত্বনা!—তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো জোসেফ, কতবড় সান্ত্বনা! মরণকালে তোমার মুখে শুন্‌লেম, তুমি আমাকে ক্ষমা কোল্লে।—উঃ! অনেকদিন—অনেকদিন জোসেফ,—অনেকদিন থেকে আমার মনে মহা অনুতাপ এসেছে!—ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়ায় ফ্লোরেন্সের কারাগার থেকে মরার মত অবস্থায় লোকেরা যখন আমারে বাহির কোরে আনে,—মরার মত গোর দেয়,—আবার গোর থেকে তুলে বাঁচায়, তখন থেকেই আমার মনে মহা ধিক্কার জন্মেছে!—সেই সাংঘাতিক দিন থেকেই আমার কুমতি ঘুচে সুমতি হয়েছে। যমকে আমি চক্ষের উপর দেখেছিলেম! যম যেন আমার চক্ষের কাছেই মূর্ত্তিমান! যদিও তখন ক্ষণস্থায়ী মরণ, কিন্তু অচিরেই চিরমৃত্যুর কোলে আমি লীন হব, সেই সাংঘাতিক দিন থেকে সেটা আমি নিশ্চয়ই বুঝে রেখেছি!—মিলানসহরে যখন তুমি আমারে রুগ্নশয্যায় লুণ্ঠিত হোতে দেখেছিলে, সেটা আমার শারীরিক রোগ নয়, অন্তরের মহাযাতনার নিদারুণ মহারোগ! তখন আমার মনে অনুতাপ এসেছিল, কথা সত্য, কিন্তু শেষে যখন ক্রমে ক্রমে ঘটনাচক্রের ভীষণ পরিবর্ত্তন দেখ্‌লেম, তখন থেকেই আমি মহা অনুতাপী। তোমার পিতার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মাস-কতক পরে যখন আমি সেই নির্ঘাত বার্ত্তা শুন্‌লেম,—যে প্রকার ভয়ঙ্কর অপঘাতমৃত্যু, সেই নির্ঘাতবার্ত্তা পেয়েই তখনি তখনি আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম —চক্রগতি ফিরেছে।—মর্ম্মে

জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, নিকটবর্ত্তী হয়েছে ;—পুণ্যের পুরস্কার,—পাপের দণ্ড হাতে হাতে ; পাপীলোকের শাস্তির জন্য স্বর্গাসনে বিচারের দিন সমাগত !”

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে লানোভার চুপ কোল্লে ;—অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে বালিশের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পোড়্লো। আমি মনে কোল্লেম, গেল বুঝি !—পাপাত্মার পীড়িত আত্মা এই অবসরে পালায় বুঝি ! আমি তাকে একটু জল খেতে দিলেম ;—ডাক্তার ডাক্‌তে বল্‌বার অভিপ্রায়ে দ্রুতগতি দরজার দিকে ছুট্‌লেম। আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, লানোভার আমারে ডেকে নিষেধ কোরে, মৃদু—ক্ষীণ ভঙ্গস্বরে বোল্লে, “না না, আর কেন ? আর আমার চিকিৎসা নাই ! কেন আর ডাক্তার ডাকা ? তুমি একটু আমার কাছে বোসো, যতক্ষণ বাঁচি, ততক্ষণ তোমাকে দেখি। আমার আর বেশীকথা বল্‌বার নাই ; দুটী চারটী কথা ;—আমার এই মরণসময় তোমার কাছে আমি একটী উপকার—”

এই সময় লানোভারের কণ্ঠস্বর যেন একটু সতেজ হলো ;—বালিশ বুকে দিয়ে আবার সে একটু উঁচু হয়ে বোস্‌লো। হাতের উপর মাথা রেখে, হেঁট হয়ে একটী একটী কোরে অনুতাপী তখন আরো কতকগুলো কথা বোল্লে। সে সব কথার সারমর্ম্ম আমি ইতাগ্রে পূর্ব্বপ্রসঙ্গে আমার নিজের পরিচয়স্থলে পাঠকমহাশয়কে পরিজ্ঞাত কোরেছি। লানোভার আমারে আনাবেলের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে ;—আনাবেলের জননীর কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে।—আমি বোল্লেম, “অচিরেই আনাবেলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে।”—লানোভার তখন সজোরে এক নিশ্বাস ফেলে, সরল অন্তরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাপকর্ম্মের জন্য বিস্তর অনুতাপ কোল্লে ;—অত্যন্ত কাতরস্বরে বোল্লে, “উঃ ! আমি যদি আশীর্ব্বাদ কর্‌বার উপযুক্ত পাত্র হোতেম, তা হোলে তোমাদের উভয়কেই আমি আশীর্ব্বাদ কোত্তেম ! ওঃ ! জোসেফ ! এটী কিন্তু তুমি নিশ্চয় মনে রেখো,—নিশ্চয় বোলে বিশ্বাস কোরো, উভয়ে তোমরা সর্ব্ব প্রকারে সুখী হও, অকপটে বোল্‌ছি, এটী আমার আন্তরিক অভিলাষ। বাস্তবিক তোমরা সুখী হবে, সে পক্ষে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জন্মাবধি তত যন্ত্রণা—তত কষ্ট—তত দৌরাত্ম্য সহ্য কোরে, দয়াময় ঈশ্বরের বিচারে তুমি এখন মহাসুখে মহাগৌরবে উচ্চপদপ্রাপ্ত ; দুর্ম্মতির দাস হয়ে, দুর্জ্জয় দুর্জ্জয়পাপের পথে, নিরন্তর নানা মায়া—নানা প্রতারণা—নানা কুচক্র খাটিয়ে খাটিয়ে পৃথিবীর খেলা আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে কোরে নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, জগৎসংসারে অবশ্যই তুমি সুখী হবে ;—ধর্ম্মের পুরস্কার, অধর্ম্মের শাস্তি, দুইই এই পৃথিবীতে আছে ;—বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে, স্বর্গনরক দুইই এই পৃথিবীতে !”

এবার অনেকক্ষণ লানোভার নিস্তব্ধ। মুখখানা ক্রমশই আরও পাংাস হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। পাপী যেন পাপের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে চক্ষু বুজে থাক্‌লো। আমি বুঝ্‌লেম, যমদূত সম্মুখবর্ত্তী !—কিন্তু খানিকক্ষণ পরে লানোভার আবার মিট্‌মিট্ কোরে চাইলে ; খানিকটা ধাক্কা সাম্‌লে, চিঁ চিঁ কোরে আবার এই রকম কথা কইতে লাগ্‌লো :—

“ছমাসের উপর হলো, তোমার পিতার মরণ হয়েছে। সেই অবধি আমি এই নরকনিবাসে পোড়ে রয়েছি ! দুঃখের আর অন্ত নাই ! তথাপি এখান থেকে আমি নোড়্‌তে

চাই না,—কাহারও কাছে কিছু ভিক্ষাও চাই না!—ঈশ্বর দণ্ড দিচ্চেন, কার কাছে আপীল কোর্‌বো? সমস্ত যন্ত্রণাই সহ্য কোচ্চি। মনে হোচ্চে, এটাও সেই সব গত মহাপাতকের এক রকম যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত। কাপড় বেচে পেটে খেয়েছি! যে হতভাগী বুড়ীটা তোমাকে ডাক্‌তে গিয়েছিল, সে মাগী এতদূর নিষ্ঠুর, সে আমাকে জেলখানায় দিতে চায়, হাঁসপাতালে পাঠাতে চায়;—বিস্তর ব্যগ্রতা কোরে আমি তাকে বোলে রেখেছি, আমার জন্য তার যা কিছু খরচপত্র হবে, লর্ড একলেষ্টন দয়া কোরে সমস্তই পরিশোধ কোর্‌বেন। হাঁ,—যে উপকারটীর কথা তোমাকে আমি বোল্‌ছিলেম, সাহস কোরে সে উপকারটী যদি আমি তোমার কাছে চাইতে পারি মি লর্ড,—তবে—তবে—"

"হাঁ—হাঁ, অবশ্যই—অবশ্যই;—কি আমাকে কোত্তে হবে, বল!"

"আমার কেবল এই প্রার্থনা, আমার যেন ভিখারীর মত গোর না হয়! আমার মরণে কেহই চক্ষের জল ফেল্‌বে না,—কেহই গোরস্থানে সঙ্গে যাবে না, তা আমি বেশ জানি, কিন্তু আমার কেবল এই প্রার্থনা মি লর্ড, সহরতলীর কোন সমাধিক্ষেত্রে যেন আমার সমাধি হয়;—আমার গোরের উপর যেন সব নূতন নূতন ঘাস গজায়!—তুমি এটাকে আমার পাগ্‌লামী খেয়াল মনে কোত্তে পার,—যা ভাব্‌তে হয় ভাব, বাস্তবিক আর আমার পাপের পথে মতি নাই, সেই কারণেই ও রকম জ্ঞানের কথা আমি বোল্‌ছি!"

"যা যা তুমি বোল্‌ছো, সমস্তই ঠিক হবে, সমস্তই আমি কোর্‌বো;—সে জন্য তোমাকে ব্যাকুল হোতে হবে না;—আর কিছু তোমার প্রত্যাশা আছে?"

লানোভার আবার কেঁদে ফেল্লে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "না মি লর্ড! আর আমি কিছুই চাই না!—এ জন্মে আর আমার কিছুই দরকার নাই!—তুমি আমাকে ক্ষমা কোরেছ, তাতেই আমি চরিতার্থ হয়েছি;—আমার অন্তরাত্মা শীতল হয়েছে! আমার মত পাপী লোকের আত্মাকে এমন সান্ত্বনা তুমি দিবে, বাস্তবিক এটা বড়ই আশ্চর্য্য!—ওঃ! তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বার যোগ্য আমি নই! কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তুমি পেয়েছ। ওঃ! মরণ কালে প্রায়শ্চিত্তের সময় আমি জেনে গেলেম, সংসারে তুমি সর্ব্বসুখের অধিকারী হবে, এই আমার যথেষ্ট সুখ!—ওঃ!—জোসেফ! তবে তুমি এখন যাও!"

"না, এখন আমি যাব না;—তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি যেতে পার্‌বো না;—আবার আমরা উভয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোর্‌বো;—অনুতাপী পাপীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ঈশ্বরের উদ্দেশে মঙ্গলকামনা করা বিশুদ্ধ খ্রীষ্টানের অবশ্যকর্ত্তব্য;—আমি খ্রীষ্টান, আমার কর্ত্তব্যই এই।"

আবার আমি জানু পেতে বোসে, দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা কোল্লেম;—পরিষ্কার বাক্যে লানোভারও আমার সঙ্গে প্রার্থনা কোল্লে। পরক্ষণেই হঠাৎ মহাপাপীর সকাতর পরিতাপ। হাঁপাতে হাঁপাতে লানোভার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমার পাপের যে ক্ষমা হবে, বড়ই অসম্ভব! জগদীশ্বর দয়াময়,—কিন্তু আমার মত মহাপাপীর প্রতি তাঁর দয়া হওয়া বড়ই অসম্ভব! নরক আমার জন্য হাঁ কোরে রয়েছে!—মূর্ত্তিমান যম পশ্চাতে পশ্চাতে ক্রমশই অগ্রসর হোচ্চে! চক্ষের সম্মুখে সয়তানের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!"

আমি সম্ভবমত প্রবোধ দিবার চেষ্টা কোল্লেম;—সময়মত আশ্বাস দিয়ে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা কোল্লেম। হতাশ্বাস পাপী একটু আশ্বাসপ্রাপ্ত হলো। তখন যেন আর তার প্রাণে কোন যাতনাই থাক্‌লো না। রাত্রি প্রায় তিনটে। দীপাধারের দীপ নির্ব্বাণপ্রায়। চারিদিক্ নিস্তব্ধ!—সেই নিস্তব্ধ মৃত্যুগৃহে মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সজাগ নিস্তব্ধ আমি!—সেই ভয়ঙ্কর গৃহে, সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, লানোভারের প্রাণপক্ষী জন্মের মত উড়ে গেল!

সমস্তই ফর্সা!—সাংঘাতিক জীবনবৈরীর অন্তকালে যথাসম্ভব সান্ত্বনা আমি প্রদান কোত্তে পাল্লেম, অন্তরে একটু প্রীতি পেলেম;—মরণঘর থেকে বেরুলেম;—উপর থেকে নেমে এসে, সেই বুড়ীটার সঙ্গে দেখা কোল্লেম। সে তখন একজন ভাড়াটে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বোসে বোসে গল্প কোচ্ছিল। আমি চোলে না এলে, তারা শোবে না, ভাব দেখে সেইটীই বুঝা গেল। বুড়ীকে আমি বোল্লেম, লানোভার মোরেছে। বুড়ীর কাছে লানো-ভারের যা কিছু দেনা, হিসাব চাইলেম না, যথার্থ দেনা ছাড়া অনেক বেশী টাকা সেই মুহূর্ত্তে বুড়ীকে আমি দিলেম। আমি লোক পাঠাব, তারা এসে গোর দিবার ব্যবস্থা কোর্‌বে, বুড়ীকে এই কথা জানিয়ে, বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে এলেম। হাটনবাগান পর্য্যন্ত হেঁটে যাচ্ছি, পথের ধারে একটা দোকানে ঠকাঠক হাতুড়ির শব্দ শুন্‌তে পেলেম। সেটা মুর্দ্দ-ফরাসের দোকান;—দোকানের ভিতর আমি প্রবেশ কোল্লেম;—তাদের সঙ্গে দেখা কোরে, আবশ্যকমত উপদেশ দিয়ে, লানোভারের সমাধির জন্য প্রচুর অর্থ সমর্পণ কোল্লেম। কে আমি, মুর্দ্দফরাসেরা সে কথা জিজ্ঞাসাও কোল্লে না। হল্‌বরণ পর্য্যন্ত আমি হেঁটে এলেম। সেখান থেকে একখানা গাড়ী নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছিলেম।

রাত্রে আমি কোথায় গেছি, কি কোরেছি, আমার জননী অথবা অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবেরা কেহই কিছু জান্‌তে পাল্লেন না। পরদিন প্রাতে হাজ্‌রেখানার পর জননীর কাছে আমি রাত্রের ঘটনাগুলি প্রকাশ কোল্লেম। তার পর অবকাশক্রমে কাউণ্ট লিবর্ণোর কাছেও লানোভারের মৃত্যুসংবাদ দিলেম। কেন না, পাপচক্রে আমারে উপলক্ষ কোরে যেখানে সেখানে লানোভার যত খেলা খেলেছিল, কাউণ্ট লিবর্ণো সমস্তই জানেন;—সমস্তই আমার মুখে শুনেছেন;—সেই জন্যই লানোভারের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে আমি জানালেম। সমাধির পর আমাবেলকে—আনাবেলের জননীকে—সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে অবকাশমতে লানোভারের মৃত্যুর কথা বোল্লেম। সার মাথু ইতিপূর্ব্বে মনে মনে যে একটী সংকল্প কোরে রেখেছিলেন, সেই অবসরে সেটী সুসিদ্ধ কোল্লেন। আনাবেলের জননী এতদিন লানোভারের নামেই পরিচিত ছিলেন, সে নাম বদল কোরে, প্রথমস্বামীর নামে বিবি বের্ণ্টিঙ্ক বোলে পরিচিত হোলেন। খানকতক দলীলপত্রে বিবি লানোভার বোলেই লেখাপড়া হয়েছিল, উকীলের দ্বারা গবর্ণমেণ্টে দস্তরমত ফী দিয়ে, সেই নাম খারিজ কোরে, বিবি বেণ্টিঙ্কের নামেই নূতন লেখাপড়া সাব্যস্ত হলো। সব গোল চুকে গেল।

ক্রমশই দিন গত। আমার যে সকল বন্ধুবান্ধব লণ্ডননগরে সমাগত হয়েছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁরা সকলেই বিদায়গ্রহণ কোল্লেন। কাউণ্ট লিবর্ণো, কাউণ্টেস্ মণ্টিডিগ্নিয়ো, সিগ্‌নর

পর্টিসি,—কাউন্ট আবেলিনো,—কাউন্টেস্ আবেলিনো, এঁরা সকলে একসঙ্গেই মার্শেলিস্ পর্য্যন্ত গেলেন। সেখানকার বন্দর থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাহাজ আরোহণে সকলেই স্ব স্ব নিবাসে যাত্রা কোর্‌বেন। শীঘ্রই আবার পরস্পর সাক্ষাৎ হবে, এইরূপ অঙ্গীকার থাক্‌লো। দমিনী আর সাল্‌টকোট একসঙ্গে বিদায় হোলেন। সার্ আলেক্‌জন্দর করন্দেল, আর লেডী করন্দেলের সঙ্গে সপুত্র ইঞ্চমেথ্‌লিনের ভূস্বামী, করন্দেলপ্রাসাদে গমন কোল্লেন। মাস-কতক তাঁরা করন্দেলদুর্গেই বাস কোর্‌বেন, এইরূপ অভিপ্রায়। কন্যাদৌহিত্রী লয়ে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন ওয়েষ্টমোরলাণ্ডে যাত্রা কোল্লেন। হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদেই আনা-বেলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, বিবাহের আয়োজনের নিমিত্তই দিন থাক্‌তে তাঁদের প্রস্থান। আর তিন চারি মাস পরেই বিবাহ।

একলেষ্টনপ্রাসাদ এখন নিরিবিলি। আমি এখন জননীর সেবাশুশ্রূষায় মনো-নিবেশ কোল্লেম। একদণ্ডও আমি কাছছাড়া হই না। দিন দিন ক্রমশই তাঁর শরীর ভগ্ন হোতে লাগ্‌লো। সর্ব্বক্ষণ নিকটেই থাকি। জননীর অনুমতি পেয়ে, একদিন আমি অশ্বারোহণে ময়দানে বেড়াতে গেলেম। হঠাৎ সেইখানে আর একটী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমার এক সময়ের পূর্ব্বমনিব—পূর্ব্ববন্ধু কাপ্তেন রেমণ্ড। তিনিও অশ্বারোহণে ভ্রমণ কোচ্ছিলেন। দুজনেই ঘোড়া থামিয়ে পরস্পর অভিবাদন কোরে, বিশ্রম্ভ আলাপ কোল্লেম। দুটী অশ্বই কদমে কদমে চোল্‌তে লাগ্‌লো। কাপ্তেন রেমণ্ডকে আমি নিজ প্রাসাদে নিমন্ত্রণ কোল্লেম। শুন্‌লেম, সম্প্রতি তিনি বিবাহ কোরেছেন;—সুন্দরী অলিভিয়ার প্রণয়ে হতাশ হয়ে, অনেকদিন পরে একটী বড়লোকের কন্যাকে তিনি সহধর্ম্মিণীরূপে পরিগ্রহ কোরেছেন। সেই বিবাহে তিনি প্রচুর পরিমিত যৌতুক পেয়েছেন। দিনকতক পরে কাপ্তেন রেমণ্ডের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম। সেই উপলক্ষে তাঁর নূতন স্ত্রীটীকেও দেখ্‌লেম। দিব্য সুন্দরী যুবতী। তদবধি তাঁরাও আমার বাড়ীতে অন্তরঙ্গ বন্ধুর দলে গণ্য হোলেন।

কিছুদিন যায়, একদিন আমি একাকী রিজেন্ট ষ্ট্রীটে ভ্রমণ কোচ্চি, হঠাৎ একখানি সুসজ্জিত দোকানের মাথায় সাইনবোর্ড দেখ্‌লেম, "লিণ্টন,—সুরাব্যবসায়ী।" পরক্ষণেই সহাস্যবদনে চার্লস্ লিণ্টন দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন; পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ কোরে, সৌহার্দ্দ্যভাবে আমার হস্তমর্দ্দন কোল্লেন। তখনি যেন সহসা আমার উন্নত অবস্থা মনে কোরে, লিণ্টন একটু লজ্জিত হয়ে পেছিয়ে দাঁড়ালেন।

আমি কুণ্ঠিত হোলেম;—প্রিয়সম্ভাষণে লিণ্টনকে বোল্লেম, "ও কি প্রিয়বন্ধু? কেন তুমি আমাকে লজ্জা দিচ্ছো? উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়ে কোন কোন লোকের মনে যেমন অনুচিত অহঙ্কার হয়, সেরূপ অহঙ্কার আমার নাই, তা কি তুমি ভুলেছ?"

সন্তোষ প্রকাশ কোরে চার্লস্ লিণ্টন বোল্লেন, "ওঃ! ঠিক কথাই বটে! আপনার উপযুক্ত কথাই এই! যে পদ আপনি পেয়েছেন, এ পদের উপযুক্তই আপনি! এখন আমি হেসেখেলে আগেকার মত সেই রকম ঘনিষ্টভাব দেখাব।"

প্রফুল্লবদনে আমি তখন শার্লোটীর শুভসংবাদ জিজ্ঞাসা কোল্লেম। সসম্ভ্রমে লিণ্টন বোল্লেন, "আপ্নি কি আমাদের দোকানের ভিতর আস্বেন ?"

আমি বোল্লেম, "যদি তুমি ওরকম লৌকতার আড়ম্বর ছেড়ে দাও, তা হোলে স্বচ্ছন্দেই আমি যেতে পারি। মনে কর, এ ত আমার আপ্নারই ঘর।"

লিণ্টন ভারী খুসী হোলেন;—আমারে সঙ্গে কোরে, সরাপগুদামের ভিতর দিয়ে, বাড়ীর ভিতর নিয়ে চোল্লেন। কার্পেটমোড়া সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠ্লেম। দিব্য একটী সুসজ্জিত গৃহে সুন্দরী শার্লোটী বোসে আছেন।

"এ কি সৌভাগ্য ?"—দেখ্বামাত্রেই আমারে চিনে, সসম্ভ্রমে শশব্যস্তে আসন থেকে উঠে, সহর্ষবদনে শার্লোটী বোলে উঠ্লেন, "এ কি সৌভাগ্য! আপনি মি লর্ড—এত অনুগ্রহ কোরে আমাদের সঙ্গে—"

থামিয়ে দিয়ে, ভর্ৎসনা কোরে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "ছি ছি! এ কি শার্লোটী! এখানে আবার অনুগ্রহ কি ? তোমাদের দেখে যথার্থই আমি সুখী হোলেম!"

শার্লোটীর সুন্দর মুখখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠ্লো। ঘরটী বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন আছে কি না, সচঞ্চলে চারিদিকে এক একবার কটাক্ষপাত কোরে, পরমাহ্লাদে বোল্লেন, "ওঃ! সুখী, তার আর কথা ? যথেষ্ট সুখী হোলেম। আজ আমাদের কি শুভদিন!"

এই সময় আমি দেখ্লেম, পাশের ঘরে দোহারা দরজার একটা দিক খোলা রয়েছে। সেই ঘরের ভিতর টেবিল সাজানো। দেখেই আমি সকৌতুকে বোলে উঠ্লেম, "বাঃ! তবে ত তোমাদের খাবার সময় হয়েছে। বেশ বেশ! এই ত আমি চাই! আমার ভারী ক্ষুধা হয়েছে;—তোমাদের সঙ্গে আহার কোত্তে সাধ হোচ্চে। মনে পড়ে কি তোমার ?—আজ প্রায় তিন বৎসর হলো, রিডিংনগরে যখন তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন কতই আমোদ কোরে তোমরা আমাকে নিমন্ত্রণ কোরেছিলে ?"

কতক উল্লাসে—কতক সংশয়ে, যেন কতই কুণ্ঠিত হয়ে, শার্লোটী বোল্লেন, "আপ্নি যদি দয়া কোরে এই গরিবের বাড়ীতে কিছু আহার করেন, আমরা কতই সুখী হব!"

আমোদ কোরে আমি বোল্লেম, "কিছু আহার করার কথা বোল্ছো কি, বিলক্ষণ আহার কোর্বো! পেট ভোরে খাবো! বাঃ! এ যে দেখ্ছি, দিব্যি সুন্দর ছেলেটী!" গাল ফুলো ফুলো, পরম সুন্দর একটী দু-বছরের ছেলে, নাচ্তে নাচ্তে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটীকে কোলে কোরে, দুটী গোলাপী গালে সস্নেহে দুটী চুমো খেলেম।

সলজ্জবদনে শার্লোটী বোল্লেন, "ও দশা! এ কি ? চার্লীর রকম দেখ!"

"কেন ? ছেলেটী ত দিব্য দেখ্ছি। ছেলেটী দেখে বোধ হোচ্চে, তোমাদের ধাত্রীটী এসব কাজে বেশ নিপুণা! দিব্য ছেলে!—দেখ দেখ, আমাকে দেখে ভয় পেলে না; বজ্জাতটা হাস্ছে!"—হাস্তে হাস্তে এই কথা বোলে, হাঁটুর উপর বোসিয়ে, ছেলেটীকে আমি সস্নেহে আদর কোত্তে লাগ্লেম।

শার্লোটীর আর একটী ছেলে। সেটী খুব ছোট। সেটীও দিব্য সুন্দর। সে ছেলেটীও আমি দেখ্‌লেম। সখ্যভাবে নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ চোল্‌তে লাগ্‌লো। বেশ পরিতোষরূপে ভোজন কোল্লেম;—আহার কোত্তে কোত্তে কত রকম গল্প হোতে লাগ্‌লো। সেই অবকাশে আমি লিণ্টনকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রিডিংনগর ত্যাগ কোল্লে কেন? লণ্ডনে তোমাদের কারবারটী কেমন চোল্‌ছে?"

লিণ্টন উত্তর কোল্লেন, "রিডিংনগরে আমাদের কার্‌বারে বেশ উন্নতি হয়েছিল। সরাপের খরিদ্দার বৃদ্ধি হয়ে—"

স্বামীর কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে, শার্লোটী মধ্যবর্ত্তিনী হয়ে বোল্লেন, "আর আমি ছুঁচের কাজ কোরে অনেকদূর সাহায্য কোত্তেম!"

হাস্‌তে হাস্‌তে লিণ্টন বোল্লেন, "তুমি কেন আত্মশ্লাঘা কোত্তে এলে? আমিই ত তোমার গুণকীর্ত্তন কোত্তেম!—এখনি আমি সে কথা বোল্‌ছিলেম!—ও ভারটা আমার উপর দিয়ে রাখাই তোমার উচিত ছিল!"

হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "তবে তোমরা দুজনেই পরিশ্রম কোরে—"

"ওঃ! পরিশ্রমের কথা যদি বলেন, দুজনে আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম কোরেছি। তা ছাড়া, আরো কিছু যোগাযোগ হয়েছে। আমার একটী সহোদর ছিলেন;—আমার অপেক্ষা অনেকাংশে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল। তিনি বিবাহ করেন নাই। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়, আমি তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হই। আরো,—প্রায় সেই সময়েই শার্লোটীর এক পিসী মরেন। শার্লোটী তাতে নগদ ৫০০ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। হাজার পাউণ্ডের বেশী আমাদের মূলধন হয়। তখন আমি মনে কোল্লেম, লণ্ডনে গিয়ে কারবার খুল্লে, অনেক বড় বড় ঘরের খরিদ্দার পাব, বেশ কারবার চোল্‌বে। হয়েছেও তা। আমরা এখানে দেড়বৎসর এসেছি;—ঈশ্বরের কৃপায় বেশ সুখে আছি।"

লিণ্টনদম্পতীর সুখসৌভাগ্যের পরিচয়ে আমি সবিশেষ সুখানুভব কোল্লেম। সন্ধ্যার পর প্রায় সাতটা পর্য্যন্ত তাঁদের কাছেই আমি থাক্‌লেম। বিদায়কালে লিণ্টনের নামের খানকতক কার্ড চেয়ে নিলেম। পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণ কোরে সুখী দম্পতীর মঙ্গলকামনা কোরে, সন্ধ্যার পর আমি বিদায় হোলেম। বাড়ীতে এসে পৌছে, তিন চারদিন পরে, লিণ্টনের কাছে প্রচুর পরিমিত সরাপের ফরমাস পাঠালেম। চার্লস্ লিণ্টনের উপকারে আমি সুখী হব, এইরূপ অনুরোধ কোরে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের নিকটে লিণ্টনের একখানি কার্ড পাঠালেম। তিনিও প্রচুর পরিমিত সরাপের ফরমাস পাঠালেন। লিণ্টনদের সঙ্গে আর আমার সেরূপ দেখাসাক্ষাতের সম্ভাবনা অতি অল্প, সুতরাং এইখানেই বোলে রাখি, লিণ্টনদম্পতী দিন দিন সৌভাগ্যশালী হোতে লাগ্‌লেন,—নিত্য নিত্য রাশি রাশি ধনাগম হোতে লাগ্‌লো। তাঁদের অন্তঃকরণ যেমন ভাল,—স্বভাব যেমন পবিত্র, তারই অনুরূপ সুখসম্পদে তাঁরা অধিকারী হোলেন;—পরম সুখে মনের আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কোত্তে লাগ্‌লেন।

হপ্তার পর হপ্তা,—মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হোতে লাগ্‌লো। আবার নবেম্বর সমাগত। আমার পিতার মৃত্যুর পর সম্বৎসর পরিপূর্ণ। আমার বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী। পূর্ব্বেই আমি বোলেছি, হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদেই বিবাহ। জননীর সঙ্গে আমি ওয়েষ্টমোরলাণ্ডে যাত্রা কোল্লেম। মাসী এদিথা, রেভারেণ্ড হাউয়ার্ড, আর আমার দুটী পিতৃব্যকন্যা আমাদের সঙ্গে গেলেন। বিবাহের সময় আমার ঐ ভগ্নী দুটী আনাবেলের সহচরী হবেন, ওয়েষ্টমোরলাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের আরো দুটী যুবতী কামিনীকেও কন্যাযাত্রী সহচরীরূপে বরণ করা হবে। বিবাহের দিন সমাগত। হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত, মহাসমারোহে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হলো। চিরদিনের মনের আশা পরিপূর্ণ! মহানন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ! সার্ মাথু হেসেলটাইন এই বিবাহের সময় দৌহিত্রীকে প্রচুর ধনসম্পত্তি যৌতুক দিলেন। আনাবেল এখন কাউণ্টেস্ অফ এক্‌লেষ্টন। এখন আমি শ্লাঘা কোরে বোল্‌তে পারি, সমাজে মহামান্য উচ্চপদ লাভ কোরে, মুহূর্ত্তের জন্যেও যদি আমি কখনও পরমসুখী হয়ে থাকি, সে সুখ আমার সেই দিন!—বিবাহের দিন যখন আমি প্রেমানুরাগে সুখময় পরিণয়চুম্বনে নবপরিণীতা প্রিয়তমা আনাবেলের মধুর অধরে প্রেমচুম্বন করি, তেমন সুখ আর কখনও আমি উপভোগ করি নাই।

দুইবৎসর অতিক্রান্ত। এই দুইবৎসর আমাদের অপরিমেয় অক্ষুণ্ণ সুখোদয়। অসুখের মধ্যে কেবল আমার জননীর পীড়া ক্রমশই বৃদ্ধি। লক্ষণে বুঝ্‌লেম, বেশী দিন আর তিনি পৃথিবীতে থাক্‌বেন না। তাঁরে একাকিনী রেখে আমরা কোথাও থাকি না। লণ্ডনে এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদেই থাকি, অথবা হ্যাম্পসায়ারে আমাদের যে মনোরম বিরাম-হর্ম্ম্য আছে, সেইখানেই থাকি, জননী আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। দু তিনবার তাঁরে আমরা হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদেও নিয়ে যাই। আমার জননী আমার আনাবেলকে কন্যার মত ভাল বাসেন;—আনাবেলও তাঁরে জননীতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের নিখুঁত পরিণয়সুখে কেবল ঐ মাত্র অসুখ, জননীর শরীর দিন দিন ভগ্ন। শুভক্ষণে আনাবেল একটী পুত্রসন্তান প্রসব কোল্লেন। বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই ভালবাসা। আমার জননী সেই শিশুটীকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। কেবল দুঃখের বিষয় মা আমার আর কিছুদিন বেঁচে থেকে, পৌত্র কোলে কোরে আমোদ আহ্লাদ কোত্তে পেলেন না।

আমার জননী মৃত্যুশয্যাশায়িনী। আমি, আনাবেল, এদিথা, হাউয়ার্ড, চারিজনেই সর্ব্বক্ষণ শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। জননী আমার অন্তিমকালে সজ্ঞানে চিরদিনের মত নয়ন মুদ্রিত কোল্লেন। মাতৃশোকে আমার এইটুকু মাত্র সান্ত্বনা, অন্তকালে মা আমার কিছুমাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই।

জননীর সমাধি অন্তে, আমি আর আনাবেল, আমাদের শিশুসন্তানটীকে নিয়ে, হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে নির্জ্জনবাস কোত্তে গেলেম। সংসারের ধর্ম্মই এইরূপ, সেই বিশ্বাসে কথঞ্চিৎ পরিমাণে মাতৃশোক সম্বরণ কোল্লেম। জননীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিন থেকে আমাদের নিমন্ত্রণ এলো।—কেবল আমাদের নয়, সার্ মাথু হেসেলটাইন আর তাঁর কন্যারও

নিমন্ত্রণ। কিন্তু তাঁরা যেতে পাল্লেন না। সার্ মাথ্যু হেসেল্‌টাইন বার্দ্ধক্যবশে দেশভ্রমণে অক্ষম, তাঁর পিতৃবৎসলা কন্যা তাঁকে একা রেখে যেতে চাইলেন না। ছেলেটী নিয়ে আনাবেল আর আমি ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে যাত্রা কোল্লেম। অনেক দাসীচাকর সঙ্গে গেল। ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে আমরা মহাসমাদর প্রাপ্ত হোলেম। সার্ আলেক্‌জন্দর করন্দেল সেই মনোহর হ্রদের পরপারে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দলবল সহ উপস্থিত ছিলেন। ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের কর্ত্তা পুরুষানুক্রমে হ্রদের এ পারে এসে কখনও কোন সম্ভ্রান্ত বড়লোককে অভ্যর্থনা করেন না, সুতরাং সার্ আলেক্‌জন্দর আমাদের যথোচিত অভ্যর্থনা কোল্লেন। সার্ আলেক্‌জন্দর যখন সামান্য অপরিচিত ষ্টুয়ার্ট নামে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে গৃহশিক্ষক ছিলেন, তার পর যখন নিজগৌরবে প্রকাশ হোলেন, তখন যেমন ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে মহাসমারোহে—মহা সমাদরে তাঁর অভ্যর্থনা হয়েছিল, আমাদের অভ্যর্থনার জন্যও সেইরূপ মহাসমারোহ, সেইরূপ মহাসমাদর। অভ্যর্থনার জন্য বহুতর লোক একত্র।

অনেকদিনের কথা। যে রাত্রে আমি সার্ আলেক্‌জন্দরের জন্য কুমারী এমিলাইনকে চুরি কোরে নিয়ে পালাই, তার পর আর আমি ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে যাই নাই। একে একে সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি উদয় হোতে লাগ্‌লো। যখন আমি ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে চাকর ছিলেম, তখনকার সেই এক দিন, এখন আমি সেই প্রাসাদে মহাগৌরবে মহাসম্ভ্রমে সমাদৃত। হ্রদের পরপারে ভূস্বামী ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিন স্বয়ং উচিতমত সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা কোল্লেন। দুটী পরম সুন্দর বালক ছুটে এসে আমাদের অভিবাদন কোল্লেন। তাঁরা দুটী ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের পুত্র। ছোটটীর নাম আইভর। ঘটনাক্রমে সেইটীকে আমি হ্রদের জল থেকে উদ্ধার কোরেছিলেম। আইভর্ আমার কাছে সেই কথা বোলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোল্লেন। কি রকমে নৌকাডুবী হয়,—কি রকমে আমি তাঁরে বাঁচাই, আমার আনাবেলের কাছে যুবা আইভর সেই সব কথা বোলে সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন।

করন্দেলের উকীল ডঙ্কনের সঙ্গে সেইখানে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমারে নির্জ্জনে ডেকে নিয়ে সসম্ভ্রমে বোল্লেন, "প্রিয়তম লর্ড এক্‌লেষ্টন! কেবল আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বার অভিপ্রায়েই এবার আমি ইচ্ছা কোরে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে এসেছি। অবকাশক্রমে আপ্‌নার মুখে আমি সমস্ত পূর্ব্বকথা শুনবো;—নূতন কথা আমিও যা জানি, আপ্‌নাকে বোল্‌বো। তত কষ্টের পর এমন সুখোদয়, এ অবস্থায় সেই সকল পূর্ব্বসঙ্কটের কথা মুখে গল্প করাতেও আমোদ আছে। এমিলাইনকে নিয়ে পালাবার পর আর আপ্‌নি ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে আসেন নাই?"—না,—আমি জানি, আর আপ্‌নি আসেন নাই। দেখ্‌ছেন, কিছুই পরিবর্ত্তন নাই, পূর্ব্বে যেমন যেমন দেখে গেছি, ঠিক দেখ্‌ছি, সেই রকম।"

কৌতুকচ্ছলে আমি বোল্লেম, "কর্ত্তাটীও তেমনি আছেন, একটুও বুড়ো হন নাই।"

"বুড়ো?"—ঈষৎ হেসে ডঙ্কন মহাশয় বোল্লেন, "বুড়ো? সে কি কথা? উনি আবার বুড়ো হবেন? দেখ্‌বেন এখন, নাচের মজ্‌লিসে উনি আপ্‌নার আনাবেলের সঙ্গে নাচ্‌বেন! উনি ভাবেন, ক্রমে যেন আরো নূতন যৌবন প্রাপ্ত হোচ্চেন!"

ঠিক এই সময় তালে তালে ঘুরে ঘুরে দমিনী সেইখানে এসে উপস্থিত। উঠাউঠি ঘন ঘন বড় বড় তিন টিপ নস্য গ্রহণ কোরে, দমিনী তখন নস্বরমত ধুয়া ধোল্লেন, "ঠিক্ ঠিক ঠিক!"—আমারেই সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "ঠিক ঠিক ঠিক! আপনি এখন এখানে উপস্থিত হয়েছেন মি লর্ড! আপনি এইবার আমাদের বৃদ্ধ জমিদারটীকে বোল্‌বেন, হ্রদের উপর যেন ভাল একটী সেতু হয়।—যাতে হয়, অবশ্যই তা আপনি কোর্‌বেন। হ্রদের উপর সেতু চাই।—রোসো রোসো মনে করি, হ্রদ কি বাগান! হাঁ, হ্রদের কথাই আমি বোল্‌ছি;—হাঁ, হ্রদের উপর। কেন না, বাগানের উপর সেতু বানাতে আমি বোল্‌ছি না। এইমাত্র আমি তাঁকে এই কথা—"

একটু মুখ মুচ্‌কে হেসে, ডঙ্কন তখনি দমিনীকে বাধা দিয়ে, রসাভাষে বোল্লেন, "তুমি ত দেখ্‌ছি, যখন তখন ঐ সেতুর কথা বোলে বৃদ্ধটীকে খেপিয়ে তোলো!"

"ঠিক—ঠিক—ঠিক!" মাথা ঘুরিয়ে দমিনী বোলে উঠ্‌লেন, "ঠিক—ঠিক—ঠিক! এখন এই বেলী আউলহেড—না না,—টিণ্টস্‌কোয়াসের লেয়ার্ড—না না,—আমি বোল্‌ছি, আর্‌ল্ অফ একলেষ্টন এই জায়গায় পদার্পণ কোরেছেন, ইনি অবশ্যই আমাদের কর্ত্তাকে হ্রদের উপর সেতু বানাতে—"

"সকল কর্ম্মেরই সময় আছে। বুঝ্‌লেন প্রিয়মিত্র ক্লকমানন?"—দমিনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশান্তস্বরে আমি বোল্লেম, "সকল কর্ম্মেরই সময় আছে। এখনকার মত সেতুর কথাটা আপনি চেপে রাখুন। এখন নিবেদন করি, বলুন দেখি, আপনার নূতন পত্নীটী এখন কোথায়? কেমন আছেন তিনি?"

"ঠিক—ঠিক—ঠিক! বিধবা গ্লেন্‌বকেট,—না না, বিবি ক্লক্‌মানন,—কিছুতেই এডিনবরা ছেড়ে কোথাও আস্‌তে চান না। কেহ তাঁকে সেখানে খাটের খুরোয় বেঁধে রেখেছে, কিম্বা দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে, তেমন কথা আমি বোল্‌ছি না, তাও আমার বোধ হয় না;—কেন না, আমি আর সাল্‌টকোট যখন ডাকগাড়ীতে উঠি, গাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত এসে, তিনি তখন আমাদের মনে কোরিয়ে দিয়ে গেলেন, গাড়ীর বিছানার নীচে মাংসপিষ্টক আছে, বোতল বোতল এলসরাপ আছে। তা তিনি বোলেছেন, কিন্তু কথাটা হোচ্চে এই, বাড়ী ছেড়ে কোথাও তিনি নোড়্‌বেন না। এই কাণ্ডটা দেখে, আমার মনে পড়ে, 'গ্যালোগেটের বেলী আউলহেডকে একদিন আমি বোলে—"

সাল্‌টকোট তাঁরে থামিয়ে দিলেন;—সে সব কথা ভুলিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "এসো এসো, লর্ড একলেষ্টনের কেমন সুন্দর ছেলেটী,—শিশু লর্ড মল্‌গ্রেভ,—কেমন সুন্দর ছেলেটী, চমৎকার ছেলে!—এসো এসো,—দেখ্‌বে এসো।"

উল্লাসভরে দমিনী বোল্লেন, "ঠিক—ঠিক—ঠিক! দেখেছি,—দেখেছি! দিব্যসুন্দর গোলাপী গাল, দিব্য মুখ—দিব্য চক্ষু, সে ছুইকে এইমাত্র আমি দেখে আস্‌ছি! একটী জিনিস তাকে দিব বোলে এসেছি;—রোসো রোসো মনে করি, কি দিব বোলেছি! হাঁ, হাঁ, অবশ্যই তাই!—একটিপ নস্য দিব!"

সকলেই হাস্‌তে লাগ্‌লেন। দলস্থ সমস্ত লোক প্রাসাদাভিমুখে চোল্লেন। প্রাসাদেও আমাদের মহাসমাদর। প্রাসাদের অতি মনোহর সজ্জা। প্রাচীরে প্রাচীরে পাতাকা; দেয়ালের গায় শারি শারি ফুলের মালা,—নানাবিধ অস্ত্র, সুন্দর সুন্দর মৃগশৃঙ্গ, আরো বিবিধ প্রকার সমরাস্ত্র, মৃগয়াস্ত্র দোদুল্যমান। প্রাসাদে বহুতর লোকের নিমন্ত্রণ, বহুতর লোকের সমাগম। মানুষের ভরে, নানা বাসনপত্রের শব্দে, সমাগত লোকজনের আনন্দ-কলরবে, প্রাসাদ যেন কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। মহাভোজ;—সুশোভিত নৃত্যগৃহে সুখাস্পদ নৃত্যগীত। উৎসবে উৎসবে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মজ্‌লিস্।

নিত্য নিত্যই নূতন আমোদ, বহুতর বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ। ভোজ, নাচ, অগ্নিক্রীড়া, অশ্বারোহণে ভ্রমণ, তরণীযোগে ভ্রমণ, প্রজামণ্ডলীর নিমন্ত্রণ, সমস্তই উৎসবময়! যে কদিন আমরা ইঞ্চ্‌মেথলিনে থাক্‌লেম, নিত্য নিত্য নূতন আমোদে, নূতন নূতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ আলাপে সুখস্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হলো।

ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিন থেকে বিদায় গ্রহণ কোরে, আমরা করন্দেলদুর্গে যাত্রা কোল্লেম। সঙ্গে থাক্‌লেন উকীল ডগন, মিষ্টার সান্ট্‌কোট আর দমিনী ব্লকমানন। করন্দেলদুর্গেও মহাসমাদরে মহাসুখে আমরা কিছুদিন বাস কোল্লেম। স্কটলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ দেড়মাস থাক্‌লেম। দেড়মাস পরে ওয়েষ্ট্‌মোরলাণ্ডে ফিরে এলেম। প্রদেশীয় বন্ধুবান্ধবেরা আমারে পুনঃপুন পত্র লিখ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁদের দেশে কিছুদিন গিয়ে থাকি, সকলেরই এইরূপ বাসনা। সুতরাং কিছুদিন পরে আবার আমরা দেশভ্রমণে যাত্রা কোল্লেম। প্রথমেই প্যারিসে গেলেম। যে বাড়ীতে পলিনপরিবারের ভয়ানক শোকাবহ ব্যাপার ঘোটেছিল, আনাবেলকে সেই বাড়ীখানি দেখালেম;—বাগানের দিকের জানালাগুলি গেঁথে ফেলেছিল, যেমন গাঁথা তেমনি রয়েছে, সেই নিদর্শন দেখিয়ে আনাবেলকে আমি বোল্লেম, "ঐ ঘরেই অভাগিনী লেডী পলিন খুন হয়েছিল!" প্যারিস থেকে মার্শেলিস বন্দরে,—মার্শেলিস্ থেকে কর্সিকাদ্বীপে যাত্রা কোল্লেম।

কাউন্ট মন্টিভিওরোঘি ঘটনাবলী যখন আমরা শ্রবণ করি, তার পর চারি বৎসর গত হয়েছে;—চারি বৎসরের উপর। নূতন কাউন্ট মন্টিভিওরো তাঁর পূর্ব্বপুরুষের সেই ভগ্নদুর্গটী সম্পূর্ণরূপে নূতন কোরে নির্ম্মাণ কোরেছেন। টাকাখরচের মমতা করেন নাই; বহুতর রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নূতন কোরে তুলেছেন। কাউন্ট মন্টিভিওরোর দুটী সন্তান হয়েছে। সিগ্‌নর পর্টিসি সেই বাড়ীতেই আছেন;—আমরা এসে উপস্থিত হবার অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁরা নূতন বাড়ীতে এসেছেন। ঘরগুলি অতি পরিপাটীরূপে সাজিয়েছেন। চতুর্দ্দশ লুই যে প্রণালীতে গৃহসজ্জা কোত্তেন, সেই প্রণালী অনুসারেই অপরূপ গৃহসজ্জা। বাড়ীতে দাসদাসী, লোক-লস্কর বিস্তর। মন্টিভিওরো-দুর্গে আমরা যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হোলেম। সেই রূপবান্ গ্রীক ছোক্‌রাটী আজাসিয়ো নগরের সুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ কোরে, নিজের জন্মভূমি গ্রীসদেশে চোলে গিয়েছে। সে যাত্রা তার সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ হলো না। সেই সর্ব্বজিয়িটি ধর্ম্মশালা এখন

নূতন শ্রী ধারণ কোরেছে। কাউন্ট মণ্টিডিওরো ঐ উভয় জমিদারীর অধিকারী হয়েছেন। জমিদারীর অন্তর্গত পরিত্যক্ত পতিতভূমি কাউন্ট মণ্টিডিওরোর যত্নে সমস্তই আবার উর্ব্বরা হয়ে উঠেছে। সমস্ত শোভা পরিদর্শন কোরে আমরা পরম পরিতুষ্ট হোলেম। জাহাজডুবীর পর যে সদাশয় কৃষকের গোলাবাড়ীতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলেম, সেই গোলাবাড়ীতে গিয়ে কৃষকপরিবারের সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেম। তারা এখন বিলক্ষণ ভাগ্যবন্ত হয়ে উঠেছে। কাউন্ট মণ্টিডিওরো পূর্ব্ব উপকার স্মরণ কোরে, তাদের প্রচুর পরিমিত অর্থদান কোরেছেন, সেই অর্থেই তাদের শ্রীবৃদ্ধি।

কর্সিকা থেকে ফ্লোরেন্সনগরে যাত্রা কোল্লেম। সস্ত্রীক কাউন্ট লিবর্ণো সস্নেহসমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা কোল্লেন। তস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউকের রাজপ্রাসাদে প্রায় নিত্য নিত্যই আমাদের নিমন্ত্রণ। ফ্লোরেন্সনগরে আমার আনাবেলের রূপলাবণ্যের অনির্ব্বচনীয় প্রশংসা। শুধু কেবল ফ্লোরেন্সনগর বোলে নয়, যেখানে যেখানে আমরা বেড়ালেম, সর্ব্বত্রেই আনাবেলের রূপমাধুরীর সর্ব্বোচ্চ গৌরব। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, গ্রাণ্ড ডিউকের রাজদরবারে যে ইটালীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, দরবার সভায় আনাবেলকে দেখে, রূপজ্যোতিতে যিনি বিমোহিত হয়েছিলেন, মার্কো উবার্টির দলে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন যখন ধরা পড়েন, সেই সংবাদ তখন যিনি আমারে দিয়েছিলেন, এবারেও সেই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। আনাবেলকে আমি বিবাহ কোরেছি, সগৌরবে সেই কথা তাঁরে আমি বোল্লেম। তিনি পরম সন্তুষ্ট হোলেন। অসময়ে যে উপকার তিনি কোরেছিলেন, সেই কথার উল্লেখ কোরে, মিত্রভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেম। তাঁরে নিমন্ত্রণ কোরে একসঙ্গে আহার কোল্লেম। সকলেই সর্ব্বপ্রকারে সুখী।

দরচেষ্টারের সংবাদ জান্‌লেম। কারাগারে কাউন্ট লিবর্ণো যেরূপ অঙ্গীকার কোরেছিলেন, সেই অঙ্গীকার তিনি পালন কোরেছেন। দরচেষ্টারকে তিনি এক পাগ্‌লাগারদে রেখেছেন। দরচেষ্টারের ভরণপোষণের জন্য বৎসরে ৩০০ পাউণ্ড খরচ। প্রথম প্রথম কাউন্ট লিবর্ণো নিজেই সেই সমস্ত ব্যয় প্রদান করেন। আমি যখন পৈতৃক পদের অধিকারী হয়ে, একলেষ্টনজমিদারীর আধিপত্য প্রাপ্ত হই, সেই সময় থেকে তিন মাস অন্তর আমিই তার সমস্ত ব্যয় প্রদান কোরে আস্‌ছি। দরচেষ্টার তখনো বেঁচে ছিল। পাগ্‌লাগারদে গিয়ে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। ফ্লোরেন্সরাজধানী থেকে সেই পাগ্‌লাগারদ প্রায় বারো মাইল দূর। অভাগা তখন জীর্ণশীর্ণ মৃতপ্রায়। বেশীদিন বাঁচ্‌বার সম্ভাবনা নাই। পাপী তখন পাগ্‌লাগারদে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোচ্চে। ইতিমধ্যে যে যে ঘটনা হয়ে গেছে, কাউন্ট লিবর্ণো যথাসময়ে সমস্তই তাকে জানিয়েছেন। আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে, আমি পৈতৃক পদের—পৈতৃক সম্পদের অধিকারী হয়েছি, লানোভার মোরে গেছে, সব কথাই কাউন্ট লিবর্ণো তাকে বোলেছেন। গারদে আমাকে দেখে দরচেষ্টার কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। আমি তাকে সান্ত্বনা কোল্লেম। অবশেষে সে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমার পদোন্নতিতে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ কোল্লে। এই দরচেষ্টার

পূর্ব্বে একজন ধর্ম্মযাজক পাদ্‌রী ছিল, এখন এই বিদেশের পাগ্‌লাগারদে তার জীবনক্ষয় হবার উপক্রম। গারদ ছেড়ে আর কোথাও সে যেতে চায় না। গারদের কর্ত্তারা যদি তাকে অন্যস্থানে রাখ্‌তে চান, সে তাতে অস্বীকার করে। পাগ্‌লাগারদেই জীবনলীলা শেষ করা তার অভিলাষ। সেবারের পর আর আমি তার সঙ্গে দেখা কোত্তে যাই নাই। সেই বৎসরেই তার মৃত্যু হয়;—নিকটের এক গোরস্থানেই গোর হয়।

ফ্লোরেন্স থেকে আমরা রোমনগরে যাত্রা কোল্লেম। কাউণ্ট আবেলিনোর বাড়ীতেই কিছুদিন থাক্‌লেম। প্রায় দুই বৎসর হলো, ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রাবিনার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি তিনি তাঁর ধর্ম্মকন্যা আন্তনিয়াকে দিয়ে গিয়েছেন। সেই ধনে কাউণ্ট আবেলিনো আর আন্তনিয়া এখন পরমসুখী। যতদিন রোমনগরে থাক্‌লেম, মাঝে মাঝে কাউণ্ট তিবলির প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ হোতো, যথোচিত আমোদপ্রমোদ উপভোগ কোত্তেম। তিবলি-পুত্রের বিবাহ হয়েছে। তিনি এখন সর্ব্বপ্রকারেই সাধু হয়েছেন। তাঁর সদ্ব্যবহারে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই পরম সন্তোষ।

প্রায় ছয়মাসকাল দেশে দেশে ভ্রমণ কোরে, আমরা ইংলণ্ডে ফিরে এলেম;—নিশ্চিন্ত হয়ে একলেষ্টনপ্রাসাদে অবস্থান কোত্তে লাগ্‌লেম। এই ভাবে তিন চারি বৎসর অতিবাহিত। এর ভিতর বর্ণনযোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ঘটনার মধ্যে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের মৃত্যু হয়েছে। একদিন হঠাৎ টেলিগ্রামে সংবাদ আসে, তাঁর সঙ্কট পীড়া। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র আমি আর আনাবেল তৎক্ষণাৎ স্পেশেল ট্রেণে ওয়েষ্টমোরলাণ্ডে যাত্রা করি। হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে যখন পৌঁছিলেম, তখন তাঁর চরমকাল। মৃত্যুকালে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ কোল্লেন;—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল, সজ্ঞানেই কন্যার ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ কোল্লেন। রীতিমত সমাধি দেওয়া হলো। সমাধির পর আমরা উইল খুলে দেখ্‌লেম। নিরপেক্ষ উইল। উইলে তিনি তাঁর কন্যাকে (আনাবেলের জননীকে) হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ আর সমস্ত জমিদারী সমর্পণ কোরেছেন;—তিনি যাবজ্জীবন ঐ প্রাসাদে বাস কোর্‌বেন, জীবনকাল পর্য্যন্ত জমিদারীর উপস্বত্ব ভোগ কোর্‌বেন, তাঁর জীবনান্তে সমস্ত সম্পত্তি আনাবেল প্রাপ্ত হবেন;—আনাবেল আর আমি উভয়েই উত্তরাধিকারী হব। মিষ্টার লেস্‌লী আর বিবি লেস্‌লী, যাঁরা পূর্ব্বে ফলী নামে পরিচিত ছিলেন, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন ঐ উইলে তাঁদের নামে দশহাজার পাউণ্ড দানের ব্যবস্থা কোরে গিয়েছেন। আমাদের প্রতি আরও অনুগ্রহ। ভবিষ্যতে সম্পত্তি পাব, পূর্ব্বেই বোলেছি, তা ছাড়া, আমাকে আর আনাবেলকে স্নেহময় সার্ মাথু নগদ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দান কোরে গেছেন। ধনে কি হয়?—যিনি গেলেন, তাঁকে আর পাব না! হায় হায়! তাঁর মত সদাশয়, স্নেহময় সহায় আমরা হারালেম, কিছুতেই সে ক্ষতির পূরণ হয় না!

আনাবেলের জননী এখন আর হেসেল্‌টাইননিকেতনে বাস কোত্তে চাইলেন না। আমরা তাঁকে সঙ্গে কোরে লণ্ডনে একলেষ্টনপ্রাসাদে আন্‌লেম, একসঙ্গেই বাস কোত্তে লাগ্‌লেম। এখনো পর্য্যন্ত তিনি একলেষ্টনপ্রাসাদেই বাস কোচ্ছেন।

সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর দেড় বৎসর পরে, আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ! সেই কথাটা বলবার আগে এইখানে আমার একটু ভূমিকা চাই। পাঠকমহাশয় বিলক্ষণ জানেন জ্যেষ্ঠাধিকারের আইনানুসারে আমার প্রথমজাত পুত্র, শিশু লর্ড মলগ্রেভ আমার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হবে। আমার এখন সন্তানসন্ততি তিনটী ;—দুটী পুত্র, একটী কন্যা। কন্যাটী সর্ব্বকনিষ্ঠ। আমার সম্পত্তির আয় এখন অগাধ। যদিও মান-সম্ভ্রমের উপযুক্ত খরচপত্র কোচ্চি, তথাপি সব খরচ করি না ;—দশ-আনা ব্যয় করি, ছ-আনা জমাই। সেই সঞ্চিত ধনে আমার ছোট ছেলেটীর সংস্থান হবে। এদেশে সচরাচর যেমন ঘোটে থাকে, বড় বড় সম্ভ্রান্ত পদস্থ লোকের ছোট ছেলেগুলিকে পরভাগী হয়ে, -মসহরা-ভোগী হয়ে, অধমের মত দিনযাপন কোত্তে হয়, আমার ছেলের যেন তেমন দশা না ঘটে। কি জানি, শরীরের ভদ্রাভদ্র কখন কি হয়, আমাদের যদি হঠাৎ ভালমন্দ ঘটে, কন্যাটীর জন্যেও আগে থাক্‌তে কিছু উপায় কোরে রাখা উচিত বিবেচনা কোল্লেম। অভিলাষ, কিছু বিষয় দিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যতে হেসেল্‌টাইনসম্পত্তি আমাদের হস্তগত হবে ;—সে সম্পত্তির উপর জ্যেষ্ঠাধিকারের আইনের আঘাত পোড়্‌বে না ;—সেই সম্পত্তিই কন্যাটীকে দান কোরবো, এইরূপ স্থির কোল্লেম।

যে অদ্ভুত ঘটনার কথা এখন আমি বোল্‌তে যাচ্ছি, যে সময় সেই ঘটনা, সে সময় আমার হাতে প্রচুর পরিমিত নগদ টাকা। শুনলেম, মিড্‌লাণ্ডপ্রদেশে একটী জমিদারী বিক্রী হবে, যদি সুবিধা হয়, আমি সেইটী খরিদ কোর্‌বো, এইরূপ সংকল্প কোল্লেম। জমিদারীটী কেমন, আগে একবার চক্ষে দেখে আস্‌বো, সেই ইচ্ছায় আমার প্রিয়কিঙ্কর উইলিয়মকে সঙ্গে নিয়ে, একদিন আমি রেলওয়েশকটে সেই জমিদারী পরিদর্শনে যাত্রা কোল্লেম। পৌঁছিতে সন্ধ্যা হলো। যেখানে সেই জমিদারী, তার নিকটবর্ত্তী এক সহরে নিশাযাপন করা আবশ্যক। সেখানকার একটী প্রসিদ্ধ হোটেলে উত্তীর্ণ হোলেম। পরদিন প্রভাতে জমিদারী দেখ্‌বো, এইরূপ পরামর্শ। হোটেলটা খুব জমকালো হোটেল নয়, কিন্তু থাক্‌বার উপযুক্ত বটে। সচরাচর বিদেশী সওদাগরলোকের সেই হোটেলে গতিবিধি। নগরে সেই সময় একটী মেলা ;—বহুস্থানের বহুলোকের সমাগম ;—হোটেলে লোক ধরে না ;—সমস্ত ঘরই প্রায় জোড়া ;—লোকে লোকে পরিপূর্ণ। আমি একটী নিরিবিলি বৈঠকখানা চাইলেম। প্রথমেই শুনলেম, পাওয়া যাবে না। আমার চাকর সেই সময় গৃহকর্ত্রীর নিকটে গিয়ে আমার পরিচয় দিলে। গৃহিণী তখন বড়ই অপ্রতিভ হয়ে, বারবার মাপ চেয়ে, তার নিজের ঘর ছেড়ে দিতে চাইলে। বাড়ীর মধ্যে সেই ঘরটীই খুব ভাল। সে ঘর গ্রহণ কোত্তে আমি রাজী হোলেম না ;—গৃহিণী পুনঃপুন মিনতি কোরে—পুনঃপুন জেদ কোরে, সেই ঘরটী আমারে গ্রহণ কোত্তে অনুরোধ কোল্লে, কিছুতেই আমি রাজী হোলেম না ;—আমার সংকল্প অটল। গৃহিণীকে আমি ভাল কোরে বুঝিয়ে বোল্লেম, আমার জন্য অন্য লোকের অসুবিধা হয়, এমন ইচ্ছা আমি করি না। একটা রাত্রি বইত নয়, বৈঠকখানা না পাওয়া যায়, শয়নঘর ত পাওয়া যাবে, তা

হোলেই আমার চোল্‌বে।"—বাস্তবিক শুন্‌লেম, দোতালায় একটী ঘর খালি আছে, ভদ্রলোকের কেবল শয়ন করা চলে,—সেই ঘরটী হোলেই আমার চোল্‌বে,—সেই ঘরে থাকাই স্থির কোল্লেম। সওদাগরলোকেরা যে ঘরে বসেন, যে ঘরে খানা খান, সেই ঘরেই আমার আহারের আয়োজন কোত্তে উইলিয়মকে হুকুম দিলেম। সেই রকম বন্দোবস্ত কোরে, উইলিয়ম আমার কাছে ফিরে এলো। শয়নঘরটী কেমন, সেই সময় আমি দেখ্‌তে চোল্লেম। কার্পেটব্যাগ হাতে কোরে সঙ্গে চোল্লো উইলিয়ম। ঘরটী দোতালা। বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের ঘর;—জানালার নীচেই আস্তাবল। ঘরের ভিতর নিয়তই আস্তাবলের আবর্জ্জনার দুর্গন্ধ।

"এ ঘরে আপ্‌নার ঘুম হবে না মি লর্ড!"—ব্যাগ হাতে কোরে এধার ওধার ঘূরে ঘূরে, অত্যন্ত ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে—নাক বাঁকিয়ে, উইলিয়ম আমাকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "এ ঘরে আপ্‌নার ঘুম হবে না মি লর্ড!"

"বেশ হবে;"—প্রশান্তভাবেই আমি উত্তর কোল্লেম, "বেশ হবে। এক রাত্রি বই না, এইখানেই আমি থাক্‌তে পার্‌বো। ক্লেশ সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে; যাতে তাতেই আমি সন্তুষ্ট; অল্প সুবিধাতেই আমার পরিতোষ। ঘরটা কিছু ছোট, কিছু মোটামুটি ধরণের;—তা হোক্, এদিকে বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। তুমি ব্যাগের জিনিসপত্র বাহির কর, এইখানেই ও সব থাক্, তুমি আমার আহারের আয়োজনে যাও।"

উইলিয়ম তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন কোল্লে। আমিও শীঘ্র শীঘ্র হাতমুখ ধুয়ে, সওদাগরী ভোজঘরে নেমে এলেম। দেখ্‌লেম, দুটী লোক ঘরের মাঝখানের এক টেবিলে বোসে চুমুকে চুমুকে ব্রাণ্ডীপানি পান কোচ্চেন। আমাকে দেখেই তাঁদের মধ্যে একজন অকস্মাৎ চোম্‌কে উঠে, মহাসমাদরে সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোল্লেন। আমি বিবেচনা কোল্লেম, হোটেলের খানসামা ইতিমধ্যে সকলের কাছেই আমার পরিচয় দিয়ে থাক্‌বে।

তা নয়, লোকটী সেই আমার পূর্ব্বপরিচিত ভ্রমণকারী সওদাগর বন্ধুবর হেন্‌লী। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, যখন আমি আরণ্যনিকেতনে সাকল্‌ফোর্ডের বাড়ীতে চাকরী কোত্তে যাই, তখন বাগ্‌সটনগরে যাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, এই সেই ভ্রমণকারী সওদাগর বন্ধুবর হেন্‌লী। এই হেন্‌লীই পূর্ব্বকথিত দস্যুরূপী ফলীসাহেবকে গুলী কোরেছিলেন। হেন্‌লীর হৃদয়ে বিলক্ষণ মহত্ব আছে। রিডিংনগরে ফলীসাহেবের যখন বিচার হয়, হেন্‌লী তখন যথোচিত মহত্ব দেখিয়ে, অপরাধীর প্রতি আন্তরিক দয়া প্রদর্শন কোরেছিলেন। আমি সাদরে তাঁর হস্তধারণ কোরে সখ্যভাবে বোল্লেম, "মিষ্টার হেন্‌লী! আপ্‌নাতে আমাতে পূর্ব্বের বন্ধুত্ব; আপ্‌নি ভাল আছেন?"

আমার প্রিয়সম্ভাষণে সদাশয় সওদাগরটী আন্তরিক পরিতুষ্ট হোলেন। একসঙ্গে উভয়েই আমরা আসন গ্রহণ কোল্লেম। উভয়ে সখ্যভাবে সাময়িক প্রসঙ্গে নানাপ্রকার কথোপকথন কোত্তে লাগ্‌লেম। পূর্ব্বে থেকে যে লোকটী হেন্‌লীর কাছে বোসে ছিলেন, তিনিও আমাদের কথার এক এক প্রসঙ্গে দুচার বোল ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন। লোকটীর

চোকমুখ দেখে যেন কেমন কেমন খট্‌কা আস্‌তে লাগ্‌লো। চাউনিতে যেন কেমন কেমন কুটিলভাব মাখা। হেন্‌লী যখন তাঁর নাম ধোরে ডাক্‌লেন, তখন জান্‌তে পাল্লেম, লোকটীর নাম ডবিণ। নামটী শুন্‌লেম, মন একটু চম্‌কালো। তখনি আবার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল। তাঁরা উভয়ে এক্‌ষ্টারনগরের কথাবার্ত্তা বলাবলি কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। তখন নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, এই সেই এক্‌ষ্টারনগরের কাপড়ব্যাপারী সওদাগর বৃদ্ধ মিষ্টার ডবিণ। এই ডবিণের সঙ্গেই বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে, দুরাশয় অর্থপিশাচ লানোভার আনাবেলকে এক্‌ষ্টারনগরে নিয়ে গিয়েছিল। কথাটা মনে কোরেই, লোকটীর প্রতি আমার কেমন একপ্রকার অশ্রদ্ধা জন্মালো।

আমার খানা এসে উপস্থিত হলো। মিষ্টার ডবিণ বেরিয়ে গেলেন। বোলে গেলেন, একটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা কোত্তে চোল্লেন। সেই অবকাশে হেন্‌লী বোসে বোসে চুক্ চুক্ কোরে ব্রাণ্ডীপানির গেলাসে চুমুক দিতে লাগ্‌লেন। গল্পও চোল্‌তে লাগ্‌লো। এই সব চোল্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ ভয়ানক ঝন্‌ঝন্‌শব্দে দরজা ঠেলে, রাগত উচ্চকণ্ঠে,—"ধিক্ আমার নাম!—রেলওয়ে কোম্পানীকে এবার আমি অল্পে ছাড়্‌বো না!—আচ্ছা শিখান শিখাবো! খেসারত ধোরে নিব!—তা যদি না নিই, ধিক্ আমার নাম!"—মহাক্রোধে সগর্জ্জনে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে, সচঞ্চলে একটী লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।

সচঞ্চলে হেন্‌লী বোলে উঠ্‌লেন, "কি!—এখনো কি আপনি আপনার মালপত্র পান নাই?"—মুখে এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কিন্তু আমি দেখ্‌লেম, চক্ষু ঠেরে নূতন লোকটীকে একটী সঙ্কেত কোল্লেন। সঙ্কেতের মানে, এখানে অমন কোরে ঝন্‌ঝন্‌শব্দে কপাট খুলো না, অত চেঁচাচেঁচি কোরে গোলমাল কোরো না। সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন, "কি?- এখনো কি আপনি আপনার মালপত্র পান নাই?"

"পাবো?"—নূতন লোকটী পূর্ব্ববৎ চঞ্চলস্বরে বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন, "মালপত্র আমি পাবো? কোথায় বা কি, তার কিছুমাত্র খোঁজ খবর নাই! একটা তোরঙ্গ,—একটা কার্পেটব্যাগ,—একটা বাজ্‌নার বাক্স, সকলগুলোর উপরেই আমার নাম লেখা। কোথায় যে পাঠিয়েছে, হয় ত লীড্‌স্ ঠিকানায় কিম্বা হয় ত ইয়র্কে—কিম্বা—যম জানে, কোথায় চালান কোরেছে! আমি কিন্তু এবার তাদের দেখাবো;—দেখাবোই দেখাবো! যদি না দেখাই, এ মুখ আর দেখাবো না!"

ভৎসনা কোরে হেন্‌লী বোল্লেন, "অত রাগারাগির দরকার কি? আক্‌সারই ত ওরকম হয়। এই আমার নিজেরই দু তিনবার ঐ রকম গোলমাল হয়েছিল।—সেটা কেবল আমারই দোষ;—কিন্তু হারায় নি কখনো;—শীঘ্র না পেয়ে, কিছু বিলম্বে পেয়েছি। এমন ত প্রায় হয়েই থাকে। এর জন্য অত যুদ্ধবিক্রম কেন?"

ক্ষিপ্তপ্রায় লোকটী তখন একটু শান্ত হয়ে বোল্লেন, "হয় এমন? তবে ভাল! এখন আমি একটু সান্ত্বনা পেলেম!"—এই কথা বোলেই তৎক্ষণাৎ চঞ্চলহস্তে ঠন্‌ঠন্‌শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। খানসামা এসে উপস্থিত। হুকুম হলো, "গরম গরম এক গেলাস ব্রাণ্ডীপানি!"

খানসামা যাচ্ছে, পাছু ডেকে হুকুমকর্ত্তা আবার বোল্লেন,"আর দেখ,—হোটেলের দরোয়ানকে গিয়ে বল, দশটার সময় যেন রেলওয়ে ষ্টেসনে যায়; দশটার ট্রেণেই আমার মালপত্র আস্‌বে বোধ হোচ্চে। টেলিগ্রাফ করা গেছে।—রোসো!—দাঁড়াও! দশদিক্‌ ভেবে বিবেচনা কোরে কাজ করাই ভাল;—আমি নিজেই যাব;—নিজের চক্ষে দেখে কাজ করাই ঠিক পরামর্শ।"—এই কথা বোলেই হেন্‌লীর দিকে চেয়ে চেয়ে, সেই বিবেচক লোকটী জ্ঞান-গম্ভীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বলেন মিষ্টার হেন্‌লী?"

হেন্‌লী উত্তর কোল্লেন না। খানসামা ব্রাণ্ডীপানি আন্‌তে গেল। এই অবকাশে নিবিষ্টনয়নে আমি সেই নূতন সওদাগরটীর চেহারাখানি ভাল কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। লোকটী দীর্ঘাকার, অল্প অল্প কাহিল, বর্ণটা ফ্যাক্‌ফেঁকে, কিন্তু নাক সে রকম নয়; নাকটা দেখ্‌লেম, ঘোর লাল টক্‌টোকে! বোধ হলো, ক্রমাগত মদের জলুসেই নাকের জলুস। দাড়ীগোঁফ বেমালুম কামানো;—চাঁচাছোলা পরিষ্কার। মাথায় কিন্তু ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া টোপপানা অনেক চুল। সমস্ত চুলগুলো ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ। চুলের রং দেখে আমার জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো, যেন কলপ দেওয়া!—কোগ্‌লা;—উপরপাটীর সব দাঁতগুলি পোড়ে গিয়েছে;—উপরের ঠোঁটখানা মুখের ভিতর প্রবেশ কোচ্চে; কাজে কাজেই মুখের চেহারা বড়ই কদাকার। ভ্রূতে অনেকগুলো কালো কালো চুল। অনুমান কোল্লেম, ভ্রূতেও কলপ দেওয়া। চক্ষের চাউনিটা বড়ই বীভৎস। চক্ষের পাতা নাই;—দুই চক্ষুর উপর নীচে কোথাও একগাছিও চুল নাই! বোধ কোল্লেম, রোগে খোসে গেছে। লোকটীর চক্ষের পীড়া আছে, তার বিশেষ প্রমাণও পেলেম। ঘরে শারি শারি গ্যাস জ্বোল্‌ছে, পরিষ্কার আলো, তথাপি তিনি গৃহপ্রবেশের একটু পরেই পকেট থেকে একজোড়া নীল চস্‌মা বাহির কোল্লেন,—এপিঠ ওপিঠ রুমাল দিয়ে মুছ্‌লেন, মেজে ঘোসে যত্ন কোরে চক্ষে দিলেন। লোকটীর বয়স কত, কোন রকমেই ঠিক স্থির করা গেল না;—চল্লিশও হোতে পারে, পঞ্চাশও হোতে পারে, এমন কি, ষাটও হোতে পারে। কেন না, সব দাঁতগুলি পোড়ে গেছে;—ষাট বৎসর বয়স অনুমান করাও অযুক্তিযুক্ত হয় না। তবেই নিশ্চয় প্রমাণ হোচ্চে, মাথার চুলে আর ভ্রূর চুলে অবশ্যই কলপ দেওয়া। পোষাকটা মাঝারী ধরণের চলনসই;—খুব বড়লোকের মত আড়ম্বরও নাই, নিতান্ত গরিবের মত নোংরাও নয়; সেদিকে বেশ সোজাসুজি ভদ্রলোকের মত। তথাপি কিন্তু সকল রকমে লোকটীকে আমার চক্ষে ভাল ঠেক্‌লো না। অনেকক্ষণ মুখপানে ভাল কোরে চেয়ে চেয়ে থাক্‌লেম। একটু স্মরণ হোতে লাগ্‌লো, কোথাও কখনও যেন দেখেছি। কবে দেখেছি, কোথায় দেখেছি, কেন দেখেছি, অনেক ভাব্‌লেম, সেটী কিন্তু কিছুতেই মনে কোরে আন্‌তে পাল্লেম না।

খানসামা সেই লোকটীর জন্য ব্রাণ্ডীপানি এনে হাজির কোল্লে। আমি আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, খানসামা সেই লোকটীর কাণে কাণে চুপি চুপি কি কথা বোল্লে। বোধ হলো, আমারই পরিচয় দিলে। কেন না, তখন তখনি তিনি তীব্রদৃষ্টিতে নীল চস্‌মার ভিতর দিয়ে আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগলেন;—ক্ষণকাল আর একটীও কথা

কইলেন না ;—তার পর অতি মৃদুকণ্ঠে বিকৃতস্বরে দুটী একটী কথা বোল্লেন। আধ ঘণ্টা পরে আপনা আপনি বিড়্বিড় কোরে কি বোক্‌তে বোক্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কি কথা বোল্লেন, তা আমি শুনতে পেলেম না।

লোকটী বেরিয়ে যাবার পর, হেন্‌লীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে ও লোকটী?" হেন্‌লী উত্তর কোল্লেন, "আমি চিনি না মি লর্ড!" কাল বৈকালে উনি এই হোটেলে এসে উপস্থিত হয়েছেন;—রেলগাড়ীতে জিনিসপত্র হারিয়েছে বোলে মহারাগ। নাম শুনছি, স্মিথসন। কিন্তু আমার বোধ হোচ্চে, সওদাগর নন,—আমাদের এই সওদাগরী কামরায় সচরাচর যে সব কথা বলাবলি হয়, উনি সে সব কথায় মন দেন না, কারবারের প্রসঙ্গে কোন কথাই বলেন না; কাজকর্ম্মও কিছু দেখতে পাই না;—সমস্ত দিন কেবল নগরময় ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্চেন। একবার উনি বোলেছিলেন, একজন আত্মীয় লোক এই হোটেলে আস্‌বেন কথা ছিল, এলেন না, সেই জন্যই যেন কিছু অন্যমনস্ক। কথাবার্ত্তায় বড় একটা ভদ্রতাও দেখা যায় না;—থেকে থেকে বিশ্রী বিশ্রী এলোমেলো কথা বলেন। আহারের সময় কিন্তু রসিকতা কোত্তে ছাড়েন না। অপরিমিত মদ খান। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে আমরা চার পাঁচজন একসঙ্গে বোসে আহার কোরেছি, মিষ্টার স্মিথসন পেটভোরে মদ খেয়েছেন!"

নাম শুন্‌লেম স্মিথসন। এ নামের কোন লোকের সঙ্গে কখনো কোথাও আমার দেখা হয়েছে, স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না। পূর্ব্বে ভাবছিলেম, কোথাও যেন দেখেছি, সেটা আমার ভুল। সে লোকের সম্বন্ধে হেন্‌লীও কোন বিরুদ্ধকথা বোল্লেন না। হঠাৎ লোকটীর মুখ চক্ষু দেখে খারাপ লোক বোধ হয়েছিল, সে জন্য মনে মনে অপ্রতিভ হোলেম।

কথাপ্রসঙ্গে হেন্‌লীকে আমি বোল্লেম, সেই যে ফলীসাহেব পথে পথে যে ব্যক্তি ডাকাতী কোত্তো,—যাকে আপনি গুলী কোরেছিলেন, মকদ্দমার সময় যার প্রতি আপনার দয়া হয়েছিল, সেই ফলী এখন মার্কিণদেশে বাস কোরে, বিলক্ষণ সচ্চরিত্র হয়েছেন, সাধুপথে সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠেছেন, বাস্তবিক তাঁর প্রকৃত নাম লেস্‌লী।

এই সব কথা হেন্‌লীকে আমি বোল্‌ছি, স্মিথসন ফিরে এলেন। মিষ্টার ডবিণ ইতিপূর্ব্বে কোথায় গিয়েছিলেন, তিনিও সেইসময় দেখা দিলেন, আর দুটী সওদাগরও বেড়াতে বেড়াতে সেই ঘরের ভিতর উপস্থিত হোলেন। তামাক খাওয়াতে আমার কোন আপত্তি আছে কি না, তাঁরা তখন সসম্ভ্রমে সেই বিষয়ে আমার অভিপ্রায় চাইলেন। আমি বোল্লেম, আমি নিজে সর্ব্বদা তামাক খাই না বটে, অপরে খান, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তৎক্ষণাৎ তাঁরা ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন, খানসামা এসে হাজির হলো, তৎক্ষণাৎ ব্রাণ্ডী আর চুরট আন্‌বার হুকুম। আমি তখন ধীরে ধীরে ক্লারেটের গ্লাসে এক একবার একটু একটু চুমুক দিচ্ছি, মাঝে মাঝে হেন্‌লীর সঙ্গে গল্প কোচ্ছি; অন্য লোকেরাও পরস্পর গল্প কোচ্চেন, তাও একটু একটু শুনছি। রাত্রি দশটা বাজ্‌বার পোনেরো মিনিট থাকতে স্মিথসন আবার বেরিয়ে গেলেন;—আধ ঘণ্টা পরে আবার ফিরে এলেন। ক্রমাগতই বকুনী। মালপত্র হারিয়েছে, রেলওয়ের লোকেদের বড়ই গাফিলী, ক্রমাগতই সেই কথার গর্জ্জন। ভদ্রতা

কোরে হেন্‌লী তাঁরে বোল্লেন, "আপ্‌নি অত উতলা হোচ্চেন কেন? আপাততঃ যদি কোন জিনিসপত্র দরকার হয়, আমিই আপনাকে দিতে পারি।"

স্মিথসন বোল্লেন, "ওঃ! ফর্সা ফর্সা জামাযোড়ার কথা বোল্‌ছেন? তা আমি এইমাত্র কিনে এনেছি। সেই জন্যই বেরিয়ে গিয়েছিলেম। সে জন্য আমার ভাব্‌না হোচ্চে না, জিনিসগুলো যে কি হলো, সেই জন্যই আমার ভাব্‌না। আমার একজন বন্ধুর আস্‌বার কথা ছিল, এখনো ত এলেন না, বেশী রাত্রে যদি আসেন, প্রাতঃকালেই আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে চাইবেন, মালপত্র ফেলে কেমন কোরেই বা যাব!"

বেশ গম্ভীরভাবে ব্রাণ্ডীপানিতে চুমুক দিতে দিতে,—প্রশান্তভাবে চুরট খেতে খেতে, হেন্‌লী তাঁরে বোল্লেন, "সময়ে সময়ে এমন অসুবিধা অনেক লোকেরই হয়, তার জন্য অত উতলা হওয়া—অতদূর রাগ করা, ভাল দেখায় কি?"

হঠাৎ একটা শোচনীয় ঘটনায় ক্ষণকাল ও কথাগুলো চাপা পোড়ে গেল। একটী গরীব লোকের মৃত্যু হয়েছে, তার স্ত্রীপুত্রপরিবার বড়ই কষ্টে পড়েছে, খাওয়াপরা পর্য্যন্ত চলে না; নগরের একটী সওদাগর সেই দরিদ্রপরিবারের উপকারের জন্য চাঁদা কর্‌বার চেষ্টা কোচ্চেন। হেন্‌লীর সঙ্গে সেই সওদাগরের জানাশুনা ছিল, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বার অভিপ্রায়ে, সেই সওদাগরটী হোটেলে এসে উপস্থিত হোলেন। হেন্‌লীও চাঁদার কথায় সম্মত হোলেন। সর্ব্বপ্রথমে হেন্‌লী নিজেই একটী মোহর দিলেন। আমিও পাঁচটী গিণী দান কোত্তে প্রতিশ্রুত হোলেম। কিন্তু দেখ্‌লেম, আমার কাছে তখন নগদ পাঁচ গিণী ছিল না, পকেটবহীতে অনেকগুলি ব্যাঙ্কনোট ছিল, বহীখানি বাহির কোরে, কাজে কাজেই একখানি ব্যাঙ্কনোট প্রদান কোল্লেম। অপরাপর সওদাগরেরাও হেন্‌লীর মত এক একটী মোহর দিলেন। মিষ্টার ডবিণ একটু যেন ক্ষুণ্ণভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বাজার বড় মন্দা, সময় বড় খারাপ, কার্‌বার ভাল চোল্‌ছে না!" আপ্‌না আপ্‌নি এইরূপ কথা বোলে, নিতান্ত অনিচ্ছাতেই পাঁচটী শিলিং বাহির কোল্লেন। আশ্চর্য্য! যে লোকের বেশ সচ্ছল অবস্থা, দশজনের কাছে যে লোক একজন বড় কার্‌বারী বোলে গণ্য, তার ব্যবহার ঐ রকম নীচ। কৃপণের পসার কেবল টাকার কাছে!—খোস্‌নামীতে অর্থপিশাচ!

স্মিথসন তখন ঘরের একটা কোণে একটু যেন গা-ঢাকা হয়ে বোসে ছিলেন, সহসা আসন থেকে লাফিয়ে উঠে, টেবিলের উপর একটা হাফগিণী জমা রেখে, দুঃখের কথা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এই আমার হাফগিণী। আহ্লাদপূর্ব্বক আমি বেশীই দিতেম, তোরঙ্গের ভিতর আমার অনেকগুলি ব্যাঙ্কনোট আছে, সে তোরঙ্গটা রেলের লোকেরা কোথায় গরবিলী কোল্লে, কি হারিয়ে ফেল্লে, ভারি আতান্তরে পড়েছি। তা আচ্ছা, কাল যদি আমার জিনিসপত্রগুলি পাওয়া যায়, তা হোলে আমি নিশ্চয়ই আরও বেশী টাকা দিব।"

সম্ভবমত চাঁদা সংগৃহীত হলো। যে সওদাগরটী চাঁদার জন্য এসেছিলেন, তিনি সেই টাকাগুলি গ্রহণ কোল্লেন। একটু পরেই মিষ্টার স্মিথসন আমাদের সকলকে সেলাম কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গম্ভীরবদনে হেন্‌লী বোল্লেন, "লোকটী এদিকে যা হোক্‌, মনটী নিতান্ত মন্দ নয়। যা পাল্লেন, তাই দিলেন। যেমন তেমন লোকের চেয়ে ভাল।"—এই কথা বোলেই তিনি একবার ডবিণের দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন।

রাত্রি এগারোটা। ভোজঘরের সকলকে অভিবাদন কোরে, আমি শয়ন কোত্তে চোল্লেম। সিঁড়ির ধারেই আমার চাকর উইলিয়ম আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল; আমাকে দেখেই সে সসম্ভ্রমে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এই দিকে মি লর্ড! এই দিকে!"

যে দিকে আমার শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সে দিকে না গিয়ে, উইলিয়ম অন্য দিকে আমারে নিয়ে যেতে চাইলে। আমি বোল্লেম, ও দিকে আমার ঘর নয়। উইলিয়ম উত্তর কোল্লে, "সে ঘরে আপ্‌নি থাক্‌তে পার্‌বেন না, হোটেলের গৃহিণীকে সেই কথা বোলেই ঘর আমি বদল কোরে নিয়েছি। গৃহিণী খুসী হয়েই রাজী হয়েছেন। যে ঘরটী স্থির কোরেছি, সে ঘরটী আপ্‌নার থাক্‌বার উপযুক্ত।"

আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বোল্লেম, "কেন তুমি এমন কাজ কোল্লে? পূর্ব্বেই ত আমি বোলেছি, অন্য লোকের যাতে অসুবিধা হয়, তেমন কাজ করা কখনই আমার ইচ্ছা নয়।"

"কাহারও অসুবিধা নাই মি লর্ড! গৃহিণী বোলেছেন, সহজেই তিনি বদল কোরে দিতে পার্‌বেন, পেরেছেনও তাই।"

আমি আর কিছু বোল্লেম না। মনে মনে বুঝ্‌লেম, উইলিয়ম আমার ভালর জন্যেই এ রকম বন্দোবস্ত কোরেছে। উইলিয়মের সঙ্গে আমি নূতন ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। অতঃপর উইলিয়মকে বিদায় দিয়ে, একটু পরেই আমি শয়ন কোল্লেম।

নিদ্রা হয়েছিল। হঠাৎ একটা কুস্বপ্ন দেখে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। কি প্রকার কুস্বপ্ন, সেটা ঠিক স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেম, তাও বুঝ্‌তে পারা গেল না। ঘরে তখন আলো ছিল না। ঘোর অন্ধকার। রাত্রি কত, সে অন্ধকারে ঘড়ী দেখ্‌তে পাল্লেম না। জেগে জেগেই খানিকক্ষণ শুয়ে থাক্‌লেম। খানিকক্ষণ পরে গির্জ্জার ঘড়ীতে একটা বাজা শব্দ শুন্‌লেম। রাত্রি একটা। বুঝ্‌লেম, তবে বেশীক্ষণ ঘুমাই নাই। মনটা কেমন অস্থির হলো। কেন হলো, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অসুখ হবার তখন কোন কারণই ছিল না, তবে কেন মন অস্থির?—মনে মনে সিদ্ধান্ত কোল্লেম, হঠাৎ দুঃস্বপ্নটা দেখেই ওরকম হয়ে থাক্‌বে। ভাব্‌তে লাগ্‌লেম যেন, উপরতালায় ছাদের উপর মানুষের পায়ের শব্দ শুনেছি। হোটেলবাড়ী, অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত লোকজন বেড়ায়, লোকেরা অনেক রাত্রেই শয়ন করে, তাই ভেবে সে কথাটার উপর বড় একটা ভরসা দিলেম না। খানিকক্ষণ জেগে থাক্‌তে থাক্‌তে আবার নিদ্রা এলো, আবার ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। বেশ স্বচ্ছন্দ নিদ্রা। প্রভাতে যখন জাগ্‌লেম, তখন বেলা আটটা।

কাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে, সওদাগরীঘরে উপস্থিত হোল্লেম। দেখ্‌লেম, হেন্‌লী আর স্মিথসন একসঙ্গে বোসে হাজরে খাচ্ছেন। আমি তাঁদের অভিবাদন কোরে, সেইখানেই আসন গ্রহণ কোল্লেম। আমারও খানা এসে উপস্থিত হলো। সবেমাত্র আহার কোত্তে

আরম্ভ কোচ্চি, অকস্মাৎ কেমন এক রকম গোলমাল আমাদের শ্রবণপথে প্রবেশ কোল্লে। লোকেরা যেন ভয় পেয়ে চীৎকারশব্দ কোচ্চে, গুমগুম্ কোরে ছাদের উপর মানুষের পায়ের শব্দ হোচ্চে। জনকতক লোক যেন ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটী কোচ্চে। হঠাৎ একজন খানসামা আতঙ্কে জড়িতকণ্ঠে কাতরোক্তি কোরে, বিভ্রান্ত হয়ে সেই ঘরের ভিতর ছুটে এলো। ভাব দেখেই অনুমান কোল্লেম, বাড়ীতে কি একটা ভয়ানক বিপদ ঘোটেছে। পরক্ষণেই জানতে পাল্লেম, বাস্তবিক মহাপ্রমাদ! ঘরের ভিতর খুন হয়েছে!—সেই কাপড়ব্যাপারী ডবিণকে রাত্রিকালে কে কেটে ফেলেছে!

হোটেলশুদ্ধ সকলেই সশঙ্কিত;—সকলেই উত্তেজিত। ঘোরতর আতঙ্কে সকলেই বিকম্পিত। কে খুন কোল্লে, কেমন কোরে কি হলো, কেহই কিছু নিরাকরণ কোত্তে পাল্লে না। তখনি তখনি পুলিসে খবর গেল, তখনি তখনি পুলিস এসে উপস্থিত।

ঘটনার সূত্রটা এই রকম :—আগে আমার যে ঘরে থাকবার কথা হয়েছিল, সে ঘরটা ভাল নয় বোলে, গৃহিণীর সঙ্গে যুক্তি কোরে, উইলিয়ম ঘর বদলের বন্দোবস্ত করে;—ডবিণ পূর্ব্বে যে ঘরে বাসা নিয়েছিল, সেই ঘরেই আমি যাই; যে ঘরে আমার থাকবার কথা, ডবিণ সেই ঘরেই থাকে। গৃহিণী তাঁকে বোলেছিলেন, যে কদিন তিনি থাকবেন, ভাড়া লাগবে না, ডবিণ অত্যন্ত কৃপণস্বভাব, সুতরাং বিনা আপত্তিতে রাজী হয়েছিলেন। সেই ঘরেই তিনি শয়ন কোরেছিলেন। অকস্মাৎ রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় বিছানার উপর কে তাঁরে খুন কোরেছে!—গলাটা এপার ওপার কাটা!

ভয়ে আমি ত একেবারেই বাক্‌শূন্য। স্মিথসন মহাকাতর হয়ে, হায় হায় কোত্তে লাগলেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে হেনলী বোল্লেন, "ঘরের যেখানে যা আছে, কেহ যেন স্পর্শ করে না, কোন জিনিস কেহ যেন কোথাও সরায় না।"—পুলিস এসে অনুসন্ধান আরম্ভ কোল্লেন। সে রকম অনুসন্ধানে যেমন যেমন দস্তুর, সেই প্রকার অনুসন্ধান হলো, কেহই কিছু সন্ধান কোত্তে পাল্লেন না। ঘরের জিনিসপত্র যেখানকার যা, সমস্তই ঠিক আছে,—চোর প্রবেশ কোরেছিল, তেমন লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পেলে না। কেহ কেহ ভাবলেন, আত্মহত্যা, কিন্তু দুটী সুস্পষ্ট প্রমাণে সে অনুমানটা মূলেই দাঁড়ালো না। প্রথমতঃ যে অস্ত্রে কাটা, ঘরের ভিতর সে অস্ত্র নাই;—দ্বিতীয়তঃ ডাক্তার এসে পরীক্ষা কোরে, বোল্লেন, "অতদূর পর্য্যন্ত অস্ত্র বসিয়ে নিজের হাতে কেহ কখনো ওরূপে গলা কাটতে পারে না।"—ডাক্তার আরো বোল্লেন, "লক্ষণে বোধ হোচ্চে, লোকটী তখন বাঁ-পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছিল, হঠাৎ বোধ হয়, কোন শব্দ পেয়ে, পাশ ফিরে দেখতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই কেটে ফেলেছে। হয় ক্ষুর, না হয় ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার অন্য কোন অস্ত্রে কাটা। বিলম্ব হয় নাই;—যখনি কেটেছে, তখনি মোরেছে!"

পুলিসের লোকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান কোল্লেন, ঘরের অন্য কোন জায়গায় একটুও রক্তের দাগ নাই, শুদ্ধ কেবল বিছানার কাপড়েই রক্ত ছড়াছড়ি। হত্যাকারী সেই ঘরের ভিতর অস্ত্রখানা পুঁছেছে, কিম্বা রক্তমাখা হাত পুঁছেছে, তারও কোন চিহ্ন নাই।

অথচ এটাও প্রকাশ পেলে, বেরিয়ে যাবার আগেই হাত পুঁছে সাফ হয়ে গেছে ; কেন না, দরজার কপাটেও রক্তের দাগ নাই। ডবিণের পাজামার পকেটে সোণারূপার মুদ্রায় সাত আট পাউণ্ড রক্ষিত ছিল, ঠিক আছে। বুকের পকেটে পকেটবহী ছিল, তার ভিতর ব্যাঙ্কনোট ছিল, তাও যে কেহ চুরি করেছে, কোন লক্ষণে তেমন কিছুও বুঝা গেল না। কাগজপত্রগুলি যেমন যেমন সাজানো ছিল, ঠিক তেমনি বজায় আছে। বাস্তবিক ব্যাঙ্কনোট ছিল কি না, হোটেলের কেহই সে কথা ঠিক বোল্‌তে পাল্লে না। ব্যাঙ্কনোট যদি কেহ সোরিয়ে থাকে, বেমালুম সোরিয়েছে ;—ধর্‌বার উপায় নাই। ডাক্তার বোল্লেন, অনেক ক্ষণ মোরেছে। অনুমান হলো, রাত্রি দুই প্রহরের সময়েই খুন।

রাত্রে আমি যখন শুতে যাই, ডবিণ, হেন্‌লী, দুজন ভ্রমণকারী সওদাগর, আর নগরবাসী সেই সওদাগরটী তখন ভোজঘরে বোসে বোসে গল্প কোচ্ছিলেন। আমি উঠে যাবার পর ডবিণ শুতে গেলেন, নগরবাসী সওদাগর বিদায় হোলেন, হেন্‌লী এবং আর দুটী সওদাগর স্বস্ব গৃহে শয়ন কোত্তে গেলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় সদরদরজা বন্ধ হয়। সেই সময় গৃহিণী আর চাকরলোকজন শয়ন করে। হত্যাকারী তবে কে ? হোটেলেরই কেহ কি হবে ? অথবা বাহিরের কোন লোক আগে থাক্‌তে প্রবেশ কোরে, বাড়ীর ভিতর কোন জায়গায় লুকিয়ে ছিল, সকলে নিশুতি হোলে, সুযোগ বুঝে কাজ নিকাস কোরেছে, সেই কথাই সম্ভব ?—কোন্‌টা যে ঠিক, কেহই কিছু অনুমান কোত্তে পাল্লেন না। গুপ্তভাবে বাহিরের লোক এসেছিল, সেটাও নিতান্ত অসম্ভব বোধ হলো না। কেন না, বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের দরজাটা রাত্রিকালে বন্ধ থাকে, কিন্তু প্রভাতে সকলে দেখেছেন, শুদ্ধ কেবল ভেজানো ছিল, চাবী দেওয়া ছিল না। দরোয়ান সে দরজা বন্ধ কোত্তে ভুলেছিল কি না, পুলিস তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। দরোয়ান নিশ্চয় কোরে বোল্লে, শয়ন কর্‌বার আগে সে দরজায় সে চাবী দিয়েছিল, বিলক্ষণ স্মরণ আছে। তা ছাড়া, কোন লোক সে দিক দিয়ে পালিয়েছে, এমন কোন পায়ের দাগও নাই। বিশেষ অনুসন্ধানে পুলিস শেষকালে অবধারণ কোল্লেন, বাহিরের লোক নয়, নিশ্চয়ই হোটেলের কোন লোক। কিন্তু কে যে সেই লোক, কেহই কিছু অনুমান কোত্তে পাল্লেন না ;—কিছুই স্থির হলো না, কাহারো উপর সন্দেহ এলো না। সমস্তই গোলমাল, সমস্তই অনিশ্চিত।

খানিকরাত্রে হঠাৎ আমি জেগে উঠেছিলেম, উপরতালায় মানুষের পায়ের শব্দ পেয়েছিলেম, সে কথাটী আমি সেই সময় প্রকাশ কোল্লেম। যে ঘরে আমি শুয়েছিলেম, সেই ঘরের মাথার উপরেই ডবিণের ঘর। নীরব নিশীথসময়ে সেই জন্যই মানুষের পায়ের শব্দ আমার কাণে এসেছিল। এই সব কথা ভাব্‌লেম,—এই সব কথা বোল্লেম, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আমার বুকের ভিতর কেমন এক রকম আতঙ্ক আস্‌তে লাগ্‌লো। ভিতরে ভিতরে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। আমাকেই কি খুন কর্‌বার মৎলব ছিল ? উইলিয়ম যদি তত ব্যস্ত হয়ে ঘরবদল কোরে না দিত, দুরন্ত গুপ্তহন্তা আমাকেই হয় ত কেটে ফেল্‌তো ! বাস্তবিক তাই হয় ত তার মৎলব ছিল। জগদীশ্বর রক্ষা কোরেছেন !

একঘণ্টাকাল হোটেলের সমস্ত লোক মহাসংশয়ে বিহ্বল। হোটেলের বাহিরে বিস্তর লোক জমা হয়ে গেল। নগরের মেয়র আর দুজন শান্তিরক্ষক অবিলম্বে ঘটনাক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হোলেন। যাঁরা যাঁরা হোটেলে আছেন, কেহই এখন বেরিয়ে যেতে পার্‌বেন না, করোণারের তদারক যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ সকলকেই এখানে উপস্থিত থাক্‌তে হবে, মেয়র এইরূপ হুকুম দিলেন;—উচিতমত সম্ভ্রমে আমাকেও ঐরূপ অনুরোধ কোল্লেন। অবস্থাগতিকে কাজে কাজে আমিও উপস্থিত থাক্‌তে সম্মত হোলেম। মেয়র তখন সকলের নাম লিখে নিতে লাগ্‌লেন। সওদাগরী ঘরেই এই সকল কার্য্য। আমরা যখন নামঠিকানা বলি, তখন জান্‌তে পারা গেল, সকলেই উপস্থিত, কেবল মিষ্টার স্মিথ্‌সন অনুপস্থিত। স্মিথ্‌সন কোথায় গেলেন, অনুসন্ধান হোতে হোতেই হোটেলের একজন খানসামা এসে বোল্লে, "স্মিথ্‌সন এইমাত্র রেলওয়ে ষ্টেসনে গিয়েছেন, ভোরের গাড়ীতে ইয়র্ক থেকে তাঁর জিনিসপত্রগুলি এসে পৌঁছেছে, সেইগুলি আন্‌তে গিয়েছেন।"

মেয়র তখন অত্যন্ত রাগত হয়ে বোল্লেন, "এ সময় কাহাকেও হোটেল থেকে বাহিরে যেতে দেওয়া বড়ই অন্যায় কাজ হয়েছে।"—পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেন, "স্মিথ্‌সন আমার অনুমতি নিয়ে গিয়েছেন;—আমি একজন কনষ্টেবল সঙ্গে দিয়েছি।"—মেয়র তখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোল্লেন, "তা হোলে ঠিক কাজই হয়েছে;—ওটা আগে আমি বুঝ্‌তে পারি নাই।"

এই সব কাণ্ড হোচ্চে, এমন সময় স্মিথ্‌সন ফিরে এলেন। তাঁকে দেখেই মেয়র ভদ্রতা কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপ্‌নার নাম?"

"হেন্‌রী স্মিথ্‌সন।"

"কাজকর্ম্ম কি করেন?"

"কাজকর্ম্ম করি না, নিজের বিষয় আছে, তাতেই চলে।"

"আপ্‌নার বাসস্থান?"

"আমার বাসস্থান?—ওঃ! ষ্টাম্‌ফোর্ড ষ্ট্রীট, লণ্ডন। যখন বাড়ীতে থাকি, তখন ঐ ঠিকানা।"—এই উত্তর দিয়েই মিষ্টার স্মিথ্‌সন একটী বাড়ীর নম্বর পর্য্যন্ত বোল্লেন।

স্মিথ্‌সনকে যে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো, আর আর সকলকেও মেয়র ইত্যগ্রে ঐরকম প্রশ্ন কোরেছিলেন। নামধাম লেখা হবার পর, তিনি আবার সকলের দিকে চেয়ে, হাকিমী-স্বরে বোল্লেন, "রাত্রে তদারক হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদারক শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলকেই এখানে উপস্থিত থাক্‌তে হবে। লর্ড একলেষ্টন এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন; আমি বোধ করি, অপর কাহারো এ বিষয়ে কোন আপত্তি হবে না;—বোধ হয়, কেহ কোন কষ্টও বিবেচনা কোর্‌বেন না।"

"কষ্ট?"—বেশ গাম্ভীর্য্য দেখিয়ে, চকিতমাত্রেই স্মিথ্‌সন বোলে উঠ্‌লেন, "কষ্ট? ওঃ! কখনই না, কখনই না। এটা ত আমাদের কর্ত্তব্য কাজ;—আপ্‌নারা না বোল্লেও আমি নিজে ঐরূপ অনুরোধ কোত্তেম।"

পুলিশের লোকেরা তখন খানিকক্ষণের জন্য বেরিয়ে গেলেন। সওদাগরী ঘরেই আমি বোসে থাক্‌লেম। হেন্‌লী, স্মিথ্‌সন, আরো ছয় সাতজন ভদ্রলোক সেইখানেই উপস্থিত থাক্‌লেন। হেন্‌লীকে সম্বোধন কোরে স্মিথ্‌সন বোল্লেন, "আঃ! এতকষ্টের পর আমি আমার সব মালপত্র পেয়েছি। দেখ্‌লেন ত? কত কষ্টই আমাকে পেতে হলো!"

গম্ভীরবদনে তিরস্কার কোরে হেন্‌লী উত্তর কোল্লেন, "কেমন লোক আপনি? এত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার ঘোটেছে, এমন সময় আপনি কি না একটা তুচ্ছকথা নিয়ে আন্দোলন কোত্তে বোস্‌লেন!—কি রকম স্বভাব আপ্‌নার?"

এই সময় আমি সে ঘর থেকে উঠে এলেম;—নিজের শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম; আনাবেলকে একখানি চিঠী লিখ্‌লেম। যে হোটেলে আমি আছি, সেই হোটেলেই খুন, হঠাৎ খবরের কাগজে এই বিভ্রাটের কথা পাঠ কোরে, আনাবেল মহা উদ্বিগ্ন হবেন, তাই ভেবেই উপস্থিত ঘটনাসম্বন্ধে একখানি চিঠী লিখ্‌লেম;—যেমন যেমন ঘোটেছে, ঠিক ঠিক জানালেম। কোন কাজই ভাল লাগ্‌লো না। যে উপলক্ষে এ সহরে এসেছি, সে দিকে আর মনই গেল না। জমিদারী খরিদ কর্‌বার মৎলব, সে মৎলবটা তখনকার মত চাপা দিয়ে ফেল্লেম। যেরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত, সে সময় নিজের বিষয়কর্ম্মের দিকে মন দেওয়া নিতান্ত অহৃদয় স্বার্থপরের কাজ;—হোটেলের অপরাপর বন্ধুবান্ধবের কাছেও সে বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন কোত্তে ইচ্ছা হলো না;—নিজের শয়নঘরেই বোসে থাক্‌লেম। হোটেলের খানসামার মুখে যখন শুন্‌লেম, করোণার তদন্ত কোত্তে এসেছেন, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। সওদাগরী ঘরেই প্রবেশ কোল্লেম। গণনীয় লোকেরা সকলেই তখন সেখানে একত্র। তখনো পর্য্যন্ত তাঁরা সেই ভয়ানক ব্যাপারের তর্কবিতর্ক কোচ্চেন। যতক্ষণ আমি ছিলেম না, ততক্ষণও সেই ঘটনার আন্দোলন চোলেছে। চুপি চুপি আমি হেন্‌লীকে জিজ্ঞাসা বোল্লেম, "কোন নূতন সন্ধান প্রকাশ পেয়েছে কি?"—তিনি উত্তর কোল্লেন, "কিছুই প্রকাশ পায় নাই। নগরময় হুলুস্থুল, রাস্তায় লোকারণ্য। রাস্তার লোকেরা আতঙ্কে আতঙ্কে উর্দ্ধদৃষ্টিতে হোটেলের দেয়ালগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘরের ভিতর যাঁরা আছেন, তাঁরা সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই চিন্তাযুক্ত, সকলের চক্ষুই সকাতর উদাস। এমন অবস্থায় সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, সকলেই সেইরূপ চুপি চুপি কথা কোচ্চেন। স্মিথ্‌সনও সেই প্রকার সকাতর বিষণ্ণ।

হোটেলের কাফিঘরে করোণারের এজ্‌লাস বোসেছে। জুরীরা শপথ গ্রহণ কোরে সাক্ষীদের জবানবন্দী শ্রবণ কোচ্চেন;—এক এক কোরে সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হোচ্চে;—যে যেমন জানে, সে ব্যক্তি সেই রকম কথাই বোল্‌ছে;—আসল কথা কিছুতেই প্রকাশ পাচ্চে না;—কাহারও প্রতি সন্দেহ দাঁড়াচ্চে না;—আমি ত কাহারো উপর সন্দেহ আন্‌তে পাচ্চি না। এক একবার মনে হোচ্ছিল, হোটেলের চাকরদের ভিতর কেহ হয় ত সেই ভয়ানক কাজ কোরে থাক্‌বে, কিন্তু নির্দ্দোষী লোকের উপর, অনুমানে দোষারোপ করা বড়ই কষ্টের কারণ, তাই ভেবে অন্তরে অন্তরে বেদনা অনুভব কোচ্চি।

বাস্তবিক আমি কিছুই জানি না, আমাকে জবানবন্দী দিতে হলো না। হেনলী জবানবন্দী দিলেন। কেন না, তিন চারদিন তিনি ঐ হোটেলে রয়েছেন, ডবিণও তিন চারদিন ছিলেন। ডবিণের চালচলনসম্বন্ধে অনেকগুলি কথা করোণার তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, হেনলী উত্তর দিলেন, ডবিণের সঙ্গে বেশীক্ষণ দেখাসাক্ষাৎ হতো না, ডবিণ কেবল বাহিরে বাহিরেই কলকারখানা দেখে বেড়াতেন,—কারবারের সুবিধা দেখতেন, হোটেলে বেশীক্ষণ থাকতেন না। তবে দুই একবার তিনি পকেটবহী দেখেছিলেন, তাতে ব্যাঙ্কনোট ছিল কি না, হেনলী সেটী ঠিক জানেন না। অন্য কোন লোক হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তেও আসে নাই। গত রাত্রে কেহ আস্‌বে, শুতে যাবার আগে ডবিণ সে কথা কিছুই বোলে যান নাই।

এতক্ষণ আমি কাফিঘরে যাই নাই। হেনলী যখন জবানবন্দী দিয়ে ফিরে এলেন, তখন তাঁরই মুখে ঐ সব কথা শুনলেম। আরো শুনলেম, আমার চাকরের জবানবন্দী লওয়া হবে। অভিপ্রায়টা কি, বুঝ্‌তেই পাল্লেম। তখন আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাফিঘরে প্রবেশ কোল্লেম। করোণারের সম্মুখে উইলিয়ম উপস্থিত হলো। করোণার তাকে ঘরবদলের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। প্রশ্নটা শুনেই আমার অন্তরে কিছু ব্যথা লাগ্‌লো। কেন না, ঘরবদলের গোড়াই হোচ্চে উইলিয়ম;—সেই জন্যই হয় ত তার উপর করোণারের কোন সন্দেহ হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু উইলিয়ম এমনি সরলভাবে জবানবন্দী দিলে, তাতে এককালে সমস্ত সন্দেহই উড়ে গেল। হোটেলের কর্ত্রীও উইলিয়মের কথার পোষকতা কোল্লেন। বেশীকথা কি, ডবিণ যে বাস্তবিক কে, উইলিয়ম সে পরিচয় কিছুই জান্‌তো না।

উইলিয়মের জবানবন্দীর পর, করোণার যখন জুরীদের অভিপ্রায় জান্‌বার উপক্রম কোচ্চেন, সেই সময় একজন রেলওয়ে চাপরাসী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরে, করোণারের হাতে একখানা পত্র দিলে। পত্রখানি খুলে করোণার পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। সাগ্রহনয়নে সকলেই সেই সময় করোণারের মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেন। পত্রখানি পাঠ কোরে, করোণার সেইখানি পুলিসসুপারিন্টেণ্ডের হাতে দিলেন। তিনিও পাঠ কোল্লেন। পাঠান্তে করোণারের কাণে কাণে চুপি চুপি কি কথা বোলে, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"খানিকক্ষণের জন্য তদন্তকার্য্য মুলতুবী থাক্‌লো। কেন থাক্‌লো, একটু পরেই তা আপনারা জান্‌তে পার্‌বেন।"

করোণারের মুখে এই কথা শুনে, দর্শকলোকেরা মহা উৎসুকে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে থাক্‌লেন। পোনেরো মিনিট পরে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ফিরে এলেন;—আবার চুপি চুপি করোণারকে কি বোল্লেন। মেয়রও সেই সময় উপস্থিত হোলেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁর কাণে কাণেও কি গুটীকতক কথা বোলে, আবার তখনি বেরিয়ে গেলেন। সকলের চিত্তই মহাসংশয়ে সমাকুল। ক্ষণকাল পরেই স্মিথসনকে সঙ্গে কোরে, পুলিসসুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পুনর্ব্বার সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। স্মিথসনের মুখখানা তখন মরার মত শাদা হয়ে

গেছে। হঠাৎ চাম্‌কে উঠে, মনে মনে আমি বোল্লেম, "তাই ত!—এর মুখ এমন কেন? এই লোকটার উপরেই কি সন্দেহ দাঁড়িয়েছে?"

তখনো স্মিথ্‌সন আসামী নয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তার হাতখানাও ধরেন নাই। সমস্ত লোক স্তম্ভিত! অপরাপর সাক্ষীরা যেখানে দাঁড়িয়ে জবানবন্দী দিয়েছিল, স্মিথ্‌সনকে সেইখানে দাঁড় করানো হলো। স্মিথ্‌সন তখন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে, ঘন ঘন মুখের কাছে রুমাল নাড়্‌তে লাগ্‌লো। চক্ষে ঢাকা নীল চস্‌মা। ঠোঁট দুখানা ঘন ঘন কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। করোণার তার নাম—ধাম—বিষয়কর্ম্ম জিজ্ঞাসা কোল্লেন। মেয়রের কাছে যেমন যেমন জবাব দিয়েছিল, স্মিথ্‌সন এখানেও সেইরূপ জবাব দিলে। আড়ে আড়ে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, স্মিথ্‌সন কুটিলনয়নে বারবার আমার দিকে কটাক্ষপাত কোচ্চে। চস্‌মাঢাকা চক্ষু, চাউনির ভাবটা আমি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পাল্লেম না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন তাকে কাফিঘরে আনেন, হেন্‌লী আর অন্যান্য সওদাগরেরা সেই সময় সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে, হেন্‌লী চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কিছু কি ধরা পোড়েছে মি লড?"—আমি উত্তর কোল্লেম, "বোধ হয় একটু একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কি যে কি, তা আমি এখনো ঠিক কোত্তে পাচ্ছি না।"

রেলওয়ে চাপরাসী জবানবন্দী দিতে দাঁড়ালো;—হলফ কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এই মিষ্টার স্মিথ্‌সন জিনিসপত্র তল্লাস কোত্তে অনেকবার ষ্টেসনে গিয়েছিলেন। জিনিসের জন্য টেলিগ্রাফ করা হয়েছিল। আজ ভোরে ইয়র্ক থেকে জিনিসগুলো এসে পৌঁছেছে। একটা তোরঙ্গ—একটা কার্পেট ব্যাগ, আর একটা চাম্‌ড়ার বাক্স। তোরঙ্গের উপরে টিকিট মারা ছিল, সেখানা উঠে গেছে। একগাছা দড়ী দিয়ে তোরঙ্গটা বাঁধা ছিল, কোন গতিকে সেই দড়ীগাছাটা আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল। দড়ী ধোরে তোরঙ্গটা আমি তুল্‌ছিলেম, দড়ীগাছটা খোসে গেল, তোরঙ্গটা পোড়ে গেল, চাবীতালা ভেঙে গেল, ডালাও খুলে পোড়্‌লো। ভিতরের কোন জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে কি না, হেঁট হয়ে তাই আমি দেখ্‌ছি, জিনিস দেখেই ধাঁদা লাগ্‌লো;—এককালেই চক্ষুস্থির! দরকার কি আমার, কোন বদ্‌মৎলবে তোরঙ্গটা আমি ভেঙে ফেলেছি, পাছে কেহ এমন কথা ভাবে, সেই ভয়ে তখনি আবার সেই দড়ী দিয়ে তোরঙ্গটা বেঁধে ফেল্লেম, ষ্টেসনের জনপ্রাণীকেও সে কথা কিছু বোল্লেম না। মালপত্র বুঝে লবার জন্য স্মিথ্‌সনকে হোটেল থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। সকাল থেকে সেই কথাটাই আমি ভাব্‌ছি। সর্ব্বক্ষণ মনে কেমন খট্‌কা জন্মাতে লাগ্‌লো। অবশেষে ষ্টেসনমাষ্টারকে সমস্ত কথা খুলে বোল্লেম। একখানা পুস্তকে তিনি সেই সব কথা লিখে নিলেন। তার একপ্রস্থ নকল আমার হাতে দিয়ে, এইখানে এসে খবর দিতে বোল্লেন। সেই নকলখানা আমি হুজুরে দাখিল কোরেছি।"

রেলওয়ে চপ্‌রাসী সোরে দাঁড়ালো, পুলিসসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অগ্রসর হোলেন। তিনি জবানবন্দী দিলেন, "চিঠীখানীতে যে যে কথা লেখা আছে, তাই দেখে আমি উপরঘরে যাই। মিষ্টার স্মিথ্‌সন এই হোটেলের উপরতালায় যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে প্রবেশ করি,

মালামাল তদন্ত করি। তোরঙ্গে কেবল কতকগুলো রাবিস পোরা;—শুক্‌নো ঘাস,—পচা নেকড়া এবং খানকতক কাঠের চ্যালা। ঐ সব রাবিস পুরে তোরঙ্গটা ভারী কোরেছে। কার্পেটব্যাগে খানকতক ছেঁড়া কাপড়। চাম্‌ড়ার বাক্সটা একেবারেই খালি। তার ভিতর ভালমন্দ জিনিসপত্র কিছুই নাই।"

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের জবান্‌বন্দী শুনে, সমস্ত লোক এককালে চোম্‌কে উঠ্‌লো। স্মিথসন অত্যন্ত অস্থির হয়ে, মাথা হেঁট কোরে, কম্পিতহস্তে ঘন ঘন রুমাল নেড়ে বাতাস খেতে লাগ্‌লো। করোণার তাকে বোল্লেন, "যদি তোমার কিছু বল্‌বার ইচ্ছা থাকে, আমার কাছে বোল্‌তে পার। আমি জোর কোরে তোমাকে কোন কথা বলাতে চাই না, কিন্তু যে সব কথা তুমি বোল্‌বে, সমস্তই আমি লিখে রাখ্‌বো;—অবস্থা যেমন যেমন দাঁড়াবে, সেই সেই স্থলে প্রমাণস্বরূপ গণ্য হবে।"

স্মিথসন উত্তর কোল্লে, "আমার কিছুই বল্‌বার নাই;—কোন রকমের কোন কথা কিছুই আমি বোল্‌তে চাই না।"

দুজন কনেষ্টবলকে চুপি চুপি কি হুকুম দিয়ে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কনেষ্টবলেরা দরজা আগ্‌লে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। আমি তখন নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, স্মিথসন এখন কয়েদ। করোণার তখন মেয়রের সঙ্গে চুপি চুপি কি পরামর্শ কোল্লেন। তদন্তকার্য্য আবার মুলতুবী। বিশ মিনিট অতীত। স্মিথসন ক্রমশই অস্থির। বিশ মিনিট পরে পূর্ব্বকথিত ডাক্তারকে সঙ্গে কোরে পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পুনর্ব্বার তদন্তগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। ডাক্তার ইতিপূর্ব্বে জবানবন্দী দিয়ে গিয়েছেন;—বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আবার ডাক্ হলো। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সরাসর স্মিথসনের সমীপবর্ত্তী হয়ে, তার কাঁধের উপর হাত রেখে, গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "উপস্থিত খুনের ব্যাপারে তোমার উপর সোবে হওয়ায় আমি তোমাকে গ্রেপ্তার কোল্লেম।"

স্মিথসন হাঁপাতে লাগ্‌লো;—দম্ বন্ধ হয় হয়, এম্‌নি গতিক;—কেঁপে কেঁপে একখানা চেয়ারের উপর বোসে পোড়্‌লো। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বন্দীর ঘরটা আমি আরো ভাল কোরে তল্লাস কোরেছি;—এখনি একখানা জিনিস পেয়েছি, তাই দেখেই আমি এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কোল্লেম;—এই দেখুন!"

এই কথা বোলেই তিনি একখানা কাগজ জড়ানো মোড়ককরা ক্ষুর করোণারের হাতে দিলেন। ক্ষুরখানা দেখেই সমস্ত লোকের বুক কেঁপে উঠ্‌লো। ডাক্তার আবার জবানবন্দী দিলেন, "ক্ষুরের বাঁটের ভিতর ঠাঁই ঠাঁই মনুষ্যরক্তের দাগ। টাট্‌কা রক্ত। ক্ষুরের ধারটা তুব্‌ড়ে তুব্‌ড়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। কোন শক্ত জিনিস্ কাট্‌লে যে রকম হয়, সেই রকম। নিঃসন্দেহই মানুষের গলার হাড়কাটা নিদান।"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বোল্লেন, "বন্দীর ঘরের চিম্‌নীর মাথার উপর ক্ষুরখানা পাওয়া গেছে। ঝুলকালি লেগেছিল, পরিষ্কার কোরেছেন, তার পর ডাক্তারকে দেখিয়েছেন, ডাক্তার বোলেছেন, মানুষের রক্ত,—একটু একটু রেখা;—হঠাৎ দেখ্‌লে এমনও মনে হোতে পারে,

ক্ষৌরী কর্‌বার সময় মানুষের দাড়ী কেটে ঐ রক্তের দাগ লেগে থাক্‌বে; কিন্তু ক্ষৌরী কর্‌বার পর ভাল কোরে পুঁছে পরিষ্কার না কোরে, কেহই ক্ষুর মুড়ে রাখে না, এটা সকলেই জানেন। গ্রেপ্তারী আসামীকে একটা পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে, গায়ের কাপড় খুলে, ভাল কোরে দেখবার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তখন করোণারের অনুমতি চাইলেন। করোণার তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। কনেষ্টবলেরা স্মিথ্‌সনকে অন্য ঘরে নিয়ে গেল। এই অবকাশে প্রায় পোনেরো মিনিটকাল করোণার আর মেয়র উভয়েই আমার সঙ্গে আর হেন্‌লীর সঙ্গে উপস্থিতব্যাপারের কথোপকথন কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁদের মুখে শুন্‌লেম, স্মিথ্‌সন বাস্তবিক লণ্ডনের ষ্টামফোর্ড ষ্ট্রীটে বাস করে কি না, তথ্য জান্‌বার জন্য লণ্ডনে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে। কনেষ্টবলেরা যখন আবার স্মিথ্‌সনকে তদন্তগৃহে নিয়ে এলো, স্মিথ্‌সন যেন তখন মহা আতঙ্কে আধ-মরা। অভিনব নিদর্শনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল ;—কনেষ্টবলেরাও খুসী খুসী। স্মিথ্‌সনের গায়ের কাপড় খুলে পরীক্ষা করা হয়েছে। আগে সে কিছুতেই খুল্‌তে চায় না, জোর কোরে খোলা হয়েছিল। গায়ে ছিল দুটো কামিজ। উপরের কামিজটা বেশ পরিষ্কার, আন্‌কোরা নূতন। গতরাত্রে সে আপনা হোতেই বোলেছিল, নূতন কামিজ কিনে এনেছে। নীচের কামিজটা আগাগোড়া রক্তমাখা। কেবল রক্তমাখা হাত পুঁছেছে, তারই দাগ, এমন নয়, খুন কর্‌বার সময় সেই অভাগার গলার রক্ত ছিট্‌কে ছিট্‌কে লেগেছে। পাজামার পকেটে প্রায় ৯০ পাউণ্ডের ব্যাঙ্কনোট পাওয়া গেছে। টাকা রাখ্‌বার বুগ্‌লীতে কেবল গোটাকতক শিলিংমাত্র।

পুলিসসুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সে বারে এই প্রকার জবানবন্দী দিলেন। মোকদ্দমাটা অনেক দূর পেকে উঠ্‌লো। স্মিথসনের কিছু জেরা কর্‌বার আছে কি না, করোণার তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। স্মিথ্‌সন কথা কইলে না।

হোটেলের কর্ত্রী নিজের ইচ্ছায় কতকগুলি কথা বোল্‌তে চাইলেন, তাঁকেও তদন্তগৃহে আহ্বান করা হলো। তাঁর নিজের কার্‌বারগৃহে এতবড় ভয়ানক ব্যাপার, স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। করোণারের কাছে তিনি জবানবন্দী দিলেন, গতরাত্রে যখন ঘরবদলের কথা হয় নাই, আসামী স্মিথ্‌সন সেই সময় যেন খোস্‌গল্প কর্‌বার অভিপ্রায়েই গৃহিণীর কাছে উপস্থিত হয়। যে যে কথা বলে, তিনি এখন সেইগুলিই প্রকাশ কোল্লেন। স্মিথ্‌সন জিজ্ঞাসা কোরেছিল, "তোমার হোটেলে না কি লর্ড একলেষ্টন এসেছেন? ঘর পাবে কোথা? কোন্ ঘরে তুমি রাখ্‌বে তাকে?"—কর্ত্রী বোলেছিলেন, কেবল একটী ঘর খালি, সেই ঘরেই তাঁকে রাখ্‌বেন, ঘরের নম্বরটীও তিনি স্মিথ্‌সনকে বোলেছিলেন। ঐ পর্য্যন্ত। তার পর স্মিথ্‌সন অন্যকথা পেড়েছিল।

হোটেলকর্ত্রীর এই কথাগুলি শুনে, আমার পূর্ব্বসংশয়টা সাব্যস্ত হয়ে দাঁড়ালো। আমাকেই সে খুন কোত্তো। পকেটবহি খুলে যখন আমি সেই গরিবপরিবারের জন্য চাঁদা দিই, অনেকগুলি ব্যাঙ্কনোট তার চক্ষে পোড়েছিল। লোভ সাম্‌লাতে পারে নাই, আমাকে খুন কোরে সেইগুলি চুরি কোরবে, মনে মনে সেই সঙ্কল্পই সে কোরেছিল।

করোণারের তদন্ত শেষ। অবস্থাগত সমস্ত প্রমাণে বিশেষতঃ গায়ের কামিজে রক্ত মাখা দেখে, বন্দীর অপরাধ সাব্যস্তের আভাস দিয়ে, করোণার তখন জুরীগণের অভিপ্রায় চাইলেন। কিছুমাত্র চিন্তা না কোরেই, জুরীরা তৎক্ষণাৎ অভিপ্রায় দিলেন, "জ্ঞানকৃত নরহত্যা ;—স্মিথ্সন সম্পূর্ণ অপরাধী।"—পুলিসকনেষ্টবলেরা তৎক্ষণাৎ নরহন্তা স্মিথ্সনকে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল্লে,—ধাক্কা দিতে দিতে জেলখানায় নিয়ে চোল্লো।

পরদিন মেয়রের কাছে বিচার। আমি আর সেদিন বিচার দেখ্তে গেলেম না। যতদূর দেখ্বার, চূড়ান্ত দেখেছি। লোকের মুখে শুন্লেম, সেদিন নূতন নূতন প্রমাণ উপস্থিত। খুনী আসামী স্মিথ্সন বোলেছিল, লণ্ডনের ষ্টাম্ফোর্ড ষ্ট্রীটে তার বাড়ী, বাড়ীর নম্বরও বোলেছিল, বাস্তবিক সেই কথা সত্য কি না, জান্বার জন্য টেলিগ্রাফ করা হয়েছিল, উত্তর এসেছে, স্মিথ্সন নামে কোন লোক সে বাড়ীতে থাকে না ;—মিথ্যা ঠিকানা, মিথ্যা নাম। আরও এদিকে স্মিথ্সনের পাজামার পকেট থেকে যে কখানা ব্যাঙ্কনোট্ বেরিয়েছিল, সে সব নোট সেই হতভাগ্য ডবিণের। ডবিণ যে দিন ঐ হোটেলে এসে উপস্থিত হন, তার পরদিন সেইখানকার ব্যাঙ্কেই মোহর বদ্লাই কোরে, সেই নোটগুলি তিনি এনেছিলেন। এই দুই প্রমাণ ছাড়া আরো একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। করোণারের তদন্তে আসামী যে দিন গ্রেপ্তার হয়, সেইদিনেই তার চেহারা লিখে লণ্ডনপুলিসে স্পেশেল ট্রেণে লোক পাঠানো হয়েছিল। সেই লোকটীর সঙ্গে লণ্ডনপুলিসের বো-ষ্ট্রীট থানার একজন ডিটেক্টিব ইন্স্পেক্টর এখানে এসে পৌছেছে। হুলিয়া দেখে লণ্ডনপুলিসে মহাসংশয় উপস্থিত হয়, যথার্থ নিরূপণ কর্বার অভিপ্রায়ে ঐ ডিটেক্টিবের আগমন। মেয়রের এজ্লাস উঠে উঠে, এমন সময় ডিটেক্টিব এসে উপস্থিত হয়। ডিটেক্টিব এসেই মেয়রকে সেলাম দিবার অগ্রেই, কট্মট্ চক্ষে আসামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ডিটেক্টিবের পরিচয় পেয়ে, মেয়র তাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি এই আসামীকে চেনো ?"

ডিটেক্টিব তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লে, "হাঁ হুজুর !—খুব চিনি !—বহুরূপী সেজে রয়েছে, আমি তবু দেখ্বামাত্র চিন্তে পেরেছি ! বিখ্যাত বদ্মাস ! লণ্ডনে এ লোকটা সব্চিন্। জেলায় জেলায় নানাস্থানেও বিস্তর বদ্মাইসী কোরেছে। খুনীটার যথার্থ নাম স্মিথসন নয়,—এর প্রকৃত নাম টমাস টাডী।"

কি সর্ব্বনাশ !—টমাস্ টাড্ডী ! উঃ ! পাঠকমহাশয় স্মরণ কোর্বেন, এই খুনী আসামী জাল স্মিথসনটা সেই দয়াময় দেল্মরমহোদয়ের গুপ্তহন্তা, কালান্তক দস্যু টমাস টাডী !—আমার অভাগা পিতার কুমন্ত্রণায়—পাপাত্মা লানোভারের সঙ্গে যোগে—দুজনে মিলে—দেল্মরপ্রাসাদে নিদ্রিত দেল্মরের গলা কেটেছিল ! উঃ ! ছেলেবেলা এই টাডীর বাসাবাড়ীতে দিনকতক আমি পেটের দায়ে চাকরীর উমেদারী কোরেছিলেম। উঃ ! এতক্ষণ আমি এটাকে চিন্তে পারি নাই !—কেমন কোরেই বা চিন্বো ?—নাম বোদ্লেছে, বেশ বোদ্লেছে, ভোল্ ফিরিয়েছে, সকল লোকের চক্ষে ধূলা দিবার মৎলবে সকল পরিচয়টাই ভাঁড়িয়েছে !

তা ছাড়া, তখন গোঁফদাড়ী ছিল, মাথার চুলগুলো কটা কটা ছিল, বয়সও কম ছিল, এখন সে সব লক্ষণ কিছুই নাই। উপরপাটীর সব দাঁতগুলো পোড়ে গিয়েছে, দুটো চক্ষুর সমস্ত পাতা ঝোরে গিয়েছে;—গোঁফদাড়ী কামিয়ে ফেলেছে,—কলপ দিয়ে চুলগুলোকে মিশ্‌মিশে কালো কোরেছে, ভুরুতেও কলপ দিয়েছে, ফোগ্‌লা হয়েছে বোলে কথাগুলাও কেমন একরকম জড়ানো জড়ানো হয়েছে, অনেক দিনের দেখা, চেন্‌বার উপায় কিছুই নাই। এখন আমি অবধারণ কোল্লেম, হোটেলের ভিতর প্রথম দেখে অবধি টাডি আমাকে নিশ্চয়ই চিন্‌তে পেরেছিল। ঘরের কোণের দিকে সোরে সোরে গিয়ে, অন্ধকারে বোসেছিল; কণ্ঠস্বরেও যদি কিছু বুঝ্‌তে পারি, দন্তহীনে জড়ানস্বর হোলেও তবু মুখ টিপে টিপে বিকৃতস্বরে কথা কোয়েছিল, কিছুতেই ঠিক চেন্‌বার উপায় ছিল না। আরও এক কথা। শিশুকালে লণ্ডনে যখন আমি তাকে প্রথম দেখি, তখন ত্রিশ বৎসর বয়স অনুমান কোরেছিলেম, সে অনুমান আমার ঠিক নয়। তা হোলে এত অল্পদিনে, এত বুড়ো হবে কেন? পূর্ব্বেই বোলেছি, এখন যাট বৎসর বয়স অনুমান কোল্লেও অন্যায় অনুমান হয় না। এ হিসাবে তখন অবশ্যই বেশী বয়স ছিল। সকল দিকে এত পরিবর্ত্তন! কেমন কোরেই বা চিন্‌তে পারি?—তবু—পাঠকমহাশয় দেখেছেন,—তবু আমি প্রথম দেখে, সহসাই একটু একটু এঁচেছিলেম, এ মূর্ত্তি কোথায় যেন পূর্ব্বে দেখেছি। ডিটেক্‌টিবের মুখে পরিচয় শুনে, এখন সমস্ত সংশয় বিভঞ্জন। উঃ! রাত্রের ভিতর খুন কোরে, সকালবেলা সওদাগরী ঘরে সাধু সেজে বোসে ছিল!—কি পাপ!—কি ঘৃণা!—কি অধর্ম্মের ভোগ! এই পাপিষ্ঠ অধমটার সঙ্গে আমি একঘরে কতক্ষণ একসঙ্গে বোসেছিলেম!—সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো। উঃ! এই জন্য সে দিন রাত্রি একটার সময় হঠাৎ ঝাঁ কোরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। ভেবেছিলেম, কুস্বপ্ন দেখেছি। ওঃ! তাই বটে!—ঈশ্বরের খেলার এমনি একটী বিচিত্র মহিমা আছে, জানাশুনার ভিতর কোথাও কাহারও কোন বিপদ ঘোট্‌লে, অকস্মাৎ কোন কোন মানুষের অন্তরাত্মা তখনি তখনি যেন সেটা জান্‌তে পারে। যে ঘরে আমি শুয়ে আছি, তারই নীচের ঘরে মানুষ খুন হোচ্চে, বিজন অন্ধকার রাত্রে আমার ঘুমের ঘোরে, আমার অন্তরাত্মা সেটী জান্‌তে পেরেছিলেন। সেই জন্যই প্রাণটা আমার চোম্‌কে চোম্‌কে উঠেছিল। ঘুমের ঘোরে সেই তত্ত্বই আমার দুঃস্বপ্ন।

খুনী আসামী দায়রা সোপর্দ্দ হলো। দায়রার বিচারে ফাঁসীর হুকুম। সে পাপের বাতাস আর আমার গায়ে না লাগে, ফাঁসীর দিন পর্য্যন্ত আর আমায় সে জায়গায় থাক্‌তে না হয়, সেই দায় এড়াবার অভিলাষে তাড়াতাড়ি লণ্ডনে চোলে এলেম। শেষকালে খবরের কাগজে পাঠ কোরে সমস্ত ফলাফল জান্‌তে পেরেছি। সেসন আদালতে দুরাত্মার যে দিন ফাঁসীর হুকুম হয়, হুকুম শুনেই, সেই দিন সেইস্থলে হতভাগাটা অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিল; অজ্ঞান অবস্থাতেই চাপ্‌রাসীরা তাকে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে জেলখানায় চালান কোরেছিল। জেলখানায় গিয়ে জ্ঞান হয়। ফাঁসীর আগে পাদ্‌রী গিয়ে, জেলখানার ভিতর ফাঁসীর আসামীদের ধর্ম্মমন্ত্র শ্রবণ করান্। টাডীর চরমকালে চরমমন্ত্র প্রদান কোত্তে পাদ্‌রী

গিয়েছিলেন। পাপীষ্ঠ নরহন্তা সেই পাদ্‌রীর কাছে সমস্ত অপরাধ কবুল কোরেছে। ভবিণকে খুন করা তার মৎলব ছিল না, আমাকেই খুন কর্‌বার তার আসল মৎলব ; ঘর বদল হওয়াতে আমার জীবন রক্ষা হয়েছে, এ কথাও সে কবুল কোরেছে ;—কুমন্ত্রণা পেয়ে, পূর্ব্বে দেল্‌মর্ধকে খুন কোরেছিল, নিজ মুখে সে কথাও সে দিন স্বীকার কোরেছে। দেল্‌মরকে খুন কোরেছে কে, আনাবেল সে কথা শুনেন নাই, আমার মাসী এদিথাও শুনেন নাই, তাঁর স্বামীও জান্‌তেন না, অকস্মাৎ খবরের কাগজে সেই কথাটা দেখ্‌লে তাঁদের প্রাণে বেশী আঘাত লাগ্‌বে, তাই ভেবে, সে সময় আমি একটু সাবধান হয়েছিলেন। হত্যাকারীর একরারের ঐ অংশটুকু যাতে শীঘ্র প্রচার না হয়, জেলখানায় লোক পাঠিয়ে, আগে থাক্‌তে সেই একরারের সংবাদটী জেনে, সহরের সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদককে আপাততঃ সেইটুকু চেপে রাখ্‌বার অনুরোধ কোল্লেম। আমি নিজে অপরাপর কথা প্রসঙ্গে নরম কথায় সান্ত্বনাবাক্যে এদিথাকে, হাউয়ার্ডকে, আর আনাবেলকে সেই নির্ঘাত কথাটা বোল্লেম। সুশীলা পিতৃবৎসলা এদিথা সেই নির্ঘাত সংবাদে সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতির উৎপীড়নে যেন হতচেতন হয়ে পোড়্‌লেন ;—ঘন ঘন কেঁপে কেঁপে চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন। অনেক প্রকার প্রবোধ দিয়ে, আমি তাঁরে শান্ত কোল্লেম।

ফাঁসীকাষ্ঠে হত্যাকারী পাপাত্মার পাপজীবনের অবসান। সংবাদপত্রে পাঠ কোল্লেম, ফাঁসীকাষ্ঠে তোল্‌বার আগে হতভাগাটা এককালে অসাড়—অস্পন্দ—সংজ্ঞাশূন্য হয়েছিল। অনেকেই মনে কোল্লেন, মরা মানুষকে ফাঁসী দেওয়া।

খুনী আসামীর ফাঁসী হলো,—সংসারের একজন দুর্জ্জন পাষণ্ড পিশাচ পৃথিবী থেকে বিদায় হলো,—এটা ত এক পক্ষে মঙ্গলেরই কথা ;—গুপ্তহন্তার হাতে আমার প্রাণ যেতো, জগদীশ রক্ষা কোল্লেন, পরম মঙ্গল, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠ্‌লো। টাভীর মরণে আমার হতভাগ্য পিতার সমস্ত পাপাচরণ আমার মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, বাড়ীঘর তখন ভাল লাগ্‌লো না, লণ্ডনে থাক্‌তে তখন আমার ইচ্ছাই হলো না, প্রিয়তমা আনাবেলকে সহচারিণী কোরে, আবার আমি বিদেশভ্রমণে যাত্রা কোল্লেম।

প্রথমে ফ্রান্স। ফ্রান্সের রাজধানীতে সেবারে আর বেশী দিন থাক্‌লেম না ; প্রদেশীর ছোট ছোট নগর, ভাল ভাল বাণিজ্যস্থান পরিদর্শন কোরে, ইটালীতে উপস্থিত হোলেম। ফ্লোরেন্সনগরে বন্ধুবর কাউন্ট লিবর্ণোর বাটীতেই কিছু দিন বাস কর্‌বার ইচ্ছা ;—সেই সুখময় নিকেতনেই অবস্থান কোত্তে লাগলেম।

একদিন আমি আর কাউন্ট লিবর্ণো অশ্বারোহণে আর্ণোনদীকূলে পরম রমণীয় কুঞ্জপথে পরিভ্রমণ কোচ্ছি, সম্মুখে দেখি, একখানি পরম সুন্দর সুসজ্জিত শকট দ্রুতবেগে সেই দিকে আস্‌ছে। গাড়ীর দরজা খোলা। গাড়ীর ভিতর একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর একটী পরম সুন্দরী কামিনী। কামিনীটীর বয়ঃক্রম অনুমান পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর। কোচমান, ফুটমান, আর দুজন সওয়ার, সকলেরই খুব জম্‌কালো উর্দ্দী পরা। গাড়ীখানির দিকে সকলেরই চেয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে ;—সহসা আমাদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হলো। কামিনীটী

পরমা সুন্দরী। যেমন গড়ন, তেমনি রূপ, তেমনি সজ্জা, সমস্তই চমৎকার। গায়ের রং দেখে, আর কৃষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু দুটী দেখে, অনুমান কোল্লেম, ইটালীতেই নিবাস। ভ্রূযুগলে আর অধরোষ্ঠে কিছু মর্দ্দানা ধরণ প্রকাশ পায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বড়দরের লোক;—চেহারাতে বীরমর্য্যাদা বিরাজমান;—সম্ভ্রমগৌরবে বিলক্ষণ গম্ভীর চেহারা। বক্ষঃস্থলে একটী ফিতে বাঁধা পদক;—তস্কানীর মিলিটারী পদের গৌরবচিহ্ন।

আমি আর কাউণ্ট লিবর্ণো নিকটেই ভ্রমণ কোচ্চি। আমাদের দেখেই তৎক্ষণাৎ সেই বৃদ্ধটী গাড়ী থামাতে হুকুম দিলেন। গাড়ীখানি দাঁড়ালো। আমরা সমীপবর্ত্তী হোলেম। কাউণ্ট লিবর্ণো কিয়ৎক্ষণ তাঁদের সঙ্গে দুটী চারটী কথা কোয়ে, আমাকে তাঁদের কাছে পরিচিত কোরে দিলেন। বৃদ্ধটী একজন মার্কুইস্। যুবতীটী তাঁর কন্যা। বৃদ্ধের পদোচিত পরিচয় মার্কুইস্ ফেলিয়ারী। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে তাঁরা পিতাপুত্রী উভয়েই পরম আনন্দিত হোলেন। মার্কুইসকুমারী মহাকৌতূহলে আমার আনাবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কোল্লেন;—আমার অনুমতি চাইলেন। সহর্ষেই আমি সম্মত হোলেম। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর, গাড়ীখানি চোলে গেল, আমরাও পূর্ব্ববৎ অশ্বারোহণে ভ্রমণ কোত্তে লাগ্‌লেম।

গাড়ী যখন আমাদের চক্ষের অন্তর হয়ে গেল, সেই সময় কাউণ্ট লিবর্ণো আমায় বোল্লেন, "রোজ রোজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো মনে করি, কাজের সময় ভুলে যাই;—ঐ কামিনীটীকে দেখে, সেই কথাটী এখন মনে পোড়্‌লো। তোমাদের দেশের একজন বড়লোক ঐ কামিনীকে বিবাহ কোত্তে চান্। সেই বড়লোকটীর নাম সার উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড। তাঁকে কি তুমি জান?"

"সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড?—এ নাম ত কস্মিন্‌কালেও আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই।" লিবর্ণোর প্রশ্নে সচকিতে এই উত্তর দিয়ে, মনে মনে অনেকক্ষণ স্মরণ কোল্লেম, কিছুতেই সে নামটা মনে কোত্তে পাল্লেম না।

কাউণ্ট লিবর্ণো বোল্লেন, "আচ্ছা, চিন্‌তে পার আর না পার, তিনি একজন বড়লোক; মার্কুইস্ ফেলিয়ারির কন্যাকে তিনি বিবাহ কোত্তে চান। মার্কুইস ফেলিয়ারি যদিও বীর-পুরুষ, যদিও সেনাপতির পদমর্য্যাদা ধারণ করেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় কোন অংশেই কঠিন নয়; বেশ দয়ালুস্বভাব, অতি নম্রপ্রকৃতি। উনি অনেক বয়সে বিবাহ কোরেছিলেন। একটী কন্যা ছাড়া অন্য সন্তানসন্ততি হয় নাই। যেটীকে ঐ গাড়ীতে দেখ্‌লে, ঐটীই সেই কন্যা। কন্যাটী প্রসব কোরেই মার্কুইসের পত্নী অচিরাৎ সংসারলীলা সম্বরণ করেন। মার্কুইস পরম যত্নে ঐ মাতৃহীনা কন্যাটীর লালনপালন কোরেছেন। মার্কুইসের ঐশ্বর্য্য বিস্তর। কন্যাটী যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়; বিবাহের যোগ্য বয়স হয়, সেই সময় অনেকানেক রূপবান যুবা ঐ কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন;—কুমারী তাঁদের অপর কাহাকেও পছন্দ কোল্লেন না; ভাইকাউণ্ট সেণ্টী নামে একটী সর্ব্বগুণান্বিত যুবার প্রতিই প্রসন্না হোলেন। ভাইকাউণ্ট যেমন রূপবান, তেমনি সচ্চরিত্র, তেমনি বিনম্র, সর্ব্বাংশেই মার্কুইসদুহিতার উপযুক্ত পাত্র।

সম্ভ্রান্ত মহদ্বংশে জন্ম;—প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী। মার্কুইস ফেলিয়ারি সেই পাত্রেই কন্যা দান কোত্তে সানন্দে অভিলাষী হোলেন; বিনা আপত্তিতে শুভপরিণয়ে সম্মতি প্রদান কোল্লেন। কন্যার বয়ঃক্রম তখন উনিশ বৎসর। সেটা আজ প্রায় সাত বৎসরের কথা। ভাইকাউণ্ট সেঁসীর সঙ্গেই ঐ কন্যার বিবাহ হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বিবাহের চারি বৎসর পরেই মার্কুইস্‌কন্যা বিধবা। যে গির্জ্জায় বিবাহ, সেই গির্জ্জার সমাধিক্ষেত্রেই চার বৎসর পরে ভাইকাউণ্ট সেঁসীর সমাধি। মার্কুইস্‌দুহিতা সেই মৃতপতির স্থাবরাস্থাবর অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হোলেন। সুবিস্তৃত রমণীয় প্রাসাদ, মহামূল্যবান্ সুবিস্তৃত জমিদারী, নগদ সঞ্চিত অর্থও প্রচুর, সম্পদের সীমা নাই। পতির নিবাসেই তিনি বাস কোল্লেন, পিতাকেও সেই বাড়ীতে নিয়ে রাখ্‌লেন। আজিও পিতাপুত্রীতে সেই সেঁসীনিকেতনেই বাস কোচ্চেন। লেডী সেঁসী বিধবা হয়ে অবধি আর বিবাহ করবার ইচ্ছা করেন নাই। সম্প্রতি প্রায় চার পাঁচ মাস হলো,—ঐ যাঁর কথা আমি বোল্‌ছিলেন,—তোমাদের দেশের সেই সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ড এই ফ্লোরেন্সনগরে এসে উপস্থিত হন। বয়সে তিনি তোমার চেয়ে বোধ হয় ছয় সাত বৎসরের বড় হবেন; দেখ্‌তে পরম রূপবান্; কথায় বার্ত্তায় বেশ অমায়িক। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ কোরেছেন; ইটালীক ভাষা অনর্গল বোল্‌তে পারেন; খোস্‌গল্প করবার ক্ষমতাও বেশ;—মজ্‌লিসি লোক। সেই রকম যুবা পুরুষেরা রমণীজাতির মন ভুলাতে বিলক্ষণ সমর্থ;—মনোরঞ্জন গল্প শুনে, মনোহর রূপ দেখে, নবানুরাগে যুবতী যুবতী মোহিনীগুলির মন ভুলে যায়। হাঁ, আমি বোল্‌ছিলেম, সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ড এই ফ্লোরেন্সনগরে উপস্থিত হোলেন। কি রকমে যে তিনি এখানকার বড় বড় লোকের বাড়ীতে পরিচিত হয়েছেন, সেটী আমি জানি না। কেন না, তখন আমি রাজধানীতে ছিলেম না;—লেগহরণের জমিদারী দেখ্‌তে গিয়েছিলেম। আমার বোধ হয়, সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ড লণ্ডনের বড় বড় লোকের অনুরোধপত্র এনে থাক্‌বেন।”

অনুমান কোরে রাজপুত্রকে আমি বোল্লেম, “হয়ত এ রাজ্যের ইংরাজপ্রতিনিধির দ্বারাই পরিচিত হয়ে থাক্‌বেন।”

“না, তা নয়, সে কথা আমি শুনেছি।” এই ভাবে আমার কথার উত্তর দিয়ে, কাউণ্ট লিবর্ণো বোল্‌তে লাগ্‌লেন,—“কেন বোল্‌ছি তা নয়, একটু পরেই সে কথা তোমাকে বোল্‌ছি। বাস্তবিক সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড বড় বড় ঘরে পরিচিত হয়েছেন, এটী কিন্তু নিশ্চয়। যে সকল বড় বড় মজ্‌লিসে কামিনীকুলের উৎসব, সে সকল মজ্‌লিসেও বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। সেই রকমের মজ্‌লিসে ঐ পরম সুন্দরী লেডী সেঁসী পরম সুন্দর ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের প্রেমনয়নে ধরা পড়েন। রসিক প্রেমিক সার্ উইলিয়ম সুযোগ পেয়ে, সুন্দরীর কর্ণে সুন্দর সুন্দর প্রেমের কথা বর্ষণ করেন। পূর্ব্বে বোলেছি, বিধবা হয়ে অবধি লেডী সেঁসীর আর বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। কত কত রূপবান্ যুবা, কত খোসামোদ কোরে বিবাহার্থী হয়েছিলেন, সেঁসীর মুখে সাফ্ সাফ্ জবাব। কিন্তু ঘটনা দেখ, ঐ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডকে দেখে, সুন্দরী তেজস্বিনীর মন ঘুরে গেল;—ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের মোহনমন্ত্রে গরবিণী এককালে উন্মাদিনী

হয়ে গোলে গেলেন। সদাসর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ হয়, লেডীর বাড়ীতে গিয়েও সার্ ষ্ট্রাটফোর্ড দেখা করেন, বাগানে, ময়দানে, রাজপথে দেখাসাক্ষাৎ,—বাক্যালাপ—রসালাপ—প্রেমালাপ; ঘোরতর পাকাপাকি। বৃদ্ধ মার্কুইস্ কিন্তু আগাগোড়া নারাজ। লোকটীর চালচলন দেখে, মার্কুইস কেমন এক রকম সিদ্ধান্ত কোরে রেখেছেন, সে পরিণয়ে কন্যাটী কখনই সুখী হবে না;—আগাগোড়া তাঁর মনে কেমন এক রকম বিরুদ্ধ সংশয় জোম্মে রয়েছে। সংশয় জন্মাবার আরও একটা প্রবল হেতু অচিরেই প্রচার হয়েছে। সার উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ড এখানে এসে উপস্থিত হবার অল্প দিন পরেই এখানে একটা জনরব উঠে, সার্ ষ্ট্রাটফোর্ড রোমনগরে দিনকতক হরেক রকমে হরেক রকম জুখোড় খেলা খেলে এসেছেন। বেশী সংশয়ের মূল হোচ্ছেই সেই ভয়ানক জনরব। এ দিকে প্রেমানুরাগী প্রমত্ত নায়ক নায়িকা প্রায় সর্ব্বদাই পরস্পর সাক্ষাতালাপ কোরে, ক্রমশই পাকাপাকি কোরে তুলছেন। বৃদ্ধ মার্কুইস্ ক্রমশই ম্রিয়মাণ হোচ্চেন। ভাবগতিক দেখে, অগত্যা একদিন তিনি কন্যাকে সব মনের কথা খুলে বোল্লেন। যুবতী তখন নব যুবকের প্রেমে বিহ্বল উন্মাদিনী;—পিতার কথা তাঁর কাণে ভাল লাগ্‌লো না;—পিতার অমতেই বিবাহ কোর্‌বেন প্রতিজ্ঞা কোল্লেন। বিষম বিভ্রাট!—সে ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, মার্কুইস্ তখন আমার সঙ্গে পরামর্শ কোত্তে এলেন। আমি তখন পরামর্শ দিলেম, লোকটীর চরিত্র কেমন, বংশ কেমন, সম্পদ কেমন, তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। কি রকমে, কাহার দ্বারা তত্ত্ব লওয়া হয়, মনে মনে বিবেচনা কোরে, মার্কুইস্ আমাকেই অনুরোধ কোল্লেন, তস্থানসভীর ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করা। আমি সম্মত হোলেম;—ব্রিটিসপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম;—সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডকে, কি রকম মর্য্যাদা, জিজ্ঞাসা কোল্লেম। ইংরাজপ্রতিনিধি বোল্লেন, বিশেষ পরিচয় তিনি কিছুই জানেন না; ফ্লোরেন্সে এসে এখানকার বড় বড় লোকের বাড়ীতে বেড়ান, এক এক বার বড় বড় মজলিসে দেখা হয়, কেবল এই পর্য্যন্তই জানেন। তাঁর কাছে আর কি সন্ধান পাওয়া যাবে, সুতরাং আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না; যতটুকু জানলেম, তাতেও কোন ফল হলো না। ওদিকে সার্ উইলিয়ম সুযোগ বুঝে, নায়িকার কাছে বিবাহের প্রস্তাব কোল্লেন। প্রেমোন্মাদিনী তৎক্ষণাৎ প্রমোদভরে সম্মত হোলেন। তখনকার উপায় কি? বৃদ্ধ মার্কুইস্ স্বয়ং একদিন ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, যথোচিত শিষ্টাচারে পরিচয়প্রসঙ্গ উত্থাপন কোল্লেন। ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডকে তিনি বোল্লেন, নিজমুখে যেরূপ পরিচয় দিচ্ছেন, বাস্তবিক তিনি তাই, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে অবশ্যই কিছু বিশেষ জানা আবশ্যক। একে বিদেশী, তাতে ইটালীতে এই সবে নূতন আসা, এরূপ স্থলে লেডী সেঁসীর পাণিগ্রহণে বাস্তবিক তিনি সুযোগ্য কি না, সে পরিচয়টী প্রদান কোল্লে, ভদ্রলোকের মানের লাঘব হবার সম্ভাবনা নাই। সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড সুগৌরবে, যথোচিত বিনম্রভাবে, অভ্যাসমত অমায়িক ধরণে উত্তর কোল্লেন, "তার সন্দেহ কি? এসব কথা ত জিজ্ঞাসা কোত্তেই হয়, জিজ্ঞাসা করাটা মার্কুইসের পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্যই হয়েছে।" বিশেষ শিষ্টাচারে এইরূপ ভূমিকা কোরে,

সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড তখন হুহু শব্দে বনিয়াদি সম্ভ্রান্ত বড়বংশের নাম, বড় বড় বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্ক, উচ্চ উচ্চ মানমর্য্যাদার গৌরব, রাশি রাশি অগাধ ঐশ্বর্য্যের গরিমা, ছড়াগাঁথা ধরণে, দস্তে দস্তে কীর্ত্তন কোল্লেন। মুখে মুখেই সব কথা;—বিশেষ কোন দলিলী নিদর্শনে, কথামত পদসম্পদের প্রমাণপ্রসঙ্গের উল্লেখমাত্রও কোল্লেন না। বাস্তবিক তিনি এম্নি কৌশলে প্রসঙ্গটার মুড়ো মেরে দিলেন যে, মার্কুইস্ আর কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার অবসর পেলেন না; ফিরে এলেন;—মনে কিন্তু প্রত্যয় জন্মালো না। নিঃসংশয়ে যেটুকু জানা দর্‌কার, তার ফল কিছুই হলো না। যা যা তিনি শুনে এলেন, কন্যাকে সেইগুলি বোল্লেন। জানাই রয়েছে, কন্যা এককালে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের প্রণয়ে বিভ্রান্ত উন্মাদিনী;—পিতার কথা শুনে, তিনি রেগে উঠ্‌লেন। বড়লোককে ওসব পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লে, অপমান করা হয়,—সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডকে অপমান করা হয়েছে। পাছে সেই অপমানে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড রাগ কোরে, এ বিবাহসম্বন্ধটা ভেঙে দেন, সেই ভয়ে লেডী সেসীর প্রাণ যেন হুহু কোত্তে লাগ্‌লো। উন্মাদিনীর বিশ্বাস, সার্ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড যা যা বোলে পরিচয় দিচ্ছেন, তাই তিনি! মোহনমন্ত্রে বিমোহিতা প্রেমবিলাসিনীর এ অটল বিশ্বাস এক চুল তফাৎ করে, কার সাধ্য? উন্মাদিনীর ত এই রকম অটলবিশ্বাস, মার্কুইসের মনের সংশয় কিন্তু কিছুতেই দূর হলো না। বাস্তবিক সংশয়টা এই যে, এমন হয় ত হোতে পারে, লোকটা হয় ত কেবল তাগে বাগে দাঁও মার্‌বার ফন্দীবাজ;—লেডী সেসীর অগাধ বিষয়, সেই লোভে হয় ত মায়াখেলা খেলাচ্ছে। এক একবার মনে হয় এমনও হোতে পারে। বাস্তবিক কি যে হোতে পারে, তা এখন কে কেমন কোরে বোল্‌বে? এদিকে কিন্তু বিবাহের আয়োজন হোচ্চে। শুন্‌তে পাচ্ছি, একপক্ষমধ্যেই বিবাহ। এর ভিতর যদি কোন নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ না পায়, তা হোলে কিছুতেই এ বিবাহ বন্ধ থাক্‌বে না।"

"আমারও কিছু কিছু সন্দেহ হোচ্চে।" সব কথাগুলি শুনে, একটু চিন্তাযুক্ত হয়ে আমি বোল্লেম, "আমারও কিছু কিছু সন্দেহ হোচ্চে। মার্কুইস্ যখন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড তখন তাঁর নিজের কোন উকীলেরও নাম কোল্লেন না, যে সব ব্যাঙ্কে তাঁদের টাকা থাকে, তেমন কোন ব্যাঙ্কেরও নাম বোল্লেন না, অথবা অন্য প্রকার যে কোন সূত্রে পদসম্পদের সত্য পরিচয় আস্‌তে পারে, এমন কোন আত্মীয় বন্ধুবর্গেরও নাম কোল্লেন না। তা যাই হোক্, যে ব্যক্তিকে মূলেই আমি জানি না, তার সম্বন্ধে কোনরূপ মন্দ কল্পনা করা আমার পক্ষে অনুচিত। কিন্তু বাস্তবিক আমি জানি, ইংলণ্ডে যাঁরা পুরুষানুক্রমে প্রকৃত মানসম্ভ্রমে মর্য্যাদাবান্—ঐশ্বর্য্যবান্, অপর কেহ যদি তাঁদের কাহাকেও বংশসম্ভ্রমের কথা, বিষয় আশয়ের কথা, জিজ্ঞাসা কোরে বিশেষ প্রমাণ চায়, তা হোলে তাঁরা সাংঘাতিক অপমান বোধ করেন।"

"আমিও এক একবার ঐ কথাটা মনে কোচ্ছি।"—গম্ভীরবদনে কাউণ্ট লিবর্ণো বোল্লেন, "আমিও এক একবার ঐ কথাটা ভাবি। তাতেই আরো বিভ্রাটে পোড়েছি। মার্কুইস্‌কে যে কি পরামর্শ দিব, ভেবেচিন্তে স্থির কোত্তে পাচ্ছি না। কন্যাটীকে তিনি

প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন ; তত ভালবাসা কন্যা যদি একটা ফন্দীবাজ ধূর্ত্তলোকের হাতে পোড়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, আহা ! বৃদ্ধ এককালে জীবন্মৃত হয়ে থাকবে ! আর, যদিও সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নিজে যা বোলে পরিচয় দিচ্ছেন, প্রকৃতই তাই তিনি হন, তা হোলেও এ বিবাহে বৃদ্ধের কখনও মনস্তুষ্টি জন্মাবে না। কেন না, মনে মনে তিনি নিশ্চিত অবধারণ কোরেছেন, সার্ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড কখনই তাঁর কন্যাটীকে সুখী কোত্তে পারবেন না।"

"সার্ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড থাকেন কোথায় ?"—মনে একটী যুক্তি স্থির কোরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সার্ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড থাকেন কোথায় ? এখানে তাঁর খানদান চালচলন কেমন ?"

"থাকেন একটা বড়দরের হোটেলে। বেশ বড়মানুষী ধরণের খরচপত্র। যতদূর আমি শুনেছি, বোলতে পারি, দেনা পাওনায় বেশ খাঁরা। যার যা পাওনা, তখনি তখনি তুষ্ট কোরে পরিশোধ করা আছে। বাস্তবিক চালচলন দেখে বোধ হয়, বিলক্ষণ ধনী লোক। লোকটী বেশ খোস্‌পোষাকী। শুনা যায়, মাতলামীতে—রেণ্ডীবাজীতেও তুখোড়। পূর্ব্বেই তোমাকে বোলেছি, খাড়া খাড়া জনরব পৌঁছেছে, রোমনগরে দিনকতক এই লোক অনেক রকম তুখোড় খেলা খেলে এসেছে। এই কারণেই মার্কুইসের বেশী সংশয়। এই ত গেল এক রকম কথা। পক্ষান্তরে এমনও দেখা যায়, অবিবাহিত অবস্থায় অনেক যুবা পুরুষ অসচ্চরিত্র—দুশ্চরিত্র থাকে, মদে বেশ্যায় অপব্যয় করে, বিবাহ হোলে শেষ কালে শুধরে যায়। সে সব কথা যাক্, এখন আমার ইচ্ছা এই, তুমি একবার তার সঙ্গে দেখা কর। কি প্রকৃতির লোক, দেখা কোরে আলাপ কোল্লে, অবশ্যই তুমি কিছু না কিছু আভাসটা বুঝে নিতে পারবে। কথাপ্রসঙ্গে তাঁর বংশপরিচয়—বিষয় সম্পদ ইত্যাদি প্রসঙ্গও উত্থাপন কোত্তে পারবে। অবকাশক্রমে তুমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "শীঘ্র কি সূত্রে সাক্ষাৎ করবার সুবিধা হয় ?"

"লেডী সেঁসী হপ্তায় হপ্তায় মজ্‌লিস করেন। সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ হয়। আগামী কল্য রজনীতে সেইরূপ নিয়মিত উৎসবসভা। লেডী তোমাকে ত বোলেই গিয়েছেন, সেই সভায় তোমার সাক্ষাৎ পেলে তিনি সুখী হবেন। আরও তিনি বোলেছেন, লেডী এক্‌লেষ্টনের সঙ্গে দেখা কোরে পরিচয় কোত্তে অভিলাষ। আজই হোক্ কি কালই হোক্, তিনি অবশ্যই দেখা কোরবেন। তোমাদের উভয়েরই নিমন্ত্রণ হবে। আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে। আমাদের সঙ্গেই তুমি সেঁসীপ্রাসাদে নিমন্ত্রণে যেও। নিশ্চয়ই সেখানে সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডকে তুমি দেখ্‌তে পাবে।"

আর্ণোনদীকূলে আরও খানিকক্ষণ অশ্বারোহণে মনোরঞ্জন শোভা দেখে দেখে ভ্রমণ কোরে কোরে, অপরাহ্ণে আমরা ফ্লোরেন্সনগরে পুনঃপ্রবেশ কোল্লেম। নিত্য অপরাহ্ণে আনাবেলকে নিয়ে রাজার উপবনে আমরা বায়ুসেবন করি। কাউণ্ট লিবর্ণো, লেডী লিবর্ণো, আমি আনাবেল, চারিজনে আমরা যথাসময়ে উপবনবিহারে বহির্গত হোলেম। অবাধে রাজোদ্যানে ভ্রমণ করা আমাদের সকলেরই অধিকার। উদ্যানমধ্যে আমরা বেড়াচ্ছি, ক্ষণকাল পরেই মার্কুইস্ ফেলিয়ারি আর তাঁর কন্যা লেডী সেঁসী সেই

উদ্যানে প্রবেশ কোল্লেন। উভয়েই আমাদের নিকটে এসে, প্রিয়সম্ভাষণে আলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। আনাবেলের কাছে লেডী সেঁসীর পরিচয় দিয়ে দিলেম। দুজনে বেশ মিল হলো। সকলেই এক সঙ্গে বেড়াতে লাগ্‌লেম। আনাবেলের সঙ্গে সুন্দরী সেসী যেরূপ বাক্যালাপ আরম্ভ কোল্লেন। শুনেই বুঝা গেল, সুন্দরীর বাক্যগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী। তরলপ্রকৃতির অসার কথা নাই। সাহিত্য, শিল্প, গীতাভিনয়, রমণী-বিলাস, এইরূপ সুরস প্রসঙ্গের কথোপকথনে এ সুন্দরী সুনিপুণা। বাক্‌চাতুরীতে বুঝা গেল, মর্য্যাদাসম্ভ্রমে তেজস্বিনী। কি আশ্চর্য্য! যে লোকটীর সম্বন্ধে এত রকম রঙের কথা শুন্‌লেম, তেমন তেজস্বিনী কামিনী কেমন কোরে তেমন লোকের মোহন প্রেমে বিচেতনে উন্মাদিনী হয়ে পোড়েছেন, সেইটী তখন আমার মহা আশ্চর্য্য জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো।

রাজোদ্যানে আমরা ভ্রমণ কোচ্চি, হঠাৎ দেখ্‌লেম, একটী ভদ্রলোক সস্ত্রীক একটু তফাতে পাদবিহার কোচ্চেন। পুরুষটীর মুখখানি দেখেই আমার মনে হলো, অচেনা মুখ নয়। কাউন্ট লিবর্ণোকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কারা ঐ দম্পতী? বড়লোক ভিন্ন রাজ-উপবনে ভ্রমণ করবার কাহারও অনুমতি নাই। অবশ্যই তাঁরা বড়লোক।

কাউন্ট লিবর্ণো উত্তর কোল্লেন, তিনি তাঁদের চেনেন না। কিন্তু অনুভব কোরে বোল্লেন, নিশ্চয়ই তাঁরা ইংরাজ। ফ্লোরেন্সনগরে নূতন এসেছেন। কেন না, পূর্ব্বে তিনি তাঁদের একদিনও দেখেন নাই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁরা আমাদের পাশ কাটিয়ে চোলে গেলেন। তখন ভাল কোরে মুখ দেখেই আমি চিন্‌লেম, লর্ড রাবণহিল—লেডী রাবণহিল।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, বৃদ্ধ লর্ড রাবণহিলদম্পতী অনেক দিন দেহত্যাগ কোরেছেন। ইনি তাঁদের পুত্র। ইনি তখন শুদ্ধ মিষ্টার ওয়াণ্টার নামে পরিচিত ছিলেন। লেডী জেঁকীসন নামে একটী ধনবতী কুমারীর পাণিগ্রহণ কোরে, পত্নীর ধনে বিনষ্ট পৈতৃক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কোরেছেন। যখন আমি তাঁর পিতার কাছে ছেলেবেলা উর্দ্দি পোরে চাক্‌রী কোত্তেম, সেই সময়ের দেখা;—তার পর কত বৎসর গত হয়ে গেছে, আর তাঁকে দেখি নাই;—তাঁকেও না, লেডীকেও না। তথাপি এত দীর্ঘকালে তাঁদের অবয়বে এমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই যে, চিন্‌তে পারা যায় না;—দেখ্‌বামাত্রই চিন্‌লেম। তাঁরা আমাদের পাশ কাটিয়ে চোলে গেলেন, ইত্যবসরে ব্রিটিসপ্রতিনিধি উদ্যানে প্রবেশ কোল্লেন; লর্ড রাবণহিলদম্পতীর নিকটবর্ত্তী হয়ে ক্ষণকাল বাক্যালাপ কোল্লেন;—তার পর আমাদের কাছে এলেন;—মর্য্যাদামত অভিবাদন বিনিময়ের পর আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁর সঙ্গে একটু সোরে যেতে অনুরোধ কোল্লেন। আমি একটু সোরে গেলেম। রাজপ্রতিনিধি বোল্লেন, "লর্ড রাবণহিলদম্পতী—যাঁদের সঙ্গে আমি এইমাত্র কথা কোচ্ছিলেম, তাঁরা উভয়েই আপনার কাছে পরিচিত হোতে অভিলাষী। আপনারা এইখানে বেড়াচ্ছেন, কে আপনারা, লর্ড রাবণহিল আমাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেন। আমি যখন আপনার পরিচয় দিলেম, তখনি তাঁরা আহ্লাদ প্রকাশ কোরে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে একান্ত আকিঞ্চন প্রকাশ কোল্লেন।"

রাজপ্রতিনিধির হস্তধারণ কোরে, তৎক্ষণাৎ আমি লর্ড রাবণহিলদম্পতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে অগ্রসর হোলেম; তাঁরাও আমাদের দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেন। পরিচিত লোকের সঙ্গে নূতন পরিচয় কোরিয়ে দিবার কিছুই আবশ্যক ছিল না, তথাপি আদবকায়দার অনুরোধে ব্রিটিসপ্রতিনিধি দস্তুরমত আমাদের পরিচয় কোরিয়ে দিলেন। আমরা পরস্পর সখ্যভাবে প্রিয়সম্ভাষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। প্রতিনিধি সোরে গেলেন। আমি আর লর্ড রাবণহিল দুজনে নির্জ্জনে একধারে বেড়াতে লাগ্‌লেম; লেডী রাবণহিলও আমাদের সঙ্গে থাক্‌লেন। লর্ড রাবণহিল আমার হস্তধারণ কোরে সসম্ভ্রমে বোল্লেন, "প্রিয়তম লর্ড এক্‌লেষ্টন! আমিও তোমার বন্ধুর মধ্যে গণ্য। তোমার সুন্দরী পত্নীর রূপ-গুণের কথা সমস্তই আমি শুনেছি, তাঁর কাছে পরিচিত হওয়া আমাদের একান্ত অভিলাষ।"

আমি উচিতমত উত্তর দিলেম। লেডী রাবণহিল বোল্লেন, "অনেক দিন আমরা দেশে দেশে ভ্রমণ কোচ্ছি;—সর্ব্বদাই বলাবলি করি, ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে, এক্‌লেষ্টনপ্রাসাদে তোমাদের সঙ্গে দেখা কোরে সুখী হব।"—লর্ড রাবণহিল বোল্লেন, "চার্‌লটনপ্রাসাদে তোমাদেরও উভয়কে একদিন নিমন্ত্রণ কোরে আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বো। অবশ্যই তুমি শুনে থাক্‌বে, পিতার মৃত্যুর পর চার্‌লটনপ্রাসাদ আর ডিবন্‌সায়ারের জমিদারী আমি পুনরধিকার কোরেছি; এখন আমরা বিদেশে বিদেশেই বেড়াচ্ছি;—ইংলণ্ডের চেয়ে প্রদেশবাসই আমরা ভালবাসি। এখন ইচ্ছা কোচ্ছি, শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরে যাব;—জমিদারীর যাতে উন্নতি হয়, প্রজাপুঞ্জ যাতে সুখে থাকে, এখন অবধি ভাল কোরে সেই চেষ্টা পাব। তুমি কি ইতিমধ্যে ডিবন্‌সায়ারে গিয়েছিলে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বহুদিন যাই নাই।" এই প্রসঙ্গে নানা কথা এসে পোড়্‌লো। রেভারেণ্ড হাউয়ার্ড আমার মাসী এদিথাকে বিবাহ কোরেছেন, তাঁরা উভয়েই সুখে আছেন, সে কথাও আমি বোল্লেম। লর্ড রাবণহিল আরও বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "পৈতৃক বিষয়ত আমি পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছি, তা ছাড়া, তুমি জান্‌তে পার, সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম্ নামে একজন ধনবান্ যুবা আমাদের চার্‌লটনপ্রাসাদে প্রায় সর্ব্বদাই গতিবিধি কোত্তেন, তাঁর সমস্ত বিষয় আশয় নীলাম হয়ে গেছে, সেগুলিও আমি সব খরিদ কোরেছি। সার্ মাল্‌কম্ ভয়ানক লম্পট,—ভয়ানক মাতাল;—ক্রমাগতই অপব্যয় কোত্তেন, তাও হয় ত তুমি জান; শেষে তিনি ভয়ানক দেনদার হয়ে পড়েন, কিছুদিন দেওয়ানী জেলে কয়েদ ছিলেন, পরিশেষে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হয়, নীলামেই আমি খরিদ করি। সেই অবধি বাবেন্‌-হামের কি দশা হয়েছে, তিনি কোথায় আছেন, কোন সংবাদই আমি জানি না।"

সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হামের নাম শুনে, সহসা আমার একটা নির্ঘাত কথা মনে পোড়্‌লো। বিষাদে আমি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। সেই দুরাশয় বাবেন্‌হাম আমার আনাবেলের সুন্দরী ভগ্নী বায়োলেট্‌কে কুপথগামিনী কোরেছিল;—সেই লম্পটের হাতে পোড়েই বিপাকে বায়োলেটের মৃত্যু হয়। কথাটা মনে কোরে অন্তরে বড় ব্যথা লাগ্‌লো; তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে ফেলে, অন্য প্রসঙ্গ ধোল্লেম। আমি যখন রাবণহিলপ্রাসাদে

ছিলেম, তখন চার্‌ল্‌টনের নিকটবর্ত্তী স্থানে যাঁরা যাঁরা বাস কোত্তেন, এখনও যাঁরা বাস কোচ্ছেন, তাঁরা কে কেমন আছেন, সমস্তই জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম। তার পর, বেড়াতে বেড়াতে অপরাপর সঙ্গীদের কাছে গিয়ে মিশ্‌লেম;—পরস্পর সকলেরই সাক্ষাতালাপে সকলেই আমোদিত,—সকলেই সুখী। অল্পক্ষণের আলাপে আনাবেলের সঙ্গে লেডী রাবণহিলের বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিল।

সে দিনের কথা এই পর্য্যন্ত। পর দিন প্রভাতে হাজরেখানার পর আমি একাকী পদব্রজে সহরের একটী বড় রাস্তায় বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি, সার্ মাথু হেসেলটাইনের লণ্ডনস্থ উকীল টেনান্টসাহেব সেই পথে সেই দিকে আস্‌ছেন। আমি যে তখন ফ্লোরেন্সে গিয়েছি, তা তিনি জান্‌তেন না;—তিনিও যে তত বৃদ্ধ বয়সে অকস্মাৎ তত দূরদেশে আস্‌বেন, সেটাও আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, অভাবনীয়রূপে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কি কাজের অনুরোধে তিনি ফ্লোরেন্সে এসেছেন? আমার কথার উত্তর দিবার অগ্রে তিনি একবার উজ্জ্বলদৃষ্টিতে পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইলেন। তখন আমি দেখি, একটু দূরে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ লোক। পরিচ্ছদও ভদ্রলোকের মত, আকারপ্রকারে নিশ্চয়ই ইংরাজ; কিন্তু চেহারা যে রকম দেখ্‌লেম, তাতে যে সে লোকটী টেনান্টসাহেবের সমপদস্থ বন্ধু, এমন অনুভব হলো না।

আমার কাঁধের উপর হাত রেখে, একটু ভঙ্গীক্রমে, একটু ঘোরাল স্বরে টেনন্টসাহেব বোল্লেন, "ঐ লোকটী হোচ্চে বো-ষ্ট্রীট থানার ইন্‌স্পেক্টর।"

সবিস্ময়ে চমকিতভাবে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "বো-ষ্ট্রীট ইন্‌স্পেক্টর?" ফ্লোরেন্সনগরে বো-ষ্ট্রীটের ইন্‌স্পেক্টরকে কি জন্য আপনি এনেছেন?

"বোল্‌ছি সে কথা"—টেনান্টসাহেব উত্তর কোল্লেন, "বোল্‌ছি সে কথা;—আসুন আমরা পায়ে পায়ে আর একটু এগিয়ে যাই।"

পায়ে পায়ে আমরা খানিক দূর অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। পুলিস ইন্‌স্পেক্টর পশ্চাতে একটু দূরে দূরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌লো। টেনান্টসাহেব আমাকে সম্বোধন কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন:—

"আপনি জানেন মি লর্ড! উকীললোকের হরেক রকম মক্কেল থাকে। আমাদের দলের সকলে যদিও যেমন তেমন কাজে হাত দেন না, তথাপি অবস্থাগতিকে জোটে কিন্তু অনেক রকম। আমার একজন মক্কেল আছেন, তিনি তেজারতী মহাজন। অনেক লোককেই তিনি টাকা ধার দেন। একজন বড়দরের ইংরাজ সেই মহাজনটীকে ভয়ানক ঠকিয়েছেন,—ভয়ানক প্রতারণা খেলেছেন। সেই মহাজনের নাম ওয়ার্ড। কয়বৎসর ধোরে সেই খাতকটীকে তিনি বিস্তর টাকা ধার দেন। মহাজনেরা প্রায়ই বেশী সুদখোর হয়ে থাকেন, খাতকের কাছে সুদে সুদে তিনি অনেক টাকা লাভও কোরেছেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ সেই খাতক নিরুদ্দেশ হয়ে যান;—কোথাও আর তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তাঁর কাছে মহাজনের তখন অনেক টাকা বাকী। অবশেষে প্রায় এক বৎসর

হলো, সেই লোকটী হঠাৎ এসে দেখা দিলেন;—মহাজনের আফিসে গিয়ে বেশ ঘনিষ্ঠতা কোল্লেন; কি জন্য এতদিন দেশে ছিলেন না, সে বিষয়ে মিষ্ট মিষ্ট একটী কাহিনীও বোল্লেন;—মায় সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ কোত্তে চাইলেন। মহাজনের অত্যন্ত রাগ হয়েছিল, টাকা পরিশোধের আশ্বাস পেয়ে, সে রাগটা তখন পোড়ে গেল। খাতক তখন আরও একটা দীর্ঘকাহিনী তুল্লেন। সে সব কথা শুনে আপনার কোন দরকার নাই। সারটুকু এই যে, তিনি একজন পল্লীবাসী বড়লোকের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের বাজীতে অনেক টাকা জিতেছেন, পাঁচ হাজার পাউণ্ডের হুণ্ডী পেয়েছেন। কথাটা যে সত্য, সে বিষয়ের প্রমাণপোষকে তিনি খানকতক চিঠি দেখালেন। দেখুন মি লর্ড! লোকটীর নাম আমি এখন প্রকাশ কোত্তে চাই না। কাজ কি?—অল্পে অল্পে যদি মিটে যায়, বৃথা কেন একজন ভদ্রলোককে অপদস্থ করা।"

একটু হেসে আমি বোল্লেম, "এ যুক্তি আপনি ঠাউরেছেন ভাল;—আপনার সতর্কতার প্রশংসা কোত্তে হয়। কিন্তু যে লোক ততবড় জুয়াচুরী কোরেছে আপনি বোল্‌ছেন, তার নামটা অপ্রকাশ রাখাতে যে কি ফল, সেটাও আমি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

টেনান্ট বোল্লেন, "শুনুন;—ভাল কোরে বুঝিয়ে বোল্‌ছি। যে বড়লোকটীর সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের বাজী, খাতকের মুখে তাঁর যে রকম পরিচয় পেলেন, মহাজন তদনুসারে অনুসন্ধান কোরে জানলেন, হাঁ, যথার্থই সে লোকটী সম্ভ্রান্ত ধনীলোক। দিনকতক পরে সেই খাতক ভদ্রলোক পাঁচ হাজার পাউণ্ডের হুণ্ডী এনে মহাজনের হাতে দিলেন। মহাজন নিজের হিসাবমত সমস্ত আসল, সুদ, কমিশন, ডিস্কাউন্ট, সমস্ত কেটে নিয়ে, উদ্বৃত্ত টাকাগুলি খাতককে প্রত্যর্পণ কোল্লেন;—ছাঁকা তিন হাজার পাউণ্ড। যত দিন পর্য্যন্ত হুণ্ডী ভাঙাবার মিয়াদ পূর্ণ না হলো, তত দিন পর্য্যন্ত মহাজনের মনে কোন প্রকার সন্দেহই স্থান পেলে না;—শেষকালে প্রকাশ হয়ে পোড়্‌লো, সমস্তই জাল!—যে বড়লোকের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের গল্প, কস্মিন্‌কালেও তিনি ও রকম বাজী রেখে ঘোড়দৌড় করেন নাই! মহাজন ওয়ার্ড সাহেব এই সব কাণ্ড জান্‌তে পেরে, তৎক্ষণাৎ আমার কাছে পরামর্শ কোত্তে এলেন। আমি তখনি তখনি কোন রকম গোলমাল কোত্তে নিষেধ কোল্লেম। জুয়াচুরী কোরে টাকা নিয়েছে, টাকাগুলি আদায় করাই মহাজনের দরকার;—জুয়াচোর যদি নিজেও দিতে না পারে, বড়ঘরের ছেলে, আত্মীয়লোকেরাও চুপি চুপি সেইগুলি পরিশোধ কোরে, মানহানিকর গণ্ডগোলটা থামিয়ে দিতে পারেন, তাই ভেবেই ও রকম পরামর্শ দিলেম। মহাজন তখন জুয়াচোরের পরিবারস্থ আত্মীয় লোকগুলিকে ঐ সব কথা জানালেন। একটা রফারফিয়তের কথাবার্ত্তাও হোলো, শেষে কিন্তু ফলে কিছু দাঁড়ালো না;—সম্প্রতি দিনকতক হলো, সেই মহাজন একটা নিগূঢ় খবর পেয়েছেন, সেই উপলক্ষেই আমার এখানে আসা। কাল্ রাত্রে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি ত দেখ্‌ছি, বো-ষ্ট্রীটের ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে কোরে এনেছেন,—বিদেশে ভিন্ন এলাকায় বো-ষ্ট্রীট ইন্‌স্পেক্টর কোন্ সূত্রে কি কোত্তে পারবে?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "যদি দরকার হয়, তস্কানগবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমার সাহায্য কোর্‌বেন। কেন না, আমি শুনেছি, সেই লোকটা এখানে জাল পাস্ দেখিয়ে পেশ হয়েছে। সেই কথাটা জান্‌তে পাল্লেই এখানকার পুলিস তখনি সেই জুয়াচোরটাকে এদেশ থেকে দূর কোরে তাড়িয়ে দিবে। যদি কোন ইংরাজী জাহাজে তুলে তস্কানপুলিস সেই জুয়াচোরকে লেগহরণে চালান করে, তা হোলে আমার বো-ষ্ট্রীট ইনস্পেক্টর সেই মুহূর্ত্তেই তাকে গ্রেপ্তার কোরে ফেল্‌বে;—কিন্তু বাস্তবিক আমার ইচ্ছা তা নয়;—আমি চাই কেবল মহাজনের টাকাগুলি আদায় করা। লোকটার সঙ্গে একবার আমি দেখা কোত্তে চাই;—ডিটেক্‌টিব ইন্‌স্পেক্টরকেও দেখিয়ে দিতে চাই;—সহজে যদি তিনি টাকাগুলি মায়সুদ ফিরিয়ে না দেন, পরিণামটা কি দাঁড়াবে, সে কথাটাও বুঝিয়ে দিতে চাই। বোধ করি, এ রকম ভয় দেখালে অবশ্যই একটা রফারফি হোতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তত টাকা পরিশোধ কোত্তে পারে, সে লোকের এখন এমন সঙ্গতি আছে, এটা কি আপনি নিশ্চয় জান্‌তে পেরেছেন?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "আমি সে কথা কিছুই জানি না;—কেমন কোরেই বা জান্‌বো? বোল্লেম ত আপনাকে, আমি সবে কালরাত্রে এ নগরে এসে পৌঁছেছি। তবে, মহাজন ওয়ার্ড যে রকম খবর পেয়েছেন, তাতে কোরে বোধ হয় সঙ্গতি আছে, আদায় হোলেও হোতে পারে। এখন আমি সেই লোকটীর অন্বেষণে যাচ্ছি, যদি সহজে মিটমাট হয়, তা হোলে লোকটীর মানসম্ভ্রমও বজায় থাকে, অপরসাধারণ কেহই কিছু জান্‌তে পারে না, চুপি চুপি সব গোল চুকে যায়। এখনও পর্য্যন্ত লোকটীর নাম আমি গোপন রাখ্‌ছি কেন, এখন বোধ হয় আপ্‌নি সেটী নিশ্চিত বুঝ্‌তে পাল্লেন।"

"ঠিক কথা।"—গম্ভীরবদনে আমি বোল্লেম, "ঠিক কথা। তা আপনি বেশ কোচ্চেন। এখন কথা হোচ্চে এই, সত্য সত্য আপ্‌নি যদি জাল পাসের অছিলায় লোকটাকে এখান থেকে তাড়াতে চান, সে পক্ষে বেশ সুবিধা হবে। রাজপুত্র কাউণ্ট লিবর্ণো বিশেষ আনুকূল্য কোর্‌বেন;—তাঁকে আপ্‌নি লণ্ডনে আমার বাড়ীতে অবশ্যই দেখেছেন;—এখানে আমি এখন তাঁরই বাড়ীতে আছি। আপনি যখন ফ্লোরেন্স থেকে যাবেন, তার আগে সেই বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে একবার দেখা করেন, এই আমার ইচ্ছা।"

আমাকে অভিবাদন কোরে, ধন্যবাদ দিয়ে, উকীলসাহেব অন্য দিকে চোল্লেন, ডিটেক্‌টিব সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো, আমি আর একদিকে ফির্‌লেম।

লিবর্ণোপ্রাসাদে পৌঁছিলেম। সন্ধ্যা হলো। রাত্রি আটটার সময় কাউণ্ট লিবর্ণো দম্পতীর সঙ্গে আমি আর আনাবেল একত্রে সেসীনিকেতনে নিমন্ত্রণে গেলেম। লর্ড রাবণহিলদম্পতীরও নিমন্ত্রণ ছিল, তাঁরাও এসেছেন। সেইখানেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো। রমণীয় নাচঘর, সমুজ্জ্বল আলোকমালা, সমস্ত ঘরগুলি বিচিত্র সজ্জায় সুসজ্জিত, স্তবকে স্তবকে ফুলের মালা দোদুল্যমান, সভাস্থলে বহুতর লোকের সমাগম। ফ্লোরেন্স নগরের বড় বড় ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলাকুল সেই স্থলে সমবেত; বিদেশস্থ যে সকল বড়লোক

সে সময় তক্কান রাজধানীতে অবস্থিতি কোচ্ছিলেন, তাঁরাও সপরিবারে উপস্থিত। মার্কুইস্কুমারী লেডী সেঁসী সেই মনোহর নিকেতনের সর্ব্বময়ী ঈশ্বরী। তিনি সে রাত্রে পরম রমণীয় বেশভূষা কোরে, রূপগৌরবে মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ কোরেছেন। পোষাকের উপর হীরামণি ঝক্‌মক্ কোচ্ছে। যেমন রূপ, তেমনি সজ্জা। তাঁকে যেন সে সময় ঠিক পরীস্থানের গৌরবিনী রাণী বোলে বোধ হোতে লাগ্‌লো। তাদৃশ মনোরম নিকেতনের কর্ত্রী তিনি, তারই উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিনয়বিনম্র ধরণে, মৃদু মৃদু সহাস্যবদনে, গৌরবিণী সগৌরবে অভ্যাগতগণের অভ্যর্থনা কোচ্ছেন;—দেখ্‌লেই আহ্লাদ হয়।

রম্য নিকেতনে প্রবেশ কোরেই আমরা সর্ব্বাগ্রে সুন্দরী গৃহকর্ত্রীকে সমাদরে অভিবাদন কোল্লেম;—তার পর বৃদ্ধ মার্কুইসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, সময়োচিত সম্ভাষণ কোর্ত্তে লাগ্‌লেম। মার্কুইস্ সে রাত্রে মিলিটারি পোষাক পরিধান কোরে, সগৌরবে সভাভূমি উজ্জ্বল কোরেছিলেন, তথাপি সেই গম্ভীর চেহারার ভিতরেও আন্তরিক বিষাদযন্ত্রণা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব কোল্লেম। উপস্থিত বিবাহে কন্যাটী সুখী হবেন না, সেই দুঃখে তাঁর হৃদয় যেন জর্জ্জরিত হোচ্ছিল। কিয়ৎক্ষণ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ কোরে, একবার আমি এদিক্ ওদিক্ চেয়ে দেখ্‌লেম;—এত লোকের ভিতর কোন্ ব্যক্তি সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট ফোর্ড, দেখে যদি চিন্‌তে পারি, সেই অভিপ্রায়েই চঞ্চলনয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত। কাউণ্ট লিবর্ণো তৎক্ষণাৎ আমার মনের কথা বুঝ্‌লেন;—চুপি চুপি আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "তিনি এখনও আসেন নাই;—এরকম মজ্‌লিসে সকলের শেষেই তিনি আসেন, এইটী তাঁর অভ্যাস। তিনি ভাবেন, শেষে এলেই বেশী সমাদর পাওয়া যায়।"

গৃহকর্ত্রী সুন্দরী লেডী সেঁসী ঘন ঘন রূপের ছটা বিকাশ কোরে, সগৌরবে ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যে দিকে যখন যাচ্ছেন, সেই দিকের সকলের সঙ্গেই হেঁসে হেঁসে কথা কোয়ে, প্রত্যেককেই অমায়িকভাবে সমাদর কোচ্ছেন।

নাচ আরম্ভ হবে, বাজ্‌না বেজে উঠ্‌লো। লেডী সেঁসী প্রস্তাব কোল্লেন, আমার সঙ্গে নাচ্‌বেন। আমি তাঁর অভিলাষ পূর্ণ কোল্লেম;—তাঁতে আমাতে একসঙ্গেই নাচ্‌লেম। নৃত্য অবসান হোতে না হোতেই, হঠাৎ ঘরের অপর প্রান্তে লোকগুলি সব চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেন। সেই সময় আমি আমার নৃত্যসঙ্গিনী সুন্দরী সেঁসীর মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম, মুখখানি তখন পূর্ণানন্দে প্রফুল্লিত। সে মুখে তখন প্রেম, গৌরব, পরিতোষ, সমুজ্জ্বলে সুরঞ্জিত। দীর্ঘ দীর্ঘ নীলনলিন নেত্রযুগল আকর্ণ বিস্তার কোরে, সুবিস্তৃত নৃত্যগৃহের প্রান্তভাগে তিনি ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। জম্‌কালো পোষাকপরা একটী পরমসুন্দর যুবা পুরুষ সেই দিক্ থেকে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হোচ্ছিলেন;—দুপাশে যাঁর যাঁর দিকে নেত্রপাত কোচ্ছে, হেসে হেসে মাথা নেড়ে নেড়ে, তাঁদের সকলকেই নতশিরে নমস্কার কোচ্চেন। লেডী সেঁসী অচিরাৎ কথঞ্চিৎ উচ্চ আনন্দবেগ সম্বরণ কোল্লেন। আমি যেন কিছুই দেখ্‌লেম না, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না, সেই ভাবে কৌশল কোরে, সুন্দরীকে সেইটী বুঝিয়ে দিলেম। বাস্তবিক সুন্দরীর অনুরাগরঞ্জিত সুন্দর মুখখানি

দেখে তখন আমার নিশ্চয় প্রতীতি হলো, ও ব্যক্তি অপর আর কেহই নহে, উনিই সেই প্রেমোন্মাদিনীর সুচতুর চিত্তচোর সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্ফোর্ড।

নৃত্য সমাপ্ত। লেডী সেঁসীর হাত ধোরে আমি একখানি আসনে বোসিয়ে দিলেম। দেখ্লেম, সার্ উইলিয়ম ক্রমশই লেডীর নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্লেন, আমি আর সেখানে দাঁড়ালেম না;—লেডীকে সেলাম দিয়ে তফাতের দিকে সোরে গেলেম;—কাউন্ট লিবর্ণোকে অন্বেষণ কোত্তে লাগ্লেন। তিনি আমাকে সার্ উইলিয়মের সঙ্গে পরিচিত কোরে দিবেন, সেই নিমিত্তই তত্ত্ব কোল্লেম, দেখ্তে পেলেম না। আবার এক দলের নাচ। আমি সে বারে লেডী রাবণহিলের সঙ্গে নাচ্লেম;—সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্ফোর্ড নিজের প্রণয়পাত্রী লেডী সেঁসীর সঙ্গে নাচ্লেন। নিকটে নিকটে দেখা হলো;—সার্ ষ্ট্রাট্ফোর্ডের মুখখানি আমি সেই সময় ভাল কোরে দেখ্লেম। একবার দেখ্লেম, আবার দেখ্লেম, বার বার দেখ্লেম;—মুখখানা নিতান্ত অচেনা বোধ হলো না;—মনে হলো, পূর্ব্বে যেন কোথায় দেখেছি। আবার ভাল কোরে দেখ্লেম;—নিশ্চয় প্রত্যয় দাঁড়ালো, এই রূপবান্ ইংরাজ আমার নিতান্ত অচেনা নয়;—কিন্তু কোথায় দেখেছি, কিছুতেই স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না। লেডী রাবণহিলকেও আমার ঐরূপ অনুভবের কথা আমি বোল্লেম। ষ্ট্রাট্ফোর্ডকে তিনি এতক্ষণ ভাল কোরে দেখেন নাই, আমার কথা শুনে তীব্রদৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্তে লাগ্লেন;—দেখে দেখে বোল্লেন, "বেশ মিলন হয়েছে;—পাত্রীর উপযুক্ত সুপাত্র; উভয়েই পরম সুন্দর;—উভয়েরই সমান শিষ্টাচার;—বোধ হয় ধনসম্পদেও পাত্রী অপেক্ষা পাত্রটী কোন অংশে ছোট হবেন না।"

আমি আবার সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্ফোর্ডের মুখপানে চেয়ে দেখ্লেম;—চেহারাখানি তখন আগাগোড়া ভাল কোরে দেখ্লেম। অনুভবটা আরও যেন মনের ভিতর ঠিক হয়ে দাঁড়ালো;—নিশ্চয়ই কোথায় দেখেছি। মনস্থির কোরে আগাগোড়া অনেক ভাব্লেম, কিছুতেই কিন্তু মনে পোড়্লো না কোথায় দেখা। দিব্য এক জোড়া ঝাড়ালো ঝাড়ালো চোম্রা গোঁফ,—ঠোঁটের নীচে দাড়ীর মাঝখানে গাছকতক ফরাসী ধরণের নূর;—সেইলক্ষণে ঠিক মিলিটারী ধরণের চেহারা খুলেছে। বাস্তবিক তিনি পরম রূপবান্;—নাচ্লেন যে রকম, তাতেও বিলক্ষণ শিক্ষানৈপুণ্য প্রকাশ পেলে। নাচ্তে নাচ্তে যখন তাঁরা আমাদের গা ঘেঁষে ঘুরে যান, সার্ ষ্ট্রাট্ফোর্ড তখন সঙ্গিনী সুন্দরীকে গুটীকতক কথা বোল্লেন, কণ্ঠস্বরও কাণে এলো;—দিব্য মিষ্ট মিষ্ট কথা। সে কণ্ঠস্বরও আমার চেনা। ভাব কি? কে ইনি? কোথায় কবে দেখাসাক্ষাৎ, কিছুই ত অবধারণ কোত্তে পাল্লেম না।

নৃত্যের বিশ্রাম। লেডী রাবণহিলের হাত ধোরে আমি একটী পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ কোল্লেম; লর্ড রাবণহিল সেই ঘরে ছিলেন, লেডীকে তাঁরই কাছে দিয়ে এলেম;—অতঃপর বেড়াতে বেড়াতে পুনর্ব্বার নৃত্যগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। কাউন্ট লিবর্ণোকে তত্ত্ব কোচ্চি, হঠাৎ দুটী ইংরাজলোকের নির্জ্জনকথোপকথন আমার শ্রুতিগোচর হলো। দুজনেই তাঁরা আমার চক্ষে নূতন। বোধ কোল্লেম, ফোরেন্স নগরে তাঁরা নূতন

এসেছেন।' এক জনের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, দ্বিতীয়টীর বয়ঃক্রম তারি চেয়ে কিছু কম। তাঁরা দুটীতে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন,—মজলিসের ভিতর বড় বড় লোক কে কে, দূর থেকে দেখে দেখে সঙ্কেতে সঙ্কেতে তর্কবিতর্ক কোচ্ছিলেন। যে লোকটীর বয়স বেশী; তিনি এই সময় গুটীকতক কথা বোল্লেন। তাই শুনেই সকৌতুকে সেই দিকে আমার কাণ গেল। ঘৃণার ভঙ্গীতে একটু মুখ বাঁকিয়ে তিনি বোলছেন, "ষ্ট্রাটফোর্ডই বটে! মনে কোল্লে সব কাহিনী আমি ভেঙে দিতে পারি, কিন্তু কাজ কি? একজন দেশস্থ লোক এক খেলা খেলছে, কাজ কি সেটা মাটী করা!"

যেখানে সেই দুটী লোক দাঁড়িয়ে, তারই নিকটেই আমি খানিকক্ষণ পাইচারী কোত্তে লাগলেম। সেই দুটী লোকের মধ্যে যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ, তিনিও কি গুটীকতক কথা বোল্লেন, তার ভিতর কেবল আমি এইটুকু শুনলেম, "কর্ত্তব্য"—আরও একবার বোল্লেন, "তাঁদের সাবধান করা উচিত।" এ ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝতে পাল্লেম না,—সব কথা শুনতেও পেলেম না;—তাঁরা উভয়েই আমার অপরিচিত,—নিকটে গিয়ে আলাপ করবারও সুবিধা হলো না। সেখান থেকে সোরে এলেম। মনে তখন নিশ্চয় অবধারণ কোল্লেম, বৃদ্ধ মার্কুইন্ সেটা সন্দেহ কোচ্চেন, সেটা তবে ঠিক। এই ষ্ট্রাটফোর্ডের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে। তেমন সুন্দরী কামিনী এমন একটা ফেরেবাজ লোকের মায়ায় জোড়িয়ে পোড়বেন, বড়ই দুঃখের বিষয়।

ভাবছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ পশ্চাদ্দিক থেকে আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে, কাউণ্ট লিবর্ণো চমকিতস্বরে বোল্লেন, "প্রিয়তম একলেষ্টন! আমি এতক্ষণ তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি;—সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ডের সঙ্গে তোমায় দেখা কোরিয়ে দিতে চাই।"

আমি বোল্লেম, "সেইজন্যে আমিও আপনাকে তল্লাস কোরে বেড়াচ্ছিলেম। লোকটীকে আমি দেখেছি। বোধ হোচ্ছে, ও মুখ আমার অচেনা নয়।" কথা হোচ্ছে, সেই অবসরে সার্ ষ্ট্রাটফোর্ড নিজেই সেইখানে এসে উপস্থিত। কাউণ্ট লিবর্ণো তাঁকে বোল্লেন, "সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ড! এই ইনিই আমার বন্ধু আর্‌ল্ অফ একলেষ্টন্।"

সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে, মিষ্ট সম্ভাষণে সার্ উইলিয়ম বোল্লেন, "লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে আমি পরম পরিতুষ্ট হোলেম;—আত্মীয়তা করবার আকিঞ্চন।"

কাউণ্ট লিবর্ণো খানিকক্ষণ আমাদের সঙ্গে নানাবিষয় কথোপকথন কোরে, অবশেষে বিনীতভাবে আমাকে বোল্লেন, "প্রিয়তম একলেষ্টন! বেশীক্ষণ আমি এখানে থাকতে পাল্লেম না, এখনি আবার নাচ আরম্ভ হবে;—তোমার প্রিয়তমা আনাবেলের সঙ্গেই আমি নাচবো, এইরূপ স্থির হয়েছে।" এই কথা বোলেই তিনি আমাদের কাছ থেকে চোলে গেলেন। একাকী পেয়ে ষ্ট্রাটফোর্ডকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি বুঝি এখন কিছুদিন এই ফ্লোরেন্সনগরেই আছেন?"

সার্ উইলিয়ম উত্তর কোল্লেন, "হাঁ মি লর্ড! অতি মনোহর সহর! অনেক রকম দেখবার জিনিস্।" এই পর্য্যন্ত বোলে, মুখমুচকে একটু হেসে, প্রফুল্লবদনে তিনি আবার

বোল্লেন, "বিশেষতঃ আমার পক্ষে অতি মনোহর। আরও কি জানেন, ইংলণ্ডের চেয়ে প্রদেশভ্রমণটা আমি কিছু বেশী ভাল—"

শুন্‌তে শুন্‌তে আমি বোল্লেম, "তবে ত দেখ্‌ছি, এ বিষয়ে আমার বন্ধু লর্ড রাবণহিলেরও যেমন রুচি, আপনারও ঠিক সেই রকম। কাল তিনি আমাকে ঐ কথা—"

হঠাৎ চোম্‌কে উঠে,—সকম্প চমকিত স্বরে সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড বোলে উঠ্‌লেন, "লর্ড রাবণহিল ? তিনিও কি ফ্লোরেন্সে এসেছেন ?"

যে ভাবে যেরূপ স্বরে সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ড ঐ কটী কথা বোল্লেন, হঠাৎ শুনেই আমার বিস্ময় জ্ঞান হলো। আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, এই দেশেই তিনি এসেছেন, এই বাড়ীতেই আছেন ;—এইমাত্র আমি যে সুন্দরী কামিনীর সহিত নৃত্য কোচ্ছিলেম, আপনি দেখেছেন, তিনিই লেডী রাবণহিল।"

"ওঃ! সত্য ?"—অভ্যাস করা মধুরবাক্যে সার্ উইলিয়ম এইরূপ উক্তি কোরে, আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওঃ! তাঁরা তবে উভয়েই এসেছেন ?—লেডী রাবণহিলের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। কিন্তু লর্ড রাবণহিল—হাঁ, আপনি বোল্‌ছেন, আজ রাত্রে তিনি এই বাড়ীতেই উপস্থিত আছেন।"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, এইমাত্র আমি দেখেছি ;—পাশের একটী ঘরেই—"

"ওঃ! জান্‌বার জো কি ? এত ঘর, এত লোক, এত ভিড়, সমস্ত রাত্রি বেড়িয়ে বেড়ালেও সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া ভার! তা আচ্ছা, আপনি এখন ক্ষণকালের জন্য আমাকে মাপ করুন, আমি আস্‌ছি।" সচঞ্চলে এই কথা বোলে, তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে আমাকে অভিবাদন কোরে, সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ড ত্রস্তপদে আমার কাছ থেকে চোলে গেলেন। আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাব্‌লেম। তার পর যে ঘরে লর্ড রাবণহিলের সঙ্গে ইত্যগ্রে আমার দেখা হয়েছিল, ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। দেখি, সেইখানেই সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাটফোর্ড। নির্জ্জনে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে লর্ড রাবণহিলের সঙ্গে তিনি কথা কোচ্চেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই লেডী সেঁসী সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন। একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পরিহাস কোরে সুন্দরী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখুন মি লর্ড রাবণহিল!—আর তুমিও, সার্ উইলিয়ম,—তোমাদের দুজনকেই আমি ধম্‌কাতে এসেছি!—তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালগল্প কোচ্চো, ওদিকে ওখানে উপযুক্ত জুড়ী অভাবে ভাল ভাল সুন্দরী কামিনীরা নাচ্‌তে পাচ্চেন না।"

মঞ্জুর করা বর ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের হৃদয় তখন গর্ব্বপ্রমোদে ভরা। সুন্দরীকে তিনি বেশ রসিকতা কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সর্ব্বাপেক্ষা যিনি বেশী সুন্দরী, তাঁরই সঙ্গে হাত ধরাধরি কোরে আমি নাচ্‌বো!" হেসে হেসে এই কথা বোলেই সুন্দরীর হস্তধারণ কোরে, রসিক পুরুষটী সে ঘর থেকে বেরিয়ে চোল্লেন ;—যখন যান, তখন যে ভাবে সতৃষ্ণনয়নে তিনি একবার লর্ড রাবণহিলের দিকে সঙ্কেতকটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লেন, দেখেই আমি বেশ বুঝ্‌লেম, সভয় মিনতিপূর্ণ কাতরকটাক্ষ।

লেডী সেঁসীকে নিয়ে সার উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড রমণীয় নৃত্যশালায় উপস্থিত হোলেন। লর্ড রাবণহিল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইখানেই থাক্‌লেন। আমি দেখ্‌লেম, তিনি যেন তখন প্রশান্তবদনে কোন প্রকার গম্ভীর চিন্তায় বিহ্বল;—আমি যে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, জানতেই পারেন নাই। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডও আমাকে দেখ্‌তে পান নাই। তাঁরা চোলে যাবার পর আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে লর্ড রাবণহিলের সঙ্গে দেখা কোল্লেম।

"আঃ!—প্রিয়তম এক্‌লেষ্টন!"—হঠাৎ যেন চোম্‌কে উঠে লর্ডবাহাদুর আমাকে চকিতস্বরে বোল্লেন, "প্রিয়তম এক্‌লেষ্টন! একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘোটেছে;—তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করা ঠিক!"

তখনি আমি বুঝ্‌লেম, অদ্ভুত ব্যাপারটা কি। তথাপি কৌতুকবশে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি বিষয়ের পরামর্শ?"

"এই দিকে এসো!"—সংক্ষেপে এই রকম আহ্বান কোরে, লর্ড রাবণহিল আমার হাত ধোরে একটা পাড়ীবারাণ্ডায় নিয়ে গেলেন। স্থানটী উজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত, সুবাসিত পুষ্পমাল্যে সুশোভিত।

নির্জ্জনে নিয়ে গিয়ে লর্ডবাহাদুর আমাকে বোল্লেন, "কি যে আমি কোর্‌বো, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছি না। লোকটা আমাকে বিস্তর কাকুতি মিনতি কোরে বোলে গেল। হোলে কি হয়, এদিকে ধর্ম্মত কর্ত্তব্যজ্ঞানটা—"

ওঃ! তখন আমার হঠাৎ সেই কথাটা স্মরণ হলো। সেই দুটী নূতন ইংরাজ যে কথা বলাবলি কোচ্ছিলেন, এটাও দেখ্‌ছি সেই কথা। ব্যাপার বড় সহজ নয়! সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "আঃ! তাই বটে!"

সবিস্ময়ে লর্ড রাবণহিল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমিও কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ না কি? বল বল,—ভিতরের কাণ্ডটা বুঝেছ কিছু? আমার স্ত্রীও এইমাত্র আমাকে বোল্‌ছিলেন, তুমি যখন তাঁর সঙ্গে নাচ্‌তেছিলে, তখন—"

সসম্ভ্রমে সহসা বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি কি তবে সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের কথা বোল্‌ছেন? আমি ত বাস্তবিক কিছুই নিশ্চয় কোত্তে পারি নাই। কিন্তু বোধ হোচ্ছে, লোকটার ভাবগতিক যেন কেমন কেমন!"

বিলক্ষণ সতেজস্বরে লর্ড রাবণহিল বোল্লেন, "জেনেশুনে এতবড় প্রতারণায় ত আমরা চুপ কোরে থাক্‌তে পার্‌বো না। এইমাত্র সে আমার কাছে এসেছিল। দেখ্‌বামাত্রই আমি চিনেছি। যদিও বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নাই, যদিও এখন চোম্‌রা চোম্‌রা গোঁফ হয়েছে, যদিও মিলিটারিধরণের দাড়ী রেখেছে, তথাপি চক্ষে পড়্‌বামাত্রই আমি চিনেছি। সে আমাকে সব কথা বোল্‌ছিল; নাম ভাঁড়িয়েছে কেন, বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে তারি হেতুবাদ দিচ্ছিল;—এখনে কাহারও কাছে আসল কথাটা আমি না ভাঙি, সেই আকিঞ্চনে বিস্তর মিনতি কোচ্ছিল। তুমিও সে লোকটাকে চেনো;—কাল আমি তোমাকে তারিই কথা—"

"ওঃ পরমেশ্বর!"—হঠাৎ যেন আমার মনের ভিতর দপ্ কোরে একটা আলো জ্বোলে উঠ্‌লো। সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "ওঃ পরমেশ্বর! ঐ সেই সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম্!"

লর্ড রাবণহিল বোল্লেন, "হাঁ,—ঐ সেই লোক। তুমি ওকে চিন্‌তে পার নাই?"

"মুখ আমি চিনেছিলেম, কণ্ঠস্বরও বুঝেছিলেম, কিন্তু লোকটা কে, সেটা এতক্ষণ ঠিক কোত্তে পারি নাই। যখন ওকে আমি দেখেছিলেম, তখন আমি ছেলেমানুষ;—বড় জোর ষোল সতেরো বৎসর বয়স;—ও লোকটারও বয়স তখন কম ছিল;—এখন বড় বড় গোঁফ হয়েছে, হঠাৎ চেনা ভার!"

"ঐ সেই সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম্!"—এই রূপ পুনরুক্তি কোরে, লর্ড রাবণহিল বোল্লেন, "ঐ সেই দাগাবাজ খেলোয়াড়!"—ও আমাকে এখন বোল্‌ছিল, "যদিও পৈতৃক বিষয় নষ্ট কোরেছে, এখন আবার সম্প্রতি নিজে মহামুল্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে—"

"বিশ্বাস কোর্‌বেন না ও কথা!"—সচকিতে চেয়ে তীব্রস্বরে আমি তৎক্ষণাৎ বোল্লেম, "বিশ্বাস কোর্‌বেন না ও কথা! লোকটা ভয়ানক ধড়ীবাজ! ও লোকটার ধড়ীবাজীর কথা আমি ঢের জানি। একটা ভাল রকম কেচ্ছা আমি বোল্‌তে পারি"—বোল্‌তে বোল্‌তে হতভাগিনী বায়োলেটের দুর্ভাগ্যের কথা মনে পোড়্‌লো,—সজোরে এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম;—মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে আবার বোল্লেম, "এখন সে সব কথা থাক্; যে রকমটা দাঁড়াচ্ছে, সে পক্ষে এখন করা যায় কি? সভার মাঝখানে সকলের সাক্ষাতে বুজ্‌রুকীটা ভেঙে দিব কি? কিম্বা তাকেই একবার চুপি চুপি সাবধান করা ভাল?"

লর্ড রাবণহিল উত্তর কোল্লেন, "আপাততঃ সেই পরামর্শই ভাল;—গোপনেই তাকে বলা যাক্;—এসো দেখি, চুপি চুপি বোলে দেখি, কিসে কি হয়।"

লর্ড রাবণহিলের সঙ্গে আবার আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সবেমাত্র গিয়েছি, একজন আর্‌দালী এসে আমাকে একখানি কার্ড দিয়ে বোল্লে, "একটী ইংরাজ-ভদ্রলোক এসেছেন, একবার সাক্ষাৎ কোত্তে চান্।"

কার্ডে আমি দেখ্‌লেম, উকীল টেনান্টের নাম। কোন্ ঘরে তাঁকে বসানো হয়েছে, সেইটী জেনে নিয়ে, আর্‌দালীকে বিদায় দিলেম। চঞ্চলস্বরে লর্ড রাবণহিলকে বোল্লেম, "আসুন আমার সঙ্গে! এখন আমি জান্‌তে পাচ্ছি, চক্রটা ক্রমশ পেকে উঠ্‌ছে!" এই কথা বোলেই লর্ড রাবণহিলের হাত ধোরে টেনান্টসাহেবের সঙ্গে আমি দেখা কোত্তে চোল্লেম। যে ঘরে নাচের মজ্‌লিস, সেই ঘরের ভিতর দিয়েই আমরা এলেম, কিন্তু সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হামের চক্ষে পোড়্‌লেম না। উপর থেকে নীচে এসে, টেনান্টসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম,—লর্ড রাবণহিলের পরিচয় দিয়ে দিলেম;—যা কিছু বোল্‌তে চান্, নিঃসংশয়েই বোল্‌তে পারেন, তাঁর কাছে কিছুই গোপন রাখ্‌বার কারণ নাই।

টেনান্ট বোল্লেন, "বেশীক্ষণ হয় ত আর কাহারো কাছেই গোপন রাখ্‌তে হবে না। আজ প্রাতঃকালে আপনাকে যে সকল কথা কতক কতক বোলেছি, তা হয় ত আপনার মনে আছে,—সেই ধড়ীবাজ জালীয়াতটা এই বাড়ীতেই উপস্থিত!"

সহসা সবিস্ময়ে রাবণহিল বোলে উঠ্‌লেন, "জালীয়াত? আপনি কি সেই সার্ মালকম্ বাবেন্‌হামের কথা বোল্‌ছেন?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "হাঁ মি লড!"

কথার উপর জোর দিয়ে দিয়ে আমিও তৎক্ষণাৎ বোল্লেম, "আমরাও জান্‌তে পেরেছি! যে লোকটা সার উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড, সেই লোকটাই সার মালকম্ বাবেন্‌হাম।"

উকীল বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আপনি জানেন, সবে আমি গত রাত্রে ফ্লোরেন্সে উপস্থিত হয়েছি;—আজ প্রাতঃকালে আপনাকে আমি বোলেছিলেম, লোকটার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা কোরে, আপোসে একটা রফরফীয়তের ব্যবস্থা কোরবো। সে যে এখানে নাম ভাঁড়িয়ে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড সেজে রয়েছে, একটী সরলা সুন্দরীকে ভোগা দিবার মৎলবে ফিচ্চে, এ সব কাণ্ডের বিন্দুবিসর্গও আমি জান্‌তেম না,—দেখা কর্‌বার পূর্ব্বেই সে কথাটা জান্‌তে পেরেছি। সেই জন্যই আর তার সঙ্গে দেখা করি নাই,—মৎলব আমার ফিরে গেছে। এখানকার পুলিসকমিসনরের সঙ্গে আমি দেখা কোরেছি,—জোগাড়যন্ত্র সব ঠিক হয়েছে;—তিনি বোলেছেন,পাস জাল করা অপরাধসূত্রে প্রচলিত আইনমতে বো-ষ্ট্রীট ইন্‌স্পেক্টরের হাতে সেই জালীয়াতটাকে গ্রেপ্তার কোরিয়ে দিবেন। আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য আমি লিবুর্ণো-প্রাসাদে গিয়েছিলেম; শুন্‌লেম, আপনারা এইখানেই এসেছেন; তাই শুনেই আমি এখানে আস্‌ছি;—সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হামকে এইখানেই পাব, সেটীও আমি নিশ্চয় জেনেছি। কি রকমে ধরি? কোমলপ্রাণা লেডী সেসীর মর্ম্মে ব্যথা না লাগে, তাঁর বৃদ্ধ পিতাও হঠাৎ মনে কোন রকম আঘাত না পান, আসামীটাকে গ্রেপ্তার কর্‌বার এমন সদ্‌যুক্তি কি, এখন আমি আপনার কাছে সেই পরামর্শ চাই।"

টেনান্টসাহেব প্রকৃতই সদয় সদ্বিবেচকের কাজ কোচ্চেন, এই বোলে তাঁকে সাধুবাদ দিয়ে, কিয়ৎক্ষণ আমি মনে মনে নানাখানা চিন্তা কোল্লেম; মনে একটী সদ্‌যুক্তি যোগালো; তাঁদের উভয়কেই সে কথাটী বোল্লেম,—তাঁরাও উভয়ে সেটী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা কোল্লেন। তাঁদের উভয়কে সেই ঘরে রেখে, আমি একবার উপর ঘরে নাচের মজ্‌লিসে চোলে গেলেম। কোন বিশেষ প্রয়োজনে গিয়েছি, এমনটী কেহ ঠাওরাতে না পারে, সেই ভাবে আপনার মনে একবার চতুর্দ্দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম। সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম তখন ঘরের আর এক ধারে গুটীকতক বিবির সঙ্গে বাক্যালাপ কোচ্ছিলেন। লেডী সেসী গুটীকতক সুন্দরীর কাছ থেকে কথাবার্ত্তা কোয়ে চোলে আস্‌ছিলেন, একাকিনী দেখে তাঁর কাছে আমি অগ্রসর হোলেম;—নির্জ্জনে তাঁরে আমি গুটীকতক বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বোল্‌তে চাই, এইরূপ আকিঞ্চন প্রকাশ কোল্লেম। সুন্দরী ক্ষণকাল চমকিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। আমার চাউনি দেখেই তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌লেন, যথার্থই কোন গুরুতর কথা। তখনি আমাকে সঙ্গে কোরে তিনি আর একটী সুসজ্জিত গৃহে নিয়ে গেলেন। সে ঘরটী বেশ নিরিবিলি। লোকের মধ্যে কেবল তিনি আর আমি। কি কথা যে আমি বোল্‌বো, ঠিক অনুভব কোত্তে না পেরে, বারম্বার তিনি চঞ্চলনয়নে আমার মুখের দিকে কটাক্ষপাত কোত্তে.

লাগলেন। বুঝ্‌তে পাচ্ছি চাঞ্চল্য, বুঝ্‌তে পাচ্ছি আকস্মিক বিস্ময়, কিন্তু চতুরা যেন কৌশল কোরে পুনঃপুন দেখাচ্ছেন, স্থির প্রশান্ত নির্ব্বিকার।

ক্ষণকাল নীরব থেকে, কুঞ্চিতনয়নে সুন্দরীর মুখপানে চেয়ে চেয়ে, পরিশেষে আমি আরম্ভ কোল্লেম, "সুশীলে! আপনাকে আমি একটী কুসংবাদ দিতে এসেছি, এমন আমোদের সময় সেটী আমার পক্ষে বিষম পরিতাপের বিষয়; কিন্তু কথাগুলি যখন আমি ভেঙে বোল্‌বো, তখন আপনি বুঝ্‌বেন, বাস্তবিক আমার মনের প্রকৃত অভিপ্রায় কি।"

চঞ্চলনয়না সচঞ্চলে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "বলুন,—বলুন মি লর্ড! যা কিছু আপনি বোল্‌তে এসেছেন, এখনি আমাকে বলুন, আমি ছেলেমানুষ নই, যদি কোন দুর্ব্বিপাকের সংবাদ হয়,—আমি বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা অভ্যাস কোরেছি, যতদূর নির্ঘাত কথাই হোক্ না, সে কথা শুনে আমার মন একটুও বিচলিত হবে না।"

আমি দেখ্‌লেম, যাঁর প্রেমে তিনি উন্মাদিনী, আগাগোড়া তাঁর সম্বন্ধে অপ্রিয়কথা শুনে আস্‌ছেন, মনের ভিতর একটু একটু সংশয় আছে, তাঁরই কথাই হয় ত আমি বোল্‌বো, আকার ইঙ্গিতে সেটুকু যেন তিনি একটু একটু বুঝ্‌লেন, কিন্তু কি যে কি, কি যে ভয়ানক কথা আমি বোল্‌বো, ভয়ানক শেষটা কোথায় গিয়ে গড়াবে, বুদ্ধিমতী প্রেমিকা সেটুকু কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না। ধীরে ধীরে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "আমার ইচ্ছা ছিল, আনাবেলকে দিয়েই এ কথা আমি বলাবো, শেষে বিবেচনা কোল্লেম, এতবড় গুরুতর কথা, যতটুকু সাবধান হয়ে শান্তভাবে বলা যায়, ততই ভাল। কথাটা হোচ্ছে এই, যাঁকে আপ্‌নি বিবাহ কোরবেন স্থির কোরেছেন, কোন ক্রমেই সে লোকটী আপনার মত গৌরবিণী কামিনীর পাণিগ্রহণের যোগ্যপাত্র নয়;—শুদ্ধই কেবল দাঁও মার্‌বার মৎলবে মায়া দেখিয়ে ফন্দীবাজী খেলাচ্ছে, তাও না,—আরও—"

আমার শেষ কথাগুলি না শুনেই, বিস্ফারিত সতেজনয়নে আমার দিকে চেয়ে, তেজস্বিনী কামিনী মুক্তকণ্ঠে বোল্লেন, "লর্ড এক্‌লেষ্টন্! এ রকম কথা যদি আমি আর কাহারও মুখে শুন্‌তেম, সহসা বিশ্বাস কোত্তেম কি না, তা আমি বোল্‌তে পারি না, কিন্তু আপনার মত মহৎ লোকের মুখে যখন—"

গৌরবিণীর সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে এলো;—বোলতে বোল্‌তে হঠাৎ থেমে গেলেন;—থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। হাত ধোরে ধীরে ধীরে তাঁরে আমি একখানি চেয়ারের উপর বসালেম। তত গাম্ভীর্য্য, তত গৌরব, ততখানি ধৈর্য্য, চক্ষের নিমেষে সমস্তই কোথায় উড়ে গেল;—ঝর্ ঝর্ কোরে দুটী চক্ষে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো, গৌরবিণী তখন যেন কচিছেলের মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। কাঁদুন্ খানিকক্ষণ;—চক্ষের জলে কতকটা আরাম বোধ হবে;—সে সময় কোন প্রকার সান্ত্বনাবাক্যের ছিটে দেওয়া নিতান্তই বিফল। আমি চুপ কোরে থাক্‌লেম।

একটু সম্বিৎ পেয়ে, অশ্রুমুখী যথাসম্ভব তীব্রস্বরে পুনর্ব্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "সব কথা আপ্‌নি আমারে বলুন! মিনতি করি মি লর্ড! যতই নির্ঘাত হোক্, এখনি আপনি

বলুন! সার্ উইলিয়ম যা বোল্‌ছেন, তা কি তিনি নন? তাঁর কি বিষয় আশয় নাই? তাঁর কি তবে সে উপাধি নয়? এদিকে ত স্বভাবচরিত্র ভাল, তবে বুঝি কপালক্রমে—"

মাঝামাঝি থামিয়ে দিয়ে কাতরকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "ওঃ! কথাগুলো আপনার কাছে বোল্‌তে আমার অন্তরে বড়ই ব্যথা লাগছে।"

গম্ভীরবদনে ব্যাকুলকণ্ঠে অভিমানিনী তেজস্বিনী মাথা নেড়ে নেড়ে বোল্লেন, "তবে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ব্যাপার বড় ভয়ানক!—হোক্ তা, তাতে আপনি কিছু মনে কোর্‌বেন না, বলুন আপনি! যতদূর মন্দ হোতে পারে, ততদূর আমি শুনতে চাই! সমস্তই আপনি বলুন, একটুও চেপে রাখ্‌বেন না।" সতেজে চঞ্চলকণ্ঠে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে সুন্দরী যেন সগৌরবে জ্বলে উঠ্‌লেন;—পূর্ব্বের বিষাদ—পূর্ব্বের অভিমান, চকিতমাত্রেই দূরে গেল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন;—সমান গাম্ভীর্য্যে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তাকে আমি ভালবেসেছিলেম সত্য;—ভালবাসার ভালমন্দ বিচার নাই, সেইটীই হোচ্চে যত অনর্থের গোড়া!—আমার পিতা, আমার বন্ধুবান্ধবগণ অনেক বার অনেক কথা বোলেছিলেন, কোন কথাতেই আমি কাণ দিই নাই;—কাহারও কোন কথা শুনি নাই;—কিন্তু সত্য যদি অযোগ্য পাত্রে ভালবাসা সোঁপে থাকি, তা হোলে—নিশ্চয় জান্‌বেন মি লর্ড! তা হোলে যেমন পাগল হয়ে আমি ভালবেসেছি,—দেখ্‌বেন তখন,—তেমনি মোরিয়া হয়ে দূর্ দূর কোরে তাড়াবো!—দেখ্‌বেন তখন, কেমন কোরে তাড়াই! আমি ভোগায় ভোলা কচিখুকী নই;—আমার শরীরে তেজ আছে, মনেও তেজস্বিতা আছে;—যেমন অন্তরে অন্তরে ভালবেসেছি, তেমনি অন্তরে অন্তরে সাংঘাতিক ঘৃণা কোত্তে আমি পারি! এই ত মি লর্ড, এই ত আমি মনের কথা সব খুলে বোল্লেম,—এখন বলুন আপনি,—কিছুই দ্বিধা রাখ্‌বেন না, বলুন আমারে,—কেন আমি সার্ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডকে ভালবাস্‌তে পার্‌বো না?"

গম্ভীরবদনে আমি বোল্লেম, "আপনার গ্রহ সুপ্রসন্ন!—ধর্ম্মে ধর্ম্মে আপনি একটা ফেরেববাজ ভিকারীলোকের সংশ্রবে দারুণ কলঙ্কের দায় থেকে পরিত্রাণ পেলেন!"

"কলঙ্ক?"—সগর্ব্বে এই বাক্য উচ্চারণ কোরেই, গৌরবান্বিত বংশগৌরবে গৌরবিনী অকস্মাৎ ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ কোল্লেন;—সুন্দর মুখমণ্ডল অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো; তেজস্বীবংশের তেজস্কর শোণিতপ্রবাহেই যেন কপোলযুগল রক্তবর্ণ। মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে, বিস্ফারিতনয়নে চেয়ে চেয়ে, তেজস্বিনী পুনরায় আরম্ভ কোল্লেন, "দেখুন মি লর্ড! আর আমার সে লোকটার উপর একটুও মমতা নাই!—এ কথা শুনে আপনার মনে আশ্চর্য্য জ্ঞান হোতে পারে, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মনের গতি এতদূর ফিরে গেল, এটা আপনি অবিশ্বাস হোলেও কোত্তে পারেন, যার প্রেমে আমি উন্মাদিনী হয়েছিলেম, মুহূর্ত্তমধ্যে তারে আমি এতদূর মর্ম্মান্তিক ঘৃণা কোত্তে পাল্লেম, এটাও আপনার অসম্ভব বোধ হতে পারে, কিন্তু দেখুন, আমি একজন মহাসম্ভ্রান্ত বড়লোকের কন্যা, একজন মহাসম্ভ্রান্ত বড়লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল,—আমি একটা পাপকলঙ্কিত ফেরেববাজ কাপুরুষকে ভালবাস্‌বো, বুঝ্‌তেই পাচ্চেন আপনি,—এটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব!"

কণ্ঠস্বর গম্ভীর,—বদন আরক্ত, অঙ্গভঙ্গী সতেজ;—সুন্দরীকে তখন দেখাতে লাগ্‌লো যেন একটী তেজস্বিনী বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা। বহুৎ তারিফ! প্রেম কারে বলে, সেইটুকু ভাল জানা নাই বটে, কিন্তু আর আর সকল প্রকারে যথার্থই দেখ্‌ছি বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা। প্রেমের মায়ায় পদে পদেই ভুল হয়,—বিশেষ নারীজাতির;—প্রেমের মায়া কুৎসিত কি সুন্দর, সকল হৃদয়ে সেটী ঠিক ঠিক ধারণা হয় না। গৌরবিণী লেডী সেঁনী প্রেমের কুৎসিত মায়ায় ভুলেছিলেন, ভুল এখন বুঝ্‌তে পাল্লেন, নিতান্ত অপাত্রে ভালবাসা সে পেছিলেন, হৃদ্বোধমতে সেটী বিশ্বাস হলো, মায়াঘোর ঘুচে গেল। সে ভালবাসাটুকু তিনি ধিক্কার দিয়ে ঘৃণা কোরে বিসর্জ্জন দিলেন;—স্বাভাবিক তেজস্বিতা ফিরে দাঁড়ালো।

সুযোগ বুঝে আমি আরও বোল্‌তে লাগলেম,—"শুদ্ধ কেবল টাকার লোভ!—আপনার এই প্রচুর ঐশ্বর্য্যগুলি আত্মসাৎ করবার লোভেই তিনি আপনার পাণিগ্রহণের পাকা রকম ছল খাটিয়েছিলেন!—বাস্তবিক তিনি ইংলণ্ডের একজন "ব্যারণ" সম্ভ্রমপ্রাপ্ত সার্ উপাধিধারী গণ্য-লোক বটেন, কিন্তু সেই সম্ভ্রমের উপাধির গৌরবে তিনি ঘোরতর কলঙ্ক-কালী ঢেলেছেন! তাঁর নাম সার্ উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নয়,—তিনি হোচ্ছেন সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম্। অনেক দিন হলো, সে লোকটীর যথাসর্ব্বস্ব নীলামে বিক্রী হয়ে গিয়েছে। এখানে এখনি আবার বিলাতী পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হবার উপক্রম! জগদীশ আপনাকে রক্ষা কোল্লেন,—আপনাকে একটা তুখোড় জালীয়াতের পত্নী হোতে হলো না! সে একজন ঘোর জালীয়াত!—যে সব টাকা নিয়ে এখানে এসে অত সরগরমে বড়মানসী কোচ্ছে, সে সব টাকা একজন ইংরাজমহাজনকে ভয়ানক জুয়াচুরির ফাঁকী দেওয়া টাকা!"

"এখনও সে পামরটা আমার বাড়ীর ভিতর রয়েছে?"—সগর্ব্বে—সক্রোধে মহাবীর্য্য-বতী মূর্ত্তি আরক্তনয়নে বোলে উঠ্‌লেন, "এখনও সে পামরটা আমার বাড়ীর ভিতর রয়েছে? চাকরেরা এখনি সেটাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিবে!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আবার গৌরবিণীর গম্ভীরবদন আরক্তবর্ণ। তেজস্বিনী যেন তখন মহাগর্ব্বিতা সক্রোধ-মূর্ত্তি রাজরাণীর মত আপনারই মদগর্ব্বে মন্থরপদে দরজার দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেন। তর্কিত হয়ে আমি সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, চুপি চুপি আমি পরামর্শ দিলেম, "এখানে দশজনের কাছে লোকটাকে একেবারে মাটী করবার দরকার নাই, একটু চেপে যাওয়াই ভাল;—দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই পরামর্শ;—এ জীবনে আর তক্সানিরাজ্যে আন্‌তে পাবে না, এ রকম হুকুম জেনে যাক্, সেই পর্য্যন্তই ভাল;—সভার মাঝখানে গোলমাল কোরে কাজ নাই। ভেল্ ধরা পোড়লো, দেশ থেকে দূর হয়ে গেল, আর কখনও ফিরে আস্‌বে না, বদ্‌লোকের পক্ষে এই সাজাই কি যথেষ্ট সাজা নয়? অমুক মারকুইসের কন্যা মান্যবতী ভাইকাউণ্টেস্ সেঁনী যাকে বিবাহ কোর্‌বেন বোলে উন্মাদিনী হয়েছিলেন, সে লোকটা একজন জালীয়াত,—সে লোকটা একজন ফৌজদারী আসামী, সংসারের জনপ্রাণীও এই ঘৃণিত কথাটা শুন্‌তে পাবে না, ঘৃণাকর কথাটা আদৌ রাষ্ট্রই হবে না, আমি ত বোধ করি, তাই কোল্লেই ভাল হয়।"

প্রশান্তবদনে তেজস্বিনী কামিনী আমারে সাধুবাদ দিয়ে, সগৌরবে বোল্লেন/ "শত শত সাধুবাদ !—কিন্তু মি লর্ড ! এ রকম গুরুতর ব্যাপার কিছুতেই আমি অগ্নি অগ্নি চেপে যেতে পার্‌বো না ;—সকলে জেনেছিলেন, ও লোকটাকে আমি ভালবাসি,—সকলেই জানুন, এখন, আমি তাকে ঘৃণা করি ;—যদি ভালবাস্‌বার শক্তি থাকে, তবে ঘৃণা কর্‌বার শক্তি কেন থাক্‌বে না ? ভালবাস্‌তেম বোলে লোকে এখন আমার নিন্দা কোর্‌বেন,—আমিও দেখাবো সেই লোককে এখন কতদূর বিকট ঘৃণা করি ;—সভার মাঝ্‌খানে এখুনি আমি অনর্থপাত বাধাবো !—সে লজ্জা আমার নয়, সে লজ্জা তারিই !"

দেখ্‌লেম, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি কিছু বলি বলি মনে কোল্লেম, কিন্তু গর্ব্বগামিনীর কটাক্ষভঙ্গী যেরকম দেখ্‌লেম, বলা না বলা সমান ;—সে গোঁ কিছুতেই ফের্‌বার নয় ; কিছুই আমি বোল্লেম না। মদগর্ব্বেই তিনি চোল্লেন, আমাকেও অনুগামী হবার অনুরোধ কোল্লেন, আমিও চোল্লেম ;—হাতধরাধরি কোরে গেলেম না, গর্ব্বিণী অগ্রগামিনী, আমি পশ্চাতে।

রোস্‌নাইমণ্ডিত নাচ্‌ঘরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হোলেম। ঘরের মাঝামাঝি এক জায়গায় সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম্ তখন জনকতক সাহেববিবির সঙ্গে খোস্‌গল্প কোচ্ছিলেন, উগ্রমূর্ত্তি লেডী সেঁসী সরাসর সেই দিকে অগ্রবর্ত্তিনী। ঘরের অন্য ধারে আনাবেল ;—আমি ত্বরিতপদে আনাবেলের দিকে চোল্লেম। কাছে গিয়ে আনাবেলকে আমি দুটী একটী কথা বোল্‌ছি, এমন সময় হঠাৎ সগর্জ্জনে কাণে এলো, "খবরদার !—খবরদার এ দিকে না !" পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, ঠিক যেন রঙ্গভূমে রঙ্গমঞ্চে বীরাঙ্গনার অভিনয়। সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম্ গোঁফ চুম্‌রে, বুক ফুলিয়ে, এগিয়ে আস্‌ছিলেন, তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা চক্ষু পাকল কোরে ঘন ঘন ধমক দিচ্ছেন ;—দরজার দিকে দক্ষিণ হস্ত বিস্তার কোরে, গর্জ্জনস্বরে বোল্‌ছেন, "দূর্ হ পাপাত্মা জালীয়াত ! দূর্ হয়ে যা ! এখনি বেরিয়ে যা !"

সভার মাঝ্‌খানে এই রকম অপমান,—পাপাত্মা বাবেন্‌হাম্ যেন ফাঁসীর আসামীর অধম হয়ে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মাথা গুঁজে ঘর থেকে ছুটে পালালো। মজ্‌লিসের সকলেই বীরাঙ্গনার ভূয়সী প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি তখন সংক্ষেপে পরিচয় দিয়ে, আমার আনাবেল্‌কে বোল্লেম, "ঐ সেই পাপাত্মা সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম !"

উপসংহার।

পাঠকমহাশয় দেখুন, কতবড় ভয়ানক ঘটনার কতবড় ভয়ানক উপসংহার! আমার এই জীবনকাহিনীর আগাগোড়াই আপনারা দেখ্‌লেন, যে সব লোকের যে রকম পাপ, হাতে হাতেই তার সমুচিত প্রতিফল। সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম্ উপর থেকে নাম্‌তে নাম্‌তেই সিঁড়ির মাঝখানে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার। তার পর লেগ্‌হরণে বিলাতীজাহাজে বো-ষ্ট্রীট ডিটেক্‌টিবের হাতে বন্দী, পরিশেষে ইংলণ্ডের সেসন আদালতে জালীয়াতী অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উপযুক্ত পাপের উপযুক্ত শাস্তি!—মার্কুইস্ ফেলিয়ারী পরম পরিতোষ লাভ কোল্লেন। কন্যাটী বিস্তর অনুতাপ কোরে, পিতার পায়ে ধোরে মাপ চাইলেন; আর কখনও পিতার অবাধ্য হবেন না, শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন;—আর তিনি বিবাহ কোল্লেন না,—মনের ঘৃণায় চিরবিধবাই থাক্‌লেন।

আট মাস আমরা বিদেশে। জননীকে দেখ্‌বার জন্য আনাবেল বড় উতলা হোলেন। তস্কানী, রোম, কর্সিকা, ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ কোরে,—বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাৎ লাভে সুখী হয়ে, আট মাসের পর আমরা ইংলণ্ডে ফিরে এলেম। সংসারে অক্ষুণ্ণ সুখ;—সর্ব্বদাই দেশবিদেশীয় বন্ধুবান্ধবের আগমন,—অবিচ্ছেদ সুখস্বচ্ছন্দে আমরা সংসারসুখ উপভোগ কোত্তে লাগ্‌লেম। সংসারে মধুকর-বন্ধু অনেক। ফুলে যখন মধু থাকে, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকর আসে, মধু ফুরালেই উড়ে পালায়;—ঈশ্বরপ্রসাদে তেমন মধুকর-বন্ধুর সংশ্রব থেকে নির্ব্বঞ্ঝাটে আমি বিনির্ম্মুক্ত, সেই সুখটীই আমার সর্ব্বোচ্চ বিমল সুখ।

পাঠকমহাশয়! এইখানে এতদূরে আমার জীবনকাহিনী সমাপ্ত। প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, অকপটে ভাগ্যকাহিনী শুনাবো, সে প্রতিজ্ঞা আজ পূর্ণ হলো। সংসারচক্রের ভীষণ ভীষণ আবর্ত্তপূর্ণ আমার এই জীবনকাহিনীটী পাঠ কোরে, আপনারা যদি কিছুমাত্র প্রীতি অনুভব করেন, সুখদুঃখপূর্ণ সংসারতত্ত্বে, আপনাদের যদি কিছুমাত্র উপদেশ লাভ হয়, এই সব তত্ত্ব আলোচনা কোরে, আপনাদের যদি ধর্ম্মানুগত সংসারপন্থায় বিচরণ কোত্তে প্রবৃত্তি জন্মে, তা হোলেই আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ,—তা হোলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কারলাভ, তা হোলেই আমার দুঃসাহসিক জীবনব্রতের সমস্ত শ্রম সার্থক।

সম্পূর্ণ।

ফলশ্রুতি

কাণ্ডখানা কি? এতবড় প্রকাণ্ড একখানা চলিত ভাষার বাংলা পুস্তক!—বিপর্য্যয় ব্যাপার! এতবড় লম্বাচওড়া কাগজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে দেড়হাজার পাতাতেও থাই পায় নাই! কাণ্ডখানা কি? এতবড় বাংলা পুস্তক পড়িয়া দেখিবে কে? দুই ভলুম একসঙ্গে বাঁধা বৃহদাকার বাংলা পুস্তক হাতে পড়িবামাত্রই বাস্তবিক অনেকে চম্‌কাইয়া উঠিবেন। যাঁহাদের ইংরাজী পড়া আছে, মিনতি করি, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন,—তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলিকে আমার বড় ভয় করে। বাংলা অক্ষর তাঁহাদের চক্ষুশূল;—এত বড় বাংলা পুস্তক দেখিলেই ত তাঁহারা বিদ্রূপ করিবেন; ভয় হয়,—পাঠ করা দূরে থাকুক্, আতঙ্কে হয় ত এ পুস্তক স্পর্শই করিবেন না। পক্ষবিপক্ষ সমস্ত সারগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট করপুটে আমার এই প্রার্থনা, বৃহৎকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া, সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষার এই অভিনব পুস্তকখানি এক একবার পাঠ করুন,—বিশেষ প্রার্থনা এই, কৃপানয়নে পাঠ করিয়া মনের সহিত ইহার একটী নাম রাখুন। "বিলাতী গুপ্তকথা—অতি অপূর্ব্ব!"—যদিও এ নাম একপক্ষে সার্থক হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক এখানি কোন্ ভাবের কোন্ রসের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, সেইটী ঠিক নির্ণয় করা চাই। আমি সেটী নির্ণয় করিবার ইচ্ছায় অনেক সময় অনেক ভাবিয়াছি। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "এখানা কি নভেল?" ইচ্ছা হয়, নভেল বলিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত নভেল ইহা নহে। তবে কি রোমান্স?—না,—তাহাও ঠিক হইতে পারে না। তবে কি মিষ্ট্রী?—এক পক্ষে তাহা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু প্রশংসা এই, ইহার উপকরণ অনেক প্রকার। ইহাকে নভেল বলিতে পারেন, নাটক বলিতে পারেন, ইতিহাস বলিতে পারেন, "ইউরোপখণ্ডের মানবচরিত্র" সংজ্ঞা দিলেও পুস্তকের অমর্য্যাদা হইবে না। এই প্রকাণ্ড বাঙ্গালা পুস্তকের পক্ষবিপক্ষ উভয় দলের নিকটেই আবার আমার এই মিনতি, ফলশ্রুতি

ভাবিয়া ইহার একটী নাম রাখুন ; নূতন রকম নামকরণ করিয়া দিলে আমি আপনাদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। পাঠ করিবার পর, হৃদয়ে আপনারা যখন এই ফলশ্রুতির মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন, তখন যদি এই বৃহৎ পুস্তকখানা ঘৃণা করিয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে ফেলিয়া দিবেন, তাহাও আমার শ্লাঘা।

ফলশ্রুতি একবার ভাবিয়া দেখুন। দীনহীন অনাথ অজানা অচেনা গরিব অবস্থায় শৈশবকাল হইতে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মনিরত জোসেফ উইল্‌মটকে নষ্ট করিবার মৎলবে যাহারা যাহারা মহাপাপচক্রে লিপ্ত হইয়াছিল, বড়দলের ভিতরেও যাঁহারা যাঁহারা মহা মহা পাপাচরণে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, হাতে হাতে তাঁহাদের সর্ব্বলেরই কেমন ভয়ানক ভয়ানক পরিণাম ফলিয়া গেল। যাঁহারা ধর্ম্মপথে ছিলেন,—জোসেফ উইলমট বোধ হয় অগ্রগণ্য,—যাঁহাদের নিয়ত ধর্ম্মপথে মতি ছিল, হৃদয় যাঁহাদের নিষ্পাপ, মনে করিলে শরীর পুলকিত হয়, পুণ্যফলে তাঁহাদের কতই সুখ, কতই সৌভাগ্য, কতই ঐশ্বর্য্য, কতই আনন্দ !

পাঠকমহাশয় দেখুন, জোসেফ উইলমট ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করেন। ২৩ বৎসর পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সৌভাগ্যের উদয়। এইখানে একটী ইতিহাসের মীমাংসা আসিতেছে। ইউরোপখণ্ডের মানবচরিত্র, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের লোকগুলির সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি সে সময় কি রকম ছিল, জোসেফ উইলমটের দেশভ্রমণে, জোসেফ উইলমটের ভাগ্যকাহিনী বর্ণনে সেই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। মনে করুন্ ১৮৪২ সাল ; ইহা কিছু বেশী দিনের কথা নহে ; ইংলণ্ড তাহার অনেকদিন পূর্ব্বে ভারতের রাজমুকুট ধারণ করিয়াছেন। জগতের মঙ্গলের উদ্দেশে, জগদীশ এই ইংরাজজাতিকে সৃজন করিয়াছেন। ইংরাজ তখন ভারতে আসিয়া ঈশ্বরপ্রেরণায় ভারতের মঙ্গলসাধন করিতেছেন। মনে করুন, ১৮৪২ সাল ;—এই সময় হইতে সাত আট বৎসরের মধ্যে ভারতে কতই উন্নতি !—লর্ড অক্‌লাণ্ড, লর্ড এলেনবরা, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রভৃতি মহামতিরা সেই সময় ক্রমে ক্রমে পর্য্যায়ক্রমে ভারতের সুখশান্তির ভার মস্তকে ধারণ করিতেছিলেন। ভারতবাসী যাহাতে চরিত্র শোধন করে, ভারতের লোক যাহাতে মানবসমাজের

সমুচিত ভদ্রসভ্যতা শিক্ষা করে, ইংরাজজাতি তখন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রমাণে কায়মনোযত্নে তাহার উপায়বিধান করিতেছিলেন। মনে করুন, ১৮৪২ সাল। এই সালে কাবুলযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত। পরে পরে "ভারতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা" লর্ড ডেলহৌসী বাহাদুরের আগমনের (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বেও নানা উপায়ে ভারতের মঙ্গলচেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। কাবুলের যুদ্ধ, বর্ম্মার যুদ্ধ, পঞ্জাবে শীকের যুদ্ধ, এদিকে ভরতপুর উড়ানো, ইত্যাকার নানা উপায়ে ১৮৪২ সাল হইতে ১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত তখনকার বড় বড় নীতিজ্ঞ সেনাপতি শাসনকর্ত্তারা ভারতে অক্ষুণ্ণ শান্তিস্থাপনের বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন। বিশুদ্ধ ত্রাণকর্ত্তার ভক্ত উপাসক ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্‌রীমহাশয়েরা ভারতক্ষেত্রে নানা যুক্তিগর্ভ অপরিমিত ধর্ম্মবাক্য বর্ষণ করিয়াছেন, অনেক উপকারে ভারত ইংরাজের কাছে কৃতজ্ঞ। একখানি বাংলা পুস্তকের ফলশ্রুতিতে এত কথা বলিতেছি কেন, দেশমঙ্গলকর মানবসমাজের একটী তুলনা করিবার অভিলাষ।

সভ্যতার বিকাশ স্বদেশেই বা কেমন, বিদেশেই বা কেমন, এইটী তুলনা করিবার ইচ্ছা। ইংরাজ যখন এদেশে রাজ্যবিস্তার করিতে করিতে সভ্যতা বিস্তার করিতেছেন, ইংরাজ যখন হিন্দুসংসারের আচারব্যবহারের দোষ কীর্ত্তন করিয়া, দেশাচারকে অথবা কুলাচারকে সভ্যতা-রসানে মার্জ্জিত করিতে অনুরোধ করিতেছেন, সেই সময় ইংরাজের স্বদেশের বড় বড় লোকের সভ্যতার কীর্ত্তিপতাকা বাতাসে উড়িয়া, বাতাসকে কতই দুর্গন্ধ করিয়া তুলিতেছে, নিরপেক্ষ চক্ষে তাহার একবার রূপতুলনা অবলোকন করা কখনই বোধ হয় অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কতকগুলি লোকে দল বাঁধিয়া ক্রমাগত আটবৎসর কাল বালক অসহায় উইলমটকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়াছেন। ঐ সূত্রে অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন মৎলবে দুরন্ত কুচক্রীদলকে কতই প্রতারণা, কতই ছলনা, কতই মায়াবিস্তার, এমন কি, সাংঘাতিক নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে! যাঁহারা এই সকল কার্য্যের নায়ক, তাঁহারা সকলেই কিছু ছোটলোক নহেন, নিতান্ত ছোটঘরেও জন্ম নহে, কিন্তু নিদারুণ অহঙ্কার, দুর্জ্জয় অর্থলোভ, ও দুর্নিবার্য্য দুষ্প্রবৃত্তি, এই সকল পাপমোহে বিমোহিত হইয়াও, বড় বড় লোকে বড় বড় ইংরাজসমাজে বেশ মান্যগণ্য হইয়াছিলেন, জোসেফ উইলমটের বর্ণনাতে ঠিক এইরূপ বুঝিতে

পারা যায়। ক্ষুদ্র আভাস হইতেই বৃহৎ ফলাফল অনুভূত হয়। যেখানে চিক্কুর, সেইখানেই গর্জ্জন। জোসেফ উইলমট যতটুকু ভুগিয়াছেন, যতটুকু বলিয়াছেন, তাহার বহু বিস্তার অবশ্যই সম্ভবে। কেন না, গণ্যমান্য লোকেরাও অর্থলোভে নিতান্ত নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মনোমধ্যে কিছুই দ্বিধা রাখেন না। ইউরোপখণ্ডের অপরাপর স্থানেও অনেক লোক কদর্য্য স্বার্থে অন্ধ হইয়া অনেক পাপের অনুষ্ঠান করেন। ইংলণ্ডের সমাজকেই উইলমট কিছু বেশী দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক ছোটবড় যে সকল কার্য্যে যতগুলি লোকের সহিত জোসেফ উইলমটের সংশ্রব ঘটিয়াছিল,—সাক্ষাতে অসাক্ষাতে যতগুলি লোকের যত কিছু সংঘটন, আপনারা স্থিরচিত্তে এক বার ভাল করিয়া বিবেচনা করুন্, ততগুলি লোকের মধ্যে প্রকৃত সাধু বলিয়া ক-জনকে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে ?

এদেশে এখন ইংরাজজাতিকে যাঁহারা কলিকল্মষপরিশূন্য দেবতা মনে করেন, জোসেফ উইলমটের আখ্যায়িকার নায়কনায়িকাগুলিকে বাছিয়া লইতে পারিলে, তাঁহারা অবশ্যই গুটিকতক দেবতা পাইবেন, একথা সত্য ; কিন্তু কাহিনী বলে, দেবতা কম, সয়তান বেশী। জোসেফ উইলমটের কাহিনীতে সেই পরিচয়টাই বেশী পাওয়া গেল। কাহিনীর প্রসংশনীয় তাৎপর্য্য ;—ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়। সমাজকণ্টক পাপীলোকেরা হাতে হাতে ভয়ানক ভয়ানক ফল ভোগ করিল, ধর্ম্মপিপাসু হৃদয়ের ইহাই সান্ত্বনা, ইহাই আনন্দ,—ইহাই সুখ।

দেশাচার কুলাচারে ইউরোপের প্রায় সর্ব্বস্থানেই বালিকাবিবাহ নিষেধ। জোসেফ উইলমটের কাহিনীতে অনেকগুলি বড় বড় কুমারীর অপরূপ বিবাহের বর্ণনা আছে। প্রধানা নায়িকা আনাবেল ;—২৩ বৎসর পর্য্যন্ত আনাবেল নিষ্কলঙ্ক পবিত্র কুমারী, উইলমট এ কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু সপ্তদশবর্ষীয়া লেডী কালিন্দী কত দিন পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক পবিত্র কুমারী ছিলেন, উইলমটের নিজ মুখেই তাহা প্রকাশ আছে। ইউরোপখণ্ডে, ছোট ধরুন,—ইংলণ্ডরাজ্যে দিন দিন তেমন লেডী কালিন্দী কতই উদ্ভূত হইতেছে। তাদৃশী তরলমতি স্বাধীনা নবযৌবনা—অথবা অতীতযৌবনা কুলকামিনীকে নিষ্কলঙ্ক পবিত্র কুমারী বলিয়া পরিচয় দিতে মানুষের রক্তমাংসের শরীর নিশ্চয়ই কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। তেমন নিষ্কলঙ্ক

পবিত্র কুমারী কতদূর অন্বেষণ করিয়া কতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহার বিচার করা বড় সাধারণ কথা নহে। বিলাতী বিবাহের প্রথা বিলাতের পক্ষে শুভঙ্করী হইলেও অনেকস্থলে বিপরীত ফল হয়। প্রথম ধরুন, বিলাতী কামিনীকুলের পূর্ণ স্বাধীনতা; পিতামাতার মতে তাঁহারা বিবাহ করেন না;—পূর্ণযৌবনে অথবা অতীতযৌবনে যে কোন পুরুষের প্রতি ভালবাসা পড়ে, অন্ধপ্রেমে অন্ধ হইয়া কামিনীরা সেই পাত্রেই আত্মসমর্পণ করেন। এক এক স্থলে শুভফল হয়, জোসেফ তাহা দেখাইয়াছেন, কিন্তু অশুভ ফল কত? জোসেফের মাতাপিতাই ভয়ঙ্কর স্বাধীনপ্রেমের নায়কনায়িকা! অনেকের মধ্যে হাড়ে হাড়ে ভুক্ত-ভোগী সার মাথু হেসেল্‌টাইন; এই ভদ্রলোকটীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা; ভগ্নী, ভাগ্নী, কন্যা, উপর্য্যুপরি তিনটী স্নেহপাত্রীর প্রেমপুরুষের সঙ্গে পলায়ন!—ইংলণ্ডে বিধবাবিবাহের প্রথা আছে। তাহাতেও কত প্রতারণা, কত দাগাবাজী, কত উৎপীড়ন, কত কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পরিণাম, জোসে-ফের জীবনচরিতে তাহারও উজ্জ্বল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে; লোমহর্ষণ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লানোভার আর বাবেন্‌হাম।

কোন্ দেশের প্রথা ভাল, কোন্ দেশের মন্দ, এ স্থলে আমি সে বিচার করিতেছি না। সাধারণত জোসেফ উইলমটের জীবনচরিতে পাশ্চাত্য সমাজপ্রণালীর যতটুকু সার পাওয়া গেল, তাহা আলোচনা করিয় ভারতের উন্নতিকামুক যুবকসম্প্রদায় আর্য্যসমাজসংস্কারে বিবেচনামত মতামত প্রকাশ করেন, ইহাই বাস্তবিক উদ্দেশ্য। আরও একটী উদ্দেশ্য আছে। যাঁহারা জোসেফ উইল্‌মট চক্ষেও দেখেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পদৃষ্টি পাঠকের মুখে শুনিয়াছেন, "হরিদাসের গুপ্তকথা"খানি জোসেফ উইল্‌মটের তর্জ্জমা। এ ভুলটী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল, এই বার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল। হরিদাসে যাহা আছে, তাহা হরিদাসের গুপ্তকথাতেই দেখিবেন, জোসেফ উইল্‌মটে যাহা আছে, তাহা এই বিলাতী গুপ্তকথাতেই দেখুন। এই দুখানির আদর অনাদর আপনাদেরই হাতে; নিন্দাপ্রশংসা, উভয়ই আমার।

কেহ কেহ ত বলিবেন, একখানা গল্পের বহি, তাহাও আবার বাংলা অক্ষরে লেখা, ইহার আবার ফলশ্রুতিই বা কি, নিন্দাপ্রশংসাই বা কি?

হাঁ, এ তর্ক অবশ্যই শুনা যাইতে পারে; কিন্তু কাণ্ডখানা কি, একবার ভাল করিয়া নজরে লাগাইবার অগ্রে ওরূপ তর্ক এস্থলে বসিবার স্থান পায় না। কি জন্য পায় না, এ প্রশ্নের সদুত্তর পুস্তকেই প্রাপ্ত হইবেন। সকলে কিরূপ মনে করেন, বলিতে পারি না, যাঁহারা সারগ্রাহী, সূক্ষ্মদর্শী, আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন, এ পুস্তকখানি শুধুইমাত্র মনোরঞ্জন উপন্যাস নহে, শুধুই কেবল নায়কনায়িকাঘটিত নবন্যাস নহে, সাধারণতন্ত্রমত সাধারণ গল্পের বহী মনে করাও ভুল হয়। জোসেফ উইলমটের ভাগ্যসূত্রের সঙ্গে গুটীকতক নায়কনায়িকা গাঁথিয়া জোসেফ উইলমটের মুখে প্রায় সমগ্র ইউরোপখণ্ডের সাধারণ সংসারচরিত্র সুন্দররূপে সুবর্ণনকল্পে সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ রেনল্ডসাহেব সবিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ইহাতে ইউরোপীয় মানবসংসারের কৃত্রিম অকৃত্রিম সর্ব্বপ্রকার আচারাদি ক্রিয়াকলাপের উজ্জ্বল উজ্জ্বল ছবি আছে;—উজ্জ্বল উজ্জ্বল সুন্দর সুন্দর,—উজ্জ্বল উজ্জ্বল ভীষণ ভীষণ সমাজবর্গের ছবি!—আধ্যাত্মিক ভাব, সাংসারিক ভাব, ভৌতিক ভাব, ইত্যাকার নানাভাবের সুরঞ্জিত পেটিকা; সুতরাং এখানি পদে পদেই ঘটনায় ঘটনায় সংসারতত্ত্বের ভাল ভাল জ্ঞানগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। জোসেফকে পাপীলোকে পাপচক্রে ঘেরিয়াছিল। লোকে দেখে, অধর্ম্মপথে শ্রীবৃদ্ধি;—সে শ্রীবৃদ্ধি দিনকতক;—পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য্য। পাপীলোকের জীবনকালেই নিত্য নিত্য বুকের ভিতর যমযন্ত্রণা! অবশেষে ভয়ানক ভয়ানক পরিণাম;—দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া জীবনান্ত! জোসেফ উইলমটে পাপীলোকের শাস্তিগুলি প্রদীপ্তি; সাধারণ মানবসংসারকে ইহা অনেকদূর সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে।

এত গুণ;—জোসেফ উইলমটে এত গুণ আছে বলিয়াই পুস্তকখানি এত বৃহৎ। বাজারে সচরাচর আজকাল অষ্টাদশপর্ব্ব কাব্যমহাভারত দেড়শত ফর্ম্মার অধিক নহে, বিলাতী গুপ্তকথা প্রায় দুইশত ফর্ম্মায় সমাপ্ত। কেবল রাজেকথা বলিয়া এতবড় প্রকাণ্ড একখানা সাধারণ গল্পের বহী প্রস্তুত করিলাম,—হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, সে হাসি আমি সহিতে পারিব, সে পক্ষে যাহাতে সহিষ্ণুতা আইসে, লিখিতে আরম্ভ করিবার অগ্রে বিশেষ সাবধান হইয়া সে জন্য আমি সহিষ্ণুতাদেবীর উপাসনা করিয়াছি। উপলক্ষ একটী জোসেফ উইলমট;—আপনারা ক্ষমা করিবেন, আমি একটু শ্লাঘা

করিয়া বলিতেছি, ফল হইল একখানি দর্পণ। সাদরে এই দর্পণখানি আমি আপনাদের দশজনের হস্তে সমর্পণ করিলাম। দর্পণে আপনারা সাহেবলোকের ছবি দেখুন ;—বিচারচক্ষে শুক্লকৃষ্ণ উভয় পৃষ্ঠ দর্শন করিয়া যাহা করিতে হয় করুন্, যাহা বলিতে হয় বলুন্, আমি এখন আপনাদের মঙ্গলকামনা করিয়া সরিয়া দাঁড়াই।

আমার ব্রত সমাপ্ত হইল। ভদ্রসমাজের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, জোসেফ উইল্‌মটকে বাংলা অক্ষরে সাজাইয়া দেখাইব, জগদীশ্বর-প্রসাদে যথাশক্তি সেই অঙ্গীকার পালন করিলাম। সমাপ্ত হইবে না বলিয়া যাঁহারা এতদিন নিষ্কৃপনয়নে জোসেফ উইল্‌মটের পাতাগুলির প্রতি অবিশ্বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ, বর্ষপূর্ণ হইবার অগ্রেই তাঁহাদের কাছে আমার মুখরক্ষা—লজ্জারক্ষা—সম্ভ্রম রক্ষা হইল।

বঙ্গরুচির অনুসারিণী করিয়া কাহিনীটিকে বঙ্গাক্ষরে সাজাইতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছি। কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কি না, পাঠ করিয়া প্রীতিকামুক পাঠকবৃন্দের প্রীতিলাভ হইবে কি না, সহৃদয় পাঠকবৃন্দের বিচারের উপরেই তাহার মীমাংসা। লোকে আমার প্রশংসা করুন্, এমন আশা আমি রাখি না ; যাঁহারা ঘৃণা করিবেন, তাঁহাদিগকেও আমি ভালবাসি। কেন না, এ ব্রতে আমার সংকল্প করা মন্ত্র আছে, তিরস্কার পুরস্কার উভয়ই আমার সমান। এযাত্রা এই পর্য্যন্ত নিবেদন। জগদীশ আপনাদের মঙ্গলবিধান করুন। এ যাত্রা আমি বিদায় হইলাম। অভিরুচি বুঝিলে বারান্তরে পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষী—

কলিকাতা,
১২ই এপ্রেল্, ১৮৮৯।
৩১এ চৈত্র, ১২৯৫।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশকের নিবেদন।

স্বল্পে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, গ্রাহকমহোদয়গণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ ব্যাপার সমাপ্ত করিলাম। প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত আমার প্রতিনিধির স্বরূপ শ্রীযুক্ত পাল এবং কোম্পানি এই বিলাতী গুপ্ত-কথাখানি প্রকাশ করিলেন। পুস্তকের টাইটেলে পাল-কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, এইরূপ মুদ্রিত হইয়া আসিল। বাস্তবিক প্রকাশকের স্বত্বাধিকার পাল-কোম্পানির নহে, সে সত্বাধিকার আমার নিজের। এই বিলাতি গুপ্ত-কথার স্বত্বাধিকারের সহিত পাল-কোম্পানির কোন সংশ্রব নাই। আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকাতে তাঁহারা আমার কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়া এই গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। ষ্টারলাইব্রেরিসম্বন্ধে পালকোম্পানি আমা হইতে বিভিন্ন নহেন। আমার উদ্‌যোগেই এবং আমার পরামর্শেই ষ্টার লাইব্রেরির সংস্থাপন। পাল-কোম্পানি অতঃপর যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশ করিবেন এবং ইত্যগ্রে যাহা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার স্বত্বাধিকারসম্বন্ধে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। এই বিলাতী গুপ্তকথায় কেবল আমারই নিঃসংশ্রব অধিকার। ইহার লাভলোক্সান দেনাপাওনা কোন বিষয়ের সহিত পাল-কোম্পানির কিছুমাত্র সংশ্রব থাকিল না। আমিই ইহার বিধিসিদ্ধ প্রকাশক। গভর্ণমেণ্টের পুস্তক-রেজেষ্টরী-আফিসেও আমার জন্য পালকোম্পানি প্রকাশক, ইহ প্রকাশ থাকিল। ফলতঃ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আখ্যানকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকেই এ "বিলাতী গুপ্তকথার" প্রকাশকের স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১২৯৬।

প্রকাশক
শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।